বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

ময়মনসিংহ

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ময়মনসিংহ

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

আমিনুর রহমান সুলতান

সংগ্রাহক

আজাহার সরকার

মান্নান ফরিদী

এ.টি.এম. শফিকুল ইসলাম

পরাগ রিছিল

রাশেদ আনাম

লুবনা ইয়াসমিন

আমীর আলী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
ময়মনসিংহ

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২৪/এপ্রিল ২০১৭

বাএ ৫৬২৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৯/ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০ কপি। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরুল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : ৪০০.০০ টাকা।

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : MYMENSINGH (Present State of Folklore in Mymensingh District). Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md. Altaf Hossain. Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Published by Dr. Jalal Ahmed. Director (in-charge). Sales. Marketing and Reprint Division. Bangla Academy. Dhaka 1000. Bangladesh. First Reprint : Reprint Sub-Division. April 2017. Price : Taka 400.00 Only.

ISBN 984-07-5633-9

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয় নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায় নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয় নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমালা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হল এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements)

www.pathagar.com

কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্যাদি/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   - ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   - খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

www.pathagar.com

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active

www.pathagar.com

tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটে নি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলজ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা) আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া

www.pathagar.com

(কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুরপুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা ((পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা, বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালীদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মণ্ডা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ) এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুনিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও

www.pathagar.com

নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রামবাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম। তবে লোককবি ও পথুয়া সাহিত্যের কথা থাকবে।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা কাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth)।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকখাদ্য (folk food), ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঙ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk Song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মান্দা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১ হাজংদের বাস্তুপূজা,

www.pathagar.com

১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. ঘাটুগান, ২. গাজির গান, ৩. বাইদ্যা বা বাইদ্যানীর গান, ৪. পালাগান, ৫. একদিল গান, ৬. কবিগান, ৭. জারিগান, ৮. বিষহরির পাঁচালি । খ. লোকনৃত্য ।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. মহিলা খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া ।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার প্রভৃতি ।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা । খ. তন্ত্রমন্ত্র ।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা (folk rythm & vat poem)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি ।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন । এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নিদের্শনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই । সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় । ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয় নি । এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম ও ফোকলোর উপবিভাগের

www.pathagar.com

উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয় নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ময়মনসিংহের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ জেলা বর্তমানে ছোট হয়ে যাওয়ায় বৃহত্তর ময়মনসিংহের *ময়মনসিংহ গীতিকা*সহ কিছু কিছু উপাদান এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই। ওইসব উপাদান কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ইতিহাস অংশে পাওয়া যাবে। আমরা আশা করি, এই সংকলন গ্রন্থটি লোকজ সংস্কৃতানুরাগীদের কাছে আদরণীয় হবে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district) **১-৪৬**

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ৩

খ. ভৌগোলিক অবস্থান ৫

গ. বনভূমি ও গাছপালা ৭

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২

ঙ. জনবসতির পরিচয় ১৬

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল ২১

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৪

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ২৫

ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি ৩১

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) **৪৭-৭০**

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale) ৪৯

খ. কিংবদন্তি (legend) ৫৫

গ. লোকপুরাণ (myth) ৬৫

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) **৭১-১৩৮**

ক. লোকশিল্প (folk art) ৭৩

লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, হাতপাখা, নকশিশিকা

www.pathagar.com

খ. পোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১০৭
গ. লোকখাদ্য (folk food) ১১০
ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১২৬
ঙ. লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৩১

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad) **১৩৯-২৫৬**

ক. লোকসংগীত ১৪১
১. মাজারের গান ১৪১
২. উড়ি গান ১৪৬
৩. কর্মসংগীত ১৪৭
৪. গাইনের গীত ১৪৮
৫. মেয়েলি গীত ১৫০
৬. ভাটিয়ালি ১৬৯

খ. গাথা ১৭৮
১. হালুয়াঘাটের গাথা ১৭৮

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival) **২৫৭-৩০২**

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব ২৫৯
২. ঈদ উৎসব ২৬৩
৩. শারদীয় দুর্গোৎসব ২৬৬
৪. অষ্টমীস্নান ও মেলা ২৬৯
৫. রথযাত্রা ও রথমেলা ২৭৬
৬. ওরস ও মেলা ২৮১
৭. আশুরা ২৮৯
৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা ২৮৯
৯. ওয়ানগালা ২৯০
১০. হাজংদের বাস্তুপূজা ২৯০
১১. থুবাপূজা ২৯১
১২. হালুয়াঘাটের মান্দিদের বিয়ে ২৯১
১৩. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা ২৯২
১৪. অন্নপ্রাশন ২৯২
১৫. খৎনা বা মুসলমানি ২৯৩
১৬. সাধভক্ষণ ২৯৩

www.pathagar.com

১৭. সিমন্তোন্নয়ন ২৯৩
১৮. ষষ্ঠী ২৯৪
১৯. আকিকা ২৯৪
২০. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি ২৯৪
২১. শিশুকে খির খাওয়ানো ২৯৫
২২. মানসিক (মানত) ২৯৫
২৩. গরুন্নাতের শির্নি ২৯৫
২৪. চড়ি (ষটি) ২৯৫
২৫. গায়েহলুদ ২৯৬
২৬. সদরভাতা ২৯৬
২৭. মঙ্গলাচরণ ২৯৬
২৮. বউবরণ ২৯৬
২৯. ভাত-কাপড় ২৯৭
৩০. বৌভাত ২৯৭
৩১. রাখাল বন্ধুদের উৎসব ২৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance) ৩০৩-৪১৬
ক. লোকনাট্য ৩০৫
১. ঘাটুগান ৩০৫
২. গাজির গান ৩৩৭
৩. বাইদ্যার গান ৩৫৬
৪. পালাগান ৩৭৩
৫. একদিল গান ৩৭৮
৬. কবিগান ৩৮৫
৭. জারিগান ৩৯২
৮. বিষহরির পাঁচালি ৪০৫

খ. লোকনৃত্য ৪১২

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games) ৪১৭-৪৩২
১. বলাই ৪১৯
২. তই তই ৪১৯
৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা ৪১৯
৪. লাঠি খেলা ৪২০

www.pathagar.com

৫. হুমগুটি/গুটি খেলা ৪২১
৬. হাডুডু খেলা ৪২৮
৭ মহিলা খেলা ৪২৯
৮. পলাগুঞ্জি খেলা ৪২৯
৯. নৌকা বাইচ ৪৩০
১০. ষাঁড়ের লড়াই ৪৩০
১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা ৪৩১
১২. গোল্লাছুট খেলা ৪৩১
১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া ৪৩২

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) **৪৩৩-৪৪৮**
১. মিস্ত্রি/ছুতার ৪৩৬
২. কলু ৪৩৮
৩. তাঁতি ৪৪১
৪. জেলে ৪৪৩
৫. কামার ৪৪৬

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৪৪৯-৪৭০
ক. লোকচিকিৎসা ৪৫১
১. ঈশ্বরগঞ্জের কলতার ঝাড়া ৪৫১
২. মুক্তাগাছার সাপে কাটার ঝাড়া ৪৬০
৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা ৪৬১

খ. তন্ত্রমন্ত্র ৪৬১

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle) **৪৭১-৪৯২**

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) **৪৯৩-৫০৬**

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা (folk rythm & vat poem) ৫০৭-৫৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) **৫৫৫-৫৬২**

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology) **৫৬৩-৫৮৪**

১. মাছ ধরার উইন্যা ৫৬৫
২. মাছ ধরার বাইর ৫৭২
৩. মাছ ধরার জাখা ৫৭৩
৪. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ ৫৭৪
৫. কাপড় বোনার তাঁত ৫৭৫
৬. জাঁতি বা ছরতা ৫৭৬
৭. হুঁকা ৫৭৭
৮. ঢেঁকি ৫৭৮
৯. লাঙল ৫৭৯
১০. পানের বরজ ৫৮০
১১. ইঁদুর মারার কল ৫৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

গ. বনভূমি ও গাছপালা

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ঙ. জনবসতির পরিচয়

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

ময়মনসিংহ জেলা একসময় শুধু সর্ববৃহৎ জেলা হিসেবেই পরিচিত ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলা-অঞ্চল স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল—নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, পাহাড়-পর্বত, বনানী তথা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য আর ঐতিহাসিক স্মৃতি গৌরবগাথার জন্য। লোকছড়ায় প্রচলিত রয়েছে যে, হাওড়-বাওড়-মইষের শিং—এই তিনে মৈমনসিং অর্থাৎ ময়মনসিংহ।

লোহিত সাগরের গর্ভোত্থিত ভূখণ্ড তার কাঠামোগত অবয়ব প্রাচীনকাল থেকেই পরিবর্তিত হতে হতে 'ময়মনসিংহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ১৭৮৭ সালের ১ মে একটি জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে'।[১] পৌরাণিক নদ ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহের মাটি ও মানুষের জীবনধারাকে দুইভাগে ভাগ করেছে। যার এক ভাগে রয়েছে পশ্চিমাঞ্চল। এক সময় তা পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্ধনের অধীনে ছিল। আরেক ভাগে রয়েছে পূর্বাঞ্চল। যা ছিল কামরূপ প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীনে। ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা হয়ে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার নামকরণ নিয়ে রয়েছে নানা মত। কেদারনাথ মজুমদার যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন, "ময়মনসিংহ নামটী 'মমিনসাহী'র পরিবর্তিত সংস্করণ। কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সময়ে মমিনসাহ নামের কোন ব্যক্তি সরকার বাজুহার একাংশের অধীশ্বর ছিলেন। সেই মমিনসাহ হইতে তদীয় অধিকৃত মহালের নাম মমিনসাহী হইয়াছিল। আইন-ই আকবরই-গ্রন্থে মমিনসাহী মহালের নাম দেখা যায়। এই মমিন 'সাহী' শব্দই লিপি-বিড়ম্বনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিংহ রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে বর্তমানে একেবারে 'মৈমনসিংহে' পরিণত হইয়াছে। মৈমনসিংহ বা ময়মনসিংহ রাজস্বে এ জেলার সর্ব্বপ্রধান পরগনা। পরগনা মমিনসাহী বা মৈমনসিংহের গভর্নমেন্ট রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া এই জেলা ময়মনসিংহ নামে অভিহিত হইয়াছে"।[২]

তবে কেদারনাথ মজুমদারের চাইতে আরো অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনেকেই যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের পাঠ থেকে আমরা জেনেছি, "হোসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর ছেলে নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের নামেই নসরতশাহী পরগনার নামকরণ হয় এবং তাঁর অন্যতম সেনাপতি মোমেনশাহের নামে মোমেনশাহী পরগনার নামকরণ হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে"।[৩] উক্ত পরগনা ছাড়াও

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলা
ভারত
শেরপুর
নেত্রকোনা
জামালপুর
কিশোরগঞ্জ
গাজীপুর
টাঙ্গাইল
ভুবনকুড়া
জুগলী
গাজীরভিটা
ঘোষগাঁও
দক্ষিণ মাইজপাড়া
হালুয়াঘাট
নড়াইল
ধোবাউড়া
কাইছাপুর
ধরা
বাঘবেড়
পুরাকান্দুলিয়া
পুরাইল
আমতাইল
স্বদেশী
বিলদুয়া
সাকোহ
সিঙ্গেশ্বর
বওলা
বালিয়া
পেয়ারী
রূপসী
ঢাকুয়া
ফুলপুর
বানিহালা
রামভদ্রপুর
রহিমগঞ্জ
কামারগাঁও
কাকনী
গাংলাগাঁও
রামপুর
সিদলা
অষ্টধর
বোরারচর
বালিখান
তারাকান্দা
তারাটি
পরানগঞ্জ
শিরতা
কুষ্টিয়া
কামারিয়া
বড়গ্রাম
কুমারঘাটা
খাগদহর
বিশকা
মইলাকান্দা
মানকোন
অচিন্তপুর
মুক্তাগাছা
চর ঈশ্বরদি
চর নিলক্ষী
দুল্লা
ময়মনসিংহ
দাপুনিয়া
গৌরীপুর
মাওহা
কাশিমপুর
আকুয়া
ঘোগা
খেরুয়াজানী
ঢোহাকনল
বোকাইনগর
শনাতি
বার্সাতি
কেওয়াতখালী
রামগোপালপুর
সোহাগী
দাওগাঁও
বলিয়ানপুর
দেওখোলা
ঘাগড়া
ভবাখালী
ঈশ্বরগঞ্জ
তরুণদিয়া
সরিষা
কুশমাইল
পুটিজানা
ধানীখোলা
উচাখিলা
বড়হি
ঝটিয়া
বক্তা
ফুলবাড়িয়া
বৈলর
কানখাল
রাজিবপুর
আঠারবাড়ী
নওগাঁ
ত্রিশাল
কানিহারী
মাইজবাগ
চণ্ডীপাশা
গাংগাইল
রাধাকানাই
মঠবাড়ী
মগটুলা
রাজগাতী
কলাদহ
রামপুর
বালিপাড়া
নান্দাইল
আচারগাঁও
আজিমপাটুলী
সাখুয়া
বেতাগৈর
মোয়াজ্জেমপুর
এনায়েতপুর
ভবানীপুর
আমিরাবাড়ী
হরিরামপুর
বড়বাড়ীয়া
খারুয়া
শেরপুর
সিংরইল
মুশুলী
রসুলপুর
চর আলগী
জাহাঙ্গীরপুর
মোকময়ারপুর
যশোরা
মালটিয়া
মেদুয়ারী
ভরাডুবা
রোনা
উথুরা
ধীতপুর
গফরগাঁও
পাঁচবাগ
উস্তি
ডাকাতিয়া
ভালুকা
বিরুনিয়া
মশাখালী
লংগাইর
মল্লিকবাড়ী
রাজৈ
দত্তের বাজার
কচিনা
হাবিরবাড়ী
পাইথল
টাংগাবো
নীগুয়ারী

আলেপশাহী নামে আরেকটি পরগনা তখন উল্লেখযোগ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৮৬ সালে রেল যোগাযোগ সৃষ্টির একটি ভুলের কারণে ময়মনসিংহ নামটি প্রতিষ্ঠা পায় বলে অভিমত দিয়েছেন। ১৭৯১ সালে জেলা সদরের নাম ছিল নাসিরাবাদ।

আমরা জানি নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের নাম অনুসারেই এই নামকরণ করা হয়েছিল। যে ভুলের কারণে নাসিরাবাদ থেকে ময়মনসিংহ নামটি প্রতিষ্ঠা পায় তা উল্লেখ করছি। কথিত আছে, "বিশ টিন কেরোসিন বুক করা হয়েছিল বর্জন লাল এন্ড কোম্পানীর পক্ষ থেকে নাসিরাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে। এই মাল চলে যায় রাজপুতানার নসিরবাদ রেল স্টেশনে। এ নিয়ে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরবর্তীতে আরো কিছু বিভ্রান্তি ঘটায় রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ রাখা হয় (চিঠি নং ১২৯০ এম. তারিখ ১০.০৩.১৯০৫)। সেই থেকে নাসিরাবাদের পরিবর্তে ময়মনসিংহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে নাসিরবাদ নাম তলিয়ে গেছে অতীতের গহ্বরে। ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল যখন পৌরসভা স্থাপিত হয় তখন এর নাম ছিল নাসিরাবাদ পৌরসভা কমিটি। ১৯০৫ সালে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি হয়"।[৪]

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের উত্তরাংশে ময়মনসিংহ জেলা অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে গারো পাহাড় ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। পশ্চিমে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলা এবং পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত।

ভৌগোলিকভাবে জেলাটি ২৪° ০২´ ০৩´´ থেকে ২৫°২৬´ ৫৬´´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৯° ৩৯´ থেকে ৯১° ১৫´ ৩৫´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমুদ্রগর্ভে ছিল নিমজ্জিত। মধুপুর অঞ্চলে বাস ছিল কোচ-মান্দি-হাজংদের; যাদেরকে আমরা অস্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর শাখা হিসেবে অভিহিত করে থাকি।

ক্রমে পাহাড়-পর্বত থেকে স্রোতবাহী পলি জমতে জমতে জেগে ওঠে চর। ময়মনসিংহ ক্রমে আবাসযোগ্য হতে থাকে। তবে ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের ভূমি গঠনে ব্রহ্মপুত্রের ভূমিকাই প্রধান হলেও ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল গঠনে তেমন ভূমিকার কথা বলা যাবে না। কারণ নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে এখনও অনেক হাওর বসবাসযোগ্য ভূমি গঠনের অন্তরায়। কালক্রমে ময়মনসিংহ জেলা মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বারোটি উপজেলার ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে গঠিত। তারপরও এক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্রের গতিপ্রকৃতি ও তার পলির বিস্তারের কথা মনে রেখে আমরা ময়মনসিংহকে পশ্চিম ও পূর্ব এই দুই অঞ্চলে ভাগ করতে পারি। পশ্চিমাঞ্চলের টাঙ্গাইল ও জামালপুরের ভূমি গঠনের মতোই ব্রহ্মপুত্রের পলির প্রভাব রয়েছে মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ সদরে, অবশ্য দক্ষিণাঞ্চল ভালুকা ও গফরগাঁও এই দুটি উপজেলার ভূমি গঠনেও পশ্চিমাঞ্চলের মতোই প্রভাব রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের। আবার

www.pathagar.com

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের ভূমি গঠনের মতো হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ফুলপুর; গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইলের ভূমি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। তবে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের মতো এইসব উপজেলায় হাওর নেই। রয়েছে অনেক খাল-বিল। আর এ থেকেই বোঝা যায় ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের ভূমি গঠন করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

ধারণা করা হয় মৌর্য আমলেই স্থলভাগ গড়ে উঠেছিল এবং সে সময় থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে সময়ে লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করেছিল বলেও অনেকে মত দিয়েছেন। ব্রহ্মপুত্র দ্বারা ভাগ হওয়া পূর্ব ময়মনসিংহ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশ ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের মধুপুর গড়ের পুরাতন পললভূমির কথা বাদ দিলে বর্তমান ময়মনসিংহের ভূ-অবয়বের গঠন হয়েছে পলল গঠিত সমভূমির মাধ্যমে। আর এই পলল গঠিত সমভূমি আবার দুই ধরনের। যেমন—এক. এই জেলার উত্তরে অবস্থিত গারো পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশের পললভূমি হচ্ছে 'পাদদেশ সমভূমি'। এই পাদদেশ সমভূমি গঠিত হয়েছে পাহাড়-পর্বত থেকে সৃষ্ট অভিকর্ষিক ও পলিমাটির মিশ্রণে। হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া হচ্ছে পাদদেশ সমভূমি অঞ্চল।

দুই. 'সর্পিল প্লাবনভূমি' নামেও আরেক ধরনের পলল গঠিত সমভূমির যে নমুনা পাওয়া যায় তা ময়মনসিংহের নদ-নদীর অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রত্যক্ষ। "নদ-নদী বাহিত পলল গঠিত চারণভূমি এবং তার পুনরায় ভাঙন, বন্যার ফলে নতুন স্থানে পললভূমি গঠন এবং এলাকায় বারবার ভাঙন-গড়নের ফলে সৃষ্ট প্লাবনভূমি সর্পিল আকৃতি ধারণ করে থাকে। সাধারণত এর উপরাংশে অধিক বালিকণা এবং জলাভূমির তলদেশে অধিক কর্দমকণা জমা হতে দেখা যায়। অবশ্য নদীর প্রশস্ততা, স্রোতের বেগ এবং বন্যার প্রকোপ ভেদে এসব এলাকায় মাটির বৈশিষ্ট্যের তারতম্য রয়েছে"।[৫]

এতো গেল ভূ-অবয়বের গঠন অনুযায়ী বিভক্তিকরণ। কিন্তু ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী এই অঞ্চলের মাটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন—পাহাড়ি মাটি, লাল মাটি, পলি মাটি, দোআঁশ মাটি, এটেল মাটি।

"এ অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমির উর্বরা মধ্যম এবং অপর এক তৃতীয়াংশ নিম্নমানের কৃষি আবাদযোগ্য ভূমি। তবে ফল-ফলাদি জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য এই ভূমি অত্যন্ত উপযোগী। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকায় পলিমাটি সমৃদ্ধ এলাকায় ভূমি উর্বরা এবং বহুবিধ ফসল জন্মানোর উপযোগী। জেলায় দোআঁশ মাটি সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমি ও ফসলের জন্যে খুবই উপযোগী।

উপরোল্লিখিত উভয়বিধ অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট এলাকা হিসেবে পরিগণিত। এর কিছু অঞ্চল রয়েছে যা আর্দ্রতা রক্ষায় অধিকতর উপযোগী। তাই সারা বছর কর্ষণোপযোগী। এ অঞ্চলের অংশ বিশেষে জলসেচন ব্যবস্থাও সহজতর বলে অধিক কর্ষণোপযোগী। অবশ্য আরও কিছু জমি এখানে রয়েছে যা মোটামুটি ভাবে এ অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের হারও বেশী।

www.pathagar.com

...যুগ যুগ ধরে এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে তুলনামূলকভাবে অনুর্বর জমি চাষের আওতায় আনয়ন করা হয়। চাষের ঘনত্বও বৃদ্ধি পায়। এসবের ফলশ্রুতিতে জমির গড় উর্বরতা শক্তির ওপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। অবশ্য বিগত দু'তিন দশক ধরে দেশে রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উর্বরতা শক্তির ওপর তা এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

ময়মনসিংহ তথা বাংলাদেশে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে ভূমির ওপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতির খামার এবং জমির ক্রমবর্ধমান খণ্ডায়ন ও অসম মালিকানা"।[৬]

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স-এর জরিপ অনুসারে ১৯৮৩-৮৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার আবাদী-অনাবাদী জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

জমির শ্রেণি বিভাগ	আয়তন (একর)
চাষের অনুপযোগী	৬৯৩০০০
বন	১৬৯০০০
আবাদযোগ্য পতিত	৬৬০০০
চলিত পতিত	১২০০০০
এক ফসলা	১০৫১০০০
দুই ফসলা	১৬৪৮০০০
তিন ফসলা	২৭৩০০০
নিট আবাদী জমি	৩০০৮০০০
মোট আবাদী এলাকা	৫২৩৮০০০
জেলার আয়তন	৪০৫৭০০০

গ. বনভূমি ও গাছপালা

বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রধান দুটি বনাঞ্চল হচ্ছে মধুপুর গড় এবং উত্তরের সীমান্তের বনাঞ্চল। ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ পৃথক জেলায় প্রতিষ্ঠা পাবার পর ময়মনসিংহের বৃহৎ বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে এসেছে। মধুপুর ঘেঁষা ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছা, উত্তরের পাহাড় ঘেঁষা হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া-ময়মনসিংহের দক্ষিণ ও উত্তরের বনাঞ্চল হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

এছাড়া এ জেলার অন্যান্য উপজেলায় যে বনাঞ্চল রয়েছে তাকে বৃহৎ বনাঞ্চল বলা যাবে না। "উত্তরের বনভূমি গারো পাহাড়ের পাদদেশে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৬০ মাইল লম্বা এবং অঞ্চল ভেদে কয়েক গজ থেকে তিন মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত"।[৭] তবে উত্তরের সীমান্তে এই যে বনাঞ্চল, তাতে নেত্রকোনা ও

www.pathagar.com

শেরপুরও যুক্ত। ময়মনসিংহের লালমাটি-উচ্চভূমি অঞ্চলের বৃহৎ বনাঞ্চল আগে থেকেই যেমন ছিল, তেমনি ছিল সমভূমি অঞ্চলের ঝোপজঙ্গল।

বৃহৎ বনাঞ্চল, ঝোপজঙ্গল ও প্রতিটি গ্রামেই রাস্তায় বা বাড়ির সঙ্গে যুক্ত 'গাছপালা, লতাগুল্ম বেষ্টিত ছোট ছোট বন' এ অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ছাড়াও জনসমাজের জীবন ও জীবিকার সহায়ক হয়েছে।

আতাউল করিম 'ময়মনসিংহের বনাঞ্চল ও বনজ-সম্পদ' শীর্ষক লেখায় যথার্থই বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত বৃহৎ বনাঞ্চল যতোটা ভূমিকা রাখছে, গ্রামাঞ্চলের বিক্ষিপ্ত অরণ্যের ভূমিকা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমাদের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের প্রায় পুরোটাই গ্রামাঞ্চলের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে। তাদের আবাসস্থল তৈরির উপকরণ বাঁশ-কাঠ-বন, আসবাবপত্রের কাঠ, চাষের লাঙ্গল-জোয়াল, পরিবহন ও যোগাযোগের গরুর গাড়ি, নৌকা, রান্নার জ্বালানি এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদির অধিকাংশই নিজ এলাকা থেকে সংগ্রহ করে থাকে।"[৮]

ময়মনসিংহের বনাঞ্চলে রয়েছে শাল, শিমুল, জিগা বা জিওন, কড়ই, জারুল, জাম, গামার, আজুলি, গাদিলা, আগর, চম্বল বা চাপালিশ, কুঁচ, গিলা, কুচি, কদম, আকন্দ, আম, কুল, কাঁঠাল, কালমেঘ, পলাশ, নিম, নিশিন্দা, তেঁতুল, ছাতিম, চালতা, স্বর্ণলতা, তমাল, ডেফল, জলপাই, কামিনী, দেবদারু, পিয়ারা, মনকাটা, পিয়ালু, জয়না, আমড়া, ডেওয়া, সজিনা, বট, বেল, বেত, হিজল, ফুলকুঁড়ি প্রভৃতি বনজ সম্পদ।

এ অঞ্চলের বনজ-সম্পদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—রেশম, মোম, মধু ও লাক্ষা। আতাউল করিম তাঁর 'ময়মনসিংহের বনাঞ্চল ও বনজ-সম্পদ' শীর্ষক লেখায় ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধীন বনাঞ্চলসমূহের একটি উপজেলা ওয়ারী হিসাব তুলে ধরছেন, তা থেকে কেবল ময়মনসিংহ অঞ্চলের হিসাব উল্লেখ করা হলো।

ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধীন বনাঞ্চলসমূহের একটি উপজেলা ওয়ারী হিসাব দেয়া হলো

জেলা	উপজেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ (একর)
ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	কালিকাপুর	১১০০৭
	(৭,৬৪৫.০০	বিজয়পুর	৪৪৩.৫৯
	একর)	খাগড়জানা	৫৪.৩৭
		বালিয়াপাড়া	১৪৪.০৮
		মহেশপুর	৫২২.২৭
		মালাযানি	১৩৭৮.০৭
		ছালরা	১৯২.০০
		রামাকানা	১২৯.৬০

www.pathagar.com

জেলা	উপজেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ (একর)
		রসুলপুর	৪১৩.১৪
		হালিদা	৬৯৭.৮৬
		কাঠালিয়া	১২৫.৫৮
		খাজুলিয়া	২৯৬.৫৩
		কমলাপুর	২৩৭.২১
		নটাকুরি	২৬৭৭.৬১
		বন্ধাবুরুজ	১৪৩.৭৬
		জামগড়	৮০.৩০
	ফুলবাড়িয়া (৩৭৫৪.৬২ একর)	সন্তোষপুর	১৬৬১.৯৭
		রাঙ্গামাটি	১৫৩৩.৬২
		কৈতরবাড়ি	১০২.১৭
		বেতবাড়ি	১৩.২১
		কৃষ্ণপুর	৪৪৩.৫৫
	ভালুকা (২২৯২১.০৮ একর)	আঙ্গারগাড়া	১০৪৫.৮২
		চাঁদপুর	১০২৩.৭১
		হোসেনপুর	২১৬.৪৯
		মরচি	৩৫.১১
		কাতলামারি	৬৫৫.০৩
		ধুলিকুরি	৬০.৭৭
		নারানগি	৮০১.৬৭
		হাতিবের	৬৪.৮৬
		ডাকাতিয়া	৩১২২.১৯
		সোনাখালি	২৬৪.২৭
		পাঁচগাঁও	১৮.৭০
		পানিহাতি	১০.০০
		চানিয়াদি	১০৫৬.৬৪
		বনগাঁও	৩০২.৭০
		কইয়াদি	১০৯৭.২৪
		কাদিগড়	১৮৩২.৫১
		সাতেঙ্গা	২৩৩.২৬
		মল্লিকবাড়ি	১২৭০.০৮
		পাড়াগাঁও	১৬৪৩.৭২
		মেহেরাবাড়ি	৩৬৮.৬৪

www.pathagar.com

জেলা	উপজেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ (একর)
		জমিরদা	২৪৮.৯৬
		কাসুরগড়	১১৫.০০
		বাশিল	৩৪৬.১৬
		পালগাঁও	১২১০.৭২
		ভায়াবহ	৯৫.৬৭
		হরিববাড়ি	৩৬৩২.৮১
		ঝালাপাজা	১৬৭.৭৯
		কাঠালী	৮৮.২৬
		মনোহরপুর	৭৫২.৯০
		দামসুর	১১২১.৩৯
	হালুয়াঘাট (১২৬৫.৫১ একর)	বানাইচিরিঙ্গাপাড়া	২৮১.৮৪
		ভাড়ালিয়াকোণা	৮.১৫
		করইতলা	৬৫.৭০
		নয়ারিকুড়ি	৩.৩০
		গোপিনগড়	২৩৬.৮৪
		পূর্বনরাইল	২৭৪.৭১
		ধাপাজুরি	৮.৬১
		মহিষলাথি	১.৪৬
		গোবরাকুড়ি	১০.০৪
		যোগলি	৬.৯০
		বটগাছিয়াকান্দা	৩৬৭.৯৬
	ধোবাউড়া (৩৭.২২ একর)	গানই	৩৭.২২

বৃহত্তর ময়মনসিংহের বনাঞ্চল দুই ধরনের ভাগে বিভক্ত হলেও বর্তমানে এক ধরনের ভাগ পড়েছে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর অঞ্চলে। 'মধুপুর গড়'-এর প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়নি। 'সীমান্তের বনাঞ্চল' ও গ্রাম ভিত্তিক গড়ে ওঠা বনজঙ্গলের উদ্ভিদই এক্ষেত্রে আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদ্ভিদই হচ্ছে বনাঞ্চল ও বনজঙ্গলের প্রধান সম্পদ। তবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উদ্ভিদ আর বনজঙ্গলের মধ্যে রয়েছে রকমফের। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ সম্পদ হচ্ছে 'শাল বৃক্ষ'। সীমান্তের বনাঞ্চল বলতে আমরা বুঝি উত্তরের পাহাড় ও বনকে।

এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শিমুল বৃক্ষ জন্মে। শিমুলের কাঠ, তুলা ও বীজের রয়েছে নানা ধরনের ব্যবহার। বীজ থেকে তেল উৎপাদন করে গ্রামের সাধারণ ঘরে প্রদীপ জ্বালাতো।

www.pathagar.com

শিল্প-কারখানায় বিশেষ করে সাবান তৈরিতে এ বীজের তেল ব্যবহৃত হয়। কাঠ থেকে দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈরি হয়ে থাকে। আর তুলা ব্যবহৃত হয় বালিশ ও তোষকে।

কবিরাজি চিকিৎসায় শিমুল গাছের শিকড় ব্যবহার করা হয়। শিমুল গাছের কাণ্ড থেকে যে এক প্রকার আঠা বের হয়—সে আঠাও কবিরাজি চিকিৎসায় কাজে লাগানো হয়। এই বৃক্ষ বড় হয়ে থাকে। শিমুল বনাঞ্চলে ছাড়াও বাড়ির আশপাশে, জঙ্গলে ও ক্ষেতের আইলে জন্মে থাকে।

এ অঞ্চলে শিমুলের মতো কড়ই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বনাঞ্চল ছাড়াও ফসলি জমিনের আইলে আইলে কড়ই যত্ন ছাড়াই বাড়ে। এই বৃক্ষ খুবই উঁচু হয়। ময়মনসিংহের মানুষ কবিরাজি চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করে কড়ইয়ের পাতা ও ছাল-বাকল। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষজন এই গাছের কাঠ আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার ছাড়াও গরুর গাড়ির চাকা, ঢেঁকি প্রভৃতিতে ব্যবহার করেন। জাতীয় পর্যায়ে চামড়ার প্রক্রিয়াজাত করার জন্যে এই গাছের বাকল ও কীটনাশক হিসেবে পাতার গুঁড়া ব্যবহৃত হয়।

জিগা গাছও এই অঞ্চলে জন্মে। সাধারণ মানুষ এই কাঠ দিয়ে নিম্নমানের আসবাবপত্র তৈরি করে। জিগা গাছের আঠা কাগজ জোড়া লাগানো ছাড়াও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

এ অঞ্চলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হচ্ছে আগর। বৃহত্তর ময়মনসিংহে একসময় আগর মূল্যবান উদ্ভিদ হিসেবে খুবই পরিচিত ছিল। কস্তুরীর সঙ্গে এর গন্ধের তুলনা চলে। এই গাছ দেখতে খুবই বড়। আগর সম্পর্কে এবং এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে মণি সিংহ তাঁর গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য, "এক প্রকার মূল্যবান কাঠ গারো পাহাড়ে পাওয়া যায়, এর স্থানীয় নাম 'আগর'। আগর সুগন্ধি কাঠ, এর ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধ একমাত্র কস্তুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর এক টুকরো কাঠ জ্বালালে একটি বাড়ি সুগন্ধে আমোদিত হয়ে যায়। এই কাঠ দিয়ে চোলাই ক'রে তেল উৎপাদন করা হত। এর কয়েক ফোঁটা তেল এক বোতল নারিকেল তেলকে সুগন্ধি ক'রে তোলে। এই গাছগুলো বেশ বড় হয়। শোনা যায় আগরের এক সের কাঠের দাম বর্তমানে এক হাজার টাকা। ...সোমেশ্বর পাঠকের উত্তরাধিকারীরা ...প্রায় তিনশ' বছর স্বাধীনভাবে থাকার পর উত্তরে প্রাগ জ্যোতিষ্পুর (আসাম) ও দক্ষিণে ঈশা খাঁর সঙ্গে বিবাদ বেধে যায়। এই দু'দিক থেকে চাপ সৃষ্টির ফলে, এই বংশের রাজা রঘু অন্য কোন উপায় না দেখে ময়মনসিংহের মারফত বাদশাহ আকবরের শরণাপন্ন হন। বাদশাহকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য সঙ্গে নেন সেই ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধি কাঠ 'আগর'। ঐ সুগন্ধি কাঠ হেরেমে যাওয়ার পর অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। আগরের গন্ধে সকলেই মাতোয়ারা হয়ে যান। বাদশাহ আকবর ও রাজা রঘুর মধ্যে এক চুক্তি হয়। রাজা প্রতিবছর আগর কাঠ পাঠাবেন, আর বাদশাহ সব আক্রমণ থেকে রাজা রঘুকে রক্ষা করবেন। রাজা রঘুকে পাঁচ হাজার মনসবদারীর অধিকার দেওয়া হয়। এই সব চুক্তির ফলে রাজা রঘুকে মানসিংহের পক্ষে, চাঁদ রায় কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যোগদান করতে হয়"।[৯]

বনাঞ্চল ছাড়াও এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। এ অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতেই বাঁশঝাড় রয়েছে। বরাক বাঁশ, ফুনামতি বাঁশ, তল্লা বাঁশ, শিল বাঁশ প্রভৃতিসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ এ অঞ্চলে রয়েছে। কুটির শিল্পের বা বাঁশ-বেতের শিল্প হিসেবে এ অঞ্চলের বাঁশের খুবই ভূমিকা রয়েছে। ডুলি, ডোলা, কুলা, ঝুড়ি, চাটাই, ঘরের বেড়া, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির কাজে বাঁশ ব্যবহার করছে এ অঞ্চলের মানুষ। শুধু তাই নয়, ঐতিহ্যবাহী বাঁশ-বেতের শিল্প গড়ে তুলেও জীবিকা নির্বাহ করছে।

কবিরাজি চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় বাঁশের গিঁটের ভিতরে জন্মে থাকা এক প্রকার আঠালো পদার্থ। তল্লা বাঁশ কাগজ শিল্পে কাগজ তৈরিতে প্রয়োগ করা হয়।

এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হরিতকি, বহেরা ও আমলকি বৃক্ষ জন্মে। গৃহস্থ বাড়িতেও বাড়ির আশপাশে এই ত্রিফল বৃক্ষ রোপণ করা হয়। হরিতকি, বহেরা ও আমলকি ওষধি হিসেবে খুবই মূল্যবান। এ অঞ্চলের মানুষ কবিরাজি ঔষধ হিসেবে ত্রিফলার ব্যবহার করে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করতে ত্রিফলা খুবই উপকারী। হরিতকির ফল ও কাঠ উভয়ই ব্যবহারযোগ্য। কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি করা হয়।

ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে—আকন্দ, তুলসি, ছাতিম গাছ, কালোমেঘ, পলাশ প্রভৃতি। লোকচিকিৎসায় তুলসি, আকন্দ ও কালোমেঘের পাতা ব্যবহৃত হয়। উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা পাতা ভিজিয়ে রেখে পানি পান করেন। এটা করা হয় পেটের ব্যথা নিবারণের জন্যে। আর আকন্দ ও তুলসি পাতা সর্দি-কাশিতে ব্যবহৃত হয়। তুলসির রস ও পাতা চিবিয়ে খেলে সর্দি-কাশি ভালো হয়ে যায়। আর বুকে বসা সর্দি-কাশি ভালোর জন্যে আকন্দ পাতা ব্যবহার করা হয় বুকে সেঁক দিয়ে। শুধু তাই নয়, এর পাতার ধোঁয়া হাঁপানির উপশম করে বলে অনেকের ধারণা। আমাশয় কিংবা ম্যালেরিয়া জ্বর নিরসনে কাজ করে ছাতিম গাছের ছাল। এর ছাল পেটের পুরাতন পীড়াও সারায়। এ অঞ্চলের বনজ সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলায় শের শাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা রচিত হয়ে যায় তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ-র শাসনকালে। তিনি তখন বাংলার একক শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন মুহম্মদ খান সুরকে। সুর ইসলাম শাহের নিকট আত্মীয় ছিলেন। এসময় ঈশা খানের পিতা যিনি ধর্মান্তরিত হয়ে সুলায়মান খান নাম ধারণ করেছিলেন, তিনি বাংলার পূর্বাঞ্চল ঢাকাসহ ময়মনসিংহের 'সার্বভৌম ক্ষমতা' প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা চালান।

আফগান সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু হয়ে যায় শের শাহের মৃত্যুর পর থেকেই। হুমায়ুন দুই বছরের মধ্যে তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই সুযোগটা হুমায়ুন গ্রহণ করেছিলেন আফগানরা যখন দিল্লির সিংহাসন নিয়ে নিজেরা নিজেদের হত্যা করতে দ্বিধা করে নি।

বাংলাদেশে মুঘল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হয়েছিল ১৫৭৬ সালে। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কালেও সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলাব্যাপী তাঁর রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন নি। ঈশা খান ও বারো ভূঁইয়াদের প্রতিরোধের মুখে সম্রাট আকবর রাজ্য বিস্তারে

www.pathagar.com

বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। অবশ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারে আসা বাংলাদেশকে একপর্যায়ে মুঘল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এনে পরিচালনার জন্যে টোডরমল্ল ১৯টি সরকারে ভাগ করেছিলেন। 'সরকার বাজুহা'-ই ১৯টি সরকারের মধ্যে ছিল বৃহৎ। ৩২টি মহাল নিয়ে গঠিত ছিল এ সরকার। বলা হয়ে থাকে বর্তমান ময়মনসিংহকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল সরকার বাজুহা। আলেপসাহি, মমিনসাহি, হোসেনসাহি মহাল বর্তমান ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশা খান সরকার বাজুহার বেশির ভাগ অঞ্চলই তাঁর শাসনের অধিকারে এনেছিলেন। আর এ কারণে অনেকে মনে করেন, তাঁর আমলে এ অঞ্চল নৈরাজ্যের এবং বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সমাজে একটা স্থিতিও এসেছিল।

বাংলায় মুসলিম সমাজ বাস্তবতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। তারও রয়েছে ক্রমবর্ধমান-কাল। ইসলামি ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞান ও ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার কেবল বড় বড় শহরকেন্দ্রিক বা রাজ্য পরিচালনার রাজধানীকেন্দ্রিক ছিল না। ছিল গ্রামেও। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এর দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রেখেছেন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত সুফি, দরবেশ, পীর বা ফকিরগণ। এইসব সুফি, দরবেশ ছিলেন ইসলামি ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত ও আধ্যাত্মিক সাধক। তাদের ছিল বহু ভক্ত ও শিষ্য। ভক্ত ও শিষ্যদের তাঁরা দীক্ষা দিতেন—ইসলামি শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় কীভাবে উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করা যায়। কোনো সুফি ও দরবেশ মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে যেখানে কবর দেয়া হতো, সেখানে কবরকেন্দ্রিক গড়ে উঠতো দরগা বা মাজার। সুফি ও দরবেশের দরগা বা মাজার পবিত্র বলে গণ্য হতো। এইসব মাজারে ধর্মীয় দীক্ষা ছাড়াও শিক্ষাদান এবং দরিদ্রদের মাঝে খাবার-দাবার বিতরণ ও লোকচিকিৎসা প্রদান করা হতো। ময়মনসিংহ অঞ্চলেও সুফি, দরবেশের দরগা গড়ে উঠেছিল একাধিক। এসব দরগার প্রভাব পড়েছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন ঈশা খান। "মোগল সেনাপতির সাথে উদারতা প্রদর্শন করে যে ক্ষমতা ঈশা খাঁ লাভ করেছিল, তা তাঁর প্রতিপত্তিকে পূর্বের চাইতেও বেশী করে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। ধর্মীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক কারণেই তিনি উদার ছিলেন; তবু তাঁর প্রভাবে ইসলামী জীবনবোধ যে প্রাধান্য লাভ করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্ভবতঃ এরই ফলশ্রুতি হিসাবে মদনপুরের শাহ সুলতান, জামালপুরের শাহ জামাল, দুর্মুটের শাহ কামাল প্রমুখ অধ্যাত্মপন্থীদের প্রভাব এতদঞ্চলে বিস্তৃত হতে সুযোগ পায়"।[১০]

১৫৮৬ সালের দিকে ঈশা খান মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করার পর বাংলায় আবারও শাসন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। ১৫৮৭ সালে নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে "শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর অধীনস্থ থাকে সর্বোপরি সিপাহসালার (পরে সুবাদার নামে অভিহিত) এবং তাঁর অধীনে দেওয়ান (রাজস্ব বিভাগ), বখ্শী (সৈন্য বিভাগ)। সহর ও কাজী (দেওয়ান ও ফৌজদারির বিচার), কোতোয়াল (নগর রক্ষা) প্রভৃতি অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হন"।[১১]

১৫৯৪ সালে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা হিসেবে সম্রাট আকবর কর্তৃক নিযুক্ত হন। এবং ঈশা খানের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। আর ১৫৯৮ সালে সম্রাট আকবরের অনুমতি নিয়ে

www.pathagar.com

মানসিংহ বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র প্রতাপসিংহ ও নাতি মহাসিংহকে শাসনকার্যের জন্য নিয়োগ করেন। মানসিংহের বাংলাদেশ ছাড়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৫৯৯ সালে ঈশা খানের মৃত্যু হয়। ঈশা খানের রাজ্য শাসনকালে সামাজিক পরিবেশে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশেষ করে তাঁর সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর এক্ষেত্রে ঈশা খানের কৃতিত্ব রয়েছে অপরিসীম। গোলাম সামদানী কোরায়শী যথার্থই বলেছেন, "ময়মনসিংহ অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মোগল আমলে। খিজিরপুরের মসনদ আলী ঈশা খাঁই এর সূত্রপাত করেছেন। বার ভূঞাদের শ্রেষ্ঠ বীর এই মুসলিম তনয় পূর্ব ময়মনসিংহের কোচ-গারো-হাজং প্রতিপত্তি যেমন বিনষ্ট করেছেন, তেমনি পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ অঞ্চলকে এক মহা আবর্তের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এমনিভাবে পশ্চিম ময়মনসিংহ তখন ভাওয়ালের ফজল গাজির অধীনে। তিনিও কম কোলাহলের সৃষ্টি করেননি। কিন্তু মোগল বিরোধিতায় ঈশা খাঁ বার ভূঞাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রোহ দমন করতে রাজা টোডরমল্ল, সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ এবং অবশেষে রাজা মানসিংহকে এতদঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে। এগার সিন্দুর দুর্গের সম্মুখে মানসিংহের সঙ্গে ঈশা খাঁর ইতিহাস বিখ্যাত সেই যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপিত হয়। ভগ্ন তরবারীর সুযোগ গ্রহণ না করে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বীরোচিত সৌজন্যের যে পরিচয় ঈশা খাঁ রেখে গেছেন, তা ময়মনসিংবাসীর সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে বিরাজ করছে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র যুদ্ধনীতিতে মুসলিম তনয় ঈশা খাঁর এই মহান উদারতা এ অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলো"।[১২]

মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু বাংলাদেশে নয় ময়মনসিংহ অঞ্চলেও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেসময় 'শরণার্থী ভাগ্যান্বেষী বিচিত্র ধর্মমতের অধীন সাধারণ মানুষ সহায়তা লাভের জন্যেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।' সেসময় গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি নগরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। আমরা জানি, নদীকেন্দ্রিক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে বা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্যে নগর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ময়মনসিংহ অঞ্চলেও উপর্যুক্ত তিনটি কারণেই নগর প্রতিষ্ঠা পায়।

তবে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে কুতুবুদ্দীন ও জাহাঙ্গীর কুলী খানের পর ইসলাম খান বাংলাদেশের সুবেদার নিযুক্ত হন ১৬০৮ সালে। সে সময়ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো ময়মনসিংহের আলাপসিংহ, শেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদার শাসক স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করে আসছিলেন। এক্ষেত্রে ঈশা খানের পুত্র মুসা খানের নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ সে সময় প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল তাঁর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরার অর্ধেক, রংপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলার কতক অংশের তিনি জমিদার ছিলেন। বাংলাদেশে সে সময়ে জমিদারগণ বারো ভূঁইয়া নামে অভিহিত ছিলেন। আর বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। অন্যেরাও তাঁকে নেতা বলে মান্য করতেন।

www.pathagar.com

ইসলাম খান তাঁর রাজনীতিজ্ঞান, রণকৌশল, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা দিয়ে ১৬০৮ থেকে ১৬১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পাঠান ও জমিদার শাসকদের পরাস্ত করে সমগ্র বাংলাদেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সুশাসন প্রবর্তন করেন। অসম সাহসী মুসা খান, পাঠান শাসক ওসমান খানসহ বাংলাদেশের সকল স্বাধীন রাজ্য শাসকেরা ইসলাম খানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা মেনে নেন। ইতিহাসবিদ যথার্থই বলেছেন, "আকবরের সময় মুঘলেরা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয়ের গৌরব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের মুঘল সুবেদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। অবশ্য ইহাও সত্য যে মানসিংহই তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন"।[১৩] উল্লেখ্য ইসলাম খানই ১৬১২ সালের এপ্রিল মাসে রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় সুবে-বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে এর নামকরণ করেছিলেন 'জাহাঙ্গীরনগর'। রাজধানী প্রতিষ্ঠার পরের বছরই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

রাষ্ট্রনৈতিক কারণে, সাম্রাজ্যকে বিস্তার ঘটিয়ে শক্তিশালী করার জন্যে দেশের বা অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের তখনও পরিবর্তন ঘটে নি। একে তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারি সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করে তুলত তার ওপর কখনও কখনও ছিল স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর অতিমাত্রায় শোষণ, নির্যাতন এবং বহিরাগত শাসকদের রাজ্যলাভের নেশার কারণে আক্রমণের মধ্যদিয়ে সর্বস্ব ধ্বংস করা। এসবের কারণে ময়মনসিংহের সাধারণ মানুষ অভাব মোচন করতে পারে নি সে-সময়। এর প্রমাণ আমরা মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রত্যক্ষ করি। দারুণ অভাবের কারণে সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হতো। মৈমনসিংহ গীতিকার দস্যু কেনারাম অন্যতম উদাহরণ। ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যে সপ্তদশ শতকে একবার কোচবিহাররাজ ও আসাম রাজ্যের আক্রমণের কারণে অভাবনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারও প্রমাণ রয়েছে। "সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে রণতরী সাজিয়ে এতদঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরের জনবসতি অঞ্চলগুলি পুড়িয়ে দেয়া ছিল সব চাইতে লোমহর্ষক। সহজেই অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষ সেদিন সব চাইতে বেশী বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং এই প্রাচুর্যের দেশে বসবাস করেও তাদের পক্ষে অনেক সময় সন্তান বিক্রি করে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো"।[১৪]

সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলেও বাংলাদেশের অবস্থা শান্তিপূর্ণই ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালো হতো। শাহজাহানের পুত্র সুজা, শায়েস্তা খান, আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুয়সান বাংলার সুবেদার থাকাকালে মুঘল শাসনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাবি শাসনের কাল শুরু হয়েছে। মুর্শিদকুলী খান নবাবি শাসনামলের প্রতিষ্ঠাতা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু বা পলাশি প্রান্তরে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলার নবাবদের শাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। নবাবরা দিল্লির বাদশাকে তাদের মতো করে খুশি রাখতেন।

www.pathagar.com

ঈশা খানের মৃত্যুর পর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ওসমান খাঁ, বাহাদুর খাঁ পরস্পরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন বীরাঙ্গনা সখিনার আত্মদানের মধ্যদিয়ে, সে সংঘাত চরমরূপ ধারণ করে। মুঘল শাসনের শেষ পর্যায়ে ও নবাবি আমলের রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত দেওয়ানরা বর্গিদের চাইতে নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দেয় ময়মনসিংহবাসী সাধারণ মানুষের মাঝে।

ইংরেজ আমলে বাংলা প্রশাসনিক কাঠামো মুঘল শাসন প্রথার মতোই ছিল। তবে ১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহে ইস্ট ইন্ডিয়া নিযুক্ত করে কালেক্টর। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব পরিদর্শকের পদ উঠিয়ে দিয়ে কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবার দুবছর আগেই এ অঞ্চলে চালু হয়েছিল ডাক ব্যবস্থা ও পুলিশ স্টেশন। অনেক স্থানে কাচারি স্থাপিত হয়েছিল রাজস্ব আদায়ের জন্য। আর মফঃস্বলে জমিদার, ইজারাদার দ্বারাই পরিচালিত হতো বিচার ও শাসন ব্যবস্থা। "বিংশ শতকের শুরুতে নির্বাচনী স্থানীয় সরকার স্থাপিত হয় প্রশাসনের নিম্নতম পর্যায়ে—ইউনিয়ন পর্যায়ে। কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার বাইরে ছিল পৌর প্রশাসন"।[১৫]

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রাক্তন সি.এস.পি. পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক ছিলেন। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন চালু হওয়ায় ময়মনসিংহের থানাগুলো উপজেলায় পরিণত হয়। বর্তমানে সি.এস.পি. উত্তীর্ণ অফিসারগণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। "উপজেলাগুলো এককেটি স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদের অধীনে স্থানীয় উন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তফশিলী রাজস্ব আদায়, সড়ক ও পুল নির্মাণের কাজ ইত্যাদি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে উপজেলায় বিচার, রাজস্ব আদায়, পুলিশ ও আনসার নিয়ন্ত্রণের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতোই আকারে ছোট হয়ে গেছে আর উপজেলাগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তবে জেলার দায়িত্ব কমেনি। উপজেলাগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন, উপজেলায় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও পরিদর্শন করার দায়িত্ব তাদের। উপজেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু উপজেলা পরিষদ এবং এর চেয়ারম্যান ও তার নির্বাহী অফিসার। উপজেলার বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তার সক্রিয় সহযোগিতায় তারা উপজেলার উন্নয়ন কাজ ও প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন"।[১৬]

ঙ. জনবসতির পরিচয়

প্রাচীনকালে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিশাল স্থলভাগের সামান্য অংশেই জনবসতি ছিল। এক্ষেত্রে মধুপুরের গড় উল্লেখযোগ্য। কেননা তখনও জনসংখ্যা তেমন হারে বৃদ্ধি পায় নি। তাছাড়া উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত ময়মনসিংহের বিশাল অঞ্চল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে এ অঞ্চলে নদীর পলি জমায় এবং বনাঞ্চল কেটে আবাসভূমি তৈরি হওয়ায় জনবসতি গড়ে ওঠে। জনবসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি বৈচিত্র্যের প্রভাবে

www.pathagar.com

অধিবাসীদের জীবন চেতনায় ও জীবিকার অন্বেষণে বিস্তার লাভ ঘটে। এ কথা সত্য যে, ময়মনসিংহের জনপদ গড়ে ওঠেছে মূলত নদীকেন্দ্রিক। ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহকে পশ্চিম-দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব এ দুই অঞ্চলে ভাগ করেছে। আর দুই অঞ্চলের জনবসতিতে বৈচিত্র্যময় মানুষের বসবাসের সূচনা হয়। তবে "ময়মনসিংহ জেলা ধৃত কোন অঞ্চল থেকে অদ্যাবধি কোন আদি মানবের কঙ্কালাস্থি বা কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তো দূরের কথা, ঐতিহাসিক কালের কোন প্রাচীন নিদর্শন অথবা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পর্যন্ত এর কোন নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। ...দ্বাদশ শতকে বল্লালী কৌলিন্যের শিকার ও বল্লাল ভয়ে ভীত কিছু লোক ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে পূর্ব ময়মনসিংহে আশ্রিত হয়েছিল বলে লোকশ্রুতি বিদ্যমান, তার স্বপক্ষে প্রমাণও বিদ্যমান। পশ্চিম ময়মনসিংহে যে ইতিপূর্বে বাঙালীর পূর্ব পুরুষরা বসবাস করত, তারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। ১৪শ শতকের পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বিবরণে মেঘনার পূর্ব-প্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ঘন বসতিময় গ্রাম, ফলের বাগান ইত্যাদি দেখে তার মনে হয়েছিল যেন কোন বাজারের ভিতর দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। এই অতি সমৃদ্ধ জনপদ নিশ্চয়ই হঠাৎ গড়ে উঠে নি। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ইত্যাকার কৃষিকর্ম বিচ্যুত কুলীনদের আগমনের আগে মাহিষ্য-কৈবর্ত-জেলে পাটুনী বারুই ইত্যাকার কৌলিন্যবিশিষ্ট এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট নিম্নবর্গীয় লোকেরা এসব উর্বর কৃষিক্ষেত্র এবং মৎস্য-পূর্ণ বিল-ঝিল-হাওর নদ-নদীর তীরে বসবাস করত না, এটি মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। মাহিষ্য-কৈবর্ত্যদের লোকশ্রুতিও এর সপক্ষে। তাছাড়া, পূর্ব ময়মনসিংহ এবং সমগ্র বৃহত্তর সিলেট জেলায় মাহিষ্যদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সামাজিক অবস্থানও এসব অঞ্চলে এদের অবস্থানের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।

অন্যদিকে ময়মনসিংহ জেলার যেখানে যত প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন বিদ্যমান, লোকশ্রুতি অনুযায়ী এ সবের সঙ্গেই কোচদের স্মৃতি বিজড়িত"।[১৭]

মোটকথা, বাঙালি ও কৌম সমাজ নিয়েই ময়মনসিংহের জনবসতি। এ অঞ্চলে কৌম সমাজভুক্ত যেসব জনসমাজ রয়েছে সেসব সমাজ মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বোডো উপধারাভুক্ত। আর আমরা জানি, বাঙালি একটি সংকর জাতি। ফলে উভয় ধারার জনসমাজের বিকাশের ক্ষেত্র সমপর্যায়ে এগোয় নি। এক পর্যায়ে এ বিভাজন খুব একটা চোখে পড়ে না। ময়মনসিংহ জনসমাজ গঠনে উভয় ধারার অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলা ভূতাত্ত্বিক গঠন পৃথিবীর ভূমিগঠনের মতোই একই সময়ে ও একই প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয় নি। তা ছাড়া নদীপ্রবাহের যে ভৌগোলিক অবস্থান তা স্থানবিশেষে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ অঞ্চলকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে ভাগ করেছে। ফলে উভয় অঞ্চলের ভূমি গঠনে রয়েছে কিছুটা পার্থক্য। পূর্ব ময়মনসিংহ যত-না স্থল তার চেয়ে বেশি ছিল বিল, হাওর ও বিস্তীর্ণ খাগড়ার বন ও অন্যান্য বনানী। তাছাড়া অনেকটা অঞ্চল পাহাড়ঘেরা। প্রাকৃতিক গঠনের দিক থেকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চাইতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও চলাচলের প্রতিকূলতার কারণে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে আর্য সভ্যতার দীর্ঘদিন প্রবেশ ঘটে নি। আর্যদের সংস্কৃতি ও তাদের প্রভাব পড়তে সময় লেগেছিল যথেষ্ট। বলা যায়, আর্যাবর্ত নামে অভিহিত ভূখণ্ডে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় নি বেদেও। রামায়ণ ও

www.pathagar.com

মহাভারতের কালে আমরা বঙ্গদেশের উল্লেখ পাচ্ছি। অবশ্য ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভূগঠনে ব্রহ্মপুত্রের অবদান অপরিসীম। এই অঞ্চলের বেলে, দোআঁশ, এঁটেল মাটির যে সংমিশ্রণ তাও লৌহিত্যের স্রোতধারার কল্যাণেই গড়ে ওঠেছে। তবে ব্রহ্মপুত্রের প্রচুর পলিমাটিতে ময়মনসিংহের প্রাচীন ভূমি গঠিত। আর এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনও এসেছিল। গোলাম সামদানী কোরায়শীর মূল্যায়ন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—"আর্যরা যে ভাষা ও ধর্মবোধ নিয়ে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলো, তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে বেদ গ্রন্থাবলীতে। এরপর রাজ্যবিস্তার আর মেধা বিস্তারের অমোঘ তাড়নায় তারা যতই এগিয়ে গেছে, ততোই আদিম অধিবাসীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে তাদেরকে। জয়ী হয়েছে আর্যরাই, কিন্তু পরাজিত অনার্য জাতিগুলোর ঐতিহ্যকে তারা গ্রহণ না করে পারে নি। কিংবা পরাজিত অনার্য জনশক্তিই তাদের ঐতিহ্যসহ আর্য পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে বোধ ও মেধায় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ফলে আর্য ধর্মবোধে উত্থান-পতন ও গ্রহণ-বর্জনের এক দীর্ঘ ইতিহাস সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্য দিয়ে আর্য ভাষার ব্যাপক বিস্তার রোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। একমাত্র দ্রাবিড় ভাষাই এক্ষেত্রে সামান্য সফলতার পরিচয় দিয়ে এখনো দাক্ষিণাত্যে টিকে আছে। নতুবা এই উপমহাদেশের অন্যত্র আর্য ভাষারই জয় জয়কার। সুদূর সিন্ধু থেকে আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার অপ্রতিহত গতি রুদ্ধ হয় নি। সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ ভাষাই আজ একমাত্র ভাষা। এখানে সেখানে অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর যারা এখনও টিকে আছে, তাদের প্রভাব নাই বললেই চলে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ অঞ্চলে আদিপর্বে অষ্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আধিক্য থাকলেও তারা ক্রমাগত আর্য প্রভাবের চাপে দূরে সরে গেছে, কিংবা নিজেরাই আর্য প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে বহিরাগতদের সাথে মিলে মিশে ব্রহ্মপুত্র তীরের জনসমাজ গড়ে তুলেছে"।[১৮]

বাংলায় সামাজিক আচার-আচরণ ছিল ধর্মনির্ভর। ধর্ম বলতে সনাতন ধর্ম থেকেই সৃষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়কে বুঝাত। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন আমলের পূর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধারণত কড়ি মুদ্রার কাজ করত। সে-যুগে প্রাচীনকালের মুদ্রাই প্রচলন ছিল। পাল বা সেন রাজাদের নামাঙ্কিত কোনো মুদ্রা ছিল না।

প্রাচীনকালে কৃষিনির্ভর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গ্রামকে কেন্দ্র করেই। কৃষকের বাসস্থানও তাই গ্রামেই ছিল। "গ্রামে সাধারণত কৃষিনির্ভর ভূম্যধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক বা ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী বাস করত। আর তাদের জীবনের কামনা, বাসনা, ভাবনা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠত"।[১৯] যেহেতু প্রাচীনকালে সিংহভাগ অঞ্চলই গ্রাম ছিল, সেহেতু বলা যায় ময়মনসিংহ অঞ্চল বেশিরভাগই ছিল গ্রাম। গ্রামের মানুষ তখন নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করছে।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি আমল প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শ বছর আগ পর্যন্ত এ অঞ্চল মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের কেন্দ্রীয় শাসনের

www.pathagar.com

অধিকারে ছিল বটে কিন্তু একে ঔপনিবেশিক শাসনও বলা যাবে না। কেন্দ্রের শোষণকে, অত্যাচারকে মেনে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বারবার। মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের শাসন এলাকার অন্তর্ভুক্ত এ অঞ্চল মগধ, পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের অঙ্গ ছিল।

অবশ্য সেন শাসনের সমসাময়িককালে পূর্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। "এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো অসভ্য কোচ, হাজং, গারো প্রভৃতি দ্বারা কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়িতে, নেত্রকোনার অন্তর্গত খালিয়াজুরি, মদনপুর ও সুসঙ্গে, সদরের অন্তর্গত বোকাইনগরে এবং জামালপুরের অন্তর্গত গড়দালিপায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল"।[২০] ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করে কামরূপ জয়ের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের বিশালতা ও দুর্গমতা তার অভিযানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে রাঙামাটির দিক থেকে ইখতিয়ার উদ্দিন উজবেগ তুগ্রিল খাঁ পুনরায় ১২৫৮ সালে কামরূপ আক্রমণ করলে কামরূপরাজ পলায়ন করেন। আর কামরূপ রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। পূর্ব ময়মনসিংহের সুসঙ্গ, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দালিপা, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি তখন স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে জায়গা করে নেয়।

কামরূপরাজ পুনরায় কামরূপ উদ্ধারে সমর্থ হলেও, পূর্ব ময়মনসিংহের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। ইতোমধ্যে বাংলার শাসনভার দিল্লির হস্তগত হলে পূর্ববঙ্গের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় সোনারগাঁও।

সেন রাজাদের শাসনের অবসান হয় ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার মধ্যদিয়ে। কিন্তু ময়মনসিংহের জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়াও ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসমষ্টি। ইসলাম ধর্মের প্রবেশ এই অঞ্চলে তখনও প্রত্যক্ষ হয় নি। তবে সমগ্র বাংলাদেশের সামাজিক দিক থেকে বিবেচনায় বলা যায়, "অষ্টম শতাব্দী থেকে বাংলার উপকূলবর্তী বাণিজ্যিক এলাকায় কিছু কিছু আরব ব্যবসায়ীর বসবাস, সুফি, দরবেশ, শাসক ও সামরিক অভিযাত্রীদের সঙ্গে আগত সহচর সৈন্য, কর্মচারী ও ভাগ্যান্বেষীদের এদেশে বসতিস্থাপন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে"।[২১] এভাবেই ময়মনসিংহের জনবসতিতে আসে বিচিত্র ধর্মের-বর্ণের-রক্তের-সমাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

১৭৮৭ সালের ১ মে ময়মনসিংহ জেলার প্রতিষ্ঠাকালের জেলার আয়তন ও সীমা বর্তমান সময়ের জেলা আয়তন ও সীমার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। জেলা প্রতিষ্ঠাকালে ময়মনসিংহের সাথে যুক্ত ছিল টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা মহকুমা। ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইল পৃথক জেলারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহের সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়। বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার অবস্থান ২০° ০২´ ৩১´´ থেকে ২৫° ২৫´ ৫৬´´ উত্তর অক্ষাংশের ৮৯° ৩৯´ ০০´´ থেকে ৯১° ১৫´ ৩৫´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এই জেলার মোট আয়তন ৪৫৮৫.৫৬ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ৩৫,৭৭,৩৭৯ জন। ময়মনসিংহ জেলার

www.pathagar.com

রয়েছে বারোটি উপজেলা। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপজেলা-ভিত্তিক আয়তন, লোকসংখ্যা, পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা এবং শিক্ষার হার ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো :

বিভিন্ন উপজেলার আয়তন

ক্রম	উপজেলার নাম	আয়তন	লোকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
০১	গৌরীপুর	৩৭৪.৫৭ বর্গ কি.মি.	২,৪৭,৯৪৫	৫০.৭০%	৪৯.৩০%
০২	ধোবাউড়া	২৫১.০৫ বর্গ কি.মি.	১,৫৭,০২৭	৫০.০২%	৪৯.৪৮%
০৩	নান্দাইল	৩২৬.১৩ বর্গ কি.মি.	৩,২৮,৮৪৭	৫০.৮২%	৪৯.১৮%
০৪	ঈশ্বরগঞ্জ	২৮৬.১৯ বর্গ কি.মি.	৩,০৬,৯৭৭	৫০.৮০%	৪৯.২০%
০৫	ফুলপুর	৫৮০.২১ বর্গ কি.মি.	৪,৫৯,০৪৬	৫০.৯৮%	৪৯.২০%
০৬	ফুলবাড়িয়া	৪০২.০০ বর্গ কি.মি.	৩,৪৫,২৮৩	৫৩.০০%	৪৭.০০%
০৭	ভালুকা	৪৪৪.০৫ বর্গ কি.মি.	২,৬৪,৯৯১	৫২.১৬%	৪৭.৮৪%
০৮	ময়মনসিংহ সদর	৩৮৮.৪৫ বর্গ কি.মি.	৫,৬৬,৩৬৮	৫২.০০%	৪৮.০০%
০৯	মুক্তাগাছা	৩১৪.৭১ বর্গ কি.মি.	৩,২১,৭৫৯	৫০.৭৭%	৪৯.২৩%
১০	গফরগাঁও	৪০১.১৬ বর্গ কি.মি.	৩,৭৯,৮০৩	৫১.০৪%	৪৮.৯৬%
১১	হালুয়াঘাট	৩৫৬.০৭ বর্গ কি.মি.	২,৪২,৩৩৯	৫০.৬৮%	৪৯.৩২%
১২	ত্রিশাল	৩৩৮.৯৮ বর্গ কি.মি.	৩,৩৬,৭৯৭	৫২.৩৬%	৪৭.৬৪%
	মোট =	৪,৫৮৫.৫৬ বর্গ কি.মি.			

বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষার হার

ক্রম নং	উপজেলার নাম	পুরুষ	মহিলা	গড়হার
০১	গৌরীপুর	৩২.৩০%	২০.৩০%	২৪.৪০%
০২	ধোবাউড়া	২৩.৬০%	১৩.৬০%	১৮.৭০%
০৩	নান্দাইল	২৭.২০%	১৭.১০%	২৩.৩০%
০৪	ঈশ্বরগঞ্জ	২৭.৯০%	১৬.৪০%	২২.২০%
০৫	ফুলপুর	২৫.৯০%	১৫.৬০%	২০.৯০%
০৬	ফুলবাড়িয়া	৪২.০০%	১৮.০৪%	৩০.২০%
০৭	ভালুকা	২৯.৪০%	১৮.৫০%	.... %
০৮	ময়মনসিংহ সদর	৪২.৮০%	৩০.৬০%	৩৭.০০%
০৯	মুক্তাগাছা	.... %	.... %	২২.৯০%
১০	গফরগাঁও	২৪.৩০%	২৬.১০%	.... %
১১	হালুয়াঘাট	২৮.০০%	১৯.৪০%	২২.৮০%
১২	ত্রিশাল	২৯.৭০%	২০.০০%	২৫.০০%

www.pathagar.com

চ. নদ-নদী ও খাল-বিল

ব্রহ্মপুত্রসহ প্রচুর নদীনালা রয়েছে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে। অবশ্য বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা ভিন্ন জেলা হওয়ার কারণে ওইসব অঞ্চলের হাওরগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয় নি। তবে এ অঞ্চলে হাওর না থাকলেও রয়েছে অনেক খাল-বিল যা লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে কিংবদন্তি বা লোকশ্রুতির মধ্যদিয়ে। 'একসময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ মাকড়সার জালের মতো নদ-নদী দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরি, কংস, মগড়, ধনু, সোমেশ্বরী, সুতিয়া, নিতাই, বংশী, ঝিনাই, বানার প্রভৃতি নদ-নদী, উপনদী ও শাখানদী সমূহ এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত। শুধু তাই নয় ময়মনসিংহের পূর্ব-সীমানা দিয়ে মেঘনা নদী এবং পশ্চিম সীমানায় যমুনা নদী প্রবাহিত হয়েছে। আর এ জন্য বলা যায় এসব নদ-নদী ময়মনসিংহের মানুষের জীবন-জীবিকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে প্রাচীনকাল থেকেই। এ অঞ্চলে বিশাল বনাঞ্চল থাকায় যেমন শিকারিজীবীর উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি বিশাল জলরাশি থাকায় উদ্ভব ঘটেছিল মৎস্যজীবীর।'

বর্তমানে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকাকে সমৃদ্ধ করেছে পাহাড়ি খরস্রোতা নদীগুলো। আর মধ্যস্থলে প্রবহমান ব্রহ্মপুত্র এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী দ্বারা এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক ছাড়াও সমৃদ্ধ হয়েছে। ময়মনসিংহের অধিকাংশ অঞ্চলেই ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীর পলি দিয়ে গঠিত। আহমদ সাইফ যথার্থই বলেছেন, "নদীগুলো প্রথমে পলি দিয়ে দু'তীরের জমি উঁচু করেছে এবং তারপর পথ পরিবর্তন করে একই তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে নদীর পরিত্যক্ত খাত বা নদীর আগের ও পরের খাতের মাঝখানের অংশ নিচু অঞ্চল হিসেবে রয়ে যায়। এসবের অধিকাংশই বর্ষাকালে পানি ধরে রাখে। কিন্তু শুষ্ক ঋতুতে শুকিয়ে যায়"।[২২] এরকম অসংখ্য বিল এ এলাকায় রয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রায় এ নদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাসস্থান, খাবার, যাতায়াত সবকিছু ব্রহ্মপুত্রের ওপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও অনেক নদীর গতিপথের সাথে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের গতি সম্পর্কযুক্ত। নৌকার মাঝি যে গান গেয়ে যায় তা এ অঞ্চলের নদ-নদীরই অবদান। চরের মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনে আসে নানা কাহিনি যা লোকসাহিত্যের উপাদান। যাকে কেন্দ্র করে নানা প্রবাদ, প্রবচন, লোকগল্প, লোকসংগীত রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি নদীর মধ্যে অন্যতম নদী ব্রহ্মপুত্র। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বুক চিরে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে গেছে এই নদী। ব্রহ্মপুত্রের আদি নাম লৌহিত্য। এই লৌহিত্য নদীকে নিয়ে রয়েছে এক অভিনব কিংবদন্তি। এ প্রসঙ্গে তারাপদ আচার্য্য লিখেছেন, "ত্রেতাযুগে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করতে নারায়ণের অংশ হিসেবে ধরাধামে অবতীর্ণ হন পরশুরাম। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। শৈশবে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল রাম। পরে ক্ষত্রিয় নিধনকল্পে হাতে পরশু বা কুঠার তুলে নিয়েছিলেন বলে তিনি পরশুরাম নামে খ্যাতি লাভ করেন। একদিন পরশুরামের মা রেণুকা দেবী জল আনতে গঙ্গার তীরে যান।

www.pathagar.com

সেখানে পদ্মমালী (মতান্তরে চিত্ররথ) নামক গন্ধর্বরাজ স্ত্রীসহ জলবিহার করছিলেন (মতান্তরে অপ্সরীগণসহ)। পদ্মমালীর রূপ এবং তাদের সমবেত জলবিহারের দৃশ্য রেণুকা দেবীকে এমনভাবে মোহিত করে যে তিনি তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। অন্যদিকে ঋষি জমদগ্নির হোমবেলা পেরিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর মোটেও খেয়াল নেই। সংবিত ফিরে পেয়ে রেণুকা দেবী কলস ভরে ঋষি জমদগ্নির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ান। তপোবলে ঋষি জমদগ্নি সবকিছু জানতে পেরে রেগে গিয়ে ছেলেদের মাকে হত্যার আদেশ দেন। প্রথম চার ছেলে মাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু পরশুরাম পিতার আদেশে মা এবং আদেশ পালন না করলে ভাইদের কুঠার দিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু মাতৃহত্যার পাপে পরশুরামের হাতে কুঠার লেগেই থাকে। অনেক চেষ্টা করেও কুঠার হাত থেকে খসাতে পারেন না তিনি। পিতার কাছে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর পাপমুক্তির উপায়ের কথা। পিতা বলেন, 'তুমি মাতৃহত্যা ও স্ত্রীলোক হত্যা—এই দুই পাপে আক্রান্ত হয়েছ, তাই তোমাকে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে হবে। যে তীর্থের জলের স্পর্শে তোমার হাতের কুঠার খসে যাবে, মনে রাখবে সে তীর্থই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তীর্থস্থান। পিতার কথামতো পরশুরাম তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগলেন। শেষে সব তীর্থে ঘুরে ব্রহ্মকুণ্ডে পুণ্যজলে স্নান করে তার হাতের কুঠার খসে যায়। পরশুরাম মনে মনে ভাবলেন, এই পুণ্য বারিধারা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে মানুষ খুব উপকৃত হবে। তাই তিনি হাতের খসে যাওয়া কুঠারকে লাঙ্গলে রূপান্তর করে পাথর কেটে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মর্ত্যলোকের সমভূমিতে সেই জলধারা নিয়ে আসেন। লাঙ্গল দিয়ে সমভূমির বুক চিরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন তিনি"।[২৩] পরশুরামের লাঙলে খননকৃত সুদীর্ঘ রেখা বরাবর ব্রহ্মকুণ্ড থেকে প্রবাহিত হতে থাকে পরশুরামের কুঠার ধৌত করা রক্তমিশ্রিত জলধারা। সেই রক্তমিশ্রিত অথবা পর্বতের লাল মাটিমিশ্রিত লোহিত বর্ণের জলপ্রবাহ থেকেই সৃষ্টি হয় ব্রহ্মপুত্র নদী। এজন্যই ব্রহ্মপুত্রের আদি নাম হয়েছে লৌহিত্য।

ব্রহ্মপুত্রের রয়েছে অনেক চর ও নালা। কারণ, এ নদটি বিভিন্ন স্রোতে বিভক্ত রয়েছে। নদী বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মাথার চুলের বেণির মতো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ। কেদারনাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের বিবরণ' গ্রন্থসূত্র থেকে বলা যায়, একসময় ব্রহ্মপুত্র প্রশস্ত ছিল ময়মনসিংহ সদর থেকে বোকাইনগর পর্যন্ত। প্রশস্ততার দূরত্ব ছিল বারো মাইল। একসময় সেই প্রশস্ততা কমে আসে। বলা যায় তখনও এই নদ প্রশস্ত ছিল ময়মনসিংহ থেকে শম্ভুগঞ্জ পর্যন্ত। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় আগের প্রশস্ততা কমে আসে এবং প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র তার বিশালত্ব হারায়। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যমুনা নদীর উৎপত্তি।

ব্রহ্মপুত্রেরই শাখানদী বানার। এই নদী ব্রহ্মপুত্র থেকে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে ময়মনসিংহ জেলার ওপর দিয়ে ত্রিমোহিনী স্থানে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রধান শাখা লক্ষ্মার সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাখানদীটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। বর্তমানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এই নদীর কোনো সংযোগ নেই। নদীর গতিপথ সাধারণত উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু বানারই ব্যতিক্রম। এটি দক্ষিণদিক

www.pathagar.com

থেকে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়ে একটি বাঁক নিয়ে আবার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়েছে। বাঁক নেয়া স্থানটিকে কেন্দ্র করে লোকজমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। একসময় স্থানটিতে পুণ্যার্থীরা অষ্টমীস্নানের জন্য আসতেন। পানি কমে যাওয়ায় অষ্টমীস্নান আর অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল মেলাটি এখনও টিকে আছে।

ভুগাই কংস নদী ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী নয়। হালুয়াঘাট ও ফুলপুর উপজেলার সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ভুগাই কংস নদী। এ নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের শিলং মালভূমির তুরা পাহাড়ে।

খরিয়া নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র থেকে উৎপন্ন। এ নদী ফুলপুর উপজেলা সদরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরচাপুরের পূর্বে কংস নদীতে পতিত হয়েছে। সরচাপুর এক সময় নদীবন্দর ছিল। খরিয়া নদীতে বর্ষাকালে নৌ-চলাচল করতো।

নিতাই নদী ধোবাউরা উপজেলার ঘোষগাঁও হয়ে চিতলির হাওরে পড়েছে। এর উৎপত্তি ভারতের মেঘালয় তুরা শহরের পূর্বে নকরেক পাহাড়।

সুতিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী। এ নদী ময়মনসিংহ সদর ও মুক্তাগাছার সীমানা দিয়ে ত্রিশাল হয়ে বানার নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদী বর্তমানে প্রায় শুষ্কই থাকে।

ব্রহ্মপুত্র থেকে আরো কয়েকটি নদনদী উৎপন্ন হয়েছে। যেমন—কাচামাটিয়া, নরসুন্দা, খিরু নদী প্রভৃতি। এসব নদনদী ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ, ত্রিশাল, ভালুকা, নান্দাইল উপজেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত।

নদনদীর মতোই ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য খাল-বিল। ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উল্লেখযোগ্য বিলের মধ্যে রয়েছে—শুকনি, হিঙ্গাদুলি, কুল্লা, দুর্বাচোরা, বোকাবিল, ধলি, নর্তা, পাচকুনি, ডেব্বাকুড়ি, গলহর, খইল্লাকুড়ি, মইরা, গজাইরা, ভাওয়াল, ডোবাট্যাংরা বিল, কাতলা বিল, বুরুঙ্গার বিল, বলধার বিল, সিন্নি বিল, ফুলুঙ্গার বিল, বড়বিলা প্রভৃতি।

এসব বিলগুলো প্রধানত ধান ও মাছের উৎস। বিলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় এবং প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা বিলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বর্ষাকালে বিলের পানি থৈ থৈ করে। আর গ্রীষ্মকালে বিলের তল বা মাঝখানে পানি জমে থাকে। আর বিলে তৈরি করা হয় মান্দা বা খাদ। যা পানি ও মাছ দুটিরই উৎস। গ্রীষ্মকালে বিল থেকে ধুন দিয়ে জমিতে বা ধানক্ষেতে পানি দেয়া হয়। ধুন হচ্ছে তালগাছকে কেটে তার মাঝখানে ডিঙি নৌকার মতো বানিয়ে তার দ্বারা পানি তোলা।

বিলগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক লোকশ্রুতিও দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহ্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে। আবার এসব বিলের পাশেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গ্রাম। প্রতিটি গ্রামেরই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। তার কারণ হচ্ছে বিলসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান। যেমন—কুল্লা বিলে প্রচুর কচু জন্মে আর মাটি খুব কালো। বিলটি ছোট, তার চারপাশে বাড়ি বা গ্রাম। তাই এ বিলকে কেন্দ্র করে যেসব লোকজ সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তা একান্নবর্তী পরিবারকেন্দ্রিক। অন্যদিকে শুনকি বা হিঙ্গাদুলি বিলের চারপাশের বাড়ি বা গ্রামসমূহ

www.pathagar.com

অনেক দূরে অবস্থিত। বিলের চারদিক ফাঁকা মাঠ বা কান্দা। তাই এসব বিলে দলগত লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এবং এগুলো অপেক্ষাকৃত আদি রসাত্মক। যেমন— ঘাটুগান। চারদিক নীরব বলে এখানে ঢোল বাজিয়ে গান করতে সুবিধা হয়। বদলা বিলে শুধু মাছ আর ধানই উৎপন্ন হয় না। এ বিল থেকে কুমার বা পালরা দুই ধরনের এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালী ও রান্না-বান্নার কাজের জিনিসপত্র এবং লোকজমেলার বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ...এভাবেই এই জেলার বিলসমূহ নানাভাবে প্রাকৃতিক সম্পদসহ মানবসম্পদে এবং লোকজ সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও ময়মনসিংহ অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয় হয় ১৮৪৫ সাল থেকে। ১৮৪৬ সালে হার্ডিঞ্জ স্কুল নামে একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ১৮৫৩ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জেলা স্কুলের।

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলার সদরসহ অন্যান্য মহকুমাতেও উন্নতিকল্পে কাজ হয়েছে। উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেছে ময়মনসিংহ সদরের জিলা স্কুল, মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুল, বিদ্যাময়ী স্কুল, এডওয়ার্ড স্কুল, মুক ও বধির বিদ্যালয়, রাবেয়া মেমোরিয়াল রেসিডেন্সিয়াল গার্লস হাই স্কুল, নাসিরাবাদ হাই স্কুল, নাসিরাবাদ গার্লস হাই স্কুল, উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, মহাকালী পাঠশালা, মুসলিম গার্লস হাই স্কুল, মুসলিম হাই স্কুল, সিটি কলেজিয়েট স্কুল। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়ে ময়মনসিংহ সদরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল চারটি কলেজ—আনন্দমোহন কলেজ, মুমিনুন্নেছা গার্লস কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজ, আখতারুজ্জামান মেমোরিয়াল কলেজ। বাংলায় বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সুপ্রসিদ্ধ ও দর্শনীয় কলেজ হিসেবে খ্যাত ছিল আনন্দমোহন কলেজ।

ময়মনসিংহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকল্পের শিক্ষানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ করতেই হয়। আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে আনন্দমোহন বসু ও মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর অবদান ভুলবার নয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আনন্দমোহন বসু। আর এককালীন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা সাহায্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী। আনন্দমোহন বসুর বাড়ি মূলত কিশোরগঞ্জ মহকুমার জয়সিদ্ধি গ্রাম। পাকিস্তান আমলেই আনন্দমোহন কলেজ সরকারি পর্যায়ে উন্নীত হয়। আধুনিক কালে ময়মনসিংহ শহরে পাকিস্তানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অন্যতম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ শহর ছাড়াও অন্যান্য উপজেলায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— মুক্তাগাছার মুক্তাগাছা রামকিশোর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯৩), নগেন্দ্র নারায়ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০৭), গৌরীপুরের রামগোপলপুর পাওয়ার যোগেন্দ্র কিশোর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৬), গৌরীপুর রাজেন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১১), সরযুবালা প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩২), ঈশ্বরগঞ্জের

www.pathagar.com

আঠারবাড়ী মহিমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০), চরনিখলা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩), বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬), হালুয়াঘাটের হালুয়াঘাট মিশন স্কুল (১৯২৩), বড়ই ডাকুনী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪১), নান্দাইলের চণ্ডিপাশ উচ্চ বিদ্যালয়, ত্রিশালের দরিরামপুর হাই স্কুল (১৯১৩) গফরগাঁওয়ের কান্দিপাড়া আস্কর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৬), গফরগাঁও ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০২)। স্বাধীনতা-উত্তর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হলে বেগুনবাড়ি গোবিন্দগঞ্জ নামক স্থানে কোম্পানির কুঠিতে জেলার প্রশাসনিক কাজ শুরু হয়। কুঠিবাড়ি ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে ১৭৯১ সালে জেলা সদর হিসেবে নাসিরাবাদ নামক শহরটির সূত্রপাত হয়। যার পরিবর্তিত নাম ময়মনসিংহ শহর। কাজেই ময়মনসিংহ সদর উপজেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর এই ঐতিহ্যবাহী জেলা শহরেই অবস্থিত বিধায় তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। দুইশত চব্বিশ বছরের পুরনো এই শহরে রাজা, জমিদার ও নবাবদের নির্মিত ১৮টি ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ভবন বিদ্যমান বর্তমানে যেগুলো জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থাপনা ও ভবনগুলো হলো আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল, শশীলজ, হাসান মঞ্জিল, ধলার জমিদার বাড়ি, কালীপুর জমিদার বাড়ি, তালডাঙ্গা হাউস, চাকলাদার হাউস, গোলপুকুর লজ, রাম গোপালপুর জমিদার হাউস, বুধা বাবুর দোতলা, গাঙ্গিনার পাড় জলটেঙ্কি সংলগ্ন ভবন, অঘোর কালোনি, মদনবাবুর বাড়ি, কেশব চন্দ্রের বাড়ি, নলিনী রঞ্জন ভবন, আকুয়া সেনবাড়ি। কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনার বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল

১৮৭৯ সালে জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ময়মনসিংহ শহরের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে আট বিঘা জমির দেয়াল বেষ্টিত স্থানে একটি সুদৃশ্য ভবন নির্মাণ করেন। ভারতের ব্রিটিশ শাসক সপ্তম এডওয়ার্ড ও তার স্ত্রী আলেকজান্দ্রার তৈলচিত্র স্থাপন করেন ভবনটিতে এবং ভবনটির নামকরণ করেন আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল। কারো কারো মতে, তৎকালীন ময়মনসিংহের জেলা কালেক্টর এন.এস. আলেকজান্দ্রা-এর নামে ভবনটি আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল নামে নির্মিত হয়। এ ভবন নির্মাণের পেছনে মহারাজার সৌন্দর্যবোধ ও উন্নত রুচির প্রেরণা কাজ করেছে। স্থান নির্বাচনেও তাঁর দৃষ্টি ছিল নান্দনিক। মনোরম পরিবেশের বাস্তব নিদর্শন এ সময়ের দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

বাড়িটির চারপাশ ছিল বাগান দ্বারা সুসজ্জিত। বিধায় একে ব্যয়বহুল উদ্যানও বলা হতো। বিভিন্ন দুর্লভ গাছ, লতাগুল্ম, কৃত্রিম হ্রদ, টিলা, উপত্যকা, ঝরনা, বিভিন্ন পশু-পাখি, সরীসৃপ পালনের ঘর ইত্যাদি মিলিয়ে অসাধারণ ও হৃদয়হরণকারী ছিল বাড়ির সৌন্দর্য। মূল ভবনটি লোহা, কাঠ, টিন এবং বিভিন্ন ধাতব উপাদান নির্মিত কাঠের সিঁড়িবিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। ভবনটিতে ঐতিহ্যবাহী হস্ত বা কারু শিল্পকর্মের অসাধারণ

www.pathagar.com

নিদর্শন ছিল এবং কিছুটা হলেও আজো অবশিষ্ট আছে। মহারাজার আমন্ত্রণে এবং তার মৃত্যুর পরেও এই ভবনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ভারতের তৎকালীন ইংরেজ সেনাপতি জর্জ হোয়াইট, ভারতের প্রধান বিচারপতি ক্রোমার প্যাথরাম, ফ্রান্সিস ম্যালকম, রাশিয়ার যুবরাজ ডিউক মরিস, ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জন, আয়ারল্যান্ডের লর্ড উইসবোর্ন, স্পেনের ডিউক অব পেনাবেন্ডা, মিশরের যুবরাজ ইউসুফ কামাল পাশা, মহাত্মা গান্ধী, শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী ভ্রাতৃদ্বয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, স্যার সলিমুল্লাহ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। বর্তমান এই ভবন সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে নবনির্মিত কয়েকটি ভবনে সরকারি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (পুরুষ) চালু রয়েছে।

আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল

শশীলজ

আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল থেকে কয়েকশত গজ দক্ষিণে অবস্থিত শশীলজ। মহারাজা সূর্যকান্ত ১৮৮০ সালে এটি নির্মাণ করেন তাঁর ভাতিজা ও দত্তকপুত্র শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর নামে। এটি ছিল মহারাজার বাসভবন। ভবনটি ছিল দোতলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামার সময় স্ফটিকের সংগীত বাক্স থেকে সুমধুর গান এবং বিভিন্ন রকম বাজনা শোনা যেত। এই সংগীত বাক্সটি মহারাজা প্যারিস থেকে তৎকালীন তিন লক্ষ টাকায় ক্রয় করে এনেছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ ভূমিকম্পের কারণে ১৮৯৭ সালে ভবনটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মহারাজা শশীকান্ত একই স্থানে বর্তমান 'শশীলজ' প্রাসাদটি একতলা হিসেবে নির্মাণ করেন। গেইট পার হলেই

www.pathagar.com

ভবনের সামনে একটি ফোয়ারার উপর স্থাপিত আছে একটি প্রায় অর্ধনগ্ন নারীর পাথরের ব্যয়বহুল ভাস্কর্য। মূল ভবনটিতে বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের নিদর্শন বিদ্যমান। দেয়ালবেষ্টিত কয়েক বিঘা জমির উপর নবনির্মিত ভবনসহ মূল ভবনটিতে বর্তমান সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) চালু রয়েছে।

শশী লজ

হাসান মঞ্জিল

ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এটি নির্মাণ করেন ময়মনসিংহ শহরে ঈশান চক্রবর্তী রোডে তার পুত্রের নামে। দরজি আবদুল ওয়াহাব তাঁর 'ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন' গ্রন্থে লিখেছেন, "ময়মনসিংহ শহরের এটি একমাত্র ভবন যা মুসলিম স্থাপত্য কর্মের অনুপম নিদর্শনে সমৃদ্ধ। ভবনটি আগাগোড়া ইটের তৈরি। কার্ণিশের নিচে চর্তুদিকের দেওয়ালে রৈখিক প্রকরণের অসংখ্য অলংকরণ ও লতাপাতা ফুলে সুশোভিত। ছাদের পূর্বদিকে সর্বমোট দশটি ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ, উত্তর দিকের দেওয়াল বরাবর ৩টি এবং দক্ষিণ দিকের দেওয়াল বরাবর ৩টি গম্বুজ আছে। ভবনটির শিল্পকর্মের যে অংশ বিনষ্ট হয়েছে তা স্থাপত্য শিল্পকর্মীদের অভাবে মেরামত করা যায়নি।"[২৪] বর্তমানে এই ভবনটি সরকারের মহিলা বিষয়ক দপ্তরের জেলা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত।

গৌরীপুর হাউস

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থাপিত গৌরীপুরের জমিদারদের কাঠনির্মিত এবং টিনের ছাউনি বিশিষ্ট দর্শনীয় ভবন এটি। এই দ্বিতল ভবনের সিঁড়ি কাঠনির্মিত যার রেলিং লৌহফলক নির্মিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে কে.বি. ইসমাইল রোডে এই ভবনটিতে

www.pathagar.com

অসাধারণ হস্তশিল্প ও ব্যতিক্রমী স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন রয়েছে। বর্তমানে এই ভবনসহ নবনির্মিত ভবনে সোনালি ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।

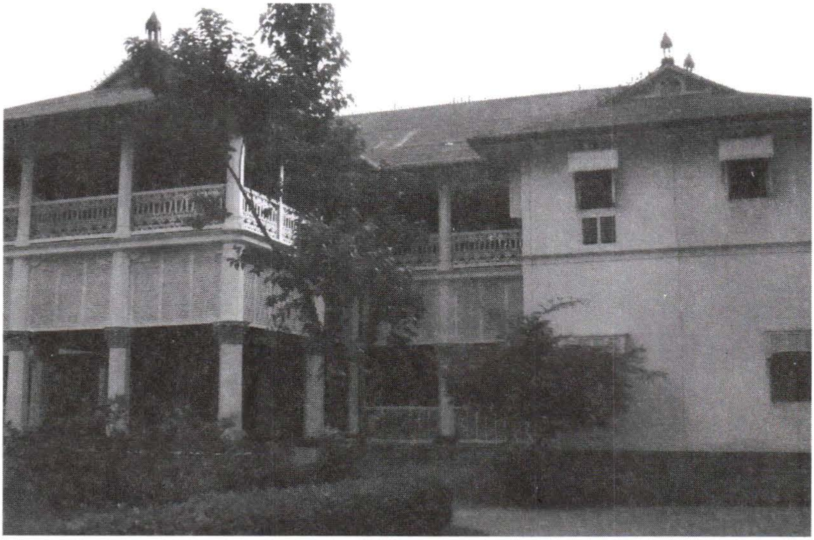

গৌরীপুর হাউজ

ময়মনসিংহ জাদুঘরে রক্ষিত প্রত্নসম্পদ

ময়মনসিংহ শহরের মদনবাবু রোড গোলপুকুর পাড় সংলগ্ন মুক্তাগাছার জমিদার মদনবাবুর পরিত্যক্ত প্রাচীন বাড়িতে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ জাদুঘর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে জাদুঘরের কিছু প্রত্ন-উপকরণ লুটপাট ও বিনষ্ট করা হয়েছে। এই জাদূঘরে রক্ষিত আছে—মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি, কষ্টি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি, জয়দেবের গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি, চণ্ডীদাসের কাব্যের পাণ্ডুলিপি, বিশ্বের প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকেটের ফটোকপি, মুক্তাগাছার জমিদারগণের খড়গ ও তরবারি, ১৯৪৫ সালের বিশ্বের মানচিত্র, গৌরীপুরের জমিদারের শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি প্রভৃতি।

বীরাঙ্গনা সখিনার মাজার

বীরাঙ্গনা সখিনার মাজার মাওহা ইউনিয়নের কুমড়ি গ্রামে। এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন পতিপ্রাণ এক যোদ্ধা নারী বীরাঙ্গনা সখিনা। বীরাঙ্গনা সখিনার এই আত্মদানের কাহিনি এখনো এই অঞ্চলের মানুষের অশ্রু ঝরায়। উমর খাঁ ছিলেন গৌরীপুর কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান। তাঁর একমাত্র কন্যা সখিনা। সখিনা ছিলেন রূপে-গুণে অতুলনীয়া। সখিনার রূপ-গুণের কথা জঙ্গলবাড়ির ঈশা খাঁর দৌহিত্র সুদর্শন তরুণ

www.pathagar.com

ফিরোজ খাঁর কানে পৌঁছে। ফিরোজ খাঁ তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। কিন্তু উমর খাঁর পরিবারে কঠোর পর্দাপ্রথা ফিরোজের আকাঙ্ক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। দরিয়া নাম্নী এক সুন্দরী বান্দীকে তসবির বিক্রেতা সাজিয়ে উমর খাঁর অন্তঃপুরে সখিনার বাসগৃহে পাঠানো হয়। দরিয়ার মুখে ফিরোজ খাঁর রূপ-গুণের কথা শুনে সখিনা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সখিনার অবস্থা দরিয়ার বুঝার বাকি থাকে না। দরিয়া জঙ্গলবাড়িতে গিয়ে বিস্তারিত জানায়। ফিরোজ খাঁ মা ফিরোজার অনুমতি নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান উমর খাঁর দরবারে। উমর খাঁ সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ফিরোজ খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে কেল্লাতাজপুরে অভিযান চালান। অতর্কিত আক্রমণে উমর খাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজয় বরণ করে। শত্রুপক্ষের বিজয়ে খাঁর অন্তঃপুর নারীশূন্য হয়ে পড়লেও সখিনা মহলেই রয়ে যান। ফিরোজ খাঁ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সখিনাকে সসম্মানে জঙ্গলবাড়ি নিয়ে যান এবং শুভ পরিণয়ের মধ্য দিয়ে উভয়ের প্রেম-বাসনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরাজিত উমর খাঁ মোগল বাহিনীর সহায়তায় ফিরোজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জয়লাভ করেন এবং ফিরোজ খাঁকে বন্দী করেন। এরপর সখিনাকে তালাক দেয়ার জন্য বন্দীর ওপর চলতে থাকে চাপ প্রয়োগ। কিন্তু ফিরোজ খাঁ কিছুতেই সখিনাকে তালাক দিতে রাজি নন। হঠাৎ যুদ্ধের ময়দানে আবির্ভূত হলো সতেরো-আঠারো বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক যোদ্ধার। তাঁর নেতৃত্বে ফিরোজের বিপর্যস্ত বাহিনী যেন প্রাণ ফিরে পেল। প্রবল পরাক্রমে সৈন্যরা যুদ্ধ চালাতে থাকল। দুর্ধর্ষ আক্রমণে উমর খাঁর বাহিনী বিপন্ন প্রায়। এমন সময় উমরের জনৈক উজিরের কুমন্ত্রণায় যুদ্ধক্ষেত্রে রটিয়ে দেয়া হলো যে, ফিরোজ খাঁ সখিনাকে তালাক দিয়েছেন। আলামত হিসেবে ফিরোজের সেই জাল করা তালাকনামাও দেখানো হলো। এই নিদারুণ সংবাদে যুবক যোদ্ধা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রাণ ত্যাগ করলেন। শিরস্ত্রাণ খসে পড়ল। দেখা গেল প্রবল শৌর্যের অধিকারী এই যুবক আর কেউ নন, স্বামীকে মুক্ত করার জন্যে পুরুষের বেশ ধারণ করে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন স্বয়ং সখিনা। খবর পেয়ে ছুটে গেলেন পিতা। সখিনার প্রাণহীন দেহ আঁকড়ে ধরে বিলাপ করতে থাকলেন। পিতা উমরের কান্নায় জঙ্গলবাড়ির বাতাস ভারি হয়ে উঠল। শোকে মূহ্যমান উমর খাঁ জামাতা ফিরোজ খাঁকে মুক্ত করে দিলেন। সখিনার মৃত্যুতে ফিরোজ খাঁ যেন প্রতিবন্ধী হয়ে গেলেন। তিনি এক বস্ত্রে রাজ্যপাট চুকিয়ে বের হয়ে গেলেন। কেল্লাতাজপুরবাসী দেখে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক দরবেশ সখিনার কবরে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিশ্চল বসে থাকেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকার নেমে আসে, নৈঃশব্দ গ্রাস করে চারদিকে— তবু ফকির স্থির নেত্রে কবরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। পরে জানা গেল তিনিই ফিরোজ খাঁ। প্রেমিকার সমাধিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।[২৫]

নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার হুজরখানা

গৌরীপুরের বোকাইনগরে প্রখ্যাত সুফি সাধক নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার (রহ.) হুজরখানা রয়েছে। কথিত আছে, পূর্ব ময়মনসিংহ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহ.) চল্লিশ জন সহচর নিয়ে দিল্লি থেকে জায়নামাজে চড়ে এখানে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি স্বস্থানে ফিরে গেলেও সহচরবৃন্দ

www.pathagar.com

থেকে যান পীরের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। এঁদের অধিকাংশই বোকাইনগরে সমাহিত আছেন। নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাঁর বিশ্রামের স্থানটিকে পাকা করা হয়েছে। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে এখানে মেলা বসে।[২৬]

কেল্লা বোকাইনগর

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তৎকালীন বাংলার সুবেদার খাজা ওসমান গণি এই কেল্লা নির্মাণ করেন। কেল্লার সঙ্গে একটি মসজিদ নির্মাণ ও একটি পুকুর খনন করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি সুবেদার চাঁদ রায় এই কেল্লার সঙ্গে একটি মসজিদ ও একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং খনন করেছিলেন একটি পুকুর। কেল্লা, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। পুকুরটি ভরাট হয়ে গেছে। এখন ফসলের চাষাবাদ করা হয়।

কেল্লাতাজপুর

গৌরীপুরের কেল্লাতাজপুরে বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম দেওয়ান উমর খাঁর বাড়ি বা কেল্লা ছিল। কেল্লার চারদিকে প্রশস্ত মাটির দেয়াল ছিল। বর্তমানে কেল্লা, মাটির দেয়াল সবই নিশ্চিহ্ন!

ঘাগরার শিলালিপি

শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ঘাগড়া গ্রাম থেকে। আরবিতে লেখা শিলালিপি পাঠ করে বুঝা যায় যে, ১৪৫২ সালে সুলতান নাসির উদ্দিন প্রথম মাহমুদ শাহের শাসন আমলে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয় যার প্রতিষ্ঠার তারিখ ৮৫৬ হিজরির জিলকদ মাস। ইতিহাসবিদ শামসুদ্দিন আহমদ রচিত 'ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল' গ্রন্থেও এই শিলালিপির নাম উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি নেই। তবে এলাকাবাসী শতাধিক বৎসর বয়সের অধিকারী একজন বৃদ্ধ জানিয়েছেন—তিনি বাল্যকালে প্রপিতামহের কাছে শুনেছেন যে, পালবাড়ির পরিত্যক্ত প্রাচীন ভিটায় বাদশাহি আমলের একটি অতি প্রাচীন মসজিদ ছিল—জমিদারি আমলে যা ভেঙে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা' গ্রন্থের গোলাম নবী রচিত "ময়মনসিংহের পুরাকীর্তি" প্রবন্ধে উক্ত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি

ময়মনসিংহ শহর থেকে পাঁচমাইল উত্তর-পশ্চিমে বাইগুনবাড়ি বা বেগুনবাড়ি তথা গোবিন্দগঞ্জ গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নীলকুঠি ছিল। কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন—"১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কোম্পানীর ঢাকা অধিকার করে ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হয় এবং বেগুনবাড়ীতে একটি কুঠি স্থাপন করে। ১৭৮৭ সালে ময়মনসিং জেলা গঠন এবং ১৭৯১ সালে জেলা সদর হিসেবে নাসিরাবাদ শহর স্থাপিত হয়। জেলা শহর স্থাপনের আগে বেগুনবাড়ীর কোম্পানীর কুঠিতেই কাছারী বসিতো এবং সেখান হইতে জেলার শাসন কার্য পরিচালিত হইত"। বর্তমানে এ

www.pathagar.com

কুঠিটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কুঠিটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় পুনরায় একই গ্রামে নদীর পাড়ে কুঠি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পরও কুঠিটির ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব ছিল।

ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে রাজনৈতিক ঐতিহ্য মানেই প্রতিরোধের ঐতিহ্য। আর তা হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৭ পূর্ব প্রতিরোধের ঐতিহ্য ময়মনসিংহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার আলোকে দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর জমিদার শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের যে আন্দোলন তা ছিল জমিদার শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আন্দোলনটা ছিল অর্থনৈতিক। জমিদার শ্রেণি বা নীলকর সাহেব শ্রেণি অন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে সরকারের সাহায্য কামনা করে। সরকারি হস্তক্ষেপ পড়ায় অর্থনৈতিক আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র পায়।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার আদি পর্বেও স্থানীয় পর্যায়ে ময়মনসিংহের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে ছিল। ফলে সমাজ সংস্কারও ঘটেনি। রাজনৈতিক চেতনা তো কল্পনাতীত বিষয়।

ক্রমে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। ময়মনসিংহেও ১৮৪৬ সালে নাসিরাবাদ হার্ডিঞ্জ স্কুল ও গ্রামে গ্রামে আরও কয়েকটি গভর্নমেন্টের বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। এবং ক্রমে ১৮৫৩ সালে নাসিরাবাদে ইংরেজি বিদ্যালয় (জেলা স্কুল) স্থাপিত হয়।

কিন্তু এ সময় মুসলিম সমাজে শিক্ষাদীক্ষা থেকে দারুণভাবে পিছিয়ে পড়ে। কারণ মুসলমান অভিজাত শ্রেণির তখনও আবির্ভাব ঘটে নি। এই সময় হিন্দু সমাজেরও একটি অংশ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও হিন্দু সমাজের পক্ষ-বিপক্ষ দল সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কায়স্থ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতায় নামেন। অবশ্য এ পক্ষ-বিপক্ষ দলের মধ্য দিয়েই ইংরেজি ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটে। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসু ১৮৬৮ সালে প্রথম এম.এ পাশ করেন।

রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনও এসময় অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের পর থেকে সমাজকে নতুন করে আলোড়িত করে তোলে। শহরের ঈশানচন্দ্র, ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র গুহ প্রমুখ শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

শিক্ষায় কিছুটা বিকাশমান সমাজ গোঁড়া ধর্মীয় সমাজব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে ব্রাহ্মধর্মের পথ বেছে নিয়ে। ব্রাহ্মমতকে গ্রহণ করে আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজ নতুন আন্দোলনে শরিক হয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্মীয় সমাজ গঠনে ব্রতী হয়। অবশ্য পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার পরিবেশও সৃষ্টি করে তোলেন শহরের তারকনাথ সেন, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সিংহ, পার্বতীচরণ রায় ও হরকিশোর রায় প্রমুখ। হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। তার মাঝে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারণাও চলতে থাকে।

www.pathagar.com

সামাজিক দ্বন্দ্বের যে-দলাদলি চলছিল তা থেকে আন্দোলনমুখী মানুষ সমাজে ন্যাচারাল লিডার হিসেবে জায়গা করে নেয়। সংস্কৃতিচর্চা লোকজীবনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে অব্যাহত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল হাতে থাকলেও জেলার সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। গড়ে উঠতে থাকে ইংরেজ শাসন ও শোষণবিরোধী নানা আন্দোলন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে একদিকে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারায়, অন্যদিকে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা ঘটে। কিন্তু ব্রিটিশের আধিপত্যের সূচনা থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ সংগঠিত হতে থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ময়মনসিংহে রাজনৈতিকচর্চা ও রাজনৈতিক ধারার মধ্য থেকে ময়মনসিংহবাসী কীভাবে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠেন তার বিবরণ দিয়েছেন কেদারনাথ মজুমদার। তিনি তাঁর 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "অতঃপর জেলার স্থানে স্থানে ভূম্যধিকারী সভার সৃষ্টি হইলে প্রজা এবং ভূম্যধিকারী সকলেই গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত আইন কানুনাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও মতামত প্রদান করতে থাকেন। ক্রমে 'ময়মনসিংহ সভা' স্থাপিত হইলে রাজনৈতিক চর্চা এ জেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। কলিকাতা হইতে সময় সময় ভারত সভার প্রতিনিধিগণ ময়মনসিংহে আসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতো। ক্রমে মুসলমান সভা 'আঞ্জুমান ইসলামিয়া' ও অন্যান্য সভা সমিতিতে অল্প অল্প রাজনীতির চর্চা আরম্ভ হয়। ১৮৮৫ সনে জাতীয় মহা সমিতির সৃষ্টি হইলে উহার প্রতিনিধি নিয়োগ সময়ের বৎসর বৎসরই জেলার নানা স্থানে বিশেষভাবে রাজনৈতিক আলোচনা হইতে থাকে। ...

১৯০৩ সনে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব উপলক্ষে ময়মনসিংহের রাজনীতিক আলোচনা বিপুলতা লাভ করিয়াছে। ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এ জেলার প্রায় ৫০ হাজার লোক সমবেত হইয়া ময়মনসিংহ নগরে এক বিরাট সভা করিয়াছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ স্থিরীকৃত হইলে স্বদেশী দ্রব্যের বহুল প্রচলন সম্বন্ধে গ্রামে, গ্রামে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সভা সমিতির অধিবেশন হইতে থাকে।"[২৭]

১৯৪৭ পূর্ব বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আর তা ১৯৪৭-এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এসব আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ', 'নীল বিদ্রোহ', 'স্বদেশী আন্দোলন', 'অসহযোগ আন্দোলন', 'যুগান্তর', 'ময়মনসিংহ সাধনা সমিতি', 'অনুশীলন সমিতি', 'তেভাগা আন্দোলন', 'টংক আন্দোলন' প্রভৃতি। কোনো কোনো আন্দোলন দেশভাগের পরও কিছুকাল সময় ধরে টিকে ছিল।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আর ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল। কিন্তু এই দুটি রাজনৈতিক দলের চাইতে জাতীয় বিপ্লববাদী নেতাকর্মীরাই প্রগতিশীল আন্দোলনগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহের বিপ্লবীকর্মীরাও (যাঁদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে) মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সাহসের সাথে সরকারি দমননীতি ও নির্যতনকে উপেক্ষা করেই প্রতিটি প্রগতিশীল ও বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। ময়মনসিংহের এই বিপ্লবীকর্মীরাও ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন।

১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত আর পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তবে বাঙালি মুসলমানের মোহভঙ্গ হতে খুব একটা সময় লাগেনি।

পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ে। ১৯৫০ সালে গঠিত হয় পাকিস্তান সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। এক. কৃষক-শ্রমিক পার্টি, দুই. আওয়ামী মুসলিম লীগ। জেলা পর্যায়েও রাজনৈতিক দলের শাখা, সংগঠন গঠিত হতে থাকে এসময়। জাতীয় আন্দোলনে বামধারা ও আওয়ামী মুসলিম লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদী উভয় ধারাই সক্রিয়।

১৯৫০ সালে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠা পায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা কমিটি। এসময় উপস্থিত ছিলেন মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ময়মনসিংহের জন্যে প্রতিকূলতাও কম ছিল না। কারণ, নূরুল আমিন ও আবদুল মোনায়েম খাঁ এই দুই প্রভাবশালী পাকিস্তানপন্থী নেতা ময়মনসিংহেরই সন্তান।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের এক শোণিত শপথে জাগ্রত হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার জাতীয় চৈতন্য।

২১ ফেব্রুয়ারির রাজপথে জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউর শহীদ হবার ঘটনার প্রভাব পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অভ্যন্তরেও বিক্ষোভ রূপ নেয়। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরা ছাত্রহত্যার তদন্ত করে অপরাধীদের বিচারের দাবি জানালেন। পদত্যাগ দাবি করলেন নূরুল আমিনের। নূরুল আমিন ময়মনসিংহরই সন্তান। বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে এবং ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় যারা তুমুল বিতর্ক তুলেছিলেন ব্যবস্থাপক পরিষদে; তারা হলেন— ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, মওলানা তর্কবাগীশ, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জি, বসন্তকুমার দাসসহ আরও অনেকে। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ঢাকাসহ সারাদেশে বিস্তার ঘটে। ময়মনসিংহ জেলার সমস্ত মহকুমা ও থানা সদরসহ গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজেও ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন ঘটে। ৫৪-র নির্বাচনে জয়ী হবার মধ্য দিয়ে নব জাতীয়তাবাদের যাত্রার সূচনা হয়। আবুল মনসুর আহমদ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচি ২১ দফার অন্যতম প্রণেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ময়মনসিংহবাসী তা থেকে পিছিয়ে ছিল না। বামধারার মণি সিংহ, খোকা রায়, রবি নিয়োগী, পুলিন বক্সী, জোতিষ বসু, ললিত সরকার, ওয়ালী নেওয়াজ খান, হেমন্ত ভট্টাচার্য, আবদুল বারী এবং আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ নজরুল

www.pathagar.com

ইসলাম, রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া আর ভাষার লড়াইয়ের আবুল কালাম শামসুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ ময়মনসিংহে সাধারণ মানুষের মাঝে জাগরণের জোয়ার এনেছিলেন। ফলে ময়মনসিংহের রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রমেই যুক্ত হয়েছেন রাজনীতি সচেতন পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্র-জনতাও। অবশ্য তখন আনন্দ মোহন কলেজে বা অন্য কোনো স্কুল-কলেজে কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে ছাত্র সংগঠন ছিল না। ছিল সংঘ বা সমাজ। যেমন প্রগতি সংঘ বা ছাত্র সমাজ। যতীন সরকারের এক স্মৃতিচারণে তথ্যনির্ভর বক্তব্য রয়েছে যা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "তখনো ময়মনসিংহে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়নি। আমরা তখন ছাত্রলীগ করতাম। কলেজের অভ্যন্তরীণ ছাত্র রাজনীতির অবশ্যি সে সময় ছাত্রলীগ বা অনুরূপ কোনো সংগঠনের কার্যকর প্রভাব ছিল না। প্রভাতী, অগ্রদূত, প্রগতি এ রকম নানা নামের কতগুলি সংগঠন আনন্দমোহন কলেজে গড়ে উঠেছিল, কলেজ ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে এগুলোই অংশগ্রহণ করতো। আমাদের সংগঠনের নাম ছিল 'প্রগতি'। 'প্রগতি'-র মধ্যমণি ছিলেন কাজী আবদুল বারী। কাজী বারী সে সময়েই দুর্দান্ত কমিউনিস্ট রূপে খ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি যে কোনো নামেই সংগঠন করুন না কেন, কমিউনিস্ট পরিচিতিই যে সংগঠনের জন্য অপরিহার্য ছিল। এভাবেই প্রগতির সদস্য রূপে আমরা সবাই কমিউনিস্ট বলে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম।[২৮]

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হলো এডভোকেট আনিসুর রহমান খানের বক্তব্য। তিনিও বলেছেন, "১৯৫৬-৫৭ সনে আনন্দমোহন কলেজে পড়াকালীন সময়ে আমি ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম—আমি ছিলাম মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের চেতনার অনুসারী ছাত্রলীগ সমর্থক। আমাদের সময়ে আনন্দমোহন কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন বা ছাত্রলীগ নামে কোনো সংগঠন ছিল না। 'প্রগতি সংঘ' ও 'ছাত্র সমাজ' নামে দুটি প্লাটফর্ম বিদ্যমান ছিল। কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের অনুসারী ছাত্ররা 'প্রগতিসংঘ' করত। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থী ছাত্ররা ছাত্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রগতিসংঘের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে এনায়েতুল্লাহ খান, আলোকময় নাহা, কাজী আবদুল বারী, মোমতাজ উদ্দিন, যতীন সরকার, আবদুল বারী চৌধুরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল হক, কে.এ. হাক্কাস, সাদেক আলী খান, জহিরুল হক, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, আসফ আলী আসকারী প্রমুখ। ওদের সাথে আমিও যুক্ত ছিলাম।'[২৯]

১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠন হবার পর ময়মনসিংহে গঠিত হয় ছাত্র ইউনিয়ন। এবং কমিউনিস্ট ধারার মূল সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন অনেকেই। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে কার্যক্রম চালাতে হতো।

১৯৫৮-র অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রবর্তন করার পর রাজনৈতিক আন্দোলন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে।

আইয়ুব খানের শাসন নিপীড়নের প্রথম পর্যায়ে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই উপস্থিতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় রূপান্তরিত হয়। ফলে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যানারে আত্মপ্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন সংস্কৃতি সংসদের ব্যানারে, ছাত্রলীগ শিক্ষাসাহিত্য সংঘের ব্যানারে, ছাত্রশক্তি সাংস্কৃতিক পরিষদের ব্যানারে কার্যক্রম চালায়। এ সময় অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতা আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায়। তবে ষাটের দশকের শুরু থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে শিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সামরিক-শাসন প্রবর্তন এবং নির্যাতন নিপীড়ন থাকা সত্ত্বেও বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন গণতন্ত্রের দাবির আন্দোলনের পরিসর পায়।

বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন হয়ে ছেষট্টির ৬-দফার কর্মসূচি ও ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে ময়মনসিংহের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতাকর্মীদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়।

উনিশ শ ছেষট্টি থেকে রাজনৈতিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেনতার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব বাংলার রাজনীতির শূন্যতা কাটিয়ে নেতৃত্বে আসেন নতুন দিক নির্দেশনায়। ময়মনসিংহের সন্তান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ সময় জাতীয় রাজনীতির নেতায় পরিণত হন। ৬৬-র ৬-দফা পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুমোদিত হবার পর পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে তা অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত হলে সভায় মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ তার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। সে সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়েছিলেন। আর এই সভাতেই ৬ দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছিল।

৬ দফার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে নির্মূল করার অভিপ্রায়ে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অবতারণা করেন। এই মামলা দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি। এই মামলায় বঙ্গবন্ধুর এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। এই মামলায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলে এদেশের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ জানায়—মিছিলে শ্লোগানে কণ্ঠ ফাটিয়ে বলে ওঠে,

> "জেলের তালা ভাঙবো
> শেখ মুজিবকে আনবো।"

জনগণের প্রতিবাদ এবং মিটিং মিছিল হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবের মামলা শুরু হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভয় দেখিয়ে দেশবাসীকে দাবিয়ে রাখা যায় নি। এর মধ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ক্রমে ছাত্ররাও গর্জে ওঠে এবং ১১ দফার ভিত্তিতে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

এই ১১ দফার প্রতি বাংলার মানুষের সমর্থন ছিল। তবে আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের শ্লোগান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন—

www.pathagar.com

বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
তোমার দেশ, আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।
জয় বাংলা, জয় বাংলা।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনারও চরম উন্মেষ ঘটে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে থাকেন। শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথপ্রদর্শক। এরপর সংগঠিত হয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ২০ জানুয়ারি শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদ। আসাদের মৃত্যুতে ঊনসত্তরের এই গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় শহীদ হয় কিশোর ছাত্র মতিউর। পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ময়মনসিংহেও গণঅভ্যুত্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ২৪ জানুয়ারি ময়মনসিংহ শহরের রাস্তায় মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আলমগীর মনসুর মিন্টু।

ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ঢাকাসহ সারা দেশের স্কুল-কলেজ-অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।

গণঅভ্যুত্থানের প্রবল চাপের মুখে শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামি এবং নিরাপত্তা আইনে আটক মণি সিং, রবি নিয়োগীসহ ৩৫ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

জেল থেকে মুক্তি লাভ করার পর শেখ মুজিব ধানমণ্ডির ৩২ নং সড়কে তাঁর নিজ বাসভবনের সামনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার প্রতি সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু তখন কেবল আর আওয়ামী লীগের নেতা নন। পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণের নেতায় পরিণত হন। বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার দাবি তখন শুধু আওয়ামী লীগের রইলো না, এই ৬ দফা পূর্ব বাংলার জনগণের দাবিতে পরিণত হয়।

এই পরিস্থিতিতে দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান না করে সেনাবাহিনীর প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে শাসন ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেন। ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ '৬৯ ক্ষমতা দখল করে সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন। দেশে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন চলা সত্ত্বেও সুকৌশলে জনসভার পরিবর্তে ঘরোয়া পরিবেশে কর্মীসভার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু ৬-দফার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমতের সফরে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর উপরও প্রভাব ফেলে।

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন হয়ে ছেষট্টির ৬-দফার আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের মধ্যে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা হলেন—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আখতারুজ্জামান (জামালপুর, সৈয়দ আবদুস সুলতান (তিনি অবশ্য ঊনসত্তরের দিকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন, এর আগে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন), এ্যাডভোকেট আবদুস সাত্তার,

www.pathagar.com

রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, এ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান, খন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আহমেদ, এ্যাডভোকেট আবুল মনসুর, এ্যাডভোকেট ইমান আলী, আনোয়ারুল কাদের, সফিউদ্দিন আহমেদ, আবদুল হালিম, নূরুল ইসলাম, কবির উদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, হাতেম আলী, জাহানারা খানম, প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান প্রমুখ।

এ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা বামধারায় সক্রিয় থেকে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন—জ্যোতিষ বোস, অজয় রায়, আলতাফ আলী, মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, যতীন সরকার, আলোকময় নাহা, মজিরন নেছা, মীর কফিল উদ্দিন (লাল মিয়া) প্রমুখ।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রনেতাদের মধ্য থেকে ছাত্রলীগের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন— সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, নাজিম উদ্দিন আহমেদ এবং বাম ধারার ছাত্র নেতৃবৃন্দের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন নূর মোহাম্মদ তালুকদার, নজরুল ইসলাম খোকন, প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। কিন্তু পশ্চিমা পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি পূর্ব বাংলার বিজয়কে সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। একাত্তরের মার্চে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের পর সারা দেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। একাত্তরের উত্তাল মার্চের প্রেক্ষাপটে ৭ মার্চের আগেই ময়মনসিংহে গড়ে ওঠে 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবির'। প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে ছিলেন—গোলাম সামদানী কোরায়শী, পীযুষ ঘোষ, যতীন সরকার, মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান, সিরাজুল ইসলাম, শামসুজ্জামান খান প্রমুখ। ২৫ মার্চ কালো রাত্রির পর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের আগেই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহের জনসাধারণই নয় গোটা দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জন্য বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন পৃথিবীর মানচিত্রে।

ময়মনসিংহের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে অনেকে লালন করে দেশের মুক্তির জন্যে লড়েছেন।

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জেলা বোর্ড স্থাপিত হবার পর ময়মনসিংহের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের শুরু হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূচনা উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই বলা যায়। আর মুদ্রণশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক শিক্ষার কারণে এই অঞ্চলে শহরে এমন কী গ্রামাঞ্চলেও সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে শাহরিক সংস্কৃতি ও সাতিহ্য প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। তবে লোকজ সংস্কৃতির নানা উপাদান নিয়ে গ্রামীণ সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই লোকসংস্কৃতি ও শিল্পের ঐতিহ্য

www.pathagar.com

লোকঅভিজ্ঞতা লোকমুখে ও লোকপরিবেশনার মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়ে আসছে। ময়মনসিংহের অনেকের মধ্যে কয়েকজন গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

কবিয়াল উপেন্দ্র সরকার

ময়মনসিংহ জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চল হালুয়াঘাট থানার অন্তর্গত ছায়াঘেরা শাকুয়াই বন্দের পাড়া গ্রামে উপেন্দ্র সরকারের জন্ম। জন্মেছেন ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭, বুধবার, বাংলা ১ পৌষ ১৩০৪ সনে। তাঁর বাবার নাম লেবুরাম সরকার ও মায়ের নাম হরবালা সুন্দরী। মা-বাবার তিনি একমাত্র সন্তান। কিশোর বয়স থেকেই উপেন্দ্র ফুলপুর থানার পাইসকা গ্রামের গৌরকান্ত শর্মা নামে একজন গুরুদেবের কাছে হাতেখড়ি নেন। তারপর রাগসংগীত শিক্ষাসহ বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার গুরু হিসেবে তালিম নেন প্রতিবেশী মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। বালক বয়সেই উপেন্দ্র সরকারের সৃজনশীল প্রতিভাকে আঁচ করতে পেরেছিলেন মহেশ চন্দ্র। মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও কবি। বাঁধনদারও ছিলেন তিনি। কবিগানের সংগঠক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। করুণাময় গোস্বামী তাঁর 'সংগীত কোষ'-এ যথার্থই বলেছেন, "ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিগানের প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন"।[৩০]

একদিকে গুরুদেবের কাছে তালিম নেওয়া অন্যদিকে স্কুলের পড়াশুনা। উপেন্দ্র সরকার শাকুয়াই মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করতেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এ স্কুলেই পড়াশুনা করেছেন। আর্থিক অনটন ও গানের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে তাঁর আর লেখাপড়ায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। লেখাপড়ায় অগ্রসর না হতে পারলেও অগ্রসর হবার অবলম্বন পেয়ে যান কবিগানকে কেন্দ্র করে। গুরু মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কবিগানের অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। সহযোগিতা ও প্রেরণা যোগান তিনি উপেন্দ্রকে খ্যাতিমান কবিয়ালদের সঙ্গে টপ্পা ধরে নিজের প্রতিভাকে আসরে তুলে ধরবার জন্যে। সংগীতজীবনে প্রথম ও দ্বিতীয় গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন গৌরকান্ত শর্মা ও মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে। আর তৃতীয়বার তিনি দীক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন দয়াল জগদীশ ফকিরকে। তাঁর বাড়ি বৃহত্তর ময়মনসিংহের (বর্তমান নেত্রকোনা জেলার) পূর্বধলা থানার বাহাদুরপুর গ্রামে।

গানই তাঁর নেশা ও পেশা হয়ে দাঁড়ায়। কবিয়াল হিসেবে ডাক পড়লেই ছুটে যেতেন গান গাইতে, মনের টানে আর রোজগারের জন্য। কবিগানে অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি লিখেছেন প্রচুর বাউল গান, কীর্তন, ভাটিয়ালি, সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব পর্যায়ের গান।[৩১]

সংসার জীবনে তিনি তিন পুত্র—অনিল সরকার, সুনীল সরকার, সুভাষ সরকার ও দুই কন্যা—শেফলী সরকার, দীপালী সরকারের জনক। সংসারের অভাব অনটনের কারণে কোনো সন্তানকেই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অগ্রসর করাতে পারেননি। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে ১৯৬২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রোববার, বাংলা ১৩ ফাল্গুন ১৩৬৮ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর লেখা গানগুলো নিয়ে আমিনুর রহমান সুলতানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে জুন ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'উপেন্দ্র সংগীত'। উপেন্দ্র সরকারের জ্যেষ্ঠ সন্তান অনিল সরকার বাবার উত্তরাধিকার বহন করে কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

ভাস্কর্যশিল্পী আবদুর রশীদ সরকার

আবদুর রশিদ সরকারের জন্ম ত্রিশাল উপজেলায়। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ময়মনসিংহ শহরে বেড়ে উঠেছেন। তার বড় ভাই ময়মনসিংহের ডাক বিভাগে ডাক বাছাইয়ের কাজ করতেন। এ সূত্রেই রশীদ তার ভাইয়ের সঙ্গে ময়মনসিংহে বাস করতেন। ভাইয়ের অভাবের সংসারেই রশীদ বেড়ে উঠেছেন। তাঁর জন্ম তারিখ ও সাল নিয়ে বির্তক থাকা স্বাভাবিক।

রশীদ লেখাপড়া অল্পই করেছেন। বাল্যকাল থেকেই নাটকের রূপসজ্জা ও অভিনয় করতেন। তবে মৃৎশিল্পের দিকে বিশেষ করে প্রতিমা নির্মাণের দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর।[৩২] দরজি আবদুল ওয়াহাবের তথ্যসূত্রে বলতে পারি, "প্রতিমা নির্মাণের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন প্রতিমা শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বা দাশুবাবুর কাছ থেকে। দাশুবাবু যখন মূর্তি গড়তেন তখন বালক রশীদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। নিজের মনে মনে হয়তো নিজেকে চিন্তা করতেন দাশুবাবুর জায়গায়। তারপর কোনো একদিন দাশুবাবুর প্রশ্রয়ে তাঁর কাছাকাছি এলেন রশীদ সরকার এবং মাঝে মাঝে দাশুবাবুর ফুটফরমায়েশ খাটতে থাকলেন। এভাবেই কোনো একদিন নিজেই তৈরি করে ফেললেন একটি প্রতিমার হাত। দাশুবাবু তাকে অনুমতি দিলেন তার নিজের গড়া প্রতিমায় রশীদের গড়া হাত জুড়ে দিতে। রশীদের প্রতিমা দক্ষ কারিগর দাশুবাবুর কাছে সহজেই ধরা পড়েছিল। কোনো এক সময় দাশুবাবু রশীদকে অনুমতি দিলেন পুরো প্রতিমাটিই গড়ে তুলতে। এভাবে একদিন শিষ্য তার ওস্তাদকে ছাড়িয়ে গেলো। প্রতিমা গড়াটাকে পেশা হিসেবেই নিলেন রশীদ। ক্রমে নিজেই ময়মনসিংহ সদরে মহারাজা রোডে একটি শিল্পশালা গড়ে তুললেন।"[৩৩]

দুর্গামূর্তি থেকে শুরু করে মনসা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা সব ধরনের পূজার মূর্তি বানিয়ে তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থে শিল্পী রশীদ সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বলেছেন, "একবার আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এই পূজা নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কাদের প্রতিমা কত সুন্দর হয়। আমরা বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুললাম। ...ঐ টাকা নিয়ে আমরা চলে গেলাম ময়মনসিংহ শহরে। ওখানে একজন মুসলমান আচার্য ছিলেন, নাম রশীদ। ...হিন্দুরা তার মূর্তি তৈরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেনি, মুসলমানরাও কিছু বলেনি। তার সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভালো লাগলো। তিনি আমাকে একটি চমৎকার সরস্বতী বানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, যাতে প্রতিযোগিতায় আমরা জয়ী হতে পারি। পূজোর আগের দিন রাতের ট্রেনে আমরা যখন রশীদের সরস্বতী নিয়ে বারোহাট্টা স্টেশনে নামলাম—হ্যাজাক লাইটের আলোতে বারোহাট্টা স্টেশনের পুরো চেহারাটাই গেল পালটে। সবাই বললো, এমন চমৎকার সরস্বতী তারা পূর্বে কখনই দেখেনি। রশীদের নাম এবং দাম দুইই গেল বেড়ে। ...রশীদ ছিলেন জাতপাতের উর্ধ্বে একজন সত্যিকারের শিল্পী। ইউরোপে জন্ম হলে তিনি হতেন মাইকেল এঞ্জেলো বা রঁদার মতো। এখানে সেই পরিবেশ ছিল না।"[৩৪]

যতীন সরকারের মূল্যায়নও উল্লেখযোগ্য, "বাঙালি হিন্দুরা বিভিন্ন দেবদেবীর যে সব মূর্তির পূজা হবে না। বানালেও সে মূর্তি দিয়ে পূজা হবে না। পূজা হবে কেবল 'আচার্য ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়ভুক্ত কারিগরের তৈরি মূর্তিতে। এমনকি পাল-পদবিধারী কুমারদের তৈরি

www.pathagar.com

মূর্তিকে পূজা করাও বিধিসম্মত ছিলো না। অথচ, পঞ্চাশের দশকের ময়মনসিংহ শহরে দেখলাম হিন্দুদের পূজার মূর্তি তৈরি করে দিচ্ছে একজন মুসলমান শিল্পী। তার নাম রশিদ।

সে-সময় ময়মনসিংহে দাশুবাবু ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন মূর্তি শিল্পী। বালক রশিদ কী করে জানি দাশু বাবুর শিষ্য হয়ে পড়ে। অল্পদিনেই শিষ্য শিল্পনৈপুণ্যে গুরুকে ছাড়িয়ে যায়। ময়মনসিংহ শহরের পূজারিরা দাশু বাবুর চেয়ে রশিদের তৈরি মূর্তিকেই বেশি পছন্দ করতে থাকে, মুসলমানের তৈরি মূর্তিকে পূজা করা শাস্ত্রসম্মত কিনা সে প্রশ্ন তারা একবারও তোলে না। মনসা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা—সারা বছর ধরে এ সব মূর্তি তৈরি করে চলে, দুর্গাপূজার সময় তার ডিমান্ড একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যায়। তার তৈরি সকল মূর্তিই হতো গতানুগতিকতা বর্জিত ও মৌলিকতার স্পর্শমণ্ডিত। শাস্ত্রীয় বিধান মেনেই যদিও দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে হয়, তবু শিল্পীর স্বাধীনতাও এতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে প্রতিভাধর শিল্পী মূর্তি শিল্পে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করতে থাকে।

শুধু পূজার মূর্তিই নয়, পূজামণ্ডপের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো রশিদের তৈরি পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক মূর্তিগুলো। সেগুলোতেই বরং তাঁর প্রতিভা আরো উজ্জ্বলতর রূপে মূর্ত হয়ে উঠতো। দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রের মূর্তি নির্মাণ করতে করতে সে ঝুঁকে পড়লো একান্ত বাস্তব সাধারণ মানুষের মূর্তি নির্মাণের দিকে। মেহনতি কৃষক আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের কয়েকটি মূর্তি তৈরি করে সে শিল্পরসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে যায়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের স্নেহদৃষ্টি লাভেও সে ধন্য হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আরো একটি কাজ করতো রশিদ। পূজামণ্ডপে বসে সে চণ্ডীপাঠ করতো। তার সুরেলা কণ্ঠ আরো নিখুঁত উচ্চারণের চণ্ডীপাঠ শুনতে মানুষ তন্ময় হয়ে যেতো। ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার দেয়াল ভাঙায় রশিদ এভাবেও অবদান রেখেছিলো।"[৩৫]

জয়নুল আবেদীনের সাহচর্য পাওয়ায় রশীদের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় একটি আধুনিক শিল্পবোধ। ফলে প্রতিমা নির্মাণের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, মা ও শিশু ও মিশুক প্রভৃতি ভাস্কর্যগুলো তৈরি করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এগুলো স্থানীয় দালাল, রাজাকার ও পাকিস্তান বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে শহীদ হন আবদুর রশীদ সরকার।

বাউল মাহতাব

বাউল মাহতাব উদ্দিন মণ্ডল ১৩৪০ সালের ১৪ বৈশাখ (১৯৩৩ সালে) ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার তারুন্দিয়া ইউনিয়নের মামদিপুর গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো. মনির উদ্দিন এবং মাতার নাম মুলুকজান বিবি। তাঁর দাদার নাম মো. কবির মণ্ডল। পিতা-মাতার তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

তিনি ছয় বছর বয়সে শাকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। অল্পবয়সে তিনি তাঁর মা-বাবাকে হারান। বাউল গানে তিনি ওস্তাদ হিসেবে পান ভুলারচরের (বর্তমান ভুলার আলগী) বাউল উমেদ আলী ফকিরকে।

www.pathagar.com

গৌরীপুর থানার বাশাটি গ্রামের জাবর শেখের কন্যা নূরজাহান বিবির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে বাশাটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর তিন পুত্র ও চার কন্যা সন্তান রয়েছে।

অসংখ্য গানের রচয়িতা ও সুরারোপকারী তিনি। তাঁর গান বর্তমানে ময়মনসিংহের তরুণ প্রজন্মের বাউল শিল্পীবৃন্দ গেয়ে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের গণসংযোগ বিভাগের সঙ্গে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রচারণায় পাঁচ বছর কাজ করেছেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন ও গণসংযোগ বিভাগ আয়োজিত বাউল সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।[৩৬]

সহর আলী গাথক

বয়াতি সহর আলী গৌরীপুর উপজেলার অচিন্তপুর ইউনিয়নের পাচকাহনীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুর রহিম, মাতার নাম অজ্ঞাত।

তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন কিস্‌সা গায়ক ছিলেন। তিনি ৬০/৬৫টি কিস্‌সা গাইতেন। জনপ্রিয় কয়েকটি পালা হলো 'বানেছা পরী', 'সফর মুল্‌ক', 'হাতেম তাঈ', 'ইউসুফ জুলেখা', 'হরবুলা সুন্দরী', 'হারুন-অর-রশীদ', 'মতিলাল বাদশা', 'প্রাণেশ্বরী' ইত্যাদি। সহর আলী ১৪০৩ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।[৩৭]

পাথর আলী গাথক

পাথর আলী কিস্‌সার গাথক। তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার দড়িবিড়ি গ্রামে। জন্ম. অনুমান ১৯৫৫। তাঁর বাবার নাম সদর আলী, একজন কৃষক।[৩৮]

পাথর আলীর ওস্তাদ ছিলেন একই জেলার গৌরীপুর থানার মেডুল্লা গ্রামের অধিবাসী প্রয়াত সহর আলী। পাথর তাঁর ওস্তাদের দ্বিতীয় সাগরেদ। সহর আলী একবার দড়িবিরি গ্রামে কিস্‌সা গাইতে এসেছিলেন। এলাকার লোকজন অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তখন থেকেই কিস্‌সার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় পাথর আলীর। ১০/১২ বছর বয়স থেকেই ওস্তাদের অনুকরণ শুরু হয়। ২২ বছর বয়সে পাথর আলী সহর আলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ওস্তাদের গাওয়া মতিলাল বাদশার কিস্‌সা প্রথম হাতেখড়ি। ৭০/৮০টির মতো কিস্‌সা জানতেন তিনি। উল্লেখযোগ্য কিস্‌সাগুলো হচ্ছে 'বেহুলা লক্ষিন্দর', 'বাহারাম বাদশা', 'গফুর বাদশা ও বানেছা পরী', 'সতী হরবোলা ও রূপকুমার', 'সোনাবান', 'হাতেম তাই', 'কাঞ্চনমালা', 'আলমাছ', 'হারুন রশিদ', 'আলেক বাদশা' ও 'ভাওয়াল সন্যাস' প্রভৃতি। কিস্‌সার আসর থেকে তিনি একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। কিস্‌সার গায়কদের সঙ্গেই পাল্টাপাল্টি কিস্‌সা পরিবেশনাতেও অংশগ্রহণ করেছেন। তার কাছ থেকে আশির অধিক গানের দীক্ষা নিয়ে শিষ্যত্ব বরণ করেছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন ফরিদ বয়াতি, হারুন বয়াতি, শামীম বয়াতি প্রমুখ। পাথর আলী কিস্‌সার ঘটনা বিন্যাসে যেমন ছিলেন পারঙ্গম, তেমনি অনুষ্ঠানের দর্শকদের আনন্দরসে ডুবিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানকে সহজে আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারতেন।[৩৯]

www.pathagar.com

বংশীবাদক সিরু

বংশীবাদক সিরাজুল ইসলাম সিরুর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার রামগোপালপুর ইউনিয়নের পাঁচাশি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সফির উদ্দিন। মায়ের নাম ফাতলু বেগম। তাঁর বর্তমান বয়স আনুমানিক ৫৭ বছর। তিনি বাল্যকালেই একই গ্রামের বাসিন্দা হামিদ উল্লাহর কাছ থেকে বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন। সেই থেকে নিজ হাতে বাঁশি তৈরি করে ময়মনসিংহের বিভিন্ন বাজারে বাজারে তা বাজিয়ে বিক্রি করেন। আড় বাঁশি, পাতা বাঁশি, কল বাঁশি, মোহন বাঁশি, পাখি বাঁশি, বীণ বাঁশি প্রভৃতি তৈরি করেন। এছাড়াও এ অঞ্চলের ঘাটুগান, পালাগান, বাউল গানসহ লোকসংগীতের আসরে বাঁশি বাজিয়ে থাকেন। বিবাহিত জীবনে তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক।[৪০]

বাউল উমেদ আলী ফকির

বাউল উমেদ আলী ফকির ১৯০১ সালে গৌরীপুর উপজেলার ভাগ্নাবাড়ি ইউনিয়নের ভোলারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত শতাব্দীর ত্রিশ দশক থেকে ষাট দশক পর্যন্ত বাউল সংগীতে তিনি ছিলেন দিকপাল। ছন্দোবদ্ধ কথামালায় প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করায় তিনি ছিলেন ওস্তাদ। প্রতিপক্ষ বাউলের জিজ্ঞাস্য বিষয়কে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গান দ্বারা মোকাবিলা করতেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কবিত্ব শক্তির সমন্বয় ঘটায় অনেকেই তাঁকে কবিয়াল বলতেন। অসংখ্য গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন তিনি। বাউল সংগীতের এই গুণী সাধক ১৯৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কবিয়াল উপেন্দ্র সরকার

আব্দুর রশিদ মিয়া

www.pathagar.com

এ.কে.এম. শাহাবুদ্দিন খান

এ.কে.এম. শাহাবুদ্দিন খান ময়মনসিংহ শহরের ৯৩/সি. গাঙ্গিনাপাড় রোড নিবাসী একজন খ্যাতিমান বংশীবাদক। তাঁর পিতা তমিজ উদ্দিন এবং মাতা শামছুন নাহার বেগম। তিনি ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ব্যবসায়ী। মূলত লোকজ সুরে এবং ক্লাসিক্যাল সুরে অসংখ্য অনুষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন প্রকার বাঁশি বাজিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদ ১৯৯০ সালে তাঁকে গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করে। তাঁর অনেক ছাত্র বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বংশীবাদক হিসেবে চাকরিরত আছে। তিনি ২০০১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গড়ের মাঠে সর্বভারতীয় লোকসংগীত সম্মেলনে বাঁশি বাজিয়ে পুরস্কৃত হন।

আব্দুর রশিদ মিয়া

ময়মনসিংহ শহরের ১নং গুলকিবাড়ী রোড নিবাসী আব্দুর রশিদ মিয়া জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান লোকসংগীতশিল্পী, লোকনাট্য অভিনেতা, লোককবি, লোকসংস্কৃতি গবেষক, লোকজ অনুষ্ঠান সংগঠক এবং সংগীত ও নৃত্যপরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন ২১ এপ্রিল ২০০৯ সালে। পিতা আব্দুল গণি আহমদ। রশিদ মিয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ.বি.এড.। পেশাগতভাবে তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা এবং ময়মনসিংহের শহরের শহীদ আলমগীর মনসুর মিন্টু কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। নেত্রকোনার দূর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমীর উপ-পরিচালকও ছিলেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় লোকসংগীত সম্মেলনে 'ঘাটুগান' পরিবেশন করে এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব সম্মেলনে 'মহুয়া' লোকনাট্য পরিবেশন করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রথম ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। উক্ত দল পরে বার্মায় প্রেরিত হয়েছিল। তিনি 'গাইনের গীতের পালার' নকশা প্রণয়ন ও সফল মঞ্চায়নের অগ্রণী পুরুষ। তিনি রেডিও এবং টেলিভিশনের গীতিকার, সংগীত পরিচালক ও নৃত্য-পরিচালক হিসেবে সনদপ্রাপ্ত। সংগীতশিল্পী, দোতারাবাদক হিসেবে তিনি প্রশংসিত। মুসলিম ইনস্টিটিউটের ২০১১ সালের বার্ষিকী 'প্রতিভাস'-এর ৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা ইব্রাহীম খলিল লিখেছেন, 'বিরল প্রতিভার অধিকারী এই গুণী শিল্পী রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু আমরা তার প্রতি সম্মান দেখাতে পারিনি, এটা আমাদের ব্যর্থতা।' এডভান্স আর্ট এন্ড ক্রাফট বিষয়ে তিনি ডিপ্লোমা সনদপ্রাপ্ত। ময়মনসিংহ শহরস্থ ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ লোক-কৃষ্টি সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। প্রচলিত লোকসংগীতের অনুকরণে এবং নিজস্ব মৌলিকতায় বেশ কিছু লোকসংগীতের অনুকরণে এবং নিজস্ব মৌলিকতায় তিনি বেশ কিছু লোকসংগীত আধুনিক বাংলায় রূপান্তর করেন। মহুয়া, রাখাল বন্ধু, কাজল রেখা, ওপাড়ের মানুষ, চন্দ্রাবতী, মলুয়া ইত্যাদি লোকগীতি ও লোকনাট্য পরিচালনায় তিনি

www.pathagar.com

সৃজনশীলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার উক্ত সকল লোকনাট্য এবং বিভিন্ন সময় বহু সংখ্যক লোকসংগীত বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেতারে প্রচারিত হয়ে অগণিত দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি সর্বদাই মনে করতেন এদেশের নব্বই শতাংশ গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতিই হওয়া উচিত এদেশের সংস্কৃতি। শহরবাসী মানুষের বিদেশি প্রভাবপুষ্ট কৃত্রিম সংস্কৃতি এদেশের সার্বজনীন সংস্কৃতি হওয়া উচিত নয়। আমাদের মতো তার সহযাত্রীদের সাথে তিনি এদেশের অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের জন্য তার ভেতরে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করতেন। সর্বপ্রকার লোকসংস্কৃতির এমন একনিষ্ঠ সাধক আমি আর খুঁজে পাইনি বলে আমার মনে হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন ব্যতিক্রমী লোকসংস্কৃতির সাধক।[৪১]

পাথর আলী বয়াতি

বাউলশিল্পী মাহতাব

তথ্যনির্দেশ

১. কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, সান্যাল এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯০৪, পৃ. ৫
২. কেদারনাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩. আবদুর রাজ্জাক, 'ময়মনসিংহের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঐতিহ্য', 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা' জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ১৯
৪. আহমদ তৌফিক চৌধুরী, "শহর ময়মনসিংহের ইতিহাস", 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা পরিষদ, ময়ময়নসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ২-৩
৫. আ. মু. মুয়াজ্জাম হুসাইন, ময়মনসিংহের ভূ-প্রকৃতি ও ভূমি ব্যবস্থা, 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, জুলাই ১৯৮৭, পৃ. ২
৬. আ. মু. মুয়াজ্জাম হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬, ২০

www.pathagar.com

৭. আতাউল করিম, ময়মনসিংহের বনাঞ্চল ও বনজ-সম্পদ, 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ৩

৮. আতাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৯. মণি সিংহ, 'জীবন-সংগ্রাম', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১/ফাল্গুন ১৩৯৭, পৃ. ১৮

১০. গোলাম সামদানী কোরায়শী, 'ময়মনসিংহ', ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি (স) ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৫

১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড [মধ্যযুগ], (স) রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ ১৩৮০, পৃ. ১২৭

১২. গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'মুঘল (মোগল) যুগ', বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড [মধ্যযুগ], (স) রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ ১৩৮০, পৃ. ১৩৮

১৪. গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৫. ইউসুফ হায়দার, ময়মনসিংহের প্রশাসন ব্যবস্থা, ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, জুলাই ১৯৮৭, পৃ. ৮

১৬. ইউসুফ হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৭. খগেশ কিরণ তালুকদার, ময়মনসিংহের জনসমাজ একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ১১-১২

১৮. গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

১৯. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব', বুক্‌ এমপোরিয়ম কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৯, পৃ. ৩৫১

২০. কেদারনাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

২১. কে.এম.মহসীন ও জামাল আরা রহমান, 'সামাজিক অবস্থা', বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ. ৩৯

২২. আহমদ সাইফ, ময়মনসিংহের পানি সম্পদ, 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ৭

২৩. তারাপদ আচার্য্য, 'পুন্যস্নান তিথি', দৈনিক প্রথম আলো, ১২.০৪.২০১১, পৃ. ১৩

২৪. দরজি আবদুল ওয়াহাব, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ, ২০০৮, পৃ. ৪০

২৫. রনজিৎকর, 'গৌরীপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য', রুক্কু শাহ্‌ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৮৬-১৮৭

২৬. রনজিৎকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

২৭. কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, সান্যাল এন্ড কোং, কলকাতা ১৯০৪, পৃ. ২০২-২০৩

২৮. যতীন সরকার, অন্তরঙ্গ ময়মনসিংহ : আলোকময় নাহার আলোকে, আলোকময় নাহা স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ২৫

www.pathagar.com

২৯. মোঃ আনিসুর রহমান খান, একজন দেশপ্রেমিকের প্রয়াণ, আলোকময় নাহা স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৪০-৪১
৩০. করুণাময় গোস্বামী, সংগীত কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩১. আমিনুর রহমান সুলতান, 'উপেন্দ্র সরকারের জীবন ও সংগীত' উপেন্দ্র সংগীত, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১১, ঢাকা
৩২. আতাউল করিম, 'খুঁজে ফিরি একাত্তর', একজন শহীদ ভাস্কর্য শিল্পীর গল্প, ২৫ মার্চ ২০১১, সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা
৩৩. দরজি আবদুল ওয়াহাব, ময়মনসিংহ এর চরিতাভিধান, প্রকাশক দরজি আবদুল ওয়াহাব, ময়মনসিংহ ১৯৮৯, পৃ. ৪৩০
৩৪. নির্মলেন্দু গুণ, 'আমার ছেলেবেলা', কাকলী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ৮৭
৩৫. যতীন সরকার, 'পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু-দর্শন' জাতীয় প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৭০-২৭১
৩৬. আবু সাঈদ আহমদ, পিতা : আমির উদ্দিন সরকার (মৃত), মাতা : নূর জাহান বেগম, জন্ম : ১৪.০৩.১৯৬৫, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : চরশ্রীরামপুর, ইউনিয়ন : ডৌহাখলা, উপজেলা : গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০৮.২০১১, সময় : সকাল : ১১টা
৩৭. সুজাউদ্দিন মামুন, পিতা : আশরাফ উদ্দিন, মাতা : হাজেরা খাতুন, জন্ম : ৩০-৬-১৯৭৭, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : নয়াপাড়া, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১২.২০১১, সময় : বিকাল : ৩টা
৩৮. আনিস আজিজ বাবুল, পিতা : আজিজুর রহমান (মৃত), মাতা : খোদেজা খাতুন, জন্ম : ১৪.১২.১৯৭০, পেশা : শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা, গ্রাম : কাঁকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৯.২০১১, সময় : সকাল ১০.৪৫ মিনিট
৩৯. এম.এ. জব্বার, 'পাথর আলী : একজন নিবিষ্ট লোকশিল্পীর প্রতিকৃতি', দৈনিক মাতৃভূমি, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ২৫ মাঘ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
৪০. আতাউর রহমান বাচ্চু, পিতা : আজিজুর রহমান (মৃত), মাতা : খোদেজা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৪৪, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কাঁকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, গ্রাম : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা
৪১. আজাহার সরকার, 'অসাধারণ আব্দুর রশিদ মিয়া', আব্দুর রশিদ মিয়া স্মরকগ্রন্থ, প্রকাশনায় : আব্দুর রশিদ মিয়া স্মৃতি সংসদ, ময়মনসিংহ, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৭-৩৮

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি//কিস্‌সা

খ. কিংবদন্তি

গ. লোকপুরাণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের সৃষ্টি মূলত মৌখিক ও ঐতিহ্যগত। বাংলাদেশে লোকসাহিত্য গড়ে ওঠবার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান ও ভাবের বিনিময়ের ভিতর দিয়াই লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে; যে জাতি কেবলই অন্যের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে তাহার লোকসাহিত্য বিকাশ লাভ করিতে পারে না। প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংস্পর্শে আসবার ফলে ইহার মধ্যে এক সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।"[১] তাছাড়া বলা যায়, "লোকসাহিত্য শুধু অতীতের সামগ্রী নয়, লোকসাহিত্য বর্তমানেরও সম্পদ। লোকসাহিত্য শুধু গ্রাম্য অশিক্ষিত জনসাধারণের সৃষ্টি নয় শহুরে সফিসটিকেটেড জনসাধারণেরও সৃষ্টি হতে পারে। এজন্যই যে দেশে অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রায় নেই বললেই চলে, সবাই প্রায় যে দেশে শিক্ষিত, যে দেশে গ্রাম একান্তভাবেই বিরল, বাসস্থান মাত্রই প্রায় শহরে রূপান্তরিত, সেখানেও লোকসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম অবরুদ্ধ হয়ে পড়েনি-বরঞ্চ লোকসাহিত্যের ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।"[২]

লোকগল্প, কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ বাংলাদেশের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ক. লোকগল্প/কাহিনি//কিস্‌সা

লোকগল্পের উৎস গ্রামীণ মানুষ, সমাজ ও পরিবেশ। লোকগল্পগুলো সাধারণ মানুষের সৃষ্টি এবং শ্রোতাও সাধারণ মানুষ। তবে বর্তমানে সর্ব শ্রেণি ও পেশার মানুষের মাঝে এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। লোকগল্পের পরিসর দীর্ঘ হয় না। লোকগল্প সম্পর্কে শামসুজ্জামান খানের মূল্যায়ন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "লোকগল্প বিশ্বমানবের এক অনন্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আদিম স্তর থেকে নানা পর্যায় অতিক্রম করে বেড়ে ওঠার মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও গোষ্ঠীগত অভ্যাস, সংস্কারগত উপাদান, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা এবং চিন্তন-প্রক্রিয়া তথা বিশ্বদৃষ্টিকে বুঝাবার জন্য লোকগল্প আমাদের এক মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। এদিক থেকে দেখলে লোকগল্প মানবসমাজ ও তার জীবনযাত্রা, বোধ-বিশ্বাস, উপলব্ধি ও অনুভূতিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক চমৎকার মাধ্যম। অন্যদিকে মানুষের চিত্তবৃত্তি ও বিনোদন প্রক্রিয়ারও এক উৎকৃষ্ট উপাদান লোকগল্প। এ জন্যই সামাজিক ইতিহাসের গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী, ফোকলোরবিদ,

www.pathagar.com

সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচক লোককাহিনিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে লোকগল্পগুলো শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক মনীষী বা ইতিহাসের গবেষক পণ্ডিতের কাছেই বিশেষ প্রিয় ও মূল্যবান নয়—এর আসল গুরুত্ব ও মর্যাদা লোকপ্রিয়তার জন্য, বয়স নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের বিনোদন পিপাসা নিবৃত্তির অদ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে।"[৩]

হালুয়াটের লোকগল্প

মান্দিদের লোকগল্প

নসি-দিমসি দুবোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় জনমানব নেই। তারা অস্পষ্টভাবে শুনতে পায় তাদের উদ্দেশ্য করে কে যেন কিছু বলছে। কথাটি আমলে না এনে তারা হাঁটতে থাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর আবারো শুনতে পায়—এই নসি, এই দিমসি আমাকে বিয়ে করবে? ছোট বোন বলে, আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে কে যেন কিছু বলছে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার শুনতে পায়, আরো সামনে যাওয়ার পর একই কথা শুনলে তারা ভালো করে লক্ষ করে দেখে এক বানর। বানর গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে তাদের সাথে যাচ্ছে আর আড়ালে থেকে দুষ্টুমি করছে। তারা বিষয়টি তেমন পাত্তা দেয় না। নিজেদের মতো পথ চলতে থাকে। বানর মাঝে মাঝে তাদের লোভ দেখায়, বিয়ে করলে এই দেব, সেই দেব, ওয়াস্নথক (পানি রাখার পাত্র) দেব ইত্যাদি বলে। যেতে যেতে সামনে একটি বড় খাল। লাফ দিয়ে পেরোনো যাবে না, নেমে যেতে চাইলে গভীর পানি। দুবোন দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। কীভাবে পার হবে? কোনো উপায় খুঁজে পায় না। তারা বানরকে বলে, বানর তুমি যদি আমাদের এই খালটি পার করে দিতে পার তবে আমাদের দুবোনের মধ্যে একজন তোমাকে বিয়ে করবে। শুনে বানর খুশি হয়। গাছ থেকে নেমে আসে। লাফ দিয়ে পানিতে সাঁতার কেটে পার হয়ে দেখে, সে নিজে দুভাবেই পারে। বলে, পারব, তবে একজন একজন করে পার হতে হবে। প্রথমে একজন আমার পিঠে উঠে আমাকে শক্ত করে ধরো, আমি সাঁতরে ঐ পারে দিয়ে আসব। তারপর আরেকজনকে নিয়ে আসব। তারা রাজি হয়। প্রথমে একজনকে, পরে একই উপায়ে আরেকজনকেও বানর কষ্ট করে খাল পার করিয়ে দিল। বানর খুশি। এবার সে বিয়ে করতে পারবে। পার হওয়ার পর দুবোন বলে, 'তোমার মতো বানরকে কে বিয়ে করবে? কেবল খালটুকু পার হতে আমরা তোমাকে বিয়ে করব বলেছিলাম।' বানরের আশায় গুড়ে বালি। তবুও বানর তাদের পিছু ছাড়ে না। যেতে যেতে দুবোন দেখতে পায় একটি উঁচু গাছে কাঠঠোকরার বাসা। পাখির বাচ্চাদের কিচির-মিচির শব্দ কানে ভেসে আসছে। দুবোনের পাখির বাচ্চা পালার খুব শখ জাগে। এবার তারা বানরকে বলে, তুমি আমাদের পাখির বাচ্চা এনে দিতে পারবে? এবার সত্যি সত্যিই বলছি, তোমাকে বিয়ে করব। সত্যি? বানর জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেয়। সত্যি। বানর উঁচু গাছে উঠে পড়ে। গাছে উঠে পাখির বাসার কাছে গিয়ে গর্তের ভিতর হাত ঢোকায়। দুবোন পাখির বাচ্চার আশায় উপরের দিকে চেয়ে আছে। বানর আর নামে না, তারা জিজ্ঞেস করে,

www.pathagar.com

নামছ না কেন? সে বলে কয়টি বাচ্চা আগে গুনে নিই। অনেকক্ষণ হয় সে নামে না। দুবোন জিজ্ঞেস করে—কি হলো? এখনও গুনতে পারি নি।

বানর আবার গুনা শুরু করে দেয়। এটি নসির জন্য, এটি দিমসির জন্য। অনেকক্ষণ হলো দুবোন অধৈর্য হয়ে পড়ছে। কি হলো? বানর উপরে গাছে বসে বসেই ভাগাভাগি শুরু করে—এটি নসির জন্য, এটি দিমসির জন্য। দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর বানর আর না নামাতে দুবোন বিরক্ত হয়ে বলে, থাকো তুমি, আমাদের পাখির বাচ্চার আর দরকার নেই। আমরা চলে গেলাম। বানর তাদের কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়ে। আরেকটু দাঁড়াও। এটি নসির জন্য, এটি দিমসির জন্য। ওদিকে ছোট গর্তের মুখ দিয়ে জোর করে হাত ঢুকিয়ে দেয়াতে বানর আর হাতটি বের করতে পারছে না। অন্যদিকে নসি দিমসি চলে যেতে চাচ্ছে। নসি দিমসি যদি সত্যিই রাগ করে চলে যায় তবে বিয়ে করার ইচ্ছে আর পূরণ হবে না। বের হতে না চাইলেও জোর করে হাতটি টানে। জোর করে হাতটি টেনে আনার চেষ্টায়ও বের হয়ে আসে না। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে অসম্ভব শক্তি ব্যবহার করাতে হাতটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হাত থেকে যায় গর্তে, ছিটকে এসে সে পড়ে থকথকে কাদার ভেতরে। কাদায় পড়ে সে শত চেষ্টায়ও কাদা থেকে উঠে আসতে পারছে না।[৪]

নান্দাইলের লোকগল্প

এক

এক খালের পাড়ে এক কানা বসে আছে। খাল দিয়ে অনেক নৌকা যাতায়াত করে। সন্ধ্যার দিকে নৌকার সংখ্যা কমে এসেছে। এমন সময় এক নৌকা খাল দিয়ে যাচ্ছে। নৌকায় ছিল দুলহা-দুলহাইন ও শ্যালক। তখন কানা নৌকার মাঝিকে ডেকে বললো, নৌকা কোথায় যাবে। মাঝি বললো, নীলগঞ্জ যাবো। তখন কানা অনুনয় বিনয় করে বলে, আমাকে নিয়ে যাও, আমি পথে কালীগঞ্জ নেমে যাবো। তখন মাঝি, দুলহা, শ্যালক তাকে নিতে চাইল না। দুলহাইনের তো মেয়েমানুষের শরীর, তার দয়া হইল। সে বললো, তোমাদের দয়ামায়া নাই, কানা মানুষ, এই সন্ধ্যার পর সে কোথায় যাবে। তোমরা তাকে নিয়ে নাও। তখন অন্য সবাই কানাকে নৌকায় উঠিয়ে নিলো। এক সময় নৌকা কালীগঞ্জ ঘাটে ভিড়ল। এবার কানার নেমে যাবার পালা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে কানা এক কাণ্ড করে বসলো। সে দুলহাইনের হাত ধরে বললো, বউ তাড়াতাড়ি নামো, ওরা তো চলে যাবে। কানার এহেন কাণ্ডকারখানায় দুলহা, মাঝি, শ্যালক তো থ-মেরে গেল। বউ দাবি নিয়ে কানা ও দুলহা, মাঝি ও শ্যালকের মধ্যে রীতিমতো ঝগড়া-বিবাদ বেঁধে গেল। কানা কিছুতেই তার দাবি ত্যাগ করে না। এমন বচসা ও ঝগড়া দেখে ঘাটে বাজারের লোকজন জড়ো হয়ে গেল। চারদিকে এ অভিনব ব্যাপারটা নিয়ে শোরগোল বেঁধে গেল। যত শোরগোল বাড়ছে কানার গলার জোরও তত বাড়ছে—সে তার বউ নিয়ে বাড়ি যাবে, অহেতুক তাকে এমন হয়রানি কেন করা হচ্ছে—এই নিয়ে তার আক্ষেপের শেষ নেই। এমন সময় বাজারের এক প্রবীণ ব্যক্তি সেখানে এলো। সে কানা, মাঝি, দুলহা-দুলহাইন ও শ্যালকের বক্তব্য শুনে তাৎক্ষণিক

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত না দিয়ে কৌশলের আশ্রয় নিলো। প্রবীণ ব্যক্তি সবাইকে যার যার মতো চলে যেতে বললো। তার আদেশে সবাই যার যার মতো চলে গেল। প্রবীণ ব্যক্তি কানা, মাঝি, দুলহা, দুলহাইন, শ্যালককে বললো, আজ তো রাত হয়ে গেছে, আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। কাল সবাই মিলে একটা মীমাংসা করবো। প্রবীণ ব্যক্তি বাজারের অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রুমে থাকার ব্যবস্থা করলো। আর তাদের অজান্তে প্রত্যেক রুমের দরজায় একজন করে প্রহরী নিয়োজিত করলো। সবাই যার যার রুমে শুয়ে পড়লো। কিন্তু তারা কেউ জানে না তাদের দরজায় প্রহরী নিয়োজিত আছে। রাত বাড়তে থাকে। কানা বলে, "দিছি কানা প্যাঁচ লাগাইয়্যা"। এখন দেখা যাবে কি হয়। যদি বউ পাই, তাহলে তো আমার বাপের কপাল, আর না পাইলে ক্ষতি কী, বউ তো আমার না। দুলহা তার রুমে শুয়ে শুয়ে আক্ষেপ করছে, "বউরে কত কইলাম কানারে নৌকায় তুইল না। এখন তো বুঝতাছ, কানা কত খারাপ"। মাঝি তার রুমে শুয়ে শুয়ে বলছে, "আহারে, শয়তান কানার জন্য এই দুলহা-দুলহাইন কী লজ্জাতেই না পড়ছে। দুলহাইন বলছে, সবাই কানারে নিতে মানা করছিল, আমি দয়া দেখাইয়া তাকে নৌকায় নিছি। এখন কী শরমের মধ্যেই না পড়ছি"। শ্যালক বলছে, "আল্লারে, বইন ও দুলাভাইকে নিয়ে এ কোন্ ঝামেলায় পড়লাম। মনে লয় একটা বাড়ি মাইরা কানার মাতাডা ফাডাইয়া দেই"। এভাবে এক সময় সকাল হয়। প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে প্রত্যেক রুমের প্রহরীরা কারা কী বলেছে, তা জমা দেয়। প্রবীণ ব্যক্তি কানার ছল-চাতুরির উপযুক্ত বিচার করে নৌকাটি নীলগঞ্জ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে।[৫]

দুই

রাজার বাইত ৪/৫ জন কামলা খাডে । হেগর মইদ্যে একজন খুব চালাক। হি ছাড়া আর বেহেই খাইটা মরে। হি খালি বেশি বেশি সুবিধা নেয়। এই রহম ভাবে চলতে থাকে। একদিন সহ্য করবার না পাইয়া সবাই চালাক কামলার বিরুদ্ধে নালিশ করে। রাজা সব হুইন্যা চালাক কামলারে বলে, তুই আইজ থাইক্যা আমার ঐ ঘাডে বইস্যা নদীর ঢেউ গনবি। এইডা তর লাইগ্যা শাস্তি। তহন চালাক কামলা বইয়া যায় নদীর ঘাডে। সওদাগরের কোনো নৌকা আইলে তারে অযথা থামাইয়া দিয়া কয়—এই বেডা আমার ঢেউ গনার অসুবিধা করছোস—তর নৌকা লইয়া সাতদিন ঘাডে বইয়া থাকতে অইবো। তহন নৌকার মাঝি টেহা-পয়সা দিয়া তার কাছ থাইক্যা ছাড় পায়। এইভাবে হে আগের চাইতে বেশি টেহা কামাই করে। অন্য কামলারা এইডা দেইহা বুদ্ধি করে অরে কেমনে ঠেহান যায়। তারা লোকজন দিয়া রাজার কাছে নালিশ করায়। এই হালার (চালাক কামলা) কারণে আপনার বদনাম অইতাছে—দ্যাশ-বিদ্যাশে বদনাম ছড়াইয়া পড়তাছে। ঢেউ গনার নামে অবৈধভাবে টেহা কামাই করতাছে। রাজা চালাক কামলারে ডাইক্যা কয়, আইজ থাইক্যা তর ঢেউ গনা বন্ধ। তখন চালাক কামলায় কয়, তাইলে অহন থাইক্যা আমি কি করুম। রাজা রাইগা-মাইগ্যা কয়, বাল ফালাগা। চালাক কামলা কয়, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আমারে ফরমান দিয়া দেউহাইন।

রাজা রেগে-মেগে একটুকরা কাগজে আদেশ লিখে দ্যায়। চালাক কামলা এই ফরমান নিয়া বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়া বলে, আমি বিবি সাহেবার বাল ফালামু, এই রাজার আদেশ। তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মোটা অংকের টেহা দিয়া তারে বিদায় করে। এইভাবে চালাক কামলার দিন চলতে থাকে আরও রমরমা।[৬]

তিন. ধাঁধামূলক লোকগল্প

রাখাল বেটা রাখ
কতায় রইছে ফাঁক
মামুর স্ত্রী ভাগিনার কেন হইল বাপ।

একলোক বিয়ে করে সওদাগরি করতে যায়। সে রাস্তার মধ্যে যাত্রাগান শুনে যাত্রার বেটিকে বিয়ে করেছিল। আসলে সে নারীরূপী পুরুষ। সে তার বোনের কাছে তার স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিল। বোন রাতে একসাথে শুতে গিয়ে দেখে তার ভাইয়ের স্ত্রী আসলে পুরুষ। তো সওদাগরের বোন এক সময় এই যাত্রার নারীরূপী পুরুষকে বিয়ে করে। তারপর এই ঘরে জন্ম নেয় ছেলে সন্তান। এইভাবেই নারীরূপী মামুর স্ত্রী সওদাগরের বোনকে বিয়ে করে, তার সন্তান তো সওদাগরের ভাগিনা হয়। সওদাগর দেশে ফিরে সব জানতে পারে।

চার

এক বেডির দুই পুলা আছিল। একটি সতীনের আর একটি তার নিজের পেডের। দুই সন্তানের মধ্যে সতীনের ছেলেরে খুব আদর করে। কোলে পিঠে করে রাহো। আর নিজের ছেলেরে ধুলা বালির মধ্যে রাইখ্যা দেয়। কোলে পিঠে নেয় না। এই অবস্থা দেইখ্যা প্রতিবেশী এক মহিলা একদিন পোলাপানের মায়েরে বলে, ভাবী, একটা জিনিস দেখতাছি, আফনের পোলাডারে আফনে আদর না কইর‍্যা হতীনের পোলারে বেশি আদর করতাছুইন। ব্যাপারটা কী! এই রহম তো আপনের বেলাতেই দেখতাছি। পোলা দুইডার মা কয়, আরে বইন আপনে হেইডা বুঝতাইন না। হতীনের পুলাডারে কোলে কাহে রাইখ্যা তো লুলা (পঙ্গু) বানাইতাছি। আর ধুলা বালুর মধ্যে রাইক্ক্যা আমার পুলাডারে শক্ত সোমত্ত কইরা তুলতাছি।

পাঁচ

ব্রাহ্মণের মেয়ে, গৃহস্থের মেয়ে আর বাইন্যার মেয়ে বসে গল্প করছে। এক সময় ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে, গরুর মাংস সবচেয়ে স্বাদ। গৃহস্থের মেয়ে বলে, সবচেয়ে স্বাদ হলো নারী-পুরুষের মিলন। বাইন্যার মেয়ে বলে, এসব আর কত স্বাদ, সবচেয়ে স্বাদ হলো মিছা কতা। রাজা আড়াল থেকে এসব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এদের তো এসব জানার কথা নয়। এরা এসব জানলো কিভাবে? অনেক ভেবেচিন্তে রাজা ব্রাহ্মণের মেয়ে, গৃহস্থের মেয়ে ও বাইন্যার মেয়েকে ডেকে আনে। সে প্রথমে ব্রাহ্মণের মেয়েকে

www.pathagar.com

বলে, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি কীভাবে জানো গরুর মাংস সবচাইতে স্বাদ। তখন ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে আমার বাবা বিলাতে চাকুরি করে, সে একটা কুকুর আনছে, এটাকে আমি পালি। একদিন এই কুকুর হারাইয়া গেলে খোঁজ নিয়ে দেখি পাশের মুসলমান বাড়িতে গরুর হাড্ডি চিবাচ্ছে। তখন বুঝলাম—গরুর মাংস খুব স্বাদ।

এবার গৃহস্থের মেয়েকে রাজা বলে, তুমিতো একজন অবিবাহিত মেয়ে, তুমি কীভাবে জানো—নারী-পুরুষের মিলন সবচেয়ে স্বাদের। গৃহস্থের মেয়ে বলে, আমার বড় দু'বোনের বিয়ে হয়েছে। সন্তান হওয়ার সময় তারা বলে, আর কোনো দিন এমন কাজ করবো না। এভাবে সন্তান প্রসবের পর ফি বছর তারা আবার গর্ভবতী হয়। এ থেকেই আমি বুঝেছি নারী-পুরুষের মিলনই সবচেয়ে স্বাদের।

এবার রাজা বাইন্যার মেয়েকে বলে, মিছা কীভাবে সবচেয়ে স্বাদের হয় তা আমাকে বুঝিয়ে বলো। বাইন্যার মেয়ে বলে, আমার পিতা একবার গ্রামের সবাইকে বললো, আমার বাড়িতে খোদা এসেছে। কিন্তু যারা অসৎ মায়ের সন্তান তারা তা দেখতে পারবে না। বস্তুত এটা ছিল ডাহা মিথ্যা কথা। কিন্তু অসতী মায়ের সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে সবাই বলতে ছিল—আমরা খোদাকে দেখছি। তাহলে রাজা মশায় দেখুন মিছা কথা কত্ত স্বাদের। রাজা তিন কন্যার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলো।[৭]

ঈশ্বরগঞ্জের লোকগল্প পালক ছেরার গল্প

একটা ইস্কুলের হেড মাস্টরের দীর্ঘদিন ধইর‍্যা কোনো সন্তান নাই। স্ত্রীর লগে কথাবার্তা কইয়া একটা ছেরারে পালক নিছে। পালক ছেরারে পাইল্যা বড় করত্যাছে তারা। কিন্তু কয়েক বছর পরে একটা একটা কইর‍্যা হেড মাস্টরের তিনডা ছেরা অইছে। সবাই বড় অইছে। পালক ছেরাসহ নিজের তিনডা ছেরারে বিয়া করাইয়া হেড মাস্টর সবাইরে আলাদা আলাদা বাড়ি কইরা দিছে। সবার ঘরেই দুই-তিনডা কইর‍্যা পোলাপান অইছে। হেড মাস্টর তার বেতনের টেহা পালক ছেরারে দিত। কিন্তুক একবার হেড মাস্টর স্ত্রীরে কইল, এই মাসে একটা কাম করি, এই মাসের টেহা দিতাম পারতাম না কই। পালক ছেরারে ডাইকা কইল, এই মাসে বেতনের টেহা দিতাম পারতাম না। আগামী মাসে দিয়াম। দেহা গেল এক মাস দুই মাস তিন মাসেও পালক ছেরারে হেড মাস্টর টেহা দেয় নাই। চতুর্থ মাসে পালক ছেরা স্কুলের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়ায়্যা হেড মাস্টররে আটকায়। মাডির মইধ্যে একটা দাগ টাইনা কয়, তিন মাসের টেহা এক লগে না দিয়া এই দাগ পার অইলে অসুবিধা অইব। হেড মাস্টর পালক ছেরার ধমক গ্রাইয্য না কইর‍্যা দাগের মইধ্যে পাড়া দিয়া কয়, দাগে পাড়া দিলে কী করবি তুই? পালক ছেরা কয়, আপনে দেকতাইন চাইন কি করতাইম? হেড মাস্টর কয়, হ দেহাও। আর অমনি পালক ছেরা হেড মাস্টরের গালে জোরে থাপ্পর মারে। এই দৃশ্য দেইক্যা স্কুল থেইক্যা ছাত্রছাত্রী আর অন্য মাস্টররাও দৌড়াইয়া আসে। হেড মাস্টর কয়, তোমরা স্কুলে যাও। এইডা আমরার ব্যাপার। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও মাস্টররা চইল্যা যায়। হেড মাস্টর কয়, দেখলাতো, তুমি তাড়াতাড়ি পালাও। আর আগাইও না।

www.pathagar.com

পালক ছেরা চইলা যায়। ঘরে আয়া হুইত্তা থাহে। কারো লগে কোনো কথা কয় না। তার স্ত্রী ভাবে, এমন কইরাত কোনোদিন হুইত্তা থাহে না!

রাইতে হেড মাস্টর অনেক বাজার-টাজার আর তিন মাসের বেতনের টেহা লইয়া পালক ছেরার বাড়িত আইয়ে। আয়া দেহে ছেরা হুইত্তা রইছে। কারো লগে কোনো কথা কয় না। হেড মাস্টর সামনে যাইতেই বিছানা থেইক্যা পালক ছেরা নাইম্যা হেড মাস্টরের পাওয়ের উফরে পইর্যা কান্তে থাহে। এই অবস্থা দেইক্যা পালক ছেরার স্ত্রী দৌড়াইয়া কাছে আসে। অনেক জিজ্ঞাসার পরে জানতে পারলো টেহা দেয় নাই দেইহ্যা তার স্বামী হেড মাস্টরের গালে থাপ্পর মারছে। আর তার স্বামী হচ্ছে হেড মাস্টরের পালক ছেরা।

স্ত্রী তৎক্ষণাৎ পুটলা-পাটলি গুছায়া রওনা দিছে তার বাপের বাড়ি চইল্যা যাইবো। হেড মাস্টর অনুরোধ করলো। কিন্তু কোনো কথা সে শুনল না। বউ কইলো যে, যারে আফনের পুতের লাহান মানুষ করছুইন হেই সামান্য ঘটনার লাইগা আফনেরে থাপ্পর দিতো পারে, আমার দুঃসময়ে হে সংসার ছাইড়্যা পালায়াও যাইতো পারে। তার চাইতে আমিই আগে চইল্যা যাই।[৮]

সৎমার গল্প

একজন লোক বিয়া করছে। তার স্ত্রী একটা পুলা রাইখ্যা মারা যায়। লোকটা পুলার কথা ভাইবা আর বিয়া করতে চায় না। কিন্তু সংসার চালানোর লেইগ্যা তো একটা মাইয়্যা মানুষ দরকার। তাই সে আবার বিয়া করে। কিন্তু বাসর রাইতে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে যে, আমার সন্তানকে তুমি কষ্ট দিতে পারবা না। তাকে তোমার আদর দিয়া মানুষ করতে অইবো। স্ত্রী উত্তরে বলে, তোমার কথা স্বামী আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবাম।

লোকটার দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে আর তিনটি ছেলে সন্তান জন্ম লয়। নিজের সন্তানদের মাটিতে রেখে আর সতীনের ছেলেকে কোলেপিঠে কইর্যা মানুষ করতে থাহে লোকটার স্ত্রী।

সতীনের ছেলেরে ইস্কুলে পাঠায়, কিন্তু নিজের ছেলেদের হালচাষ করতে পাঠায়। এ সময় সতীনের ছেলে অইয়্যা ওঠে ছাত্র। আর নিজের ছেলেরা অইয়্যা যায় কৃষক। দেখা যায় কিছুদিন পর সতীনের ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। আর বিয়া পাগল অইয়্যা যায়। স্বামীকে বইল্যা কইয়্যা সতীনের ছেলেরে বিয়া করায়। তার ঘরে সন্তানও অয়। দেহা যায়, কয়েক বছর পর তার ভাগের জমিজমা বেচা শুরু করে। জমিজমা কিইন্যা রাখে তার ছেলেরা। এইভাবে একসময় দেহা যায়, তার সতীনের ছেলে নিঃস্ব অইয়্যা যায়। তখন লোকটি তার স্ত্রীকে বলে, আমি ত এই রহম আদর দিয়া বড় করতে কই নাই।[৯]

খ. কিংবদন্তি

আবহমান-কাল ধরে মানুষের মুখে মুখে বর্ণিত হয়ে আসছে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ পূর্বপুরুষ থেকে যা শুনে শুনে তার আশপাশে আবার বর্ণনা করেছে তাই জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি (Legend)। তবে সেসব কাহিনির উপাদান-উপকরণ দেবতার, স্বর্গের

www.pathagar.com

গুণাগুণকে ছাড়িয়ে মানুষ ও প্রকৃতির উপাদান-উপকরণে সমৃদ্ধ থাকে। পল্লব সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "লিজেন্ড সচরাচর ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত বা বিবেচিত চরিত্রের অন্তর্লীন অলৌকিক কিংবা অতি মানবীয় ক্ষমতার প্রত্যয়-ভিত্তিক।"[১০]

কিংবদন্তি লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা। মুহম্মদ ফরিদ উদ-দীনের কিংবদন্তি সম্পর্কিত সংজ্ঞাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, "ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে স্মৃতিপটে বিজড়িত হয়ে যখন মানুষের মনের রং তুলিতে একটা কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে যায় তখনই তাকে কাহিনী-কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করা যায়।"[১১] সংজ্ঞায় অবশ্য কিংবদন্তির পূর্বে 'কাহিনি' শব্দটিকেও তিনি জুড়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কিংবদন্তিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফুলবাড়িয়া উপজেলার নবাইকুরি

রাঙামাটিয়া ইউনিয়নের হাতিলেইট গ্রামে অবস্থিত একটি বিশাল ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ বিলের নাম বড়বিলা। আয়তন ও গভীরতায় সারা দেশের বৃহত্তম বিলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। বড়বিলায় কয়েকটি কুরি বা সুগভীর প্রাকৃতিক খাদ আছে। এসবের মধ্যে নবাইকুরি উল্লেখযোগ্য। নবাইকুরির আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গফুট। রশিতে ইট বেঁধে এই কুরির গভীরতা পরিমাপ করতে গিয়েও নাকি এর তলদেশ বা শেষ প্রান্ত পাওয়া যায় না। নবাইকুরি নিয়ে তিনটি কিংবদন্তি আছে। জগমোহন বর্মণ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"কিংবদন্তি রয়েছে যে, বিবাহ, পূজা বা কোন ভোজন অনুষ্ঠানে থালা-বাসনের প্রয়োজন হলে নবাইকুরির ধারে বসে রাতে প্রার্থনা করলে পরদিন ভোরে প্রয়োজনীয় থালা-বাসন পাওয়া যেতো কুরির কিনারায়। প্রয়োজন শেষে থালা-বাসন আবার কুরিতে ডুবিয়ে ফেরত দিতে হতো। কিন্তু অসাধু লোকেরা ফেরত না দেওয়ায় আর থালা-বাসন পায়নি।"[১২]

দ্বিতীয় কিংবদন্তি হলো—হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো লোক পূজায় মানসিক বা মানত হিসেবে পাঁঠা বলি দিয়ে নবাইকুরিতে বিসর্জন দিলে সেখান থেকে ১০/১২ মাইল পশ্চিমে ঘাটাইল উপজেলার আঠারচূড়া বিলে পাঁঠা ভাসতে দেখতে পাওয়া যেতো। আঠারচূড়া বিলে বলিকৃত পাঁঠা বিসর্জন দিলে তা ১০/১২ মাইল পূর্বে নবাইকুরিতে ভেসে উঠতো।

তৃতীয় কিংবদন্তি হলো—নবাইকুরিতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতি বছর ২/১ জন লোক মারা গিয়েছেন। এই মৃত্যুর কারণ আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। কারও কারও ধারণা এখানে অলৌকিক বা দৈব কোনো রহস্য আছে।

আনই রাজার দিঘি

ফুলবাড়িয়ার রাঙামাটিয়া ইউনিয়নের এক প্রাচীন কিংবদন্তিময় বিশাল দিঘি এটি। এই দিঘিকে স্থানীয়ভাবে 'আনই গাঙ্গ' বলা হয়। দিঘিটি বৃত্তাকার। চারপাশে প্রায় ৪ শত গজ প্রশস্ত জলপথ। মাঝখানে আছে স্থলভূমি। এটি দেখতে ছোট একটি দ্বীপের মতো। স্থলভাগ বা দ্বীপটির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে আছে একটি প্রবেশপথ। এ দিঘি

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে প্রচলিত আছে কিছু কিংবদন্তি। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল লতিফ মিয়া লিখেছেন—"শোনা যায় শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চতুর্দিকে পরিখা করে এই দ্বীপসদৃশ স্থানে লোহার ঘর তৈরি করে সপরিবারে বাস করতেন এক রাজা। জনশ্রুতি আছে—এক রাতে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো এই এলাকায়। বাড়ির সকল দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন রাজার লোকজন। এসময় রাজা ছিলেন ঘরের মধ্যে। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন মায়ের কণ্ঠস্বর। তার মা তাকে বাহির থেকে ডাকছেন এবং বলছেন দরজা খুলতে। মায়ের ডাক শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেন। যেইনা দরজা খোলা হলো, অমনি ভৌতিক ঝড়ের তাণ্ডবে লোহার তৈরি ঘর-দরজা ভেঙে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এবং সপরিবারে নিহত হলেন রাজা। তখন থেকেই এই বাড়ি ও নদীর কোনো মালিক নেই। তাই এটি সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।"[১৩] দরজি আবদুল ওয়াহাব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আনই রাজাকে আনুহদি বলা হয়ে থাকে। গ্রামের নামের সঙ্গে কথিত রাজার নামের বেশ মিল লক্ষণীয়। ...এ অঞ্চলে এককালে কোচ জাতীয় হদিদের বাস ছিল। সম্ভবত তাদের সর্দারের নাম ছিল আনহদি।"[১৪] প্রাচীন কোচ রাজার নাম আনুহদী থেকে উচ্চারণের হেরফেরে বর্তমানে গ্রামের নাম হয়ে গেছে 'আনুহাদী'।

আনই রাজার দিঘি

ধরমশাহ্'র দিঘি

ধোবাউড়া থেকে ৭ কি.মি. উত্তরে ঘোষগাঁও ইউনিয়নের লাঙলজোড়া গ্রামে ঐতিহাসিক ধরমশাহ্'র দিঘিটি অবস্থিত। সাত একর এলাকা নিয়ে দিঘিটি বিস্তৃত, এর পূর্ব পাশে জনবসতি আর তিন দিকে খোলা পাড়। ধরমশাহ্'র ব্যাপারে বিস্তারিত তেমন কিছু

www.pathagar.com

জানা যায় না। তার ব্যাপারে জানা যায়, তিনি ছিলেন একজন সাধু পুরুষ। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এ অঞ্চলে এসেছিলেন। ধরমশাহ্'র দিঘিকে ঘিরে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে সে-সব হলো, পূর্বে কারও বিয়ে-শাদি হলে ধরমশাহ্'র দিঘিতে গিয়ে অনুনয় করলে দিঘি থেকে থালা-বাসন-কোসন পাওয়া যেত, অনুষ্ঠানের পর পরিষ্কার করে দিঘিতে রাখলে পরে আবার তা আপনা আপনি ডুবেও যেত। এরকম কোনো এক অনুষ্ঠানে থালা-বাসন আনার পর সব কিছু ফেরত দিলেও এক ব্যক্তি গোপনে একটি থালা রেখে দেয়। তারপর থেকেই এলাকাবাসী ধরমশাহ্'র দিঘির এই সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। এক মতে, ধরমশাহ্'র দিঘিতে একটি অলৌকিক গরুর অস্তিত্ব ছিল, প্রায় সময় সে গরু অন্যান্য গরুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। অপর মতে, ধরমশাহ্'র পরবর্তী প্রজন্ম তখনও তারা ঐশ্বর্যশালী। তাঁদের গোয়ালঘরে অনেক গরু ছিল। সেসব গরু তদারকি করার জন্য নিয়োজিত ছিল এক রাখাল। রাখাল সারাদিন কষ্ট করে গরুগুলোকে লালনপালন করলেও মালিক তাকে ঠিকমতো খাবার দিত না। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করলেও তার সাথে ভালো ব্যবহার করত না। তাই একদিন মাঠে গরু চড়ানোর সময় রাগে রাখাল গরুর দুধ চুরি করে খায়। সেই থেকে অশুচি পবিত্র ধরমশাহ্'র দিঘিতে গিয়ে লাগে এবং ধরমশাহ্'র দিঘির আশ্চর্য কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ধরমশাহ্'র দিঘির দক্ষিণ পাশে একটি পুরাতন জামগাছের নিচে কয়েকটি ছোট পাথর রয়েছে। জনশ্রুতি আছে পূর্বে গারো-হাজংরা পুকুরপাড়ে পূজা-অর্চনা করত। এখনও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে ধরমশাহ্'র দিঘিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। উদাহরণ দিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষাদানে ধরমশাহ্'র দিঘি এখনও বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে।

ভূঁইয়াপাড়া

ইতিহাসে বাংলার বারো ভূঁইয়ার কাহিনি সর্বজনবিদিত। এই ভূঁইয়া তদ্রূপ কোনো ভূঁইয়া না হলেও ঐতিহাসিক নানা কারণে মানুষের মনে দাগ কেটে রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর উইলিয়াম ডেম্পিয়ার গারো ভূঁইয়াদের নিকট ঘোষগাঁও-গানই 'ভূঁইয়াগিরি মহাল' বন্দোবস্ত প্রদান করেন। ইতিহাসে এরূপ কয়েকজন গারো ভূঁইয়ার দেখা মেলে। ভূঁইয়াপাড়ার ভূঁইয়া ছিল তাদের মধ্যে একজন। ভূঁইয়াদের আমল শুরু হওয়ার পূর্বে ভূঁইয়াপাড়া নামে কোনো গ্রাম ছিল না। সমস্ত এলাকা ছিল ঘোষগাঁও। ভূঁইয়াপাড়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত বিডিআর ক্যাম্পের নাম এখনও ঘোষগাঁও। ভূঁইয়াগিরি মহাল শুরু হওয়ার পূর্বে ঘোষগাঁও, গানই, ধোবাউড়া প্রভৃতি এলাকা ছিল শেরপুর পরগনার অন্তর্ভুক্ত। ভূঁইয়াপাড়া, গানই এসব গ্রামে বন্যহাতি ধরার জন্য জমিদারদের ঐতিহাসিক 'হাতিখেদা' আন্দোলন খ্যাত হাতিখেদা প্রচলন ছিল। স্থানীয় হাজং-গারোদের হাতি ধরার জন্য নিয়োজিত রাখতে বেতনস্বরূপ নির্দিষ্ট ভূমি দান করা হতো যার নাম ছিল নানকর বা নিষ্কর, সেসব ভূমির কোনো খাজনা দিতে হতো না। দলের নেতা ভূঁইয়া নামে অভিহিত হতো। ভূঁইয়াগিরি পরিচালনা করার জন্য তাদের যে কয়টি গ্রাম বন্দোবস্ত দেয়া হতো সে সমস্ত গ্রাম মিলিয়ে গঠিত হতো একটি ভূঁইয়াগিরি মহাল।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ঘোষগাঁও বাজারের প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নেতাই নদীর তীরে ভূঁইয়াপাড়া গ্রাম। গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তরে মেঘালয়ের শিববাড়ি সীমান্ত ফাঁড়ি, দক্ষিণ-পূর্বে ঘোষগাঁও কামাক্ষ্যা মন্দির, পূর্ব পাশে নেতাই নদী এবং দীঘলবাগ-নয়াপাড়া, পশ্চিমে চন্দ্রকোণা। গ্রামের উত্তর পাশে মেঘালয়-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ছোট একটি খাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে গিয়ে নেতাই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ভূঁইয়াপাড়া গ্রামের গারোদের মধ্যে প্রচলিত শব্দ 'আমফাং যাব' অর্থ শণ। জায়গাটি প্রকৃতপক্ষে ছিল গারো ভূঁইয়া ও গ্রামবাসীদের দেবোত্তর সম্পত্তি। আমফাং দিয়ে যেখানে শুধু কাশবন বোঝানোর কথা সেখানে কাশবনের পরিবর্তে দীর্ঘ দেড় একর জায়গার কিছু অংশ ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল। মাঝখানে বড় বটগাছ। গাছের নিচে একটি বড় এবং কয়েকটি মাঝারি আকারের পাথর ছিল। এটি ছিল গ্রামবাসীদের পূজার স্থান। গ্রামের লোকদের কাছে বড়টা ছিল মা, ছোটগুলো সন্তান। সাংসারেক গারোরা সেগুলোকে রংশ্রী মিদ্দি বলত। রংশ্রী মিদ্দির অর্থ হচ্ছে গ্রামরক্ষক দেবতা। প্রতি বছর মাঘ মাসে রংশ্রী মিদ্দির পূজা-অর্চনা করা হতো। একজন গারো খামাল (পুরোহিত) নিয়মিত এর পূজা দিত। বনের ভেতর দিয়ে ছিল পায়ে হাঁটা পথ। দিনের বেলায়ও সে পথ দিয়ে যেতে অনেকের গা ছমছম করত। রাতের বেলা ঐ পথ দিয়ে গেলে ৪/৫ জন আলো জ্বালিয়ে যেত। ভয় ছিল বন্য পশুর পাশাপাশি ভূত-প্রেতদের! কথিত আছে, সুসং দুর্গাপুরের রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ একদিন হাতিতে চড়ে পূজা স্থান পরিদর্শনে আসেন। গারোদের পূজিত পাথরটি সত্য কি মিথ্যা যাচাই করার জন্য তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। তখন পাথরে যেখানটায় আঘাত লেগেছিল সেখান থেকে নাকি রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। রাজা অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। পরে সাংসারেক গারোদের পূজিত রংশ্রীর জন্য একটি শুকর মানত করে সুস্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় গারো ভূঁইয়া দুর্যোধন মানখিনের আমলে পানিয়া সরকার নামের এক কর্মচারী ছিল। সে ছিল খুব চতুর প্রকৃতির। ভূঁইয়ার অজান্তে নিজের নামে সে ৩০০ একর জমি লিখে নেয়। এ ঘটনা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ ভূঁইয়া তাকে মেরে তার লাশ পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পুড়িয়ে ফেলে। পুলিশ তদন্তে আসে। জঙ্গলের যে স্থানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল সেখানে পানিয়া সরকারের নাম ধরে ডাকলে নাকি শিস দিয়ে সাড়া দিত! ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় দুর্যোধন ভূঁইয়ার ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। তবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একাংশের বিশ্বাস, পানিয়া সরকারকে যখন হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরি চালানো হয়েছিল তখন ক্ষতবিক্ষত হলেও প্রাণবায়ু যাচ্ছিল না। শেষে পানিয়া নিজে ঘাতককে ক্ষমা ঘোষণা করলে ঘাতকেরা তাকে মারতে সমর্থ হয়। দুর্যোধন ভূঁইয়ার ১০ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো পক্ষের দ্বিমত নেই।

প্রথম ভূঁইয়া চন্দ্র মানখিন-এর পর যারা ক্রমান্বয়ে ভূঁইয়া হয়েছেন তারা হলেন— দুর্যোধন মানখিন, গংমান মানখিন, খবাং মানখিন, সর্বশেষ মিংরাং মানখিন। সব ভূঁইয়াই ছিল মানখিন। কেননা, তখনকার সময় গারোরা নিজের ভাগ্নে ছাড়া অন্যদের জামাই নিত না।

www.pathagar.com

যুগের পর যুগ গারো সাংসারেক ধর্মাবলম্বীদের আবাসস্থল হিসেবে ভূঁইয়াপাড়া গারোদের নিজস্ব সংস্কৃতির দিক দিয়ে এখনও সমৃদ্ধ। পানিয়া সরকারের অসততা, ন্যায্য-অন্যায্যতা শিক্ষায় এবং ভূঁইয়াদের নামে গ্রামের নামকরণের ইতিহাসের উত্তরাধিকার হয়ে কিছুটা গর্বে এসব কাহিনি অনেকের মুখে মুখে ফোটে।

পয়ারিকুড়া দিঘি

হালুয়াঘাট উপজেলা থেকে ৫ কি.মি. পশ্চিমে কৈচাপুর ইউনিয়নে পয়ারিকুড়া গ্রামে সাড়ে সাত একর জায়গা জুড়ে এই প্রাচীন দিঘিটি অবস্থিত। এর উত্তরে নলুয়া গ্রাম এবং দিঘির পশ্চিম পাড় ঘেঁষে বটতলা-কাঁঠালতলা বাজার অধিক পরিচিত। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৬৬১-১৬৬২ সালে এই অঞ্চলে কোচদের একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। রাজা কেশর রায় রাজবাড়ির সাথে দিঘিটি খনন করেন। পশ্চিম পার্শ্ব ছাড়া ৩ দিক দিয়েই দর্শা নদীটি বয়ে গেছে। আবার কারও মতে, দিঘিতে একসময় সোনার নৌকা, মুটকি, সিন্দুক মধ্যদুপুরে এবং ঘোর সন্ধ্যায় কালো মতো ভাসত, কারও বিয়ে শাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পুকুরে গিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, গ্লাস ইত্যাদি তৈজসপত্রের প্রার্থনা জানালে দিঘি থেকে হাঁড়ি, পাতিল, গ্লাস ইত্যাদি ভেসে উঠত, ব্যবহারের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিঘির পানিতে রাখলে পরে তা আপনাআপনি ডুবে যেত। পরবর্তীতে মানুষ সেই সব তৈজসপত্র অশুচি করলে এবং মানুষের লোভ দ্বারা আক্রান্ত হলে দিঘি থেকে আর তৈজসপত্র উঠে আসে নি। পরবর্তীতে সেসব মূল্যবান জিনিসপত্র দিঘির পাড় ভেঙে দর্শা নদীর সাথে মিলিত হয় এবং সেই পথেই বাইরে চলে যায়।

আরেক মতে, রাজবাড়িতে ডাকাত পড়লে অধিবাসীরা রান্না-বান্না করার সময় চায়। সেই সময়ে বাড়ির স্বর্ণ-রৌপ্য সবকিছু নিয়ে ঢাকনাওয়ালা কুয়োতে ঢুকে, এবার আমাদের মারো! বলে কুয়োর ঢাকনা ঢেকে রাজবাড়ির লোকজন নিচে ঢুকে যায়।

দিঘিটির দক্ষিণপারে এখনও একটি পাথরের টুকরো রয়েছে। লোকমতে, সেই সব পাথরের টুকরো ছিল রাজবাড়ির মন্দিরের। অনেকে মনোবাসনা পূরণের জন্য সেই পাথরে মোম, আগরবাতি দান করে ও মোম জ্বালিয়ে রাখে। অধিকাংশ সময়ই লোকজন জানতে পারে না, মোমটি কে জ্বালিয়ে গেল।

চিমুরানির দিঘি

দেওয়ান উমর খাঁর বোন চিমুরানির অভিপ্রায় অনুযায়ী গৌরীপুর উপজেলার অচিন্তপুর ইউনিয়নের সিংবাউন্দ মৌজায় একটি দিঘি খনন করা হয়। চিমুরানির দিঘির আয়তন ১০ একর। পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখানে এখন চাষাবাদ করা হয়। চিমুরানির দিঘিকে নিয়ে 'বাদুর খাঁ চিমুরানি' নামে একটি কিস্‌সা প্রচলিত আছে। এই কিস্‌সা ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক বয়াতিই গেয়ে থাকেন। কিস্‌সাটির কাহিনি সংক্ষেপে দেয়া হলো— জঙ্গলবাড়ির মুসলেম আলিমের চার ছেলে। তাদের নাম হলো—মাসলাম খাঁ, আবদাল খাঁ, হাসনত খাঁ, বিরাম খাঁ। জঙ্গলবাড়িতে অভাব দেখা দিল। আউশ

www.pathagar.com

খেল আষাঢ়ে মেঘে, বাওয়া (আমন) খেল ঢলে। ভাতের জন্য জঙ্গলবাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হলো। হাসনত খাঁর মামাবাড়ি সাকলী মাটিকাটা। মামার নাম চান খাঁ বক্কীল। হাসনত খাঁ সাহায্যের জন্য মামাবাড়ি গেল। মামা বললেন—"আমার ক্ষেতে পাকনা ধান আছে। তুমি নিজের হাতে কাইট্যা লইয়া যাও।" হাসনত খাঁ মাঠে গিয়ে ৩৫০ জন কামলায় যে পরিমাণ ধান কাটতে পারে, সেই পরিমাণ ধান একাই আধাবেলায় (অর্ধ দিবসে) কেটে ফেলল। মাঠের গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সেই দড়িগুলো দিয়ে সব ধানের একটা বড় বোঝা বাঁধল। রাস্তা দিয়ে আববাশা বাজারে লোকজন যাওয়া-আসা করছিল। রাস্তার লোকজনকে অনুরোধ করে চল্লিশ জন লোক ডেকে এনে বোঝাটা তুলে দিতে বলল। বোঝা মাথায় নিয়ে হাসনত খাঁ বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো, এমন সময় চান খাঁ বক্কীল সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন—"বাবা, অল্প কিছু ধান নেওয়ার লাগিন কইছি। আর তুমি হগল ধান লইয়া যাইতাছ। আমরা খায়াম কি?" হাসনত খাঁ মামার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তার মামা বোঝা নিতে বাধা দিলেন। এতে রাগে হাসনত খাঁ বোঝা ফেলে দিয়ে জঙ্গলবাড়িতে না গিয়ে চলে গেল দিল্লির বাদশাহ একাব্বরের কাচারির সামনে। সেখানে সরকারকে একে একে তিনবার সালাম দিল। কিন্তু সরকার সালাম গ্রহণ না করায় হাসনত খাঁ রাগান্বিত হয়ে তাকে চুলের মুঠি ধরে উপর থেকে ফেলে দেয়। এতে সরকারের মৃত্যু হয়। ফলে দরবারের লোকজন হাসনত খাঁকে ধরে নিয়ে যায় বাদশাহর সামনে। তার সাহস ও শক্তি দেখে বাদশা তাকে নিজ বাড়িতে চাকরি দিলেন।

অনেকদিন পর হাসনত খাঁ স্বপ্নে দেখে যে তার মা মারা গেছেন। এতে হাসনত খাঁ দরবারে গিয়ে বাদশাহের কাছে বিদায় ও কিছু টাকা প্রার্থনা করল। বাদশা চিন্তা করে দেখলেন যে, তাকে পারিশ্রমিক হিসেব করে টাকা দিলে তার অর্ধেক রাজ্য দিতে হয়। তাই কোনো টাকাও দেয় না, বিদায়ও দেয় না। হাসনত খাঁ মন খারাপ করে তার কক্ষে গিয়ে কাঁদতে লাগল। হাসনত খাঁর কান্না শুনে ঘুমন্ত বাদশাহকে রেখে বেগম গেলেন হাসনত খাঁর কক্ষে। হঠাৎ বাদশাহর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখলেন বেগম পাশে নেই। তিনি দেখলেন হাসনত খাঁর কক্ষে বেগম। পরদিন সকালে বাদশাহ বেগমকে সঙ্গে দিয়ে হাসনত খাঁকে বিদায় করে দিলেন। রাজকন্যা চিমুরানি বেগমকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গী হলো। বেগম ছিলেন গর্ভবতী। বোয়ালবাড়ির ঘাটে যাওয়ার পর বেগম এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। সন্তান জন্মদানের পর সঙ্গে আনা হরিণের বিষ পান করে বেগম মৃত্যুবরণ করলেন। বেগমের মৃত্যুর পর হাসনত খাঁ বাকি বিষটুকু পান করে মারা গেলেন। চিমুরানি শিশু ভাইকে নিয়ে জঙ্গলবাড়ি গেল। ভাইয়ের নাম রাখা হলো বাদুর খাঁ। হাসনত খাঁর বড় ভাই মাসলাম খাঁর কুদৃষ্টি পড়ল চিমুরানির ওপর। চিমুরানি তা বুঝতে পেরে বাদুর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় করে চলে গেল মদনপুর ঘাটে। এখানে মদনা গারো বাস করত। তাই তারা মদনপুর থেকে চলে গেল কুমড়িঘাটে। কুমড়ি গ্রামে বসবাস করতে থাকল। কিছুদিন পর চিমুরানি দেখল একটি ইঁদুর একটি বিড়ালকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। চিমুরানি মনস্থ করল মেদ্দী গ্রামে থাকবে না।

www.pathagar.com

ভাবল ইঁদুরটা যেখানে যাবে সেটা মেদ্দা গ্রাম। ইঁদুরটা কেল্লাতাজপুর গেল। চিমুরানিরা কেল্লাতাজপুর গিয়ে বাড়ি করে বসবাস করতে থাকল। একদিন চিমুরানির আকাঙ্ক্ষা হলো একটি দিঘি খনন করার। পায়ে সুতা বেঁধে মাপ দিতে থাকল। মাপ দেয়া হলো ২২ আড়া ২২ কাঠা ২২ কুছি ২২ মুছি ২২ ছটাক ২২ কাচ্চা ২২ তুলা। জঙ্গলবাড়ির সঙ্গে বাদুর খাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে বাদুর খাঁর মৃত্যু হয়। ভাইয়ের মৃত্যুর পর চিমুরানি নৌকা নিয়ে নসিন্দা বিলে গিয়ে নৌকা ডুবিয়ে সপরিবারে নিহত হন।

নওমহল পদ্মপুকুর বা পচাপুকুর

ময়মনসিংহ শহরে নওমহল সারদাঘোষ রোডের উত্তর পাশে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দিঘির নাম পদ্মপুকুর—যা বিবর্তিত হয়েছে পচাপুকুর নামে। একশত কুড়ি বছর আগে রাজা সূর্যকান্ত এ পুকুরটি খনন করান জনগণের পানীয় জলের সুবিধার্থে। বর্গাকৃতির এক একরের অধিক জমিতে খননকৃত এই দিঘির গভীরতা আনুমানিক ২০ ফুট। এই পুকুর নিয়ে রয়েছে দুটি কিংবদন্তি। একটি কিংবদন্তি সম্পর্কে ময়মনসিংহের 'জীবন ও জীবিকা' গ্রন্থে আহমদ তৌফিক চৌধুরী তাঁর 'শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—"সূর্য্যকান্তের স্ত্রী রানী রাজরাজেশ্বরী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ভাগীরথী নদীর বক্ষে ১৮৮৬ সালে প্রাণত্যাগ করেন। চিকিৎসকের বারণ থাকায় তাকে পানি পান করতে দেওয়া হয়নি। অথৈ পানির উপর ভেসে ভেসে তিনি দারুণ তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করলেন। সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি রক্ষার্থেই রাজা সূর্য্যকান্ত খনন করেছিলেন এই পুকুর এবং স্থাপন করেছিলেন রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ট্যাংক।" আরেকটি কিংবদন্তি হলো—এই পুকুরের উদ্দেশ্যে লোকেরা পূজা দেয় বিভিন্ন ফল ও ফুল দিয়ে—এতে তাদের মনোবাসনা পূরণ হয়। কারো গায়ে চুলকানি বা পাঁচড়া হলে কুলবড়ই মানত করে পুকুরে গোসল করলে চুলকানি ভালো হয়ে যায়।

বিবির ভিটা

বিল, টিলা ও সমভূমির সমন্বয়ে সৃষ্ট এই গ্রামে এক সময়ে কোনো মুসলমান বসতি ছিল না। কিছু হিন্দু সম্প্রদায় ও উপজাতি বাস করতো। কালক্রমে আনুমানিক ২৫০/৩০০ বছর আগে গফরগাঁও হতে তিনটি মুসলিম পরিবার সমভূমি এলাকায় বসতি স্থাপন করে। পরিবার তিনটি বর্তমানে আকন্দ বংশ, খান বংশ ও শেখ (কবিরাজ) বংশ। ঐ সময়ের পূর্ব হতেই কে বা কারা একটি পুকুর খনন করে, পুকুরটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৫০ মি. এবং প্রস্থে ৬০-৭০ মি.। কিংবদন্তি আছে যে, বহুপূর্বে এখানে জমিদারের স্ত্রী নদীপথে যাওয়ার সময় বিশ্রামের জন্য পুকুরটি খনন করান। জমিদারের স্ত্রী খনন করে বলে একে বিবির পুকুর বা বিবির ভিটা বলা হয়। পুকুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড় অত্যন্ত চৌরা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ঘরবাড়িহীন পুকুরের পাড়ে ছিল অত্যন্ত মনোরম একটি ফুলের বাগান। লোকশ্রুতি আছে যে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে এই পুকুরপাড়ে কতিপয় সুপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে আসতো

www.pathagar.com

এবং মাঝেমধ্যে পরীরা ঝাঁক বেঁধে বাগানে ঘোরাফেরা করতো। অনেকেই দেখেছে এবং ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আরো জনশ্রুতি আছে যে, এই এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠলে মানুষ কখনো দাওয়াতের ব্যবস্থা করলে হাঁড়ি-পাতিল এবং থালা-বাসনের প্রয়োজনে জ্যোৎস্নারাতে পুকুর পাড়ে গিয়ে হাতজোড় করে দ্রব্যাদির তালিকা অনুযায়ী প্রার্থনা করলে পরদিন প্রত্যুষে দেখা যেত পুকুরের উত্তর পাড়ে সারি সারি সাজানো বাসনপত্র। তাদের কার্যক্রম সমাপ্ত করে ঠিক সময়ে পুকুর পাড়ে রেখে দেয়া হলে সেগুলো আবার পুকুরে চলে যেত। কোনো এক সময়ে (সাধারণত সন্ধ্যা) কোনো ব্যক্তি এমনিভাবে বাসনপত্র এনে আবার ফেরত দিতে গিয়ে একটি অতি সুন্দর পিতলের বাটি রেখে দেয়। পরদিন স্বপ্নযোগে জানতে পারে যে, এই অপকর্মের জন্য তার বংশে শেষ বাতি দেয়া লোকটিও জীবিত থাকবে না। জানা যায় যে, পরদিন থেকে মহামারী লেগে সকলেই মৃত্যুবরণ করে এবং এরপর থেকে যখনই প্রয়োজন হয়েছে মানুষ শত প্রার্থনা করেও সামান্যতম সাহায্য পায় নি।

উত্তরপারে বিশাল আকারের কাঁঠাল গাছ ছিল সেখানে একটা শিকল বাঁধা থাকতো, সারাদিন মানুষ শিকল ধরে টেনে স্তূপীকৃত করলেও তা শেষ হতো না। আবার রাতে শিকল পুকুরের গভীরে চলে যেত। এমন জনশ্রুতি আছে যে যারা জ্যোৎস্নারাতে পুকুর পাড়ের দৃশ্য দেখার জন্য অগ্রসর হতো তারা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তো। কালের চক্রে হারিয়ে গেছে রূপকথার সেই বিবির দিঘি। দিঘির পাড়ে গড়ে উঠেছে বসতি। দিঘিটি অধিকাংশই ভরাট হয়ে গেছে, তবুও মানুষের সেই ভয়ভীতির চিন্তাটি এখনও বিদ্যমান। ভালুকার বোহলি গ্রামে বিবির ভিটার এখনও অস্তিত্ব রয়েছে।[১৫]

ডাকাত ভিটা

ফুলবাড়িয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ডাকাত ভিটার অবস্থান। এটি আখিলা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। এর চারদিকেই নিম্নাঞ্চল, মাঝখানে উঁচু-ভিটা। এই ভিটার নামই ডাকাত ভিটা। ডাকাত ভিটার ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এদেশে ইংরেজ আগমনের পর পর যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, তারই এক পর্যায়ে ইংরেজ আক্রমণের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে সন্ন্যাসীরা আশ্রয় নিয়েছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন বনাঞ্চল ও উঁচু টিলা জাতীয় স্থানে। ঐতিহাসিকগণের ধারণা, সে-সময় সন্ন্যাসীরা নাম পরিবর্তন করে বিভিন্ন স্থানে লুটপাট করতো। এদেরই কোন দল হয়তো এ দুর্গম ভিটায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর থেকেই হয়তো ভিটার নাম ডাকাত ভিটা হিসেবে পরিচিতি পায়। আর তারাই হয়তো টাকা-পয়সা জমায়। আর ভিটায় বেড়ে ওঠা কাঁঠাল গাছে গর্ত করে তারা প্রচুর টাকা গুপ্ত রেখেছিল।[১৬]

অবশ্য ডাকাত ভিটা নিয়ে কিংবদন্তিও রয়েছে। প্রচলিত কাহিনিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনিটি এরকম—তিন চারশত বছর পূর্বে বন্যার সময় ভেলায়

www.pathagar.com

ফুলবাড়িয়ার ডাকাত ভিটা

ভেসে এসে এক শিশু মতান্তরে শিশুসহ মহিলা আশ্রয় নেয় বর্তমান বরুকা গ্রামের নামাপাড়ায়। সেখানেই কারও আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিল সে, যার নাম ফকির আলী।

কিশোর বয়সে ফকির আলী এলাকার অন্যদের সাথে গরু কিনতে যায় পশ্চিমের কোনো হাটে। যাওয়ার পথে মধুপুরের কোনো এক এলাকায় রাস্তায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় পরিচয় অশীতিপর বৃদ্ধের সাথে। এক পর্যায়ে বৃদ্ধ ফকির আলীকে বলে তোমার গরু কিনতে যেতে হবে না। তুমি আজ আমার এখানে থেকে যাও। বৃদ্ধের কথামতো ফকির আলী থেকে যায় তার কাছে। কথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ লোকটি জানায়—তোমাদের বাড়ির পার্শ্বে যে ডাকাতের ভিটাটা রয়েছে, সেখানে অনেক সম্পদ আছে। ঐ সম্পদের তুমিই হকদার। আল্লাহ মনে হয় সম্পদের হকদার হিসেবেই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। বৃদ্ধ আরও বলে, ঐ ভিটায় তিনটা কাঁঠাল গাছ আছে। প্রথম গর্তের টাকা তুমি নিবে, অন্য গর্তের টাকা দিয়ে একটি মসজিদ করে দিবে এবং তুমি নিজে হজ্ব করবে। সেখান থেকে ফিরেই ফকির আলী তার মাকে নিয়ে প্রবেশ করে ডাকাত ভিটায় এবং পেয়ে যায় গুপ্তধন। সেই টাকায় ফকির আলী তৈয়ার করে একটি মসজিদ এবং নিজে হজ্ব করে আসে। বাকি টাকা দিয়ে সম্পদ ক্রয় করে সে। আরও একটা জনশ্রুতি রয়েছে। জনশ্রুতিটি হচ্ছে—"গরু কিনতে গিয়ে ফকির আলী হারিয়ে যায়। অন্য সবাই চলে আসলেও ফকির আলী পথের ধারে বসে কাঁদতে থাকে। এমন সময় ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একদল ডাকাত। তারা ফকির আলীর কাছে সব শুনে তার ঠিকানা জানতে চায়। ঠিকানা জানার পর তারা তাকে ডাকাত ভিটায় ঐ কাঁঠাল গাছটির সন্ধান দেয় এবং ঘোড়ায় করে তাকে পৌঁছে দেয় তার বাড়ির কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। টাকা নেওয়ার শর্ত ঐ একই।"[১৭]

www.pathagar.com

আগেকার দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, কাঁঠাল গাছটার কোনো ডাল কাটতে গেলেই মৃত্যু হতো। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে এভাবে। কাঁঠাল গাছটি ডাকাত ভিটায় এখনও বেঁচে আছে কিংবদন্তির সাক্ষী হয়ে।

গ. লোকপুরাণ

মান্দিদের মধ্যে তেরোটি গোত্র রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাতটি গোত্রের বসবাস। গোত্রগুলো হচ্ছে আবেং, চিবক, দোয়েল, আত্তং, মিগাম, রুগা ও চিবক। অপর গোত্রগুলোর বসবাস সীমান্তের ওপারে প্রধানত ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। একেক গোত্রের জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির একেক উপাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গোত্রগুলো সংস্কৃতির কোনো কোনো বিশেষ উপাদানকে তাদের নিজস্ব বলেও বিশ্বাস করে। যেমন—দোয়েল গোত্রের রে রে, রেরেতে অন্যান্য গোত্র থেকে তুলনামূলকভাবে তাদের পারদর্শিতাও লক্ষ করা যায়।

ভারতবর্ষের লোকপুরাণ কাহিনির উদাহরণ রামায়ণ ও মহাভারত। বাংলার আঞ্চলিক লোকপুরাণ হিসেবে খ্যাত পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য। এ কাব্যে চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসার কাহিনি বিধৃত। পুরাণের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে যেগুলোর ওপর লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেই হয়। লক্ষণগুলো হচ্ছে—বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির বংশ-বিবরণ এবং বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা ও মন্বন্তর।[১৮] বলা হয়ে থাকে যে, মানবজাতির শৈশবাবস্থার প্রতিচ্ছবি লোকপুরাণ।[১৯] লোকপুরাণে ঘটনা ও চরিত্রগত বৈপরীত্য লক্ষণীয়, লক্ষণীয় অতিলৌকিকতা। তারপরও আধুনিক বিবেচনায় (যেমন—ক্লদ লেভি স্ট্রস-এর মত) বিজ্ঞানকেও খুঁজে পাওয়া যায় লোকপুরাণে। মানব জীবনের প্রাচীনতম স্তরের অনেক স্মৃতি স্তরীভূত হয়ে আছে।[২০] পল্লব সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "লোকপুরাণ সংস্কৃতির লোকায়ত এবং ধ্রুপদী দুটি পরস্পর সাপেক্ষ ঐতিহ্যের মধ্যে মেলবন্ধন করে।"[২১]

হালুয়াঘাটের মান্দিদের লোকপুরাণ-১

পাতালপুরীর স্নিগ্ধ আলোআঁধারি এক রাজ্য। সেখানে জীবজগতের মতো হিংসা-বিদ্বেষ নেই, দুঃখ-কষ্ট নেই। আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দ, আমোদ-আহলাদেই সময় কাটে পাতালপুরবাসীর। নাচে-গানে দিন-মাস পেরিয়ে বছর আসে। দুঃখ তাদের স্পর্শ করে না। নাচে-গানে বেমালুম ভুলে থাকে নাওয়া-খাওয়া, ক্ষিদে পায় না। কেউ অদ্ভুত বাঁশির সুর তোলে, কেউ-বা নিজের পেটটাকে ঢাকের মতো করে বাজায়। কাম-ক্রোধ-লোভ নেই। সে এক পবিত্র শান্তির রাজ্য। যেরাজ্যে সকলেই আনন্দধামে পৌঁছে গেল। পাতালপুরবাসীর এই না কাণ্ড দেখে পানকৌড়ি তো অবাক। সে যে জীবনেও এমন নৃত্য দেখেনি! সে ভাবতে থাকে পৃথিবীর মানুষ তো এমন করে আনন্দ নৃত্যে মত্ত থাকে না।

www.pathagar.com

স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে। রেষারেষি করে। পানকৌড়ির ভালো লাগে এই মহামিলনের আনন্দময় রাজ্যটাকে। মনোযোগ সহকারে বিস্ময়ে পাতালপুরীর সমস্ত কিছু সে দেখতে থাকে। তাদের নাচ তাকে যারপরনাই মুগ্ধ করে। বৈচিত্র্যময় অঙ্গভঙ্গির কসরত হেলানো-দোলানো নাচে নিজেকেও হারিয়ে ফেলে পৃথিবীর পানকৌড়ি। নাচের অদ্ভুত মাদকতায় মোহাবিষ্ট হয়ে হাততালি দিতে দিতে নিজেও তাদের মতো নাচতে আরম্ভ করে। দিন দুয়েকের মধ্যে ওখানে অনেকজনের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, আত্মার আত্মীয় হয়ে গেল। কতকাল ধরে যেন একসঙ্গে আছে। দিন নেই রাত নেই কেবল ফূর্তি, নাচ। এ নাচে কোনো ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। পৃথিবীর কথা সে ভুলেই গেল।

একদিন হঠাৎ পৃথিবীর কথা মনে পড়ে গেল পানকৌড়ির। সবুজ অরণ্য, নীলাকাশ, বিশাল জলাশয়, নিঝুম পাহাড় খুব মনে পড়ে গেল তার। পৃথিবীর সবকিছুই যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ফিরে এসো পানকৌড়ি। এটা পাতালপুরী নয়, মৃতপুরী। তুমি এখনও মরনি। মরার পর মানুষ ওখানে যায়। পৃথিবী তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে চায়। দেখছ না, তুমি ছাড়া পৃথিবীর জীব-বৈচিত্র্যে কেমন শূন্যতা বিরাজ করছে। উঠে এসো। আনমনা হয়ে যায় পানকৌড়ি। বারবার নাচের তাল কাটতে থাকে। অন্যদের সাথে মেলাতে পারে না। তার এ অবস্থা দেখে বন্ধুরা বিচলিত হয়। তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? না হলে তাল কেটে যাচ্ছে কেন? পানকৌড়ি ভারমুক্ত হতে চেষ্টা করে। বন্ধুদের সাথে নিজেকে মেলাতে চায়। কিন্তু উন্মনা হয়ে পড়ে। কিছুতে কিছু হয় না। অগত্যা বন্ধুদের মনের কষ্ট খুলে বলল। পৃথিবীর আহ্বানের কথা বলল। বিদায় চাইতে গিয়ে দেখে বন্ধুদের মুখে বিষাদের ছায়া। পানকৌড়ি নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। কি করলাম আমি! পাতালপুরবাসীর আনন্দ থামে। খেয়ালের বশে দুঃখ, বিষাদ নিয়ে এলাম কেন? আমি অপরাধী, আমার কোনো ক্ষমা নেই। পৃথিবীর স্বার্থপর জীব কি এভাবেই অন্যের ক্ষতি করে? এসব কথা ভেবে খুব কষ্ট পায় পানকৌড়ি। ভেবে নেয় অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য পাতালপুরবাসী বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। ক্ষমা চাওয়ার আগে মুখ থেকে বের হয়, বিদায় বন্ধুরা! বিদায়! পাতালপুরবাসীর একজন বলে, আবার এসো। আরেকজন বেদনাবিধুর মনে বাঁশি তুলে দিয়ে বলে, বাঁশির সুর মনে রাখিস। অপর একজন জড়িয়ে ধরে জানতে চায়, নাচের তাল মুদ্রা সব মনে আছে তো? অশ্রুসজল চোখে পানকৌড়ি ডানা ঝাঁপটিয়ে উড়ে আসে পৃথিবীর দিকে। বন্ধুরা চেয়ে থাকে অপলক চোখে, পাতালপুরে নেমে আসে বিচ্ছেদের ছায়া।

পৃথিবীতে এবার নাচের তাল লয় মুদ্রা কোনো কিছু ভুলে যায়নি পানকৌড়ি। পৃথিবীর আলো-হাওয়া, জলরাশির ছন্দময় ঢেউ-তরঙ্গ, পাহাড়ি ঝর্নার শব্দ, জুম ক্ষেতে ফসলের দোলানো রূপ তাকে আরো বেশি মনে করিয়ে দিল পাতালপুরীর নাচ। প্রকৃতিই যেন তাকে উৎসাহ জোগাল নাচের জন্য। সে নাচে সকাল-সন্ধ্যা, যখন ইচ্ছে তখন। ডানা মেলে, গুটিয়ে, ঝাঁপটিয়ে, নাচই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

www.pathagar.com

একদিন পাহাড়বাসী দুভাই জুম ক্ষেতের উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য যাচ্ছিল সমতলের দূরের কোনো বাজারে। পথিমধ্যে দেখতে পায় জলাশয়ের ধারে পানকৌড়ি মনের সুখে নাচছে। নাচের অপূর্ব ভঙ্গিমা জলাশয়ের জলে পড়ে ঝিকমিক করে উঠছে। এক ভাই আরেক ভাইকে বলে, দেখেছ কি সুন্দর নাচ? তাই তো। ভালো করে দেখে নিই। ফসলের ঝুড়িটা নামাল। আরেকজন বলে, তাহলে আমিও বিশ্রাম করে নিই। আড়াল থেকে পানকৌড়ির নাচ দেখে তারা বিহ্বল হয়ে যায়। দুই ভাই ফিসফিস করে আলাপ করে, জানতেই হবে এই সুন্দর নাচ পানকৌড়ি কোত্থেকে পেয়েছে। এক ভাই জিজ্ঞেস করল, এই পানকৌড়ি! তুমি কি করছ?

দেখছ না! আমি নাচছি। যার মনে ফূর্তি থাকে সেই নাচে।

এতো সুন্দর নাচ তুমি কোত্থেকে শিখলে?

শিখেছি ভাই অন্য দেশ থেকে। কী সুন্দর মনোরম সেই দেশ!

আরেক ভাই বলে—জানাও না সে দেশের নাম।

মানুষ বন্ধুরা আমার! সে দেশের নাম বললেও তো লাভ নেই। তোমরা সেখানে যেতে পারবে না।

কেন? দুভাই সমস্বরে জানতে চায়।

বড় বিপদসঙ্কুল সে পথ। কত দৈত্য-দানব, হাঙ্গর, কুমির, জলের বড় প্রাণীরা হা করে আছে শিকারের জন্য। তাছাড়া তোমরা তো মানুষ। মানুষ বড় স্বার্থপর। মানুষের পেটে কথা থাকে না। তোমরা ঐ দেশ দেখার ইচ্ছা ছাড়ো। মুখে বাঁশির সুর তুলে সে আবার নাচতে থাকে।

বলো না! ভাই আমার! একবার বলে দাও সে দেশের নাম, আমরা শুধু একটিবার দেখে আসব। কাউকে বলব না। কাকুতি-মিনতি করে দুভাই।

বিরক্ত কর না তো। এই বলে লম্বা লাফ দিয়ে নাচ শেষ করে পানকৌড়ি। এক নিমিষে জলাশয়ের অতল জলে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়। বহুক্ষণ অপেক্ষার পরও পানকৌড়ির নাগাল পায় না দুভাই। ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে বাজারের দিকে পা ফেলে।

হলে কী হবে, তাদের মন পড়ে আছে সেইখানে। পানকৌড়ির কাছ থেকে কীভাবে জানতে পারবে নৃত্য দেশের নাম। সওদা করে ফেরার পথে, ঘরে ফিরে দুভাই আলাপ করতে থাকে, না জানি কত সুন্দর ঐ আনন্দের নৃত্যধাম। যে করে হোক পানকৌড়ির কাছ থেকে জানতে হবে আনন্দলোকের পথ। যত বিপদসঙ্কুল হোক, পথে যতো দৈত্য-দানব থাকুক সব পেরিয়ে নৃত্যধামে পৌঁছা চাই।

পরের সপ্তায় হাটবারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি সঙ্গে করে দুভাই হেঁটে যায় আবার সে পথে। সেই জলাশয়ের কাছে আসতেই দেখতে পেলো আবার সেই পানকৌড়িকে, সেই নাচ, এবার সে একা নয় সাথে আর পাঁচ সঙ্গী। আরো সুন্দর আরো অপূর্বভাবে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, প্রকৃতির সমস্ত ছন্দ যেন তাদের নাচে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে।

www.pathagar.com

পিঠের ঝুড়িটা ধপ্ করে মাটিতে নামিয়ে দুভাই পানকৌড়ির স্তুতি করে তার জন্য উপহার দিল। এবারও কিছু হলো না। পানকৌড়ি শক্ত মনের। সহজে গলবার পাত্র নয়। এদিকে দুভাইও নাছোড়বান্দা। এক-দুদিন করে অনেকদিন যাবার পর পানকৌড়ির মন নরম হলো। দুভাইয়ের ধৈর্য দেখে সন্তুষ্ট হয়ে একদিন পাতালপুরীর পথ বাতলে দিল।

দুভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। পাতালপুরীর বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথের কথা মনে পড়লে তাদের মনে অজানা আশঙ্কা এসে ভর করে। জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে তো? দু'ভাই প্রথমে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে নিল। পথের সকল বিপদ-আপদ থেকে যাতে রক্ষা পায়। দেবতার আশীর্বাদে যাত্রাপথে কোনো বিপদ-আপদ এলো না। তবে সমুদ্রের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেল। পাতালপুরীতে পৌঁছে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে দুচোখ বুজে আসতে লাগল। চোখ বুজে রাখলে তো হবে না। তারা না নাচ দেখতে এসেছে, নাচ শিখতে এসেছে। দুভাই একে অন্যকে সাহস জোগায়। শক্ত হতে বলে। চতুর্দিকের নীলাভ আলোয় কেমন একটা ভৌতিক পরিবেশ। নাকে এসে লাগল ধূপধুনোর গন্ধ। একটু এগিয়ে দেখে, ধূপ জ্বালিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো পাতালপুরবাসী নাচে মত্ত। এমন মত্ত যে, পৃথিবী থেকে দুটি মানুষ পৌঁছেছে, তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। দুভাইও সমস্ত ভয়ভীতি দূরে ঠেলে তাদের কাতারে দাঁড়িয়ে গেল। দেখাদেখিতে তাদের মতো নাচতে আরম্ভ করল। একই তাল-লয়-মুদ্রা ফেলে দলীয় নৃত্যের কী এক অপূর্ব সমন্বয়। দিন, মাস, বছর পেরিয়ে যায়। নাচের মোহে পৃথিবীর কথা ভুলেই রইল দুভাই। অবশেষে একদিন সম্বিৎ ফিরে পেল। তারা পৃথিবী থেকে নাচ শিখতে এসেছিল। ফিরে যেতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে ফিরে এল। এভাবেই পৃথিবীতে আসল নৃত্যকলার অপূর্ব কৌশল।[২২]

মান্দিদের পুরাণ-২

মান্দিদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে নানা পুরাণ। প্রতিটি জাতিতেই পুরাণের গুরুত্ব ও অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যাপিত জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তা এড়িয়ে চলা যায় না। মান্দিদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণগুলো প্রায় একই হলেও গোত্রভেদে ও আঞ্চলিকতাভেদে কিছুটা প্রভেদ লক্ষ করা যায়। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কেউ স্মরণ করে নকগুবা, কেউ মিসি-সালজং, কেউবা তাতারা রাবুগাকে। অনেকের মতে এগুলো এক স্রষ্টারই বিভিন্ন নাম। প্রভেদের আরেকটি কারণ হতে পারে, এগুলো মানুষের মুখে মুখে চলে আসা, চর্চা রাখা।

মান্দিদের বিশ্বাসের তেমনি একটি পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ক পুরাণ। তাতারা রাবুগা সহচর নস্ত্তু- নপান্তু ও কয়েকজন দেবতার সহায়তা নিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বা জন্মদাতা হলেন নস্ত্তু- নপান্তু। এখানে সৃষ্টি অর্থে পৃথিবীর আকার তৈরি করাকে বুঝায়। যৌবনবতী প্রকৃতি দেবীর রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে নস্ত্তু-নপান্তুর

www.pathagar.com

মনেও মা হবার সাধ জাগল। পৃথিবী সৃষ্টির আগে নস্তু- নপাস্তু একটি কাঁকড়াকে পানির তলদেশ থেকে কিছু কাদামাটি নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। পানির তলদেশে গিয়ে কাঁকড়া যখন মাটি নিয়ে আসতে ব্যস্ত, এমন সময় মাটির নিচের মানুষগুলো ক্ষোভের সহিত কাঁকড়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের মা-দাদিদের তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? কাঁকড়াকে তার এই গর্হিত কাজের জন্য তারা অভিযুক্ত করল এবং তাকে বিশেষ মায়াজালে আবদ্ধ করে রাখল। শেষ পর্যন্ত পানির নিচেই কাঁকড়ার মৃত্যু ঘটে। এদিকে কাঁকড়ার ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে দেখে নস্তু- নপাস্তু অত্যন্ত ব্যাকুল ও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। পরে তিনি নচিকে উক্ত কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। নচিকে ডেকে নস্তু- নপাস্তু কাঁকড়ার খোঁজে তাকে পানির নিচে প্রেরণ করলেন এবং পানির নিচ থেকে কিছু কাদামাটি নিয়ে আসার জন্যও বলে দিলেন। নস্তুর নির্দেশমত পানির নিচে গিয়ে নচি সত্যি সত্যি কাঁকড়াকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেল। সেখানে কাঁকড়ার পায়ে কিছু কাদামাটি লেগে থাকতেও সে দেখতে পেল। সে তখন লেজে করে কিছু কাদামাটি নিয়ে ফিরে এলো। মাটি নিয়ে আসার পর নচি দুমারু চাংমারুরু'র স্ত্রী চিংরিমিট-এর রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। নস্তুর কাছে মাটি নিয়ে আসার কথা এবং কাঁকড়ার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দেয়ার কথা তার আর মনেই রইল না। এদিকে চিংরিমিট-এর স্বামী নচির উপর রুষ্ট হয়ে নচিকে কঠিন এক রোগের মায়াজালে আবদ্ধ করল। অর্ধেক মাথা আর একটা চোখ ব্যতীত নচির সারা শরীর মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলো। নচির এই দুরবস্থা দেখে মিসি নচির মাটি নিয়ে আসার পর নস্তু উহা গর্ভে ধারণ করলেন এবং দিন তারিখ পূর্ণ হওয়ার পর পৃথিবীর জন্ম দিলেন।[২৩]

তথ্যনির্দেশ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ৩০

২. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ২০

৩. শামসুজ্জামান খান, 'লোকগল্প ও সমাজ', আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৬৫

৪. পায়ার মনি চিরান, বর্তমান বয়স : ৬২ বৎসর, গৃহিনী, গ্রাম : চরবাঙ্গালিয়া, ইউনিয়ন গাজির ভিটা, হালুয়া ঘাট, ময়মনসিংহ, তারিখ ১.১.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা

৫. মোঃ শাহেদ মিয়া, পিতা : আবদুল আজিজ, মাতা : শাহেদা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫৫, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : পালাহার, মুসুল্লী, উপজেলা : নান্দাইল, ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.১.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

৬. মোঃ নূরউদ্দিন, পিতা : নবী হোসেন, মাতা : কিতাবজান, বর্তমান বয়স : ৭৫ বৎসর, পেশা : কৃষক, গ্রাম : হিজলজানি, পাছতরিল্লা, উপজেলা : নান্দাইল, ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.১.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

৭. আবদুল করিম, পিতা : আখতার হোসেন, মাতা : জায়ফলেন্নেছা, গ্রাম : হাটশিরা, খারুয়া, উপজেলা : নান্দাইল, ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.১.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

www.pathagar.com

৮. মো ঃ আবদুল হাকিম, পিতা : হাসেম আলী, মাতা : লাকজান বিবি, বয়স : ৫২ বৎসর, পেশা : কৃষি, গ্রাম : খৈরাটি, ইউনিয়ন ও উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.৩.২০১২, সময় : সকাল ৮.১০ মিনিট

৯. মোঃ আবদুস সাত্তার, পিতা : মকবুল হোসেন সরকার (মৃত), মাতা : হালিমা, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : ইউনিয়ন পরিষদের আদাকারী, গ্রাম : উত্তর দত্তগ্রাম, ইউনিয়ন : মাইজবাগ, উপজেলা: ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, তারিখ: ০৭.০৮.২০১২, সময়: রাত ৯.১০ মিনিট

১০. পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকপুরাণ : মুখবন্ধ', লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, (সম্পাদনা) পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪

১১. মুহম্মদ ফরিদ উদ-দীন, কাহিনী-কিংবদন্তি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬

১২. জগমোহন বর্মণ; 'কিংবদন্তীর এক নীরব সাক্ষী বড় বিলার নবাইকুরি', আখিলা, ফুলবাড়িয়া সাহিত্য সংসদ, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৮-৯

১৩. মুহম্মদ আবদুল লতিফ মিয়া, আমার দেখা ফুলবাড়িয়া, নভেম্বর ২০১১, ফুলবাড়িয়া এবং প্রাসঙ্গিক কথা; ফুলবাড়িয়া সমিতি, ময়মনসিংহ, পৃ. ৩৩

১৪. দরজি আবদুল ওয়াহাব, প্রাগুক্ত

১৫. মীর গোলাম মোস্তফা, পিতা : মীর হালিম উদ্দিন আহমেদ, মাতা : রিজিয়া খাতুন, জন্ম : ৫ জুলাই, ১৯৬৬, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : বহুলী, ইউনিয়ন : ধীতপুর, উপজেলা : ভালুকা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.৩.২০১১, সময় : সকাল ১০ টা

১৬. রফিকুল ইসলাম মানিক, জাহাঙ্গীর আলম, ডাকাত ভিটা, আখিলা (সম্পাদক) মোত্তালিব দরবারী, ফুলবাড়িয়া সাহিত্য সংসদ, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ১৩-১৪

১৭. রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৪

১৮. দীনেশ কুমার সরকার, 'মিথ ও লোকাচার', 'লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি', সম্পাদনা : ড. পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০

১৯. ড. দুলাল চৌধুরী, 'প্রাচীন সভ্যতার লোকপুরাণ', 'লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি', সম্পাদনা : ড. পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৩

২০. ড. দুলাল চৌধুরী, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩

২১. ড. পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকপুরাণ : মুখবন্ধ', 'লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি', সম্পাদনা : ড. পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৯৮২, পৃ.৭

২২. জর্নেশ চিরান, পিতা : দীনেশ দ্রং, মাতা : সুখিলা চিরান, বর্তমান বয়স : ৫৬ বৎসর, পেশা : লেখালেখি, গ্রাম : চরবাঙ্গালিয়া, ইউনিয়ন : গাজিরভিটা, উপজেলা : হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.১.২০১২, সময় : রাত ৯টা

২৩. বিধিপিটার দাংগ, জানিরা, প্রকাশকাল ১৯৮১

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

ক. লোকশিল্প

লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, হাতপাখা, নকশিশিকা

খ. পোশাক-পরিচ্ছদ

গ. লোকখাদ্য

ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র

ঙ. লোকস্থাপত্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

মূলত পুথিগত শিক্ষার বাইরে অশিক্ষিত কারিগর যে সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করে এবং সেই বস্তু যখন সমগ্র সমাজের ও দেশের সামগ্রী হয়ে ওঠে সেগুলোকে বস্তুগত লোকসংস্কৃতি বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বে গ্রাম্য ঘরবাড়ি, বেড়া, লাঙল, জোয়াল, মই প্রভৃতির নাম করা হয়েছে। এছাড়া কৃষক ও মজুরদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বহু জিনিসের নাম এই তালিকাভুক্ত হতে পারে। লোকযান, লোকশকট বা লোকবাহন (Folkcarts) যেমন—গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদিও এই পর্যায়ের। তাছাড়া লোকশিল্প অর্থাৎ Folk Arts and Crafts-এর সামগ্রিক আবেদন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয় বলে এগুলো বস্তুগত লোকসংস্কৃতি। যদিও এই পর্যায়ের মধ্যে অঙ্কন শিল্পগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক না বলে শিল্প বা সাহিত্যকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলা যেতে পারে। যেমন একটি মাটির পাত্রে যখন একজন গ্রাম্য শিল্পী ছবি আঁকে তখন সেই ছবির যেমন একটি আবেদন অনুভব করা যায়, তেমনি পাত্রটিকে ছবি থেকে বিচ্ছিন্ন করাও অসম্ভব। আবেদনটুকু সাহিত্য পর্যায়ের। কেননা, তা আমাদের বস্তুর অতীত একটি সৌন্দর্যের জগতে, একটি অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে নকশিকাঁথা, বাঁশের ফুলদানি, নকশা করা টুপি প্রভৃতি বহু জিনিসের নাম করা যেতে পারে। নকশা ছাড়াও গ্রাম্য বা অশিক্ষিত মানুষ এমন অনেক জিনিসপত্র তৈরি করে যেগুলোকে আমরা কুটির শিল্পের অন্তর্গত বলে মনে করি, সেগুলোও বস্তুগত লোকসংস্কৃতি হিসেবে বিচার্য।

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের নিকট, সমাজের একজনের একটি থেকে সমগ্র সমাজের নিকট এবং এক দেশ বা সমাজ থেকে অপর দেশে বা সমাজে কতকগুলো উপায়ে প্রচারিত, প্রবর্তিত বা অনুসৃত হয়—(ক) মুখে মুখে শুনে অনেক জিনিস প্রস্তুত করবার পদ্ধতি প্রচারিত হতে পারে। এছাড়া (খ) দেখেও শিখতে পারে—যেমন ঘরবাড়ি, বেড়া, লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি প্রস্তুত-পদ্ধতি। (গ) অনেক সময় অনুকরণের মাধ্যমেও শিখতে পারে। যেমন মাটির পাত্রে নকশা করা বা Folk Arts and Crafts-এর অন্তর্গত উপকরণসমূহ।[১]

ক. লোকশিল্প

সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহাসিকতার ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোকশিল্প। খগেশকিরণ তালুকদার লোকশিল্প সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "আদিম সমাজের প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যবাহী শ্রমজীবী জনতার শিল্পকলা লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত। আদিম সমাজে জীবন জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে উদ্ভূত শিল্পকলা শ্রেণী-সমাজে শ্রম ও জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে তাই, বিপরীত তাৎপর্যে পর্যবসিত অর্থাৎ প্রয়োজনে যার উদ্ভব, পরিণতি তার বিনোদনে।"[২] লোকজীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনকে ছুঁয়ে যাওয়া সেসব বস্তুই এর অংশ। যা প্রকাশ করে ঐতিহ্য ও শিল্পবোধ। লোকজীবনের অসংস্কৃতি অতীতের রূপকল্প আর প্রতীক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোকশিল্পের পরতে পরতে। ধ্রুপদী বা মার্গীয় শিল্পের বাইরে গিয়ে প্রাকৃতজনের নিত্যদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে লোকশিল্প অনন্য।

ময়মনসিংহ জেলায় ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ অঞ্চলের লোকশিল্প অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় যা মানুষের গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে এবং মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতা পূরণে সহায়তা করছে। এসব লোকশিল্পের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হচ্ছে। এসব শিল্পকর্মে শিল্পী তার জীবনাচরণ, কায়িক পরিশ্রম, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, অনুভব, চেতনা ও অভিপ্রায় ধারণ করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্য। যার টানেই অধিকাংশ লোকশিল্পী এ সকল লোকশিল্পে যুক্ত হয়ে থাকে। এক গভীর আবেগ তাদের মধ্যে বিরাজ করে। এসব শিল্পে একইসাথে মনন ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবন অনিশ্চিতা। ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি উপজেলার লোকশিল্পের মাঝে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। এ অঞ্চলের লোকশিল্পের (চারু ও কারু) মধ্যে লক্ষ্মীর সরা, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, কাঠখোদাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মীর সরা

ময়মনসিংহের ত্রিশাল অঞ্চলে মৃৎশিল্পের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিশেষ তৈরি হয়ে থাকে লক্ষ্মীর সরা। এই কাজটি মূলত নারীরাই করে থাকেন।

লক্ষ্মীর সরা নির্মাণ প্রক্রিয়া

প্রথমে এঁটেল মাটি কোদাল দিয়ে কেটে নরম করা হয়। তারপর মাটি ধলা করে কান দ্বারা চিকন করে কুচি কুচি করে কাটা হয়। কান হচ্ছে টিন বা বাঁশের টুকরো দিয়ে তৈরি ছুরি জাতীয় এক প্রকার হাতিয়ার। টুকরো নরম মাটিকে গোল করে বইলা দ্বারা রুটির মতো বানানো হয়। বইলা হচ্ছে মাটির তৈরি এক প্রকার জিনিস। যা দিয়ে মাটি গোল করা করা। তারপর রুটির মতো মাটির গোল অংশটি লক্ষ্মীর সরার ছাঁচ বা ফর্মে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ পর ফর্ম থেকে বের করা হয়। তখন লক্ষ্মীর সরার ফর্মের অংশ নতুন মাটির সরার মধ্যে অঙ্কিত হয়। নতুন লক্ষ্মীর সরাটি রোদে শুকানোর পর পোড়ানো হয়। পোড়ানোর পর এতে সাদা/লাল অথবা নীল রঙ করা হয়।[৩]

www.pathagar.com

কোদাল দিয়ে এঁটেল মাটি নরম করা হচ্ছে

বইলা দিয়ে মাটিকে সরা বানানো হচ্ছে

বইলা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে একটি সরা তৈরি হচ্ছে

সরাকে অন্য একটি লক্ষ্মীর সরার ছাঁচে ফেলা হচ্ছে

www.pathagar.com

ছাঁচে ফেলার পর আঙুলে টিপে লক্ষ্মীর সরা তেরি

ছাঁচ থেকে উঠিয়ে আনা লক্ষ্মীর সরা

লক্ষ্মীর সরা তেরির ছাঁচ

www.pathagar.com

একাধিক লক্ষ্মীর সরা

আগুনে পোড়ানোর পর লক্ষ্মীর সরা

www.pathagar.com

মুক্তাগাছার নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা গ্রাম বাংলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রামের নারীরা মনের নানা সুখ দুঃখের ঘটনাবলী মনের মাধুরী মিশিয়ে কাপড়ের মধ্যে নানান নকশা, চিত্র, ছবি একে নকশিকাঁথা তৈরি করে থাকে। এর উপকরণ—পছন্দ মতো কাপড়, সুঁচ, সুতা, ফ্রেম, ট্রেসিং পেপার, কেরোসিন তেল, নীল।

বিভিন্ন প্রকার নকশিকাঁথা

লালন নকশি, আব্বাস উদ্দিন নকশি, রবীন্দ্রনাথ নকশি, কাজী নজরুল নকশি, জসীম উদ্‌দীন নকশি, পল্লীবালা নকশি, বৌ নকশি ইত্যাদি নানা নামে নকশিকাঁথার নাম করণ করা হয়ে থাকে।

সেলাইয়ের নাম

নকশিকাঁথা সেলাইয়েরও বাহারি নাম রয়েছে। যেমন—যশোর স্টিচ,কাথা স্টিচ, জোড় কাথা, ভরাট ঢাল, ডাবল চেইন, শামুক বাইট্রা, মাছ কাটা বাইট্রা, ক্রস বাইট্রা, ৫ প্রকার গুজরাটী যেমন—লতা গুজরাটী, রাজ গুজরাটী ইত্যাদি।

তৈরির প্রক্রিয়া

প্রথমে পছন্দ মতো কাপড় নির্বাচন করা হয়। এর পর তেল, নীল ব্যবহার করে ছাপ দিয়ে ডিজাইন বা নকশা করা হয়। সহজ নকশা হলে অনেক সময় বাঁশের বেতি ব্যবহার করে নকশা বানিয়ে বা ব্লক আকারে বসিয়ে নকশা আঁকা হয়।

নকশিকাঁথা

www.pathagar.com

মৃৎশিল্প

ঈশ্বরগঞ্জের মৃৎশিল্প

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার জাটিয়া ইউনিয়নের সুটিয়া গ্রামে ও আঠারবাড়ি ইউনিয়নের খালবলা বাজার সংলগ্ন পাতহিরা গ্রামে বেশ কয়েকটি কুমোর বা পাল পরিবার রয়েছে। একসময় হাতে ঘুরানোর চাকার প্রতীক হয়ে উঠেছিল কুমোর বা পালদের বোঝানোর জন্যে। বর্তমানে ঐ ধরনের চাকের ব্যবহার নেই বললেই চলে। মাটির কলসির চাহিদা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকার ব্যবহার হয় না বলেই জানান কুমোররা। দুটি এলাকা ঘুরে একটি চাকারও সন্ধান পাওয়া যায় নি। গরুর গাড়ির চাকার মতো হাতে ঘুরানো এই যন্ত্রের নাম কুলালচক্র। চাকের উপর মাটির দলা রেখে চাকতিকে প্রয়োজন মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করা হয় কলসিসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পাত্র। হাঁড়ি-পাতিল সরা ছাড়াও কলসিসহ অন্যান্য মাটির বাসন-কোসন পুরুষরাই তৈরি করে থাকেন। কুলালচক্র পুরুষরাই ব্যবহার করেন।

মৃৎশিল্পের উপকরণ

মৃৎশিল্পের উপকরণ সাধারণত লাল এঁটেল ও কালো এঁটেল, বিভিন্ন খেলনা ও হাঁড়ি-পাতিল টব বানানোর জন্যে ছাঁচ।

মাটি প্রস্তুত করা ও মাটির জিনিস তৈরি

এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা নান্দাইল উপজেলার 'বলদার বিল' থেকে এই ধরনের এঁটেল মাটি কিনে নিয়ে আসেন। বাড়ির পাশেই স্তূপাকার করে রাখা মাটি প্রথমে কোদাল দিয়ে কেটে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে এবং মাঝে মধ্যে অল্প পরিমাণ পানি ছিটিয়ে মাটিকে নরম করা হয়। তারপর কোদাল দ্বারা মিশ্রিত মাটির উপর দাঁড়িয়ে মাটিকে পায়ের সাহায্যে পিষে পিষে খুব নরম করতে হয়, যাতে মাটি এক ধরনের মণ্ডে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াটি কষ্টের সাথে সব পুরুষরাই করেন তবে মাঝে মধ্যে মহিলারা করে থাকেন। স্তূপাকার থেকে পিষানো মাটি আবার অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে স্তূপ করে রাখতে হয়। স্তূপ করে রাখা মাটি ছেঁচে নিতে হয়। ছেঁচে নেওয়া মাটি আবার পা দিয়ে ডলে ডলে নরম ও আঁঠালো করে পাত্র তৈরির উপযোগী করতে হয়।

জাটিয়া ইউনিয়নের সুটিয়া গ্রামের মৃৎশিল্পীরা কেবল হাঁড়ি-পাতিল, ভেটটোয়া, সরা, খেলনার বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে থাকে। পাতিল তৈরির জন্যে মণ্ড করা মাটির দলা মাটিতে ফেলে পিটিয়ে পিটিয়ে বৃত্তাকার করতে হয়। বৃত্তাকার দলাটি একটি ছাঁচে ফেলে কাঠের তৈরি গুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে পাতিলের আদল দিতে হয়। ছাঁচ থেকে উঠিয়ে নিয়ে পাতিলগুলো রোদে শুকানোর পর আবার ছাঁচে ফেলে পানিতে ভিজানো ন্যাকড়ার সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে ঘষে মিশ্রণ করে নেয়া হয়। তারপর আবার রোদে শুকিয়ে পোনের আগুনে পুড়াতে হয়। হাঁড়ি, ভেট্‌টোয়া একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

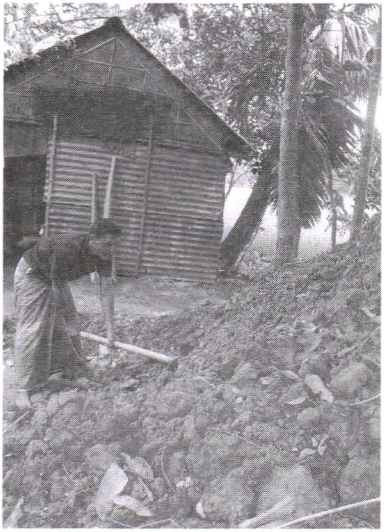

কোদাল দিয়ে দুই ধরনের এঁটেল মিশ্রিত করা হয়

পায়ের সাহায্য মাটি পিষানো হয়

পেষানো স্তূপাকার মাটি ছেনে নেয়া হয়

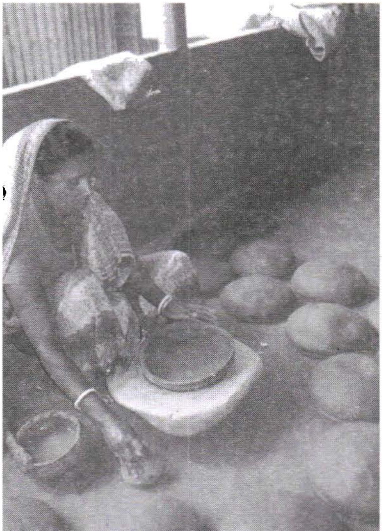

ছাঁচে ফেলে বইলায় পিটিয়ে তৈরি করা হয় পাতিল

www.pathagar.com

ফুলের টব তৈরি

ফুলের টবের কারুকাজময় কান্দা তৈরি

পোনে সাজিয়ে রাখা টব

পোনে পোড়ানো মাটির পাত্র

www.pathagar.com

ফুলের টব

আঠারবাড়ি ইউনিয়নের খালবলা বাজার সংলগ্ন পাতহিরা গ্রামের পালরা বর্তমানে ছোট-বড় ফুলের টব তৈরি করছে। ছোট-বড় যে-কোনো আকৃতির টব বানানোর জন্যে পিষে নেয়া মাটি থেকে টবের তলা আলাদাভাবে তৈরি করে নিতে হয়। তারপর তিনটি পৃথক পৃথক মাটির পাত বানিয়ে নিয়ে ছাঁচে ফেলতে হয়। ছাঁচে ফেলানো পাতের মাটি কেটে কেটে জোড়া লাগাতে হয়। ছাঁচে ঠিকমতো টবের আকৃতি দেওয়ার পর ছাঁচ থেকে কাটা টব বের করে নেয়া হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে টবের মুখের চারদিকে কারুকাজময় কান্দা তৈরি করে নিয়ে সাজিয়ে পোনে পোড়াতে হয়। এসব টব পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বানিয়ে থাকেন।[৪]

বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত টব তৈরি

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পায়ের ধাক্কায় ও হাতের ভিতর মাটির দলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক ধরনের পাত্র এবং টব বানানো হয়। যন্ত্রচালিত টব তৈরি কেবল পুরুষরাই করে থাকেন।

মুক্তাগাছার মৃৎশিল্প

মুক্তাগাছা উপজেলার বনবাংলা গ্রামে এবং সুতিয়ায় মৃৎশিল্প এখনও গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। বনবাংলা গ্রামে প্রায় ৫০টি ঘর মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত। এদের উপাধি পাল। তাই এই পাড়াটি পাল পাড়া নামেই পরিচিত। যারা মৃৎশিল্পের কারিগর বা নির্মাতা তাদের কুমার বলে। প্রাচীনকাল থেকেই কুমারগণ বংশানুক্রমে এ পেশায় নিয়োজিত আছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িত।[৫]

এই অঞ্চলে হাঁড়ি, পাতিল, ঢুলি, নোয়ারা (তরকারি রান্নার পাতিল), সান্‌কি, টুপা (খইয়ের), ঢাকনা, কলসি, মালসা, জালা, কড়াই, সরা, চাড়ি ইত্যাদি মৃৎশিল্প তৈরি করে। এসব সামগ্রী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়াও পাখি, ময়ূর, ষাঁড়, হাতি, হাঁস, পুতুল, ব্যাংক, ছোটো ছোটো খেলনা হাঁড়ি-পাতিল প্রভৃতি তৈরি করে থাকে। এগুলো সৌখিনভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যবহারিক দ্রব্যের তুলনায় সৌখিন দ্রব্যগুলোতেই নান্দনিকতার প্রকাশ বেশি দেখা যায়। এসব শিল্প শিল্পীরা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ও দক্ষতার সাথে তৈরি করে থাকেন।

এসব মৃৎশিল্প তৈরির প্রধান উপকরণ মাটি। মূলত এঁটেল মাটি মৃৎশিল্পের জন্য উপযোগী। তবে এঁটেলের রয়েছে রকম ফের। কালো ও লাল মিশ্রণের এঁটেলের মাটি থেকে মৃৎশিল্প তৈরি হয়ে থাকে। এসব মাটি গোয়ারি নামক স্থান থেকে আনা হয়। যে-কোনো মৃৎশিল্প তৈরিতে কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয়—মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মাটিকে উপকরণ তৈরির উপযোগী করা, পাত্রে আকৃতি দান, রোদে শুকানো, আগুনে পোড়ানো, রঙ বা প্রলেপ দেয়া। মুক্তাগাছার মৃৎশিল্পীরা গোয়ারি নামক স্থান থেকে ভ্যান হিসেবে গড়ে ১০০০ টাকার মাটি কিনে আনে। এই মাটি বাড়ির আঙ্গিনায় স্তূপাকৃতভাবে সংরক্ষণ করা হয়।[৬]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ধাপে মাটিকে উপকরণ তৈরি করার উপযোগী করে তুলতে প্রয়োজন অনুসারে কোদাল দিয়ে কেটে নেয়া হয়। এরপর পানি দিয়ে মাটিকে নরম করা হয়। মাটি ধারাল অস্ত্র দিয়ে পাতলা করে কেটে ছানা হয়। এর সাথে বালু মিশিয়ে হাত ও পায়ের সাহায্যে মাটিকে মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় মাটি থেকে কাঁকর, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি বের করে নেয়া হয়। এভাবে মাটি ছানা হতে থাকে পাত্র তৈরির উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।[৭]

মুক্তাগাছার মৃৎশিল্পীরা মৃৎশিল্প তৈরি করতে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করে-

১। চাকার মাধ্যমে

২। ফারার মাধ্যমে

৩। ছাঁচের মাধ্যমে

৪। হাতের দ্বারা[৮]

চাকার মাধ্যমে শিল্পীরা সাধারণত কলস, ফুলদানী জাতীয় মৃৎশিল্প তৈরি করে থাকেন। এই বনবংলায় ৩ ঘর এবং সুতিয়ায় ২ ঘর এ চাকার মাধ্যমে মৃৎশিল্প তৈরি হয়ে থাকে। তবে চাকা দিয়ে তারা সবসময় মৃৎশিল্প তৈরি করেন না। বর্ষার সময় এ কাজ বন্ধ থাকে। চাকার মাধ্যমে পাত্র তৈরিতে প্রথমে পাত্রের আকার অনুযায়ী সেই পরিমাণ মাটি রাখা হয়। তারপর শিল্পী তার দুই পা চাকার দুই দিকে বিছিয়ে দিয়ে এমনভাবে বসেন যেন চাকাটি তার দুই পায়ের মধ্যখানে থাকে। এরপর শিল্পী চাকাটি হাত দিয়ে জোর ঘুরিয়ে দেন, চাকাটি ঘুরতে থাকে। শিল্পী চাকার উপর রাখা মাটিটি দশ আঙুল ব্যবহার করে অপূর্ব কৌশলে আকৃতি দিতে থাকেন। এই কাজটি করার সময় তিনি মাঝে মাঝে তার পাশে রাখা পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে নেন। এভাবেই ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে শিল্পকর্ম। ফারাতে সাধারণত হাঁড়ি, পাতিল, সান্‌কি, সরা, মালসা, ঢাকনা, টুপা, জালা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এমনকি কলসও ফারার মাধ্যমে তৈরি কর হয়। ফারাগুলো সাধারণত মাটির হয়ে থাকে যা দেখতে অনেকটা থালার মত। এই ফারার উপর মাটির দলা রেখে প্রাথমিক আকৃতি দেয়া হয়। এরপর পিটনা আর কইলক্ষার সাহায্যে পুরো আকৃতি দেয়া হয়। এরপর মাটি পানিতে নেকড়া ভিজিয়ে পরিপূর্ণ আকৃতি দেয়া হয়।[৯]

ছাঁচের মাধ্যমে ষাঁড়, হাঁতি, পুতুল, লক্ষ্মী প্রতিমা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। প্রথমে ছাঁচে মাটি আঙুলের সাহায্যে ঠেসে ঠেসে সমান করে ভরতে হয়। মাটি দেয়ার আগে ছাঁচে বালু দিতে হয় অল্প পরিমাণ। এরপর দুটো ছাঁচ একত্র করে আকৃতি আসলে আলতো করে ছাঁচগুলো মাটি থেকে আলাদা করতে হয়। প্রাথমিক আকৃতি হয়ে আসলে পাত, কাঠি, বানকি (মাটি কাটার ধারালো অস্ত্র)-র সাহায্যে শিল্পের ফিনিশিং আনা হয়। এসব ছাঁচ শিল্পীরা নিজেরাই তৈরি করে থাকেন। প্লাস্টার মাটি দিয়ে তারা ছাঁচ তৈরি করেন।[১০]

হাতের ব্যবহার সব পাত্রেই করা হয়। তবে শুধুমাত্র হাতের ব্যবহারে ছোট ছোট পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, থালা, কড়াই, পাখি ইত্যাদি তৈরি করা হয়ে থাকে।[১১]

www.pathagar.com

মাটি দ্বারা এসব দ্রব্যাদি তৈরি হলে রোদে শুকানো হয়। সাধারণত আঙিনা বা যেকোনো খোলা জায়গায় যেখানে রোদ এসে পড়ে সেখানেই পাত্রগুলো শুকানো হয়।[১২] শুকানো শেষে পাত্রে রঙ দেয়া হয়। শিল্পী প্রথমে পাত্রগুলোতে চক পাউডার দিয়ে রঙ দেন। তারপর বাজার থেকে আনা রঙ দেন। সাধারণত সৌখিন দ্রব্যগুলোতেই বাজার থেকে কেনা রঙ দেয়া হয়। তবে অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যগুলোতে নিজেদের তৈরি রঙই ব্যবহার করে থাকেন। খয়ারের সাথে সোডা, লাল মাটি একসাথে জ্বাল দিয়ে লাল রঙ তৈরি করেন। রং করে দেয়ার পরে দ্রব্যগুলো শুকিয়ে পুঞ্জিতে (পইন, চুল্লি) একত্রে পুড়ানো হয়। প্রায় প্রতিটি বাড়ি সংলগ্ন একটি করে পুঞ্জি রয়েছে। এখানেই দ্রব্যগুলো পুরানো হয়।[১৩]

গ্রামবাংলায় এসব মৃৎশিল্পের এখনও চাহিদা রয়েছে। তাই আজও তারা এসব শিল্প তৈরি করে চলেছেন। এসব দ্রব্যাদি সারা বছরই পাইকারি কিংবা খুচরা বিক্রি করে থাকেন। সাধারণত মাসে দুই থেকে তিন হাজার টাকা তাদের মাসিক লাভ হয়ে থাকে। কখনও কখনও ৫০০০-৭০০০ টাকা পর্যন্তও লাভ হয়ে থাকে। সাধারণত ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসব, যেমন ঈদ, পূজা, মহরম-এ এসব দ্রব্যাদি বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। এছাড়া পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে মেলা, নবান্ন মেলা বা অন্যান্য স্থানীয় মেলা যেমন বিংশিল্লা মেলা, লাঙইলা মেলা ইত্যাদিতে মৃৎশিল্পীরা তাদের দ্রব্যের পসরা বসিয়ে থাকেন। এসময় সৌখিন দ্রব্যাদি বিক্রিই বেশি হয়ে থাকে। তবে ব্যবহারিক দ্রব্যাদিও বেশ বিক্রি হয়ে থাকে। এসব শিল্প বিক্রি করেই চলছে তাদের দিনযাপন।[১৪]

বাঙালির জীবন প্রণালীর সাথে মৃৎশিল্পের ব্যবহার্য এসব দ্রব্যাদি জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে। এসব মৃৎশিল্প মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারে অপরিহার্য ছিল একসময়। কালের বিবর্তনে আধুনিক যুগের প্রভাবে এগুলোর ব্যবহার ক্ষীণ হয়ে এলেও এখনও এই অঞ্চলে-এর ব্যবহার কম নয়।[১৫]

ফুলবাড়িয়ার মৃৎশিল্প

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—"লোকায়ত মানসের পরিচয় পাওয়া যায় গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের পলি বিস্তৃত বাংলাদেশের মৃৎশিল্পে।" প্রকৃতপক্ষে মাটি আর মানুষের শ্রেষ্ঠতম নির্দশন হলো মৃৎশিল্প। মৃৎশিল্পই মানুষের নির্মিত সহজতম ও প্রাচীনতম শিল্প।

ময়মনসিংহের অন্যান্য উপজেলার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য ছিল এবং আছে ফুলবাড়িয়া উপজেলার মৃৎশিল্পের অবদানের ক্ষেত্রে। এখানকার শতাধিক মৃৎশিল্পী আছেন। অতীতে পালপাড়ায় বিপুল পরিমাণে হাঁড়ি, কলস, ডেকচি, পাতিল, জালা, ঘটি-চাড়ি, খেলনাজাতীয় সামগ্রী প্রভৃতি তৈরি হতো। তৎকালে লোকজ পারিবারিক জীবনে উক্ত সকল উপকরণের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। ইদানীং তথ্য-প্রযুক্তি, প্লাস্টিক ও ধাতব উপকরণের ব্যাপক প্রসারে কিছু কিছু মৃৎপাত্রের ব্যবহার কমে গেলেও বেড়ে গেছে কিছু সংখ্যক মৃৎপাত্রের ব্যবহার ব্যাপকভাবে গ্রামে ও শহরে। যেমন—দধির পাতিল, ফুলের টব, শিশু-কিশোরদের টাকা সঞ্চয়ের ব্যাংক। মাটির তৈরি গুণীজনদের

www.pathagar.com

ভাস্কর্য এখন শোভা পাচ্ছে শহরের অভিজাত সংস্কৃতিবান পরিবারের কার্পেট বিছানো ড্রয়িংরুমে। এসব নাগরিক মৃৎশিল্প পণ্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে। ময়মনসিংহ শহরের ৮০% নাগরিক মৃৎপাত্র ফুলবাড়িয়ার শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত।

সদর উপজেলার মৃৎশিল্প

মৃৎশিল্পের উপকরণ নিয়ে ময়মনসিংহ শহরের কাচারিঘাট রোডে রয়েছে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'বাংলার রূপ।' উৎপল সরকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চমানের অসাধারণ প্রতিভাবান একজন মৃৎশিল্পী। তারই উদ্যোগে এ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

তার দোকানে যে সকল আধুনিক মৃৎশিল্প উপকরণ পাওয়া যায় সেগুলো হলো—মাটির তৈরি মাদার তেরেসা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল, লিওনার্দো-দা ভিঞ্চি, বুদ্ধ মূর্তি, যিশুর ভাস্কর্য, শিবমূর্তি, বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য, ডিনার সেট, বিভিন্ন ফুলের টব, বিভিন্ন ওয়াল সেট, মুখোশ ইত্যাদি। তার পিতা অপূর্ব সরকার।

খেলনা

বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ঐতিহ্যগতভাবেই রয়েছে অনেক খেলার সামগ্রী। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্তই শিশু-কিশোররা খেলার জিনিসগুলো পছন্দ করে এবং এসব নিয়ে খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দ পায়। শিশুতোষ খেলার জিনিসগুলোই মূলত খেলনা।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো, ময়মনসিংহ অঞ্চলেও বিভিন্ন ধরনের খেলনা নিয়ে খেলার প্রচলন এখনও রয়েছে। যেমন : পুতুলের বিয়ে, বর ও কনে পুতুলকে বহন করার জন্যে পালকি, মিছেমিছে ভাত তরকারি রান্না করার খেলনাপাতি, এ-খেলায় ছোট ছোট খেলনা হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাটির হাঁড়ি-পাতিলের স্থলে সিলভার ও প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা হাঁড়ি-পাতিল স্থান করে নিয়েছে।

শিশুরা পছন্দ করে ফুল, পাখি, কাঁঠাল, আম, বাঘ, হরিণ, গরু প্রভৃতি নিয়েও খেলা করতে। মাটির তৈরি খেলনাগুলো সাধারণত ময়মনসিংহের বিভিন্ন উপজেলায় বসবাসকারী পালরাই তৈরি করে থাকেন। যেমন : মাটির পুতুল, মাটির ফুল, পাখি, লতাপাতা, আম, কাঁঠাল, লিচু, গরু-ছাগল, বাঘ, হরিণ, হাতি প্রভৃতি।

কাগজের তৈরি বিভিন্ন ধরনের খেলনারও প্রচলন রয়েছে। কাগজের বিভিন্ন ধরনের ফুল মালাকাররা শুধু বাড়িতেই তৈরি করেন না। কোনো লোকমেলায় মেলার স্থানে বসেও কাগজের ফুল তৈরি করে তাৎক্ষণিক বিক্রি করে থাকেন। মালাকার ছাড়াও অন্য পেশার মানুষও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাগজের ফুল ও কাগজের মালা তৈরি করে থাকেন।

www.pathagar.com

মাটির পুতুল তৈরি করা হচ্ছে

খেলনা জাতীয় বিভিন্ন ধরনের পাত্র ও হাতি, ঘোড়া, ষাঁড় তৈরি করা হচ্ছে

www.pathagar.com

মাটির ব্যাংক তৈরি করা হচ্ছে

শিশুদের টুলাপাতি খেলার খেলনা

www.pathagar.com

হাতি তৈরির ছাঁচ

খেলনা হাতি রোদে শুকানো হচ্ছে

www.pathagar.com

মাটির তৈরি পুতুল

খেলনা ষাঁড় রোদে শুকানো হচ্ছে

www.pathagar.com

মেলায় মাটির তৈরি খেলনার দোকান

মেলায় খেলনার দোকানে বসানো হয়েছে শিশু বিক্রেতাকে অথচ সে নিজেই অন্য শিশুর সঙ্গে খেলনা নিয়ে মত্ত

www.pathagar.com

লোকমেলায় প্লাস্টিকের খেলনা হাতে শিশু

লোকমেলায় খেলনা টুপি মাথায় পরিহিত শিশু

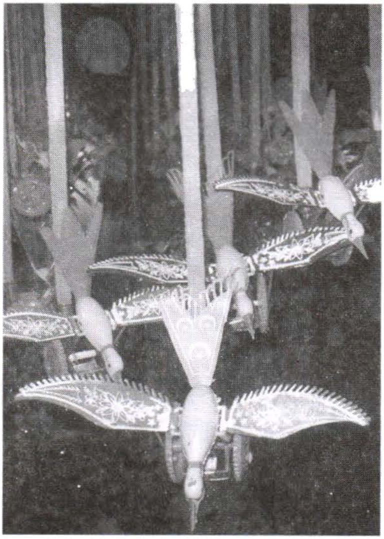

প্লাস্টিকের তৈরি পাখির আদলে খেলনা গাড়ি

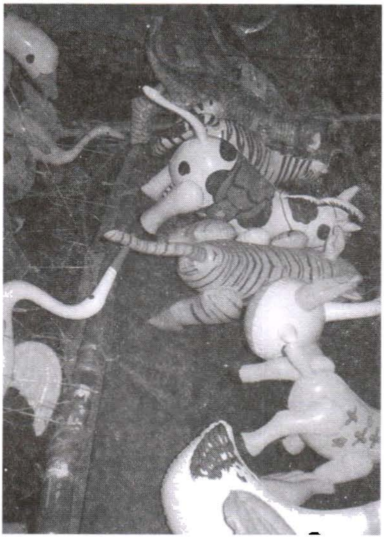

প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা হাঁস, বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী মাটি ও কাগজের খেলনার পাশাপাশি বর্তমানে প্লাস্টিকের তৈরি খেলনারও প্রচলন রয়েছে। বাঁশের বিভিন্ন ধরনের বাঁশি খেলনা হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুদের কাছে।

চৈত্র সংক্রান্তির মেলায়, বান্নির মেলায়, বৈশাখী মেলায়, রথ মেলায়, ওরসের মেলায় মাটির খেলনা, কাগজের খেলনা, প্লাস্টিকের খেলনার প্রচুর দোকান বসে। আর এসব দোকানে সিংহভাগ ক্রেতা মূলত শিশু-কিশোররাই।

ঈশ্বরগঞ্জের নলুয়াপাড়ার বাঁশ-বেতের শিল্প

কেবল বাঁশ থেকে প্রয়োজন মতো নল কেটে, সেই নল থেকে বেত তুলে নিয়ে যারা নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র যেমন—ডোলা বা ডুলি, ধারি, চাটাই চালুনি, হাতপাখা, ঘরের সিলিং, ঘরের বেড়া প্রভৃতি তৈরি করেন তাঁদেরকে নলুয়া বলা হয়। অবশ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে এই ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবীর মানুষকে। যেমন—মানিকগঞ্জ অঞ্চলে এই পেশার মানুষ দফাদার নামে অভিহিত। ঈশ্বরগঞ্জের নলুয়ারা মুসলিম সম্প্রদায়ের। তবে বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে এই পেশাজীবী হিন্দু সমাজের হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির ঋষি সম্প্রদায়ও বাঁশশিল্পের কাজ করে থাকেন। নলুয়ারা যে-কোনো গ্রামে, মহল্লা বা পাড়ায় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করেন।[১৬]

নলুয়ারা সব ধরনের বাঁশ ব্যবহার করেন না। তাদের কাজের সাথে যে-সব বাঁশের চাহিদা রয়েছে সেসব বাঁশকে পোনামতি ও মরাল বাঁশ বলা হয়। যে-সব বাঁশের গিট খুবই শক্ত এবং আঁশ মোটা, সেসব বাঁশ তাদের জন্য অনুপযোগী।[১৭]

নলুয়ারা কেবল কোমল গিঁট, মিহি ও চিকন আঁশযুক্ত বাঁশকে প্রয়োজনমতো কেটে নেন নল আকারে। তারপর বাঁশের নল দায়ের সাহায্যে মাঝখানে ফেড়ে নিয়ে দুই ভাগ করে নেন। বাঁশ কেটে নিয়ে নিপুণ হাতে ছন্দময় গতিতে সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে বেতি বা চটা তোলেন। একাজে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই পারদর্শী।[১৮]

নলুয়ারা মূলত ধান, চাউল, কলাই, গম ও অন্যান্য ফসলজাত দ্রব্য রাখার জন্য ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের ডোলা বা ডুলি তৈরি করে থাকেন। একটি ডুলি তৈরিতে তিন/চারজন কারিগর একত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেন। ডুলি তৈরিতে পুরুষ ও মহিলারা উভয়ে অংশ নেন।[১৯]

ডুলি তৈরির সময় আগে তলা গাঁথতে হয়। পরে বেতির পর বেতি দিয়ে চারটি কোণা তুলতে হয়। কোণা উঠার পর বিভিন্ন আকৃতির ডোলা খাড়া করে মাথা মারতে হয়। মাথা মারার পর বাঁশের খাপের সাহায্যে চাক বানিয়ে মুখ বাঁধা হয়। এভাবেই একটি ডুলি তৈরি করা হয়। ডুলি বা ডোলাগুলো কেবলমাত্র ফসলজাত দ্রব্য রাখার জন্যে তৈরি হলেও এইসব ডুলির গায়ে শিল্পীর নিপুণ কারুকাজ এবং সৌন্দর্যবোধ নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে ফুটে ওঠে।

www.pathagar.com

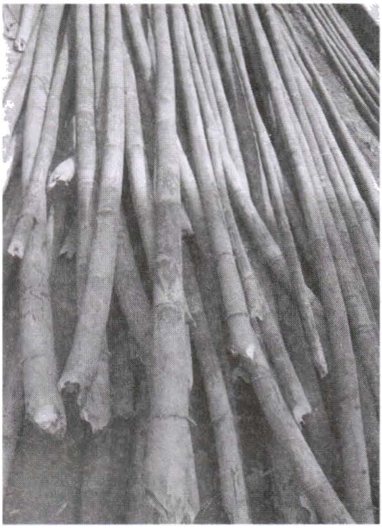

মরাল বাঁশের স্তূপ

মরাল বাঁশের ফালি থেকে বেতি বা চটা তুলা হচ্ছে

ডুলি তৈরির জন্যে তলা গাঁথা হচ্ছে

চারটি কোণা তোলার পর সম্পন্ন করা হচ্ছে ডুলি

www.pathagar.com

বাঁশের চাক দিয়ে ডুলির মাথা মোড়ানো হচ্ছে

হাটে বিক্রির জন্য রাখা বিভিন্ন আকৃতির ডুলি

www.pathagar.com

সদর উপজেলার বাঁশশিল্প

প্লাস্টিক এবং বিভিন্ন ধাতব শিল্প উপকরণ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হলেও ময়মনসিং সদর উপজেলায় এখনো প্রচুর পরিমাণে বাঁশের তৈরি উপকরণ ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ঘর এখনো বাঁশজাত উপকরণে তৈরি। এখানকার গ্রামের মানুষের অধিকাংশ বাসগৃহ, রান্নাঘর, গোয়ালঘরের খুঁটি, পাইর, ধন্যা, বেড়াম ঝাঁপ, ভেলকি এবং ছন বা তাল পাতার চালের ফ্রেম বা কাঠামো বাঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়। এখানকার গ্রামীণ মানুষের ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে চালুনি, কোলা, ডুলি, বাঁশি, পাখা, চাঙ্গারি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ সদরের চুরখাই, দাপুনিয়া, শম্ভুগঞ্জ, পরানগঞ্জের গ্রামীণ বাজারে নির্দিষ্ট হাটবার দিনে বাঁশের তৈরি প্রায় সকল উপকরণ বিক্রি হয়। ময়মনসিংহ শহরের বড় বাজারে পাঁচটি স্থায়ী দোকানে বাঁশের তৈরি সকল প্রকার হস্তশিল্প উপকরণ পাওয়া যায়।

সদর উপজেলার বেতশিল্প

এক সময় ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সর্বত্র বেতের প্রচলন ছিল ব্যাপক। বেত এখনও একেবারে দুর্লভ হয়ে যায়নি। উপজেলার কোনো কোনো গ্রামের ২/১টি বাড়িতে পারিবারিকভাবে অল্প পরিমাণে বেত চাষ করা হয়। বেতের ডালি, খাঞ্চা, ঢাকি, ধান-চাউলের বেড়, ডুলি, পাটির যথেষ্ট প্রচলন ছিল অত্র এলাকায়। এখন মূলত পাটি ও শীতলপাটি তৈরির জন্য মুক্তাপাট বা বেতিপাটের চাষ অতি অল্প স্থানে করা হয়। যারা পাটি তৈয়ার করে তারা পাইত্যা বলে পরিচিত। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসীরা এসব কাজে দক্ষতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বেত দ্বারা ময়মনসিংহ শহরের চরপাড়ায় গড়ে তোলা হয়েছে ৫/৬টি বেতশিল্প কারখানা ও দোকান। এখানে আধুনিক রুচির শহরবাসীর চাহিদা মাফিক সোফাসেট, খাট, চেয়ার, টেবিল, দোলনা ইত্যাদি তৈরি করা হয় বেত দ্বারা।

ঈশ্বরগঞ্জের পাটনীপাড়ার বাঁশশিল্প

পাটনীরা দীর্ঘকাল আগে খেয়া পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ছয়/সাত পুরুষ আগে থেকে তারা বাঁশশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারা বাঁশের ফালে বাঁশের চিকন বেতি বা চটা তুলে কুলা, ডালি, সাজি প্রভৃতি তৈরি করেন।

একটি কুলা তৈরিতে বাঁশ চেঁচে নিয়ে মাঝখানে ফেড়ে চিকন করে বেতি বা চটা তোলেন। তারপর প্রথমে কুলার মাথা মেপে নেন। কুলার মাথা হয়ে থাকে ১৫ থেকে ১৬ আঙুল লম্বা, চওড়া আধা ইঞ্চি। চার/পাঁচটা বেতি প্রথমে পাততে হয়, কুলার মাথা থেকে বুনন কাজ শুরু করতে হয়। মাথা থেকে বেতি জোড়া দিয়ে ডান হাতে বেতি ঢুকিয়ে বাম হাতে ভেঙে ভেঙে মুড়ি লাগাতে হয়। বেতির নানান নকশার বুননে কুলা তৈরি হয়। কুলার উল্লেখযোগ্য নকশাগুলো হচ্ছে—খাড়াচালান, কুড়িচালা বা বাদরা, পুষ্কুনি বা দিঘির নকশা।

www.pathagar.com

কুলা তৈরির জন্যে বাঁশ ফালি করা হচ্ছে

কুলা তৈরির জন্যে বেতি তৈরি করা হচ্ছে

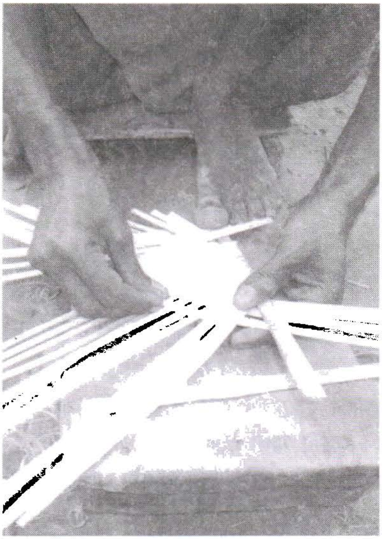

কুলা তৈরির জন্য বাইন তোলা হচ্ছে

www.pathagar.com

বাঁশের খাপ দিয়ে আটকানো হচ্ছে কুলা

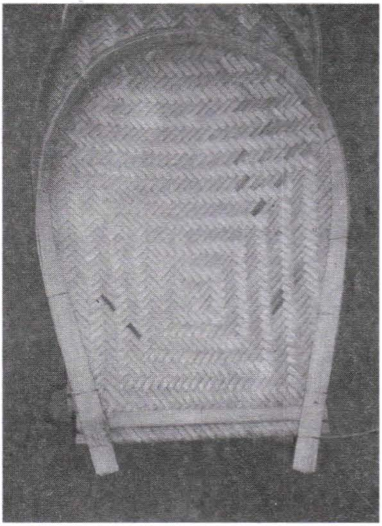

দিঘির নকশার একটি কুলা

হাটে বিক্রির জন্য রাখা বিভিন্ন নকশার কুলা

www.pathagar.com

মুক্তগাছার বাঁশ-বেতশিল্প

বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ুতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন দ্রব্যাদি গ্রামীণ জীবনের অপরিহার্য সম্পদ। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় ঘরের একজন মানুষ নানাবিধ বাঁশ-বেতের কাজে সিদ্ধহস্ত। মুক্তাগাছা উপজেলার বনবাংলা গ্রামের পাইত্যা পাড়ায় বাঁশ-বেতের কাজ হয়ে থাকে। এরা সাধারণত গৃহের বেড়া-খুঁটি থেকে শুরু করে ডালা, কুলা, ধারি, উচা, ডুল, পাইত্যা, ঠুয়া, ধানের গোলা ইত্যাদি তৈরি করে থাকে।[২০] পাইত্যা পাড়া ছাড়াও মহিষ তারা, নমরাশ পাড়াতেও বাঁশ-বেতের কাজ হয়ে থাকে। পাইত্যা পাড়ায় বাঁশ-বেতের কাজ শিল্পীরা মান্দাইদের কাছ থেকে শিখেছেন। এখানে মান্দাইদের বসবাস বেশি ছিল। এসব কাজে তারাই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এখানে বসবাসরত লোকেরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য মান্দাইদের কাছ থেকে বাঁশের কাজ শিখে নেয়। দুই প্রজন্ম থেকে তারা এই পেশায় রয়েছেন। এখানে নিয়োজিত শিল্পীরা অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।[২১]

বাংলাদেশের সর্বত্রই বাঁশ জন্মে। বাঁশ সহজলভ্য হলেও শিল্পীদের এই বাঁশ কিনে আনতে হয়। সাধারণত বাঁশের উপাদান তৈরি করতে তারা তল্লাবাঁশ ব্যবহার করে থাকেন। এই বাঁশ তারা ৪০-৫০ টাকা হিসেবে কিনেন। বাঁশ সংগ্রহ করে আনার পর চলে তা কাজে উপযোগীকরণ। বাঁশ প্রথমে পাতলা করে কেটে বেতা তুলা হয়। এগুলো দ্রব্য অনুযায়ী কেটে নিয়ে আড়াআড়িভাবে একটার উপর আরেকটা বিছিয়ে বুনন তৈরি করতে থাকে। আস্তে আস্তে জিনিস অনুযায়ী এর আকৃতি দান চলতে থাকে।[২২] প্রাথমিক আকৃতি দান করা হলে এর ধার বুননের কাজ চলতে থাকে। কিনারাতে শক্ত বাঁশ দিয়ে রশির (পাটের) সাহায্যে মুখ বন্ধের কাজ চলতে থাকে। নিপুণ দক্ষতায় দ্রব্যগুলোর ফিনিশিং আনা হয়। এরপর বেরিয়ে থাকা অবাঞ্চিত বাঁশ, রশি ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে মসৃণ করা হয়। ধারি বুনতে ৪-৫ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। অন্যান্য দ্রব্যগুলো আকৃতি অনুযায়ী সময় লাগে। ধারি ১০০ থেকে ২০০ টাকায়, উচা ২৫-৩০ টাকায়, ডুল ৫০০-৭০০ টাকায়, পাইত্যা ৩০০ টাকায় বিক্রি করে থাকেন। এসব দ্রব্যগুলো তারা খুচরা ও পাইকারি দুইভাবেই বিক্রি করে থাকেন।[২৩] সাধারণত জষ্টি (জৈষ্ঠ) ও বৈশাখ মাসে এসব দ্রব্য বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। বোরো ধানের জন্য এসময় বেশি বিক্রি হয়। ফলে অন্যান্য সময়ের তুলনায় তারা বেশি দাম পেয়ে থাকেন। এছাড়া বর্ষার সময় মাছ ধরার পাইত্যা, ঠুয়া, ইত্যাদি দ্রব্যাদি বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। গৃহস্থালি কাজ শেষ করে তারা এই কাজ করে থাকেন। এই শিল্পে নারীদের সম্পৃক্ততাই বেশি দেখা যায়। তবে পুরুষরাও এই কাজ করে থাকেন। এই গ্রামে প্রায় ৪০টি ঘর এই কাজের সাথে জড়িত।[২৪]

ফুলবাড়িয়ার বাঁশশিল্প

ফুলবাড়িয়ার সকল গ্রামের সকল বাড়িতে প্রায় প্রতিটি পরিবারের মালিকানায় রয়েছে অন্তত ১টি বাঁশঝাড়। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ বরাক, মাহাল, রাঙ্গিজাওয়া, কান্তাই

www.pathagar.com

ও মলিবাঁশ ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বর্ষাকালে নদীপথে এবং সারা বছর ট্রাকযোগে নিয়ে বিক্রি করা হয় সুদীর্ঘকাল ধরে। ফুলবাড়িয়ার প্রায় সকল গ্রামে রয়েছে ২/৪জন বাঁশশিল্পী। তারা নিয়মিত বাঁশ দ্বারা তৈয়ার করেন কুলা, চালুন, ডালা, খাদা, মাছের পলো, বাইর, খালই, চাটাই, পাল্লা ইত্যাদি। শহরে ইমারত নির্মাণ কাজে টুকরি এবং চাটাই এখন থেকে নিয়ে ব্যবহার করা হয়। কিছু বাঁশশিল্পী নিপুণতা ও দক্ষতার অধিকারী। তাদেরকে ছাফরান বলা হয়। এরা সুনিপুণভাবে বাঁশ দ্বারা কারুকার্যযুক্ত এবং নকশাযুক্ত বেড়া ও বেড়ার উপরি অংশের ঝাঁপ ও ভেলকি নির্মাণে পারদর্শী।

ফুলবাড়িয়ার বেতশিল্প

ফুলবাড়িয়া সদর থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে আছিমবাজারের দক্ষিণে একটি এলাকার নাম পাইত্যাপাড়া। অতীতে এই গ্রামে বিপুল পরিমাণে বেত চাষ করা হতো। এখানে এখনো বেশ কিছু পরিবার বাণিজ্যিকভাবে বেত চাষ করে। বেশ কিছু বেতশিল্পীও এখানে আছেন। তারা নির্মাণ করেন পাটি, শীতলপাটি, মাদুর, ছপ, মোড়া, দোলনা, পাল্লা ইত্যাদি। স্থানীয় বাজার ছাড়াও মাঝে মাঝে বেত নির্মিত পণ্য তারা ময়মনসিংহ শহরে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন।

'ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প' প্রকাশিত দৈনিক বাংলা তাং-০৯/০৩/৭৭ইং প্রবন্ধে শেখ আবদুল জলিল লিখেছেন শীতলপাটি প্রসঙ্গে—বুনন কৌশলে ও কাজের দক্ষতায় যে কোন সাধারণ পাটিতেও ফুটিয়ে তোলা হয় জ্যামিতিক নকশা। তা ছাড়া জীব-জন্তু, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, ফুল, লতা, পাতা, মিনার, মসজিদ নৌকা, পালকি ফুটে ওঠে শীতলপাটির বুননের মধ্যেই। বেতবাড়ি নামে একটি গ্রাম আছে ফুলবাড়িয়ায়। লোকে বলে—অতীতে এখানে বিপুল পরিমাণে বেতের বাগিচা ছিল।

ভালুকা অঞ্চলের নকশিপাটি

বাঁশ-বেতের লোকশিল্পের প্রাচীনতা ও ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় ভালুকা উপজেলার নিজুরি গ্রামের পাইত্যা পাড়ায়। নিপুণ দক্ষতায় সূক্ষ্ম নকশায় বেতশিল্পীরা পাটিবুনন করে থাকে। এ অঞ্চলের শিল্পীরা মূলত পাটিশিল্পের জন্যই বিখ্যাত। বংশানুক্রমে পাটি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে বেতশিল্পীরা।[২৫] এখন নিঝুরি গ্রামে ৮ থেকে ১০টি ঘর রয়েছে যারা পাটিশিল্পের সাথে জড়িত। অনেক আগে থেকেই মানুষ উপবেশন, শয়নের জন্য পাটি ব্যবহার করে আসছে, এখনও এর চাহিদা রয়েছে। বিশেষত নকশিপাটির সর্বত্র কদর আছে। গরমকালে পাটি ব্যবহারে আরামদায়ক হওয়ায় এর বেশ প্রচলন দেখা যায়। অনেকে গৃহসজ্জায় বা জায়নামাজ হিসেবেও পাটি ব্যবহার করে থাকেন।

www.pathagar.com

নিজুরি গ্রামে বিভিন্ন ধরনের পাটির ব্যববহার লক্ষ করা যায়। তবে শীতলপাটি তৈরিতে তারা বিশেষভাবে পারদর্শী। শীতলপাটিরও রয়েছে নানা নাম—লাল শীতল, মোটা শীতল, চিকনাই শীতল। শীতলপাটি ছাড়া মোটা পাটি, বোগলা পাটি, নামাজের মোসলা, জালিও তৈরি করা থাকে। এসব তৈরিতে যে বেত প্রয়োজন হয় তা বেতি নামে পরিচিত। অতিশয় নরম থাকায় বাঁকা করে সহজেই পাটি বুনন করা যায়।

এসব বেত শিল্পীরা নিজেরা রোপণ করে থাকেন। যাদের সামর্থ্য নেই তারা অন্যদের কাছ থেকে কিনে নেন। এসব মূলগুচ্ছ একবার রোপণ করলে বংশবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে বছরের পর বছর হয়ে থাকে।

প্রতি বৈশাখ মাসে এর বীজ হয়। এই বীজগুলো মাটিতে পড়ে আবার গাছ হয়। এই বেত ক্ষেতের জন্য আলাদা করে কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। শুধু ডালগুলো কেটে নিলেই হয়। আর বীজ হওয়ার পর্যাপ্ত সময় দিতে হয়।

সাধারণত মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসে বেত কাটা হয় বেশি। সাধারণ বেত রোপণের পর ৩ বছরেই কাটা যায়। একসময় এই অঞ্চলে অনেকগুলো বেত ক্ষেত ছিল, ঘন জঙ্গলের মত এই অঞ্চলকে ঘিরে থাকতো। দূর থেকে এসব ক্ষেতকে সনাক্ত করে সহজেই পাইত্যা পাড়াকে চেনা যেত। কিন্তু আজ তার অনেকটাই হারিয়ে গেছে।

বেত তুলে আনার পর প্রথমে রোদে নিয়ে তেরাইন্দা, অর্থাৎ অল্প শুকিয়ে নেন। তারপর ধারালো দা দিয়ে নিপুণ দক্ষতায় বেতি তুলা হয়। উপরের যে মসৃণ পাতলা অংশটুকু থাকে তা দিয়ে শীতলপাটি তৈরি করা হয়। আর মাঝের অংশটুকু দিয়ে বোগলা পাটি বানানো হয়। মাঝের অংশটুকু বোগলা নামে ডাকা হয়, তাই মাঝের বেতি দিয়ে তৈরি পাটিও বোগলা নামে পরিচিত। এরপর শীতলপাটির জন্য বেতিগুলো ভাতের পীচ (মার), তেঁতুল পাতা, পানি দিয়ে তাতে সিদ্ধ করা হয়।

যেসব পাটি রঙিন করা হবে সেগুলোতে নানান রঙ মিশিয়ে সিদ্ধ করা হয়। তেঁতুল পাতা, ভাতের পীচ ব্যবহারের কারণে পাটি মমৃণ ও সাদা হয়। সিদ্ধ করার পর বেতিগুলো রোদে শুকানো হয়। এরপর ১০ থেকে ১৫টি বেতি প্রথমে আড়াআড়িভাবে নিয়ে বুনন কাজ শুরু করে।

অত্যন্ত দক্ষতায় ও দ্রুততার সাথে চলে এর বুনন কাজ। একটার নিচে আরেকটা ঢুকিয়ে দ্রুততার সাথে কাজ চলতে থাকে। একেকটি পাটি তৈরি করতে তিন থেকে চারদিন লেগে যায়। বুননের সময় নানা ধরনের নক্শা ব্যবহার করে থাকেন যেমন—জামদানী নকশা, ডুরা, বাইলান, ত্যাড়া জালদানী, শঙ্খ জামদানী ইত্যাদি। পাটি বুনন হয়ে গেলে ধারালো ছুরি দিয়ে বাড়তি বেতিগুলো কেটে মসৃণ করে ফেলা হয়। একেকটি পাটি ধরন অনুযায়ী ২০০ থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। বোগলা পাটি ২০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। আর শীতলপাটিগুলো ৭০০ থেকে ২৫০০পর্যন্ত বিক্রি হয়। এসব পাটি তারা খুচরা ও পাইকারি দুইভাবেই বিক্রি করে থাকেন।[২৬]

www.pathagar.com

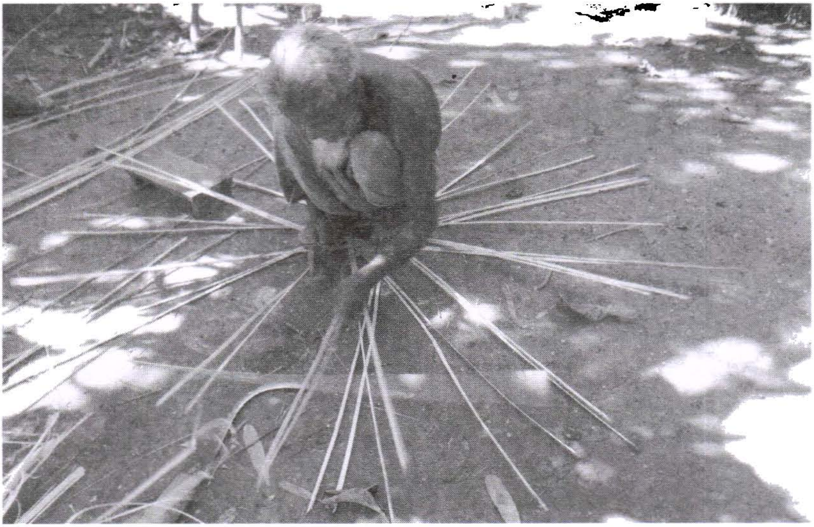

বেতি দিয়ে পাটির বাইন তোলা হচ্ছে

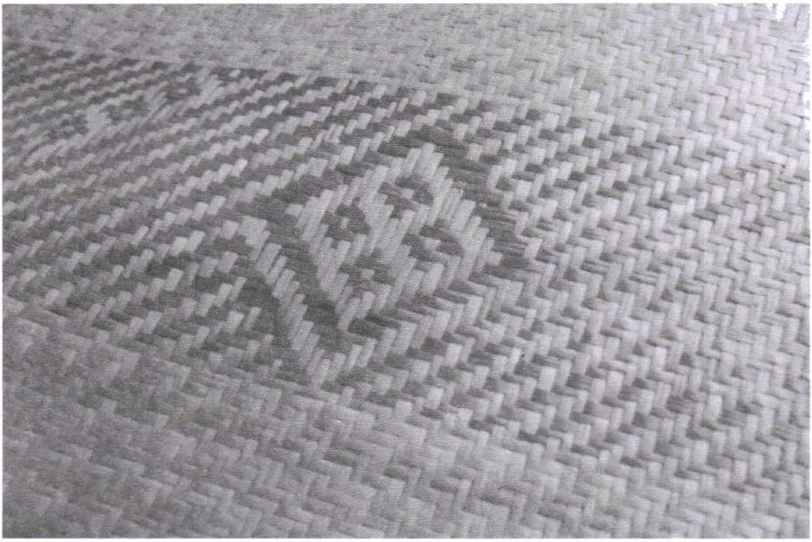

ভালুকা অঞ্চলে তৈরি একটি শীতলপাটি

www.pathagar.com

হাতপাখা

ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী হাতপাখা তৈরি হয়ে আসছে। গ্রামাঞ্চলে অসহ্য গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই হাতপাখা ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে মহিলারাই এই পাখা তৈরির কাজ করেন। পাখাগুলো সাধারণত এ অঞ্চলের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোতে বিক্রি হয়ে থাকে। হাতপাখাগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন—তালপাতার পাখা, কাপড়ের পাখা ও বাঁশের বেতির পাখা।

গফরগাঁওয়ের তালপাতার পাখা

গফরগাঁওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে এখনও তালপাতা দিয়ে পাখা তৈরি হয়। পুরুষরা শুধু তালের পাতা সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করেন। আর মহিলারা পাখা তৈরি করেন। তালপাতার পাখা তৈরিতে সালটিয়া ইউনিয়নের রৌহা নামা পাড়া, বারবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকাটি, মশাখালী ইউনিয়নের বলদী, রাওনা ইউনিয়নের লাউতৈল, চংবিরই, দীঘা ও পাঁচুয়া গ্রামের অসংখ্য পরিবার সম্পৃক্ত রয়েছে।[২৭]

তালপাতার পাখা তৈরির পাখাশিল্পীর সাক্ষাৎকার

সংগ্রাহক : আপনার নাম কী?

পাখাশিল্পী : জোৎস্না খাতুন।

সংগ্রাহক : আপনি কত বছর যাবৎ পাখা তৈরি করে আসছেন?

পাখাশিল্পী : প্রায় ৪২/৪৩ বছর ধইরা।

সংগ্রাহক : পাখা তৈরির কাজে কীভাবে সম্পৃক্ত হলেন?

পাখাশিল্পী : ৪২/৪৩ বছর আগে আমাগোর সংসারে দারুণ অভাব আছিল। অভাবের তাড়নায় পাঙ্খা বানানের কাজ শুরু করি।

সংগ্রাহক : এই কাজে বর্তমানে সংসারের আর কে কে যুক্ত?

পাখাশিল্পী : আমার বাবা মহা মিয়া বর্তমানে বাঁইচা নাই। আমার মা কল্পনা খাতুন পরথমে এই পাঙ্খা কাজ শুরু করেন। আমার মা অহনো বাঁইচা আছে। আমি, আমার মা, আমার পোলা-মাইয়া, পোলার বউ, মাইয়ার জামাই, নাতি-নাতীনরাও এই পাঙ্খার কাজ করে।

সংগ্রাহক : তালপাতার পাখা তৈরির জন্যে কী কী উপকরণ ব্যবহার করেন?

পাখাশিল্পী : এই পাঙ্খার উপকরণ হইল- তালের পাতা, বাঁশ ও হুই-হুতা।

পাখাশিল্পী : এই পাখা কীভাবে তৈরি করেন?

পাখাশিল্পী : প্রথমে তালপাতাগুলি নির্দিষ্ট মাপে চিকন চিকন করবার পর ফালি কইরা রইদে শুকাতে দেওয়া অয়। এই ফালিগুলি দিয়া পাংখার ফর্মা তৈরি করা অয়। ফর্মার ভিতর ফালিগুলি গাঁইতা বুননের কাজ করতে অয়। তারপর নির্দিষ্ট মাপে গোল কইরা কাটা অয়। চাইর পাশের বডারের লেইগা লম্বা ফালি দিয়া বেণী বা চেলা তৈরি করা

অয়। বুনা অবস্থায় পাংখাটির বডারের দুই পাশে বেণী বা চেলা স্থাপন কইরা হুইয়ের সাহায্যে হুতা দিয়া আটকাইয়া দিয়া তার সাথে হলি (বাঁশের চিকন রিং) লাগাইতে অয়। তারপর একটা লম্বা কাডির একপ্রান্ত দিয়া চুংগি পড়ায়া অপর প্রান্ত দুই ফালি কইরা হুতা দিয়া শক্ত কইরা বাঁইন্দা দেওন লাগে। সবশেষে পাংখার গায়ে বিভিন্ন রঙ দিয়া আলপনা করা অয়।

সংগ্রাহ : এই পাখাগুলো কীভাবে বিক্রি হয়?

পাখাশিল্পী : এই পাংখাগলি আড়ে-বাজারে পাইকারি বা খুচরা বিক্রি অয়। তাছাড়া বেশি বিক্রি অয় বিভিন্ন মেলাত।

সংগ্রাহক : সারা বছরই কি পাখা তৈরি করেন?

পাখাশিল্পী : না। শীত মৌসুমে পাংখার চাহিদা কম তো, তাই শীতকালে পাংখা তৈরি করি না। হেই সময় শীতের পিডা তৈরি কইরা গ্রামে গ্রামে ঘুইরা বিক্রি করি।

কাপড়ের হাতপাখা

কাপড়ের পাখা তৈরির ধরন অন্য রকম। প্রথমে এক টুকরা পলিস্টার জাতীয় রঙিন কাপড় নির্বাচন করে তাতে বাঁশের কাঠির চিকন রিং পড়ানো হয়। রিঙের চারপাশ ঘিরে রঙিন কাপড় দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনে জালট পড়ানো হয়। পাখার জমিনে রঙিন সুতা দিয়ে ঘর-বাড়ি, মাছ, পশু-পাখি, ফুল, খেলনা জিনিস, আসবাবপত্র ইত্যাদির নক্‌শা আঁকা হয়। কেউ কেউ পাখার গায়ে মণীষীদের বাণী, কবিতা, ভালোবাসার কথাও অঙ্কন করে থাকেন। সবশেষে একটি লম্বা কাঠিকে দুই ফালি করে একটি চুংগি পড়িয়ে সূতা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েক শ' বা হাজারের অধিক বিক্রির জন্য গুদামজাত করা হয়। পাইকাররা এ সব পাখা শ' ধরে কিনে নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হাট-বাজারে, বৈশাখী মেলায়, বাৎসরিক ওরস, বাস, স্টিমার বা রেল স্টেশন প্রভৃতি স্থানে পাইকারী বা খুচরা বিক্রি হয়ে থাকে।[২৮]

বাঁশের তৈরি হাতপাখা

ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁশের বেতি থেকেও হাতপাখা তৈরি হয়ে থাকে। মরাল মাপ মতো টুকরো টুকরো করে ফালি করা হয়। ফালি থেকে বেতি তুলে কিছু বেতিতে বিভিন্ন ধরনের রং করা হয়। রং ছাড়া কয়েকটি বেতি প্রথমে পায়ের নিচে রেখে রং করা বেতি দিয়ে হাতপাখার বাইন তোলা হয়। রং ছাড়া ও বিভিন্ন রং যুক্ত বেতি ব্যবহার করা হয় মূলত নকশা তৈরি ও বিভিন্ন ধরনের বাণী তুলে ধরার জন্যে। এক সময় রুমালে বাণীগুলো লিখে উপহারের প্রচলন ছিল। বর্তমানে রুমালের এ ধরনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। হাতপাখায় বাণীগুলোর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। কয়েকটি বাণীর উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন—সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলে না মোরে, ব্যবহারেই বংশের পরিচয় প্রভৃতি। বাণী সম্বলিত বাঁশের হাতপাখার বাইন এমনভাবেই তোলা হয় যে বাণীর অক্ষরগুলো তৈরি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

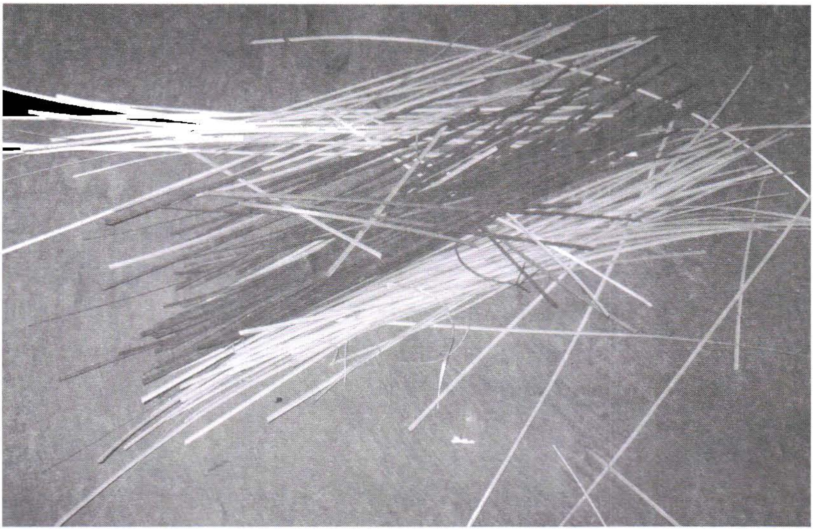

বাঁশের তৈরি হাতপাখার উপকরণ বাঁশের চিকন বেতি

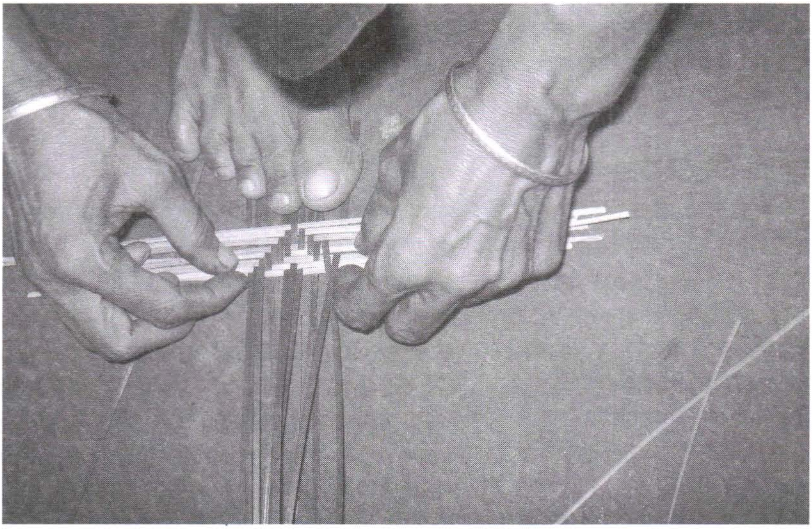

নকশা ও লোকজীবনে ব্যবহৃত শাশ্বতবাণীতে পাখার বাইন তোলার ক্ষেত্রে রঙ করা ও রঙবিহীন বেতি

www.pathagar.com

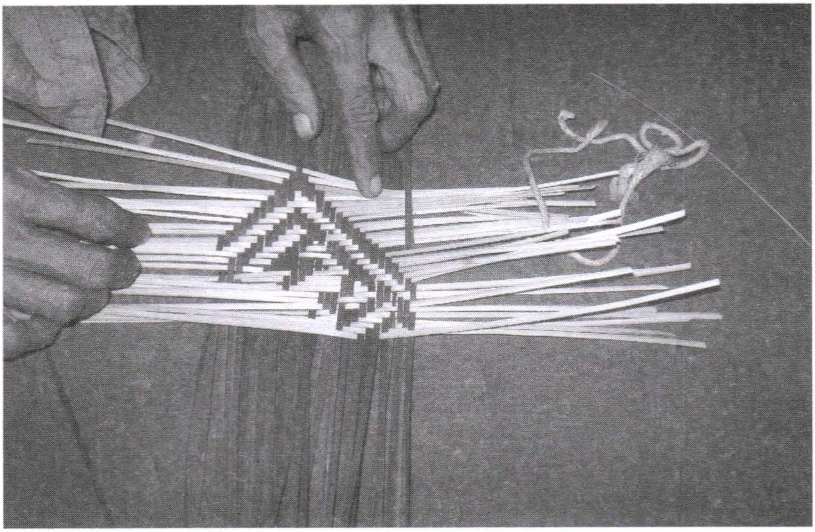

বেতি বুননের মধ্যদিয়ে পাখার নকশা ও বর্ণ তৈরি

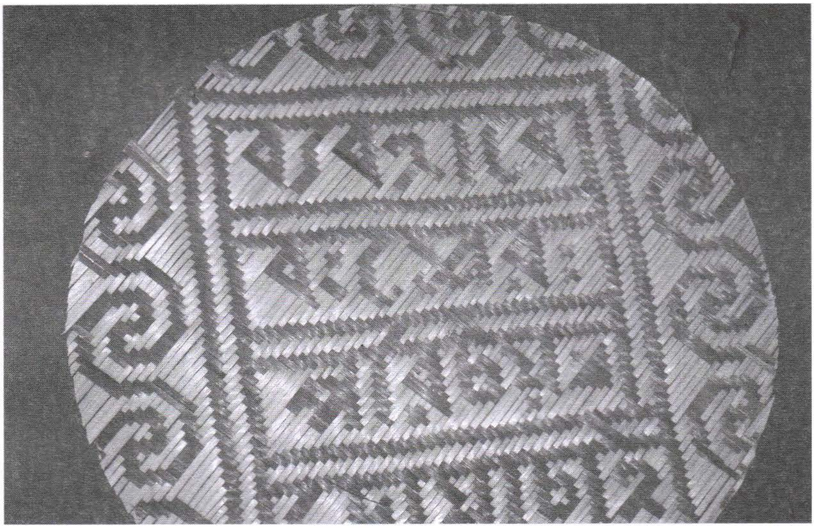

নকশা ও শাশ্বতবাণী সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ পাখার পূর্ব পর্যায়

www.pathagar.com

সুই, সুতা ও বাঁশের চিকন ফালির সাহায্যে পাখার চারপাশ মুড়িয়ে দেয়া হয়

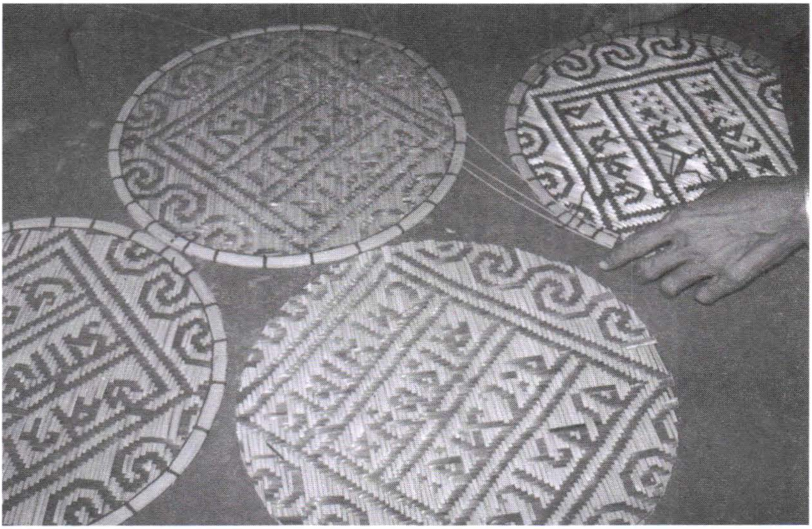

নানান নকশা ও শাশ্বতবাণী সমৃদ্ধ কয়েকটি পাখা

www.pathagar.com

মুক্তাগাছার নকশিশিকা

শিকা গ্রাম বাংলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি গৃহস্থালী কাজে,সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে, হাঁড়িপাতিল সাজিয়ে রাখতে, বিবাহের উপহার হিসেবে, আত্মীয়বাড়িতে সওদা নেয়া সহ নানা কাজে অতি প্রাচীন কাল থেকেই গ্রাম বাংলায় শিকার ব্যবহার হয়ে আসছে। শিকা তৈরির প্রধান উপাদান পাট ও রঙিন সুতা।[২৯]

বিভিন্ন শিকার নাম

শিকার আকার, ব্যবহার ও নির্মাণ-শৈলী অনুযায়ী এর নানান ধরনের নাম রয়েছে। জিলপী শিকা, রসুন শিকা, পিঁয়াজ শিকা, তেজপাতা শিকা, খেজুর পাতা শিকা, টব শিকা, বৈয়ম শিকা, গাঞ্জা শিকা, কেওয়া (আনারস) কাটা শিকা, আদার ফানা শিকা, ঝাঝড়ি শিকা, আয়না-চিরুনি শিকা, পাংখার শিকা, দুলনা শিকা ইত্যাদি।

শিকা তৈরির উপকরণ

পাট, রঙিন সুতা, রঙ, বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি, পানি, বড় সুই ইত্যাদি।

তৈরির কৌশল

প্রথমে সঠিক মান দেখে পরিমাণ মতো পাট নিয়ে তা ভালো করে পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে গোছানো হয়। পরে বাঁশ বা খুঁটিতে সে পাটের এক মাথা বেঁধে হাতে পেঁচিয়ে বিশেষ কৌশলে শিকা তৈরি করা হয়। অনেক সময় আগে পাট দিয়ে রশি বা দড়ি পাকিয়ে নেয়া হয়। পরে বিভিন্ন রঙের সুতা পেঁচিয়ে বা ইচ্ছা মতো বিভিন্ন রঙ করে নকশা করা হয়। কখনও বা পূর্বেই পাট রঙ করে নেয়া হয়। তৈরি শেষে শিকা নানাভাবে বাজারজাত করা হয়। বর্তমানে এক একটা শিকার বাজার মূল্য ৮০ টাকা থেকে ৫'শ টাকা পর্যন্ত বলে জানা যায়।[৩০]

খ. পোশাক-পরিচ্ছদ

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে বিচিত্র মানুষের বসবাস ময়মনসিংহ জেলায়। এই জেলার উত্তরাঞ্চলে রয়েছে মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর বোডো সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখা, যারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত; যেমন—গারো বা মান্দি, হাজং, ডালু, কোচ প্রভৃতি। অবশ্য কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস ভালুকা অঞ্চলে রয়েছে। এছাড়া এ জেলার উত্তরাঞ্চলসহ সমগ্র জেলায় রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের বসবাস। ধনী-দরিদ্র, কৃষক, বৃত্তিজীবী মানুষের ধর্মাচার ও লোকাচার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মাচার ও লোকাচার থেকে ভিন্ন এবং ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত। ফলে আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদেও ভিন্নতা যে নেই এমন বলা যাবে না।

তবে সাধারণভাবে বলা যায়, এ অঞ্চলের গ্রামীণ জনসংস্কৃতির ছেলেরা দশ বারো বছর পর্যন্ত নেংটাই থাকতো। সাধারণত দশ বারো বছরের মেয়েরা এক কাপড়ে খালি

www.pathagar.com

গায়ে থাকতো। সরল সাধারণ মানুষগুলো পোশাকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিল না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন কমই ছিল। "আধুনিক বস্ত্র-বৈচিত্র্য ও পোশাক-বাহুল্যের যুগে প্রাচীন বাংলার বস্ত্র-স্বল্পতার কথা অকল্পনীয়। যতদূর জানা যায় এ জেলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বস্ত্রের প্রচলন ছিল তবে পরিমাণে তা ছিল স্বল্প। বসন-ভূষণ ও পরিচ্ছদ বলতে যা বুঝায়, তার বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্য রাজবর্ণনায় থাকলেও বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিধেয় বলতে পাঁচ হাত দীর্ঘ ও দু'হাত বিস্তার বিশিষ্ট একটি মাত্র সূতী কাপড়ই ছিল। একবস্ত্রে চলাফেরা করা এ জেলার গ্রামীণ মানুষের জন্য স্বাভাবিক ছিল। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাপড়ের তেমন গুরুত্ব ছিল না। অনেক দরিদ্র পরিবারের দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের এখনও উলঙ্গ দেখা যায়। ভূমিহীন দেহ শ্রমনির্ভর বয়স্ক লোকদেরও একটি মাত্র গামছা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হয়। বেকার বালক-বৃদ্ধদের অবস্থাও একই রকম। অনেক বাড়ীতে আব্রুরক্ষার ক্ষমতা ছিল না। এখনও নেই। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীতে গ্রাম বাংলার দারিদ্র্যতার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ময়মনসিংহের অতীত ইতিহাসেও যেমন নিদর্শন রয়েছে, বর্তমানেও তা তেমন দুর্নিরীক্ষ নয়"।[৩১]

তবে একথা সত্য যে, প্রাচীনকালে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচুর তুলা পাওয়া যেতো শিমুল গাছ থেকে। আর তুলা থেকে উৎপন্ন হতো বস্ত্র। এক্ষেত্রে কার্পাসের কথাও উল্লেখযোগ্য। তন্তুবায় বা তাঁতশিল্পীও এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য হারে বসবাস করতো।

সাধারণ মানুষ পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তেমন মনোযোগী ছিলেন না সত্য, কিন্তু তন্তুবায়দের বস্ত্রবয়ন শিল্প ছিল অনেক উন্নতমানের। কেদারনাথ মজুমদারের ময়মনসিংহের ইতিহাস 'গ্রন্থের সূত্রে আমরা বলতে পারি, সাধারণ গৃহস্থেরা আড়াই হাতি' যুগীর 'ঠেটি' কোমরে পেঁচ দিয়ে বা নেংটি রূপে পরিধান করত, আর সাধারণ ভদ্রলোকেরা অপেক্ষাকৃত যুগীর ধুতি পরিধান করতো।

এ অঞ্চলের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ধারণা ময়মনসিংহের তৎকালীন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন মূল্যবান শাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো পাটের শাড়ি, অগ্নিপাটের শাড়ি, নীলাম্বরী শাড়ি, আসমান তারা শাড়ি, উদয়তারা শাড়ি প্রভৃতি। এসব শাড়িগুলোর নাম ময়মনসিংহ গীতিকায় পাওয়া যায়। আচার-অনুষ্ঠানে পোশাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য ছিল। কবিগানের আসরে কবিয়ালরা ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর ব্যবহার করতো।

বস্ত্র পরিধান ছাড়াও ধনাঢ্য বা আত্মীয় পরিবার থেকে বস্ত্র দান ও উপহারের প্রচলন ছিল। কবিয়াল, অভিনেতা, শিল্পীরা গান ও অভিনয়ের কথার শেষে বস্ত্র উপহার পেতেন। কেউ কেউ-বা গানের সুরে সুরে ভালো বস্ত্রপ্রাপ্তির জন্যে আবদার করতেন। বিয়ের সময় জামাইসহ জামাইবাড়ির লোকজন শ্বশুরবাড়ি থেকে বস্ত্র উপহার পেতেন। আবার জামাইবাড়ি থেকেও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বস্ত্র উপহার দেওয়া হতো।

তখন অলংকারেরও ব্যবহার ছিল। 'মেয়েরা মাথায় টিকলি বা সিঁথিপাট পরতো; নাকে পরত নোলক, নাকছাবি, নাকমাছি, বেশর, বোলাক; কানে পরত ঝুমকা, কুণ্ডল, কানফুল, বালি; কণ্ঠে পরত মালা, হাঁসুলি, হার, হারের এক, দুই তিন বা সাত লহরী, তাবিজ; বাহুতে পরত বাজু, বাজুবন্ধ, কেয়ূর, তাড়; হাতে চুড়ি, খারা, পৈঁচি, বালা,

www.pathagar.com

কঙ্কন; হাতের আঙুলে আংটি, অঙ্গুরী; কোমরে চন্দ্রহার, নীবিবন্ধ, পায়ে নূপুর, ঘুঙুর, মল বাঁক খাড়ু প্রভৃতি'।[৩২]

অবশ্য এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিশেষ করে গারো বা মান্দি সম্প্রদায়ের পুরুষেরা সাধারণত 'হাঁটুয়া' মোটা ধুতি, নিমা, লটকন, গেঞ্জি, জামা ও চাদর ব্যবহার করে। ছেলেরা পরে লেঙুটি, গারোদের ভাষায় যার নাম গান্দো, পুরুষরা কোমরে ফিতার সাথে গুঁজে নেংটি পরে—এর নাম গান্দি-গাননা, মেয়েরা হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পরে এমন খাপের শামড়ি—গান্না। সৎকারে রসময় মৃতের মাথায় ব্যবহার করা হয় একধনের পাগড়ির, এ পাগড়ির নাম থকিং। মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের শাড়ি পরে। কোনো গারো রমণী বুকের উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বমান মোটা শাড়ি পরে; কোনো রমণী দুই প্রস্থ শাড়ির একপ্রস্থ কোমর থেকে পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত বিলম্বিত করে এবং অপর প্রান্ত কোমরের উপরের অংশে ব্যবহার করে। শাড়ির নামে রয়েছে রকমফের। আটপৌরে পোশাক ছাড়াও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পোশাক রয়েছে। গ্রাম্য মাতব্বর ও পুরোহিতদের পোশাকে বৈচিত্র্য রয়েছে। আধুনিককালে এ অঞ্চলের পোশাক-পরিচ্ছদে দারুণ পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন নকশার ও ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রচলনের ফলে সেকালের পোশাক-পরিচ্ছদে এসেছে অনেক পরিবর্তন।

একসময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ধুতি পরতো। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কেউ আর ধুতি পরে না। কেবল মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ই ধুতি পরে থাকেন। তবে সবসময় নয়। কোনো আচার-অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন পার্বণে, পূজায় ধুতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া নিম্নশ্রেণির বিশেষ করে খুবই দরিদ্র জেলেরা এখনও কম দামের ধুতি সবসময়ই ব্যবহার করে থাকেন।

উৎসবে বা পূজা পার্বণে ধুতি ছাড়া পাজামাও ব্যবহার করেন অনেকে। সঙ্গে থাকে বিভিন্ন রঙের পাঞ্জাবি।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরাও ঈদ ও অন্যান্য উৎসবসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাজামা পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন। মেয়েরা সাধারণত শাড়িই পরেন। নিত্য ব্যবহার্য পরিধেয় হিসেবে ম্যাক্সিরও প্রচলন রয়েছে।

পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গিই পরেন। গামছার ব্যবহার যে কোনো বিত্তের মানুষের মধ্যে লক্ষণীয়। শহরে অবশ্য অনেক পরিবারে তোয়ালেরও ব্যবহার আছে।

বর্তমানে সারা দেশের মতো ময়মনসিংহ গ্রাম ও শহরের পুরুষের পোশাক হলো—লুঙ্গি, ধুতি, গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, কোর্ট, স্যুট, সাফারি, ফতুয়া, সুয়েটার জাম্পার, জ্যাকেট, মাফলার, গামছা, জাইঙ্গা বা আন্ডারওয়ার, মোজা, টুপি, চাদর বা শাল ইত্যাদি। আর এখানকার গ্রাম ও শহরের মেয়েদের পোশাক হলো—শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া বা পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, বোরকা, চাদর, ম্যাক্সি ইত্যাদি। এখানকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা বিশেষ রঙের পোশাক বা ড্রেস কলেজে পরে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরে নির্দিষ্ট রঙের পোশাক। এছাড়াও ময়মনসিংহ শহরের কাপড়ের দোকানগুলোতে বিক্রি হয় দেশি-বিদেশি নানারকমের সুতায় তৈরি রকমারি শাড়ি। এ শাড়িগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জামদানি, কাতান, বেনারসি, তসর, গরদ, জর্জেট, সিল্ক শাড়ি, টিস্যু শাড়ি ইত্যাদি। ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

উপজাতীয় নারী-পুরুষ বাস করলেও এসব তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ও পারিবারিক পোশাক হাটুয়া, লটকন, গাবন্দা, পান্দ্রা, জারণ আমপান, দকবান্দা, সালচাক ইত্যাদি থাকলেও আগের মতো ব্যবহার হয় না। বর্তমানে তারা শহরের অন্যসব বাসিন্দাদের মতো পোশাক ব্যবহার করে।

গ. লোকখাদ্য

হালুয়াঘাটের চু

গারোদের জীবন প্রক্রিয়ায় চু-এর প্রভাব ব্যাপক। শিশু জন্মের উপলক্ষ্যে এক প্রকার চু তৈরি করা থাকে যার নাম চু জাঙ্গি। মৃত্যুর কৃত্যাবলি পালনেও চু-এর প্রয়োজন পড়ে। চু এক প্রকার পানীয়। যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে খাবার-দাবারের পর চু পানের রীতি গারো সমাজে প্রচলন রয়েছে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর কর্ম ক্লান্তি দূর করার জন্যেও গারোরা চু-এর ব্যবহার করে থাকে। এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত বলে এটিকে ঢালাওভাবে তথাকথিত মদের সাথে তুলনা করা চলে না। কারণ পরিবারের সবাই মিলে অথবা সামাজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মুরুব্বি বা তার ভাগ্নে-ভাস্তে সম্পর্কীয়দের সাথে এক সাথে বসেই এই পানীয় পান করা হয়। ভাতের চাল থেকে চু প্রস্তুত হয়। প্রথমে ভাত রান্না করে ঠাণ্ডা করে নিতে হয়। তারপর সেই ভাতের সাথে বিভিন্ন একপ্রকার ওষধি দিয়ে তৈরি একপ্রকার ঔষধ যা চুমাস্থি বলে পরিচিত তা মিশিয়ে রেখে দিতে হয়। রাখার তিন-চার দিন পর পানি মিশিয়ে পানীয় চু তৈরি করা হয়। একেকজনের তৈরি প্রক্রিয়া একেকরকম, ওষধিও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এর সাথে পবিত্রতার সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে এবং সচরাচর চু তৈরির প্রক্রিয়া গোপন থাকে। আতপ ও বিন্নি ধানের চাল দিয়ে উৎকৃষ্ট চু তৈরি হয়। তিন-চার মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত এই চু রাখা যায়। তা থেকে যে চু বের হয় তার নাম চু বিচ্চি বা চু-এর রস। চু পরিবেশনের সময় সম্মানিত ব্যক্তি এবং অতিথিবৃন্দকে আগে পরিবেশন করা হয়। পরবর্তীতে একে একে সবাইকে পরিবেশন করা হয়।

গৌরীপুরের কবাক বা মোরগভর্তা

গৌরীপুর অঞ্চলে কবাক বা মোরগভর্তা লোকখাদ্য হিসেবে ঐতিহ্য বহন করে আসছে।[৩৩] কবাকের জন্যে প্রয়োজন দেশি মোরগ, প্রয়োজন মতো আদা, পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ, লবণ ও সরিষার তেল। আদা ও পিঁয়াজ সুন্দর করে কয়েকজন মহিলা বসে বেছে নেন।[৩৪] কাঁচামরিচ বাছার পর ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে একটি পাত্রে রাখতে হয়। মোরগ জবাই দিয়ে ভালোভাবে শরীর থেকে চামড়া ও লোম ছড়িয়ে নিয়ে মোরগের পা শরীরের বিভিন্ন অংশ লোহার শিকের ভিতর ঢুকিয়ে আগুনে পুড়াতে হয়। তারপর ঢেঁকিঘরে গিয়ে ঢেঁকিতে একসঙ্গে কুটতে হয় মোরগ, কাঁচামরিচ, আদা ও পিঁয়াজ। একজন মহিলা ঢেঁকিতে পাড় দেন।[৩৫] আরেকজন মহিলা গাইলের পাশে বসে মাঝেমধ্যে নাড়িয়ে দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে একটা মণ্ডে পরিণত হয়। ঢেঁকির গাইল থেকে মণ্ড নামিয়ে এনে সরিষার তেল মাখতে হয়। এইভাবে তৈরি হয় কাবক বা মোরগভর্তা। মোরগভর্তা উঠানে পুড়ানো পিঠার সাথে খাওয়া হয়। সাধারণত চৈত্রসংক্রান্তিতে বা মেহমানের জন্যেও এই আয়োজন করা হয়। সিন্নি হিসেবেও কবাবের ব্যবহার রয়েছে এ অঞ্চলে।[৩৬]

www.pathagar.com

কবাক তৈরির জন্য মোরগ

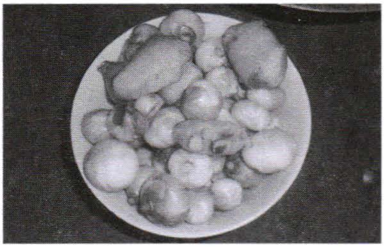

কবাকের উপকরণ কাঁচা মরিচ, আদা, পিঁয়াজ

মোরগের চামড়া খসানো হচ্ছে

চামড়া খসানো মোরগের বিভিন্ন অংশ

www.pathagar.com

লোহার শিকে গাঁথা হচ্ছে মোরগের রান, সিনা প্রভৃতি

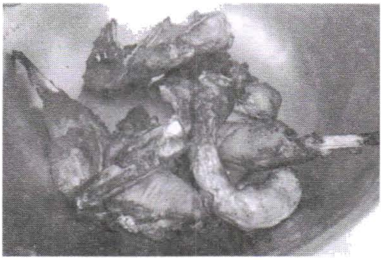

আগুনে পোড়ানো মোরগের বিভিন্ন অংশ

ঢেঁকিতে কুটার পর তৈরি হয় কবাক

www.pathagar.com

ফুলবাড়িয়ার মিড়ুরি

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের একটি বিশেষ লোকখাদ্য হলো মিড়ুরি। এখানকার সকল গ্রামে মোটামুটি বিত্তবান ব্যক্তিদের আয়োজিত পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের কল্যাণে চল্লিশা বা লিল্লাহর দাওয়াত বা জেয়াফতে অথবা বিবাহের দাওয়াতে অথবা অন্য কোনো বড় ভোজন অনুষ্ঠানে সাধারণত ভাত বা পোলাও-এর সাথে মৌসুমি সবজি, মাংস ও ডাইল খাওয়ানোর পর দুধ বা দইয়ের বদলে খেতে দেওয়া হতো এবং এখনো দেওয়া হয় প্রচুর পরিমাণ মিড়ুরি। এর স্বাদ ব্যতিক্রমি এবং স্বতন্ত্ররকম। মিড়ুরি প্রস্তুত প্রণালি নিম্নরূপ—চাউলের গুঁড়ার সাথে ভোজনকারীদের সংখ্যানুপাতে পরিমাণ মতো চিনি বা গুড় বা আঁখ বা খেজুরের রস মিশানো হয়। এরপর পিঁয়াজ বাটা, এলাচ, দারচিনির টুকরা, তেজপাতার টুকরা দেওয়া হয় এবং বিচিহীন পাকা কলা চটকিয়ে মেশানো হয়। এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঘোটা দিতে হয়। অতপর সিদ্ধ করে উক্ত উপাদান রান্না করলেই প্রস্তুত হয় মিড়ুরি।

মুক্তাগাছার মণ্ডা

বাংলাদেশের গৌরবময় মিষ্টান্ন সম্পদ ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার ঐতিহ্যবাহী মণ্ডা আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর আগে বাংলা ১২১৩, ইংরেজি ১৮২৪ সালে স্বর্গীয় গোপাল পাল (পূর্ণনাম রাম গোপাল পাল) প্রথম প্রস্তুত করেন। ১৮২৪ সালের ঘটনা শশীকান্তর পিতাঠাকুর সূর্যকান্তর আমলেই গোপাল পাল নামে এক লোককে এক সন্ন্যাসী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। গোপাল পাল স্বপ্নে মণ্ডা প্রস্তুত প্রণালী দেখেন। এইভাবে গোপালের হাত ধরে পৃথিবীতে মণ্ডার আর্বিভাব হল। অভূতপূর্ব এই মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করে রাজা, মহারাজা ও জমিদার বাবুদের মন প্রাণ রসনা তৃপ্ত হয়। তারা গোপাল পালের তৈরি এই আনাস্বাদিত মণ্ডার করেন অশেষ সুখ্যাতি ও গোপাল পালকে করেন নানভাবে প্রসংশিত ও পুরস্কৃত। কথিত আছে, জমিদারবাড়ির প্রাতঃরাশের অবশ্য মেনুর অন্তর্ভুক্ত ছিল এই মুক্তাগাছার মণ্ডা। এছাড়াও ষোলহিস্যা জমিদার বাড়ির দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় ভোগের অন্যতম উপকরণ ছিল মণ্ডা। এই মণ্ডা জমিদার পরিবারের নিজস্ব গৌরবময় মিষ্টান্ন সম্পদ মনে করা হতো। জমিদাররা বিভিন্ন রাজা-বাদশার বাড়িতে বেড়াতে গেলে মিষ্টান্ন হিসেবে মণ্ডা নিয়ে যেতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মণ্ডা দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। রাজা, মহারাজা ও জমিদার বাবুদের অর্থানুকূল্যে, আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাড়ির পূর্ব দিকে নির্মিত হয়েছিল গোপাল পালের এই বিখ্যাত মণ্ডার দোকানের দালান ঘরটি যা আজও মিষ্টান্ন জগতে বাংলা ও বাঙালির অতীত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে অম্লান। মুক্তাগাছার শেষ জমিদার বাবু জীবন কিশোর আচার্য চৌধুরী বাংলা ১৩৬০ সালের ১ বৈশাখ ইং ১৯৫৩ সালে উনার নিজস্ব প্যাডে ৩য় বংশধর কেদারনাথ পালকে দেয়া প্রশংসাপত্র দেয়ালে কাচের ফ্রেমে বাধানো। আগে এখানে ছিল একখানা রূপোর প্লেটে খোদিত করা মহারাজার দেয়া গোপাল পালের প্রশংসাপত্রসহ আরো অনেক প্রশংসা পত্র। এখানে আকর্ষণীয় হচ্ছে মণ্ডার দোকানের

www.pathagar.com

ভিতর কাচের সুদৃশ্য শোকেসে রক্ষিত স্বর্গীয় গোপাল পালের কাঠের তৈরি একটি প্রতিকৃতি যা আজ থেকে ১০৭ বছর পূর্বে রাজবাড়ির সুদক্ষ কাঠমিস্ত্রী সূত্রধর নির্মাণ করেছিলেন। মণ্ডার স্রষ্টা গোপাল পাল ১৯০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ১০৮ বছর। গোপাল পালের পঞ্চম বংশধর রমেন্দ্রনাথ পাল, রবীন্দ্রনাথ পাল, রথীন্দ্রনাথ পাল, শিশির কুমার পাল ও মিহির কুমার পাল বর্তমান মণ্ডার দোকানের স্বত্বাধিকারী। তারা গোপাল পালের চুলাতেই এখনো মণ্ডা তৈরি করেন।[৩৭]

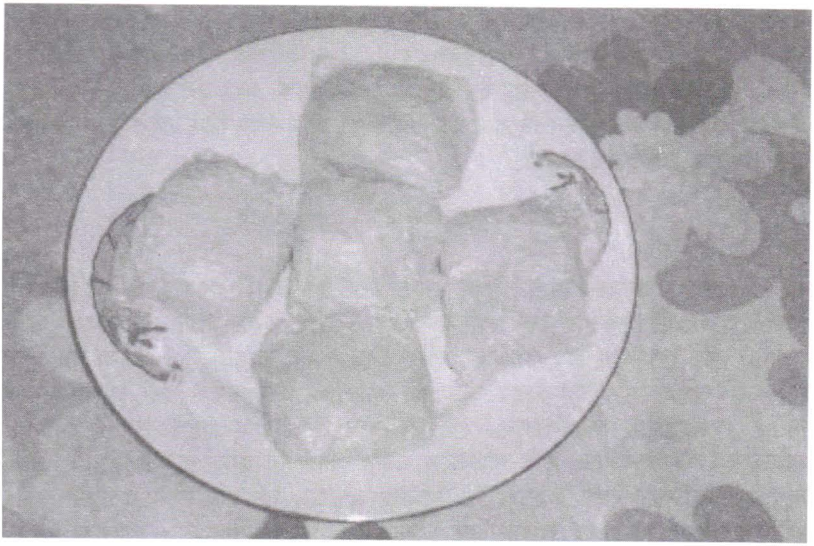

মুক্তাগাছার মণ্ডা

ফুলবাড়িয়ার লালচিনি

লালচিনি ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের একটি লোকখাদ্য। লালচিনি তৈরি হয় মূলত আখ থেকে। আখ মাড়াইয়ের যন্ত্রে প্রথমে আখকে পিষে আখ থেকে রস বের করা হয়। তারপর মাটিতে গর্ত করে চুলা তৈরি করে সেই চুলায় কড়াইয়ে রস ভর্তি করে জ্বাল দেওয়া হয়। রস পূর্ণ জ্বাল হলে কড়াইসহ চুলা থেকে তা নামিয়ে বিরামহীনভাবে ডোভ বা কাঠের ডাং দিয়ে ঘুটতে হয়। ঘুটতে থাকা অবস্থায় তা ধুলার মতো আকার ধারণ করে। আখের গুণগত মানের ওপর নির্ভর করে চিনির দানা গুটি গুটি হবে না ধুলার মতো হবে। "ধুলার মতো বা গুটির মতো যাই হোক, ফুলবাড়িয়ার ভাষায় এটাই লাল চিনি। চিনি তৈরি করার জন্য যে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হয় তাকে বলা হয় জ্বাল ঘর। ...লাল চিনি মাড়াই মৌসুম শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাসে। চলে চৈত্র মাস পর্যন্ত। মাড়াই মৌসুমে ঐ এলাকায় উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করে। ...লাল চিনির কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যে-কোনো আখ থেকেই গুড় উৎপন্ন হয়।

www.pathagar.com

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের আখক্ষেত

লোহার কল ও গরুর সাহায্যে আখ মাড়াই

www.pathagar.com

লালচিনি প্রস্তুত পর্যায়

আখের রস জ্বাল দেয়া হচ্ছে

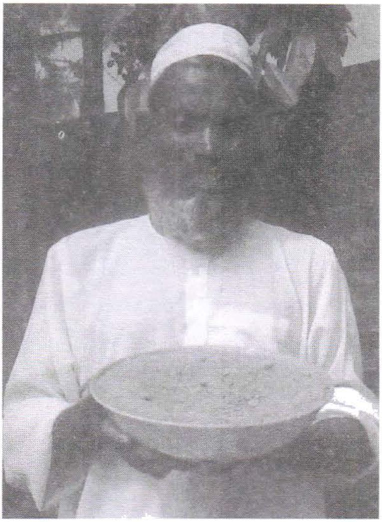

কৃষকের হাতে উৎপন্ন লালচিনি

www.pathagar.com

কিন্তু যে-কোনো জাতের আখ থেকে লালচিনি উৎপন্ন হয় না। এমনকি একই এলাকার একই জাতের আখ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে চাষ করলেও চিনির গুণগত মানের তফাৎ হয়। অন্যদিকে চিড়া, মুড়ি প্রভৃতির মোয়া তৈরিতে লালচিনির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। লাল চিনির মতো এত সুন্দর মোয়া কিছুতেই হয় না। হালকা পানি মিশিয়ে লাল চিনির অর্ধপোড়া করে এক প্রকার শিশুখাদ্য তৈরি করা হয় যা এই এলাকায় কটকটি নামে পরিচিত।"[৩৮]

হালুয়াঘাটের মান্দিদের নাখানমিচি

স্বাভাবিকভাবে তেলে রান্নার পাশাপাশি মান্দিরা খাবার সোডা দিয়ে এক ধরণের তরকারি রান্না করে যা মান্দিদের কাছে 'খারি' নামে পরিচিত। নানা তরিতরকারিই খারি রান্না হতে পারে যেমন—আলু, বেগুন, করলা, কচুমুখী ইত্যাদি। তবে নাখাম মিচি বা রান্না করা শুঁটকির ঝোল মান্দিদের কাছে প্রিয়।

নাখাম মিচি দু'ধরণের শুঁটকি দিয়ে হয় যা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় এবং সাধারণত পুঁটি মাছের। অপরটি ছোট ছোট চিংড়ি ও গুঁড়ো মাছের সমন্বয়ে তৈরি নাখাম।

পুঁটি মাছের নাখাম পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে পাতিলে কাঁচামরিচ, পেয়াজ, আদা, লবণ, খাবার সোডা পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নাখাম মিচি পাকানো হয়। তাতে টাটকা ছোট মাছ দিলে আরো সুস্বাদু হয়।

ছোট চিংড়ি ও গুড়ো মাছের নাখাম বাজার থেকে সংগ্রহ করে চার/পাঁচ দিন রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে নেয়া হয়। তারপর ঢেঁকিতে গুড়ো করে ওয়াসিনথক-এ ভরা হয়। ওয়াসিনথক এক গেরো সমান বাঁশ কেটে এক অংশের গেরো কেটে ফাঁকা করা হয়। রৌদ্রে শুকিয়ে পাকিয়ে আগুনে হালকা সেঁক দিয়ে নাখাম সুআ ওয়াসিনথকে বরা হয়। ভরা হলে কলাপাতা দিয়ে তার উপর সামান্য মাটির প্রলেপ দিয়ে রাখা হয়। তাতে অনেক দিন ধরে নাখাম ভাল থাকে। রান্নার সময় প্রয়োজন অনুসারে বের করে একই পদ্ধতিতে রন্ধন করা হয়।

হালুয়াঘাটের মান্দিদের ওয়াকফুরা

মন্দিরে কোনো উৎসবে ওয়াক (শূকর) কাটা হয়। আত পচাল ভিজিয়ে রেখে শিলপাটিতে গুড়ো করে নেয়া হয়। মাংসের সাথে মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিতে হয়। এরপর পরিমাণ মতো পানি দিতে হয়। রান্নার মাঝামাঝি পর্যায়ে আতপ চালের গুঁড়ো ধীরে ধীরে দিতে হয় সেই সাথে চামচ দিয়ে নাড়িয়ে দিতে হয় যাতে সেটি জমাটবদ্ধ না থেকে তরকারিতে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে। ঘন হয়ে এলে লবণ, মরিচ পরিমাণ মতো হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়। খারি রান্না হলে খাবার সোডা দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় সময় চুলোর উপর রেখে রান্না হয়ে গেলে চুলোর উপর থেকে তোলা হয়। ওয়াকফুরা হলুদ তেল দিয়ে রান্না করা যায় আবার খারিও রান্না করা যায়। উৎসবে ওয়াকফুরা খারি না হলে খাবারের কোনো বড় অংশই যেন বাদ পড়ে গেল।

www.pathagar.com

পিঠা ও নকশিপিঠা

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও নকশিপিঠা হয়ে থাকে। সাধারণ পিঠা ও নকশিপিঠা তৈরির পদ্ধতি ভিন্ন রকমের। সাধারণ পিঠা নরম প্রকৃতির ও নকশার পিঠা শক্ত হয়ে থাকে। চাউলের গুঁড়ির কাই বা মণ্ড বানিয়ে সাধারণ পিঠাগুলো তৈরি করা যায়। কিন্তু নকশিপিঠার জন্যে কাই বা মণ্ডকে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচে ফেলে পিঠা তৈরি করে রোদে শুকাতে হয়। রোদে শুকানোর পর পিঠাকে তেলে ভাজা হয়। তারপর কখনও গুড় বা চিনির সিরাতে ভিজিয়ে অথবা পিঠার উপরে চিনি ছিটিয়ে পরিবেশন করা হয়।

মেরা ও গুলগুইল্যা বা গুলিপিঠা

কেবলমাত্র ময়মনসিংহ অঞ্চলেই এ ধরনের পিঠা তৈরি হয়ে থাকে।। চাউলের গুঁড়ি গরম পানিতে গুলে নিয়ে প্রথমে 'কাই' বা মণ্ড বানানো হয়। কাই বা মণ্ড পরে ভালভাবে কাঠের পাত্রে পিষে নিয়ে ছোট ছোট দলা হাতের তালুতে ঘোরাতে ঘোরাতে গুলি পিঠা বানানো হয়। এই পিঠা দেখতে অনেকটা লাঠিমের আকৃতির ও মাঝখান থেকে দুই দিকে গোলাকার সরু নাটাইয়ের মত। এই পিঠা ছিদ্র ওলা একটি মাটির হাঁড়িতে নিয়ে পানি ভর্তি আরেকটি হাঁড়ির ওপর রাখা হয়। পানি ভর্তি হাঁড়িটি চুলার ওপর বসিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। নিচের হাঁড়ির পানি বাষ্প হয়ে উপরের ছিদ্র অয়ালা হাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। বাষ্পের সাহায্যে হাড়ির পিঠা সিদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে সিদ্ধ হওয়া পিঠা আর কাঁচা থাকে না। চুলা থেকে নামিয়ে আনা হয়। মাংস, চিনি বা গুড় দিয়ে এই পিঠা খাওয়া হয়। কোনো কিছু না নিয়ে এমনিতেও এই পিঠা খাওয়া যায়। নতুন ধান উঠার সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঘরে ঘরে এই পিঠা তৈরির হিড়িক পড়ে। এই পিঠা তৈরিতে বাড়তি কোনো খরচের প্রয়োজন হয় না।[৩৯]

চেপার পিঠা

ময়মনসিংহ অঞ্চলে নতুন ধান উঠার সঙ্গে সঙ্গে গুলি পিঠার পাশাপাশি তৈরি করা হয় চেপার পিঠা। গরম পানিতে মিশানো চাউলের গুড়ি মণ্ড বা কাই করার পর অল্প দলা হাতে নিয়ে গোলাকার চাকতির মতো ছোট ছোট চাকতি তৈরি করে তার ভিতর চেপার ভর্তা ঢুকিয়ে চেপার পিঠা বানানো হয়। চেপার পিঠা গুলি পিঠার মতোই পানির বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ গুলি পিঠার সঙ্গে চেপার পিঠা একাধিক ছিদ্র বিশিষ্ট হাঁড়ির ভেতর দিয়ে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়।

চেপা পিঠা খুবই মুখরোচক খাবার। বৃহত্তর ময়মনসিংহ ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে চেপার পিঠা তৈরি হয় না।[৪০]

www.pathagar.com

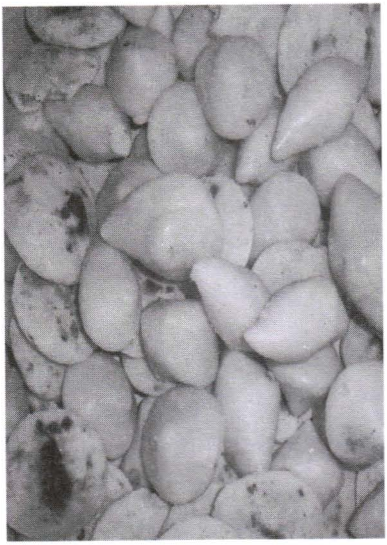

মেরা গুলগুইল্যা বা গুলি পিঠা ও চেপার পিঠা

তেলের পিঠা

পুলিপিঠা

চেপার পিঠার মতোই চাউলের গুঁড়ি গরম পানিতে মিশিয়ে নিয়ে মণ্ড বা কাই করা হয় পুলিপিঠার জন্যে। ছোট ছোট নৌকার আকৃতির কাইয়ের ভিতর গুড় বা নারকেলের গুড়া ভর্তি করে দুই পাশের মুখ বন্ধ করে দিয়ে পুলিপিঠা বানানো হয়। চেপার পিঠা, গুলি পিঠা ও পুলিপিঠা একত্রেই বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করে তৈরি হয়।[৪১]

তেলের পিঠা

চাউলের গুড়ি পানিতে মিশিয়ে এমনভাবে পাতলা করা হয় যাতে তেলের হাঁড়িতে অল্প পরিমাণ তরল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠে। তেলে ভাজা এই ধরনের পিঠাকেই তেলের পিঠা বলা হয়। তবে পাতলা করা চাউলের গুড়ির সঙ্গে চিনি বা গুড় মিশানো হয়। কখনও কখনও তালের রসও মেশানো হয়। তখন তাকে তালের পিঠা বলা হয়। তাল বা তেলের পিঠা মিষ্টি হয়ে থাকে।[৪২]

পাক্কন বা পাকোয়ানপিঠা

ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় পাক্কন বা পাকোয়ানপিঠা বলতে বোঝায় নকশাযুক্ত গোলাকার করে প্রস্তুত করা পিঠাকে। নকশি পিঠা সাধারণত শক্ত হয়ে থাকে। এর প্রস্তুত প্রণালীর রয়েছে কয়েকটি ধাপ। এই পিঠা তৈরি করে ঘরে মজুত রাখা যায়। সারা বছরই এই পিঠার কদর রয়েছে।

www.pathagar.com

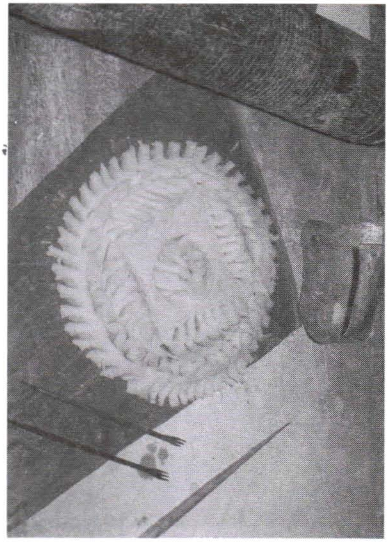

পাকোয়ান পিঠা তৈরির উপকরণ লোহার নকশিকাঠি, খেজুরকাঁটা, টিনের পাত ও বেলুন

নকশা কেটে কেটে পাকোয়ান পিঠা তৈরি করা হচ্ছে

রোদে শুকানোর পর তেলে ভাজা হচ্ছে পাকোয়ান পিঠা

সিরায় ভিজানো পাকোয়ান পিঠা

www.pathagar.com

বিভিন্ন নকশার পাকোয়ান পিঠা

পাকোয়ান পিঠা তৈরিকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুর রহমান সুলতান

www.pathagar.com

পিঠার উপকরণ

চাউলের গুঁড়ি, গরম পানি, পিঁড়ি, বেলাইন বা বেলুন, নকশি কাঠি, সয়াবিন তেল, গুড়ের সিরা।

প্রস্তুত প্রণালী

ঢেঁকিতে চাউল কুটে গুঁড়ি বানিয়ে গরম পানিতে ঢেলে ঘুটা দিয়ে দিয়ে কাই বানাতে হয়। তারপর কাইটাকে সয়াবিন তেল দিয়ে মেখে কাঠের বেলুন দিয়ে কিছুটা পুরু রেখে রুটির মতো বেলা হয়। বেলানোর অংশ নকশাকড়ি দিয়ে ইচ্ছামতো নকশা কেটে তেলে হালকা ভেজে রোদে শুকায়। শুকানো পাকোয়ানা ঘরে কোনো কৌটায় বা কোনো বাসনে রেখে পাটের শিকায় ঘরের কোণায় টানানো থাকে। মেহমান এলে আগে গুড়ের সিরা বানিয়ে শুকানো পাকোয়ান আবার গরম তেলে ভেজে যখন তখন সিরায় ডুবিয়ে পরিবেশন করা হয়। নকশায় নানান কারুকাজ থাকে। থাকে নানান ধরনের ফুল, পাখি ও পাতার চিত্র। এসব চিত্রের গঠন প্রণালী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা না থাকলেও পরিবারের বড়দের কাছ থেকে দেখে দেখে শিখে নিয়েছে। ঐতিহ্যগত ভাবে তৈরি হচ্ছে এই পিঠা।[৪৩]

কাঁঠাল পাতার নকশিপিঠা

কাঁঠাল পাতার পিঠা ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলের বারো মাসের পিঠা। কাঁঠাল পাতার পিঠা মূলত এক ধরনের নকশিপিঠা। নকশিপিঠার কারণে এটি সাধারণত শক্ত হয়ে থাকে।

উপকরণ

চাউলের গুঁড়ি, কাঁঠাল পাতা, পানি ভর্তি পাতিল, পাতিলের উপর খড়, চিনি ও তেল।

পিঠা তৈরির প্রক্রিয়া

আতপ চাউল একদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর পাটাতে পিষে পিষে চাউলের গুঁড়ি করা হয়। চাউলের গুঁড়ি অল্প পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে গোলা বানিয়ে সেই গোলা আঙুলে অল্প পরিমাণ নিয়ে নিয়ে কাঁঠাল পাতায় রেখে নকশা করা হয়। গুঁড়ির গোলায় নকশা করা কাঁঠাল পাতার পিঠা ভাপানোর জন্যে একটি পাতিলে পানি ভর্তি করে পানির উপর খড় বিছিয়ে তার উপর কাঁঠাল পাতা রেখে জ্বাল দেওয়া হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁঠাল পাতার পিঠা ভাপে সিদ্ধ হয়ে গেলে কাঁঠাল পাতার পিঠা নামিয়ে কাঁঠাল পাতা থেকে খসিয়ে রোদে শুকাতে হয়। কাঁঠাল পাতায় গুঁড়ির গোলা সিদ্ধ হবার পর যাতে আটকে না যায় সেজন্যে আগেই কাঁঠাল পাতায় সামান্য পরিমাণ তেল মেখে নিতে হয়। রোদে শুকিয়ে পিঠা ঘরে মজুত রাখা হয়। খাবার সময় আবার শুকনা পিঠা তেলে ভেজে নিয়ে পিঠার উপর চিনি ছিটিয়ে পরিবেশন করা হয়।[৪৪]

www.pathagar.com

কাঁঠাল পাতায় নকশি পিঠা তৈরি

কাঁঠাল পাতায় নকশি পিঠা তৈরি

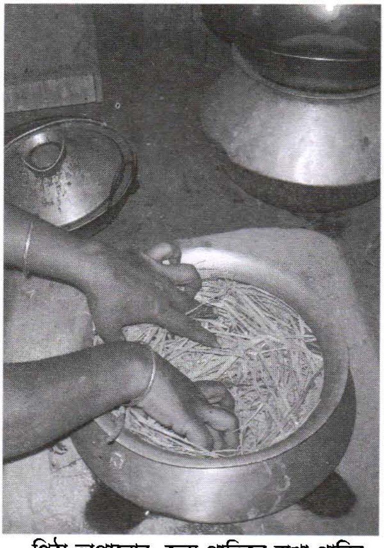

পিঠা ভাপানোর জন্য পাতিলে রাখা পানির
উপরে খড় বিছানো হচ্ছে

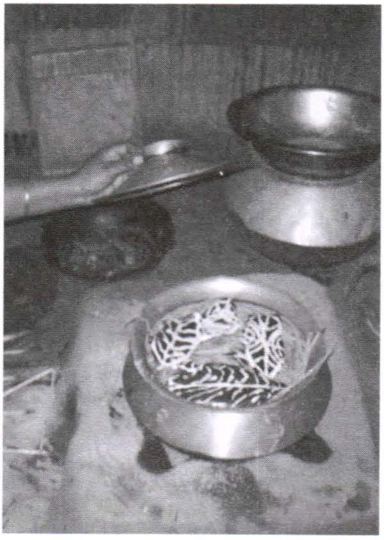

পাতিলে ভাপানো কাঁঠাল পাতার নকশি পিঠা

www.pathagar.com

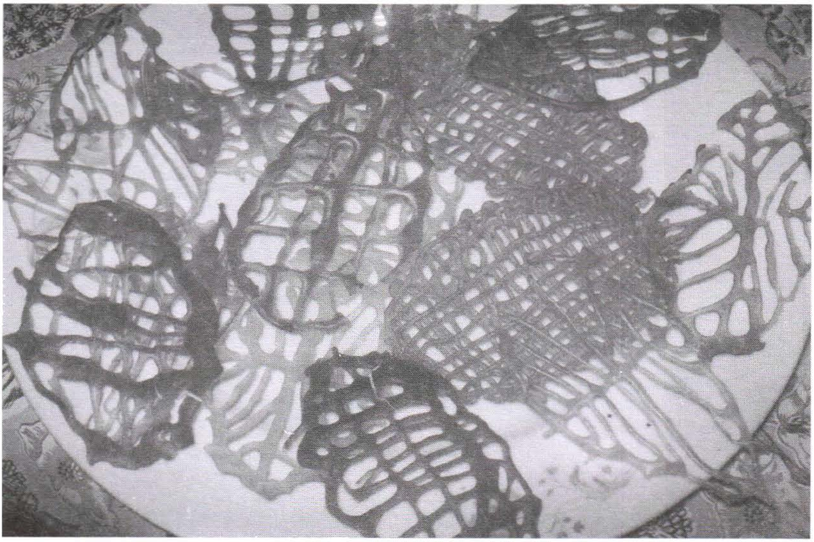

কাঁঠাল পাতার বিভিন্ন ধরনের নকশি পিঠা তৈরি

কাঁঠাল পাতার নকশি পিঠা তৈরিকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী

www.pathagar.com

লরা বা কেক পিঠা

লোহার পাত্র বা লরার উপর রেখে যে পিঠা তৈরি করা হয় তাকেই লরা পিঠা বলা হয়। কেকের মতো দেখায় বলে বর্তমানে এই পিঠাকে কেক পিঠাও বলা হয়। এই পিঠা ময়মনসিংহ অঞ্চলে সারা বছরই তৈরি হয়ে থাকে।

উপকরণ

চাউলের গুঁড়ি, কলা, গুড়, খাবার সোডা।

পিঠা তৈরির পদ্ধতি

আতব চাউল ঢেঁকিতে কুটে গুঁড়ি করে চাউলের গুঁড়ি অল্প পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে তার মধ্যে মাখতে হয় কলা, গুড় ও খাবারের সোডা। পিঠা ফুলানোর জন্যে খাবারের সোডা ব্যবহার করা হয়। আর মিষ্টি স্বাদের জন্যে ব্যবহার করা হয় কলা ও গুড়। কলার পিঠা ভাপে সিদ্ধ করতে হয়। সিদ্ধ করার জন্যে চুলার উপর পানিভর্তি লরার মুখে বেতের ছাকনির উপর কাপড়ের টুকরা রেখে তার মধ্যে মিশকরা গোলা পরিমাণ মতো ঢালা হয়। গোলাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে জ্বাল দিলে আধা ঘণ্টার মধ্যে ভাপে সিদ্ধ হয়ে পরিবেশন উপযোগী পিঠায় পরিণত হয়।[৪৫]

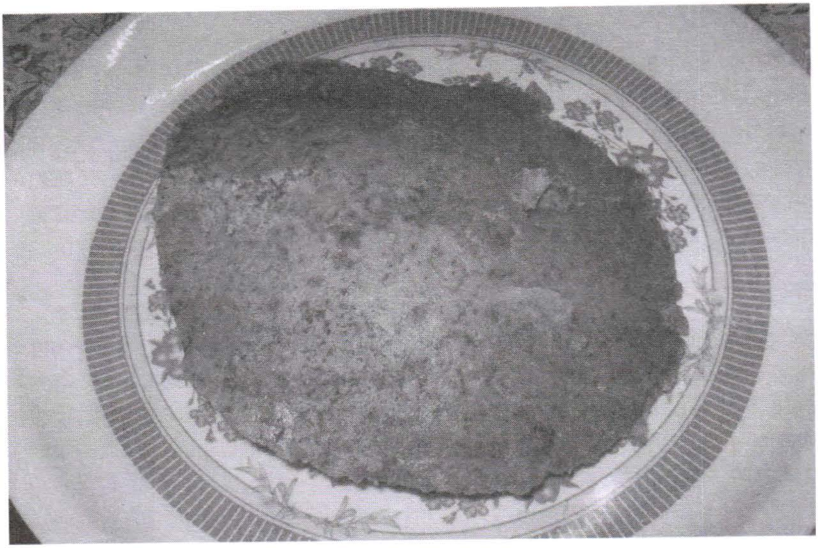

লরা বা কেক পিঠা

www.pathagar.com

কেক পিঠা বিতরণের জন্য ছুরি দিয়ে কাটা হচ্ছে

ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র

সারাদেশে প্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্রের প্রায় সবগুলোই প্রচলিত রয়েছে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায়। লোকসংগীত ও লোকনাট্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় লোকবাদ্য—ঢোল, বাঁশি, করতাল, খোল, খঞ্জনি, তবলা, মাদল, একতারা, দোতারা, সেতারা, মন্দিরা, হারমোনিয়াম, চটি ইত্যাদি। এসকল বাদ্যযন্ত্রের প্রায় সবগুলোই স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়। বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ, মেরামত কারখানা জেলা শহরসহ উপজেলা সদর ও গ্রামাঞ্চলেও রয়েছে।

বাঁশি

বাঁশ থেকে বাঁশি তৈরি হয়। বাঁশি তৈরির বাঁশ পাহাড়ি অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়। মড়াল, বরাক প্রভৃতি বাঁশের চাইতে বাঁশি তৈরির বাঁশে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। এই বাঁশের ভিতর অনেকটা জায়গা জুড়ে ফাঁকা থাকে। বাঁশের একটি গিঁট থেকে আরেকটি গিঁটের দূরত্ব অন্যান্য বাঁশের মতো নয়। বাঁশি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন—আড় বাঁশি, পক্ষি বাঁশি, বীণ বাঁশি প্রভৃতি।

আড় বাঁশি তৈরির উপকরণ

বাঁশি তৈরির প্রধান উপকরণ বাঁশ। এ ছাড়া হাপরের সাহায্যে সৃষ্ট কয়লার আগুন, বাঁশির গিঁট ছিদ্র করার জন্য বিভিন্ন আকৃতির লৌহদণ্ড, দা, ছোট্ট করাত, রেত, বিভিন্ন ধরনের রং, যাদব কাঠ, এঁটেল মাটি প্রভৃতি।

www.pathagar.com

বাঁশি তৈরির পদ্ধতি

একটি বাঁশি তৈরির জন্য প্রথমে প্রয়োজন মতো বাঁশকে টুকরো করা হয়। তারপর বাঁশিকে ছয়টি ও একটি, এই সাতটি ছিদ্র করার জন্য মাপ নেয়া হয়। এর মধ্যে হাপরের সাহায্যে সৃষ্ট কয়লার আগুনে উত্তপ্ত লৌহ শলাকাদণ্ড মাপ নেয়া বাঁশে ঢুকিয়ে পর্যায়ক্রমে সাতটি ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রের সাহায্যে বাঁশিতে সুর ওঠে।

নকশি বাঁশি

একটি আড় বাঁশি তৈরি হওয়ার পর অনেক সময় রং দিয়ে বাঁশিটিকে নানান রঙে রঙিন করে তুলেন। এ ছাড়াও বাঁশি নকশি করার জন্য চমৎকার কৌশল ও উপকরণ প্রয়োগ করা হয়। একটি বাঁশিকে নকশি করার আগে বাঁশিওয়ালা এঁটেল মাটি পানিতে মিশিয়ে কাদা করে নেন। একটি ছোট্ট কাঠির আগায় পানি মিশ্রিত এঁটেল মাটি বাঁশির গায়ে বিভিন্ন নকশার আকৃতিতে লাগিয়ে আগুনে আঁচে কিছুক্ষণ রেখে দেন। যাতে নকশি করা এঁটেল মাটি আগুনে শুকিয়ে ও পুড়ে যায়।

বাঁশি তৈরির বাঁশ

পরিমাণ মতো বাঁশ কেটে নেওয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

বাঁশির ছিদ্রের জন্য মাপ নেওয়া হচ্ছে

আগুনে পোড়ানো লৌহদণ্ডে বাঁশি ছিদ্র করা হচ্ছে

এঁটেল মাটি দিয়ে বাঁশিতে নকশা করা হচ্ছে

www.pathagar.com

পানিতে গোলানো এঁটেল মাটির নকশার বাঁশি

নকশা করা বাঁশি আগুনে আঁচ দেওয়া হচ্ছে

পানিতে ধোয়ার পর নকশাযুক্ত বাঁশি

সুর পরীক্ষা করে নিচ্ছেন সিরাজ বাঁশিওয়ালা

www.pathagar.com

মেলায় বাঁশি বিক্রি করছেন বংশিবাদক

নকশি করা আগুনে পোড়া বাঁশিটি পানিতে ধুয়ে নেওয়ার পর বাঁশির গা থেকে মাটি সরে পড়ে আর খয়েরি-লালযুক্ত নকশা ধারণ করে বাঁশিটি। বাঁশি তৈরি হওয়ার পর বাঁশিওয়ালা বাঁশিতে সুর উঠিয়ে দেখেন।[৪৬]

বাঁশি বিক্রি

বাড়িতে বাঁশি বানিয়ে বাজারে বিক্রির জন্যে বাঁশিওয়ালাই কাঁধে নিয়ে ছুটেন। ছুটেন বিভিন্ন লোকমেলায় ও লোক-উৎসবে।

একতারার নির্মাণ কৌশল

একতারা মূলত এবং প্রধানত বিভিন্ন প্রকার লোকসংগীত ও মরমী সংগীতে বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। বড় আকৃতির শীত লাউ পেকে খাওয়ার অযোগ্য হলে এই লাউ দিয়েই একতারা সৃষ্টি। এ ধরনের লাউয়ের ৯/১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মোটা নিম্নাংশ করাত দিয়ে কাটা হয়। এরপর ভিতর অংশের সবকিছু ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে ৩/৪ ফুট লম্বা একটি চিকন বাঁশের এক প্রান্তের গিঁট রেখে দিয়ে বাকি অংশটুকু করাত দিয়ে ফালি করে দায়ের সাহায্যে মসৃণ করা হয়। এরপর চিমটার আকৃতিতে বাঁশের গিঁটটি উপরে স্থাপন করে ফালিকৃত বাঁশের দুই প্রান্ত স্ক্রু-এর সাহায্যে খণ্ডিত লাউয়ের দু'পাশে আটকানো হয়। এরপর বিশেষভাবে নির্মিত ক্রয়কৃত একটি তার বাঁশের গিঁট থেকে বাঁশের দুফালির মাঝামাঝি বরাবর নিচে এনে লাউখণ্ডের সাথে আটকানো চামড়ায় সংযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

ঢোল নির্মাণ পদ্ধতি

ঢোল অতি প্রাচীন ভারতীয় তথা দেশীয় এবং বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। এটি ছোট, মাঝারি, বড় আকার ভেদে ২/৪/৬ ফুট ব্যাসের একটি সার যুক্ত ১/২/৩ ফুট দৈর্ঘ্যের গোলাকৃতির কাঠের গুড়ি নিয়ে বাকলহীন মসৃণ করতে হয়। এরপর বাটাল দ্বারা ভেতরে খনন করে শূন্য করে বেয়েলের মতো করে দুইপ্রান্তে সাধারণত ছাগল বা গরুর চামড়া দ্বারা পূর্ণভাবে আবৃত করা হয়। দুই মাথা বা প্রান্তের চামড়াকে টেনে আটকানোর জন্য দুইটি বাঁশের চাক বসিয়ে গরু বা মহিষের চামড়ার চিকন ফিতা দ্বারা চামড়ার ছাউনিকে এবং চাক দুটোকে টেনে বাঁধা হয়। সুরের সমন্বয়ের জন্য লোহা বা পিতলের রিং দ্বারা ফিতাগুলোকে এমনভাবে বাঁধানো হয় যাতে সামান্যও ঢিলা না থাকে।

ঙ. লোকস্থাপত্য

সারাদিন কর্মক্লান্তির পর রাতের নিদ্রার জন্যে, ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বাসস্থানের আবিষ্কার করে মানুষ। ক্রমে মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হয়ে ওঠে আশ্রয় বা বাসস্থান। একসময় গোটা বাংলাদেশটাই ছিল গ্রাম। ফলে গ্রামের মানুষ তাদের উপযোগী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ঘরবাড়ি নির্মাণে পারদর্শী হয়ে ওঠে। আর সে নির্মাণে পরিলক্ষিত হয় কিছু বৈশিষ্ট্য যা লোকজ স্থাপত্যের পরিচায়ক। রবিউল হুসাইন যথার্থই বলেছেন, "আমাদের দেশের লোকজ স্থাপত্য মূলত গ্রামের ঘরবাড়িতেই পরিদৃষ্ট যার ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের রুচি, ব্যবহারিক চাহিদা সব কিছুর প্রকাশ পায়। প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ, অবারিত ভূপ্রকৃতি, বৃক্ষ, জল, মাটি, এসব মৌলিক নির্মাণ উপকরণ গ্রামীণ স্থাপত্যে সাধারণত মূল গঠন সামগ্রিকরূপে দেখা যায়। তার সাথে আবহাওয়া, বৃষ্টি পড়ার কৌণিক পরিমাপ, সূর্যরশ্মির আলো ছায়ার রূপ ও পতনশীল অনুযায়ী আবাসগৃহের নকশা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারকারীর চাহিদা ও সুখ যাতে সে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।"[৪৭]

ময়মনসিংহ অঞ্চলে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে খড়ের চালের ঘর ও মাটির দেয়ালের ঘর আর খড়ের পুঞ্জি এ ক্ষেত্রে লোকজ স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

ত্রিশালের মাটির ঘর

ময়মনসিংহের ঐতিহ্যগত বাসগৃহের মধ্যে অন্যতম মাটির ঘর। বর্তমানে মাটির ঘর আগের মতো তৈরি হয় না। সাধারণত কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাসে এ ঘর তৈরি হয়।

মাটির ধরন

এঁটেল মাটি। সাধারণত যেসব মাটি দিয়ে ইট তৈরি করা হয়, সেই মাটি দিয়ে নির্মাণ হয় মাটির ঘর।

www.pathagar.com

নির্মাণ প্রক্রিয়া

প্রথমে মাটি কুপিয়ে নরম ও পানির সাহায্যে কাদামাটি করে গোল ধলা তৈরি করে ১ হাত করে দেয়াল উঠাতে হয়। তারপর ১৫/২০ দিন বিরতির পর আবার ১/২ হাত দেয়াল উঁচু করা হয়। এভাবে বিরতি দিয়ে দিয়ে পূর্ণ দেয়াল তোলা হয়। মাটির দেয়াল নির্মাণের পর বাঁশ অথবা কাঠ দিয়ে টানা দেয়া হয়। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় দন্না বা পাইর বলে। এছাড়াও পূর্ণাঙ্গ ঘরের জন্য প্রয়োজন কাঠের/বাঁশের খাম।[৪৮] ত্রিশাল অঞ্চলে একসময় অনেকের ঘরবাড়ি মাটির তৈরির ছিল বলা যায়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাটির ঘরের প্রচলন প্রায় কমে এসেছে। মাটির দেয়ালের জায়গায় টিনের ব্যবহার ও ইটের ব্যবহার বাড়ছে। ইটের ভাটা প্রচুর পরিমাণে গড়ে উঠায় ঘর তৈরির মাটিরও সঙ্কট রয়েছে।

স্থায়িত্ব

একটি মাটির ঘর ১০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাটির ঘর ৩/৪ দিন পর পর লেপে নেয়ার নিলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

সুবিধা

মাটির ঘর বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী। শীতকালে গরম আর গরম কালে ঠাণ্ডা লাগে মাটির ঘরে। এছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে মাটির ঘরের কোনো ক্ষতি হয় না।

সৌন্দর্য

মাটির ঘর লেপে রাখলে দালানের মতো দেখতে সুন্দর লাগে। মাটির ঘরকে অনেকটা দালান বাড়ির বিকল্প বলা যায়।[৪৯]

ত্রিশাল অঞ্চলের মাটির তৈরি ঘর

www.pathagar.com

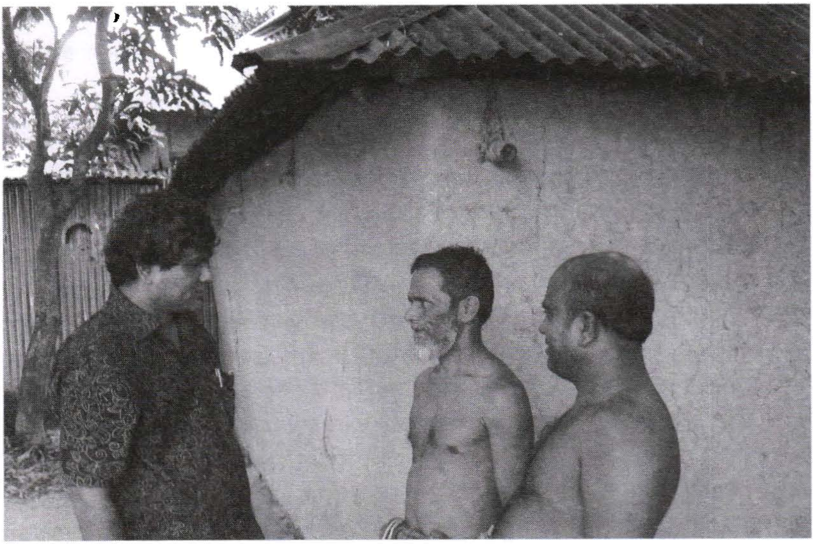

মাটির ঘরে বসবাসরত ত্রিশাল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে প্রধান সমন্বয়কারীর কথোপকথন

মাটির ঘরে বসবাসরত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সংগ্রাহক রাশেদ আনাম

www.pathagar.com

ফুলপুরের খড়েরঘর

খড়ের ঘর তৈরির সময় অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস। খড়ের ঘর তৈরির উপকরণ হচ্ছে— খড়, বাঁশ, বাঁশের খাপ, সুতলি, বাঁশের তৈরি হাপাতি।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

খড়েরঘর ছাওয়ার আগে ঘরের মাপমতো বাঁশের টুকরা যাকে কুঁড় বলা হয়, তা দিয়ে দুটি চাল তৈরি করে নিতে হয়। চাল তৈরির পাশাপাশি বাঁশের বেতির দুটি চাঁটাইও বোনা হয়, যা চালের উপর বিছানো থাকে। একটি খড়ের ঘর তৈরিতে সাধারণত একজন ছাফরবন্দ ও তার একজন সহকারীর প্রয়োজন। একজন ছাফরবন্দ ঘরের চালের উপর বাঁশের চিকন ও পাতলা খাপ লম্বা করে ফেলে তার উপর পরিমাণ মতো খড় বিছিয়ে নেন। বিছানো খড়ের উপর আবার একটি বাঁশের খাপ এমনভাবে রাখেন যা নিচের খাপের বরাবর থাকে। ঘরের নিচে একজন সহকারী বাঁশের হাপাতি চালের খাপের এক পাশে গুঁজে দিয়ে খড় ভেদ করে তুলে ধরেন। আর ছাফরবন্দ হাপাতির আগায় ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সুতলি ঢুকিয়ে দেন। সহকারী সুতলি সমেত হাপাতি নিচে টেনে এনে আবার চালের খাপের অন্য পাশে গুঁজে দিয়ে উপরে তোলেন। ছাফরবন্দ চালে সুতলির বান তোলেন। চালে আধ হাত ফাঁক রেখে রেখে খাপ ফেলে এমনভাবে খড়ের ঘর তৈরি হয় যে, চালের উপর বৃষ্টির পানি পড়লেও চার পাঁচ বছরেও চালের ভিতর পানি ঢুকে খড় পচাতে পারে না। খড় এমনভাবে বিছানো থাকে চালে হালকা পরিমাণ ঢেউ খেলানো শিল্প পরিলক্ষিত। তা ছাড়া ঢেউ খেলানো চালে বৃষ্টির পানি সহজেই গড়িয়ে যায়।[৫০]

ফুলপুর অঞ্চলের খড়ের ঘর

www.pathagar.com

নান্দাইলের খড়ের পুঞ্জি

ময়মনসিংহের প্রতিটি গ্রামের প্রায় বাড়িতেই খড়ের পুঞ্জি রয়েছে। এই খড় মূলত গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত। ধান মাড়াইয়ের পর ধানের আঁটি রোদে শুকালে খড় হয়ে যায়। খোলা ও অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণ খড় রাখার জন্যেই পুঞ্জি তৈরির ভাবনা কাজ করে। পুঞ্জি তৈরিতে প্রয়োজন পরিমাণ মতো একটি বাঁশ ও দুই তিনজন কাজের লোক। এক থেকে দেড় হাত পরিমাণ বাঁশ মাটিতে পুতে বাঁশের গোড়ার চারপাশে খড় ভালোভাবে দুই হাতে চালতে চালতে এমনভাবে ফেলা হয় যে, গোলাকার এক ধরনের পাহাড়ি ঢালুর আকৃতি নেয়। ক্রমে বৃত্তাকারে খড় চালতে চালতে আট থেকে দশ হাত উপর পর্যন্ত উঠিয়ে খড়ের পুঞ্জি তৈরি করা হয়। পুঞ্জির ঢাল এমনই যে, বৃষ্টির পানি মুষলধারে গড়ালেও খড়ের ভিতরে ঢুকতে পারে না। ঢালু বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। পুঞ্জি তৈরিতে সাধারণ মানুষের যে সৃজনশীলতা রয়েছে তা লোকস্থাপত্যের নিদর্শন। এক পুঞ্জি সাধারণত এক বছরের জন্যেই তৈরি হয়ে থাকে।[৫১]

নান্দাইল অঞ্চলের খড়ের পুঞ্জি

তথ্যনির্দেশ

১. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২২

২. খগেশকিরণ তালুকদার, বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১০

৩. অরুনিমা পাল, স্বামী : মহেন্দ্রপাল, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : পোনাবাড়ি, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ১০.১১.২০১১, সময় : সকাল ৯.২৫ মিনিট

www.pathagar.com

৪. জীবন পাল, পিতা : পঞ্চচন্দ পাল, মাতা : বেলা রাণী পাল, বর্তমান বয়স : ৩৯ বৎসর, পাতাইরা, আঠারো বাড়ি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.১২.২০০১, সময় : সকাল ১১টা
৫. রত্না রাণী পাল, বয়স : ৩৫ বৎসর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ৮টা
৬. দীপালী রাণী, বয়স : ৩৪ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ৮.২০ মিনিট
৭. সবিতা রাণী, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ৮.৪৫ মিনিট
৮. চন্দ্রারাণী, বয়স : ৩৩ বৎসর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ৯.১০ মিনিট
৯. সন্ধ্যারাণী, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
১০. সুরঞ্জিত, বয়স : ৭৬ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০টা
১১. নারায়ণচন্দ্র পাল, বয়স : ৫৫ বৎসর, শিক্ষা : স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.২০ মিনিট
১২. সঞ্জীব পাল, বয়স : ৩৭ বৎসর, শিক্ষা : ৬ষ্ঠ শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.৩৫ মিনিট
১৩. চিত্তরঞ্জন পাল, বয়স : ৩৭ বৎসর, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.৫০ মিনিট
১৪. মুনমুন পাল, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ , তারিখ : ০৯.১২.২০১১, সময় : সকাল ১১.১৫ মিনিট
১৫. মৃৎশিল্পী নারায়ণ চন্দ্র পাল; বয়স : ৫০ বৎসর; ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৩.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা
১৬. ফাতেমা বেগম, স্বামী : নূরু ইসলাম, বয়স : ৩২ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : নলুয়াপাড়া, চর হোসেনপুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৩.০৮.২০১১, দুপুর ১২টা
১৭. মো. আব্বাছ আলী, পিতা : শহর আলী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : নিরক্ষর, নলুয়াপাড়া, চর হোসেনপুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৩.০৮.২০১১, দুপুর ১২.৩০ মিনিট
১৮. মো. আসলাম, পিতা : নূর ইসলাম, মাতা : ফাতেমা বেগম, বয়স : ২৮, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : নলুয়াপাড়া, চর হোসেনপুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৩.০৮.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা
১৯. রিনা, স্বামী : হারুন, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : নলুয়াপাড়া, চর হোসেনপুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৩.০৮.২০১১, সময় : দুপুর ১.২০ মিনিট
২০. ললিতা রাণী দাস, বয়স: ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তরিখ ১৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ৮.১৫ মিনিট
২১. সন্তোষচন্দ্র দাস, বয়স : ৪৫ বৎসর, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তরিখ ১৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ৮.৩০ মিনিট

www.pathagar.com

২২. বাসন্তি রাণী, বয়স : ৪৫ বৎসর, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তরিখ ১৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ৮.৪৫ মিনিট
২৩. বনেচন্দ্র দাস, বয়স : ৬০ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর , গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তরিখ ১৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ৯.২৫ মিনিট
২৪. হরিপদচন্দ্র দাস, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তরিখ ১৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.১০ মিনিট
২৫. স্বপনচন্দ্র দে, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ডিগ্রি পাস, গ্রাম : নিঝুরি, উপজেলা : ভালুকা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৬.১২.২০১১, সময় : সকাল ৯টা
২৬. অমূল্যচন্দ্র দে, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : নিঝুরি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৬.১২.২০১১, সময় : সকাল ৯.২০ মিনিট
২৭. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, জন্ম : ১৯৬৭ সাল, গ্রাম : বলদী, ডাকঘর ও ইউনিয়ন- মশাখালী, উপজেলা- গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২০.৩.২০১২, সময় : দুপুর ১টা
২৮. জ্যোৎস্না খাতুন, স্বামীর নাম : মো. আবদুল মতিন, মাতার নাম : কল্পনা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫০ বৎসর গ্রাম : রৌহা নামা পাড়া, ইউনিয়ন : সালটিয়া, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১.২.২০১২,সময় : দুপুর ২.২০ মিটিন
২৯. আয়েশা খাতুন, স্বামী : মো. বছির উদ্দিন, মাতা : জয়নবি বেগম, বয়স : ৬৫ বৎসর, গ্রাম : হরিনাতলা, ডাকঘর : গাবতলী, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৫.১০ মিনিট
৩০. এম. ইদ্রিছ আলী, পিতা : আব্দুর রাজ্জাক, মাতা : জুলেখা খাতুন, জন্ম তারিখ : ০১-০১-১৯৮২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি (পাস), পেশা: সাংবাদিকতা, গ্রাম : মণ্ডলসেন, ডাকঘর : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৪.২০১২, সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট
৩১. দরজি আবদুল ওয়াহাব, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ, ২০০৮, পৃ. ৪০
৩২. রনজিৎকর, গৌরীপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য', রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৮৬-১৮৭
৩৩. মো. সাইদুল ইসলাম, পিতা মো. মোসলেম উদ্দিন সরকার, মাতা মোসা. খোদেজা খাতুন, জন্ম : ২২.০৮.১৯৭৯, গ্রাম : পূর্ব কাউরাট, ইউনিয়ন : ময়লাকান্দা, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১১.২০১১, সময় বিকেল ৪টা
৩৪. মো. মোসলেম উদ্দিন সরকার, পিতা নবী হোসেন সরকার, বয়স ৬৫ বৎসর, গ্রাম : পূর্ব কাউরাট, ইউনিয়ন : ময়লাকান্দা, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১১.২০১১, সময় বিকাল ৪টা
৩৫. মোসা. খোদেজা খাতুন, স্বামী মো. মোসলেম উদ্দিন সরকার, বয়স ৫৫ বৎসর, গ্রাম : পূর্ব কাউরাট, ইউনিয়ন : ময়লাকান্দা, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১১.২০১১, সময় বিকাল ৪টা
৩৬. পারুল পরভীন, স্বামী : সাইদুল ইসলাম, বয়স : ২৫ বৎসর, গ্রাম : পূর্ব কাউরাট, ইউনিয়ন : ময়লাকান্দা, উপজেলা : গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১১.২০১১, সময় বিকেল ৪টা
৩৭. স্বপন ধর, পিতা : শহীদ সন্তোষ ধর, মাতা : বাণী প্রভাধর, জন্ম : ১৫.১.১৯৬৩, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.১১.২০১১, সময় : সকাল ১০টা
৩৮. মোত্তালিব দরবারী, প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ফুলবাড়িয়ার লালচিনি, আখিলা (স) মোত্তালিব দরবারী, ফুলবাড়িয়া সাহিত্য সংসদ ময়মনসিংহ, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৮-৯,

www.pathagar.com

৩৯. রাহিমা, স্বামী : আতাউর রহমান, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম : কাকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০৩.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা
৪০. হেপি, স্বামী : মো. অনু মিয়া, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ২৫ বৎসর, গ্রাম : জয়পুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০২.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা
৪১. শিরিন পারভিন, স্বামী : খায়রুল ইসলাম সবুজ, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম : টেংগা পাড়া, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৯.০৩.২০১২, সময় : দুপুর ১২ টা
৪২. রুমা, স্বামী : এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩২ বৎসর, গ্রাম : বাগুন্দা, ইউনিয়ন : কাকনি, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৯.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা
৪৩. মাজেদা বেগম, স্বামী : মো. হাফিজ উদ্দিন , মাতা : আমেনা খাতুন, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম ; বৃ-পাঁচাশি, ইউনিয়ন : বড়হিত, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৯.২০১২, সময় : রাত ৮টা
৪৪. হাফিজা আক্তার, স্বামী : মো. তফাজ্জল হোসেন, মাতা : মোছাম্মত হামিদা খাতুন, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম ; বৃ-পাঁচাশি, ইউনিয়ন : বড়হিত, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৯.২০১২, সময় : রাত ৯টা
৪৫. হালিমা খাতুন, স্বামী : মো. আবুল কাশেম, মাতা : খোদেজা খাতুন, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৪৬ বৎসর, গ্রাম ; বৃ-পাঁচাশি, ইউনিয়ন : বড়হিত, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৯.২০১২, সময় : রাত ১০টা
৪৬. শিলু রহমান, স্বামী : আমিনুর রহমান সুলতান, মাতা : আনোয়ারা খাতুন, জন্ম : ২২.৯.১৯৬৫, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : কাকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০১.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা
৪৭. রবিউল হুসাইন, 'বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ', বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, সম্পাদক শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৬৭
৪৮. শ্রী রামনাথ রবিদাস, পিতা : জীবন রবিদাস, বয়স: ৭০ বৎসর, গ্রাম : চিকনামনোহর, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১০.১১.২০১১, সময় : রাত ৮.১৫ মিনিট
৪৯. শ্রী বিশ্বনাথ রবিদাস, পিতা : জীবন রবিদাস, বয়স : ৫৫ বৎসর, গ্রাম : চিকনামনোহর, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১০.১১.২০১১, সময় : রাত ৮.৫৫ মিনিট
৫০. ওমর ফারুক, পিতা : হাজী মো. আবদুল আউয়াল সরকার, মাতা : মাজেদা খানতুন, বয়স : ৩৭ বৎসর, গ্রাম : বাগুন্দা, ইউনিয়ন : কাকনি, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৮.০২.২০১২, সময় : সকাল ১১টা
৫১. মো. মিলন, পিতা : জালাল উদ্দিন মাস্টার, মাতা : জাহানারা বেগম, পেশা : ছাত্র, বয়স : ২০ বৎসর, গ্রাম : দত্তগ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৩.২১.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত ও গাথা

ক. লোকসংগীত

১. মাজারের গান

২. উড়ি গান

৩. কর্মসংগীত

৪. গাইনের গীত

৫. মেয়েলি গীত

৬. ভাটিয়ালি গান

খ. গাথা

হালুয়াঘাটের গাথা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
লোকসংগীত ও গাথা

ক. লোকসংগীত

লোকসংগীতকে কেউ কেউ লোকগীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোক-গীতি'ই বলেছেন। আর এর সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন, "যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিতও হয়, তাহাকে লোক-গীতি (Folk Song) বলে।"[১] লোকসংগীত গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই প্রচার হতো। আধুনিককালে শহর ও গ্রামীণ উভয় পরিবেশে লোকসংগীত আর কেবল মৌলিক ও স্মৃতিনির্ভর নয়, লিখিত আকারেও সৃষ্টি হচ্ছে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে এর প্রসার বাড়ছে।

একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে লোকসংগীত রচিত হলেও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্ব-সমাজের, জাতির ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ পায়। এর ছন্দে নেই কোনো জটিলতা। একবার কারও কানে ধরা দিলে সহজভাবেই তা আত্মস্থ হয়ে যায়। এর সুর এতই কোমল যে, সাধারণ হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। গানের ভাষায় কথা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার প্রাণস্পর্শী করে তোলে সাধারণ থেকে সকল শ্রেণির মানুষকে। লোকসংগীত বাঙালির লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতম সম্পদ। আর লোকসংগীতের রয়েছে সমৃদ্ধতম নানা শাখা।

১. মাজারের গান

ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি উপজেলাতেই অনেক মাজার রয়েছে। এগুলোতে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন সময়ে ভক্তবৃন্দের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় এক ধরনের বিশেষ গান। গানের তালে তালে ভক্তবৃন্দ মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে নেচে নেচে জিকির করেন। দয়ালের প্রেমে হন অশ্রুসিক্ত। মাজারে পরিবেশিত হওয়া এই গানগুলো মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়। গানগুলোতে দেহতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক এসব বিষয় স্থান পায়। আপাতদৃষ্টিতে গানগুলো শুনলে মনে হবে সাধারণ নরনারীর প্রেমের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, সাধারণ নরনারীর রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের স্রষ্টাপ্রেমের গভীর তাৎপর্য।

www.pathagar.com

সংগৃহীত মাজারের গান

১.

কাছে আইসা ভালোরে বাইসা কইয়া[১] যাওরে দয়াল তুমি আমারে
হাশরের মিজানে আমার নি হইবা তুমি
আমার লাগি[২] দুইটি কথা কইবা নি তুমি দয়াল-২
তুমি যদি হওরে আমার
আমার যুদি[৩] হও তুমি
আমি আর ভয় করি না অন্তরে।
তুমি আছ আমার আমি হইলাম তোমার
জগদবাসী[৪] জানেরে দয়াল, জগদবাসী জানে
আল্লাহু, আল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসুল।

২.

চারাগাছে ফুল ফুটাইয়া মধু রাখছি ঘরে
দয়াল তুমি আইসো আমার না ঘরে।
তুমি যুদি আসরে দয়াল আমারি ঘরে
সাজাব তোমারে মনের মতন করে।
তুমি যুদি আসরে দয়াল আমার না ঘরে
হাতের বালা খুইলা দিব তোমার হাতে
দয়াল আইস রে দয়াল তুমি আমার না ঘরে।
গলার মালা খুইলা দিব তোমার গলে
দয়াল তুমি আইস আমার না ঘরে।
নিশিতে তোমারে যৌবন-ফুলের মালা গাঁথিয়া পরাব আমারি হাতে
তোমারে শোয়াইব দয়াল ফুলেরি বিছানায়
সারারাত্রি বইসা থাকব তোমার কাছে।
দয়াল তুমি যুদি আসরে আসরে
গুয়া গো চন্দন দিয়া রাখব তোমারে।
কুলে লইয়া আদর করিব তোমারে
দয়াল তুমি যুদি আসরে একবার।
চারাগাছে ফুল ফুটাইয়া মধু রাখছি ঘরে
ফুলের মধু দিব তোমার মুখে
দয়াল তুমি একবার আসিও আমার ঘরে।
তুমি যুদি আস দয়াল আমার ঘরে
চাকের মধু তুইলা দিব তোমার মুখে
দয়াল তুমি আসরে আমার না ঘরে।
তুমি যুদি আইসরে দয়াল আমার না ঘরে।
আমার হাতে (২) রাখব আমি চিতল গামছা

www.pathagar.com

চিতল গামছা হইতাম যুদি আমিরে দয়াল
তোমার হাতে রাখতা।
যখন মাথায় রৌদ্র লাগে ছায়া দিতাম আমি
তোমার মাথায়।
দয়াল রে, শুয়া গো চন্দন হইতাম যুদি আমি
গায়ে মাখাইতা তুমি ঘামিয়া পড়িত তোমার পায়।
দয়াল রে, ফুল যুদি হইতাম আমি থাকতাম ফুলবাগানে
নিশিতে আইতারে বন্ধু খাইতা গোপনে ফুলের মধু।
ও বন্ধুরে, একবার আসিও তুমি আমার ঘরে
একবার আসিও রে বন্ধু তুমি আমার ঘরে।

৩.
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম রে সুরেশ্বরে
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম বন্ধুয়ার তালাশে।
পাখা যুদি দিত বিধি আমারে
উইড়া যাইয়া করতাম দেখা বন্ধুয়ার সনে।
বিধি যুদি দিত রে পাখা উইড়া যাইয়া করতাম দেখা।
আগে যাইয়া কাছে বইসা জিগাইতাম
আমার বন্ধু কেমন আছে রে দয়াল।
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম বন্ধুয়ার তালাশে
পন্থে[৫] চাইয়া থাকি বন্ধু নি আসে
পাখা বানাইয়া দেরে বিধি উইড়া যাইতাম দূরত[৬]
উইড়া যাইতাম সুরেশ্বর।
নীলাকাশে পাখি উড়ে আগে যাইয়া কাছে বইয়া
কইও রে কথা আমার বন্ধু কেমন আছে
বন্ধু আমার কেমন আছে।
কতদিন হইল গত পাই না আমি মনের মতন মানুষ
কতদিন হইল রে গত পাই না আমি মনের মতন মানুষ।
বন্ধু আমার কেমন আছে
আমি কার কাছ জিগাব আমার বন্ধু কেমন আছে-২
ভালোবাসিলাম প্রাণের বন্ধু তোমারে
দাসী বানাও তুমি আমারে
বন্ধুয়ারে ভালোবাসিলাম তোমারে।
যত ভালোবাসি তোমারে বানাও দাসী তুমি আমারে
মধুর মধুর কথা কইয়া চিত্র দাগা লাগাইলে আমার অন্তরে
চিত্র দাগা লাগাইলে অন্তরে।

www.pathagar.com

বন্ধুয়ারে, কত ভালোবাসিলাম তোমারে
যত দোষী হইলাম আমি তোমারে ভালোবাসিয়ারে ।
কলঙ্কের ডালা (২) হাতে লইলাম আমি
তোমার জন্য আমারে কেউ ভালোবাসে না
যত দোষী হইলাম বন্ধু তোমার লাগি
যত দোষী হইলাম রে বন্ধু তোমার লাগি ।

৪.
দয়াল তোমার নাম বিনে নাই ভরসা -২
ও দয়াল রে, ডাকি তোমারে আমি বারে বারে
আসিবার কথা ছিল রে দয়াল কেন তুমি আসিলা না
কোন রমণী পাইয়ারে দয়াল আমায় ফেলছ ভুলিয়া ।
বাসর সাজাইয়া রাখিছি রে দয়াল
আঁচল কাইট্টা বাসর সাজাইছি তোমার লাগিয়া
নিশিতে রইলাম রে জাগিয়া ।
কার কুঞ্জে ঘুমাইলা তুমি আমারে ছাড়িয়া (২) দয়াল রে
বাসর সাজাইয়া রাখছি তোমার লাগিয়া ।
যৌবন-ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখছি তোমার লাইগা যতনে
একবার যদি পাইতাম তোমারে ।
আমার জীবন ধন্য করতাম তোমারে পাইয়া দয়াল রে
একবার যুদি পাইতাম তোমারে
আমার জীবন সাফল্য হইত রে দয়াল ।
একবার তুমি আইস আমার ঘরে রে দয়াল
প্রেমের গোলাপজল ছিটাইয়া দিব তোমার অঙ্গে
প্রেমের বাতাস করব আমি তোমার কাছে বইয়ারে দয়াল
একবার আসিও তুমি ।
শেষের বেলা তুমি দেখা দিয়ো আমারে
আমি যেন চিনি তোমারে একলা পাইয়া ও শামরে শাম
একেলা পাইয়া যেন তোমারে চিনি আমি রে দয়াল
আমি যেন তোমারে চিনি যে দয়াল ।
তোমারে যুদি না চিনি আমার জীবন যাইব বিফলেরে দয়াল
তোমারে না পাইলে রে দয়াল আমার জীবন যাইব বিফলে ।
তুমি কোন-বা দেশে থাক রে দয়াল কোন-বা দেশে থাক
আমারে না কইরা পাগল কোন-বা দেশে থাক তুমি রে ।
সকল কিছু দিয়ারে দয়াল পাগল হইলাম আমি তোমার
তোমার পাগল হইয়ারে দয়াল আছে আমার দুই নয়নের জল

www.pathagar.com

যা আছে রে সম্বল আমার দুই নয়নের জল ।
আর কোনো ধন চাই নারে দয়াল শুধু চাই তোমারে
তোমারে পাইলে আমার আর কিছু দরকার নাই রে দয়াল ।
সবের আছে সবকিছু আমার আছ তুমি রে দয়াল
তুমি আছ আমার ।
সায়-সম্বল[৭] তুমি আমার
তুমি আমার ব্যাংক ব্যালান্স রে দয়াল আমার
তোমার মতন দরদী নাই রে আমার এই ভবে সংসারে ।
আকুল সাগর পাড়ি দিলাম তোমর নাম ধরিয়া
আমি যুদি ডুবে মরি তোমার হইব কলঙ্কিনী -২
দয়াল তোমার নামে দিলাম সাঁতার আমি
যুদি মরি যাই রে দয়াল
ডুবে যাইব তোমার হইব কলঙ্কিনী
তোমার হইব কলঙ্কিনী দয়াল ॥

৫.
আষাঢ় মাসে আসল জোয়ার পদ্মা নদীতে
সেই জোয়ারে কত নৌকা ভাসেরে পদ্মা নদীতে ।
কোন নৌকাতে আসেরে বন্ধু আমার লাল নিশান উড়াইয়া
নতুন ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া গাঙ্গে দিলাম বানা
তুমি দয়াল আইলেরে কে করিবে মানা ।
নিশিতে আইবারে বন্ধু নিশিতে যাইবা
তোমারে কে করিবে মানা ।
তিন তক্তারি নৌকাখানি গো বাইনে বাইনে চুয়ায়রে পানি
নৌকার পানি হিচি[৮] আমি কি দিয়া রে ।
তিন তক্তারি নৌকাখানি গো বাইনে বাইনে চুয়ায়রে পানি
কি দিয়া হিচি রে আমি নৌকার পানি ।
ও বন্ধুয়ারে, যা লয় তোমার মনে কর তুমি আমারে -২
আমি যুদি হইতাম রে বন্ধু, আমি যুদি হইতাম তোমার
তোমার যুদি হইতাম রে বন্ধু, আইতা তুমি আমার কাছে ।
কোন সাগরে মানিক তুমি (২) কোন বাগিচার ফুল
কোন বাগিচার ফুল তুমি ময়না টিয়া পরানেরি বুলবুল ।
অরণ জঙ্গলের ভিতরে বানছি একটি ঘর
ভাইও নাই বান্ধব নাই কে লইব আমার খবর -২
কোন সাগরের মানিক তুমি কোন বাগিচার ফুল
ময়না টিয়া পরানের বুলবুল পরানেরি বুলবুল ।

www.pathagar.com

তুমি আমার আসমানের চান কই রইলারে লুগাইয়া[৯]
আকাশেতে চন্দ্র উঠে কত লোকে চাইয়া রে দেখে
তুমি আমার আকাশের চন্দ্র কই রইলারে লুগাইয়া
কোন সাগরের ...আমার খবর ।[২]

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. বলে, ২. জন্যে, ৩. যদি, ৪. জগতবাসী, ৫. পথে, ৬. দ্রুত, ৭. সহায়-সম্বল, ৮. সেচন করি, ৯. লুকাইয়া ।

২. উড়ি গান

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকায় প্রতিবছর হোলি খেলা হতো । এক বাড়ি থেকে গান শুরু করে অন্য বাড়ি হয়ে পাড়া ঘোরা হতো । সবার ঘর থেকে চাউল, ডাইল তোলা হতো । ওগুলো নিয়ে রান্না করে সবাই খেতো । রং ছিটানো হতো, প্যাঁক খেলা হতো । সবচেয়ে একটি মজার ব্যাপার ছিল প্রতিবেশী কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ থাকলে বছরের ওই দিনটিতে বিবাদ মিটে যেতো । কারণ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে যেতে সবাই মিলে গান ধরতো । আসরও বসতো উড়ি গানের ।

সংগৃহীত উড়ি গান

১

কমলকে পাইয়া তুমি
কমল তুমি হারাইলে
আশে কমল পাশে কমল
ঝুলে রইলে কমলে ।
পাইয়া কমলে সঙ্গী
কমলে হইলে বন্দি
পাইয়া ননদি কমল ।

২.

বাড়ি ভিটার দফা সাফা
সব হইল আমার ॥
নিষ্করে বসতি করি
এখন দয়াল মালিক আমার ॥
এই সুন্দর বাড়ি যেদিন বান্ধিলাম
চার কিস্তিতে খাজনা দিব
পাট্টা করিলাম ।

www.pathagar.com

আমি পাট্টা করে মত্ত হইলাম
ভুলে গেলাম কিস্তি দিবার ॥
প্রথম কিস্তি যায় বাল্যরসে
দ্বিতীয় কিস্তি যায় খেলায়
কিশোর বয়সে
তৃতীয় যৌবনের রসে
মন তোষিলাম পর থামার ॥

কাঙাল উপেন্দ্রের আর নাই কিছু সম্বল
আছে মাত্র কয়েক ফোঁটা
তপ্ত আঁখি জল
(তোমার) ধোয়াব শ্রীপদ কমল
লও হে দীনের এই উপহার ॥[৩]

৩. কর্মসংগীত

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় শ্রমিক শ্রেণির লোকেরা বিভিন্ন কর্মসংগীত পরিবেশন করেন তাদের কাজের সময়। যেমন—কোনো নির্মাণ শ্রমিক ইট টানার সময় কিংবা ছাদ তৈরির সময় কিছু উদ্দীপনামূলক কথা উচ্চারণ করেন। এসব কথা ও সুরের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে আসে তাই সুর করে বলেন। একজন সুর তুললে অন্যরাও তাতে দোহার দেন। এতে কাজের মধ্যে উৎসাহ জাগে। আবার কোনো গাছ কাটার শ্রমিক বা করাতি গাছ কাটা ও সরানোর সময় বিভিন্ন কথা উচ্চারণ করেন, তার সঙ্গে অন্যরাও দোহার দেন।[৪] যেমন—

দলনেতা	:	মারো ঠেলা
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	জোরে মারো
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	আল্লার নাম
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	আরে সামনে মারো
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	পিছন থেইক্কা
দোহার	:	হেইও।
দলনেতা	:	কেউ বুড়া না
দোহার	:	হেইও।

এভাবে বিভিন্ন কথা উচ্চারণ করেন শ্রমিকরা তাদের কাজের শক্তি জোগানোর প্রয়োজনে। আর সেই কথাগুলো কর্মসংগীতে রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

৪. গাইনের গীত

উনিশ শত পঞ্চাশ ও ষাট দশক পর্যন্ত গাইনের গীত প্রচলিত ছিল ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। সংগীত ও নৃত্য নির্ভর গাইনের গীত বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের হাস্য-রসে পরিপূর্ণ এবং ব্যঙ্গ-রসাত্মক বিদ্রূপাত্মক এক প্রকার আকর্ষণীয় লোকনাট্য-অনুষ্ঠান। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিষয়ের সংগীত নির্ভর একপ্রকার কমিক গানই গাইনের গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরা গানের সাথে এ গানের কিছুটা মিল আছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের গাইনের গীতের উপজীব্য বিষয়গুলো হলো—গরিবের বাজার করা, পকেটমারের উৎপাত, নব্য যুবকদের বিড়ম্বনা, শহরের ললনাদের বিচিত্র পোশাকে ঘুরে বেড়ানো, বাজার বা গাড়িতে ফেরিওয়ালার ক্যানভাস এবং বাস্তবতার নিরিখে সমসাময়িক বহু অসঙ্গতি স্থান পায় গাইনের গীতে। গাইনের গীতের মূল উদ্দেশ্য হলো আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দ ফূর্তি করা। গাইনের গীতের শিল্পীদের মেকাপ বা পোশাক থাকে হাস্যকর এবং লোকজ। যেমন—চাড়াল চরিত্রের ইয়াবড় গোঁফ। যুবক চরিত্রে টাইট-ফিট জামা, কালো মাফলার, পায়ে লাল মোজা। নমশূদ্র চরিত্রে টিকিতে জবাফুল, পরনে ধুতি, হলুদ পাঞ্জাবি, হাতে চুড়ি, গলায় মেডেলের বহর, কাঁধে ঝুলানো দোতারা। গাইনের গীতের অনুষ্ঠানে পাইল বা সহশিল্পীদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি বা কথোপথন ভঙ্গি বা ভংচং দেখে দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ হয়। 'প্রতিভা' নামক সাহিত্য স্মরণিকায় (জুলাই ১৯৯০) আবদুর রশীদ মিয়া "গাইনের গীতের প্রেক্ষাপট" প্রবন্ধে লিখেছেন—"বর্তমানে অজপাড়া গাঁয়ে হঠাৎ কোথাও কোথাও গাইনের গীতের কিছু কথা ব্যবহার করা হয় কলতা-ঝাড়া বা অর্ধাঙ্গ রোগীদের চিকিৎসায়। শত শত লোক ঢোলের শব্দ শুনে এই কলতা-ঝাড়ার অনুষ্ঠানে গাইনের অশ্লীল গালিগালাজ শোনবার জন্য জমায়েত হয় আনন্দ উল্লাসে।" উনিশ শত আশির দশকে ময়মনসিংহ শহরে তিনটি স্থানে গাইনের গীতের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ময়মনসিংহ পাবলিক হলে ১৯৮৫ সালে এবং নতুন বাজার ট্রাফিক চৌরাস্তায় ডলফিন কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন সড়কে ১৯৮৭ সালে। ময়মনসিংহ শহরে গোলকিবাড়ি রোড নিবাসী আবদুর রশিদ মিয়া ও দলের শিল্পী সুধীর দাস, মোতাহের হোসেন বাচ্চু, ইব্রাহিম খলিল, হাসিম উদ্দীন, ফজলুল হক, এল.আর. বাবুল, হারুনুত তৌহিদ জিলু, মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস, ফেরদৌস আরা ডালিয়া, কমল দাস ময়মনসিংহের মঞ্চ থেকে গাইনের গীত নিয়ে যান ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর মঞ্চে ১৯৯০ সালে। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে একসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল গাইনের গীত।

সংগৃহীত গাইনের গীত

১.

পূবেতে বন্দনা করি, হাছুনির মার খেতা[১]
যাহার গন্ধে জামাই পালায়, ভাইঙ্গা ঘরের বুতা[২]।
দক্ষিণে বন্দনা করি উমেদ আলী নানা।
মুতিয়া[৩] নামতো আঁড়ুপানিত[৪], আঙ্গিয়া[৫] ফুচতোনা[৬]।

২.
কথা যেন থাকে মনে
গাইন[৭] গোর্মার[৮] গালিতে
মানুষ তো দূরের কথা
কুত্তা[৯] পরে পানিতে।

৩.
উঁচা ডাবার[১০] বোঁচা কলকি
উগার[১১] তলে থইয়্যা[১২]
গাইন গেছলাম গাইনীরে[১৩] মারতাম[১৪]
লেংডি[১৫] গেছে খইয়া[১৬]।[৫]

৪.
"নুন কিনতে গেছলাম আমি, কালিগঞ্জের আড[১৭]
নুনের দাম হুইন্যা[১৮] বাবা, বইয়া[১৯] পড়লাম মাড[২০]।
বুদ্ধি কইরা হস্তা[২১] চিনি, লইয়া ফিরলাম ঘরে
পোলাপানে[২২] লুডি[২৩] লইয়া, আমার পিছে দৌড়ে।
চাট্‌তে চাট্‌তে চিনির টোপলা[২৪], করলো তারা শেষ–
অহন[২৫] আমার শৈল[২৬] চাড়ে, তাই ছাড়লাম দেশ।"

৫.
হায়রে ভগমান[২৭], আল্লায় বানাইছুন[২৮] মুসলমান॥ ঐ
আঁস[২৯] খাইলাম কইতর[৩০] খাইলাম,
আরো খাইলাম ঢুপী[৩১]
বুইড়া[৩২] বলদের গোস্ত খাইয়া
মাথায় লইলাম টুপি
সইন্ধ্যার সময় বালিশ লইয়া গনি পোলাপান
চাইর মাগী চিনি, চিনিনা, কোনডার[৩৩] কোন সন্তান ॥ ঐ

৬.
"আমার সোনার বাংলা শ্মশান করলো কে ছলিম ভাই
কলিম ভাইরে জিজ্ঞাস কর গিয়া ॥ ঐ
আমার ধন লুটিয়া, মান মারিয়া, জান মারিল কিয়া ॥ ঐ
বড় লোকের পোলাপানে ব্যাংক লুটিয়া, হাইজ্যাক কইরা খায়
টেকার[৩৪] ছালা[৩৫] লইয়া তারা, বৈদেশ চইলে যায়
উড়িয়া যায় আসমানেতে উড়াজাহাজ দিয়া ॥ ঐ"

www.pathagar.com

৭.
"চৈত[৩৬] নাই, কাতি[৩৭] নাই, টাউনের রমনীরা
ইস্টাইল কইরা ঘুরে বেড়ায়, বাসায় থাকে কর্তারা
ভাড়াটিয়া মুনসী মিয়া, মাইকে চান্দা[৩৮] তুলে
নারীর এমন ছুরত[৩৯] দেইখা[৪০], কালাস যায় ভুলে।"[৬]

আঞ্চলিক শব্দার্থ

১. কাঁথা, ২. বেড়া, ৩. প্রস্রাব করে, ৪. হাঁটু পানিতে, ৫. মলত্যাগ, ৬. শৌচকর্ম, ৭. লোকগায়ক, ৮. হিজরা, ৯. কুকুর, ১০. হুক্কা, ১১. শস্য রাখার মাচা, ১২. রেখে, ১৩. গায়কের স্ত্রী, ১৪. মারতে, ১৫. মালকোচা, ১৬. খুলে, ১৭. হাটে, ১৮. শুনে, ১৯. বসে, ২০. মাঠে, ২১. সস্তা, ২২. ছেলেমেয়েরা, ২৩.রুটি, ২৪. পোটলা, ২৫. এখন, ২৬. শরীর, ২৭. ভগবান, ২৮. তৈরি করেছেন, ২৯. হাঁস, ৩০. কবুতর, ৩১. ঘুঘুপাখি , ৩২. বৃদ্ধ, ৩৩. কোন্‌জনের, ৩৪. টাকা, ৩৫. বস্তা, ৩৬. চৈত্রমাস, ৩৭. কার্তিক মাস, ৩৮. চাঁদা, ৩৯. সৌন্দর্য, ৪০. দেখে।

৫. মেয়েলি গীত

লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে মেয়েলি গীত। ময়মনসিংহ জেলার সব অঞ্চলেই এই মেয়েলি গীত প্রচলিত। গ্রামাঞ্চলে আজও বিয়ে, জন্মানুষ্ঠান বা অন্য কোনো সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে মেয়েলি গীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এসব গীতে সাধারণত মধ্যবয়সী নারীরাই বিশেষ পারদর্শী হয়। একজন গীত শুরু করলে দেখা যায় আশেপাশের নারীরাও পালা মেলাচ্ছেন। এসময় যিনি গীত পরিবেশন করেন তিনি মাঝে বিবৃতি দিয়ে থাকেন। নারীর হাসিকান্না, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা গীতাল সুরে ব্যক্ত হয়। গীতগুলোর রচয়িতা গ্রামীণ সমাজের নারীরাই। মেয়েলি গীত পরিবেশনের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। বাদ্যযন্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হয় না কোনো মঞ্চেরও। বিশেষ কোনো পোশাকেরও প্রয়োজন নেই।

গীত পরিবেশনকালে দর্শকরা ভিতর থেকে নানা ধরনের আনন্দ ও দুঃখসূচক শব্দ ব্যবহার করেন। গীত শুনে দুঃখে কাতর হন, কখনও সুখের হাসি হাসেন। কখনও বা দর্শকদের ঠাট্টা মশকরা করতে দেখা যায়। মেয়েলি গীত ঘরোয়া পরিবেশে পরিবেশিত হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের সব জেলাতেই মেয়েলি গীতের এখনও প্রচলন আছে।

মুক্তাগাছার মেয়েলি গীত

জমিদারের ঝি

খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি
তরো বাপে না দিয়াছে বইবার এককান পাড়ি
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি ॥
তরো বাপে না দিয়াছে লুডা এক কান গড়ি
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি

www.pathagar.com

তরো বাপে না দিয়াছে বইবার এককান পাড়ি
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি ॥
তরো বাপে না দিয়াছে জলো খাইবার বাড়ি
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি
তরো বাপে না দিয়াছে অন্ন খাবার থালি
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি ॥
তরো বাপে না দিয়াছে শুইবার এককান বালিশ
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি
তরো বাপে না দিয়াছে বইবার এককান চৌকি
খাড়োতেনে নামোলো জমিদারের ঝি ॥

জলভরার গান

বইরা আনলাম গঙ্গারো জলো গো কে দিবো ডাকুনি ॥
আমার মার পইরোনে আছে গো অতি পাশের শাড়ি
দেও শাড়ি খছাইয়া আনো গো জলেরো ডাকুনি
বইরা আনলাম গঙ্গারো জলো গো কে দিবো ডাকুনি ॥
আমার বাইর বউয়ের পইরণে আছে গো নীলাম্বরী শাড়ি
দেও শাড়ি খছাইয়া আনো গো জলেরো ডাকুনি
বইরা আনলাম গঙ্গারো জলো গো কে দিবো ডাকুনি ॥
আমার বাপের পইরনে আছে গো সাদা পাইরার ধুতি
দেও ধুতি খছুইয়া আনো গো জলেরো ডাকুনি
বইরা আনলাম গঙ্গারো জলো গো কে দিবো ডাকুনি ॥
সদরে বসিয়া দামান কি কি পাইলেন দান
দামান কুলবাটার দান
কুলবাটা ভাঙ্গলে দেখো আসোমানের চান
অতি প্রথম পাইলাম আমি হালি ছেরির ধান ॥[৭]

ঝিলিমিলি দামান

ধুতি এ ঝিলিমিলি দামান গো ॥
আগো দামান ধুতি পাইলা কই
মাইয়ারে তাঁতে গরো থুইয়া
আমি আইছি ধুতি সাজিয়া
পিরণের ঝিলিমিলি দামান গো ॥
আগো দামান পিরণ পাইলা কই
বুবুরে খলিফা বাড়ি থুইয়া গো...
আমি আইছি পিরণে সাজিয়া...
জুতা ঝিলিমিলি দামান গো ॥

www.pathagar.com

আগো দামান জুতা পাইলা কই
বুবুরে মুছার বাড়ি থুইয়া
জুতা আইছে সাজিয়া
মুড়ুকে ঝিলিমিলি দামান গো ॥
আগো দামান মুড়ুক পাইলা কই
জিডিরে গণক বাড়ি থুইয়া গো
আমি আইছি মুড়ুকে সাজিয়া ॥

ডুলিমালি

ডুলিমালি লইয়া চানমান বিয়ার সাজন সাজে গো
আগোমাগো বিয়ার সাজন সাজে গো
আর্দেক পথো যাইয়া ডুলিমালি ডঙ্কার বাড়ি দিল গো ।
কিছু দয়া রাখো মাইয়া তারো বোনের লাইগা
তারো বোনে পালন করছে কুলে কাহে লইয়া
কিছু দয়া রাহো মাইয়া তারো মায়ের লাইগা
তারো মায়ে পালন করছে কুলে কাহে লইয়া ।
ভাতো তরকারি খাইয়া চানমান থুমো ধইরা থাহে
পানসুপারি খাইয়া চানমান গামোপামো করে গো ।
পানিফুডি খাইয়া চানমান মরাই নাহি গেল
চানমানরে আগে মাডি দিবো ওইড়ান জঙ্গলে
ডুলিমালি লইয়া চানমান সাজন সাজে গো
আর্দেক পথো যাইয়া ডুলিমালি ডঙ্কার বাড়ি দিল গো ।

ডুলিমালি (কথান্তর)

ডুলিমালি লইয়া চানমাল বিয়ার সাজন সাজে গো
আগো মাগো চানমাল বিয়ার সাজন সাজে গো ॥
ডুলিমালি লইয়া চানমাল বিয়া করতে যায় গো
আগো মাগো চানমাল বিয়া করতে যায় ।
অর্ধেক পথো যাইয়া ডুলিমালি ডংকায় বাড়ি দিল গো
আগো মাগো ডংকায় বাড়ি দিল গো ।
ডংকার বাড়ি শুইনা চানমালের হরি কিও কাম করে গো
দৌড় দিয়া বাইরে আইল গো ।
আগো মাগো দৌড় দিয়া বাইর আইল গো ।
ডংকায় বাড়ি শুইন্না চানমালের হরি
ভাতে ছালুনে বিষ মিশায় গো ।
কিছু দয়া রাহো মাইয়া তারো মায়ের লেইগা গো
তারো মায়ে পালন করছে কুলে কাহে লইয়া গো ।
আগো মাগো কুলে কাহে লইয়া গো ।

www.pathagar.com

কিছু দয়া রাহো মাইয়্যা তারো মায়ের লেইগা গো
তারো মায়ে পালন করছে কুলে কাহে লইয়া গো।
আগো মাগো কুলে কাহে লইয়া গো।
কিছু দয়া রাহো মাইয়া তারো বইনের লেইগা গো
তারো বইনে করছে বড়ো কোলে কাহে লইয়া গো
আগো মাগো কুলে কাহে লইয়া গো।
ভাত তরকারি খাইয়া চানমাল থুম ধইরা থাহে গো
আগো মাগো থুমো ধইরা থাহে গো।
পান সুপারি খাইয়া চানমাল গামু গামু করে গো
চানমাল গামু গামু করে
পানিফুড়ি খাইয়া চানমাল মারাই নাহি গেল গো
আগো মাগো চানমাল মারাই বুঝি গেলো গো।
চানমাল দিমু মাটি দূরের শেষের দেশে
চানমালেরে যে দিমু মাডি ফুলবাগানের নিচে গো।
আগো মাগো ফুলবাগানের নিচে গো।
চানমালরে লইয়া ডুলিমালি বাড়িত মেলা দিল গো
অর্ধেক পথো যাইয়া ডুলিমালি ডংকায় বাড়ি দিল গো
আগো মাগো ডংকায় বাড়ি দিল গো
ডংকায় বাড়ি শুইন্যা চানমালের সাথে দৌড় দিয়া বাইরাম গো
আগো মাগো দৌড় দিয়া বাইরয় গো ।
তোমার যে আসস্থ ডুলিমালি আমার চানমালে কোথায় গো
আগো মাগো আমার চানমাল কোথায় গো ।
তোমার চানমাল মারা গেছে দূরের শেষের দেশে গো
আগো মাগো দূরের শেষের দেশে গো।
তোমার চানমাল রে মাডি দিছি ফুলবাগানের নিচে গো
আগো মাগো ফুলবাগানের নিচে গো।
এই কথা শুইন্যা চানমালের সাথে পড়শি বাড়ি দৌড় দিয়া উডেগো।[৮]

ভালুকার মেয়েলি গীত

জোবেদা

ঘরের পাছে দোলানি রাজা আইছে গো
সেই পন্থে চলেরে রাজা এই না কামো করে গো জোবেদা
কোন বা কামো করে, এইনা কামো করো গো ব্যাডা
ঘরের বাহির হইয়া গো যাইবো জোবায়দা
ঘরের গো বাহির হইয়া যায়রে।
হাটু পানিতে নাইমা গো জোবেদা হাটু মাঞ্জন করে জোবেদা গো
কোমর পানিত নাইমা গো জোবেদা কোমর মাঞ্জন করে গো

www.pathagar.com

মাতার পানিত নাইমা জোবেদা গো মাতা ডুবো দিল
গোসলো কইরা জোবেদা যায় ঘরে গো চুলো জারি দেয়
চুলো জারিয়া যায় গো জোবেদা ঘরের সামুনে।
তার বাই বউ জিজ্ঞাসো করে কুনবা কাম করবা গো জোবেদা
এই-না সময় গো কালে জোবেদা তেলো দেয় গো
তেলোনা দিয়া গো জোবেদা যায়ো গলায় দড়ি দিতে
কুন বা কাম করে গো জোবেদা।
তোমার বইনে গেছে গো গলায় দড়ি দিবার
জোবেদা যায় গো তারও বাইয়ের লইয়া
পথেতে তো কান্দে গো জোবেদার বাই গলায় দইরা-
এইনা কথা গো হুইনা জোবেদার বাই গো বড়ই দুঃখিত হইলরে।
বড়ই দুঃখিত হইলরে...
জোবেদারে আইনা গো, ঘরেতে লইয়া গো কান্দে তার বাইগো
জোবেদারে আল্লাহ বালো বানাইয়া দাও
যায় গো লইয়া যায়রে জোবেদার বাইয়ে নদীর ঘাটেরে।
নদীর ঘাটে লইবারে গিয়া পদ্মা মারে বিদন চায়রে
পদ্মা মা গো আমার বইনিরে বিদন দে আমার বইনিরে।
পদ্মামারে তার লইয়া
নাবালোক মেয়ে নিয়া দোলায় দুলরে
এইনা সময় কালে গো লইয়া যায় মন্দিরে
পদ্মা মা গো পদ্মা বাবায় আমার দেও গো জারিয়া
তখন বাঙ্গাচোরারে কান্দে হিরামণা দিয়া
আমার ছেলেরে বিয়া করাইলাম এত আনন্দ কইরিয়া
আনন্দের ঘরে বাসিরে
আনন্দ ঘরে বাটি দিলেরে উজ্জ্বল বানাইয়া দে
পদ্মা মা গো...
পদ্মা মাতো জোবেদারে দিয়া দিলরে...
লইয়া যাও বালা জোবেদারে...
লইয়া যাও বালা জোবেদারে।

রমলা

কমলা গাছে রুইয়া গো রমলায় তোরে করতাম বিয়ারে
ঘরের ভিতের কমলার গাছটি গো রুইয়া রমলা তোরে করতাম বিয়া
নদীর কূল বাঙ্গিয়া বালুর চর বাঙ্গিয়া
ননার মুখে জিঞ্জিরা তলুক তলুক কমলার আটি গো।
কমলার আটি না শাক সালুন লইয়া গো যায় কমলা তুলিতে
কি তুলো রমলা...

www.pathagar.com

সকলে বেচে টাকা জুড়া, আমি বেচি আটানা জুড়া
আমি বেচি আটানা জুড়া।
তারি ট্যাকা ট্যাকাতে, রমলার আঙুল কাইটা পামু
রমলারো কাপড়ো চিইড়া গো আনবো
রমলার কাপড় চিইড়া বাইন্দা আনবো
যেদিনবা চলিবাম গো রমলা কুচের শাড়ি পইরা।
সেদিন শুনবাম মুখের জবান
যেদিন কুচের শাড়ি চিইড়া গো যাইবো
সেদিন শুনবাম রাও গো, রমলার মুখের রাও
কমলার গাছটি গো রুইয়া রমলায় যায় শাক সালুন লইয়া।
তারো শ্বশুরের নামটি হিরাচান ব্যাপারি
তারো বাপের নামটি রাঙ্গাচূড়া ব্যাপারি
বলে গো কাপড় কুচের শাড়ি চিইড়া গেলে শুনবো তার মুকের রাওটি
কাপড় চিইড়া গেলে শুনবো রমলার মুকের রাওটি।

চিড়ল মেন্দী

ডাকাতেনে আইলর মরোগা ডাকা শহর ঘুড়িয়ারে
ডাকা শহর ঘুড়িয়া আইল
তলুক তলুক চিড়ল মেন্দীর চারা গো
পন্থে পাইলাম চিড়ল মেন্দীর চারারে।
চিড়ল মেন্দীর চারা
তলুক তলুক রূপারি ছেনী দিয়া
তলুক তলুক সোনারি ছেনী দিয়া
মেন্দীর চারা গো তলুক মেন্দীর চারা।
চিড়ল মেন্দীর চারা তুলিবা
চিড়ল মেন্দীর চারা তুলিব কে সাত ভাইবো তুলবো
বাই বউয়ানে তুলবো চিড়ল মেন্দী গো
গাইবো বেলুফার সাথে ও বেলুফার সাথে গো।
মেন্দী তুমার জন্নম কন্নম কুকানে
আমার জন্নম কন্নম গরের খেইছালে
অলদি তুমার জন্নম কন্নম কুকানে
আমর জন্নম কন্নম রসুইঘরের তলে রে।
গিলা তুমার জন্নম কন্নম কুকানো
আমার জন্নম কন্নম হইছে গো জঙ্গলে।[৯]

গাঁয়ের বিয়ে

তোমরা দেইখা যাওরে আইয়া...
সেন্টু মিয়া বিয়া করতে যায়
মিন্টু ভাইয়ের মাইয়া... ॥

www.pathagar.com

আগে চলে নান্টু ঘটক, ছাতা মাথায় দিয়া
আগে চলে নান্টু ঘটক... হনহনিয়ে-হনহনিয়ে-হনহনিয়ে
আগে চলে নান্টু ঘটক- যাইতেছে খে কইয়া ॥
কনের বাবা পেয়াদা ছিল—সম্পদ করছে ভারি
বড়কে দিবে ঘড়ি চশমা আর দুই চাক্কার গাড়ি
বাপকে দিবে স্ট্যান্ডার্ড লুঙ্গি মাকে টাংগাইল শাড়ি ॥
বরের বাবা ধাইয়্যা চলে যৌতুকের লোভ পাইয়া
কুকুর ছানা পিছু ধায় মিষ্টির গন্ধ পাইয়া ॥

কনের বাড়ি

হলুদ বাট, গিলা বাট, বাট ফুলের মৌ
বিয়ার সাজে সাজবে কন্যা জানেনি আর কেউ ।
আনিল বেসার ঝাপা খুলিল ঢাকুনি
দর্শকে বাছিয়া নিল আবের শাড়িখানি ।
শাড়ি পরিয়ায় কন্যা আয়নার পানে চায়
মন বান্ধা হয় না শাড়ি মন দিয়া খসায় ।
আনিল বেসার ঝাপা খুলিল ঢাকুনি
দর্শকে বাছিয়া নিল জামদানী শাড়ি ।
মনবান্ধা হয় না শাড়ি দাসীরে পড়ায়
আনিল বেসার খুলিল ঢাকুনি ।
নিজ হাতে বাছিয়া নিল টাংগাইলা শাড়িখানি
শাড়িখানা পরিয়া কন্যা মুখে দিল পান ।
ঘর থাইক্যা বাহির হইল পূর্নিমাইয়া চান
কন্যা সাজিলরে কন্যা সাজিলরে কন্যা সাজিলরে ।

ছোটরা সাড়ম্বরে

বড় আইয়্যা গেছে, বড় আইয়্যা গেছে

মুরুব্বিরা

কোথায় তোমরা জলদি করে দাও
শীতলপাটি যে পাতিয়া
বসো সবাই একটুখানি আরাম করিয়া ॥
কোথায় গেলা মিন্টু মিয়া শুন যে আসিয়া
জলদি করে কাজি ডাক, পড়াব যে বিয়া ॥
কনের বাবা: হবেনা-হবেনা- কোথায় হার?
কোথায় বিছা? কোথায় লোক?
কোথায় সোনার চুড়ি । দিবনা মেয়ে বিয়া ।

www.pathagar.com

বরের বাবা
কোথায় চশমা? কোথায় লুঙ্গি? কোথায় সাইকেল? কোথায় ঘড়ি?
সেন্টু মিয়া জলদি করে উঠ চলে যাব বাড়ি ॥
কনের বাবা ও বরের বাবা সমস্বরে: কোথায় ঘটক- ধর বেটারে ধর।

মুরুব্বি
আহা আহা- কর কী, কর কী? বলেন
মাথায় হাত বুলাইয়া ॥ বস হগ্যালেই
আমি দেখতে ভাবীয়া।
বর কনে রাজি আছে দিতেছি ব্যবস্থা করিয়া
কাজি মিয়া জলদি করে পড়াইয়া দাও বিয়া।
খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বরযাত্রীরা রওয়া না হউক,
পালকি চলেরে পালকি চলে নতুন বধূকে নিয়া যায়।
ছয় বেহারার পালকি চলে হুহুমনা সাঝের বেলায়
বেলা পড়ে এলো- বহুদুর যেতে হবে
চল সবাই। বিশ্রাম করি পরীর দীঘি পাড়ে গায়
হেনকালে রে-রে-রে ডাক ছাড়িয়া
ডাকাত দল পড়িল থামায়া
বর কনে মারা পড়ল অনেকে গেল যে পালাইয়া
মনের দুঃখে বরের বাবা বনে গেল আর না এলো ফিরিয়া ॥[১০]

মনুফা
আমার সুন্দর মনুফারে নিজের গোসল নিজেই করবাম
আমার কী সুন্দর মনুফা।
আহারি বিয়ার গো সাজন বাইয়ো নাইরে বইনোরে নাই
কি করিবো সাজনা গো
আমার কী সুন্দর মুনাফারে।
মুনাফারো বিয়ার গো সাজন নিজেয়ো না সাজিবো
সাজিয়া গুজিয়া মুনাফারে নিজেই সাজে সাজবাম গো।
আয়ি আমার সুন্দর মনুফা
মুনাফার বিয়ার গো সাজন মুনাফাই সাজে গো
তার বাবা ওইদর গোলামের কাছে দিবো না গো বিয়া গো।
হায় হায় গো কি সুন্দর মনুফা
মনুফারে নিবো যেন বিয়ারি না সাজিতে
মনুফার গো বিয়ার সাজন নিজেই সাজেই সাজবো গো
আয়ি আমার সুন্দর মনুফা।
হলদি বাটে মেন্দী গো বাটে নিজেই বাটন বাটে গো
আয়ি আমার সুন্দর মনুফা।

www.pathagar.com

মনুফারে নিয়া গো যখন ডুলকুশে না তুলে গো
মাথার খুপা বাইয় গো মনুফার মুখে লালা লাজেন ঘুরে
অর্ধেক রাস্তা গিয়ারে মনুফা মাথার কাপড় গুছায়
আজগা থেইকা দিল মনুফা দুনিয়ার বিদায়।
মাথার কাপড় গুছায়া দেখে মনুফার আব্বা আসতাছে
ওই আব্বা আব্বা গো আম্মা কেমন আছে
তুমার আম্মার কান্দনে গো দশেক কাপড় ভিজে
ওই আমার সুন্দর মনুফা।
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা মাথার কাপড় গুছায়
দেখে চাইয়া মনুফার চাচা আইতাছে
ও চাচা চাচা গো চাচী কেমন আছে
তুমার চাচী কাইন্দা গো বলে বাড়ি খালি হইয়াছে।
বাঁশের রুয়া সারি সারি দেখা যায় গো ওইদর গোলামের বাড়ি
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা আ জিজ্ঞাসো না করে
কতই দূরে যাও গো মারুয়া বাই ওইদর গোলামের বাড়ি
বাঁশের রুয়ার সারি গো সারি দেখা যায় গো ওইদর গোলামের বাড়ি।
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা জিজ্ঞাসো না করে
কতই দূরে যাও গো মারুয়া ভাই ওইদর গোলামের বাড়ি
তাঁতি বাড়ির সাথে গো দেখা যায় ওইদর গোলামের বাড়ি।
কতই দূরে যাও গো তুমরা ওইদর গোলামের বাড়ি
যেই না রাস্তা যাইবা গো তুমরা
বাঁশের রুয়া সারি গো সারি।
কিয়ো দূরে দিছে গো বিয়া ডালা কুলার সারি
বাদেতোয়ো বুজা যায় গো তাঁতি বাড়ি
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা জিজ্ঞাসো না করে
কতই দূরে যাও গো মারুয়া বাই ওইদর গোলামের বাড়ি।
ওইদর গোলাম জিজ্ঞাস করে শুনো গো মনুফা
আছিলা তুমি রাজার গো মেয়ে
আমি যতই থাকি তুমার ওইদর গোলাম
স্বামী বলে দেও গো দাবি আর না যাইবা চলে।
পরাইয়াছি আংটি গো তুমায় আমার উরের কাছে
তখন আরো না করিবা আমারে যে টিটকারি
যতই বাহানা কর গো গোলাম না যাইব তুমার বিছানায়।
আরে মনুফা কতই লজ্জা নায় গো তুমার
কি বলিয়া স্বামীর নাম গো কর পচার
আমি স্বামী বলে গো গোলাম না করিবো দাবি তুমায়।
তুমি আজকে একলা আমার গো গোলাম

www.pathagar.com

গোলাম হয়ে না বলিবো স্বামী বলে দাবি
যাও গো মনুফা যাও।
একটা রাস্তায় কথায় তুমি আর করিয়ো না তক্ক
রাস্তায় তক্ক করবা গো তুমি কেমন মেয়ে কইরা গো আনছে বিয়া।
রাস্তায় করে মাপায় থেইকা বধূ করে গালি
স্বামী যখন হইবে তুমার যাইবা তুমার বিছানায়
কিভাবে ভাবলে ওইদর গোলাম যাইবো আমি মনুফা তুমার বিছানায়।
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা জিজ্ঞাসো না করে
ওরে মারুয়া বাই কতই দূরে যাও গো তুমি ওইদর গোলামের বাড়ি
সুপারি গাছ সারি গো সারি দেখা যায় গো ওইদর গোলামের বাড়ি।
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা জিজ্ঞাসো না করে
আর কতই দূরে যাও গো মারুয়া বাই ওইদর গোলামের বাড়ি
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা দেখে আর বেশিদুর নাই গো ওইদর গোলামের বাড়ি।
এখন মুনফা যাইবি কোতায় আর ছাড়িব না তুমায় হায় ওইদর গোলাম
আয় গো তুমার মুখের ঠাট্টা আর করিসনা আমায়
তোর হাতে না দিবো ধরা আমি মনুফা
তুই ওইদর গোলাম আর করিসনা ঠাট্টা
মনে আমার বড়ই ব্যথা তুই জানসনা খবর
আমি মনুফা জীবন দিব অখিনা জিন হত্যা
হাতে লইছি তোর গলায় দিবো ছুরি।
যখন বাড়ি যায়রে মনুফা
আশে পাশের প্রতিবেশী আসে যখন বাড়িতে
মঞ্জুর বউ যে আনছে বাড়ি মাফার মাইধ্যে লইয়া
বড় বাপের বড় ছিরি মাথায় কুড়া দিয়া
কিবা বাচেন কিবা দেন গো পানের মাজন পরে রে।
অর্ধেক রাস্তা গিয়া গো মনুফা গলায় দিল ছুরি
মাফায় খুরা বাইয়ারে মনুফা রক্তে পরাণ যায়
শাশুড়ি না গুছায় মাফার কাপড় গুছাইয়া না দেখে মনুফা
কারবা বাপের কারবা ঝি রে আনলি তুইযে কাড়িয়া
কয়না যেন স্বামী বইলা দাবি
বাড়ির পাশে গিয়ারে মনুফা মাথার কাপড় গুছায়
পতি আইয়া গো দেখে মনুফার মৃত্যু হইয়াছে।
মনুফার আম্মার কানে খবর যায়রে...
তোমার মনুফা গলায় দিছে ছুরি
যেই বা দুলেকোষ সেই দুলে ফিরাইয়া মনুফার বাড়ি ফিরে যায়
কিবা বাপের কিবা জিগো দিছিলা তুমরা বিয়া
ইনো সময় মনুপা আমার ওইদর গোলাম
স্বামী বইলে দিবো মোর দাবি।[১১]

www.pathagar.com

নশা

নশা যায় গো বিয়া করতে ॥
নশার নাই গো টুপি
নশার মারে বন্ধক দিয়া আন নশার টুপি
আনো নশার টুপি ।
থাকো থাকো থাকো মা গো টুপিওয়ালার কাছে
টুপিওয়ালার কাছে
বিয়া নাকি পরাইয়া শাইরা বন্ধক নিবো তোকে
বন্ধক নিবো তোরে ।
নশা যায় গো বিয়া করতে ॥

নশার নাই গো ছাতি
নশার মারে বন্ধক দিয়া আনো নশার ছাতি
আনো নশার ছাতি ।
থাকো থাকো থাকো মা গো ছাতিওয়ালার কাছে
ছাতিওয়ালার কাছে
বিয়া নাকি পরাইয়া শাইরা বন্ধক নিবো তোরে
বন্ধক নিবো তোরে ।
নশা যায় গো বিয়া করতে ॥

নশার নাই গো রুমাল
নশার মারে বন্ধক দিয়া আন নশার রুমাল
আনো নশার রুমাল ।
থাকো থাকো থাকো মা গো রুমালওয়ালার কাছে
রুমালওয়ালার কাছে
বিয়া নাকি পরাইয়া শাইরা বন্ধক নিবো তোরে
বন্ধক নিবো তোরে
নশা যায় গো বিয়া করতে ॥

নশার নাই গো পাঞ্জাবি
নশার মারে বন্ধক দিয়া আনো নশার পাঞ্জাবি
আনো নশার পাঞ্জাবি ।
থাকো থাকো থাকো মা গো পাঞ্জাবিওয়ালার কাছে
পাঞ্জাবিওয়ালার কাছে
বিয়ে নাকি পরাইয়া শাইরা বন্ধক নিবো তোরে ।
নশা যায় গো বিয়া করতে ॥
নশার নাই গো লুঙ্গি ।
নশার মারে বন্ধক দিয়া আনো নশার লুঙ্গি
আনো নশার লুঙ্গি
থাকো থাকো থাক মা গো লুঙ্গিওয়ালার কাছে

www.pathagar.com

লুঙ্গিওয়ালার কাছে
বিয়া নাকি পরাইয়া শাইরা বন্ধক নিবো তোরে ।
নশা যায় গো বিয়া করতে ॥
নশার নাই গো জুতা ।
নশার মারে বন্ধক দিয়া আনো নশার জুতা
আনো নশার জুতা
থাকো থাকো থাকো মা গো জুতাওয়ালার কাছে
জুতাওয়ালার কাছে
বিয়া নাকি পরাইয়া শাইরা বন্ধক নিবো তোরে
নশা যায় গো বিয়া করতে ॥[১২]

দামান
দামান তোমার ঘরে হলুদ নাই
আজ তোমার আছে গো হলুদ ভাতার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে গিলা নাই
আজ তোমার আছে গো গিলা বাটার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে মেন্দি নাই
আজ তোমার আছে গো মেন্দি বাটার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে কুলা নাই
আজ তোমার আছে গো কুলা বাটার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে পানি নাই
আজ তোমার আছে গো পানি খাওয়ার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে হাজুন নাই
আজ তোমার আছে গো হাজুন সাজার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে হদর বর্তা নাই
আজ তোলার আছে গো হদর বর্তা খাওয়ার নাই
এই কামিলে দামান তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥
দামান তোমার ঘরে মাও নাই
কারে দিবা তুমি সালামালি
এই কামিলে তোমার বিয়ার ছিরি নাই ॥

বন্ধুরে
আকাশেতে উঠেরে চন্দ্র সঙ্গে উঠে তারা

www.pathagar.com

আমি নারী কপালরে পুড়া আমারো নাই জুড়া
বন্ধুরে...
যদি বন্ধু যাইবার চাও হাজারির গামছা থুইয়া দাও
যখন আমি জুড়ি চাই বন্ধু নাই তোর বিছানায়
প্রাণের বন্ধুরি তুই ছাড়া কিবায় আমি নিরালে যাই
বন্ধুরি আকাশেতে উঠেরে চন্দ্র সঙ্গে উঠে তারা
আমি নারী কপালরে পুড়া আমারো নাই জুড়া
প্রাণের বন্ধুরে...
যদি বন্ধু বাইবার চাও গাড়ির গামছা বুইয়া দাও
যখন উঠে যৈবন জালা গামছা লইব বুকের তালা।

মায়ের গীত

কেন মা গো কাঁদো তুমি বিলাপ জারি করিয়া
শেষ দেখা দেখ মা গো নয়ন দুটি ভরিয়া ॥
পাড়া পড়শি আহাজারি করছে আমার লাগিয়া
আজি আমার গোসল দেও গো গরম পানি করিয়া ॥
আব্বা কাঁদো তুমি কেনো সাদা কাপড় পরাইয়া
আতর গোলাপ দেও গো নাকে মুখে ছিটাইয়া ॥
কেন মা গো কাঁদো তুমি বিলাপ জারি করিয়া
আজি আমার গোসল দেও গো গরম পানি করিয়া ॥
এত আদর করেছ আব্বা কুলে তুলে রাখিয়া
আজি কেন রাখ আব্বা মাটির ঘরে শুয়াইয়া ॥
এত আদর করেছ মা গো কুলে তুলে রাখিয়া
আজি কেন কাঁদো মা গো মাথায় দুইহাত রাখিয়া ॥
কেন মা গো কাঁদো তুমি বিলাপ জারি করিয়া
শেষ দেখা দেখ মা গো নয়ন দুটি ভরিয়া ॥
এত আদর করছ বইন গো কুলে তুলে রাখিয়া
আজি কেন রাখ বইন গো মাটির ঘরে শুয়াইয়া ॥
পাড়া পড়শি আহাজারি করছে আমার লাগিয়া
আজি আমায় গোসল দেও গো গরম পানি করিয়া ॥
কেন মা গো কাঁদো তুমি বিলাপ জারি করিয়া
শেষ দেখা দেখ মা গো নয়ন দুটি ভরিয়া ॥[১৩]

সাধু গো

সাধু গো শ্বশুরবাড়ি গেলে
বড় নলা দিলে সাধু গো
সাধু গো আহাম্মক বলিবে তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে ছোটো নলা দিলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥

শ্বশুরবাড়ি গেলে রুমাল হাতে না নিলে
সাধু গো আহাম্মক বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে রুমাল হাতে রাখিলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে ছাতি হাতে রাখিলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে ছাতি হাতে না নিলে
সাধু গো আহাম্মক বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে ছোটো বাইক দিলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে বড় কাইক মারলে
সাধু গো কুত্তা বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে উপরিপি তাকাইলে
সাধু গো রাক্ষস বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে নিচেরিপি তাকাইলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে ছোট কথা বলিলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে লুঙ্গি পরনে থাকিলে
সাধু গো আহাম্মক বলিব তুমারে ॥
শ্বশুরবাড়ি গেলে জামা পরনে থাকিলে
সাধু গো জামাই বলিব তুমারে ॥

আরু কাঞ্চণ মারু গাছতলে

আরু কাঞ্চণ মারু গো গাছতলে জ্বলে মোমেরো বাতি
জ্বলে মোমের বাতি ॥
আঙ্গর বাড়ির রসেরো জামাই গো দানে চাইছে টিভি
দানে চাইছে টিভি
দিছি দিছি টিভিরো বায়না গো ডাকারোনা টাউনে ॥
আঙ্গর বাড়ির রসেরো জামাই গো দানে চাইছে রেডু
দিছি দিছি রেডুরো বায়না গো ভালুকারো টাউনে ॥
ভালুকারো টাউনে
আরু কাঞ্চণ মারু গো গাছতলে জ্বলে মোমের বাতি
জ্বলে মোমের বাতি
আঙ্গর বাড়ি রসেরো জামাই গো দানে চাইছে সাইকেল
দানে চাইছে সাইকেল
দিছি দিছি সাইকেলের বায়না গো মোমিশিঙের টাউনে

www.pathagar.com

মোমিশিঙের টাউনে
আঙ্গর বাড়ির রসেরো জামাই গো দানে চাইছে রিস্‌কা
দানে চাইছে রিস্‌কা
দিছি দিছি রিস্‌কারো বায়না গো ভরাডুবার টাউনে
ভরাডুবার টাউনে
আরু কাঞ্চণ মারু গো গাছতলে জ্বলে মোমের বাতি
জ্বলে মোমের বাতি ।

ময়নার গীত
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
ময়নার চাচী জিজ্ঞাস গো করে কুনটা ময়নার জামাই
যেটার হাতে সোনালির আংটি সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার চাচা জিজ্ঞাস করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার মাতায় সোনালির টুপি সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার বাবা জিজ্ঞাস করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার মুখে সোনালির রুমাল সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার মায়ে জিজ্ঞাস করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার গায়ে সোনালির জামা সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার খালা জিজ্ঞাস গো করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার হাতে সোনালির ছাতা সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার খালা জিজ্ঞাস গো করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার হাটা মিষ্টি মিষ্টি সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার চাচী জিজ্ঞাস করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার মায়েরে সালাম করে সেইটাই ময়নার জামাই

www.pathagar.com

এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার খালা জিজ্ঞাস করে কুনটা ময়নার জামাই
নিচে নিচে মাথা দিয়া খারাইয়া রইছে সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার দাদি জিজ্ঞাস গো করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার পিন্দনে সোনালি লুঙ্গি গো সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার নানী জিজ্ঞাস গো করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার গায়ে সোনালি শার্ট গো সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥
ময়নার চাচী জিজ্ঞাস করে কুনটা ময়নার জামাই
যেইটার পায়ো সোনালি জুতা গো সেইটাই ময়নার জামাই
এলান গাছো ডেলান দিয়া খারাইয়া রইছে
সেইটাই ময়নার জামাই ॥

নূরমী

নূরমীর মায় বলেরে-
আমার নূরমী রূপে গুণে আলো
কালা পাইল্ল্যার তলার চেয়ে
আরো কিছু কালোরে।
ভাংরে ভাং
ঢেঁহি দিয়া কুট
চালুন দিয়া চাল
মুখখানি ঘিনি ঘিনি নাগর আলীর দাঁত।
দেইখ্যা বল সই
নূরমীর মায় বলেরে,
আমার নূরমী উঠান হুরবার পারে
নূরমী উঠান হুরবার পারে..
ঝাঁটার আঁটি হাতে নিয়া কাইহিল (কোরে) ভাইঙ্গা পরে
নূরমীর মায়............ ।[১৪]

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ সদরের মেয়েলি গীত

১.
পাড়া কেনে বিছাও না
হলদি কেনে বাড়ো না
অল্প বয়সের ছেমরি আমরা
পাড়া বিছাইবার পারি না।
হরু কেনে বাড়ো না
জামাই কেনে সাজাও না
অল্প বয়সের ছেমরি আমরা
হরু বাড়বার পারি না।[১৫]

২.
অলি ললিরে কাল বাদুরে ছাও
পাইল্যা লাইল্যা ডাঙ্গর করলাম
ফড়ি ধইরা খাও।
বুকের দুধ খাইবার দিলাম
কপালেতে চুমা দিলাম
এইবার নিদ্রা যাও।[১৬]

গফরগাঁওয়ের মেয়েলি গীত

কন্যার গায়ে হলুদ পর্বের গীত

আওরে মেন্দি যাওরে মেন্দি ॥
আওরে মেন্দি ভেলুয়ারি সদরে ॥
এইনি মেন্দি এইনি মেন্দি এইনি মেন্দি
কী কী কাজে লাগে রে
এইনি মেন্দি দুলাইনের হাতে লাগে রে।

আওরে হলদি যাওরে হলদি ॥
আওরে হলদি ভেলুয়ারি সদরে ॥
এইনি হলদি এইনি হলদি এইনি হলদি
কী কী কাজে লাগে রে
এইনি হলদি দুলাইনের গায়ে মাখে রে।

আওরে গিলা যাওরে গিলা ॥
আওরে গিলা ভেলুয়ারি সদরে ॥
এইনি গিলা এইনি গিলা এইনি গিলা
কী কী কাজে লাগে রে
এইনি গিলা দুলাইনের গায়ে মাখ রে।[১৭]

www.pathagar.com

বিয়ের সাজা পর্ব

কালা কালা ধুহুরাটি
আউলাইন মাথার কেনো গো
ঘরের সামনে ডুলাখুশ খাড়া
দুলাইল যদি সাজো গো ॥
দুলাইন যদি নাইয়র সাজে
সাজবো দুলাইনের নানী গো
আমি দুলাইন থাকতে কেনে
সাজবো বুড়ি নানী গো ॥

দুলাইন যদি কেশ গো বাঁধে
বাঁধবো দুলাইনের দাদি গো
আমি দুলাইন থাকতে কেনে
বাঁধবো কেশ দাদি গো ॥[১৮]

বিয়ের দিনের গীত

উরফের চাঙ্গের মইচটি
তিতি পুকে যায় খাইয়া
আগে যাইয়্যা কেনে বইছুইন গো বাজান
ঝড়ের কইঞ্চা কাটিয়া।

অহন কেনে কান্দুইন গো বাজান মাফার গোড়াত ধরিয়া
ছাইড়্যা দেইন ছাইড়্যা দেইন
মাফা যাউক চলিয়া যুগী-বাড়ির তল দ্যা।

যুগী-বাড়ির বেইট্যানডি
অতোই জাদু জানে
লাল কচুর মুতা দ্যা
জামাই টাইন্যা আনে।[১৯]

বিয়ের গীত (গায়ে হলুদ পর্ব)

ডাইলের মেন্দি ডাইলেতে শুকাইল রে
যাও রে মেন্দি আমার দুলাইনের তালাশে।
তোমার দুলাইন কেমনে চিনিব রে?
আমার দুলাইনের হাতে মেন্দি ভাসে রে।

গাছের গিলা গাছেতে শুকাইল রে
যাও রে গিলা আমার দুলাইনের তালাশে।
তোমার দুলাইন কেমনে চিনিব রে?
আমার দুলাইনের গায়ে গিলা ভাসে রে।

www.pathagar.com

খেতের অলদী (হলুদ) খেতেতে শুকাইল রে
যাও রে অলদী আমার দুলাইনের তালাশে।
তোমার দুলাইন কেমনে চিনিব রে?
আমার দুলাইনের গায়ে অলদী ভাসে রে।

খেতের হরু (সরিষা) খেতেতে শুকাইল রে
যাও রে হরু আমার দুলাইনের তালাশে।
তোমার দুলাইন কেমনে চিনিব রে?
আমার দুলাইনের গায়ে হরু ভাসে রে।

কনের বিদায়

বাইরি (বাহির) ঘর চাটি গো, বাইরি ঘর পাটি গো
বাইরি কর সদরের বিছানা গো
সদরেতে বইছিন গো উলাইশ্যা দামান গো
আর গো সাইমন কি কি নিবা সাথে গো।

তারও বাবার আছে গো গোলা ভরা ধান গো
তাতিয়া নিব তার সাথে না গো
তারও বাবা বলে গো- ও আল্লা রসূল গো
ঝি পালন বেহেশত জীবন না গো।

বাইরি ঘর চাটি গো, বাইরি ঘর পাটি গো
বাইরি কর সদরের বিছানা গো
সদরেতে বইছিন গো উলাইশ্যা দামান গো
আর গো সাইমন কি কি নিবা সাথে গো।

তারও জেডার (জ্যাঠা) আছে গো বন্দ ভরা সম্পদ গো
তাতিয়া নিব তার সাথে না গো
তারও জেডা বলে গো- ও আল্লা রসূল গো
বাজতি পালন বেহেশত জীবন না গো।

বাইরি ঘর চাটি গো, বাইরি ঘর পাটি গো
বাইরি কর সদরের বিছানা গো
সদরেতে বইছিন গো উলাইশ্যা দামান গো
আর গো সাইমন কি কি নিবা সাথে গো।

তারও চাচার আছে গো গওয়াইল ভরা গরু গো
তাতিয়া নিব তার সাথে না গো
তারও চাচা বলে গো- ও আল্লা রসূল গো
বাজতি পালন বেহেশত জীবন না গো।

www.pathagar.com

বাইরি ঘর চাটি গো, বাইরি ঘর পাটি গো
বাইরি কর সদরের বিছানা গো
সদরেতে বইছিন গো উলাইশ্যা দামান গো
আর গো সাইমন কি কি নিবা সাথে গো।

তারও মামার আছে গো কাপড়ের মিশন গো
তাতিয়া নিব তার সাথে না গো।
তারও মামা বলে গো- ও আল্লা রসূল গো
ভাগ্নি পালন বেহেশত জীবন না গো।[২০]

চন্দনের গীত
রান্দিয়া বাড়িয়া গো চন্দন, চন্দন ছাগল নাড়া যায়।
ছাগলটা লউয়া গো চন্দন বাড়ি মেলা দেয়
পিছনের দিকে চাইয়া গো চন্দন—দেখে ছোট ভাইজান আয়ে
ভাইরে জিগায়, কেসের লাইগ্যা আইছ গো ভাইধন
ভাইগ্যা কওছান শুনি?

আমি ত আইছি গো বুভাই- তোমারও নায়রও লাইগ্যা।

আমি ত জানি না ভাইধন, জানে তোমার তাঐয়ে
শোনেন শোনেন তাঐ, আমি ত আইছি বুভাইয়েরও নায়র লাইগ্যা।
শোন শোন পুতরা গো—আমি ত জানি না, জানে তোমার মাঐয়ে।
শোনেন শোনেন মাঐ, আমি ত আইছি বুভাইয়েরও নায়র লাইগ্যা
শোন শোন পুতরা গো—আমি ত জানি না, জানে তোমার ভাইসাবে।
শোনেন শোনেন ভাইসাব গো, আমি ত আইছি বুভাইয়েরও নায়র লাইগ্যা
চন্দন যদি যায় গো নায়র—চন্দনের ছাগল কেডা তুলবে?
চন্দন যদি যায় গো নায়র—ঘর কেডা পরিষ্কার করবে?
চন্দন যদি যায় গো নায়র—বিছানা কেডা সাফ করবে?

বার বছর ধইর‌্যা গো ভাইধন, আমারও নায়রও মানা
বাপও মরছে, মাও মরছে—আমারও নায়রও মানা পড়ছে
রান্দিয়া বাড়িয়া গো চন্দন, ছাগল নাড়া যায় গো।[২১]

৬. ভাটিয়ালি

বাংলা ভাষায় ভাটয়ালি দিবসের পড়ন্ত বেলা অর্থাৎ বিকেলবেলা, জীবনের শেষ প্রান্ত বা বার্ধক্য। দুটি অর্থের মধ্যে জীবনের কর্মময় ও চঞ্চলতার অবসানের আভাস আছে। ভাটিয়ালি গানে আমাদের গ্রামীণ সমাজের আনন্দ-বেদনার ছবি ফুটে ওঠে। সাধারণ মানুষের অসংখ্য অভিব্যক্তি যেন আয়নার মতো এই ছবিতে দেখা যায়। নদী ও হাওর প্রধান পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেটের নিম্ন অঞ্চলে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ভাটিয়ালি কথাটির সাথে স্রোতের ভাটির দিকে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। ভাটির দিকে

www.pathagar.com

নৌকা ছেড়ে মাঝিরা লম্বা টানে ভরা সুরে এই গান গায়। ভাটির টানে নৌকা চললে মাঝিদের শ্রম লাঘব হয়। তখন তাঁরা অনায়াসে লম্বা টানে গলা ছেড়ে গান গাইতে পারে। তবে শুধু মাঝিরাই এই গানের গায়ক নয়। মাঠে কাজের অবসরে কৃষক বা বিশ্রামরত রাখালও ভাটিয়ালি সুরে গান গেয়ে থাকে। ভাটিয়ালি মূলত একক সংগীত। লম্বা টানে গায়ক তার ভেতরের আবেগকে প্রকাশ করে। মাঝিদের জীবন-কাহিনি নদী তীরের দৃশ্যাবলি প্রভৃতি এ গানের মুখ্য বিষয়।

হালুয়াঘাটের উপেন্দ্র সরকারের ভাটিয়ালি গান

১

আরে ও ভাটির গাঙ্গের নাইয়া,
নদীর মোহনা কত দূর আমারে যাও কইয়া ॥

আমি জনম ভরা তরী বাইলাম,
ভাইটালি সুর গাইয়া ॥

কোন গিরি চূড়া ভাঙ্গিয়া, কুল কুল সুরে চলছে নদী
দুকূল ডিঙ্গাইয়া।
মাসে মাসে জোয়ার আসে রক্ত-গঙ্গা লইয়া ॥

কয়বার আইলাম কয়বার গেলাম,
না পাইলাম কিনারা।
এ গাঙ্গের তরঙ্গে কত
ডুবল রঙ্গের ভরা।
তাপস নাইয়া সাহস ভরে
পাল তুলে হাল দিচ্ছে ধরে।
তারা ধারা চিনে তরী ছাড়ে,
(কৃষ্ণ) নামের সারি গাইয়া ॥

দীন উপেন্দ্রের এই জীর্ণ তরণী
নব ছিদ্রে উঠে পানি কি হয়না জানি
এখন গুন টেনে যাও গুনগুন করে
আর গুরু দয়ালের নাম গাইয়া ॥

২

ও বেপারী শুনে যাও দাঁড়াইয়া
তুমি কও সে কামাই করলে কি ধন,
জীবন ভরা ঘোড়া বাইয়া ॥

www.pathagar.com

এমনিভাবে বাইলে ঘোড়া,
শেষে যাবে মহাজন মারা গো,
ও তুই লাখের ঘোড়া করলে সারা,
বিষয় লঙ্কার বোঝা দিয়া ॥

দিশ না পেয়ে বোঝা দিয়ে
কাটালে দিন রাত
মোটের বোঝার ছুটে ঘোড়ার
হল পৃষ্ঠাঘাত।

কি আছে এ রোগ সারাবার
উপায় নাই ঘোড়া বাঁচাবার গো
দীন উপেন্দ্র কয় দেখবো এবার
বেপারী তোর বেপার চাইয়া ॥

৩
পিরিতি সকলে জানেনা সোনা বন্ধুরে ॥
পিরিতি সকলে জানেনা ॥
পিরিতি সহজ হতেও অতি সহজ
(আবার) সহজ জ্ঞানে পায়না ॥

পিরিতি এই তিন অক্ষরে,
মুনি মন হরে কিবা
অমৃত ক্ষরে
পিরিতি রসের সাগরে
ডুবলে কেউ ভাসে না ॥

পিরিতি গাছেতে ফোটে
কলঙ্কের ফুল,
আনন্দে ধায় অনুরাগী
ত্যাগী অলিকুল,
সে ফুলের মধু নিরমল,
পান করলে হয় প্রাণী বিমল
আত্মভোগীর জ্বালা কেবল,
সে মধুর স্বাদ পায়না ॥

দীন উপেন্দ্র কয় পায় সে রতন
দুই মনে হইলে একমন,
সিদ্ধি হলে পিরিতি সাধন
শমন তারে ছোঁয়না।

www.pathagar.com

৪
যদি উজান পানি বাইতে পাররে ওরে মন মাঝি
তবে প্রেমের তরি কাম নদীতে বাইও
দাড়ি মাঝি ওরাই পাজি তারে রাজি করে নিও ॥

মাঝিরে তিন রঙ্গের জল বহে গাঙে
তিনটি আছে ধারা
তিন সুতায় তিন দিকে টানে না জানিলে মারা,
জোয়ার আসে মাসে মাসে হুঁশিয়ার থাকিও
জোয়ার ভাটার গতির দিকে লক্ষ্য ঠিক রাখিও ॥

উপেন্দ্রের এই ভাঙ্গা তরণি,
এখন বাতাসের জোর কমেছে
কি হয়না জানি,
(এখন) গুন টেনে যাও গুনগুন করে
দয়াল গুরুর নামটী গাইও ।

৫
এ জনম গুয়াইলাম বন্ধু আশা পন্থ চাইয়ারে
আশা পন্থ চাইয়া ॥
অভাগিনীর নয়নের জল পড়ে বয়ান বাইয়ারে ॥

তমাল বনে ডাকছে কুয়েলা,
কার কাছে কই কিযে জ্বালা,
সে'ত আইলনা শুকাইল মালা কত যুগ
যায় বইয়ারে ॥

ভেক্ ডাকে ঐ মেঘের জলে গাঙ্গে ডাকে বান,
থাইকা থাইকা চমকিয়া উঠে বিরহিনীর প্রাণ,
দিয়ে রঙ্গের ডিঙ্গায় রাঙা বাদাম,
নায়র যায় নারীর কি আরাম,
দীন উপেন্দ্র কয় আমিও যাইতাম যদি বন্ধু
নিত আইয়ারে ॥

৬
মাছ ধরতে চলছে ধেয়ে ওরে মন জেলে॥
জাল বাওয়া কি এত সোজা
বাইতে হয় কৌশলে॥

www.pathagar.com

দুইটী মৎস্য আছে গঙ্গা যমুনার জলে,
দিবারাত্রি একুশ হাজার ছয়শত বার খেলে,
জরা মরণ যায়রে দূরে সে মাছের ঝুল খেলে॥

(মাছ) হংস রবে সগৌরবে পলে পলে চলে,
(জালের) কণ্ঠি চারটি যত্নে রাখিও,
ভক্তি বাঁশের শক্ত কুড়া বেন্ধে টানিও,
দীন উপেন্দ্রের ঘটিল জঞ্জাল,
নিজেই বন্দী জালে॥

৭
নিতি নিতি গাঙ্ পার দিয়ে
কে রঙিলা যায়লো কে রঙিলা যায়॥

সেতো আড়বাঁশী বাজায়ে ফিরে
(আবার) আড় নয়নে চায়॥

পিন্ধনে তাঁর হলদে বসন,
নূতন ধরন নূতন ফেশন,
(তাঁর) ভুরুযুগল জিনি শরাসন,
(দেখলে) মুনির মন মজায়॥

(কিবা) চরণে নূপুর ধ্বনি
রিনিঝিনি বোলে,
তাঁর গলে দেখি বনফুলের
মালাটি দোলে,
বারেক মোর পানে তাকায়ে
ছে'ল ক্ষণিক থম্‌কিয়ে
(আমায়) কি জানি যে গেল ক'য়ে
(তাঁর) নয়ন ইশারায়॥

তোমরা সবে যাওগো ঘরে
আমি আর যাবনা ফিরে
দীন উপেন্দ্র কয় এ ধন ছেড়ে
ঘরে কি থাকা যায়॥

৮
আরে ও ভাটির গাঙ্গের নাইয়া
নদীর মোহনা আর কত দূর
আমারে যাও কইয়া॥

www.pathagar.com

(আমি) সারা জনম তরি বাইলাম
ভাইটালী সুর গাইয়া॥
কোনবা গিরির চূড়া বাইয়া
কুলু কুলু সুরে চলরে নদী
দুকূল ডিঙ্গাইয়া॥

মাসে মাসে আসে জোয়ার
রক্ত গঙ্গা লইয়া॥

কয়বার আইলাম কয়বার গেলাম
না পাইলাম কিনারা,
এ গাঙ্গের তরঙ্গে কত
ডোবল রঙ্গের ভরা,
তাপস নাইয়া সাহস ভরে,
পাল তুলে হাল দিচ্ছে ধরে,
তারা ধারা চিনে তরী ছাড়ে
কৃষ্ণ নামের সারী গাইয়া॥

দীন উপেন্দ্রের এই জীর্ণ তরণি,
নব ছিদ্রে উঠে পানি
কি হয় না জানি,
এখন জল সেঁচি না বৈঠা চালাই
কূল পাইনা ভাবিয়া॥

৯
পিরিতে কেউ মন দিওনা
পিরিতি বিষম জ্বালা ॥

পিরিতি বাড়ায়ে সখীরে
চম্পট দিল লম্পট কালা ॥

পিরিতি পরমাদরে
জীবন যৌবন দিলাম যারে
আমায় ফেলে গেল দূরে
মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালা ॥

শ্যাম পিরিতের এমনি ধারা
ঝরে সদা নয়নধারা
দীন উপেন্দ্র কয় হলেম সারা
না বুঝে তাঁর প্রেমের খেলা ॥

www.pathagar.com

১০
পিরিতি করিয়া সখি ।
জনম কান্দিয়া গুয়াইলাম ॥

আমি নারী বুঝতে নারি
গরল তুলে খাইলাম ॥

জীবন যৌবন মন যাহারে সঁপিলাম
(এখন) সে থাকে কৈ আমি থাকি কৈ
জ্বালায় জ্বলে মইলাম ॥

সরম ভরম ধরম করম
সকলি হারাইলাম
দীন উপেন্দ্র কয় তবু
কালার মন নাহি পাইলাম ॥

১১
পিরিতি বাড়াইয়া গেলরে
ওরে নাগর বন্ধু কালিয়া ॥

(তোর) প্রেমাগুনে নিশিদিনরে
আমি মরিলাম জ্বলিয়া ॥

ছেড়ে যাবে দিয়া ফাঁকি
আমি অভাগি জানি কি
কেমনে থাকি পোড়া পরাণ লইয়া ॥

প্রেমের ডিঙ্গায় তুলে রঙ্গের
গেলে মাইঝ গাঙ্গে ফেলিয়া॥

দেখিয়া গাঙ্গের তরঙ্গ
আতঙ্গে কাঁপিছে অঙ্গ
হলেম সাঙ্গ তরি যায় তলাইয়া ॥

আমি অকূলে ডুবিয়া মইলামরে
বন্ধু দিয়া যাও তুলিয়া ॥

লাভে মূলে সব হারাইলাম
কুলের কলঙ্কিনী হইলাম
কেন দিলাম মন প্রাণ ঢালিয়া ।
দীন উপেন্দ্র কয় মনের দুঃখরে
আমি কারে কই খুলিয়া ॥

www.pathagar.com

১২

কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া রে সখী
আমি থাকি আর কতকাল ॥

এল না পরাণের কালা
জ্বালা সই কতকাল ॥

বিচ্ছেদ আগুন জ্বলছে বুকে
বিরাম নাই ক্ষণকাল।
প্রাণ কান্দে আস্তে ত্বরা
যা লো তোরা সকাল ॥
যাবার কালে বলেছিল
আসিবে ফিরে কাল
চাতকিনীর মত থাকি
চেয়ে সকাল বিকাল
দীন উপেন্দ্র কয় কারে দোষী
আমার পোড়া কপাল ॥

১৩

তুমি কেমন মাঝি, বুঝব এবার
ভরা গাঙ্গের তরঙ্গেতে
ডিঙ্গাটি তোর হবে সাবাড় ॥

পঞ্চ কাষ্ঠের তরি খানি
নবছিদ্রে উঠবে পানি
গাব কালি তার করেছনি
জল চূয়ালে ভয় তলাবার ॥

সইতে হবে ঝড়ের দোলা
তুলতে হবে পাল
দাঁড়ি মাঝি পাজি
রাজি করেন সকাল
দীন উপেন্দ্র কয় দিবানিশি
জীবন নদীর পাড়ে আমি
মরণের ঢেউ গুনছি বসি
যা কর গুরু কর্ণধার ॥

১৪

কি অপরূপ দেখে এলাম
জল আনতে যমনা কুলে ॥

www.pathagar.com

আমার মন প্রাণ ডুবে র'ল
কৃষ্ণরূপ সাগরের জলে ॥

ভঙ্গি ধরে দাঁড়ায় কালা
কেলি কদম্বের মূলে
হাসি হাসি কয়গো কথা
রমণী ভুলাইবার ছলে ॥

মাথে চূড়া পীতধড়া
গলে বনমালা দোলে
নারী কেমনে ধৈর্য্য ধরে
দেখলে পুরুষের মন ভুলে
দীন হীন উপেন্দ্র বলে
তোমরা কেউ যাইওনা জলে
শেষে আমার মত ঠেকবে তোরা
মনাগুনে মরবি জ্বলে ॥

১৫
ওরে ও ভিনদেশি নাইয়া ॥
দুপুর বেলায় কোন সাহসে
চলছে তরি বাইয়া ॥

এযে নদী নয় কামনা সাগর
পাকে পাকে উঠছে লহর
দিন রজনী বইতেছে ঝড়
দেখিস না কি চাইয়া ॥

জোয়ার এলে খুব হুঁশিয়ার
ছাড়লে তরি উপায় নাই আর
(কত) রঙ্গের ডিঙ্গা হল চুরমার
তরঙ্গে পড়িয়া ॥

পরাণে যদি শান্তি চাও
উজান যাবে বাদাম চড়াও
(দীন) উপেন্দ্র কয় হালটি ঘুরাও
শ্রীগুরুর নাম লইয়া ॥

১৬
নাও বেয়ে যাও ও বেপারি
শুন ক্ষণিক রইয়া ॥

www.pathagar.com

তোমার কানে কানে একখানা কথা
দিয়া যাইব কইয়া ॥

হও যদি প্রেমের বেপারি
(তব) মনের কথা কইয়াম পারি
(সদা) জীবন গাঙ্গের পাড়ে ফিরি
খুঁজি রসিক নাইয়া ॥

বইছে বাতাস উদাস করিয়া
ভয় বা কিসের পাল তুলে বও
হালটি ধরিয়া
ঢেউয়ে যখন দোলবে তরি
গে'ও কৃষ্ণ নামের সারি
(ডুবল) উপেন্দ্র তোর জীর্ণ তরি
(ভব) তরঙ্গে পড়িয়া ॥[২২]

খ. গাথা

ইংরেজি Ballad এর বাংলা প্রতিশব্দ গাথা বা গীতিকা। সংস্কৃত ও পরবর্তী প্রাকৃত সাহিত্যে গাথা বলতে আখ্যানমূলক গীতি কবিতাকেই বোঝাত। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গীতিকা বা গাথার উদ্ভব হয়েছে। গাইবার জন্য রচিত হতো বলে গাথার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সুর প্রধান কাহিনি বর্ণনা। গাথা বলতে সাধারণত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তি নিরপেক্ষ গীতিময় কাহিনিকে বোঝায়।

পাশ্চাত্য দেশীয় Ballad প্রধানত ঘটনা, পক্ষান্তরে বাংলা গাথা বা গীতিকা বর্ণনা। তবে বর্ণনার ফাঁকে নাট্যধর্মিতা বাংলা গীতিকায় সুরক্ষিত। ক্ষিতীশ মৌলিক বলেন, "কোনও চিত্তচাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিলে সেই ঘটনা অবলম্বনে তৎকালেই গায়েন ও বয়াতীদের গাহিবার উপযুক্ত গাথা অর্থাৎ পালাগান রচনা করা সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ববঙ্গের পল্লীকবির ঐতিহ্য।"[২৩] আর এই বিচিত্র ঘটনার আবর্তেই উঠে আসে জীবন।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যেসকল গীতিকা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— প্রথমত নাথ গীতিকা, দ্বিতীয়ত মৈমনসিংহ গীতিকা ও তৃতীয়ত পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। আমাদের গীতিকাগুলোর প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো, প্রেম। ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমের কাহিনিই মূলত রূপায়িত হয়েছে গীতিকাগুলোতে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে এই গাথাগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ।

হালুয়াঘাটের মান্দিদের গাথা খাত্তাদক্কা

খাত্তা শব্দের অর্থ 'কথা' আর দক্কা শব্দের অর্থ 'বাজানো'। মান্দি রীতি অনুসারে কোন অনুষ্ঠান শুরু হলে প্রথমে 'নাগড়া' (এক প্রকার ঢোল) বাজিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে হিসেবে খাত্তাদক্কার অর্থ দাঁড়ায় 'আহ্বান'। খাত্তাদক্কা কোথাও পরিচিত 'দিগ্নি-

www.pathagar.com

বান্দি' হিসেবে। ওয়াল্লা ওয়ালসন্নি সাল্লা সালসন্নি' দিনরাতভর শুনলেও এই কাহিনি শেষ হবার নয়। মূলত দিগ্নি্য ও বান্দির বীরত্বগাঁথা বর্ণিত হয়েছে খাত্তাদক্কায়। ঘটনার ধারাবাহিকতা, পরিবেশ-পরিপার্শ্ব বর্ণনার সাথে এসে গেছে মান্দিদের অনেক সামাজিক নিয়ম-কানুন, জীবন-যাপন প্রণালী। যদিও তারা আমাদের মতো একেবারে স্বাভাবিক মানুষ নয় একই সাথে 'মিদ্দিরাং-মান্দিরাং' দেবত্বপ্রাপ্ত। খাত্তাদক্কায় বান্দিকে জামাই দেখতে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টজনদের আহ্বান জানানো হয়। আমন্ত্রণদাতা কখনও বা তৃতীয় ব্যক্তি, মাঝে মাঝে অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলো কথা বলে ওঠে বা আমন্ত্রণ জানায় এবং নিজের ও অন্যান্যদের কর্তব্য নির্দেশ করে। দিগ্নি্য ও বান্দি দু'ভাই– সিম্মিজিং, থিংকিজিং তাদের বোন। অপরদিকে খানজিং (সু'রি) ও গিদ্দিং দুবোন। বান্দিদের মামার মেয়ে। মান্দি সমাজের নিয়মানুযায়ী মামাতো বোনের সাথে বিয়ে হয় এবং মামাতো বোন/ভাইয়ের সাথে বিয়ের দাবিই থাকে সামাজিকভাবে প্রথম ও প্রধান। বান্দির মামা সাংমার্চ্চা (সাংমারাচ্চা)। তিনি বান্দির ছোটবেলায়ই তার বড় মেয়ে সু'রির জন্য বান্দিকে জামাই নিবেন বলে বোন (বান্দির মা), আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে আসেন। বন্ধন তৈরি করে আসেন। তারপর তিনি আর সেদিকে যান নি। মেয়েরা বড় হলে, বিবাহযোগ্যা হলে; তিনি জামাই দেখতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সে মতো প্রস্তুতি নেন। তবে দিগ্নি্য ও বান্দি দু'ভাই বীর এবং সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পুত্র বলে... স্বয়ং মামাও (সু'রির বাবা) তাদের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত বা আশঙ্কামুক্ত নন। তাই গ্রামবাসী সবাইকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেন। জামাই দেখতে-ধরতে যাওয়ার দলে অভিজ্ঞ, শক্তিশালীদের ভারী করেন। তার আরেকটি কারণ হলো বরযাত্রীদের দলে অনেক যুবতীরাও রয়েছেন; তবে গ্রামের সব যুবককে সাথে নেন নি। নির্দিষ্ট সংখ্যক শক্তিশালী যুবকদের গ্রামে রেখে গিয়েছেন। কেননা সেই সুযোগে গ্রাম শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রমণের শিকার হলে তারা যাতে প্রতিরোধ করতে পারেন।

ওদিকে তাদের আসার কথা শুনে বান্দির দল প্রস্তুতি নিতে থাকে। মহিলারা কলাপাতা ছিঁড়তে-লাকড়ি সংগ্রহ করতে যায়। রান্নাবান্না করতে থাকে। বান্দি ঘরের রাস্তা সোনা দিয়ে লেপন করে রাখে! যেখানে এসে দাঁড়াবে, সেইসব স্থান। উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়! সামনে যারা ছিল তারা বোকা বনে দেখতে থাকে। বরযাত্রীরা কতজন এসেছে গুণে দেখতে বলে। কী এনেছে কী আনে নি, কোনোকিছু আনতে বাদ পড়েছে কিনা সেসব দেখতে বলে। যা যা এনেছে সেসব তাদের জন্যেও নিয়ে যেতে হবে। সাংমার্চ্চা (সাংমারাচ্চা) দুই মেয়েকেই সাথে নিয়ে এসেছে। বান্দি মনে মনে ঠিক করে সে গিদ্দিংকে বিয়ে করবে। সু'রিতো তার দাদা দিগ্নি্যর! এদিকে দিগ্রি কুনো ব্যাঙের ছাল দিয়ে পোশাক বানিয়ে পড়ে। যাতে কেউ তার কাছে না ঘেঁষে- তাকে পছন্দ না করে। আলাপ-আলোচনা শেষ হয়। বান্দি বলে, জোড়াজুড়ি করলে সে যাবে না। তাকে জোড় করতে হবে না—ধরতে হবে না। সে তার মামাকে দেখাশোনা করতে ঘরজামাই যাবে। বিয়ে করবে গিদ্দিংকে। সূর্যেও কপাট বন্ধ হয়ে আসে। চারপাশে আঁধার নামতে থাকে। সাংমারচ্চার (সামারাচ্চার) দল খাওয়ানো শেষ হলে যেসব বড় পাত্রে চু-খাবার দাবার নিয়ে এসেছিল সেসব নিয়ে ফেরার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দিগ্নি্য ছোট'ভাই বান্দি-কে

www.pathagar.com

বোঝায় যেন শ্বশুর-শাশুড়ি-সম্বন্ধিদের সাথে ঝগড়াঝাটি না করে। গ্রামবাসীদের সাথে ভালো আচরণ করে। বিদায় পর্ব চলে। মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব এতদিনকার পরিচিত প্রতিবেশ রেখে চলে যাবে। বান্দি ঘরের খুঁটি ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে। কেউ তাকে টানতে পারে না- নাড়াচাড়া করাতে পারে না- বোঝাতে পারে না। ...অবশেষে বরযাত্রীরা বান্দিকে সাথে নিয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরতে থাকে। শিল্পরীতির দিক দিয়ে খাত্তাদক্কা বর্ণনামূলক। এর রয়েছে নিজস্ব সুর। মাঝেমধ্যে অবশ্য এক-দু'টি সংলাপও রয়েছে।

বান্দিকে জামাই দেখতে যাওয়ার সময় যে ওয়াক (শূকর) কাটা হয়েছিল তার আকৃতি ছিল পর্বত সমান। দৃষ্টিসীমায় রাখা যাচ্ছিল না। তার পিঠের উপর গজিয়েছিল ঘাস আর সাতটি বাঁশঝাড়! দাঁতগুলো এত বয়সী, বড় হয়ে গিয়েছিল যে মুখের ভিতর আর কোনো জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। বান্দির হাত ধরলে একটি শক্ত লোহার খুঁটি ধরার মতো অনুভূত হতো। উপস্থাপনে নানান ধরন আনতে মামা মাচ্ছুরুও সংলাপের পাশাপাশি সামান্য রসিকতাও রয়েছে। যেমন অতিথিদের আগমন উপলক্ষে যখন রান্না-বান্না চলছিল তখন রসিকতা করে মামা মাচ্ছুরুকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ওয়াকের (শূকরের) চোয়ালের একপাশ কোথায়? মিদ্দি-ই খেয়েছে, নাকি রান্না করতে করতে তুমিই খেয়ে ফেলেছ? আবার 'থলেংমা রতরেংমা' যার কাঁধে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে। মাথার চুলে ফিঙের বাসা! আবার ছড়িয়ে রাখা পা-কে, কেটে ফেলে রাখা গাছ ভেবে তাতে উঠে একজন পায়খানার কাজ সেরেছে এরকম মজার কিছু বিষয়াবলি...।

স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় প্রবল সাংস্কৃতিক চাপের মুখে নিচে পড়ে যাওয়া বা আড়ালে সরিয়ে রাখা এসব সাহিত্যকর্ম। সে যা হোক অসাধারণ কিংবা খুব সাধারণ-ই। এই খাত্তাদক্কার আলোচনা কোথাও হয়নি বললেই চলে।

যার মুখ থেকে শোনা তার নাম খামাল কুনেন্দ্র চাম্মুগং (ছিজং ফা)। তখনো ৪৭'এর দেশভাগ হয় নি। জন্ম ১৯২৯ সালের দিকে। রিজার্ভে। বর্তমানে ভারতের অংশ। পরবর্তীতে জামাই হয়ে চলে আসেন বেতকুড়ি গ্রামে। তখন বর্ডার ও পি.ডব্লিউ. রাস্তার কাজ চলছিল। মান্দি জাতিসত্তার 'আত্তং' গোষ্ঠীর লোকজন নিয়োজিত ছিলেন রাস্তা তৈরির কাজে। কাজ শেষে প্রতিরাতে আগুন জ্বালিয়ে চারপাশ ঘিরে বসে জমিয়ে তুলতেন খাত্তাদক্কার আসর। ছিজং ফা ঘর ছেড়ে চলে যেতেন সে পালা শোনার জন্য। তখন বয়স পনের কী ষোল। শুনে শুনে সে সময়েই মনে গেঁথে রেখেছিলেন- আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন 'খাত্তাদক্কা' গাথাটি। অনুবাদের কারণে হয়তো খাত্তাদক্কার প্রকৃত রস অনেকটাই হারিয়ে যাবে।

হ্'অ...হ...অ...দা'আসালদে ম ন্ত	আজকে
সা দাবো...দিগি য়্যা	কে এইভাবে আছো
রা রা হাই রিবো রিবো	আসো চলো, চলো
হাবা হ'না রিগ্গনক ম	জমি পরিষ্কার করতে যাই
রা রা...রিবো ম	চলো...চলো...
হা'বা গামনা রি'নাজক	জমি তৈরি করতে যাই
থুয়া চাখাত রিমবো	সকলে ঘুম থেকে উঠো

www.pathagar.com

ফাস্থি মিস্ত্রা রাংবা...দা'দং	যুবক-যুবতীরা থেকো না
গাআ জা-খরাগব্বাসা দংবো	যারা নুলো তারা থাকো
মখ্যা গানা গব্বাসা দংবো	যারা অন্ধ তারা থাকো
নামগিবা বিজাংথিরাংদে রিবো রি'থকবো	যাদের স্বাস্থ্য ভালো তারা চলো সবাই
হাআ হুনা নাংগিন্নক	মাটি কাটতে হবে
বিলসিয়ারা রিবাইজক	বছর তো আসছে...
মি'ল্লামখন রা'চাজক বি'য়াবা	মিল্লাম তুলে নিল সেও
মি'ল্লামখন দি'বাজক দি'য়াবা	মিল্লামই এনেছে-হাতে তুলেছে।
হাই রি'থকবো, মিশালখবা মিয়াখবা চুফাবো	চলো পথের খাবার-দাবার বেঁধে নাও
হি'সাল দলসননি খোদে দলবো...অ	কলা পাতায় যা বাঁধার বেঁধে নাও
খকখ্রেং-খোদে অলফাবো	খকখ্রেং বহন করে চলো
গিথথি আথথি রাংখো	দা-কাঁচি নাও
রুয়া বাসি রাংখো রা...রা...রারুমবো	আগাছা বাছতে যা যা লাগে, নাও
মি'ল্লামখোদে দা'গুয়াল	মি'ল্লাম নিতে ভুলো না
আথথিখোদে দা'গুয়াল	দা নিতে ভুলো না
হানথাংথাংনি জাকরুমমাখো খা'গুয়া	হাতে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো বাঁধতে যা লাগে-
ববিল-গন্নাল নিকনাবা দঙ্গা	শত্রুদের সাথে দেখা হতে পারে।
হাই রি'থকবো...চাখাতবো চাখাতবো	চলো সবাই- উঠো, উঠো
মাইয়াখো চানচিয়া	কী ভাবো,
মাইয়াখো নিগাম্মা	কীসের দিকে তাকাচ্ছো?
নিফল্লিবা দঙ্গামা	পিছন ফিরে ফিরে কী যায়?
হাই রি'থকারিবো	চলো সবাই
সাল্লারামনি আংদিসা বিসংদে	সূর্যের পুত্র তারা...
দেল মিৎচি বঙ্গাখো	পনেরো হাত প্রস্থের গাছ
দেন্ন-নারা দে'নথুয়া, দাক্কা-বান্দিদে	এক কোপেই কাটা শেষ করে...বান্দি এরকম
বিলসানান চতদুয়া বিলসানান হংমানজা	একবারের জন্যেও হয়নি, এক কোপে শেষ,
মগ্গলা ইসংদে	পড়ে গেছে।
রা'ন্নি মিংনা দংসুয়া মাচ্ছা বা	বাঘ গর্জন করছিলো
মাচ্ছা আরো-ফা চাখক	
ওয়াগকসুয়ে দংসুয়া ইসংদে	আরেকটি বড় বাঘ নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলো...
বল-খো ওয়া'খো দে'ন্নবা চাখাতজা	গাছ-বাঁশ কাটলেও উঠেনি
বল্লা গাআকদাফফোবা ইজামজা মাচ্ছাবা	শরীরের উপর গাছ পড়লেও হাই তোলেনি
দাও মাই দাকগন্নক...থবান	থবান এখন কী করবে?
খাইমন্না রুয়াচা ফত্তা শ্বুখো	কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে-
রাঙ্গসা ঢ্রক দুয়াঙ্গা	একবারে লাফিয়ে গেছে,

www.pathagar.com

চিরিং নালসা বা'লাঙ্গা বিয়াবা, মাচ্ছাবা	ঝর্না পেরিয়ে গেছে,
মাচ্ছা ছিদল গাব্বা মান্দিয়ানি	
ফংরাক্কা রামরামদে হংজানে	একটি বড় বাঘের শক্তি কিন্তু কম নয়
রামরামদে হংজানে	কম নয়!
অ মামা মাচ্ছুরু	ও মামা মাচ্ছুরু
অ চাখাতবো…	ওঠো…
হাবা গামনা রি'য়ামা-রি'জামা	জমি তৈরি করতে যাবে কী যাবে না?
অ মামা মাচ্ছুরু খি'মিয়ারা জলরুরু	মামা মাচ্ছুরু লম্বা লেজ ওয়ালা
আহা খক্কাসক, আ-হা !	বোকা খক্কাসক আ-হা (কথা)!
দাআয়ারা মাইদাক্কি র'গিন্নক	এখন কীভাবে নাচবে
সিম্মিজঙ্গা ননোয়া দিগ্নি	বোন সিম্মিজিং?
থিংকিজিংঙা নন-আ	ছোট বোন থিংকিজিং
রি'য়ামা রি'জামা	তুমি কী যাবে?
অ-সুরি	অ সুরি
রিবো আনচিংবা	চলো আমরাও-
অ মামা মাচ্ছুরু খিমিয়ারা জলরুরু	মামা মাচ্ছুরু লম্বা লেজওয়ালা
খা-আঙ্গা খক্কাসক আঙ্গাবা রিগন্নক ॥	বোকা আমিও যাবো সাথে (কথা)
রিবো, রিবো, রিবো চাখাতবো	চলো, চলো, ওঠো…
অ বুদা রৎচ্চারা	ও বুদা রাচ্চারা
আই হিগেন রিগন্নক	যাবো চলো
সাল্লারামনি আংদিচা	সূর্যের পুত্রের কাছে…
সালজক্কননি ফি'সাচা	সূর্যাস্তের পত্রের কাছে…
হাই রি'না নাঙ্গোদে	যেতে হলে
চা'চ্চিখোবা গবোমো…	আত্মীয়দের গোচরে আনো…
মিখআরা জবো ম	চাল ভাঁজো
মা দাক্কে নি'গন্নক	কীভাবে পৌঁছবো?
চাচ্চিচাবা রি'নাদে নাঙ্গা	আত্মীয়দের কাছে যাওয়া প্রয়োজন
চাওয়ারিখোদে নিনাদে নাঙ্গা…	জামাই দেখাও প্রয়োজন…
গিদ্দিংনাসা খানজিংনাসা সি'ংনাজক	গিদ্দিং'র জন্য খানজিং'র জন্য জিজ্ঞেস করবো
খানজিং না-সা নিনাজক অ-বান্দি খো…	খানজিং'র জন্য দেখবো, বান্দিকে…
চাওয়ারি নিনা নাংনাজক	জামাই দেখতে হবে
চাওয়ারিদে সিকনাজক	জামাই ধরবো,
দা'সালদে ম…	আজকে…
অ মামা… আ নিয়াআমা নিজামা	মামা দেখবে কী দেখবে না
নিক্কামা নিকজাআমা	পূর্বে দেখেছো কী দেখোনি?

www.pathagar.com

হাই রিয়ে নিনাজক	চলো যেয়ে দেখি,
আমা ইন্নে চিঙ্গি চন্ন চন্ননি	
গান্না গানগিজাওনি	আমাদের ছোটবেলায়
চুয়া স'ংগুবাআন দঙ্গা	রান্না করা চু আছে
ইখো চেক্কে রনবোনে চাচ্চি রি'বাওদে	মেহমান এলে
ইখো সিম্মে রিংবোনে, ইখো	পানি মিশিয়ে দিয়ো।
আমা নাঙ্গো রি'বাগেন	মা তোমার এখানে আসবেন
দাআসালদে নিকসুয়া জুমাংচা	আজ স্বপ্নে তাকে আসতে দেখেছি
মামা সকবায়েঙ্গা	মামা পৌঁছবে
মানি রি'বায়েঙ্গা	মামীও আসছে
আফ্‌ফা নক্ক দঙ্গামা, দংজামা	বাবা ঘরে আছে কী নেই?
বিখো সান্দি বা'আঙ্গা	তার খোঁজে আসছে
ডবখো নেম বাআঙ্গা	তার খোঁজ করছে
অ... থবান, থবান	ও থবান, থবান
হাই রি'গিনকমো, হাই জকগন্নকমো	চলো যাবে নাকি, ছুটবে কী-না
নাঙ্গি আনোয়ানা	তোমার বোনের জন্য
চাওয়ারিখো নিনামুং	জামাই দেখবো
দে ফান্থিখো সিকনা ম	পুত্রকে ধরি, কী বলো?
হাই রি'বো হাই রি'বো	চলো যাই, চলো
সাংমারাচ্চা, হাই রিবোদা	সাংমারাচ্চা যাই চলো
নাঙ্গি আনোনা	তোমার ছোট বোনের জন্য
দেফান্থি রা'না...	পুত্র নেওয়ার জন্য...
চাওয়ারিখো সিকনা	জামাই ধরার জন্যে
হাই রিবো, থবানারা থদিক্কা	চলো যাই থবান, দ্বিধা করো না।
সাংমাআরা রচ্চারা	সাংমারাচ্চা
ও বুদারাচ্চা, ও বুদারাচ্চা	বুদারাচ্চা
হাই রি'বো না'বা, হাই রি'বো না'বা	তুমিও চলো, তুমিও...
আইয়াও... সা ইন্নে রিজাওয়া	আশ্চর্য... কে বলে যাবে না?
সা ইন্নে সকজাওয়া...	কে বলে পৌঁছবে না।
আঙ্গা রি'না নাংগিন্নক	আমার যেতে হবে
আঙ্গা সকনা নাংগন্নক	আমার পৌঁছতে হবে
ঘাংথাংনি আনোনা	নিজের ছোটবোনের জন্য
হাংথাংআনি নামচিকনা	নিজেদের পুত্রবধুর জন্য
আঙ্গা রি'জা জন্নদে সা-রিজগন্নকনো	আমি না গেলে কে যাবে
ফাংনা মুড়ি দংজামা	বয়স্ক লোকেরা কী নেই?
দংআবা দংজাওবা,	থাকলে না থাকলেও
আঙ্গা রি'না নাংগিন্নক	আমার যেতে হবে-

আঙ্গাবা জকগিন্নক	আমি দায়িত্ব মুক্ত হবো
বাই সাকসা নাংগন্নক	কতজন যাবে?
রা রা... রিবুদা...	চলো
রা রা... রিবুদা অ...	চলো
হাই চাখাত চাখাত	ওঠো, ওঠো...
সাল্লারামচা রি'নামো	সূর্যোদয়ের দিকে
সালচখনচা জকনামো	–সূর্যাস্তের পথে
ইয়া ইন্নে...	বলছে।
খক্ক'রিংখো অলবো	খক ঝুলিয়ে নাও
মিগারিংখো জ'বো	পথের নাস্তা ভেঁজে নাও
হাই রিথোকবোমো	চলো সবাই
হাই রিবোমো	চলো যাই।
আমা নকচা রি'গেনমো	মায়ের বাড়ি যাবে নাকি, না-কি
আম্বি নকচা সকনামো	নানীর বাড়ি পৌঁছাবে না-কি
হাই আনচিং-দে	চলো ...।
বান্দি নক্ক দঙ্গোদে	বান্দি যদি ঘরে থাকে
সিকজল্লিবা রা'বাগেন	ধরে নিয়ে আসবো।
থল্লেবা রা'বাগেন	ভুলিয়ে ভালিয়ে হলেও
আমা নক্ক দঙ্গোদে	মা ঘরে থাকলে,.
বনিং দংআ দংসিলদে	প্রতিবেশীরা থাকলে
আদি নক্ক দঙ্গোদে	মাসি ঘরে থাকলে,
সিং'জল হা'মজল দাগন্নক	জিজ্ঞেস করে তাৎক্ষণিক দাবি জানাবো-
রা'বা জল্লে রিনগন্নক	সাথে নিয়ে আসবো
চুয়া মিয়া নাঙ্গোবা	চু ও ভাতের প্রয়োজন দেখা দিলে
ওয়াক্কা দুয়া নাঙ্গোবা...	ওয়াক, অন্যান্য প্রাণী প্রয়োজনে...
জা'মানোসা রিনগিন্নক	পরবর্তীতে যাবো সেসব নিয়ে
জা'মানোসা সিংগিন্নক	বিস্তারিত আলোচনা করতে।
দা'আওনিনা আইয়োদে	এখন দেখি
কথথা মে'ল্লিয়াঙ্গোদে	কথা যদি মিলে যায়-
খু'ফা মা'গাপাঙ্গোদে	যদি মানিয়ে যায়,
সিকজল্লারি রা'গন্নক	সাথে নিয়ে নেব
রি'মজল্লারি নি'গন্নক	ধরে দেখবো!
নিসকখবা দা'দন	কেউ যেন না থাকে
হাই রিম্মি রি'বো মো	চলো নিয়ে চলো...
হাই সাল্লি রিবো মো	চলো টেনে নেই।
আঙ্গাআদে নিকখুজা ইন্নাবা দঙ্গা	আমিতো এখনো দেখিনি, বলতে পারে

www.pathagar.com

মিচিকখোসা নি'গন্নক	বধূকে দেখবো
মি'য়াখোসা সংগিন্নক ইন্নাবা দঙ্গা	বরকে দেখবো বলতে পারে।
আঙ্গা রিম্মি রি'গন্নক	আমি নিয়ে যাবো,
আঙ্গা বুদারচ্চারা-	আমি বুদারাচ্চারা
আঙ্গা সাংমারচ্চারা	আমি সাংমারচ্চারা-
হাই রিবো মো	চলো যাই...।
ননোখোবা রি'মফাবো	ছোটবোনকে সাথে নাও,
আবিখোসা সালফাবো...	দিদিকে সাথে টানো
দিমদাগন রি'বো মো	সবাই চলো না-কি...?
আদা মামা দংগুবা দিম্‌দাকন	
রি'নাদে নাংগন্নক	ভাই-মামা যারা আছে সবারই যেতে হবে
সালনাদে নাংগন্নক	টানতে হবে তো...
রামরাম অংফাগিজাসা বিসংদে	সাধারণ নয় তারা
গ্র বিহি গিমফালগুয়াসা খুফা	
আগানগুয়াসা ইসংদে	গ্র খেতে তারা পারদর্শী
বিলরাক্কাবা রামরামদে হংজা বিসংদে	শৌর্যের দিক দিয়েও কম নয়
মিল্লামচা রিম্মবা	মি'ল্লাম হাতে ধরলে
মি'ল্লাম রিংরাং রিংরাং	মি'ল্লাম চিক্‌চিক্!!!
দাক্কারিসা দঙ্গানে বিসংদে	এভাবে তারা থাকে
বেল মিৎচিবঙ্গা বলখোদে	পনেরো হাত প্রস্থের গাছ
সাদন্নারা সাদ্দুয়া দাকনাআ মা'ন্নানে বান্দিদে	এক কোপ– এক ছাঁট'ই যথেষ্ট বান্দির!
বিনি জাক্কো রিমরাদে	সে যেটি ব্যবহার করে
রামরাম হংফাগিজানে	সেটি সাধারণ জিনিস নয়
রামরাম থালহংগিজা	তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী-
বিখো সিকনা রিমগিপা ফাআমা-ফা'জামা	তাকে ধরার সাহস হবে তো?
হানগিয়া মা হানগিজা	কাছে ঘেঁষার সাহস কী হবে?
বিখো রি'মনা মা'ন্নামা মা'নজামা	তাকে ধরতে পারে কী-না?
বিনি খু'য়া আগানো	সে কথা বললে
জাজাআরি রগিন্নক	দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে নাচবে
খু-ফা বললাঙ্গো	অবিরাম বলে গেলে-
জ্রিম-হঙ্গি দংগিন্নক আনচিংদে	আমরা তব্‌দা লেগে থাকবো!
সা ইখো বলগেন	কে এটি বলবে?
সা ইখো থতগেন	কে টোকা দেবে?
সা ইখো মিংনুয়া	কে এর নাম উচ্চারণ করবে
সা ইখো দি'নুয়া	কে তুলবে;
ইখো মালমোকাঙ্গোদে	এর সমাধান দিয়ে গেলে
বিসংনা বাত্তে গ্রখো জিনো	তাদের চেয়ে বেশি উপঢৌকন দেবো

www.pathagar.com

মানগুবাসা রিবোমো	যে পারো সে চলো,
খু'ফা আগানাংনা মানগি'পা	যে ভালো কথা বলতে পারে
সা সকবো মো	সে পৌঁছো।
হেই দা'নাং মো, রা রা...	হেই তোমরা...
ও বান্দি, চাখা চাখাত... চাখাত...	বান্দি ওঠো, ওঠো
হাই আনচিংবা রি'নাজক	চলো আমরাও যাই
হাই রিগন্নকমো থবানআরা থদ্দক্কা...	চলো থবান
বানবানিসা দিগ্নিয়িয়া	দিগ্নিয়ি, বানবানি এখানে-।
হাই রি'গন্নকমো	চলো যাবে নাকি
হাবাচিন রি'নাজক	জমির দিকেই যাই!
ফান্থি-মিস্থা রাংবা রি'থকবো	যুবক-যুবতীরা চলো
মক্কাগানাগব্বসা দংরিকবো	অন্ধ যারা তোমরা থেকে যাও
জাআখরাক'রাসা দংরিকবো	নুলো যারা তারা থেকে যাও
হাই রিগনকমো হা'ংথাংথানি গিচ্চিখো	চলো নিজেদের কপালের কাছে
হাংথাংথাংনি রুয়াখো	নিজেদের বপনের বীজ
রা'থকিন রিবোমো...	নিয়ে চলো...
বিলসি আ সকজক, খারিআ	
নকজক দা'মাংমো	বছর এসেছে, বর্ষা পৌঁছেছে
ও মামা মাচ্ছুরু রি'য়ামা রি'জামা চাখাতবো...	মামা মাচ্ছুরু যাবে কী যাবে না, ওঠো
খক্কাসক আঙ্গাবা রিগেনথক (কথা)	বোকা আমিও চলে যাবো
হাই রি'বো-রি'বো, হাই রি'বো	চলো যাই, তবে
নাঙ্গি রি'গবাখোদে সাল্লাসালজাংচিবানুয়া	তোমার সাথে গেলে দুপুর গড়াবে
ওয়াল্লা ওয়াসননিনা নি'গন্নক	রাত্রি গড়াবে
ওয়াল্লা সালসিননিনা জগগন্নক মো	সারা রাত্রির জন্যে যাবো?
হেই রিবো ও বান্দি, ও বান্দি	চলো বান্দি, ও বান্দি
নাঙ্গি জজংরাখো নাঙ্গি মামা রাংখো	তোমাদের ছোটভাই, মামাদের
নাঙ্গি আদা রাংখোবা হা-ই থম্মি রিবোমো	বড় ভাইদের নিয়ে চলো
হাই থাম্মি রি'বোমো	জড়ো হয়ে চলো
আকসানাদে দা'রিবো	একা যেও না।
ববিলগল্লাল দংনাবা দঙ্গা	শত্রু থাকতে পারে
মি'ল্লাম স্ফি রাংখো দা'গুয়াল	মি'ল্লাম স্ফি নিতে ভুলো না
হানথাং জাকরুমরাংখোদে দা'গুয়াল	নিজের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো নিতে ভুলো না
জাল জি জি নি	প্রত্যেক্যের
ফ'খ্রংঅসা গাত্তিসা রি'বো	কাঁধে উঠিয়ে নাও-
দাআ গুয়াল্লাবোনে	ভুলে যেওনা যেন।
নাম্মা মিথ্রারাংবা...	সুন্দরী যুবতীরা...

www.pathagar.com

গিদ্দিং	গিদ্দিং
ও খানজিংরাং রি'বো	খানজিং চলো।
জাওয়া মান্দি মিকনেংনাবা দঙ্গা	অন্যেরা ঈর্ষা করতে পারে-
জাওয়া মান্দু নাবা দঙ্গা	অন্যেরা লোভ করতে পারে
দা'জামান চাক্কাবো	পিছনে পড়ে যেওনা
দা'জামান চিক্কাবো	পিছন কামড়ে থেকোনা,
নি-বা মিকবকগব্বাবা দঙ্গা	দেখে পছন্দ করে ফেলার মানুষ রয়েছে
নি'না নাসিগব্বাবা দঙ্গা	ক্ষতি হয়ে যাবে- এমন মানুষও রয়েছো যে-
হেই রিম্মআ অ-বুদারাচ্চা মো	ডাকার সময়-বুদারাচ্চা,
অ সাংমারাচ্চা মো	সাংমারাচ্চা
হাই আনচিংবা রি'নাজক	আমরা যাত্রা শুরু করি
আনচিংনি আমা আনোচা	মা-বোনের কাছে,
চাওয়ারিনা রিগেনমো	জামাইয়ের জন্য যাবে নাকি
দেফান্থিনা সিকনামো	পুত্রসমকে ধরে আনি
আনচিংআনি আমাচা	আমাদের মা...
অ-মানি সারিচা... রি'নামো রা...	শাশুড়ি-ননদের কাছে যাবে নাকি?
থম্মেদাক্কে নিবো মো	জড়ো করে দেখো-
মিয়া চুফাই নিবো মো	ভাত-চু রান্না করো
মিজারিংখো থ'ম্বো মো	তৈরি হও
আনচিংবা রি'নাজক	আমরাও যাই।

গাল্লা দি'গ্রি দকমিদ্দিং সু'রিবা	অলংকার পরা শুরু করেছে সু'রি
সকমিয়াচিং সকমিদ্দিং সু'রিবা	পুষ্ট হচ্ছে স্তন
চাওয়ারিদে সিকনাদে নাংগন্নকমো	জামাই ধরাতো প্রয়োজন।
মামাগিব্বাদে জা'ফাক চাংচাং দাক্কংজক	তার মামাশ্বশুর তো জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে
বারকনি সাল্লোদে	হয়তো বা কোনোদিন
গম্মা দঙ্গা নাসিনাবা দঙ্গা	বিনাশ হয়ে যেতে পারে
ইনা সিখাংইন সুষমরাখো সংনা নাঙ্গামো-	এর আগেই সুষমরা গাঁড়া প্রয়োজন কি বলো?
নকরুমাখো সিকনা নাঙ্গামো	ঘরজামাই প্রয়োজন।
হানথাঙ্গানি খা'মদাকখো...	নিজেদের আপন মানুষকে
হানথাঙ্গানি খ্রিখো	ভালোবাসার মানুষকে
হাই নিনা রি'নাজক	দেখতে যাই চলো।
রা রা... হানথাঙ্গানি মসা বনিং দাক্কা রাংখো	শালা-সম্বন্ধি সম্পর্কীয়দের
রা থম্মি নিবোমো	জড়ো করে দেখো
চাকাত্তামা চাখাতজা	ওঠে কী ওঠে না,
ইজাম্মামা ইজামজা	হাই তোলে কী তোলে না,
চামি সা-ই নিবো মো	ঘুম থেকে ডেকে
থকদিংখয়ে নিবো মো	চাপড় মেরে দেখো।

www.pathagar.com

সাংমারাচ্চারা হা'ইয়ামা হা-ইজা	সাংমারাচ্চা জানো কী জানো না
মান্দে থ'ম্মে নি'নাবা	মানুষ জড়ো করে দেখতে
মান্দি ওয়াত্তি নি'নাবা	খবর দিতে
সেংগিপ্পা দাকগিপ্পাখো	চালাক-চতুরদের
ফংরাকগিব্বা মান্দিখো	যাদের ওপর নির্ভর করা যায়।
ফান্থিরাংখো... থ'মবো	যুবকদের জড়ো করো
চা'ফাল মান্দিখোন নিবো	বাড়ন্ত মানুষদের দেখো।
হানথাং বলজাওবা খু'ফা	
নাম্মি আগান্না মানগিপ্পা নাঙ্গা	নিজে বলতে না পারলে বাকপটু মানুষ প্রয়োজন
গ্রুজিনা মা'নগিপা নাঙ্গা	আইনের ধারা জানা মানুষ প্রয়োজন
খি'ন্নি খা'সি বিবাল বালগিপা মান্দিবা নাঙ্গা	চুল পাকা অভিজ্ঞ মানুষ থাকলে-
উখো-ইন রিমনাদে নাঙ্গা	তাকে সঙ্গে নেয়া প্রয়োজন।
ও বুদারাচ্চা	অ বুদারাচ্চা
দঙ্গাআমা দংজা	আছো কী নেই
নিক্কা দ'ঙ্গামা দংজা	তাকে কী দেখা যায়?
ও চাখাতখুজামা ও ইজামখুজামা	কী ওঠেনি ? হাই তোলেনি?
হেংগক রা-ই থুয়েঙ্গা, চামি সাও হা'ইজা	নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, উঠালেও টের পায় না!
সিলথংখোসা স্ফুয়েমুং গিংচা জতররযেতা	নাক দিয়ে লোহা ঢুকিয়ে- নাড়ানো হয়েছে
উনোসা ইজামা ও বুদারাচ্চাবা	তখন হাই তোলেছে বুদারাচ্চা!
বিনি বিল্‌বা রামরামারি হংজানে	তার শক্তিও কিন্তু কম নয়!
ও দরেং রাজা	ও চিল রাজ!
নাআ রি'য়ামা রি'জামা	তুমি যাবে কী যাবে না
গিদ্দিংমা গিদ্দিং আনি ফাগিপা	গিদ্দিং এর পিতামাতা
চাওয়ারিনা রি'না হাম্মেঙ্গা	বরের জন্য যেতে চাচ্ছি,
খিন্নামা খিন্নাজা	শুনেছ কী শোননি?
নাআ হা-ইমা হা-ইজা	তুমি জানো কী?
হাই রি'বো মো	চলো যাই...
রিনাদে নাংচংমত্তা	যাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন
সা ইন্নে রি'জাওয়া	কে বলে যাবো না?
হানথাংনি আমানা হানথাংনি নামচিকনা	নিজের মায়ের জন্য- পুত্রবধুর জন্য
হানচিং সান্দিজাওদে সা সান্দিনুয়া	আমরা না খুঁজলে কে খুঁজবে?
সা ইনজামনুয়া	কে হাই তুলবে?
অ... দাআসালদে মো	অন্তত আজ
অ স্থাল লাল্লেং খো নিয়ে চাখাত	রাক্ষস লাল্লেং-কে দেখে উঠো!
হা'ইয়ামা হা'ইজা	জানো কী জানো না
গিদ্দিংনি ফা গিম্মা	গিদ্দিং বাবা হারিয়েছে।
জামাইনা রি'না হামেঙ্গা	জামাইয়ের জন্য যেতে চাচ্ছি-
রিনা নাংগেন মো আনচিংবা	যাওয়া তো প্রয়োজন আমাদের?

www.pathagar.com

আঙ্গা ইজামখুজামুং	আমি তখনো হাই তুলিনি–
আঙ্গা স্মাক খুজামুং	জাগিনি
আগানাবা দংজা বলাবা দংজা	বলা নেই কওয়া নেই,
বাদিক-কিবা হা-ইনা	কীভাবে যে জানবো,
বাদ্দিকিবা বল না	কী কথা বলবো?
হুম...ম...ম...	হুম...
হাই রিগনকমো হাই রিগনকমো	চলো যাবে নাকি, যাবে নাকি?
সা সা রিগনক সা সা দগিন্নক	কে কে যাবে, কে উজান বাইরে?
হানথাং-থাঙ্গন চানচিয়ে রা'রুমবো	নিজেরা ভেবে নাও
চাওয়ারিখো সিংনাদে নাংজক গিদ্দিংনা	গিদ্দিং এর জন্য জামাই দেখা প্রয়োজন,
দে ফাস্থিখো সিঙ্গনা নাংগনক	পুত্রসমকে জিজ্ঞেস করতে
হাই রিরুমবো মো	চলো সকলে।
আমা ইন্নে গিদ্দিংনে	মা বলে, গিদ্দিং
গান্না গান্জা দান্নোনে, চুয়া সংগিবা দঙ্গা	তোমার ছোটকালে রাঁধা চু আছে
ইখো রা-ই হি'বোমো	এটি নিয়ে চলো
আক্খিসা ইন্নোবা	সামান্য হলেও,
গ্রকসাদে থিকনুয়া	এক ঢোক করে হবে,
গ্রকসাদে থিকনুয়া	এক ঢোক তো হবে।
সা সা রিব্বিগেন	কে কে বহন করবে
সা সা অলগেন	কে কাঁধে তুলবে?
খাকসি বিড়িগদ্দা	বদনার...
সাকবিঙাদে নাপনা মা'ন্না খাক্ষীবা	নল দিয়েই পাঁচজন ঢুকতে পারে
চিলমংগিদ্দা খলগ্রিক গ্রি নাপ্পা	বিশজন মুখ দিয়ে।
হিখো সুগাল্লে রা'বোমো	এটি ধুয়ে নাও
বান্দিয়ানা খান্নাদে নাঙ্গা ইনোমো	বান্দির জন্য খাওয়ানো প্রয়োজন
বিচ্চিখদে দিংদাঙ্গন রাবো	রস আলাদা করে নাও
গ্রানখদে দিং-দাঙ্গন থ'মবো	শুকনো খাবারগুলো আলাদা
দাআ গুয়াল্লাবোনে বিখো থুসিফেক্কেতে	ভুলো না, তাকে গাঢ় নেশায় না রেখে
বিখো নম্বোগেত-গিজানে	দুর্বল না করে
আনচিং সি'ঙ্গনা মানজাওয়া	আমরা জিজ্ঞেস করতে পারবো না-
বিয়াদে রামরাম হংফাগিজাসা	সে কিন্তু সাধারণ নয়
রামরাম হংফাগিজাসা বিয়াদে	সাধারণ নয় সে।
গ্র জিয়বা-বিয়াসারা হংজানে	গ্র তাকে ছাড়া হয় না
সাল্লারামনি আংদিসা বিসংদে	সূর্যের সন্তান তারা...
আনচিংঙ্গাদে মাইবা?	আমরা কে?
থাম্ফি মাংসিনিগিদ্দা হংজা, আনচিংদে	একটি মাছির মতো নই,
খু'ফা বলনা গিত্তাবা হংজা নাচিংদে	কথা বলার মতোও নই।

বিনি জাকথংখো রিম্মআ	
সিলথংখো রিম্মাগিদ্দা দাক্কানে	তার হাতের কব্জি ধরলে লোহার খুঁটি ধরার মতন,
খিন্নিসক গা'গংনে, বিয়াদে	পা থেকে চুলের প্রান্ত পর্যন্ত...
রামরাম হংফাজাসা... বিয়াদে	সাধারণ নয় সে।
বেলমিক্‌চি বঙ্গাখো	পাঁচজনকে
জা'গ্রা দামবেং র'ন্নানে	ঘরের রুয়া-বাগা বানাতে বলেছে।
ব্রেপদংদং বিয়াদে	দিয়েছে শক্ত বাঁধন।
ইখো নিক্কআরা না'সংদে	ঘর দেখলে
নাপনা হা'সিকামা হাসিকজানুয়াই	ঢুকতে কী ইচ্ছে করবে?
আঙ্গাআন চন্নো বিখো নিকগিবা ইন্নে	আমি ছোটকালে যেহেতু তাকে দেখেছি
বিখো খুদুম্মে নিয়ন মিক্রন	
রংদাল্লেসা নিয়ানে বান্দিদে	তাকে চুমু দিলে বড় বড় চোখে তাকাতো বান্দি!
মামা গিপ্পাআন খেনসিক-খেনসিক দাকফিল্লে	আপন মামা ভয়ে ভয়ে
খু'ফাখন আগান্নারিয়া	কথা শুরু করে-
বিখবা দে'কেন... চাওয়ারিদে	
হা'খাঙ্গে দ'ন্নবা বিয়াবা	যদিওবা তাকে আগে থেকে জামাই ঠিক করে রাখা
আঙ্গি সুরিনান, বিখোদে	সুরির জন্যে।
খু'মানসিয়ে দন্নাংজক	কথা বলে যাচ্ছি
খু'মানসিয়ে দনবাজক	কথা বলে এসেছি
ওয়ালদুখায়ে দনবাআ বিনি আফ্‌ফারাংমুং	বাঁধন দিয়ে এসেছি তার অভিভাবকদের সাথে
বিনি গুমিরাংমুং	তার দুলাভাইদের সাথে
বিনি আদিমুং	তার মাসির সাথে
বিখো ইন্নো বিয়াবা	প্রশ্ন করলে সে নিজেও
বিসংবা খু'রাচ্চাক্কা, মা-গিবাবা	প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তার মা'ও রাজি
চিঙ্গা থা'সি জিলনোমা,	আমরা খাসি বানিয়ে পালবো?
চিঙ্গা ব্রেপ জিলনোমা	আজীবন বাঁধন দিয়ে রাখবো?
না'সংনান আংদিখো বাআবান	তোমাদের জন্যই পুত্র জন্ম দিয়েছি
না'সংনান চিঙ্গাদে চি'য়াবা	তোমাদের জন্য সন্তান জন্ম দিয়েছি
নাসং রা'জাজক্কদে সাওয়াবা রা'নুয়া	তোমরা না নিলে কে নিবে
সাওয়াবা রা'নুয়া ইন্নো	কে নেবে বলছে?
না'সং নিজাজক্কদে	তোমরা না দেখলে
না'সং দিমজাজক্কদে	তোমরা ভনভন না করলে
সাওয়াবা নিগন্নক	কে দেখবে
সাওয়াবা চা'গিন্নক	কে খাবে
অ মামা মাচ্ছুরু খি'মি জলরুরু	ও মামা মাচ্ছুরু লম্বা লেজওয়ালা
অ নাঙ্গি য়্যা বাগ্নাখোদে	তোমার এই ভাগ্নেকে

www.pathagar.com

দাআসালদেমো চাওয়ারিখো সিঙ্গনা রি'বাওঙ্গা	আজকে জামাই জিজ্ঞেস করতে আসছে
খিন্নামা-খিন্নাজা	শুনেছ কী শোন নি?
খা গগ্নাসক আঙ্গাদে খিন্নাখুজানে,	বোকা আমি শুনি নি
থাম্ফি মাংগিদ্দাবা আঙ্গাবা খিন্নাখুজা খা গগ্নাসক	মাছির মতো শুনি নি।
রা ইন্দাকোদে নিসুবো	এরকম... হলে তাকাতে থাকো
হিবাগিপ্পা মান্দিনা হামফক হনসুনাদে নাংনুয়া	অতিথিদের জন্য পিঁড়ি দিতে হবে
জাল্লেঙ্গা, বিনি কাসারিখো বিনি বান্দাসিলখো	তার জায়গা কাচারি তৈরি করো
থারিয়েমুং দনসুবো হা'থল্লাখো নকখ্রাকো	পরিষ্কার করে রাখো বাড়ির উঠোন, আশপাশ
চি'রঙ্গেমুং সিকসুবো ও মামা	
মাচ্ছুরু অ খি'মি জলরুরু	সুন্দর করে স্বাগতম জানাও মামা মাচ্ছুরু।
অ নাঙ্গি মান্দিরাংখোবা সা সা দঙ্গা	তোমার মানুষ কে কে আছে?
দি'সা ফিসারাংখো রা'ই রা... অ থম্মি সুবুদা	ছোট ছেলেমেয়েদের জড়ো করে...
রা... থারিসুবুদা	তৈরি করতে থাকো-
না'ঙ্গি আবিরাংখো নাংনি আনুরাংখো	তোমার বড়-ছোট বোনদের
সংনি নক্নি মান্দিরাংখো জ'দিম্মি সবো দে	গ্রামের মানুষদের সাথে নিয়ে
না-আ দকথুং খাবোনে	সর্বক্ষণ জাগ্রত রাখো
হি'জুজুয়েসা আগানবো	দৌড়াতে দৌড়াতে বলো
হি'রুরুয়েসা বলবো	হাঁটতে হাঁটতে কথা বলো
সংনি মান্দিরাংখোবা	গ্রামের মানুষদের
হা'নি মাচ্ছকরাংখোবা	মাটির হরিণদের
চিঙ্গা হু-ইফা'জানে	আমরা চিনি না!
ইন্নিয়্যা চিঙ্গা হা'ইফাজানে আগাননুয়া	আমরা চিনি না বলবে কেউ-
খিন্না না গিদ্দা-হা'ইনা গিদ্দা	কথা শোনার জন্য-জানার জন্য।
য়্যা দ'ফিসাখো নিবো	এই মুরগির বাচ্চাটি দেখো-
য়্যা ওয়াকফি সাখো রি'মবো	এই শূকরের বাচ্চাটি ধরো
মান্দি হি'বা জগ্নদে	মানুষ এসে পড়লে
দাক্কামব্রুই ফিন্নিকাগিদ্দা ইননুয়া	দেখাচ্ছে- বলতে পারে
সা বিলরাকগুয়া সা	কে শক্তিশালী?
ইখো রি'মনা রি'য়াংবো	সেটি ধরতে চলে যাও
গিদ্দিঙ্গানি মা'গিপ্পা ইন্নে	গিদ্দিং'র মা বলে,
দি'সা ফাস্থি দঙ্গো জিলগিপ্পা ওয়াকফি'সা	যুবতী বয়সে পালা বাচ্চা শূকর...
ওয়া-গি চিনসিননি চা'গিপ্পা ওয়াক্কা-নে	পিঠের উপর সাতটি বাঁশঝাড় উঠেছে
রিংখং চাংখেত ফিল'জকনে খু'সিকবা	দাঁতের জন্যে জায়গা আর নেই
জেংচেং চংসনে চা'গিপ্পা ওয়াক্কানে	লাল ঘাস উঠেছে দেহের উপর
নিয়আরা নিসকজা আব্রি	
চতসা গিত্তাসা নিকজকনে	তাকালে সীমাহীন উঁচু পর্বতের মতো দেখাচ্ছে
রা ইখো রিমনা রিয়াঙ্গো-আ	সেটি ধরার জন্য গেলে-

www.pathagar.com

নিক্কারিন ওয়াল-ফিল্লা মাচ্ছুরু	দেখেই ফিরে এসেছে মাচ্ছুরু
নিক্কারিন দি'ফিল্লা, বিয়াদে	তুলেছে লেজ।
আঙ্গাআদে... আঙ্গা আমসকজাওয়া,	
আঙ্গা ইখো	পারবো না এটি, সাহসে কুলোয় না
রিমনাবা মা'নজাওয়া, ইন্নানে	ধরতে পারবো না বলেছে
অ-বানবান-নে, রা রিম্মে নিবোদা	বানবান ধরে দেখো
রা সিক্কি নিবোদা	আটকে দেখো
মান্দি রি'বাজকদে দাক্কামব্রুই	
ফিন্নিকাগিদা হংনুয়া	মানুষজন এসে পড়লে দেখানোর মতো হবে
ইচা সকবাজগদে	এখানে পৌঁছলে
ফিন্নিকেমুং রা'আগিদ্দা	দেখিয়ে নেয়ার মতো হবে।
স'ঙি মিন্নি দান্নোদে দখ্রুখবা নিনা আলথুনুয়া	রান্না করে রাখলে ঘুঘুর মাংস ভালো দেখায়!
থারি আসিমন্না স'ঙি মিন্নি দন্নোদে	তৈরি করে রান্না করে রাখলে
দখ্রুখবা নিনা আলথুনুয়া	ঘুঘুর মাংসও!
রা রা... বানবানিয়া রিমদি-রিমনা রি'য়াংজক	বানবান সত্যি সত্যি ধরতে গেলো-
জম্ফি জম্ফি জ'ম্মাংজক	নিঃশব্দ পায়ে, ধীরে ধীরে
ওয়াক্কা জা'ফাংচান সক্কাঙ্গো	শূকরের কাছে পৌঁছলে
রাংসা 'উক' ইন্নানান মিকবঙ্গানাদে	একবারের 'উক' শব্দেই পাঁচ
থিল্লাংজক বিয়াদে	হাত দূরে পড়ে গেলো
অ আঙ্গাদে মা'নজাওয়া, আঙ্গাদে, ইনাদে	আমি পারবো না, পারবো না এটি
আঙ্গা আমসকজাওয়া, আঙ্গাদে	সাহস কুলোয় না আমার।
দাআওয়ান...অ মামা দিগ্নিবা	
রিম্মামা-রিম্‌জামা	এখন মামা দিগ্নি কী ধরবে না,
সা আমসকনাজক	কে আর সাহস করবে?
বান্দি গ্রি মানজাওয়া ইখোদে	বান্দি ছাড়া কেউ পারবে না
বান্দি গ্রি রিমনাদে নিকজাওয়া	বান্দি ছাড়া ধরার মতো দেখি না কাউকে
সাকসাবা মা'নজাওয়া, ইখোদে	কেউ পারবে না।
ও মামা... সাংমারাচ্চারা	মামা, সাংমারাচ্চারা
নাআ রিব্বি নিবুদা	তুমি বহন করে দেখো
নাঙ্গি বাগ্নানি মানসিগিব্বা ওয়াকখো	তোমার ভাগ্নের মানসার শূকর
রা রিম্মি নিবুদা	ধরে দেখো
রা, সাল্লে নিবুদা	টেনে দেখোতো?
রিয়াঙ্গেমুং রুম্ম-য়্যা	গিয়ে ধরলে-
ওয়াকনি গা'থিং দাত্তানা	শূকরের লাথির জন্য
মিকচিবঙ্গা থি'লাঙ্গা, বিয়াদে	পনেরো হাত দূরে পড়েছে
রিমধিম মি'থাল দাক্কিজক, বিয়াদে	লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে থাকলো।
অ বানবান... আরা... রিম্মি নিবুদা, না'বা	বানবান তুমিও ধরে দেখো

www.pathagar.com

আঙ্গাদে মানজাওয়া নিক্কারিন	
আঙ্গাদে আমসকজা	আমি পারবো না, দেখেই সাহস করি না,
নিক্কারিন আঙ্গাদে নিসকজা	আমার দৃষ্টি সীমারই বাইরে
বান্দি হানথাং মাআম্মে রি'য়াংজক	বান্দি নিজে শব্দ করে চলে গেলো
বা'য়ানা না'সঙ্গা	কোথায় তোমরা?
রিসফিলখো খিজামা নাসঙ্গা	তোমাদের শরীরে কী শক্তি নেই,
বিলআরা দংজামা না'সঙ্গা	পুরুষলিঙ্গ কী বহন করোনি?
ইখো মানজাওদে... আকথেত্তারি গাল্লেত,	এটি না পারলে ছিঁড়ে ফেলে দাও,
গাল্লেত	ফেলে দাও
ইনাআন খা'দিঙ্গা মিম্ত্রা দি'সা দংগিপআরাংদে	একথা শুনে উপস্থিত বালিকারা হেসেছে
বান্দিয়ানি ইন্নানান, বান্দিয়ানি ব'লানান	বান্দির কথায়
বিয়া হা'নথাং রি'য়াঙ্গা জাকসামসাও	নিজে গিয়ে একহাতে ধরে
রিম্মিমুং গুসিথাপ্পি রয়েঙ্গা, বান্দিদে	আছাড় দিয়ে নাচছে বান্দি!
'উক' ইন্নেরুম্মআ, বিনি জাকসিখিলচান,	
বিয়াদে	'উক' শব্দ করলে নিজের নখ দিয়ে
রাসত্তিমুং নিজকনে, বিয়াদে	জবাই করে দেখলো
বান্দিদে, বিয়াদে	বান্দি...
উক উক ইন্নবা ওয়তজাজক,	উক উক শব্দ করলেও ছাড়লো না,
জাথেং সামসা গাথাপ্পে জাকসিখিলচা	এক পা দিয়ে চেপে রাখলো,
থেতফ্রুজক, বিয়াদে	নখ দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলো
ইখো মাতচতিসা বিয়াদে	সেটি শেষ করে,
দনবাজক সিয়েত্তেমুং দনবাজক	মৃত রেখে এসেছে।
ইখো স'ঙ্গনা রাং-বো, ইখো থারি রিমবো	ওান্নার জন্য নিয়ে নাও, এটি তৈরি করো-
ইন্নেমুংনা বান্দিদে গবেংব্রাককি দনবাজক	বান্দি ছুঁড়ে রেখে এসেছে
য়্যা ওয়াকফিসাখোদে, বিয়াদে	ঐ শূকরের বাচ্চাটি
ফাস্থি রাংখো দন্নেংজক	যুবকদের রাখা হলো
বান্দিখো রিম্না	বান্দিকে ধরতে
বান্দিখো আ সিক্না দন্নেংজক–	বান্দিকে ধরতে প্রস্তুত হয়ে আছে–
সিক্না রিম্না নাংজাও আঙ্গা	ধরা- টানাটানির প্রয়োজন নেই
আঙ্গা রি'গেন	আমি যাবো
ইন্নেঙ্গা বান্দিদে	বান্দি বলছে
খুশিমতোন রি'গেন মামানি নক্চা	খুশিমনেই যাবো মামার ঘরে
সুষুমরা খ্রংখো সংনা নাঙ্গা ইন্নেঙ্গা	সুষুমরা খুঁটি বসানো প্রয়োজন
মামাদে	মামার
সং গিদ্দালখো দি'না ইন্নেঙ্গা মামাদে	নতুন গ্রামের সাথে সম্বন্ধ পাতবে– ।
আঙ্গা রি'জাউদে	আমি না গেলে
সাওয়াবা রি'গেন	কেই-বা যাবে

www.pathagar.com

মামাখআ সাওয়া নিগেন	মামাকে কেইবা দেখাশোনা করবে
মানীখআ সাওয়া দিলগেন	মামীকে কে পথ দেখাবে
মামা সিয়া ইন্নোদে	মামা না থাকলে
মামা ব'ন্না ইন্নোদে	মামা মরে গেলে
সাওয়াবা নিগেন	কে দেখবে
সাওয়াবা নিকগেন	কে দেখাশোনা করবে?
হুম হা-ই... ই... এ	হুম... ... ...
দাউয়ারা রিগ্নক	এখন যাবো
দিগ্নিয়নাবা সগ্গিনক	দিগ্নিয়র কাছে পৌঁছবো
সা সাবা রি'নুয়া	কে কে যাবে
সা সাবা দনুয়া	কে কে পৌঁছবে
রি, রিথকবো	হ্যাঁ, চলো
নকথাংচানা রি'নাজক	(তার) ঘরের দিকে
আমাও দঙ্গোদে হঙজাওয়া	মা'র সাথে থাকলেই হবে না
সারিও নক্কো দঙ্গোদে হঙজাওয়া	শুধু নিজের ঘরে সময় কাটালে চলবে না
রামাআরা চেল্লানে	রাস্তা কিন্তু দূর...
রি'না নাংগিন্নকনে হুম...	এখনি যাওয়া প্রয়োজন
হেই দাই	কোথায়!
অ- মামা মাচ্ছুরু, অ- মামা মাচ্ছুরু	ও মামা মাচ্ছুরু, ও মামা মাচ্ছুরু
সা সাখো- আ	কে কে?
নাআ গন্তি রা'জকমা	তুমি কি গুণে নিয়েছ?
নাআ চান্নি নিজকমা	হিসেব করে দেখেছ কি?
মা'খো মা'খো সিক্কাত্তা	কি কি ঢুকিয়েছে?
মা'খো মা'খো দি'য়াত্তা	কি কি তুলে দিয়েছে
রা নিবো রা রা	দেখো, দেখো...
না'ঙ্গি খকখরিংনিখো	তোমার পিঠের ঝোলার
না'ঙ্গি জাম্মাথিংনিখো	তোমার জামঘর এর
মা'খো সিক্কা সিক্জা নিরিকবো	ক দিচ্ছে না দিচ্ছে, খেয়াল করো
অ মামা মাচ্ছুরু, অ- মামা মাচ্ছুরু	মামা মাচ্ছুরু, মামা মাচ্ছুরু!
হুম গগ্গাসক আঙ্গাদে	হ্যাঁ আমি
নাম্মিন নিগ্নকনে	ভালোমতো খেয়াল করি, হ্যাঁ?
হাই দা'নাং মামা মাচ্ছুরু বা	মামা মাচ্ছুরুও
খু'দে খু'রাচাক্কা বিয়াবা	কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছে
নিনুয়াখো আগান্না	দেখবে বলেছে
নাম্মি নিরিকফা'বোনে	ভালোমতো খেয়াল করো (?)
বান্দিখোদে রা'আংনা	বান্দিকে নিতে

www.pathagar.com

হা'স্মিংজক	চাইছে
চা'ওয়ারিদে সক্‌নাজক	জামাই পৌঁছুবে
দা'আসালদে মো	আজকে
চা'ওয়ারি রা'নাজক সাংমাদে ইন্নে	সাংমা জামাই নেবে বলে
আমামুং গফ্‌ফুজক	মায়ের সাথে আলাপ করলো
আ'বিয়ামুং বলজক	বড়বোনের সাথে
আফ্‌ফামুংদে বলজক	বাবার সাথে কথা বললো
বনিংমুংদে গফ্‌ফুজক	দুলাভাইয়ের সাথে
দা'আসালদে খাত্তা খু'ফারাংখো	আজ আলাপগুলো
আইয়াও	হ্যাঁ!
মিন্নি র'আঙ্গাসাজক	পাকাপোক্ত করে নিচ্ছে।
হা'ই রি'রুমবো মো	চলো না সবাই,
রিচাকাত্তি নিনাজক	উঠে পড়ি
ও দ'রেংমা থল্লেংমা রত্‌রেংমা	ও চিলের মা, নিতম্ব প্রধান মহিলা
নাঙি আমা সারিখো নিবুদা	তোমার মা বেয়াইনদের দেখো-
অ... অ...	হ্যাঁ...
আমা সারিরাংখো নিনা বাঙ্গা	শাশুড়ি- বেয়াইনদের আপ্যায়ন করতে হবে
চু বিচ্চিখো চু গ্রান্‌খো	চুয়ের রস- যা অতি পুরাতন
চা'ন্নাবা নিকখুজা আঙ্গাদে	বসানোর জন্য খুঁজে পাইনি এখনো
থল্লেংনি রত্‌রেংমা'নি খিন্নিয়	থল্লেংমা রত্‌রেংমার চুলে
খে-নচু সা'মান ফিল্লানে	ফিঙে পাখি বাসা বেঁধেছে
ফাকওয়াল্লো বি'জা সা'মান্না বিয়াদে	কাঁধে মৌমাছির বাসা!!
থল্লেংমা রত্‌রেংমা	থল্লেংমা রত্‌রেংমা
খি'সাং দা'মা রত্‌রেংমা	পাছা যার বিশাল
মা'ন্না মিংসনমনি খো	সাত-সাতটি মহিষের চামড়া দিয়ে
গান্না দাক্কি গান্নানে থল্লেংমাবা	কাপড় বানিয়ে পরেছে
রামরাম দাকগিজাসানে বিয়াবা	সেও কিন্তু কম নয়!
হ... সাংমারাচ্চাদে	সাংমারাচ্চা
দাগিনসিন্না হংজানে	তবুও জানলো না...
বিনি জা'ফিঙ্গো	তার উরুর ওপর বসে
খেএমিমুং রঙ্গানে সাংমারাচ্চাদে	পায়খানা সেরেছে সাংমারাচ্চা
থল্লেংমা রত্‌রেংমা'নি জাথেঙ্গো বি'য়াদে	থল্লেংমা রত্‌রেংমার পায়ের উপর!
য়্‌ম আয়... রা রা রা... রিম্‌রিমবো	সবাই ধরো
রা রা ... রা সা	এই কে...
রিমগিব্বাদে রিম্‌রিমবো	কে ধরবে ধরো
সংগিব্বাদে সংরি'মবো	যারা রান্না করবে, শুরু করো
চানগিব্বাদে চা'নরিমবো...	পাতিল বসাবে যারা বসাও

www.pathagar.com

চুয়া মিয়াআ	চু
চেক্না নাংগিপ্পারাংদে চেকবো	যারা তৈরি করবে লেগে যাও
রিম্না নাংগিপ্পারাংদে রিম্বো	যারা ধরে সাহায্য করবে- ধরো
দাআ গুয়াল্লাবো	ভুলো না
দা' থাপথুয়াবো আ...	ভুলে যেও না যেন
দাআ গুয়াল্লাবো	ভুলো না।
আ বায়ে...	হায়রে
থবান আরা থদ্দিকা	থবান মাথায় চোট খেয়েছে
বাওবা দঙ্গামিং	কোথায় যে আছে
বাওবা চাআমিং	কোথায় যে খেয়েছে?
মিকখাংখোন নিকজাজক	মুখই দেখলাম না
বিমাংখোন চিন্‌জাজক	চেহারাই দেখাল না
বাচ্ছিবা দঙ্গামুং	কোথায় যে আছে
বাচ্ছিবা র'য়ামিং	কোথায় যে বেড়াচ্ছে।
অ বুদারিচ্চাবা	বুদারিচ্চা
হাই রি'বা বুদা	আসো না
না'সং আরা মা'না	তোমরা কেন
ইনদাকে বা রয়েংজক	এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ
মান্দি রি'বা জক্কোদে	অতিথি আসলে
সঙ্গো নক্কোনাদে	গ্রামে
খাম হা'সেল রা'নাদে	কাজ করা
নাঙ্গা ইন্নে	দরকার,
চানচিগিব্বা দংজামা নাস্‌ঙ্গা	এমন চিন্তা কি তোমাদের মধ্যে নেই?
নিফাল গিব্বা দংজামা নাস্‌ঙ্গা	একটু বিবেচনা করবে তা না-
ও সাংমারচ্চা	সাংমারাচ্চা...
নাঙ্গি খথক রাংখো	তোমার খথক
দগন্নিবা নিবো	বাজিয়ে দেখো
সম্ব্রাঙ্গি বা নিবো	চিন্তিত হয়ে দেখো
দাঅবা দংজা মান্দিদে	এখনো তো মানুষজন নেই
সকবাআবা গাপজা	দুয়েকজন আসলেও যথেষ্ট নয়
সাওয়ান বেএনখো রাতনা	কে মাংস কাটবে...?
সাওআন চখারাংখো থারিনা ইনেঙ্গা	কে চুলা তৈরি করবে
জাজাআরি দংজক	দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে
বিতবাত্তারি খাল্লিংজক	হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটাচ্ছে
অ- থল্লেংমা রত্‌রেংমা	থল্লেংমা রত্‌রেংমা
মাংস্লিনি বিগিলখো	মাকড়সার চামড়া
হিখং দাক্কি গান্না বিয়াবা	কাপড় বানিয়ে পরেছে সেও

www.pathagar.com

বিনি দাল্লা মানচাবা
রামরাম হংফাগি
অ- দায়ে বিনি ফাকওয়াল্লো
বিজা সাফিল্লাসা
খিন্নি খুদিঙ্গো
পেনচুয়া সা'ফিল্লাসা ইসংবা
দাউবা ইসংদে
চাজা ইজামখুজা
খিন্নি থাংকো চিংফ্রাঙ্গিবা নিখুজা

তার আকারও কিন্তু
জানে কম নয়!
আশ্চর্য! তার কাঁধে
মৌমাছি বাসা বেঁধে ফেলেছে!
চুলের খোঁপায়
ফিঙের বাসা–
এখন পর্যন্ত তারা
খায়নি- হাই তোলেনি–
চুল ঝাড়া দিয়েও দেখেনি।

হাই সাংমারাচ্চাদে
খেএম নানি রি'য়াঙ্গোন
গা'গং জাঙ্গি নিয়া
থল্লেং মা'নি জা'থেঙ্গো
আসঙ্গিমুং খেএমা সাংমাদে
বান্দিয়ানি জা'থেংমা গা'ই মা'নি বা
নিফুলজা সাংমাদে
থল্লেংমা রত্রেংমা
সাওয়াবা গাথেত্তা ইন্নিংজক
সাওয়াবা সিকজেত্তা ইন্নিসা
রয়েংজক থল্লেংমাদে
থল্লেংমা রংরেংমানি নক্কোনিওআ
নক্কা মুজুম গিজাসা বিয়াবা
হামফিল রেংরাংগিজাসা বিয়াবা
অ- মামা মাচ্ছুরু (কথা)
অ- মামা মাচ্ছুরু
খি'মিয়ারা জলরুরু

সেই সাংমারাচ্চা,
পায়খানা সারতে গেলে
হোঁচট খেয়েছে
থল্লেং মা'র পায়ে-।
পায়ের উপর বসে পায়খানা সেরেছে
বান্দির পায়ে ঠেকলেও
পেছন ফিরে তাকায়নি ভালো করে।
থল্লেংমা রত্রেংমা-
কে পারা দিল? ভাবছে
কে ভর দিল
ভাবছে– থল্লেংমা।
থল্লেংমা রত্রেংমার দিকে তাকালে...
নাড়াচাড়া না করে
এপাশ-ওপাশ না করে...
অ- মামা মাচ্ছুরু
অ- মামা মাচ্ছুরু-
লম্বা লেজওয়ালা

হাই রি'ফাবোবো
নাঙ্গি গ্রি রাংখো রাআংজক
নাঙ্গি বাগনা রাংখো সাল্লাংজক, দাউদে
আনচিংবা খি'সাং খি'সাং
রি'নাদে নাঙ্গামো
'অ মামা মাচ্ছুরু
অ গগ্গাসক আঙ্গাবা রি'গেন চংমত (কথা)

যাই চলো
তোমার আপনজনকে নিয়ে যাচ্ছে
তোমার ভাগ্নেদের টানছে
এখন আমাদেরও পিছু পিছু
যাওয়া প্রয়োজন।
মামা মাচ্ছুরু
(কেশে) আমি অবশ্যই যাবো।

রি'বো হুয়ে
নাসংঙ্গান রি'নুয়া
নাসঙ্গন খু'ফা আগানি র'ননুয়ারো

হ্যাঁ চলো,
তোমরাই যাবে
তোমারই তো কথা বলবে।

www.pathagar.com

হুম হাই ও মামা মাচ্ছুরু
অ মামা মাচ্ছুরু
হাই রিবুমবো বেওয়াইনি নকচা
হাই রিবুমবো হানচিংবা
সংনাদে নাঙ্গা
রি'নাআদে নাঙ্গা
হি'নাদে নাঙ্গা
বিয়াইনি নকচা
রি'নাদে নাঙ্গা
হা'ই সা সা রি'নুয়া
সা সা দনুয়া
নমুল রাংআ রি'য়ামা রি'জা
ফাস্থি রাংআ জক্কামা জকজা?
হাই রি'বুমবো
হাই রি'বুমবো মো
আইয়্যু দা'ই রি'ই রি'ই নিনা
হিবা আনচিংবা মো
জাআ খরা গিব্বাখো দন্‌বো
মিক্কা গান্না গিব্বাখো দনবো নক্কো
ফাস্থিরাংবা দংনাদে নাঙ্গা
সঙ্গো নক্কো
ববিল গিন্নাল সকবানাবা দঙ্গা
রাকগিপ্পারাংখোবা দন্না নাঙ্গা নাঙ্গা
সেংগিপ্পারাংখো নিসুনা নাঙ্গা
দিমদাক্‌ন রি'য়োদে চল্লিজা
দিমদাক্‌ন সক্কোদে নিথুজা ম
হাই রিবুদা রিবুদা
খক্করেংখো অল্লি রিজক ইসংবা
চু বিচ্চি চুগ্রানখো রা-ই
রি'দে রি'বা বিবিঙ্গা বিসংবা
ও মামা মাচ্ছুরু মাচ্ছুরু
নাআরা স্খাং রি'বো মো
নাআরা স্খাং জকবো
রাম্মা রাংখো নিবো
নাম্মে রামা রাংখো থল্লেমিন্না রি'দিল্‌বো
জা'গিদত নাবা দঙ্গা
খা'স্ফি নাবা দঙ্গা

হুম... ও মামা মাচ্ছুরু
অ মামা মাচ্ছুরু
চলো বিয়াইয়ের ঘরে
চলো আমরাও...
খুঁটি গাড়তে হবে
যাওয়া প্রয়োজন
প্রয়োজন... ।
বিয়াইয়ের ঘরে
যাওয়া প্রয়োজন ।
চলো কে কে যাবে
কে কে পৌঁছবে–
যুবতীরা কি যাবে?
যুবকরা কি যেতে পারবে?
চলো– সবাই
চলো সবাই...
আশ্চর্য, আমরাও গিয়ে গিয়ে দেখি ।
চলো আমরাও...
নুলো যারা তাদের রেখো–
অন্ধ যারা তাদের রেখো ঘরে ।
যুবকদের থাকা প্রয়োজন
গ্রামে ।
শত্রু আসতে পারে
বলশালীদের রাখা প্রয়োজন
বুদ্ধিমানদের কথা শোনা দরকার
সবাই গেলে চলবে না
সবাই চলে গেলে খারাপও দেখায়, নয়-কি?
চলো না, চলো না–
খক্রেং পিঠে রওনা দিল তারা
চুয়ের রস আর চু নিয়ে
সত্যিই তারাও আসছে,
মামা মাচ্ছুরু মাচ্ছুরু
তুমি সামনে যাও
তুমি পথ দেখাও...
রাস্তা দেখো,
ভালো পথ দেখাও
হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে,
কেউ পিছলে পড়তে পারে ।

www.pathagar.com

জা'গুপুয়ে... জমনাবা দঙ্গা	চমকে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।
নাম্মি নি রি'বো	দেখে চলো
মাচ্ছা আরুফারাংবা দঙ্গা	বড় বাঘ আছে-
মাচ্ছা চিদলরাংবা দঙ্গা	বড় বাঘ আছে
ছিনি বগা রাংবা দঙ্গা	জলের রানি... আছে
মাচ্ছু খি'রারাংবা দঙ্গা	গুঁতো মারবে এমন গরু আছে।
নিনা নাম্মি রি'বো রি'বো	পথ দেখে চলো,
রামা রি'বো	পথ হাঁটো-
ও মামা নাম্মি রি'বোনে	মামা ভালো করে পথ দেখো, কেমন?
সংখো নিগাম নিগাম দাক্কেংজক বিসংবা	গ্রাম প্রায় দেখা যায় যায়...
নকখো নিগাম নিগাম রি'য়াংজক বিসংবা	ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে তারা
ওয়ালফিলনাদে নাঙ্গানে না'চিংবা নক্কোনা	আমাদেরও বাড়ি ফিরে আসতে হবে
গুয়ালনাদে নাঙজানে গুয়ালনাদে নাঙজানে	ফিরে আসতেই হয়
নক্‌গো দ'গা চিপচাঙ্গে দ'নাঙ্গা ইসংবা	ঘর তালা দিয়ে গিয়েছে
আচাক মেকবাক দঙ্গোবা	কুকুর বেড়াল আছে যদিও,
সা নিসুনুয়া	কে দেখাশোনা করবে?
সা নিকসুনুয়া	কে দেখবে?
দ' ফিসাখো দ'জাকখো সা রিমসুনুয়া?	হাঁস-মুরগির বাচ্চা কে ঘরে তুলবে?
ইন্নেঙ্গা ইসঙ্গা	ভাববার বিষয়...
দি'সা ফিসা রাংখো দন্নাংনাবা খেন্না খেন্না	বাচ্চাদের ঘরে রেখে গেলেও শঙ্কা
নামগিজা মান্দিরাং হিবাওদে	মন্দলোক আসলে
মাচ্ছি দিংখারাঙ্গা সক্কোদে নামজা নামজা	শয়তান পৌঁছলে বড় দুর্ভোগ।
হুমায়... হাই রি'বো	চলো...
নকখো নিগামজকনে বিসংবা	ঘর দেখা যাচ্ছে
নকচাম্মিনি নকচা	আত্মীয়ের বাড়ি
বেওয়াইনি নকচা	বিয়াইয়ের ঘর
নকখো নিগামজক বিসংবা	ঘর দেখা যাচ্ছে
ইসঙ্গোবা শ্রী চি নিসুয়া ইসংবা	তারাও অভ্যর্থনা জানাচ্ছে
ব্রা ব্রা নিসুয়া	লোকভর্তি
বান্দিয়ানি মা'গুপ্পা ফাগিপ্পারাং রি'বাইজক ইন্নে	বান্দির বাবা-মা আসছে জেনে
খথকথক্কে নিংজক বিসংবা বিসংবা	আগ্রহ ভরে দেখছে তারাও।
হাই রিবো বিসংনা	চলো তাদের জন্য
জাগাখোবা থারিবো	বসার জায়গা তৈরি করো
জাগাখোবা নিসুবো	জায়গা দেখো
বিসংনা আলাদা	তাদের জন্যে আলাদা-
নক'গিসা দনবো	একটি ঘর রেখো।

www.pathagar.com

নকরা খানসা দন্‌বো ইন্নেঙ্গা	উঠোন রেখো
নকচামিগ্‌ব্বা চায় নিসুংজক	আত্মীয়রা আগ্রহ ভরে দেখছে
সালমুক ফেঙ্গি নিসুংজক	সূর্য আটকে অপেক্ষা করছে
নকচাম্মিগ্‌ব্বা রাংবা	আত্মীয়-স্বজনেরা
সংনি মান্দি রাংবা	গ্রামের মানুষজন
মিথ্রা দুগারাংবা	কিশোরীরা
দি'সা ফি'সারাংবা নিসুঙ্গা বিসংখোবা	ছোট বাচ্চারাও দেখছে তাদের
চু'য়া রিব্বি রা'ঙ্গা বিসংবা বিসংবা	তারা চু বহন করে এনেছে
মি'য়া থেম্পি রা'ঙ্গা ইসংবা	ভাত বেঁধে এনেছে
রি'দে রি'য়াঙ্গান বিসংবা	তারা গিয়েছে সত্যি
সকদে সক্‌কাং বিবিজক বিসংবা	তারা সত্যিই পৌঁছেছে।
দাউআ নিকসুয়ে বিসংদে	তাদের দেখে,
চুয়া লামাইসুংজক বিসংবা	চু নামানো শুরু হলো
রা লামাইবো ইন্নিংজক গিদ্দিংখো	এবার নামাও বলছে গিদ্দিংকে
নাঙ্গি মামারাঙ্গান রি'বাংজক	তোমার মামারাই আসছে-
নাঙ্গি আদারাং সকবাংজক সকবাংজক ইন্নে	তোমার দাদারা পৌঁছেছে বলে
বা'গিবা নামা নামজা ইন্নে	ভালো-খারাপ দেখে
হানথাং নি রন্‌বো	নিজেই দেখে দাও,
ইন্নিংজক ফাগিব্বা	তার বাবা বলছে।
অ... নাং'মানে	তোমার মায়ের,
নাঙ্গি গান্না-গান্‌জা দাক্কোনি সংগিবা	তোমার শৈশবকালে রান্না করা
চু দঙ্গা চুথুপ	চু রয়েছে
উখো নি রন্‌বো ইনেঙ্গা	তা দেখে দাও- বলছে
সাংমারাচ্চাদে বিয়াদে	সাংমারাচ্চা।
হানথাংথাঙ্গাদে মুজুমজা বিয়াবা	নিজে নাড়াচাড়া করছে না
হানথাংথাঙ্গাদে গিদ্দিলজা বিয়াবা	এদিক-সেদিক করছে না
ইখো নিনাবা ইখো থম্‌নাবা	এই কাজের জন্য
সাখোবা মান্নাজক ইন্নেঙ্গা	কাকে যে পাই– বলছে,
ও- বুদা ও- বুদা	বুদা, ও বুদা
ইয়া চুখো নাআ	সেই চু তুমি
তুল্লিয়েমুং রাআইবো	তুলে নিয়ে আসো
য়্যা দিকথুমখোআ	মুটকিটা
তুল্লিমুং রাআই চেকসুবো	তুলে প্রস্তুত করতে থাকো
নকচাম্মিদে রি'বাজক	আত্মীয় পৌঁছেছে
বেওয়াইদে সকবাজক দাসালদে	বিয়াই পৌঁছেছে আজ
মিয়া সাম্মা সংগিপ্পারাং	ভাত-তরকারি রাঁধছে যারা
সঙ্গা বাদিবহ্‌ংজকমুং ইন্নেংজক ইসংদে ম	কেমন যে হচ্ছে?

www.pathagar.com

ইখুয়ান নিসুয়া ইসংদে	নিজেরাই সেটি দেখুক
ইখুন নিকসুয়া ইসংদে ইসংদে	তারাই দেখাশোনা করবে।
হা-ই সংগুপ্পারাংখো নিবুদা	একটু খোঁজ নিয়ে দেখো–
হঙ্গা মা হংজা	হয়েছে কি হয়নি?
হ'ঙ্গা মা হংজা	হবে কি হবে না...
সক্কা মা সকজা ইন্নে	পরিমাণ মতো কি-না,
মিয়ারাংখো নিবো মো	ভাত-টা দেখে আসো।
অ মামা রি'বামা ইন্নেংজক	মামা এসেছ?
মামাবা সকবাহামা ইন্নেংজক	মামাও পৌঁছেছো?
সংনি মান্দিরাংবা	জিজ্ঞেস করছে গ্রামবাসীরাও।
সে'সাল্লেমুং নিংজক বিসংবা	ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করছে,
হাম্‌ফক মা'খো রন্‌সুনা বিসংদে	বসার স্থান দিয়ে সম্মান জানাচ্ছে
জা জারি রসুঙ্গা	কেউ দ্বিধাগ্রস্ত
বিতবাত্তারি খালঙ্গা বিসংদে ম	কিংকর্তব্যবিমূঢ় কেউ
বাদাক্কাস্‌ন আসং না	কোথায় বসতে দেই...?
বাদাক্কাওন সাসুনা	কোন পাতে দেই...
ইন্নেংজক... বিসংদে...	বলছে।
রা রা নকচিনা রা'নাপ্‌বো	ঘরের ভেতর নিয়ে চলো
ইন্নেংজক বিসংদে	বলছে,
নকখ্রাচাংচা রা'নাপবো ইন্নেংজক	ভালো স্থানে বসাও...
সকবাগিপ্পা থক্‌থক্‌খন রা'নাপ	অতিথি সবাইকে ঢোকাও
হি'বা গিপ্‌পা থক্‌থক্‌খন সাল্‌নাপ ইন্নেংজক	প্রত্যেক অতিথিকে ডাক দাও বলছে।
বাংগাল রুরি হংজা ইন্নেংজক বিসংদে	তারা তো আমাদের স্বজাতি-ই
হা'ই গিজা হংজা বিসংদে	অপরিচিত নয়–
নিক্‌ফিলগিজা হংজা ইসংদে মো	তাদের সাথে পুনরায় দেখা হবে
হা'ই হি'বো নকচানা	চলো বাড়ির দিকে
হা'ই রি'বো নকচিনা ইন্নে	ঘরের ভেতর চলো বলে–
নকচা সাল্‌নাপজক বিসংখোমো	ঘরের ভেতর টেনে নিল তাদের
চুয়া খোআ নিয়বা	চু দেখলে
চিমাং মাংসাআন	একটি...
সগন মাংসা মাংসা গিদ্দা হংফিল্লা	একেকটি চিলের সমান!
থিমাংনি বিল্লা	পোকা...
হর ইন্নি বিলচাআ	'হর্' শব্দ করে উড়েছে
সগন মাংসা গিদ্দা হংফিল্লা	একটি চিলের সমান প্রায়!
হিইনি জঅং আরা রামরাম হংফাজা	এর পোকা কম বড় হয়নি!
জংখো আরা	পোকা
থেতফ্রুয়ে চা'খানা	ফাটিয়ে খাওয়ার জন্য

www.pathagar.com

রন্না বিসংনা	দিয়েছে তাদের।
সাকফাফ্রাকনা মাংফ্রাক র'ন্না	প্রত্যেকজনকে একটি করে
বান্দিয়ানি দলনা	বান্দির দলকে।
বান্দিয়ানি চাচ্চি না	বান্দির আত্মীয়-স্বজনদের
ইসংনা র'ন্না	দিয়েছে।
মাংফাফ্রাকইন সুয়াল্লো	একটি করে পরিবেশন করলে
চাআ বিসংবা	তারা খেয়েছে।
মাংফাফ্রাকইন র'ন্না বিসংনা	একটি করে দিয়েছে তাদের।
দাআউআরা আগানজক গিদ্দিংখো	এখন গিদ্দিংকে বললো,
নাআ চা'গিজাদে	তুমি না খেলে
চিঙ্গাবা চাজাওয়া,	আমরাও খাব না
সামগিসিখো বলগিসিখো রন্নামা বাদিমা ইন্নেঙ্গা	সাথে শুকনো ঔষধ দিয়েছে না-কি?
বলাগিসিখন রন্না মা	ঔষধ মাখানোই কি-না?
থত্তা মা বাদিমা	মিশিয়েছে নাকি
ইনেঙ্গা বিসং-বা	ঠাট্টা করছে।
জানিয়ারি রখুঙ্গা ইসংদে	শুধু নাড়াচাড়া করছে
গিদ্দিঙ্গারা রিয়াঙ্গা বিসংনা	গিদ্দিং তাদের কাছে গিয়েছে,
মাংহানা বিসংনাবা...	একটি করে তাদের জন্যও
থেতফ্রুইমুং হন্না বিসংবা	দু'আঙ্গুলে চেপে রস বের করে দিয়েছে-
বিয়াবা চাআ	সে নিজেও খেয়েছে।
মামাগিব্বা নাবা রন্না	তার মামার জন্যেও দিয়েছে
বিয়াবা চাআ দাওবা	সে নিজে খেলো
দিমদাকিন চা'বো ইনেঙ্গা	সকলেই খাও- বলছে
দাআ খেন্না খেন্না	ইতস্তত করো না যেনো
খেনগিজান চা'বো	নির্ভয়েই খাও
খেনগিজান রিংবো	নিশ্চিন্তে পান করো
হা'নচিঙ্গাদে সিনাবা খেনজা	মৃত্যুকেও ভয় করি না আমরা,
বন্নাআবা খেন্‌জা ইন্নেঙ্গা বিসংদে	নিঃশেষ হয়ে যেতে ভয় নেই।
য়ম হাই মো...	চলো...
রা রা রন্‌রিম্‌বো খানজিঙ্গা	খানজিং সবার জন্য দাও
রা রা দিরুমবো বিসংনা	তাদের জন্যে তোলো
সকবা গিব্বা গিব্বানা রন্‌চেং...	অতিথিদের জন্যে প্রথমে দাও
নাবা গিব্বা গিব্বানা দি'চেং	যারা এসেছে তাদের জন্য তোলো
সঙ্গানি মান্দিরাং জা'মানা...	গ্রামবাসীদের জন্য পরে...
সঙ্গদামানি মান্দিরাং জা'মান্না	এলাকাবাসীরা পরে...
ইসংনাদে রন্‌বো জা'মানসা	তাদের জন্য একটু পরে দাও,
নেঙ্গই রি'বা গিব্বানা রন্‌বো	ক্লান্ত হয়ে এসেছে যারা তাদেরকে দাও-

www.pathagar.com

নেঙ্গি সকবা গিব্বানা চিন্‌বো	ক্লান্ত হয়ে এসেছে যারা তাদের আপ্যায়িত করো
চুয়াখোন রন্নামা	চু দিয়েছে না-কি
দি'ঙ্গাখোন রন্নামা ইন্নেজক বান্দিদে	গরম কি?
মাওয়াখো চিনিঙ্গা	কি মুঠো করছো?
মাওয়াখো রন্নিঙ্গা	কি দিচ্ছ?
মান্দিসিখ্‌খানান রন্নাখন রন্নামা	অতিথিদের দিয়েছ
নামগিজাখো রন্নামা	খারাপ দাওনি,
নামগিজাখোন হন্নামা	খারাপ দাওনি তো?
ইনেঙ্গা গিদ্দিং	গিদ্দিং বলছে- ।
আঙ্গাবা...	আমি
নাম্মাখোন রন্নেঙ্গা	ভালোগুলোই দিচ্ছি-
নাম্মাখোন দিইঙ্গা	ভালো দেখেই তুলছি- ।
রা রা	রা রা...
ইখো দন্নিমুংনা চেকবুদা	এটি রেখে প্রস্তুত করো
ইখো সাল্লিমিংনা নাম্মাখোআ রন্‌বুদা, ইনেঙ্গা	এই ভালোটি টেনে দাও
বান্দিদে জিকগুবাখো	বান্দি স্ত্রীকে বলছে
হাই দায়ে...	ওই...
সু'রি চাখাত বা'য়েংজক	সু'রি উঠে আসছে,
মাওয়াখো আগান্না জজঙ্গা	ছোট ভাই কি বলছে?
মাওয়াখো বল্লা গিদ্দিঙ্গা	গিদ্দিং কি বলেছে-
মা'খো আগানাঙ্গামিং	কি বলে গিয়েছিল?
খিন্নারিকনা মা'নজাজক আঙ্গাদে	আমি শুনতে পারলাম না-
অ- রি'বা গিব্বা রাংনা	যারা এসেছে-
চা'নচিয়েমুং রন্‌বো ইন্নেঙ্গা	তাদের দেখেশুনে দাও
সকবাগিব্বা রাংনা নাম্মিমুংনা	যারা পৌঁছেছে তাদের ভালো করে...
ইন্নেঙ্গা আঙ্গা	বলছি আমি ।
খাকসি বিরিখো	মুটকির
চুয়া মিথ্থপখো রা'বাবো	চু নিয়ে এসো
অ- ইন্নেংজক	বলছে ।
চু বিচ্চিরাংখো সালবাবো ইন্নেঙ্গা	রস জমে থাকা চু আনো
খাকসি বিরিগিদ্দা সাকবঙ্গা নাব্বা	বদনার নল দিয়ে চারজন যাতায়াত করতে পারবে
সালমং গিদ্দা চিবঙ্গা নাব্বা	মুখ দিয়ে চল্লিশ জন
উখো রা'বাবো সু'রিআ	সু'রি সেটি নিয়ে এসো-
দি'থম্মিমুং রাবাআ	তুলে নিয়ে এসেছে,
সাকফাফ্রাকনা চিন্‌নি না	প্রত্যেককে পরিবেশন করার জন্যে
চি'ন্না রা'বাজক	খাওয়াতে নিয়ে এলো
নিরক্কিমুং থুবায়েমুং রা'বাঙ্গা বিসংদে-	খুঁজে নিয়ে আসছে তারা

www.pathagar.com

বান্দিয়ানি গুমি না	বান্দির দুলাভাইয়ের জন্য
বান্দিয়ানি আফ্‌ফা না	বান্দির বাবার জন্য
রাবায়ঙ্গা সু'রিবা	সু'রি নিয়ে আসছে-
চি'ন্নাখন চিন্নেঙ্গা	মুঠ বানাচ্ছে তো বানাচ্ছে
র'ন্নাখন রন্নেঙ্গা	দিচ্ছে তো দিচ্ছেই
বান্দি হা'নথাং নিমং-নিয়েত্তা	বান্দি সেদিকে তাকালো
মিকক্রন ওয়ালচায় নিয়েত্তা বিয়াদে	চোখ তুলে তাকিয়েছে সে
মা-মাংখো রন্না	কি কি দিয়েছে-
মা'মাংখো চিন্না ইন্নেঙ্গা	কি কি পরিবেশন করেছে।
দাউদে আগান্না	এখন
মামা মাচ্ছুরু না	মামা মাচ্ছুরর জন্য
হন্‌চেং ইন্নেঙ্গা	দাও আগে-
মামাখোসা নিচেং ইন্নেঙ্গা বান্দিদে	মামাকে আগে দেখো, বলছে বান্দি
আদাখোসা নিচেং	বড় ভাইকে আগে
ইন্নেঙ্গা ইসংদে	দেখো- বলছে।
দিগ্নি্য আসঙ্গেমুং দঙ্গেঙ্গা	দিগ্নি্য বসে আছে
জঅংরারা দাক্কি বিয়াদে বিয়াদে	নোংরা হয়ে
মিখ্যি মগস্নিখো	সাত মণ পিঁচুটি চোখে...
মিকনক নক্কো সিক্কি নিঙ্গা, বিয়াদে	স্থি খেয়ে ঝিম মেরে আছে
দিগ্নি্য	দিগ্নি্য- ।
স্ফু রংগুরিখো থতসা থতস্নি	পায়ের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা চুন মেখে
জা'ফা খানসাও থতস্নি দাক্কি	প্রতি পায়ের পাতায় সাতটি,
রয়েঙ্গা বিয়াদে দিগ্নি্যদে	এভাবে আছে... দিগ্নি্য।
দিব্বিলকনি বিগিলখো খ্রকা	কুনো ব্যাঙের ছাল পরেছে
নিয়আরা জংরারা	পোকা ভর্তি
দিক্কা দিগ্নি্যদে, দিগ্নি্যখো	দিগ্নি্য এই করেছে
ইনা মিচ্ছিয়োদে	এর জন্য যদি কেউ ঘৃণা করে-
মিচ্ছিগিজা দংজা	সবাই
দাউবা আগান্‌না	ঘৃণা করুক...
আঙ্গি জা'ফাঙ্গোদে রি'বানাদে	আমার কাছে আসতে...
ইন্নেঙ্গা দিগ্নি্যদে	(দিগ্নি্যর মনের ইচ্ছা)
আঙ্গি সামবাওনাদে	আমার কাছে,
দা' রি'বা ইন্নেঙ্গা	এসো না বলছে।
রন্নোদে রন্নাং চুখো	দিতে চাইলে চু দিয়ে যাও,
দন্নাঙ্গোদে দন্নাং মি'খো	রেখে যেতে চাইলে ভাত;
ইন্নেঙ্গা দিগ্নি্যদে, বিয়াদে	বলছে দিগ্নি্য।
সু'রিয়াদে হাআইয়্যা সেগুয়ানি বুদ্ধিখো... অ...	সু'রি জানে তার মনে কি...

www.pathagar.com

গিদ্দিঙ্গাদে হাআয়া
গুমিগুব্বানি থামাখো বিসংদে
দারাং হাআইজাওবা
বিসং হাইয়্যা আবিসা
গিব্বিন না স'ঙ্গি
নিকজাওবা বিসংদে হাইয়্যা
সু'রিমুং গিদ্দিংদে
বিসংদে বিসংদে হা'ইয়্যা
দাউরা চলমংগিদ্দা রি'গেনমা?
ইন্নেঙ্গা দিগ্নি্যখো সু'রিবা
বিরিগিদ্দা রিংনোমা ইন্নেঙ্গা সু'রিবা
নাআ রিংচোঙ্গোদে
আঙ্গা রিংগেন ইন্নেংজক দিগ্নি্যবা
নাআ রিঙ্গি হন্নোসা রিংগেন
চুয়াখোন রন্নামা
মিয়াখোন র'ন্নামা ইন্নেঙ্গা বিসংদে
ইনো আগানচাকজক
মান্দি খো মা'মাং
সুগ-চিখোদে র'নবাজা সু'রিবা
হা'নথাংনি সেয়া ইন্নোবা
হা'নথাংনি আফফা ইন্নোবা
মি গ্রানখো রংন্‌জা নাংন্যবা
দাউদে... দাউবা
দাউবা রা'বা বি'না
খাকসি জংজুয়ারি
সংস্নি জুরা'ই দিগ্নি্যনাবা হন্না
খাকসি স্নিখো রিঙ্গাসা
গিদ্দক খাবাক সু'সিয়া নাম্মা ইনেঙ্গা
গিদ্দক রিম্‌লঙ্গা ইন্নেঙ্গা দিগ্নি্যবা
রামরাম রিংজাসা ইসংবা
দাউদে না'বা রিঙ্গেত
ইন্নেংজক সু'রিখো সেগিব্বা
সলমংগিদা রিংগেনমা না'বা
বিরিগিদ্দা রিংনোমা
ইন্নেঙ্গা সু'রিখো দিগ্নি্যবা
বিয়াবা মো
দাউদে আগান্না সু'রিবা

গিদ্দিং জানে
দুলাভাইয়ের উদ্দেশ্য
কেউ না জানলেও
তারা দুবোন জানে–
কারো সাথে আলোচনা
না করলেও তারা জানে।
সু'রি আর গিদ্দিং
দু'জন জানে।
এখন কি সরু নল দিয়ে খাবে...?
দিগ্নি্যকে বলছে সু'রি
নাকি মুখ দিয়ে?
তুমি আগে খেলে
আমিও খাব, বলছে দিগ্নি্য।
তুমি খাবার পর সাধলে খাব।
চু দিয়েছে কি-না,
ভাত দিয়েছে কি-না? বলছে তারা
পক্ষালম্বন করছে
এই ব্যক্তিকে
লাল রস দিয়ে আসেনি সু'রি।
যদিও নিজের স্বামী!
স্বজন।
শুকনো চালের ভাত দেইনি তোমাকে
এখন
নিয়ে আসছে তার জন্যে
ঝোলাতে ঝোলাতে
সাত জোড়া দিগ্নি্যর জন্যে দিয়েছে
খাইয়েছে স্ত্রীর জন্য
তেষ্টা ভালো হয়ে গিয়েছে
গলায় ঢুকেছে- বলছে দিগ্নি্য
তারা কম খায়নি,
এখন তুমিও খাও–
সু'রি স্বামীকে বলছে–
তুমি কি মুখ দিয়ে খাবে?
নল দিয়ে?
পাল্টা জিজ্ঞেস করছে সু'রিকে
দিগ্নি্যও।
সু'রিও বলছে

www.pathagar.com

সলমংগিদ্দা রিংজাওয়া আঙ্গাদে–
বিরিগিদ্দা রিংনোয়া
নাআ ফাকেত্তাউদে রিংগেন
নাআ রিম্মেত্তাউদে চা'গেন
ইন্নেঙ্গা সু'রিবা
অ- গিদ্দিং
নাঙ্গি সেগিব্বানা খান্‌বো
না'বা মো
রা'ইমুংনা রি'য়াঙ্গা
বান্দি না
গিদ্দিংবা
দি'থম্মিমুং রি'য়াঙ্গা
গিদ্দিংবা সেগুবানা
চুয়া-চুখন খান্নামা ইন্নেঙ্গা বান্দিবা
গিত্‌চেংখন রুয়ামা বান্দিমা ইন্নেঙ্গা
দাউবা গিদ্দিং নাবা জা'চংইন্‌
খান্নাখন খান্না ইন্নে
মিথ্রা চুগারাংখো ইসংবা দন্না
খাকসি স্নি র'নমিনি
বান্দি বিবা ওয়াত্তা
খাকসি স্নি স্নি রিঙ্গিসা
উক ইন্নি বিবাখো ওয়াত্তা বান্দিবা
ইসঙ্গানি রিঙ্গা
সলমং গিদ্দা ওয়াত্তেতা রারা
গ্রা গ্রাই গ্রাই ইনফিল্লা ইসংনি রি'ঙ্গানা
বিসংনি চাআনা

অ-ম
মাচ্ছুরু না চুখোদে রাআঙ্গা
থল্লেংমা রত্‌রেংমা
খিসাং দামা রংরেংমা
মাচ্ছুরু না রাআঙ্গা
রা'ঙ্গে রাআং বিবিজক
মাচ্ছুরুদে নিসইন্‌ হামসকজা
য়্যা চু খো বাদিক্কি রিংনাজক
য়্যা মিখো বা'দ্দিকিন
চা'নাজক ই'ন্নেঙ্গা
মাচ্ছুরুদে থল্লেংমা'খো আগান্না

বড় মুখ দিয়ে আমি খাব না
সরু মুখ দিয়ে খাব
তুমি নিজে ঢেলে দিলে খাব
তুমি খাইয়ে দিলে খাব
বলছে সু'রি ।
গিদ্দিং
তোমার স্বামীর জন্য দাও
তুমিও ।
নিয়ে যাচ্ছে
বান্দির জন্যে
গিদ্দিং–
তুলে নিয়ে গিয়েছে,
গিদ্দিং স্বামীর জন্য
কেবল চু-ই কি খাওয়াচ্ছ বলছে বান্দি
পানসে ঢেলে দিয়েছে কি-না কে জানে,
এখনো গিদ্দিংয়ের পাশে
একের পর এক ঢেলে দেয়ার জন্য
যুবতীদের রেখেছে
সাতটি- খাওয়ার পর
বান্দি দম ছেড়েছে
সাতবার খাওয়ার পর ।
'উক' শব্দ তোলে নিঃশ্বাস ছেড়েছে
তারা যেইভাবে
ফংয়ের মুখ দিয়ে খাইয়েছে...
খাওয়ার সময় গ্রা-গ্রাই-গ্রাই শব্দ উঠেছিল!
খাওয়ানোর সময়... ।

হ্যাঁ...
মাচ্ছুরুকেও চু দেয়া হয়েছে
থল্লেংমা রতরেংমা
পাছা যার ঢোলের মতো এদিক-সেদিক
মাচ্ছুরুর জন্য নিয়েছে
সত্যি নিয়ে গেলো
মাচ্ছুরু ভেবেই কুল-কিনারা পাচ্ছে না,
এই চু কিভাবে খাব?
এই ভাত কিভাবে
খাব, বলছে
মাচ্ছুরু বলছে থল্লেং মাকে...

www.pathagar.com

এহে গগ্গাসক	কেশে
নাআ থাল্লংফাবোনে	তুমি সাথে থেকো
নাআ রিংফাগিজাদে	তুমি সাথে না খেলে
আঙ্গা রিংফা মা'নগিজাওয়াহা	শেষ করতে পারবো না (কথা)
দাউদে থল্লেংমা'দে আগান্না	এখন থল্লেংমা বলছে
সলমং গিদ্দা রননোমা	মুখ দিয়ে দিব না-কি
মাচ্ছুরু আ নাআরা	মাচ্ছুরু তোমাকে?
সলমং গিদ্দা রি'ঙ্গোদে	তুমি বড় মুখ দিয়ে খেলে,
আঙ্গাবা রিংগেন	আমিও
বিরিগিদ্দা রন্নোবা রিংগেন ইন্নেঙ্গা	কমসে কম সরু মুখ দিয়ে খাব
গ্রাই গ্রাই রিঙ্গেতা থল্লেংমা রত্‌রেংমা রতরেংমা	ঢোক ঢোক গিলে দিয়েছে থল্লেংমা
খিসাং দামা রত্‌রেংমা	পাছা যার ঢোল!!
দাউদে... বিয়াদে	এখন সে
মাচ্ছুরুদে অকফিফি দাক্কি রয়েংজক	পেটকা হয়ে গেছে
মামা মাচ্ছুরুদে	মামা মাচ্ছুরু
খিমি জলরুরুদে বিয়াদে	লম্বা যার লেজ
মান্দিখোন নিয়ামা	মানুষের মুখের দিকে তাকাচ্ছে
খাতনাআন দাক্কামা	নাকি পালাতে চাইছে?
ইন্নেংজক বিসংদে	বলছে তারা... ।
ইয়া চুখো রি'ঙ্গোদে আঙ্গাদে	এই চু খেলে আমি
হা'দামনিন চা'খাতনান মা'নজাওয়া ইনগিব্বা	জায়গা থেকে নাড়াচাড়া করতে পারবো না
গিসকিন সকজক বিয়াদে ম	যেন বা তার জ্ঞান ফিরেছে!
অ- মামা নাআরা	মামা তুমি
অ- চাম্মি না'রা রি'বো মা	প্রিয় মামা তুমি চলো
জাকগিদ্দকখো সিক্কিয়াঅন	হাত ধরে টেনে উঠালে
অ হ্ গগ্গাসক	গগ্গাসক
আইয়াও নাম্মি জাগ্‌ক্কি	চমকে উঠেছে
নাম্মি রি'মফাহাবোনে	ভালোমতো ধরো আমায়
আইয়াও গগ্গাসক	হায়!
আঙ্গাদে রিংনা মা'নফাজাওয়াসা	আমি আর খেতে পারবো না
গিদ্দক চাংখেত্তি সিগেনক দেমো	দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো!
মান্দিমাংখো সিক্কাবা	মানুষকে ধরলেই কি
নাম্মি রিমচ্রিচত্তমা	এতো জোরে ধরতে হয়
জাকগিদ্দকখো রি'ম্মাবা	হাতের কব্জি ধরতে?!
নাংখো সুনিয়াবা হংজা মো	তোমাকে তো মেরে ফেলছি না!

www.pathagar.com

নাংখো রি'ম্মি নিয়ানা	তোমাকে ধরে তুলতে...
খিন্থিইবা রাজা চিঙ্গাবা	রাগ করে নয়।
সাখ্খি গিদ্দা খাসিন্নি খানবো...	আস্তে আস্তে খাওয়ায়- ঠিক ছাঁকার মতো
সলমং গিদ্দা রন্নাবে বিনাদে...	বড় মুখ দিয়ে আর দিও না-
বুড়া মান্দি রিয়াদে	বুড়ো মানুষ
থাব্বতারি দংখানা দনবা	এক চুমুক
বিয়ানা বিনাদে	দু'চুমুক করে খাক।
সালাখোদে সিনাদে	দিন অতিবাহিত করা
নাঙ্গা বিয়াবা	তারও প্রয়োজন
চুস্থা রাংমুং গপফুয়ে	বন্ধুদের সাথে আলাপ করে
দংনাদে নাঙ্গা বিয়াবা	থাকা প্রয়োজন
আগানিদে র'নাদে	অংশগ্রহণ... প্রয়োজন
নাঙ্গা বিয়াবা	তারও।
বিয়ান দা'লগিপ্পা	সেই তো
মামাগিব্বে বিয়ান...	বড় মামা...।
নাঙ্গিয়াবা মামা	তোমার মামা
বিনিয়াবান মামা	তারও মামা
সেনি মামা হঙ্গোদে মামা	স্বামীর মামা হলে- মামা
সেনি আফ্ফা হঙ্গোদে আফ্ফা	স্বামীর পিতা হলে- পিতা
সেনি দাদা হঙ্গোদে দাদা	স্বামীর দাদা হলে- দাদা
দাআ গুয়ালা বিসংখো	তাদের ভুলো না
দাআ থাপথুয়াবো না'সংদে	বাদ রেখে যেওনা তোমরা
নাঙ্গি সেগুপারাংখো	বর যাত্রীদের
নাংনি ফাওপ্পারাংখো	শ্বশুর সমন্ধীয়দের
নাঙ্গি মামা আদাখো নিবো	তোমার মামা- ভাইদের দেখো
নোংইন সাল্লি নিবো	তোমরাই টেনে দেখো
নোংইন রিক্কি নি'বো	তোমরাই আহ্বান জানাও
মি'য়া মিথ্রা দংগিব্বা রাংখুবা	যুবক-যুবতী যারা আছে
নোং দেখাইয়াংবো	তোমরা পথ দেখাও
বাঙ্গা ফান্থিরাংবা রি'বা	অনেক যুবক
বাঙ্গা মিথ্রা রাংবা সকবাআ	যুবতী এসেছে।
চুরিং চুফেক দাক্কোবা	চু খাওয়ার পর বেসামাল হলেও
নাম্মি খান্নাংবোনে	ভালোমতো খাইয়ে যেও
নাম্মি দু'য়াংবোনে বিসংনা	আদর করে তুলে দিও ভাত।
দা'উদে সংনি মান্দিরাংনাবা রনজামা	এখন গ্রামের মানুষদেরও দিচ্ছ না কেন?
হা'নি মাচ্চকরাংনাবা র'নবো... অ...	এলাকাবাসীর জন্যে-কাছের মানুষদের জন্যে দাও।
সংগিপ্পা চানগিপ্পারাংনা	যারা রান্নাবান্না করেছে

www.pathagar.com

ওয়াক্কা দে'নগিপ্পারাংনা	যারা শূকর কেটেছে
বেএন রাতগিপ্পারাংনাবা	যারা মাংস কেটেছিল তাদের জন্য
রাআংবো রাআংবো	নিয়ে যাও,নিয়ে যাও.... ।
সাল্লিমিংনা দু'য়াংবো	আদর করে খাইয়ে দাও
দাআ গুয়াল্লা	ভুলে যেও না
মিগ্নাগিদ্দাগানাবা রন্‌বো	অন্ধদের দাও
জাআখরা গিব্বানাবা	নোলাদেরও,
দিমদাকখন রন্‌বো	সবাইকে দাও
দি'সা ফি'সা রাংনাবা	ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরও
নাবক থেমবক রাংনাবা	যারা একেবারেই ছোট্ট
দাআ গুয়ালাবো	তাদেরও ভুলো না
মিনা থাপথুয়াংনাবে	বাদ রেখে ভাত দিয়ে যেও না
জাচাই র'য়োবা নাম্‌জা	দুর্নাম ভালো নয়
আগানি র'য়োবা নামজানুয়া	কথা উঠলে ভালো শুনাবে না
সাকসাআবা দননাবে	একজনও যাতে বাদ না যায়
সাকসাআবা থাপথুনাবে	একজনকেও ভুলে যেও না–
ইম্‌... রা... রা...	রা... রা...
সগিপ্পাদে স'বনে	যারা আগুন দেবে দাও
রাতগিব্বাদে রাত্‌বোনে	যারা কাটবে কাটো
হি'সাল আক্‌গুয়া আক্‌বো	কলাপাতা সংগ্রহ করবে যারা, করো
মি'চিক্কানি মি'চিক্কা	মহিলারা
হা'নথাংথাংনি কামখো খা'বো	নিজেদের কাজ করো
রাত্‌না দে'ন্‌না নাংগিপ্পাখো অ...	দা' বঁটি
রা... রিম্‌বো	ধরো
সংনি মান্দিদ্রাংখো দক্‌দিলবো	গ্রামের মানুষদের ডাকো
অক্কামবো দিং দিং দিং দিং	আহ্বান জানাও, দিং দিং দিং
দিং দিং দিং	দিং... দিং... দিং...
নাগ্রাখো দাক্কেতজক	নাগ্রায় শব্দ তোলা হলো
সংনি মান্দি খিন্না-ই	গ্রামের মানুষ শুনে
আম্মক হঙ্গে র'য়েংজক	আগ্রহ ভরে ছুটোছুটি করছে ।
দা'সালদে বান্দিয়ানি হা'সঙ্গো	আজকে বান্দির গ্রামে
বান্দিয়ানি চিগা'আউ	বান্দির চিগায়
মা'না নাগ্রা মুগ্নুজক	কেন নাগ্রার শব্দ হলো!
দিং দিং দিং দিং	দিং দিং দিং দিং
দিগ্গিল দিং দিং দিং	দিগ্গিল দিং দিং দিং (শব্দ)
অ রি'বাবো	আসো

www.pathagar.com

ইন্নেংজক রি'বারো
সংনি মান্দি রি'বাবো
হা'নি মাচ্চক সক্‌বাবো
না'সঙ্গান রিম্‌গিপ্পা
না'সঙ্গান গামগিব্বা
দিল্লা চন্না ইন্নোবা
মিগ্গা গানা গিব্বাসা বা
রি'না চল্লিগিব্বাদে রি'বাবো
নাচিল খিন্না জাওবা
মিক্রন নিক্‌গিপ্পারাংদে সক্‌বাবো
বান্দিখোদে দা'সাল
খথকদক্কে রিবাজক
রি'বায়েংজক
চাওয়ারিনা সকবায়েংজক
দি-ফান্থি না সকবাইজক
মামাগিপ্পা দে
ইনাঅন...
ওয়াক ফি'সাখো রা'বেঙ্গা
রিম্মাখন
খিন্না সেংসাঙ্গারিয়া
নিক্‌জা গ্রিঙ্গা গিদ্দা হঙ্গা মো
সংনি মান্দি রিম্‌জাওদে
সা রিম্মি সং-ই চা'নুয়া
সা খা'ল্লি চা'নুয়া
ইনা খিন্না থিম্মি থিম্মি রওদে
নাচিল সাল্‌দেং দাপ্পাখো মান্নুয়া
জাওয়া জিগুপাখো নিকনুয়া
নাচিল চাত্‌নাগিজক
বিল্‌সা খু'সা ইন্নক
গ্রেং নাংথিং গিব্বাসা বিয়াদে
হাই রিথকবো
সঙ্গো দংগুপ্পারাংবা
হা'ও চা'গিপ্পারাংবা
রামা রামা রাঙ্গো
বিল্‌রাকগিব্বা মান্দিরাং
দংসুবো
ববিল রি'বানাবা দঙ্গামো...

বলছে আসো
গ্রামের মানুষ চলে আসো
মাটির হরিণেরা পৌঁছ
তোমরাই তো ধরার
তোমরাই কাজ করার
গরিব হলেও
যারা চোখে দেখে
চলাচল করতে সক্ষম- আসো
শুনতে না পেলেও
যারা চোখে দেখতে পারো- আসো
আজকে তো বান্দিকে
জানিয়ে শুনিয়ে আসছে-
আসছে-
জামাই নেয়ার জন্য আসছে
পুত্রের জন্য আসছে
তার মামা
এর জন্যই
শূকরের বাচ্চা নিয়ে এসেছে
ধরার শব্দ
কানে ভেসেছিল।
না দেখার মতো হয়
গ্রামের মানুষ না ধরলে
কারা রান্নাবান্না করবে
কারা খাবে
এটি শুনেও না শোনার ভান করলে
কানমলা খাবে
মানুষ সমালোচনা করবে
নিজে না শুনলে, বান্দি খারাপ।
দুএকটি কথা বললেই
অন্তরে লেগে যায়!
চলো সবাই
গ্রামে যারা আছো
জীবিকা ধারণ করছো
রাস্তায় রাস্তায়
শক্ত সমর্থ পুরুষেরা
থাকতে থাকো
শত্রু আসতে পারে

www.pathagar.com

গিন্নাল সক্‌বানাবা দঙ্গামো...	শত্রু পৌঁছতেও পারে, নাকি?
বিমুং ফাফ্রিং নিয়ে...	নাম-ধাম জেনে
বিমুং ফাফ্রিং নিয়ে	নাম ধাম জেনে নিয়ে,
নাম্মাবা দঙ্গা নাম্‌জাবা দঙ্গা	ভালো যেমন আছে খারাপও রয়েছে
নাম্মা নাম্মা মিথ্রারাং	সুন্দরী যুবতীরা
নক্‌নি হংখাত্‌নাবে	ঘর থেকে বেরুবে না
নকনি হংখাতনাবে নাবে...	ঘর থেকে বেরুবে না
হা'থল্লা নকথ্রাওবা	উঠোন বারান্দায় নেমেও
দাআ নিজতাবোনে	উঁকিঝুঁকি মেরো না
নাম্মাঅবা রি'বাগেন	ভালোরা আসবে
নামজায়াবা সকবাগেন	খারাপরাও পৌঁছবে
খান্না-দু'য়া হঙ্গোদে	খানা-পিনা হলে
চিয়া রন্না নাঙ্গোদে	পানি পরিবেশনের প্রয়োজন হলে
সাক্‌ফা ফ্রাক্‌খো	একেক জনকে
বিমুংখো রিংগামে	নাম ধরে ডেকে
আঙ্গা আগান গিন্নে	আমিই বলবো
আঙ্গা বল গিন্নে	আমি বলবো
আঙ্গা বান্দি হানথাংইন...	আমি বান্দি নিজেই
সাকফা ফ্রাকখো	একেকজনকে
জাকসিওত্তি নিগেন	আঙ্গুল দিয়ে দেখাব
আঙ্গা রিংগামাইগেন	আমি ডেকে নেব
আঙ্গা অগ্গামাইগেন	আমি ডাকব
অ- মামা মাচ্ছুরু	মামা মাচ্ছুরু
দাঅবা হংখুজামা	এখনো কি হয়নি?
দাঅবা নিকখুজামা	এখনো কি দেখোনি,
নাঙ্গি রাক্ষসআরা	তোমার রাক্ষসই কি
চাআন চাআমা	খেয়েছে
ফাকসামসানি বিগিলদে বাউ...	একপাশের চামড়া কোথায়?
চাঅমা চাআমা	খেয়েছ না-কি
ওয়ালইন খাম্মারিজকমা	আগুনে পুড়ে গিয়েছে?
ফিথপফাকসাদে দংজাজক	একপাশের চোয়াল আর নেই!
নাআ মামা মাচ্ছুরু	মামা মাচ্ছুরু
মাইয়ানা চা'জক	তুমি কেন খেলে?
অ- মামা মাচ্ছুরু	ও মামা মাচ্ছুরু
থেংরি থেংরি দাকবো	তাড়াতাড়ি করো
থেংরি থেংরি দাক্‌বো	তাড়াতাড়ি করো!
চাচ্চি দে রিবেংজক	অতিথি আসছে

হাগি্থক্কা সকবাইজক	সবাই পৌঁছবে
রামা দু'য়া রাই'না সকবাইজক	সম্বন্ধ পাতার জন্য আসছে
ইসংনাবা রামাখো	তাদের জন্য রাস্তা
রা'রা আনসুয়েংজক	প্রস্তুত করা হচ্ছে
পাল্লং গাতসুয়েংজক	তৈরি হচ্ছে
রি'বাগিব্বা রাংনাবা	যারা আসবে
সকবাগিব্বারাংনাবা	যারা পৌঁছবে
দাংআ হি'নাইন বিসংদে	এনিয়ে তারা ব্যস্ত
রি'বানা দাংসিক দাংসিক দাক্কে জা	ভীরু ভীরু মনে
হি'বেংজক	আসছে
নক্খো জামখো নিয়েত্ত	ঘরের দিকে তাকালে
রি'ংরাং রি'ংরাং দাক্কানে	চিক্চিক্ করছে!
বান্দিয়ানি নকদে	বান্দির ঘর-
বান্দিয়ানি কাসারিদে	বান্দির কাছারিঘর ।

অ- রিবাবো মো...	আসো
মা'না খেন্না	ভয় পেয়ো না
ম'না খেন্না নাসংবা	তোমরা ভয় পেয়ো না
সংনি মান্দিরাংদে	গ্রামবাসীরা
হি'সুয়ে নিসুয়েঙ্গা, ইসংবা	এগিয়ে গিয়ে তাকাচ্ছে
চু'খো রিব্বি রা'বা	চু বহন করে নিয়ে এসেছে
সাকব্রি বিসংবা	চারজন
মিখো থল্লি রি'বাআ	ভাত বহন করে এনেছে
বিসংবা সা'কগিন্নিং	দুইজন
...রি'দে রি'বাবিবিংজক	সত্যিই আসছে তারা
সাংমারাচ্চাবা	সাংমারাচ্চা
চাওয়ারিনা সকবাইজক বিসংবা	জামাই নেয়ার জন্য আসছে
মিথ্রা দু'খারাংখোবা	যুবতীদেরও
রিম্মি রি'বাইংজক	সাথে নিয়ে আসছে
সাখো সিন্না সিন্জা	কাকে পছন্দ করে না করে
গিদ্দিংখো	গিদ্দিং কে-
গিদ্দিংখোমুং সু'রিখো	গিদ্দিংকে আর সু-রিকে
রিম্মিমিংনা রি'বাইজক	নিয়ে আসছে
আবিসাখো	দুইবোনকে
সাখোবা মিক্চক্কা-মিক্চিক্জা	কাকে যে পছন্দ করে- না করে-
গ্রখদে সিনাদে নাংগোন	কথাবার্তা বলতে হবে
খু'মানসিয়ে দ'নাঙ্গা সু'রিনা	সু'রির জন্য

www.pathagar.com

বান্দিখো খু'মানসিয়ে দ'নাঙ্গা	বান্দির কথা বলে গিয়েছে
ওয়ালদু খা'ই দন্নাঙ্গা	বন্ধন দিয়ে গেছে
বান্দিখো, চাওয়ারি না	বান্দিকে, জামাইয়ের জন্য।
অ... অ... আঙ্গাদে	আমি...
বিয়াবা	সেও
দাআসালনি দিগ্নিয্য	আজকে
গিদ্দিংখো- দংনুয়া	গিদ্দিংকে বিয়ে করবে
ইন্দাকগুপ্পা দঙ্গঙ্গা বিনিগিসিকদে	এমন ইচ্ছা মনের ভেতর
বিনি বি'মাংদে বিয়াদে	তার মনে
সু'রি খিমজাওয়া ইন্গিপ্পা	সু-রিকে বিয়ে করবে না
দংসুয়া বিয়াবা	মনে মনে ঠিক করে রেখেছে
আদাগিপ্পানিসা সু'রিদে	সু'রি তো তার দাদার
আদাগিপ্পা দিগ্নিয্যনি	বড় ভাই দিগ্নিয্যর
আদাগিপ্পা সুষুমীসা বিয়াদে বিয়াদে	বড় ভাই দেবতা সুষুমীর।
আইয়্যুদা'ই মো... রি'বায়েংজক বিসংদে	আসছে, তারা আসছে
চাওয়ারিনা রিগুব্বা	জামাই নেয়ার জন্য
হি'বায়েংজক বিসংবা	আসছে তারা
নক্‌খো নিদিংবা'ংজক বিসংবা	ঘরের কাছাকাছি পৌঁছেছে
নক্‌গাদিংখো নিগাম্মে	ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে
রবায়েংজক বিসংবা	তারা আসছে
হায় রি'বাজক্কদে	এসে পড়লে
সারা রাংখো নাম্মি থারিবিদ্দা না'সংবা	সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখো
নকখ্রা রাংখো নাম্মি	উঠোন
নাম্মিথাল্লি দনসুয়াংবিদ্দা	পরিষ্কার করে রাখো
ও ফাস্থি মিথ্রারাং	যুবক-যুবতীরা
নাম্মে দাক্কে নিসুবো	সবকিছু খেয়াল রেখো
নাম্মে দাক্কে থারিবো	সুন্দর করে ঠিকঠাক করো
রামা নাম্মামা নাম্‌জামা	রাস্তা ভালো কি-না
চা'রা নাম্মামা নাম্‌জা	খাবার সুস্বাদু হয়েছে কি-না
হি'খো নিবো মো	দেখো
ও গিদ্দিং রি'বায়েংজক	গিদ্দিং আসছে
গিদ্দিঙ্গানি ফাগুবা সকবায়েংজক	গিদ্দিং-এর বাবা আসছে-
সু'রিয়ানি ফাগিব্বা	সু-রির বাবা
আরো মা'গিব্বারাং রিবায়েংজক	মা আসছে
আমাওনা সকবায়জক	মায়ের কাছে আসছে
আফ্‌ফাওনা রি'বায়জক বিসংবা	বাবার কাছে পৌঁছছে- তারা

www.pathagar.com

রি'বায়ে নিওআ
নাপনা দাংসিকজা দা'কেঙ্গা ইসংদে
রামা খুয়া মাইনা দাকে
সু'রিইন দন্নামা থেংকিইন দন্নামা
সুনারারা রেফ্‌ফি দনসুয়া
রূপারারা গাদ্দি নিসক্কা ইসংদে
বান্দিয়ানি নক্কনাথেক সক্কি
রামাখদে থারিজক জিংজাং
সালআন সালমা ওয়াল্লান ওয়ালমা
নিওআরা মিক্‌জ্রাপ্পা জিংজাং
দাক্কিমিন্না দন্‌সুয়া বিসংদে
বান্দিয়ানি নক্কনা
মা'ন্না মান্‌জা
দাক্কেঙা বিসংদে
বাদাকেন রি'নাজক
রামাখো নিয়দে
বাদেক্কে নিনুয়া
স্থাং রি'গুয়াংবা
জাদা সিয়ে রয়েঙা
গানা আরা মান্নামা মান্‌জা
ইনারা রামখোআরা দন্নামা দন্‌জা
সু'রিইন দন্নামা
মা'গুবুইন দন্নামা বাদিমা
ইন্নিঙা বিসংদে
দাংগা মিরং রারাখো
সড়ক খাই দন্‌সুয়া বান্দিদে
মামাগিব্বারাংনা
আদাগিব্বারাংনা
গ্রাও দিংদিং দাক্কে দন্‌সুয়া
নাপ্পিমুংনা নিখুনা ইনগুব্বাও

আমানি নক্কনা রি'বাআ
বিনি চন্নঅইন রি'বাজা

সাংমারাচ্চাবা
সু'রিয়ানি ফাগিব্বা
নাবাজা
বিনি আচ্ছিয়ো রি'বায়ে

এসে দেখলে
ঢুকতে ইতস্তত করছে
রাস্তা এমন করে
সু-রি রেখেছে নাকি থেংকিই রেখেছে–
সোনায় লেপন করে
রূপায় সাজিয়ে রেখেছে
বান্দির বাড়ি পর্যন্ত
রাস্তা উজ্জ্বল করে রেখেছে।
রাত কি দিন (?)
তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়
তারা এমনভাবে রেখেছে
বান্দির ঘরে ঢুকতে
দ্বিধাগ্রস্ত
হয়ে পড়ছে তারা
কিভাবে যে যাবো
রাস্তার দিকে তাকাতেই
কিভাবে যে তাকাবো?
যারা সামনে ছিল
বোকা বনে গেছে
রাস্তায় পা দিতে ভয় ভয় লাগছে
কিভাবে পা রাখি?
সু-রি রেখেছে
নাকি তার মা' রেখেছে
তারা বলাবলি করছে
টাকা ছড়িয়ে
রাস্তা বানিয়ে রেখেছে
মামাদের জন্য
ভাইদের জন্য
উজ্জ্বল করে রেখেছে
যেখান দিয়ে ঢুকবে।

মায়ের ঘরে এসেছে
তার ছোটকাল থেকেই আসে না।
অনেক দিন হয় আসে না

সাংমারাচ্চা
সু-রির বাবা
আসেনি–
তার জন্মের সময় এসে

www.pathagar.com

চাওয়ারিখো ও'য়াখাণ্ডা বিয়াদে
হুনিখন রি'বাজা
সাংমারাচ্চাবা বিয়াবা
ও নিনা আমাখোবা
নিদিংজা বিয়াদে
আনুখোবা নিগামজা বিয়াদে
বকড়াখোবা নিগামজা বিয়াজা
খিন্নাহান খিন্না
ইন্‌খামনাবা দণ্ডাখন
দকথেকনাবা দণ্ডা
ইন্‌গুবাও খেন্না বিয়াবা

অধিকার রেখে গিয়েছে
তারপর আর আসেনি ।
সাংমারাচ্চা
মাকে দেখার জন্যেও
আসেনি
বোনকে দেখার জন্যেও আসেনি
যা তার ন্যূনতম দায়িত্ব ছিল
দূর থেকে শুধু শুনেছে
সমালোচনা করতে পারে
এ নিয়ে কথা উঠতে পারে
এ নিয়ে তারও ভয় ।

ও হি'খো চা'নচিয়ে দঙ্গোদে হংজাওয়া
চাওয়ারিখো নাঙ্গামো
দি-ফান্থিখো সিঙনাদে নাঙ্গামো
হানথাঙ্গি দেমিচিকদে
গ্রা সক্‌স্না সাজক রি'বোমো
রি'দে রি'বাবিবিজক বিসংবা
সক্‌দে সক্‌বাবিবিজক
বান্দিনি নক্কনা
নাদে না'বাবিবিজক
দা'নাংমো ইনোবা
মাচ্ছুরু, ও মামা মাচ্ছুরু
সা সা রি'বাআ নিবো
গগ্নাসক, নিগেন
চ'ংমত্‌ন আঙ্গা নিগেন

এসব ভেবেচিন্তে থাকলে হবে না–
জামাই তো দেখতে হবে
জিজ্ঞাসা করতে হবে
নিজের কন্যা
এখন বিবাহযোগ্যা
তারাও সত্যিই আসলো
সত্যি পৌঁছলো
বান্দির ঘরে
সত্যি উঁকি দিল
এখানে-
মাচ্ছুরু, মামা মাচ্ছুরু
কে কে এসেছে দেখো
(কেশে) দেখবো
আমি অবশ্যই দেখবো (কথা)

নিবো নিবো
দাআ গুয়ালাবো
দাআ থাপথুয়াবোনে
চান্নিমিনা নিসোবো
বা-সাক্‌সা রি'বাআ
বা-সাকসা নাবাআ
মিথ্রারারা বাসিক সক্‌বা
ফান্থিরারা বাসিক সকবা
চান্নি নিসুবো
দা গুয়াল্লাবোনে
দাআ থাপথুয়াবোনে ইসুবো

দেখো, দেখো
ভুলো না
ভুলে যেও না যেন
গুণে দেখো
কতজন এসেছে
কতজন পৌঁছেছে
যুবতী কতজন
যুবকেরা আলাদাভাবে কতজন
গুণতে থাকো
ভুল হয় না যেন
ভুলে যেও না যেন

www.pathagar.com

ইখো থেক্কি নিসোবো	খেয়াল করে দেখো
মা'খো রা'বা রা'বাজা	কি কি এনেছে
ইখো সান্নি নি'সুবো	গুণে রেখো
দা গুয়ালাবোনে	ভুলে যেও না
ইখো আনচিং বিসংনা নাংনুয়া	এসব তাদের জন্যে
ইখো আনচিং ওয়ালফিলনা নাংসুয়া	ফেরত নিতে হবে
আন্চিং দুয়ালাংনা নাংনুয়া	আমাদের নিয়ে যেতে হবে
মা'খো সকবাআ	কি এসেছে
মা'খো রা'বাআ	কি এনেছে
ইখো নিসুবো	খেয়াল করো
অ- মামা মাচ্ছুরু	মামা মাচ্ছুরু
দা গুয়ালাবোনে	ভুলো না
ইচা সাক্সা নিক্জকন	সেদিকে একজনকে দেখলেই
খু'দেং চক্চক্ দাক্কারি	মুখ বেঁকিয়ে
গুয়ালারি রয়েংজক মাচ্ছুরু	সবকিছু ভুলে থাকছে সে
আ গগ্নাসক, আঙ্গাবা খুয়া ফা'জাওয়াহা	আমি কথার বরখেলাপ করবো না (কথা)
অ- গুয়ালজাওদে নাম্মা	না ভুললে ভালো
নাম্মি নিসুবো	ভালো করে দেখো
নাম্মি নি'সুবো	ঠিকঠাক মতো খেয়াল করো
দাআসালদে সক্বাআবা সকবাজক	আজ পৌঁছলো
নাবাআদে নাবাজক	আজ আসলো
নাম্মি থারিসুবো	গোছগাছ করো
ব্রেনচিখো থারি-ই	বেঞ্চ- পিঁড়ি
হা'মফকমাখো দনসুয়ে নিসবো	ঠিক করে রাখো
মিচিক মি'য়ারাংনাবা	মহিলাদের বসার জন্য
পাতি হন্বো	পাটি দাও
মি'য়ারাংনা চিয়ারখো দন্সুবো	পুরুষদের জন্য চেয়ার
মামাগুব্বা না	তার মামার জন্য
দাংগা বিমুখ সিগুব্বা	সম্মানের আসনটি
চেয়ারখো দনসুজক	বরাদ্দ রাখলো
চ্রা গিব্বা নাবা	চ্রাদের জন্য
দাংগা মিরংগিদ্দা দাক্গিব্বা	সম্মানের আসন
দা'লগিব্বা চ্রা রাংনান দন্সুজক	গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য
জি সিক্বা সকবাবো	যতজনই পৌঁছুক
বিনি মামা আদানা	তার মামা-ভাইয়েরা
বিনি চ্রা নকসিক্না	জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা
থিক্কারিন দনসুজক	প্রয়োজন মতোই রাখা আছে

www.pathagar.com

ওয়ারেরেকিন
সাংমারাচ্চা চাখাত্তি
নাগ্রাখোদে দিংদিংজক
দিং দিং দিং দিং দিং
দিং দিং দিক্কিল দিং দিং
দিক্কিল দিং দিং দিং
দিং দিংঙ্গিমা নিসুজক
আমাওনা সকবাজক
আফ্‌ফাওনা নাবাজক বিয়াদে
চাওয়ারিনা রি'বাআ বিয়াবা
ও আঙ্গা গুয়ালগিজাসা
আঙ্গা থাপথুগিজাসা
রি'দে রি'বা বিবিজক আমানা
দিক্ষা মিশাল রাঙ্গো না সকবাজক আঙ্গাবা।

হুয় আয় রি'বাজক
এ হায় রি'বাজক
আমাআনি সঙ্গোনা
আফ্‌ফাআনি কখ্রাওনা
সক্‌দে সকবা বিবিজক সাংমারাচ্চাবা
চাওয়ারিনা রি'বাজক রি'বাজক
আংদিনা সকবাজক সকবাজক
অ- রি'বাবো
সঙ্গো নিবা রি'বাবো
নক্কনিবা সকবাবো সকবাবো
দা'সালদে
হারিম্মি দা'দংবো
জাগুয়াল্লি দংনাবে
হি'বা থক্‌বো
সালনি রি'য়াঙ্গো
দআ গিসিকাঙ্গো
দাআ দঙ্গা নাসঙ্গা
হারিম্মিমা দংইংজক
সংগিবাদে সংসুবো
চানগিব্বাদে চানসুবো
মি'চিক মি'য়ারাংবা
বিল্‌সিব্লাক রি'মিঙ্গা
বিসংবা দা'নাংমো

সারি করে
সাংমারাচ্চা উঠে
নাগ্রায় বারি দিল
দিং দিং দিং দিং দিং
দিং দিং দিক্কিল দিং দিং
দিক্কিল দিং দিং দিং
বারি দিয়ে জানান দিল
মায়ের কাছে পৌঁছেছে
বাবার কাছে এসেছে
জামাই নেয়ার জন্য
আমি ভুলে যাইনি
স্মৃতিতে রয়ে গেছে
সত্যি আসলো মায়ের কাছে-
পৌঁছেছি আমি।

পৌঁছেছি
পৌঁছেছি
মায়ের গ্রামে
বাবার উঠোনে
সত্যি পৌঁছলো সাংমারাচ্চা
জামাইয়ের জন্য এসেছে
নিজের সন্তানের জন্য
আসো
গ্রামের মানুষেরা আসো
ঘরের-পাড়া প্রতিবেশীরা
আজ
দেরি করো না
ভুলে থেকো না
সবাই আসো
দিন চলে যাবে
মোরগ ডাকছে
তোমরা পড়ে থেকো না
দেরি করে ফেলছো
যারা রান্না করার- করতে থাকো
রান্না বসাও
পুরুষ-মহিলারা
কঠোর পরিশ্রম করছে
তারা...

www.pathagar.com

অ- মামা মাচ্ছুরু দে নিবো
সা সা রি'বাআ
সা সা দবাআ
সংনি মান্দিরাংখোবা
হা'নি মাচ্ছকরাংখোবা
রিক্কিসান্নি নিবো
সাওবা সাওবা জকবাআ
অ- মামা মাচ্ছুরু
খিমি আরা জলরুরু
আঙ্গাদে নাম্মে নাম্মে
নাম্মিন আঙ্গাদে নিগ্নক

মামা মাচ্ছুরু দেখো-
কে কে এসেছে
কে এগিয়ে এসেছে
গ্রামবাসীদের
মাটির হরিণদেরও
দেখাশোনা করো
কে কে আসতে পেরেছে
ও মামা মাচ্ছুরু
লম্বা লেজওয়ালা
আমি ভালো করে
খুব ভালো করে দেখাশোনা করবো (কথা)

নাম্মি নাম্মি নিবো নিবো
মাইয়াখো রা'বাআ
মাইয়াখো দে'নবাআ ইয়ারাংখো
খদকদক্কে নিবো
সালরুরুম্মে নিবো
ইখো ওয়ালফিল্‌না
ইখো দু'য়ালনাক নাঙ্গা
নকনি মান্দিরাংদে
জাগোয়াল্লে র'ঙ্গা
ইখো ডেকসান দাকনাবা
ইখো নিনা মান্‌ফিলজা
ইখো নিক্‌না মান্‌জা

ভালো করে দেখো
কি এনেছে
কি কেটেছে
ডেকে
টেনে দেখো
সেসব ফেরত
ফেরত দেয়া নিয়ম
ঘরের মানুষেরা
ব্যস্ততায় ভুলে যাবে
সবকিছু দেখাশোনার
সময়ই বা কই!
সবকিছু দেখাশোনার...

অ- মাচ্ছুরু আন্‌চিঙ্গানি মামাদে
দিঙ্গানি আদাদে
সক্‌দে সকবাজকনে
বাওবা আসঙ্গা, বাওবা খি'সঙ্গা
জাগাখআ রন্নামা র'নজামা
বিয়াপ খরা মানরি মানরিক
মি'য়ারাংআ বা'নো
মিচিকরাংআ সাল্লো
দঙ্গেঙ্গামা বাদিমা?
নাংনা দা'ংসিক গিজাআন
রংখুঙ্গা বিসংদে
নকরাদিংনা সকগিজান দংখুঙা
সাংমারাচ্চারাংদে

আমাদের মামা মাচ্ছুরু
আমাদের ভাই
এসে পৌঁছেছে
কোথায় বসার স্থান, কোথায় বসবে?
জায়গা দিয়েছে কি- দেয়নি?
জায়গা রেখে দিও
পুরুষেরা কোথায়?
মহিলারা কি রৌদ্রে
বসে আছে?
তোমার বাড়িতে–
এখনো স্বাভাবিক হয়নি।
ভেতরে না ঢুকে রয়েছে
সাংমারাচ্চার দল

www.pathagar.com

চাওয়ারিনা রি'বাওবা	জামাইয়ের জন্য আসলেও
অংগারিনা রি'বা	অংগারির জন্য
রা'মাখন জানিয়া বিসংদে	শুধু রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে,
নকরাদিংখোন নিদুয়া ইসংদে	উঠোন- বারান্দার দিকে
সুনারারা বান্দায়া	সোনা দিয়ে বাঁধানো
বাদিক্কি দা'কনাজক?	কি করি!
রূপারারা গানসুয়া	রূপায় সাজিয়েছে
সুয়ালসু নিজকমা	ছড়িয়ে রাখার মতো...
ইনেঙ্গা ইসংদে	বলাবলি করছে তারা
গিপ্পিন রিস্ফাদেংজকমা ইসংআ	ইতস্তত করছে
ইম আয়ে...	ইম্‌ম
নগ্গো নাপ্‌গিবারাংখো নিবোমো	ঘরে যারা ঢুকেছে যত্ন নাও
মামানাসা	মামার জন্যে
নাম্মা জাগারাংখো রনবোমো	ভালো জায়গাটি দাও
গ্র জিনাগিব্বা খো	যারা আলোচনা করবে
খু-ফা বলনা গিব্বা	যারা কথা বলবে
সঙ্গোনিখো	গ্রামের
নকমাখোবা রিম্‌বাবো	নকমাকে ডেকে আনো
আফ্‌ফাখোবা দিলবাবো	দাদুকে নিয়ে আসো
জাকখিল্লে ইন্নোবা	হাঁটাচলা করতে যদি সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়
খথকথক্কি রা'বাবো	হাত ধরে নিয়ে আসো
সাকসাআবা দন্নাবে	একজনও যাতে বাদ না পড়ে
রামা রামাঅ	রাস্তায় রাস্তায়
বিল্‌রাকগিব্বা মান্দিরাংখোবা দন্‌বো	শক্তিশালী লোকদের রাখো
দা গুয়ালাবোনে	ভুলো না
দা থাপথুয়াবোনে	ভুলে যেও না যেন
ববিল গিন্নাল সকবানাবা	শত্রু হানা দিতে
দঙ্গা দঙ্গা	পারে
সুনি নাবা দঙ্গা	সুযোগ খুঁজতে পারে
রিম্‌ফাতনাবা দঙ্গা	হামলা করতে পারে
ইমিং লগে রি'বাও	অতিথিদের সঙ্গে আসলে
সা হুইখুনুয়া	কে বুঝতে পারবে
হাজাল হাজাল মান্দিখো	হাজারো মানুষের ভেতর
হাজাল হাজাল সুলুকখো	হাজারো ধাঁধার
সা স্নি নিরংনুয়া	কে সমাধান করবে?
স নিগ্গি দংনুয়া	কে খেয়াল করবে
নাম্মি নিসুবো নিসুবো	সাবধানে থেকো

www.pathagar.com

মিকরনখোদে সিক্‌নাবা দঙ্গা	ঘুম আসতে পারে
মান্দি নামগিব্বারাংখো	সুন্দরী মেয়েদের
জ্বাই রা'না গিব্বাবা দঙ্গা	অপহরণ করতে পারে
সঙ্গানি মিকব্‌কগিব্বাবা দঙ্গা	গ্রামের যেসব ছেলে পছন্দ করে তারাও আছে
নাম্মা নাম্‌জা ইন্নিবা	ভালো-মন্দ বলে
দাআ নিনা গুয়ালি দঙ্গাবোনে	খেয়াল রাখতে ভুলে থেকো না
চা' চাজা ইন্নবা রিংআ রিংজা ইন্নবা	খেলে- না খেলেও
দা থাপথুয়াবোনে	ভুলে যেও না।
আমা আনি	মায়ের আমলের
চিঙ্গি চন্নো চন্নোনি	আমরা যখন খুব ছোট
চুয়া মিথাপ সংগুপ্পা দঙ্গা	রান্না করা চু আছে
ইখো তুল্লি রা'ইবো	সেটি তুলে আনো
ইখো চেক্কে র'ন্‌বো	প্রস্তুত করো...
য়ম হাইয়... এ	য়ম...
হা'নথাংথাংনি নকখ্রাখো	নিজেদের উঠোন
হা'নথাংথাংনি জাম্মাখো	নিজেদের ঘরে
হা'ই রি'থক্‌বো	চলো সবাই
হা'নথাংথাংনি নকচানা	প্রত্যেকের ঘরে
হা'ই রি'বো	চলো...
সা সা রি'গন্নক	কে কে যাবে
সা সা জকগিন্নক	কে কে ছুটবে
আনো নামচিক দাক্কাবা রি'বো...	ছোট বোন, পুত্রবধূরাও চলো
জঙ্গা-আদা দাকগিব্বাআরাংবা চাখাতবো	ছোট ভাই- বড় ভাইয়েরা ওঠো-
দাআসালদে আনচিংনি	আজ আমাদের ফিরে
রি'য়ানি সময়দে হংজক	যাবার সময় হলো
দাআসালদে মো	আজ তো...
নক্কাফাংচা রি'য়ানি সময়দে হংজক	বাড়িতে যাবার সময় হলো...
হা'ই রিরুমবো অ মামা মাচ্ছুরু	চলো সকলে অ মামা মাচ্ছুরু
অ মামা মাচ্ছুরু	অ- মামা মাচ্ছুরু
খি'মিয়ারা জলরুরু	লম্বা লেজওয়ালা
অ- মামা খু'দেংচক	ও বাঁকামুখো মামা
হা'ই রি'থকবোমো	চলো সকলে...
হা'ই রি'থকবোমো	চলো সকলেই...
অহো মামা আইয়াও রি'গন্নক	মামা অবশ্যই যাবো
আইয়াও সময় হঙ্গাহাজক	আহা সময় হয়ে এলো! (কথা)
মা'ইয়াখো জি'গন্নক	কি সমালোচনা করবো?

www.pathagar.com

মা'ইয়াখো দনগিন্নক	কিইবা বলার আছে?
চাআআরা চা'জক আনচিংবা	আমরাও খেলাম...
সা'মুং জিয়া নিবা গ্রি	কোনো অনুযোগ নেই
মামুং বলানি গ্রি	কিছু বলার নেই।
হা'নথাংথাংনি মামাখো নিবোনে, জজং	নিজের মামাকে দেখো, ছোট ভাই, কেমন?
হা'নথাংথাংনি মানিখো নিবো, নাআনে	নিজের মামীকে দেখো, কেমন?
হা'নচিঙ্গানি মামা	আমাদের মামা
হা'নাচিঙ্গানিন আদা	আমাদেরই ভাই
নাআ নিজাজঙ্কদে	তুমি যদি না দেখো,
সা নিনুয়া ইন্নিংজক বিসংবা	কে দেখবে? বলছে তারা...
হা'নথিঙ্গানি আনুখো, হা'নথিঙ্গানি	নিজের ছোট বোনকে...
ন'সারি আকসা দঙ্গাখো	শ্যালিকা একজন
জংখ্মা আকসা দঙ্গাখো	শ্যালক একজন
আইয়্যু নিরুমবো	দেখো-
ইখো নিথুম্‌বো	দেখাশোনা করো।
জাওয়ানি	অপরের
শল্লা হ'ন্নারাংখো	শলা
বুদিফাত্তারাংখো দা'রাআ	পরামর্শ নিও না।
নাঙি গিসিকচা চান্‌চিইম্মুং নাআ উখো	অন্তর দিয়ে ভেবেচিন্তে তুমি
নাআ থ'ম্মি বল্লিসা নিবো	সিদ্ধান্ত নিও।
মামাখোবা নাম্মিসা জাকখালবো	মামার সাথে ভালো ব্যবহার করো
মানিখোবা নাম্মিসা থম্‌বো	মামীকে ভালোমতো দেখাশোনা করো
বনিং আকসা দঙ্গোবা নিবো	শ্যালক একজন যদি থাকে তুমি দেখো-
আফ্‌ফা আকসা দঙ্গোবা নিরকবো	একজন বৃদ্ধ থাকলে যত্ন নাও
মসা আফ্‌ফা রি'বাওবা	মামাতো ভাই- স্বজনেরা আসলে
সি'ঙ্গি হা'ম্মি নি'বো	কুশল বিনিময় করো...
চাচ্চি আকসা হি'বাওবা	কোনো অতিথি আসলে
হা'মফক হন্‌সুবো	পিঁড়ি বাড়িয়ে দিও
তামুক স'সুইবো নাআ উখো	তামাক জ্বালিয়ে দিও
নাআ খু'সুক হ'নজাওদে	যদি তুমি কথা না বলো,
আফ্‌ফা হি'বাজাওয়া	পিতা আসবে না
নাআ বলসুজাওদে	যদি তুমি আগ বাড়িয়ে কথা না বলো
চ্রা সকবাজাওয়া	আত্মীয়রা ঢুকবে না
না'ঙ্গি নিক্‌গিলমাখো নি'সা	তোমার আচার-আচরণ দেখে তবেই
আফ্‌ফা সিংসুনোবা নাংখো	বাবাও তোমাকে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে-
না'ঙ্গি খু'সিমা রাংগুল রি'বাখো	-তারা আসছে বলে তুমি কি খুশি?
খিন্নাওসা নাংখো থি'ইকনোবা ইসংবা	তবে না তারাও তোমার কথা স্মরণ করবে

www.pathagar.com

আইয়্যু আফ্‌ফা নাম্মা ইন্নোরো
আঙ্গি বনিং নাম্মা ইন্নে
সান্নোরো জজং
ইখোবা না'দে চানচিবো
ইখোবা না'দে নিরিকবো
চ্রা হি'বানোবা
নামচিক রি'বানোবা, নিবো
দিমদাকখন নিবো
নাংনান হি'খো দন্নাংজক; হিখোদে
নাঙি আমারাংদে
নাংখো দে ওয়াদেদ্দিংজক
নাঙি আফ্‌ফা রাংদে
নাঙ্গি মামা আদাবা
নাংনা আগানজক, নাংখো
নাংখো বলাংজক ইখো
দাআসালদে চিঙ্গাদে রি'নাজক
জজং, চিঙ্গাদে
নকখ্রাথাংচা জকনাজক
চিঙ্গাদে, চিঙ্গাদে
হা'বা হুনা নাংগিনক রিয়াঙ্গে
রা'খো রা'না নাংগিনক চিঙ্গাদে
সাল্লা রাম্মি দঙ্গোবা হংজাওয়া
রিঙ্গি চা'ই দঙ্গোবা হংজাওয়া
চিঙ্গিবা জিক্কা দংখুঙ্গাসা
দি'য়া মিখাংনা নাঙ্গা চিঙ্গাবা
বাদিক্কিবা দাঙ্গোঙা
বাদিক্কিবা চা'ঙ্গা, ইখো
খিন্নাথিম্মি দংরিম্‌বো
দি'সা ফান্থিগিদ্দা দাআ দাদাক না'দে
ফান্থি আ গ্রাগিদ্দা দা'দাক
চিঙ্গা নাংখো আগান্না জজং
দাউবা নাআ নাম্মা
মামাখো নিগ্‌গিয়া নাআ
আদাখো নিক্কা নাআ
মানীখোবা দংনিক্কা
দিমদাকখোন না'ঙ্গি জাক্কো
চিঙ্গা দন্নাংজক্‌নে... এ...

খুবই ভালো বলবে
সমন্ধি ভালো বলে
কাছে টানবে
এসব মাথায় রাখো
এদিকে খেয়াল রেখো
চ্রা আসবে তো...
পুত্রবধূ আসবে, দেখো
সবার প্রতি খেয়াল রেখো
এজন্যেই তোমাকে রেখে যাচ্ছি,
তোমার মা-
তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে
তোমার পিতৃস্থানীয়রা
তোমার মামা-ভাইয়েরা
তোমাকে পরামর্শ দিলো
পালনীয়সমূহ
আজকে আমরা চলে যাবো
ছোট ভাই, আমরা
নিজেদের ঘরে যাবো
আমরা...
গিয়ে জমি তৈরি করতে হবে
জীবন ধারণের কাজগুলো করতে হবে
রোদ পোহাতে থাকলে চলবে না
খানাপিনা করে থাকলে চলবে না
আমাদেরো স্ত্রী আছে
উঠে তাদের দিকে নজর দিতে হবে,
কেমনই বা আছে!
কেমন খাচ্ছে
শোনো মনোযোগ দিয়ে
যুবকের মতো আর চলাফেরা করো না
অ-প্রাপ্ত যুবকদের মতো,
আমরা তোমাকে বলছি ছোট ভাই-
এখনও তুমি ভালো
মামার দেখাশোনা করছো
ভাইকে দেখছো
মামীর দেখাশোনা করছো
সবাইকে তোমার হাতে
রেখে যাচ্ছি

www.pathagar.com

দিমদাকখন নাংনা, বলজকনে	সবই তোমাকে জানালাম,
চিঙ্গা আবি আনুইন	আমরা, বড় বোনেরা
নাঙ্গি মামা আদুইন আগানজক	মামা- বড় ভাইয়েরা বললাম
চিঙ্গা বলাংজক, রি'নাজক চিঙ্গাবা	বলে গেলাম, আমাদের যেতে হবে
অ বান্দি চিঙ্গাদে	বান্দি আমরা...
রি'য়াংনাজক চিঙ্গাদে	আমরা যাই,
নাঙ্গি মামাদে মাচ্ছুরুদে চাখাতনাজক	তোমার মামা মাচ্ছুরু উঠবে–
নাঙ্গি মামাখো সম্মান দাকবো	মামাকে বিদায় জানাও
নাঙ্গি আদা দিগ্নিয়্যিখো নিরিকবো	বড় ভাই দিগ্নিয়্যিকে বিদায় জানাও
বা নাঙ্গি জিকআ	তোমার স্ত্রী কোথায়?
বাও নাঙ্গি দে-আ আপসান নিরকবো	কোথায় তোমার সন্তানেরা? একসাথে...
আপসান আগান	একত্রে বিদায় জানাও
নাঙ্গি ননোরাংবা রি'নাজক	তোমার ছোট বোনেরাও চলে যাবে
নাঙ্গি আনুরাংবা জকনাজক	ছোট বোনেরা চলে যাবে
নাঙ্গি বাগ্নারাংবা রি'নুয়া	ভাগ্নেরা চলে যাবে,
সংনি নকনি মিথ্রারাং	গ্রামের যুবতীরা
চাখাতনাজক দাসালদে	আজ উঠবে,
ওয়াল্লা ওয়ালগিন্নিংদে দংজক	দুই রাত থাকলাম,
সাল্লা সালগিন্নিংদে চা'জক	দু'দিন খেলাম।
চাআরিও হংজাওয়া চিঙ্গাবা	শুধু খেলেই হবে না
দঙ্গারিও হংজাওয়া চিঙ্গাবা	থাকলে চলবে না।
নকচা দংগিপ্‌পারাংদে	বাড়িতে যারা আছে
জাআখরাগিব্বাসা মিগ্‌গাগোনা গিব্বাসা	তারা অচল, অন্ধ
ইসং মা'খো দাকনুয়া	তারা কি করবে?
ববিল গিন্নাল সকবাওদে	যদি শত্রু আসে?
চাংফেংনাবা নিকজাওয়া	আটকাতেও পারবে না,
দি'সংনাবা নিকজাওয়া	প্রতিরোধ করতে পারবে না।
রামা সিঙ্গুবা	রাস্তা জিজ্ঞেস করলেও
আগাননাবা হা'ইজা বিসংদে	তারা দেখিয়ে দিতে জানে না।
চুরাম চা'স্‌কগিব্বা	বিছানায় শুয়ে
গিব্বা রারাসা	তাদের খেতে হয়,
মা'থেং গন্না গগাল্লি	লাঠি ছাড়া
দংগিব্বা ইসংদে	চলাফেরা করতে পারে না।
বুড়া রারা দঙ্গোঙ্গা	বৃদ্ধ
বিচ্চি রারা দঙ্গোঙ্গা	বৃদ্ধারা আছে শুধু...
ফাঙ্থি রারা দংজা	যুবক নেই
মিথ্রা রাংবা দংজা	যুবতীরা নেই,

www.pathagar.com

যে দংগিব্বা রাংবা রি'বাআ	যারা ছিল সকলে এসেছে-
দাউয়ানি চাসঙ্গা নামজানে	এখনকার যুগ কিন্তু ভালো নয়
অ- গিদ্দিং রি'বো	গিদ্দিং চলো
রি'নাজক চিঙ্গাদে	আমরা চলে যাই,
অ- খানজিং চিঙ্গাদে, জকনাজক	খানজিং আমরা ছুটি,
অ সিম্মিজিংআ ননআ	ছোট বোন সিম্মিজিং কোথায়?
থেঙ্কিজিংআ আনোআ চিঙ্গাদে জকনাজক	বোন থোঙ্কিজিং, যাই আমরা-
হা'নথাংথাংনি নকখ্রাচা রি'নাজক	নিজেদের ঘরে যাই,
হা'নথাংথাংনি জাম্মাচা সকনাজক মো	নিজেদের আস্তানায় পৌঁছি
রিঙ্গারিও হংজা	শুধু পান করলে তো হবে না।
সঙ্গাদামচা সকনাজক	গ্রামের বাড়িতে পৌঁছি।
চাআরিও হংজা	খেলেই হবে না-
চিগাথাংচা রি'নাজক	চিগাতে পৌঁছি।
হুমআয়ো... য়ে...	হুম...
চুখো রিঙ্গি দঙ্গোদে হংজাওয়া	চু খেয়ে থাকলে হবে না
মিখো চা'ই দঙ্গোদে হংজাওয়া	ভাত খেয়ে থাকলে চলবে না
খাক্সি বিরি স্নিখো রিংনাবা হঙা	সাতটি মুটকি খেতে হয়েছে...
বিরি গিদ্দা সকবঙ্গা নাপ্পা	সরু মুখ দিয়ে সাতজন ঢুকতে- বেরোতে পারে
সলমং গিদ্দা চিবঙ্গা নাপ্পি	বড় মুখ দিয়ে বিশজন ঢুকে,
সাগালগিদ্দা চু'হানে খাকসিনে	সাগরের মতো চু...
ইখো তুল্লিমুং খানবোনে সু'রিআ	সু'রি এটি তুলে খাইয়ে দিও
অ- সুরি নাঙ্গি নিকগম্মা মান্দিনা খান্বো	তোমার সামনে যারা পড়ে,
নাঙ্গি নাঙ্গি	তোমার সামনে
যে যে মান্দি হি'বা হুদ্রাংনা দুবো	যারা এসেছে তাদের খাজি দিও।
অ- খানজিংবা চা'খাতবো	খানজিংও ওঠো
বিসং রি'য়াংনা হাম্মিংজক	তারা ফিরে যেতে চাইছে
হানথাংথাংনি নকচা জকনা হাম্মিংজক	নিজেদের বাড়ির দিকে
চুয়াখোআ খানবিদা-মি'য়াখআ দু'বদা	চু- ভাত দাও মুখে
অ খানজিংআ, অ- সু'রিআ	ও খানজিং, ও সু'রি...
খান্নাখোদে রিংনাদে নাঙ্গা	দেয়া জিনিস পান করা উচিত
দু'য়াখোদে চা'নাদে- নাঙ্গা ম	যা দেয়া হচ্ছে তাতো খাওয়া দরকার?
অ রা'বাবুদ্দা	নাও না।
দিগ্নিয়আ খেন্জা বিয়াদে, সু'রিনা	দিগ্নিয় সু'রিকে ভয় পায় না
খান্নাওদে খা'নবো	পান করাতে চাইলে করাও
সলমং গিদ্দা খান্নমা	মুখ দিয়ে ঢেলে খাওয়াবে
বিরিগিদ্দা দুনোমা রিঙ্গেতনা	নাকি নল দিয়ে?

www.pathagar.com

অ নাআ রিঙ্গেত বো	টানো–
দিগ্নি্য আগানিংজক সু'রিখো	দিগ্নি্য বলছে সু'রিকে–
নাআ রাবাগিব্বান নাআ রিংচেংবো	তুমি এনেছো, তুমি খাও আগে...
জাকগিদ্দকখো সিক্কিমুং খান্না দিগ্নি্য	হাতে ধরে খাইয়ে দিয়েছে দিগ্নি্য
জাকগিদ্দকখো সিক্কইন্	হাত ধরার সময়
সাংগঙ্গাদে 'খ্রেপ' ইন্নি বিজক বিনিবা	হাত ধরলে শব্দ করে তার চুড়ি ভেঙ্গে গেল–
দিগ্নি্যনি রি'ম্মানা	দিগ্নি্যর ধরাতে,
খা'ওনাঙ্গিন রিম্মামা বিখা সইন রিম্মামা	রাগ করে- অসন্তুষ্ট হয়ে ধরেছে নাকি?
ইন্নেংজক দিগ্নি্য- সু'রিদে	সু'রি বলছে...
জাকগিদ্দকখো রিম্মোইন বিয়াদে	যখন তার হাত ধরে-
খেন্না ফাকসা দাকঙ্গা	তখনই তার ভয় ভয়
রাক্কা ফাকসা দাকঙ্গা	লাগছিল।
নাংখো জা'মান দননুয়া ইনেঙ্গা, বিয়াদে	তোমাকেই সর্বশেষ জেনেছি
নাংখো আফ্ফা গাতনুয়া	তোমাকেই স্বামী মানবো
নাংখো আঙ্গা ইনেঙ্গা, দিগ্নি্যখো বিয়াদে	দিগ্নি্যকে বলছে-।
আ খানজিং রা'বা	ও খানজিং আনো–
আঙ্গা রিঙ্গেতিংজক দা'খেন্না	খাইয়ে দিচ্ছি, ভয় পেয়ো না
ইসংনাবা	তাদের জন্যে।
দা'দাখেন ইসংনা	তাদের ভয় পেয়ো না
খান্নাখন খা'নগিন্নক	শুধু ঢালতে থাকবো
দু'য়াখন দু'গিন্নক	মুখে পুরতে থাকবে
সাকসাবা ওয়াতনাবে বিসংখোবা	তাদের একজনকে ছেড়ো না-
সাকসাবা ওয়াতনাবে	একজনকে ছেড়ো না, প্রয়োজনে আমরাও
রিংনা নাঙ্গো রিংখুগেন	আরো পান করবো...
চা'না নাঙ্গো চা'খুনা	প্রয়োজনে খাবো
আমানি চিঙ্গি চন্নোনি	আমাদের ছোট্টবেলায় মায়ের রাঁধা,
নিখং গানগিজাওনি	তখন কাপড় পরি কি পরি না...!
চুয়া সংগুয়া দঙ্গা	রাঁধা চু আছে
নাচিল খান্চিস্নি সিকগুব্বা দিক্ষা দঙ্গা	কান বানানো দিক্ষা আছে–
চিঙ্গি হি'খং গানগিজাও সংগিব্বা, আমানি	আমাদের ছোট্ট বেলায় মায়ের রাঁধা
ইখো তুল্লিবা'বিদ্দা ইনেঙ্গা, সু'রিয়া	এটি তুলে আনোনা– বলছে সু'রি।
অ-দাই সাওবা তুল্লিনা বিখো	কে তুলবে সেটি!
জামখপ চাখো নিনা রি'য়াঙ্গো বিসংদে	জামঘরে দেখতে গেছে তারা
অ বানবানন্নি রি'য়াং	বানবানি যাও,
রিঙ্গে চা'ই হিয়াংখানা কাপসা ইন্নোবা	এক কাপ হলেও খেয়ে যাক!
খু'সা ইন্নোবা রিংখানা চু	এক চুমুক হলেও–
গ্রকসাদে থিকনুয়া	এক ঢোক করে তো হবে

www.pathagar.com

খু'সাদে দু'নুয়া ইসংনা	একমুঠ খাইয়ে দেব তাদের,
চুয়াখোদে খানখুজা	চু খাওয়াইনি তাদের জন্য
মিয়াখোদে দু'খুজা বিসংনাবা	মুখে ভাত পুরে দেইনি
জাচাআরি রনুয়া	পরে অনুযোগ করবে
দানা মা'নি গিথমনি চেংসনমা'নি হা'সংনিদে	হাড়কিপটে এলাকার অধিবাসীরা...!
চাওয়ারিখো রাওবা ইসংদে	জামাই নিয়ে গেলেও
ইখো খান্জানে ইন্নোয়া	এটি খাওয়ায়নি বলবে,
ইখো দু'জাদে ইন্নোয়া	মুখে পুরে দেয়নি বলবে...
স্ফি খআ নিওআ	ফুঁ দিয়ে দেখলে
চিমাং বিলাঙ্গা, গিচ্চল্লা থবানদে,	চু'য়ের পোকার উড়ে যাওয়ায় থবান পড়ে গেছে
হুরর... ইন্নি বিলাঙ্গা চিমাং বিল্লাঙ্গাচানা	শব্দ তোলে একদিকে উড়ে গেছে
হু ইন্নি বিলাঙ্গা, বিলচানান	হু শব্দ করে উড়তেই
সিসুমাক্কি রয়েঙ্গা বিয়াদে	প্রায় মাতাল হয়ে গেছে
তুল্লিনোখো দন্নিবা বিয়াদে	উঠে দাঁড়াবে কি
দিজকনাবা মা'নজা বিয়াদে	মাথা তুলতেই পারছে না
সালথম নাবা নিক্জা বিয়াদে	সাহায্য নিয়েও উঠতে পারছে না
ইয়া চুখো	এই চু
দন্মা দমচেংমাচাখো	তুলে আনতে
দি'চাখাতনা মা'নজা বিয়াদে	তুলতে পারেনি।
দা'ওয়ারা সু'রিদে সিঙ্গিংজক	সু'রি চিন্তিত হয়ে পড়লো
মামাখআ ওয়াত্তামুং	মামাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম
আদাখআ নি'না দন্নামিং	ভাইকে দেখার জন্য রেখেছিলাম
মাওয়াবা দাকজংমিং, হি'চাআ রি'য়াঙ্গা	কি যে হলো, সেখানে গেছে
দাওয়াবা নাজা, দাওয়াবা সকজা	এখনো আসে না, এখনো পৌঁছে না–
হুইনা ওয়াত্তেতজক থদিকখো	থদিককে খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠালো।
মামা ইন্নেদে	মামা বলে
হিচা রি'য়াঙ্গে নিয়োদে বিয়াদে	সেখানে গিয়ে সে দেখলো,
মিকখেল দিকদিক দাক্কি দঙ্গেঙ্গা	এলোমেলো পড়ে রয়েছে।
চিমাংনি বিল্লানান বিয়াদে	পোকার উড়াতে
বিয়াদে, বিয়াদে	সে...।
হুল হুল মুকগুয়া বিয়াবা সিমসাকজা	হুল হুল শব্দ করেছে তবু ঘুম ভাঙেনি
বিয়াবা সিমচাকজা	জাগেনি
নিজতনাবা মানজা	চোখ খোলেনি।
বাদিক্কি দা'কনুয়া আঙ্গাদে	আমি এখন কি করি...?
ইনান রিয়াংজক-	সেজন্যে ফিরে গেল।
সু'রি হা'নথাং নাপ্পাংজক	সু'রি নিজে এবার আসলো
রিস্ফিলখো খিজামা ইনেঙ্গা	পুংলিঙ্গ কি বহন করোনি

www.pathagar.com

মি'য়া হংফাজামা নাআ- নাসঙ্গা	তোমরা কি পুরুষ নও?
আঙ্গি গান্না গান্নামিং সমানিন হংজা	আমার পরনের কাপড়ের সমান নও!
ইন্নেংজক	বলছে
বিনি মামা আদারাংখো	তার মামা- ভাইদের
গিসথেকে রয়েংজক	ভর্ৎসনা করছে
আঙ্গি চামি রাংইন বাত্তিদে	আমার প্রেমিক তোমাদের চাইতে...
দা'ও দি'থমিবা চা'ইনা মা'নখুনা বিসংদে	এখনো তুলে পান করতে পারবে।
চলমং গিদ্দা রিংগুপ্পা বিসং	বড় মুখ দিয়ে তারা খায়
বিরিগিদ্দা খানগিব্বাখো	সরু মুখ দিয়ে খাওয়া
সিন্‌গিজা বিসং	তাদের অপছন্দ
নাসংআ বিসংমুং হামনোমা	তোমরা কি তাদের সাথে পেরে উঠবে?
নাঙ্গি বনিং রাইগিদ্দা	তোমাদের ভগ্নিপতির
সকনুমা না'সংআ	নাগাল কি তোমরা পাবে?
দাউবা না'সংদে	এখনো তোমরা
আগ্নিনিংইন দি'চানা মা'নজা না'সংদে	দু'জনেও তুলতে পারলে না!
দাউবা না'সংদে আগ্‌গিনিংইন না'সংদে	এখন তোমরা- দু'জনও?
সালজতনাবা মা'নজা না'সংদে, না'সংদে	টেনে একটু নিচেও নামাতে পারোনি...
ইনাইন বান্দিদে হা'নথাং নক্কন	এজন্যে বান্দি সেই ঘরে
মানিগিব্বানি দনচা নাপ্পি	মামী যেইখানে রেখেছিল, সেখানে ঢুকে
রা'ইজক বিয়াদে	আনলো-
বাগিবাবা না'সংনি চু'বা	কোনটি তোমাদের চু?
বা'সক্কনি মি'বা?	কবেকারই বা ভাত?
ইন্নারি	বলেই-
দি'থমফ্রতি রাবাই	তুলে এনে
সুষুমরাও দনজক	সুষুমরায় রাখলো
বিয়াদে, বিয়াদে	সে।
চিমাং মাংসাআন জাক্কামবুবু	একটি পোকাই দু'হাত ভরে যায়
জাক্কাবুগিদ্দা হঙা	ভরে যায়
ইয়া চুমাংনি জঅংবা	বেঁধে রাখা চু'য়ের
ইখোইন মাংফ্রাক মাংফ্রাক সু'য়ালবো	এটিই একটি একটি করে পরিবেশন করো
ইন্নে আগান্নাবান	বলছে...।
সু'রিআ দিগ্নিনাদে	সু'রি, দিগ্নির জন্য
মাংগিনিং রন্‌বো	দুইটি দাও।
বান্দিনাদে মাংগিনিং রন্‌বো	বান্দির জন্য দুইটি
ইনেঙ্গা বিসংদে	বলছে কেউ কেউ।
বানবানিনা থবাননা রন্‌বো	বানবানির জন্য, থবানের জন্য দাও
মাচ্ছুরু না খালদিক রন্‌বো	মাচ্ছুরুর জন্য...

www.pathagar.com

অ সু'রি	ও সু'রি...
সাংমারাচ্চানাবা রন্‌বো	সাংমারাচ্চার জন্য দাও
বুদারাচ্চানাবা রন্‌বো	বুদারাচ্চার জন্য দাও
বিনি ননরাংনা	তার ছোট বোনদের জন্য
বিনি আনোরাংনাবা	ছোট বোনদের জন্যেও
চি'ন্‌বো ইন্নিংজক সু'রিদে	মুঠ বানাও, বলছে সু'রি।
অ খানজিং	ও খানজিং...
নাঙ্গি আমা সারিরাংখো নিবো	তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকদের দেখো।
খাতনাবা দঙ্গা	চলে যেতে পারে
গেলনাবা দঙ্গা	এড়িয়ে যেতে পারে।
অ... আঙ্গি আমারাংদে	না, আমার মায়েরা
খাতজাওয়া	যাবে না।
আঙ্গি আবিরাংদে	আমার ননদেরা
আদাগিব্বারাংখো দন্নিম্মন্না রি'জাওয়া	বড় ভাইদের রেখে যাবে না।
ইসংদে মামাগিব্বারাংখো দনগাল্লে	মামাকে ফেলে রেখে
রিকজাওয়া বিসংদে	চলে যাবে না...।
বিসংখোদে আগানিন রিম্‌বা	তাদের বলে নিয়ে এসেছি
একস্‌ল সালসা ইসংদে	তারা একই মতের
জিচাবা হি'খানা	যেখানে যাক
জিচাবা মালখানা বিসংদে	তারা যেখানেই বেড়াতে যাক না কেন
সিনা নাঙ্গো আপসান সিনুয়া	মরতে হলে একসাথে মরবে
র'ন্‌না নাঙ্গো আপসান রন্‌নুয়া ইনেঙ্গা বিসংদে	জীবন দিতে হলে একসাথে দেবে
অ মামা মাচ্ছুরু	অ মামা মাচ্ছুরু-
নাআ মা'খো আগান্না আগানবো	তুমি কি বলতে চাও বলো,
আনচিংনি মামানা আনচিংনি আদানা	আমাদের মামা- ভাইদের জন্য
অ- আই আঙ্গা গগ্নাসক	আমি গগ্নাসক
আঙ্গা নাম্মিন আগানগিন্নকনে আহা	ভালোমতো বলা শুরু করি তাহলে...
গগ্নাসক না	গগ্নাসক আমি (কথা)
দাউবা আ নাঙ্গি আদারাং মা'খো আগানিঙ্গা	এখনো তোমার ভাইয়েরা কি বলছে-
সাংমারাচ্চা	সাংমারাচ্চা?
চাওয়ারিখো মা'নজক বিয়াদে	জামাই পেলো
আমামিঙ্গা মা'খো আগাননুয়া বিয়াদে	মায়ের সাথে আর কি কথা বলবে?
দাউ চুফাল রন্না মা'নজা ইন্নে	এখন চু দিতে পারেনি বলে
জাজারি দংজক বিয়াদে	অস্বস্তিতে পড়ছে সে
বিতবাত্তারি রংজক বিয়াদে বিয়াদে	রাগে এদিক-সেদিক করছে...।
হা'নথাঙ্গি জিক্কাথাংকো আগান্না বিয়াদে	স্ত্রীকে বললো
নাঙ্গি বিথুপ দনগুপপারাংখো	তুমি যে চু জমিয়ে রেখেছিলে-

www.pathagar.com

বাসিকবা দঙ্গামিং রন্‌বো	যা কয়টি আছে দাও–
নকস্‌থংসা ইন্নোবা	অর্ধেক হলেও
জাম্মা থংসা ইন্নোবা রন্‌বো	জাম ঘরের অর্ধেক হলেও।
চেঙ্গোইন আঙ্গাদে	পূর্বেই
বিখো জন্ম হঙ্গোনিন সঙ্গা আঙ্গাদে	তার জন্মের সময় রেঁধেছিলাম আমি
চাওয়ারিখো রা'না নাংনা	জামাই নিতে হবে,
বিনি ননোরাংনা	মামাতো বোনদের জন্য
সারিখো ইন্নেন আঙ্গাদে	ননদদের
মিকসঙ্গিন আঙ্গাদে চান্না	নামেই রেঁধেছি।
নাআ সাল্লি র'নবুদা	তুমি টেনে দাও না,
নাঙ্গি বাগ্নারাংখো	তোমার ভাগ্নেদের
নাঙ্গি আদারাংনা	বড় ভাইদের
নাঙ্গি গ্রি রাংনা	তোমার আপনজনদের
না'ঙ্গি আনোরাংনা রন্‌বো	ছোট বোনদের জন্যে দাও
নক খান্‌সা দঙ্গোবা রন্‌বো	একটি থাকলেও দাও
জাম্মা খান্‌সা দঙ্গোবা রন্‌বো ইসংনা	ঘর ভর্তি থাকলেও দাও...
গিদ্দক নাম্‌না গিদ্দা	গলা যেন ভেজে!
খা'বাক সু'সিনা গিদ্দা রন্‌বো	গলা ভেজানোর জন্য দাও–
চুয়াখোবা ইয়া	এই- চু।
সগিব্বা জিনিশখো	বয়সী চু
সা বাদিঙ্গি হ'ন্নাজক	কে কিভাবে দেবে?
আনচিঙ্গি আফফারাংদে	আমাদের পিতারা
আনচিঙ্গি চ্রা রাংদে	স্বজনেরা-
দি'থমনাবা মা'নাজ'ওয়া বিসংদে	তুলতেও পারবে না,
সালথমনাবা নিকজাওয়া... ইসংদে	টেনে আনতেও চোখে দেখবে না
ইনদাকগুয়া বিলখোদে দংজা, বিসংদে	এমন শক্তি- তাদের নেই
ওয়াকখআরা রিম্মবা মা'নজা ইসংদে	শূকর ধরতেও তারা পারে না
বল্লা বিলসিসিন্নিনিখো	সাত বছর
খা খারি সিননি নি ওয়াকখো	বয়সী শূকরটি।
দাওবা রিম্মদে, মিথমখো দু'অবা বিসংদে	এখন ধরলে, ভাতের ঢেলা মুখে পুরে দিলে
আঙ্গি মি থম্‌সাখো	হাতের একমুঠ ভাত-ই
চা'ই বনখুজানআ খিনজিংনি ফিসাদে	খেয়ে ফুরোবে না খিন্‌জিংয়ের সন্তান
মিফালসাখন ইসংদে	একবেলার ভাত-ই!
আগ্‌নিংবা চ'নজাওয়া	দু'জন খেয়েও ফুরোবে না–
আঙ্গি থম্মি রন্নাখো	আমি মুঠো বানিয়ে দিলে
ইনাইন বিসংখো	এজন্যেই তাদের
সাংমারাচ্চা দলনি ফি'সাখো	সাংমারাচ্চার বাচ্চাদের

www.pathagar.com

চ্রা হঙ্গোবা আঙ্গা
ফি'সা হঙ্গোবা আঙ্গা
বাদাগিপ্পা বিলখোদে হনজক ইন্নেঙ্গা
বাদাগিব্বা বিখাখো দনজক ইনেঙ্গা

হেইমা... দাআসালদে মো
হেই রি'বো রি'বো
রি'বো রি'বো রি'বো
হেই খানজিং
অ গিদ্দিং
সা সাআবা রি'বাআ
সা সাআবা দ'বাআ, রি'বো
নক্কাআরা চেল্লাদে
সঙ্গাআরা চেল্লানে
সাওয়াবা দংসুনা
সাওয়াবা চা'সুনা
সঙ্গো-নক্কো নিদে
মি'থ্রা-ফাস্থি রাংদে
রি'বা থক্কা
মিগ্গা গারা গিব্বাসা
জাআ খরা গিব্বাসা দংসুয়া
ইখো সাঙ্গি নিনা
সাওয়াবা দংসুনা
সাওয়াবা নিকসুনা
সাংমারাচ্চানি নক্কোদে
সঙ্গ-ই রিদ্দি দংসুনা
মান্দিখবা নিকজাজক
আখিখোবা নিকজাজক
সামুংসাই, চেমি সাইনিনাজক
ও বুদারাচ্চা নিবো
সা সা দঙ্গা
সা সা চাআ
সঙ্গনা রিত্না নাংনুয়া
দাউদে সকবানা আইয়াও
সকবানাদে নাঙ্গংজক

দাআসালদে মো
অ- মামা নাআদে

চ্রা হলেও আমি
সন্তান হলেও
কেমন শক্তি দিয়েছে বলছি?
কত সাহস...?

আজকে...
চলো
চলো চলো
হেই খানজিং
ও গিদ্দিং
কে কে এসেছে
কে কে পৌঁছে গেছ- চলো
অনেক দূরে বাড়ি
অনেক দূরের গ্রাম
কে থাকবে
দেখাশোনা করার জন্যে
গ্রামের
প্রায় সকল যুবক যুবতীই
চলে এসেছে-
যারা দৃষ্টিহীন
চলাচল করতে অক্ষম তারা ছিল,
এটা গুণে দেখতে
কে থাকবে
দেখাশোনা করবে
সাংমারাচ্চার ঘরে
রান্নাবান্না করে রাখবে
এমন লোক তো দেখছি না
দা'টিও খুঁজে পাচ্ছি না
ডাক দিয়ে দেখি-
বুদারাচ্চা দেখো
কে আছে
কে কে ইতোমধ্যে খেয়ে নিয়েছে
রান্নাবান্না করতে হবে
কখন যে পৌঁছে যায়!
আসার সময় হলো–

আজকে...
আহ্ মামা তুমি তো

www.pathagar.com

ইনদাকারি দঙ্গঙ্গা	এইভাবে রয়েছো–
চুসথম্মি দঙ্গঙ্গা নাআদে	ঝিমিয়ে রয়েছো
চেমিসাই নিজা নাআদে	এদিক-সেদিক খেয়াল করছো না
নিবো, মায়াবা দংজা	দেখো, কি নেই
মাখোবা আগান্না	কি বলতে হবে
সঙ্গনা রিত্না নাংগিব্বারাংখো	কি কি রান্না করতে হবে
সংনি মান্দি, রাংখো	গ্রামের মানুষদের
হা'নি মাচ্ছক রাংখো নিবোমো...	মাটির হরিণ (গ্রামবাসী) দের দেখো...
সাংমারাচ্চা রি'বাজক্কদে	সাংমারাচ্চা আসলে
নাচিল রাত্তি রনুয়া	কান কাটা যাবে!
খি'মি সিক্কি নিনুয়া	লেজে টান লাগবে!
মা'খো আগানাঙ্গা	সে কি বলে গিয়েছে
বিয়াখো রিম্মি মিন্না নিসুবো	সব ঠিক করে রাখো
এইখাখো	সেসব।
মা'গিব্বানি জিল্লোনি চন্নোনি	মায়ের পালিত
মিগ্রা-ফান্থি দঙ্গোনি	সে তখনো ছোট-
ওয়াক্কা জিলগিবাখো	সেই শূকরটি
দে'নসুখানা আগান্না	কাটতে বলে গেছে
ইখো সিকসুখানা	সেটি ধরতে
চে'মিসাই দনাঙ্গা	জানিয়ে গেছে
অ- সাংমারাচ্চাদে	সাংমারাচ্চা
ইখো সংসুজাওদে	এটি যদি রান্না করা না থাকে
ইখো রিতসুজাওদে	সেদ্ধ করা না থাকে।
সংনি মান্দিখোদে	গ্রামবাসীদের
আইয়াও খা'চাগিন্নকমো	বকাঝকা করবে,
আইয়াও মিদ্দাগিন্নকমো	অসন্তুষ্ট হবে।
অ বুদারাচ্চা অ	ও বুদারাচ্চা
আইয়াও নিবো না'দে	তুমি দেখো
নাআ সান্নি নিগিব্বা	তুমিই সবকিছু দেখার
নাঙ্গি আমা নকনিখো	তোমার মায়ের ঘরের
নাঙ্গি আম্বি নকচংনিখো, নিবো	নিজের নানীর ঘরে দেখো
মা'খো আগানাঙ্গা	কি দিক নির্দেশনা রয়েছে
মা'খো বলাঙ্গা	কি বলে গিয়েছে–
ইখো নিবোমো	খেয়াল রেখো
আইয়াও রি'বায়েংজকসা	হায়, চলে আসছে
খরবদে সকবাজক	খবর পৌঁছে গেছে
নাসংদে	তোমরা তো

www.pathagar.com

মামুংবা দাকসুজা	এখনো কিছুই করোনি
মামুংখোবা রিত্‌সুজা	কিছু সেদ্ধ করোনি
আইয়াও- দাউনাবা	এখনো...
মামুংদে হংজামো	কিছুই কি হয়নি?
দাউনাবা নাসংদে	এখনো তোমাদের...
সংআ রিত্তা হংখুজা	রান্না-বান্না হয়নি
সংনি মান্দি দংজামা ইন্নাজক	গ্রামে কি মানুষ নেই, বলবে
সংনি চাচ্চি	পাড়া-প্রতিবেশী
চাচ্চি দংজামা	আত্মীয়-স্বজন কি নেই?
য়ম্ হাই... রারা, রিমবো	হ্যাঁ...
নাঙ্গি জামাইখো রিম্‌বো	জামাইকে বিদায় জানাও
আইয়াও দা'ই	
... ...	
ম্যাগিপ্পা নগিপ্পারাংখো	মা-বোনদের কাছ থেকে
আশীর্বাদ রাখানা	আশীর্বাদ নিক
ইখোবা সিক্‌বো	দেখো...
ইন্দাকে হঙ্গোদে... বান্দিদে	বান্দি এমন হলে
খাআও নাং-ই রিওদে নামজা	গোস্বা করে গেলে ভালো নয়,
বিখাসুয়ে রেঙ্গোদে নামজা	রাগ করে গেলে ভালো নয়,
অ মামা মাচ্ছুরু	ও মামা মাচ্ছুরু
রি'নাজক আঙ্গাদে	আমি যাত্রা শুরু করবো
আহাই গপ্পাসক	গপ্পাসক কেশে-
আইয়াও রি'বো	হ্যাঁ চলো
নাঙ্গি মামাচি	তোমার মামার কাছে (কথা)
আইয়াও নাআ হানদিলগিব্বা	তুমিই ঝাড়া দেয়ার-
আঙ্গা বাকবিজক গপ্পাসক	প্রস্তুত...
আইয়্যো... রি'বো	আশ্চর্য, চলো...
মামা মাচ্ছুরুদে আগানজক, আগানজক	মামা মাচ্ছুরু বললো
নাম্মাখোন আগান্না বিয়াদে	ভালো
খু'পাখন আগান্না বিয়াদে	তার মুখের কথা-
রি'না নাঙ্গোদে রি'বো	যেতে হলে চলো
নাঙ্গি মামাচা	তোমার মামার কাছে
জক্‌না নাঙ্গোদে জকবো	ছোটার প্রয়োজন ছুটো
হাই রিগ্‌নক	চলো যাত্রা শুরু করি
দাআসালদে মো	আজকে
মামাআনি নক্কোনি রি'না	মামার ঘর থেকে

www.pathagar.com

আফ্‌ফাআনি আমানি নক্‌নি জকনা	স্বজনদের ঘর থেকে ছুটি...
সিলবিরাখন সু'য়া... মামাখো	মামা মামীর কাছে
খুফাখোদে দনসুয়া... মানিনা	প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।
বিসঙ্গন নিগন্নক	তারাই দেখবে
ফি'সা সাকসাওবা	একমাত্র সন্তান হলেও
বিয়া নাম্‌জা ইন্নোবা	সে খারাপ হলেও
সিংইন নাংগিনা... নাংগিনক	তাদেরই প্রয়োজন পড়বে
হাই রি'বো মো	চলো
গিদ্দিকনাবা নাংজা	নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই
গিসিনাবা নাংজা	অভিমানের প্রয়োজন নেই
মা'না বাই? ইনো...	এখানে
মামাচাবা রিগ্নক	মামার কাছে যাবো
মানিচাবা সকগিন্নক দা'সালদে মো	মামীর কাছে পৌঁছবো
মাই... দাগ্‌গিন্নক	কি
হাই রি'বোমো মামাচি	চলো মামার কাছে
রা চিংচা	তাদের কাছে...
মামাআনি নক্কনা রি'না	মামার বাড়িতে যেতে
আঙ্গা খেন্‌জাওয়া	আমি ভয় পাই না
চাম্মি নাঙ্গি নকচা	প্রিয়তমার ঘরে
জিগ্না থাঙ্গি নক্‌চা, রি'না	নিজের স্ত্রীর ঘরে যেতে
আঙ্গা খেন্‌জা	ভয় নেই।
মাইয়ানা না'সঙ্গা বন্‌ঙ্গা?	তোমাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কেন?
মাইয়ানা না'সঙ্গা খেন্না	তোমরা কিসের জন্য ভয় পাও?
আঙ্গা মামিঙ্গাবা দাকজাওয়া	আমি কিছু করবো না-
বান্দি আঙ্গা	আমি বান্দি।
খুশি মতোন রি'নুয়া... আঙ্গা	খুশি মনেই আমি যাবো
মানিয়ানি জাকগ্নিদক রিম্মবা	মামী হাতের কব্জী ধরলে
আঙ্গা রিগন্নক ইন্নেঙ্গা	আমি যাবো বলেছে-
মামা থাংনি রিম্মবা আঙ্গা	মামা হাত ধরলে-
আঙ্গা নাংখো জিলগিন্নক	এখন থেকে আমি তোমার দেখাশোনা করবো
ইন্নেঙ্গা বান্দিদে	বলছে বান্দি।
অ ইনি মসা বনিং রাংআ	ও তার মামাতো ভাইয়েরা
আইয়াও রিম্মি নিবুদা	ডেকে দেখো
আইয়াও রিম্মি নিবুদা	ডেকে দেখো
আইয়াও সিঙ্গ-ই নিবুদা	কথা বলে দেখো।
ইন্নেঙ্গা বিসংদে	বলাবলি হচ্ছে
মসা বনিং দংজামা	মামাতো ভাইয়েরা কি নেই?

www.pathagar.com

ইন্নেঙ্গা মাচ্ছুরু দে	মাচ্ছুরু বলছে
অ গপ্পাসক	ও গপ্পাসক (কথা)
আইয়াও নাসং মসা বনিং	সব মামাতো ভাইয়েরা
রারাদো হংবাজাহামা	কি আসেনি?
এহেই গপ্পাসক	গপ্পাসক ॥
আইয়াও দা-ই রিম্মি নিগ্নক	বলে দেখবো
সাল্লি নিগ্নক	টেনে দেখবো
মামা গিব্বানি নকচিনা	তার মামার ঘরে
আঙ্গা দিল্লি নিগ্নক	আমি পথ দেখাবো
সাংমারাচ্চাবা	সাংমারাচ্চা
অ- বুদা রাচ্চা	ও- বুদা রাচ্চা
অ- থেংকি রাচ্চা	থেংকি রাচ্চা
আগানেঙ্গা ইসংদে	ডাকছে,
দা-উবা বিসংদে	তারা
জাকগিদ্দকখো রিম্নাইন খেন্না	হাতের কব্জি ধরাতে ভীত,
বান্দিনা	বান্দি
জাকসিথেপ রন্নোইন থিল্লাঙ্গা ইসংদে	কনিষ্ঠা বাড়ালে ছিটকে পড়ে গেছে
জাকসিথাংকো রিম্না	আঙ্গুল ধরে দেখলে
মেশাক্কা বিসংদে	তাদের হাতে চুলকানি উঠলো
মিক্রনখো নিয়অন খেন্না	চোখের দিকে তাকালেই ভয় করে!
সাংমারাচ্চাদে... এ...	সাংমারাচ্চার।
জাংগিল থিক্কি নিয়অন	পেছন ফিরে তাকালে
আম... হাম্মবা	পেছন ফিরে চাইলে
আন্দালাংখো দনসুয়া	অন্ধকার গ্রাস করে ফেলে!
ইন্নেঙ্গা বিসংদে এ...	তারা বলাবলি করছে...
হাই রি'বো... নাম্মি	ভালোমতো চলো
দা... ইন্নেঙ্গা	এখন
দাউদে সকনাজক	এখন পৌঁছে যাবো
নকরাদিংখো নিগাম্মে	উঠোনের দিকে তাকিয়ে
রি'নাজক ইন্নেঙ্গা	যাই বলছে,
হাংগিদ্দকখো চাংসাদে রিজক	একবার এবড়ো-থেবড়ো পথ মাড়ালাম।
নকখো নিগামাংইংজক	বাড়িটা প্রায় দেখা যাচ্ছে
বান্দিখো	বান্দিকে
রিমদে রিম্মাংবিবিজক ইসংদে	সত্যি তারা নিয়ে গেল
রি'বাআনি সময়ন	আসার সময়ে,
সাংমারাচ্চানি জিকরাংদে	সাংমারাচ্চার স্ত্রী-গোষ্ঠীরা

www.pathagar.com

দাংগাখোন সিন্নামা
পইসাখোন গাত্তামা ইন্নে
বিনি হান্‌দিল মআ বিসংদে

সোনাদানা ছড়িয়ে
রেখেছে না-কি?
শিরশিরিয়ে উঠেছে!

দা... সাদে... মো
সু-রিইন দননুয়া
ইন্নেঙ্গা বিসংদে
সুনারাংখো রিপ্‌রাপ্পে দননুয়া
ইনেঙ্গা বিসংদে
অ- মামা দা'চেং
মামানি নকচা
চিঙ্গা দিলগিন্নক ইন্নেঙ্গা

আজকে
সু'রিই রেখেছে-
তারা বলছে
সোনায় ঝলসিয়ে রাখবে
বলাবলি করছে
মামা একটু দাঁড়াও
মামার ঘরের দিকে
আমরা পথ দেখাই বলছে

দাআসালদে মো
দাজাদে মো...
মামাআনি নকচা সক্‌না গুদ্দুদুও
দু'য়া গিস্‌ক থাংঙ্গা
দু'য়া গিস্‌ক বা'য়েংজক

আজকে
এই সময়
মামার ঘরের ঠিক সামনে
মোরগ ডাকছে
মোরগ ডেকে উঠছে...!

ইন্নাজক
আইয়্যুদা'ই সকবাংজক
রামা দু'য়ারাখোদে
নিজতজক ইসংদে
দাউনাবা না'সংদে
ওয়াকখোদে রি'মখুজা
দ'ফিসাখো সালখুজা না'সংদে
ওয়াকনি দাল্লা মা'নচাবা
ওয়াগি চনস্নিনি চাফিল্লা
ওয়াকনি দাল্লাবা
রিংখং চাখেতফিল্লা, বিয়াবা
নেই!
'উক' ইন্নি সিকনা মানজা ইখোদে
সামচেং তালখো দি'ইনা নিকখুজা
হেই সাকসাবা আংগিজা

বলবে
এসে পৌঁছেছে!
রাস্তা এগিয়ে
তাকাচ্ছে।
তোমরা এখনো
শূকরটি ধরোনি
মুরগিও প্রস্তুত করোনি
শূকরটি কম বড় হয়নি!
পিঠের ওপর সাতটি বাঁশঝাড়!!
কম বড় হয়নি!
চোয়ালের ভেতর দাঁতের আর অবশিষ্ট জায়গা
আদর করে ভুলিয়ে এটিকে ধরা সম্ভব নয়
সেটি বিন্দুমাত্র কেউ নাড়াবে-
কেউ না...

য়্যা ওয়াকখো রিম্‌না
চিঙ্গাদে মা'নজাওয়া... ইন্নেঙ্গা
'উক' ইন্নি সিক্কোয়া
মাইল সানা থিলাঙ্গা ইসঙ্গা

এই শূকরটি ধরার জন্য
আমরা পারবো না, বলছে
উক শব্দ করে ধরলে
এক মাইল দূরে ছিটকে গেছে

www.pathagar.com

দা'সাকসা রিম্মবা
ফাল্লংসানা থিল্লাঙ্গা
মান্জা ওয়াকখোদে
সামাংজাই ইখো... রিম্নাজক
বান্দি হি'বাগিজাদে মা'নজাওয়া
দিগ্নি্য সকবাগিজাদে মা'নজাওয়া... ইখো
চাওয়ারি হঙ্গোবা
বিল্লবিল্গ্রি রা-রাই ইনোদে...
সাংমারাচ্চানি দল্লো
আঙ্গিগিব্বা দংজা, খ-সালগিব্বা দংজা
জা'ফিং সাক্সা এল্লানান থিলাঙ্গা
মিত্চিবঙ্গা থিলাঙ্গা
সিকদে সিক্ঙ্গা বিসংবা
গ্রিমদে রিম্মি নিয়াঙ্গা ইসংবা
খেনগিজান রিম্মামিং ইসংবা
রাংহা হাম্ফিল্লানান থিলাঙ্গা
রাংহা হা'নদিল্লানান গথিল্লা বিসংদে
রামা মান্জায়েইমিংনা ইসংদে
সেংই থম্মি দংঙ্গা বিয়াদে, বিসংদে
সাংমারাচ্চা দলদে, ইসংদে
বান্দি- রি'বা গিজাদে
বানবানিয়া সকগিজাআদে
ইসংদে মা'নজাওয়া
ওয়াকখো চা'না মা'নজাওয়া
দ'ফিসাখো চা'নাবা থিকজাওয়া
চুখো থেক্না হাম্মবা
জান্থি জান্থি স্লিসা বিয়াবা
সাকস্লিদে চিল্লিমুং নিয়া
চিলথক্কিবা মা'নসুজা বিসংদে
চুয়া-চুয়া দাব্বি দনগুয়া
ইনোবা সাংমানি দেমিচিক
গান্না গিন্নাং
গান্না-গিন্নাং-গাল্লাং দাক্কা সময়োনি
মাগুবানি চুখুপ সংগুব্বা ইয়াবা
সগন মাংসাগিদ্দা
হংফিল্লা চিমাং
হরর ইন্নি বিল্ফিল্লা

আরেকজন গিয়ে ধরলে
সেও এক ফার্লং দূরে পড়েছে...
শূকরটিকে পারেনি
কে সেই ব্যক্তি যে এটিকে ধরবে!
বান্দি না আসলে সম্ভব নয়
দিগ্নি্য না পৌঁছলে কেউ পারবে না...
হোক না তারা বর!
এখানে সবাই অসমর্থ
সাংমারাচ্চার দলে
শক্ত সমর্থ কেউ নেই
এক পা নাড়ালেই ছিটকে পড়ে
পনেরো হাত দূরে ছিটকে গেছে
ধরার চেষ্টা করছে
তারা অবশ্য চেষ্টা করছে...
সাহস করেই ধরেছিল
একবার পিছ ফিরতেই ছিটকে গেছে
লোম ঝাড়তেই আছাড় খেয়েছে
উপায়ান্তর না দেখে...
অপেক্ষা করে আছে
সাংমারাচ্চার দল
বান্দি না আসা পর্যন্ত
না পৌঁছা পর্যন্ত
তারা পারবে না
শূকর খেতে পারবে না
মুরগি ভাগে পড়বে না
চু নামাতে চাইলে
ছয়জন মিলে
ছয়জন তুলে দেখেছে
চেষ্টা করেও পারেনি
মাটি লেপ দিয়ে রাখা
এখানেও সাংমার কন্যা
যখন খুব ছোট
কাপড় পরে কি পরে না সে সময়কার!
সেই সময় রান্না করা চু
একটি চিলের সমান
সেই চুয়ের পোকা,
শব্দ তোলে উড়তেও সক্ষম

www.pathagar.com

য়্যা চুখো দিইমিন্না দন্‌সুনা	সেটি তুলে এনে রাখতে
আগানা সাংমা	বলছে সাংমা।
ইখো চেক্কে দন্‌সুবো	এটি প্রস্তুত করে রাখো
ইখো সংই দনসুবো	প্রস্তুত রেখো
ইন্নো চিল্‌ফাক্‌নান মান্‌জা ইসংদে	বললে তুলতেই পারেনি তারা
বিফংখনা নিক্‌জা ইসংদে	ধরার লাঠিটিই খুঁজে পায়নি
গিদ্দিং হি'বাই খা'চাআ	গিদ্দিং এসে রাগ করেছে–
দাওবা না'সংদে	এখনো তোমরা
মামিংবা দাক্‌খুজা	কিছুই করোনি
মা'মিংবা হঙখুজা	কিছুই প্রস্তুত হয়নি
ৰাদাকগিব্বা মান্দি	কেমন মানুষ
বাগিব্বা মান্দি... না'সঙ্গা	কোন্ ধরনের মানুষ তোমরা
রিস্‌ফিলখো আকখেত্তি গাল্লেত ইন্‌জক	লিঙ্গ ছিঁড়ে ফেলে দাও-
ইয়্যা মিয়া হংজাওদে	এটি না পারলে!!
গাথিল্লিমুং গাল্লেত	লাথি মেরে ফেলে দাও,
নামচিকগিব্বারাংদে, খা'চাইমুং রয়েংজক	পুত্রবধূরা রাগারাগি করছে।
য়্যা চুখো দি'না মা'নজাওদে	এই চু তুলতে না পারলে
আঙ্গা দি'ই রা'বানা ইন্নে	আমি তুলে আনি বলে
গিদ্দিংদে দি'ফংফুয়ে রা'বাআ বিয়াদে	উঁচু করে তুলে আনলো
সুষমরানি খ্রঙ্গো রা'বাই	সুষমরার খুঁটিতে
দি'খমফ্রয়ে রা'বাজক ইসংদে বিয়াদে	তুলে নিয়ে আসলো
দাউদে সাআবা নিগন্নক	এখন কে দেখবে
সাআবা চেকগিন্নক ইন্‌ঙ্গা	কে প্রস্তুত করবে বলছে
চিমাঙ্গানি বিল্লানান	পোকার উড়ে যাওয়ায়
দক্‌সিসিম্মাক্কাগিদ্দা	বারি খাওয়ার মতো
সিমিমাক্কি র'য়েঙ্গা	আধমরা হয়ে আছে
চু'খো চেক্‌না হাম্‌গিব্বা	যে ব্যক্তি সে চু প্রস্তুত করতে চেয়েছিল।
গিদ্দিংনি গান্না গেল্লাং গেল্লাং	গিদ্দিংয়ের ছোট্ট কালে
মা'গিব্বানি সংগিব্বা	মায়ের রান্না করা
চুখুপনি চু য়্যা	এই চু।
ওয়াকখো রি'ম্মি নিয়বা মান্‌জা দন্‌সুজক	শূকর ধরতে চাইলেও পারেনি, রেখে দিয়েছিল
দারাংনাবা মান্‌জাজক ইন্নে	পারলো না বলে।
ইখোয়ারা সিক্‌সুবো	এটি প্রস্তুত করো
চিখোয়ারা গাতসুবো	পানি ঢালো
হুম হায়... দু'য়া গিসিক বাওদে	মোরগ যদি ডেকে ওঠে

www.pathagar.com

রি'চাখাত্তি নিরুমবো	জেগে ওঠো
হিচা কাত্তি নিরুমবো	জাগো সবাই
সাল্লা চেক্কনাঙ্গোদে	কোনো কাজ যদি না থাকে
হায় রি'বুমবো	চলো
অ মামা মাচ্ছুরু	ও- মামা মাচ্ছুরু
খি'মিয়ারা জলরুরু	লম্বা লেজওয়ালা
আইয়াও খথকথক্কে নিবুদা	পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখো
মাওয়াখো রা'বাআ	কি এনেছে
মাআখো সালবাআ রা নিবুদা	কি নিয়ে এসেছে দেখো
নাআ থেক্কি নিজাওদে	তুমি যদি খুলে না দেখো
মামা গিব্বি দঙ্গা ইনেঙ্গা	মামা আছে
আদা গিব্বি দঙ্গা ইনেঙ্গা	ভাই আছে
দাউদে বিসংদে	তারা
চাওয়ারিনা রি'বাআ	জামাইয়ের জন্য এসেছে
রি'চাকাত্তি নি'নাজক ইসংদে	তারা উঠতে চাইবে
রি'চাকাত্তি রি'নাজক ইসংদে	চলে যেতে চাইবে
রা সিকরুমবো রি'রুমবো	ধরো নিয়ে চলো।
সা সা রি'বাজক	কে কে এসেছে
সা সাবা দগিনক	কে কে যাবে
রা রিরুমবুদা	চলো...
অ- বুদারাচ্চা	বুদারাচ্চাহা'ই রিয়ে
হা'ই রি রি'বোমো	গিয়ে দেখি
অ- দরেং রাজা, আইয়ো	হে চিলরাজ
নাঙ্গি মসা বনিংখো	তোমার মামাতো ভাইদের
জাকগিদ্দকখো সিক্কি নিবুদা	হাত ধরে বলো
রিম্মি সাল্লি নিবুদা	টেনে দেখো
অ- মামা মাচ্ছুরু	ও- মামা মাচ্ছুরু
নাংদিখোবা নিরিকবো	তোমার সন্তানকে বিদায় জানাও
নাংদিখোবা	সন্তানকে
আগানিমুং ও'য়াত্তেতবো	বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, উপদেশ দিয়ে যাও
জাওয়ামিংবা নিরিনাবা দঙ্গা	অন্যের সাথে ঝগড়া করতে পারে
জাওয়ামিংবা গিসিনা দঙ্গা	মনোমালিন্য হতে পারে
মিক্‌খাংচিখো নিসুনা দঙ্গা	প্রতিশোধপরায়ণ হতে পারে
জাক্‌ফাথাংখো নিসুনা দন্‌সুবো	নিজের দিকে যাতে তাকায়
নাম্মি আগানেতবো	বুঝিয়ে যাও
নাম্মি ব'লেতবো	ভালো করে বলো।
নাঙ্গি আনুরাংদে	ছোট বোনেরা

www.pathagar.com

নাঙ্গি নামচিকরাংদে	তোমার পুত্রবধূরা
জা-জা-আরি দঙ্গিঙ্গা	দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে–
বুদবাতারি খাল্‌ঙ্গা	দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে
সিঙ্গি নিরিকখুজা	এখনো কথা বলেনি
হাম্মি নিরিকখুজা	দাবি তুলেনি কিছু
অ- মামা	মামা
না মা'খো আগান্না, আগানবো	তুমি কি বলবে, বলো
আহায়, গগ্গাসক আইয়াও আঙ্গা	আমি
দিগিন নাম্মিন আগান চংমতিঙ্গানে আঙ্গাবা	বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক সেরকমই বলছি (কথা)।
হুই আগানফা'বামো মামা	হ্যাঁ মামা বলো
আইয়াও আগানফা'বোমো মামা	পাশাপাশি বলো
নাম্মি বলফা'বো মো	ভালো করে বলো
নাম্মি বলফা'বো মো মামা না'রা	মামা তুমি ভালো করে বলো
আয়্যুদাই... গিদ্দিং আরা বাচ্চি	গিদ্দিং কোথায়?
খিন্‌জিং আরা বাচ্চি	খিন্‌জিং কোথায়?
সু'রি আরা রি'বা মা	সু-রি এসেছে কি–
খান্‌জিংমা রি'বা মা	খান্‌জিং এসেছে না-কি?
দবাআমা দ'বাজা	এখনো এসে পৌঁছেনি?
রা রা রিম্মি নিবোদা	ডেকে দেখো
সাল্লে নিবোদা	টেনে দেখো
নাঙ্গি মানি সারিখো	তোমার বেয়াইনদের
জাকখো রিম্মি নিবো	হাত টেনে দেখো
গপ্‌ফুইমিং নিবো	আলাপ করে দেখো
নাঙ্গি মামা রাংখো	মামাদের-
বিনি আদাগিব্বাখো	বড় ভাইদের
অ দিগ্গ্যি, বাচ্চা দঙ্গোঙ্গাসামুং	দিগ্গ্যি– কোথায় যে রয়েছে
গিগ্গ্যিদে বিয়াদে চুনমুন স্লিখো	শরীরে চুন মেখে
মিখ্যি দাক্কি দঙ্গেঙ্গা	পিঁচুটি বানিয়ে রয়েছে-
জা'ফা থল্লো দন্নেঙ্গা দিগ্গ্যিদে	পায়ে চুন মেখে
মান্‌না মান্‌জা	অনিচ্ছাকৃতভাবে
বলেমুং র'য়েঙ্গা দিগ্গ্যিদে	কথা বলছে
দিব্বলক্‌নি বিগিলখো	ব্যাঙের ছাল দিয়ে
চল্লা সিক্কি খ্রকা দিগ্গ্যিদে	জামা বানিয়ে পরেছে
জম্মা আরাংখো	অসুস্থের মতো পড়ে আছে।
থাজিদ রঙ্গরেঙ্গ ফাআত্তি রয়েঙ্গা	শরীরে পোকা বসিয়ে
জাওয়া মিচ্ছিখানা	লোকে যাতে ঘৃণা করে
যাওয়া নিএইখানা	লোকে যাতে দৃষ্টি সরায়

www.pathagar.com

য়ম্ম্ হাওয়ে...
দিব্‌লকনি বিগুলখো খ্রকেমুং
দিম্‌জি গাজি র'য়েঙ্গা বিয়াদে
মা'ন্না মান্‌জা বিল্লে
রয়েঙ্গা দিগ্নিয়্যদে
অ- জংদ্রাং রিয়াংবো
খা'সি রক্কে আগান্না
দাকব্রুঙ্গা দিগ্নিয়্য
আঙ্গা আগানেত্‌ঙ্গা
আঙ্গা বলেংঙ্গা
মামামিংবা নাআ নিরিনাবে
মানিমুং বা গিসিনাবে
মসা বনিং দাক্কামুং
ইনগ্রিকনাবে
জিক্কা দি'য়া ইন্নোবা
দাআ দকরারাক্কাবো
দাআ ইন্‌রারাক্কাবো
নাম্মিয়াসা দংবোনে
জজংআ নাআনে
নাআ নাম্মা নাম্‌জা ইন্নবা
চিঙ্গাআবা হি'গিন্নক
চিঙ্গাবা সংগিন্‌ক উনোদে
নাঙ্গি জিক্কা নামজাওবা বিসংবা
নাঙ্গি হা'নজিংনি
মামাবা আগানখান
আনচিংনি মসা-বনিং বলখান
নাঙ্গি জিক্কা সাপজাওদে
মসানাবা আগানবো
বনিংনাবা বল্‌বো
মানিনাবা আগানবো
মামানাবা বলবো
ইন্‌দাকে দাক্কোদে
সামথু মি থুজাওবা
নাম্মি বল্লাংবো

আয়্যু রি'সাগাত বো...
ওয়াল্লা সেঙফিলনাকজ
দাওবা রি'জা

হুম...
ব্যাঙের ছালের জামা পরে
এলোমেলোভাবে রয়েছে
চলাফেরা করতে
পারে কি- পারে না
ও ছোট ভাই,
নরম সুরে বলছে
দিগ্নিয়্য
আমি বলে দিচ্ছি
বলে দিচ্ছি
মামার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ো না
মামীর সাথেও
সমন্ধি-শালাদের সাথে
তর্কাতর্কি করো না
বউ রাগারাগি করলেও
মার দিয়ো না
গালিগালাজ করো না
ভালোমতো থেকো
ও ছোট ভাই,
তোমার ভালোমন্দ হলে-
আমরাও যাবো
তখন আমরাও পৌঁছবো
বউ খারাপ কিছু করলে
তারা আমাদের বলুক ।
মামা বোঝাক
সম্বন্ধি- শ্যালকেরা বলুক ।
স্ত্রী কাজে পটু না হলে
তার ভাইকে বলো
সমন্ধিকে বলো
শাশুড়িকে বলো
শ্বশুরকে জানাও
এমন যদি হয়-
তরকারি সুস্বাদু না হলে
ভালোমতো বলো...

চলো...
রাত ফুরোবে
এখনো যাচ্ছ না

www.pathagar.com

দা'ওবা দ'জা
দাওবা মাত্‌চতজা
কথ্‌থা খু'ফা বল্লা
বন্‌চতজা, দাউবা

যাত্রা শুরু করছো না
এখানো শেষ করছো না।
কথাই...
শেষ করছে না এখনো।

হাই রি'রুমবো
ইন্নিংজক সাংমারাচ্চাদে
বেওয়াইথাংমুং
গফ্‌ফুইমুং চাখাতজক বিয়াদে
বলিমুং রি'চাজক বিয়াদে
বলিমুং রি'চাজক বিসংদে
রাক্কা বুদারাচ্চা
রাক্কা রাকফান্থিয়া ইসংদে
রিম্মি মুংনা নিঙ্গা বান্দিখো
সাল্লিমুংনা নিঙ্গা
মুজুমেত্‌না মান্‌জা
গিদ্দিলেত্‌না মান্‌জা বান্দিখো
খ্রংখো রি'মসিখাপ্পি
গ্রাপিমুং রয়েঙ্গা আমাখো
রিম্‌সিখাপ্পি নিঙ্গা বান্দিদে

চলো...
বলছে সাংমারাচ্চা
বিয়াই এর সাথে
কথা বলে উঠলো–
বিদায়
জানালো,
বুদারাচ্চা শক্তিশালী
খুবই শক্তিশালী তারা!
বান্দিকে ডাকছে
টেনে দেখছে
নাড়াতে পারেনি
নাড়াচাড়া করাতে পারেনি
মা'কে জড়িয়ে
অঝোরে কাঁদছে
জড়িয়ে কাঁদছে।

রা'রিবো রি'বো ইন্নেংজক
হাই দবো দবো ইন্নিংজক
বিনিদে বেগালরাংদে রি'য়েংজক
সাংমানি বেগালরাংদে

চলো চলো বলছে কেউ
যাত্রা শুরু করো
জিনিসপত্র যারা নিয়ে যাবে
তারা যাত্রা শুরু করেছে।

আইয়্যু রি'বায়েংজক
আগানসুয়ে নিংজক
নাআরা... চু'য়া চুথপরাংখো
জামদালেংনিখো নিবো
আগানা সাংমাদে
এানিগিব্বানি
মিথ্রা সিক্‌সানননি
সংগিপ্পা চুথুপ দঙ্গা
জানথি গানসিননি সিকগিব্বা
নাচিল গান্‌সিননি চাগপ্পা
দিক্ষাখো, চুয়াখো নিয়োআ
চু'মাঙ্গানি বিল্লনান
গিদ্দক সিমসিম্মাখাগিদ্দা...

আসছে কিন্তু...
খবর পৌঁছেছে
চু নামাও
জামঘর থেকে দেখো
সাংমা বললো
মামীর
যুবতী সময়কার
রান্না করা চু রয়েছে
সাতটি জানথি ভরা
কান বানানো
চু দেখলে
চুয়ের পোকা উড়ে যেতেই
অজ্ঞান হওয়ার

www.pathagar.com

দাক্কেঙ্গা ইসঙ্গা
সাংমানি দলদে
সগন মাংসা মাংসাগিদা
থমাং মাংসা হঙ্গানে ইসংদে
হা'ই হিখো দি'থমনা ইন্নো
মান্‌জা সাক্‌সাবা ইসংদে
আগ্নিথামিন তুল্লিয়া
মিক্‌খাখো দিক্ষাখো ইসংদে
নক্‌জাংচিও রা'বানা
থিম্‌থিম্‌বা লাগিয়া
মাংসা দ'ফিসাখো রি'মনা
দ'ফিসানি গা'ফিল্লানান
থিল্লাঙ্গা সাংমারাচ্চানি দলদে
দ'নি জা'চিং চা'বা
খন্‌গিনিংদে খনফিল্লা
দ'নি জা'চিং চা'বা
গক্কারেক্ক গিসিক্কা ইয়াদে
দ'ফিসাখো রিম্‌নাবা
ওয়াক ফি'সাখো নি'বো
গ্রাংজাসা মা'নবাজক ইন্নে
ওয়াক ফি'সাখো রিম্‌বো
রিম্‌বো আগান্না
ওয়াগি চংসিন্‌নি... চাগিব্বা
ওয়াকসানে ইয়াবা
রিকআং চাংখেত ফিল্লাতে...
গিংথংবা, ওয়াকনিয়ানি দাল্লাবা...
রামরাম হংফাগিজানে ইয়াবা
ওয়াকনিয়ানি দাল্লাবা
ইখো রিম্‌না গিব্বাইন
মান্দি দংজা
সাআবা রিম্‌নাজক
সাআবা খলনাজক

দা'ওআ গিসিম্‌ডঢ়
জম্ফি জম্ফি
জ'মাঙ্গা রিম্‌না
অক ইন্নি রিম্মোইন
মিকরঙ্গাদে থিল্লাঙ্গা

অবস্থা
সাংমার দল।
একেকটি চিলের সমান
চু দীক্ষায় জন্ম নেয়া পোকা।
চলো এটিকে তুলি বললে
তারা কেউই পারেনি
তিনজনের দরকার পড়েছে
ঝড়ের ন্যায় সেই দিক্ষাটি
ঘরের মাঝখান
পর্যন্ত আনতে।
মুরগির বাচ্চা ধরতে গেলে
বাচ্চাটির পায়ের খিঁচানোতেই
ছিটকে গেছে সাংমারাচ্চার দল।
মুরগির পা'য়েও বাড়টি দু'টি আঙুল!
বয়সী আঙুল বেঁকে গেছে!
পায়ে আঙুল!
উচ্চস্বরে ডেকে উঠেছে,
মুরগির বাচ্চাটি।
শূকরের বাচ্চাটি ধরার জন্যে বললো–
কই দেখলাম না তো–
শূকরের বাচ্চাটি
ধরো, ধরো...
পিঠে যার সাতটি বাঁশঝাড় উঠেছে
এই শূকরের...
চোয়ালের ভেতরে জায়গা ভরাট হয়ে আছে–
খুব বড় নাক–
কম বড় তো নয়!
কম বড় নয়!!
এটি ধরার মতো
মানুষ নেই
কেই-ই যে
এটি ধরবে–

এখন কালো প্রাণীটির দিকে
নিঃশব্দে
ধরতে এগিয়ে যাচ্ছে
ধরার সময় 'উক' শব্দ করতেই
পাঁচ হাত দূরে পড়েছে

www.pathagar.com

ওয়াকনি চিল্লা গাথেকানান
আঙ্গা মান্‌জাওয়া ইন্নেঙ্গা
মেন্দুরাচ্চা নাআ মান্‌জাওদে
আঙ্গা রি'য়াঙ্গে নিগন্নক ইন্নে
রি'দে রি'য়াংবিবিয়া ইসংবা
দাউদে উক ইন্নি রিম্মোইন...
মিক্‌বঙাদে থিল্লাঙ্গা বিয়াবা
রাংহা গা'থিংদাত্তানান
রাক্কা বুদারাচ্চা
সা ও'য়ানা
নাগং আমা

বিফা হংগিজাসামা
রিস্‌ফিলখো খি'জামা
বু'য়ালা বিয়াদে ইসংদে

বিয়াবা সিক্কা
ইয়াঙ্গে ওয়াকখো
'অক' ইন্নি মুগ্নুয়ন
মিকবঙ্গা থিল্লা, বিয়াবা
গা'চান্নি নিয়বা মান্‌জা
ই'নাইন খা'দিংজক
সু'রিদে

রিস্‌ফিলখন খিজামা নাসঙ্গা
মি'য়া দে'ফা হংজামা
ইন্নিংজক বিসংখো
বাগিব্বা ফাস্থিমুং না'সং
মান্দি বি'ফা হংজামা না'সঙ্গা
মান্দি বিফা হংজামা
ইখো মান্‌জাঙ্গা মা...

হুম হা'য়ে... দে...
হা'ই রিরুমবো
রামা থ'ংসাঅনাদে
রি'চাখাত্তি নিবাজক ইসংবা
হা'গিদ্দগো সকবাজক
বিসংবা মো
হায় রি'বো

ছুটোছুটি পা নাড়ানোতে
আমি পারবো না বলছে-
মেন্দুরাচ্চা তুমি না পারলে
আমি গিয়ে দেখি, বলে
এগিয়ে গেল
'উক' শব্দ করে যখন ধরতে যায়
পাঁচ হাত দূরে পড়েছে
এক লাথিতেই–
শক্ত বুদারাচ্চা
কে কি করবে-
তোমরা না-কি?

পুরুষ কি নও?
পুংলিঙ্গ কি বহন করোনি?
ছিটকে গেছো...

আরেকজন ধরেছে
গিয়ে- শূকরটি
উক শব্দ করতেই
পাঁচ হাত দূরে পড়েছে সেও
পা দিয়ে চেপে রাখতে চাইলে পারেনি
সেটি দেখে
সু-রি হেসে ফেললো...

তোমরা কি পুরুষত্বহীন?
পুরুষ নও?
তাদের বলছে
তোমরা কেমন যুবক?
ছেলে মানুষ নও?
পুরুষ কি নও?
এটি পারছো না যে...!

হ্যাঁ চলো–
সবাই
অর্ধেক রাস্তা
পাড়ি দিয়েছি
নিজেদের এলাকায়
পৌঁছেছি।
চলো

www.pathagar.com

সা-সাবা দংরিক্কা, নিবো	কে কে রয়ে গিয়েছে দেখো
সা সাবা নেংথাক্কা নিবো	কারা বিশ্রাম নিয়েছিল দেখো
ইখো চান্নি নি'বো	গুণে দেখো
ইখো সান্দি নিবো	খুঁজে দেখো
সা সাবা রি'বাআ, রিবাজা	কারা এসেছে কারা আসেনি–
দাউদে নাম্‌জা	সময় ভালো নয়
ববিল গিন্নাল বা'ঙ্গা	শত্রু অনেক
মাদ্দুগব্বা বা'ঙ্গা	লোলুপেরা রয়েছে
নিসিগিব্বা দঙ্গা	হিংসুকেরা রয়েছে
সাআ... নিবো	কে আছো... দেখো
মিন্‌থ্রা রাংখো নিবো, ফান্থিরাং	যুবতীদের দেখো- যুবকেরা
মিথ্রারাংখো নিবো ফান্থিরাং	যুবতীদের দিকে খেয়াল রেখো যুবকেরা।
ফান্থিরাংদে নিয়েঙ্গা	যুবকেরা খেয়াল রাখছে
রামা জলজল সানেঙ্গা বিসংদে	কিছুদূর যাওয়ার পরপর।
দাআউ মা'নগিজাও	যারা
রি'বা গিব্বাবা	আসেনি
দিগ্নিয়ানি বা'নি	দিগ্নির আত্মীয়-স্বজন
নগিপ্পারাংখোবা রি'ইম্‌বো	ছোট বোনদের ডাকো
আদাগিব্বা মামা...	মামা ভাইদের
গিব্বামিংখোবা সাল্‌বো	টানো,
হা'নচিং রি'না মা'ন্নোদে	আমরা যেতে পারলে
ইসং মা'না	তারা কেন
রি'না মানজা	যেতে পারবে না?
আমা সারি র'না	আত্মীয়দের কাছে
মা'না সকনা মানজা মান্‌জা	কেন পৌঁছতে পারবে না?
ম, অ- মামা মাচ্ছুরু	কি বলো মামা মাচ্ছুরু?
নিরকবো?	খেয়াল রাখো–
আহাই গগ্নাসক আঙ্গা আঙ্গা নাম্মি নিচংমত্তাহানে	আমি ভালোমতোই খেয়াল করছি!
আইয়াও গগ্নাসক	গগ্নাসক (কেশে)
নাম্মি নাম্মি নিরুমবো	ভালো করে দেখো
নাম্মি নাম্মি সানরিমবো	ভালো করে গুণো
গুয়ালাংনাবা দঙ্গা	ভুলে যেতে পারো
থাপথুয়াংনাবা দঙ্গা	রেখে যেতে পারো
মিংহা মিংহা জিনিসখো	তাদের নিয়ে আসা প্রত্যেক
ইসঙ্গানি রা'বাখো নিবো	জিনিস এক এক করে খেয়াল রেখো
রা'রিক্কাদে ফতনুয়া	দোষবে, রেখে দিয়েছে!

www.pathagar.com

দন্‌নুয়াদে দন্‌নুয়া
নাম্মে নিবো
মাখো গুয়াল্লা
মা'খো মা'খো থাপথুয়া
বাআরা খান্‌সা
রাংখোবা নিবো
আকসা সিক্‌সিকাদে
গাআকেতিংনাবা দঙ্গা
থাপথুয়াংনাবা দঙ্গা বিয়াদে
দাওদে নিবোমো
দাঅবা সালবো
দা'নাংখো দা-

লুকিয়ে রেখেছে।
ভালো করে দেখো
কোনটি দেখতে ভুলে গেছো?
কোনটি রেখে গেছো
কোথায় একটি পড়ে আছে
দেখো
কেউ কেউ
হাত ফসকে ফেলে দিতে পারে
রেখে যেতে পারে কেউ
দেখো
নিয়ে এসো
ভুল করো না...

গিসম্‌চিবা রিম্‌বো
সিমচিরিবা নিবো মো
নিবো মো

কালোর দিকে তাকাও
ঝেড়ে দেখো
দেখো।

রা'আঙ্গা রি'বাআ
নক্কাদাংখো নিগাম্মি
সকবাইজক
নমুলরাংদে জা'চংইন
রি'মবাইজক
সু'রিবা... আগ্গইসুই নিসোজক
গিদ্দিংঙ্গাদে খেচ্চিয়ন
বিয়াদে বিয়াদে
দাঅদে নকখ্রাখো রিম্মো
নক্কা হান্দিল সুয়া বান্দিনা
জাম্মামা মুজুমসুয়া ইনদে

আমি এসেছি
ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে
পৌঁছুচ্ছি
যুবতীরা
পাশাপাশি-ই
সু'রি এগিয়ে গিয়ে দেখলো
গিদ্দিং কাছে
চলে আসলো
বান্দি- ঘরের খুঁটি ধরলে ভীতাবস্থা
ঘর কেঁপে উঠলো!
ফসল রাখার ঘরসুদ্ধ...

মামাআনি নক্কারা
জাগা দাম্‌বেং হ'নজামা বাদিমা
ইন্নেঙ্গা বান্দিদে
আঙ্গা গিদ্দিকাঙ্গোদে
নক্কা ফাংফিলাংনুয়া
ইন্নেঙ্গা বান্দি
দাঅবা গা'থমরাখো নিয়োবা
গা'চান্নি নিয়ো
নক্ক মুজুমাঙ্গা
হা'আন বাংগুরিয়ামা?

মামার ঘর
বসতে কি দেবে না?
বান্দি বলছে
আমি যদি নাড়িয়ে যাই
ঘর উপড়ে যাবে
বান্দি বলছে,
বারান্দায় দরজার সামনে
পা দিয়ে দেখলে
ঘর কেঁপে যায়!
ভূমিকম্প কি শুরু হলো!!

www.pathagar.com

বান্দি গা'থিং দাত্তামা
ইন্নেঙ্গা, নক্ক, দংগুপারাংদে
হাআও চা'গুপারাংদে
খেন্নি রয়েঙাসাজক
ইন্দাকিদে আনচিংদে
সঙ্গো দংনা মা'নজাওয়া
ইন্নেঙ্গা
বান্দিনি আং-ঙ্গো দে
হা'ও চা'না মা'নজাওয়া
ইন্নেঙ্গা বিয়াদে, বিয়াদে

দাউবা বান্দি
জ্রিম জ্রিম রি'য়াঙ্গা
জ্রিম জ্রিমন্ রি'য়াঙ্গা
নক্কাচা
নকজাংচিও রিম্মাঙ্গে
আসঙ্গেতি দন্নিংজক বান্দিখো।

দাউবা ওয়াকখোদে
সাক্সাবা রিম্না মান্জা
খল্না মানজা

অ- মামা মাচ্ছুরু রি'বো
ইন্নেঙ্গা, ইখোদে সাংমারাচ্চাবা
হাই আদা রি'বো ইন্নেঙ্গা
বিখোদে, মাচ্ছুরুখো দন্বাজা
খি'মিরুখো র'নবাজা
অ- মামা খুদেং
অ- মামা জলরুরু
খি'মিয়ারা জলরুরু
গগ্নাসক আঙ্গাবা রি'গেনজকনে
অ মামাচা

অ- রি'বো
নাআ চান্নি নিনুয়া
নাআ বলি দনবানা নাংনুয়া
নাঙ্গি গ্রি থাংকো
নাঙ্গি জংস্থাখো
নাঙ্গি আদা থাংকো

না-কি বান্দি লাথি মেরেছে?
ঘরে যারা ছিল বলাবলি করছে...
যারা ছিল-
সবাই ভয় পেয়ে গেছে,
এমন হলে আমরা,
গ্রামে থাকতে পারবো না
বলছে
বান্দি যদি চীৎকার করে!
থাকা যাবে না, যাবে না সহ্য করা...
বলাবলি হচ্ছে...।

বান্দি এখন
ধীরে ধীরে এগোচ্ছে,
ধীরে ধীরে যাচ্ছে
ঘরের দিকে।
ঘরের মাঝখানে নিয়ে
তাকে বসালো।

শূকরটি এখনো
কেউ ধরতে পারেনি
মারতে পারেনি।

মামা মাচ্ছুরু চলো-
সাংমারাচ্চা বলছে-
চলো ভাই চলো,
মাচ্ছুরুকে রেখে আসিনি
লেজওয়ালাকে দিয়ে আসিনি
মামা বাঁকামুখো
মামা লেজওয়ালা
লম্বা লেজওয়ালা...
আমিও চলে যাবো ঠিক, হ্যাঁ?
মামার কাছে- (কথা)

অবশ্যই...
তুমিই সবকিছু দেখবে
তোমার বুঝিয়ে রেখে আসতে হবে
তোমার স্বজনদের-
তোমার ছোট ভাইকে,
তোমার ভাইকে

www.pathagar.com

হাম্মাদ্যোএ... দাআসালদেমো	আজকে তো...
গিদ্দিংখু-আ সিঙ্গিংজক	গিদ্দিংকে দেখতে আসছে
নাআ সিন্নামা সিন্‌জা	তুমি কি পছন্দ করো
বান্দিখো	বান্দিকে?
গিদ্দিংখোদে সি'ইংজক	গিদ্দিংকে জিজ্ঞেস করছে-
বিসংনি চ্রা দালগুয়া	সবার বড় চ্রা
সাক্কাবুদারাচ্চা	সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি
সিংঙ্গুঙা	জিজ্ঞেস করছে-
নাম্মি নিক্কোদে আগানবো	ভালোবাসলে বলো...
দিমদাকনি মিক্‌খাঙ্গো	দশজনের সামনে
সদ্‌লনি রা মিকখাঙ্গো	উপস্থিত সবার সামনে
আগানবো	বলো...
খিন্নাবা খিন্না না	শুনি
আঙ্গাবা হা'ই নামো	আমিও জ্ঞাত হই–
দাউদে	এখন।
বান্দিখোবো সিংনাদে নাঙ্গা	বান্দিকেও জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন
দিগ্নিখোদে হামনাদে নাঙ্গা	দিগ্নির মতামত জানা প্রয়োজন
নাআ সিন্নামা সিনজা	তুমি পছন্দ করো কি করো না?
আঙ্গি জিক্কা সিন্নোদে সিন্না	সে যদি পছন্দ করে... ... আমি করি!
আঙ্গি জিক্কা বি'য়োদে নাম্মা নাম্মা	সে যদি আমাকে চায় খুব আনন্দের
ইন্নেঙ্গা অ- দিগ্নি	বলছে দিগ্নি।
রিবাআমা রি'বাজা	এসেছে কি আসেনি?
নাঙ্গি জজংখো	তোমার ছোট ভাইকে
সিক্‌দে সিকবিবিবাজক দে	সত্যি নিয়ে আসলাম...
থ'লদে থ'ম্মবাবিবিজক দিগ্‌দি	এইভাবে নিয়ে আসলাম।
দাউয়া, আগানা খু'সকজা	কণ্ঠে কথা বের
খু'রন্‌জা দাক্কি	হয় না
দিগ্নিদে আগানি র'য়েঙা বিয়াদে	এমনভাবে বলছে দিগ্নি
চু-উন মিনস্নিখো মিগ্নি বানায়া দিগ্নি	চোখে সাতমন পিঁচুটি বানিয়ে রেখেছে
হান্‌থাংথাঙ্গো বিয়াদে বিয়াদে	নিজের শরীরে
চানথামথাম্মো বানায়া দিগ্নি	নিজে বানিয়েছে।
দিব্বিলক্‌লি বিগিলখো	কুনো ব্যাঙের চামড়া
চল্লা সিক্কি খ্রকা, বিয়াদে দিগ্নিদে	জামা বানিয়ে পরেছে!
সিফ্‌ফুলঅংগ্রুখো	শামুকের ভাঙা টুকরোগুলো
জাবক বানায়া বিয়াদে দিগ্নিদে	পায়ের পাতায় মাখিয়ে রেখেছে

www.pathagar.com

জঙ্গা চাগুবাআগন
জঙ্গাখো রিংগামিমুং রাবাআ
থামফি বাআতনা
গিদ্দা দা'কেঙ্গা
দিগ্নিদে দিগ্নিদে
জাওয়া মিচ্ছিখানা
জাওয়া ব্রি খানা
দা'ক্কেঙ্গা দিগ্নিদে মো... ইনো
অ- মামা দিগ্নি আগানজক
নাআ বাগিব্বা
দে নাংখোদে বাদিগ্নেব্বা দাকজক-
জাওয়া মিচ্ছিনাজক
জাওয়া ব্রিনাজক
ইন্নেঙ্গা মাচ্ছুরু
আহায় গগ্নাসক
আইয়াও মামাবা হংফাজাওয়হাজকনে
আইয়ু হংফাজাজকস

যাতে পোকা বসে
সে ব্যবস্থাই করেছে...
মাছি বসে যাতে
সেটিই চাচ্ছে
দিগ্নি।
লোকে ছি ছি করুক
দূরে সরে যাক...
দিগ্নির মনে এই ইচ্ছা।
মামা তুমি
এ কোন্ দিগ্নি?
তোমার একি হাল!
লোক ঘৃণা করবে–
লোক ভিড়বে না
মাচ্ছুরু বলছে...
গগ্নাসক
এ হলো না!
এ হলো না!! (কথা)

দাঅবা আঙ্গাদে
খা'সিসিনবা রি'নুয়া
ইন্নেঙ্গা আ দিগ্নিদে
খা'সিসিনসা জক্নুয়া ইন্নেঙ্গা
দিগ্নিদে দাআসালদে

আরেকটু...
সময় নিয়ে যাবো
দিগ্নি বলছে,
ধীরে বিদায় নেব...
দিগ্নি আজ

দাউবা দামদারেঙ্গো
নিয়েত্তা বান্দি
ওয়াকখন সিকনাদে মা'নখুজা
জাজারি র'য়েঙ্গা ইসংদে
সিক'দে সিক্ঙ্গামুং
রি'ম্দে রিম্মোঙ্গা
খেন্নারিন রঙা বিসংদে ইসংদে

দামদারিঙ্গের দিকে
তাকালো বান্দি-
এখনো শূকরটিই ধরতে পারেনি
তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে
ধরার চেষ্টা করছিল
ধরছিল
কিন্তু ভয় পেয়ে যায়!

দাউবা নাসঙ্গা
খিন্নামা খিন্নাজা
নাসাঙ্গামা নাসাংজা না'সুঙ্গা
আম্মাবা'ই নাংগো
দাআসালদে মো
য়েইদাই বান্দি মুজুমাংআ
বান্দি চাখাতাংজক

এখনো তোমরা-
কি শোনোনি
কানে গিয়েছে কি- যায়নি?
হায়!
আজ
বান্দি নেড়েচেড়ে উঠছে!
বান্দি উঠে যাচ্ছে,

www.pathagar.com

বাদাকগুয়া মান্দি হংজক না'সং
ইয়া ওয়াকমামাংখো
রি'মনা সালনা মা'নজাজক
নাসংমো
আঙ্গা রিম্মি নিগ্নক ইন্নে
দা'ইমুং রিম্মেঙ্গা বান্দিদে
দা'ইমুং নিঙ্গা বান্দিদে
জম্‌ফি জম্‌ফি জম্মাঙ্গা... বান্দিদে
বান্দিখোবা সালাঙ্গা
সালাঙ্গা মিক্‌বঙ্গা
ওয়াকনি দাল্লা মান্‌ছাবা
রামরাম হংজা
ওয়াকখোবা বাআ মিকবঙ্গা
সালবোঙ্গা
রাংহা সালবংব্রেক মিন্‌নিন
ওয়াকখোদে বিয়াদে
জা'থেং সামসা গা'জেত্‌তে
রা'সত্তা
জাকসিখিল্‌চা খেতগ্রুয়া বিয়াদে
অক ইন্নি ইন্নোবা
মা'নজাজক ওয়াকদে ওয়াকদে
গা'চান্নিমুং রিম্মেতজক
গা'চান্নিমুং রা'সতজক দাঅদে

দাঅদে মা, মামাখো
অ- রিমবো না'সংবা
ইখো চাআমা
ইখো রিংনাআও
চুখো থেক্কমগিব্বাদে থেক্‌বো
মিখো দু'না গিব্বাদে দু'রিমবো

ইখো রিম্‌নাগিব্বাদে রিম্‌রাম
সংনি মান্দিরাংখো দক্কগিল ইন্নে
হা'নি মাচ্চকরাংখো নিকগিল
হা'বল দে'নাগিব্বান দে'নবাবো
হি'সাল আকগুবান... আকবো
মি'য়া সংগিপ্পারাংদে, সঙ্গবো
চি'য়া খগিপ্পারাংদে খ'বো

তোমরা কেমন মানুষ?
এই সামান্য শূকরটি
ধরতে- টানতে পারলে না!
তোমরা কেমন–
আমি ধরে দেখি, বলে
বান্দি ধরতে গেল
দেখতে গেল,
নিঃশব্দে এগিয়ে গেল বান্দি
বান্দিকেও পাঁচ হাত
দূরে ফেলে দিল?
শূকরটি...
কম বড় তো নয়!
বান্দিও ছাড়েনি শূকরটিকে-
ধরেই ছিল।
একবার শূকরটি সজোরে
টেনেই
এক পায়ে চেপে রেখে
জবাই করলো!
পায়ের নখ দিয়ে চেপে রেখেছে–
সজোরে চিৎকার করে নিজেকে ছাড়াতে চাইলেও
শূকরটি পেরে উঠলো না
পায়ে চেপে ধরে
জবাই করেছিল-

মামা-
নাও তোমরা
এটি কি খাবে?
এর ভোজন উৎসবে
যারা চু নামাবে নামাও,
ভাত মুখে তুলে দেবে যারা দাও।

এটি যারা ধরবে ঝটপট করো
গ্রামের মানুষদের লেগে যেতে বলো,
নিজেরা দেখে যাতে কাজ করে
যারা লাকড়ি কাটবে কাটো,
যারা কলাপাতা সংগ্রহ করবে করো
যারা ভাত বসাবে বসাও
যারা পানি তুলবে তোলো

www.pathagar.com

ম-ম-অ... অ দাইয়
সঙ্গো মান্দি দংজামা বাদিমা
সঙ্গো ফাঙ্থি রয়ামা রজা?
সঙ্গো নমিল দঙ্গামা দংজা
হি'খো, নিবো... নিবো
রা রা স'গিপ্পাদে স'রিম্‌বো
রাতগিব্বাদে রাতরিম্‌বো
দে'নগিব্বাদে দে'নরিম্‌বো
ওয়াল্লা সেংনুয়া
দআ গিসিকনুয়া
ইনদাকোদে
সাল্লারামচি নিজততো
সালমাং গিচ্চাক দ'রেঙ্গা...
সালমাগিদ্দো দবায়ঙ্গা... ঙ্গা
নিবো মো,

য়ম হায়ে হায়ে...
রা রা সা মাখো
সংগিপারা সংবো
চিন্‌গিপ্পারা চি'নবো
জামাইখোদে রা'বাজক
চাওয়ারিখো সিকবাজক
গিদ্দিংনা, গিদ্দিংনা...
আইয়াও রা'বাজকনে
আইয়াও সালবাজক
সুম্বুমরানি থ্রংখো
সিকজক বিয়া
ইয়া নকখ্রম বি'ছু রাজক
আমাচাখো
আমা আগানাংজক
আমা চাকোঙ্গা সিকদে
সিকবিবিংজক আঙ্গা
আইয়াও দা-ই
আমারাংবা র'ন্না দা'নাং
আমারাংবা র'ন্না
বনিংরাংবা র'ন্না দা'নাং
জেখো আঙ্গা জাকসি ওত্তি রা'বাআ
ইখোন আঙ্গা

আজ আর কি কাজ?
গ্রামে কি মানুষ নেই?
গ্রামে কি যুবকদের অস্তিত্ব নেই?
যুবতীরা কি নেই?
এসব দেখো, দেখো–
যারা আগুন দেবে দাও,
যারা কাটবে কাটো-
যারা কাটাকুটি করবে,
রাত পোহাবে...
মোরগ ডেকে উঠবে
এমন হলে...
পুবের দিকে তাকালে
লাল সূর্যঘুড়ি
উপরের দিকে জেগে উঠছে
তাকাও–

হ্যাঁ...
কে কোনটি
রান্না করবে করো
যারা হলুদ-মরিচ দেবে দাও
জামাই নিয়ে আসলাম
ধরে নিয়ে আসলাম
গিদ্দিংয়ের জন্য...
হ্যাঁ! নিয়ে আসলাম
টেনে নিয়ে আসলাম
সুম্বুমরার খুঁটি
গাড়লাম
নকখ্রম আনা হলো
মায়ের কাছ থেকে
মা বলে গিয়েছে
আমারই পক্ষে,
তাই নিয়ে এসেছি
হ্যাঁ!
মায়ের গোষ্ঠী দিয়েছে
মায়ের গোষ্ঠীরা
মামাতো ভাইয়েরাও সমর্থন দিয়েছে
যাকে আঙুল তুলে দেখিয়েছি
তাকেই!

www.pathagar.com

সালমং সাত্তি থত্তা আমা	মা'ও তাতে সমর্থন দিয়েছে
নাঙ্গি বাগনাখো রাওদে	তোমার ভাগ্নেদের মধ্যে থেকে নিলে
ইয়া বান্দিখো রা'বো	বান্দিকেই নাও
আগানামো, আগানামো...	বলেছে...
দাসালদে... মা'নবাজক আঙ্গা	আজ পেলাম,
চাওয়ারিখো সিক্‌বাজক আঙ্গাদে	জামাই ধরে আনলাম
আঙ্গি দেফান্থিখো সালবাজক না'সোঙ্গা	পুত্রের মতো- টেনে আনলাম তোমাদের মাঝে
রা'জাবা রা'বিবিজক... অক...	নেই-নি কোথায়! নিয়েছি তো!
মামা আনুরাংবা	আত্মীয়-স্বজনেরা পৌঁছেছে
সকবাজক দানিং	কাজ থাকা সত্ত্বেও...
ইনাবা আঙ্গাদে, গুয়ালজা আমাখো	মাকে ভুলে যাবো এমন কিন্তু নই আমি
আঙ্গা জাচাগিব্বা হংজা, আঙ্গাদে	বদনামকারী নই।
সাংমাদে	সাংমা
অ বুদারাচ্চা	ও বুদারাচ্চা
আইয়াও নিবোমো নিবো...	দেখো, দেখো–
মিকরন এঙ্গি নিবো	চোখ খুলে দেখো-
সা সা রি'বাআ নিবো	কে কে এসেছে দেখো
আনচিংখোদে চান্নিমুং নিয়া	আমাদের গুণে দেখেছিল
আনচিংখোদে রিক্কিমুং নিয়া	আমাদের খুব সমাদর করেছিল
আনচিংদে আমস্খুবা দংজা	কি দেব আমাদের কিছু নেই
আমফাত্তিবা দংজা	বসতে দেবার উপযুক্ত জায়গা
নকখেন্থাবা দংজা আনচিংদে	ভাঙা ঘর-বাড়ি আমাদের
জামখেনথাবা দংজা	ভাঙা ঘরও নেই!
বাও দননুয়াই আনুখো	ছোট বোনকে কোথায় রাখবো?
আনুনামচিকরাংখো	পুত্রবধূদের
চা'মিয়ারাংখো বাউসাই	প্রিয়জনদের কোথায়,
চা'দেং স্কি দননুয়া	দাঁড় করিয়ে রাখবো?
আসং স্কি দননুয়া	না বসিয়ে?
ইনো নিথোগিব্বা দংজা আঙ্গাদে	উপযুক্ত জায়গা নেই
অ- গিদ্দিং নাঙ্গি	ও গিদ্দিং
নাঙ্গি আনু-সারিরাংখো	তোমার বোন-বিয়াইনদের...
নাঙ্গি, নাঙ্গি মানীরাংখো নিবো	দেখো তোমার মামী
নাঙ্গি আফ্‌ফা গুমিরাংখো নিবো, নিবো	চাচা, দুলাভাইদের...
অ- দাই খিন্নামা খিন্নাজা	শুনছ কি শোনোনি
চু'য়া মিথারাংখো নিবো	ভাত-চু তৈরি কি-না দেখো
চু'য়া খান্না মানজাওবা	চু পরিবেশনে পটু না হলে...

আকসা রিখ্‌খিত খান্‌বো
অ সাংমা
নাঙ্গি আনুরাংদে
জা'চারি র'নোদে
চু বিচ্চিখো, চু গ্রানখো রিংমান্‌জা
...ইন্নুয়া
স্নি স্নিন্‌খো মিগ্রানখো
চিন্‌বো- হনবো
খানবো দুবো
চা'মানজা... ইন্নুয়ারো
আঙ্গা বুদারাচ্চা
গ্রখো জিঙ্গা?

সাংমারাচ্চাদে চারানা ইন্‌ঙ্গা
দ'রেং ওয়াক্কাসিখো নিবো
নিবো নিবো নাঙ্গো
অ-য়্যে মামা মাচ্ছুরুদে
রি'বা বিসংদে
সকদে সকবাবিবিয়া ইসংঙ্গা
জাদেজাসাংবিবিয়া বিসংদে
আমাদাই চাগুয়া সানিফাও
ইবামা বিসংদে
হানথাম্মো ইন্নো
নিনা গুয়ালনাবে
ইনাদে ইনোদে
সংগুয়ান সংবো
চানগুয়ান চানবো ইনো
সাকসানাবা দন্‌চাংনাবে... এ...
সাকসানাবা গুয়ালনাবে
চুয়াখোয়া সিম্‌জকমা সিম্‌জা
মিয়া খুয়া নিয়ামা নিজা
ইয়া আঙ্গাদে...
খুরাংখোবা খিন্নাজা আঙ্গা
নাসেঙ্গাবা নাসেংজা আঙ্গাদে
অ- মামা মাচ্ছুরু

দাঅদে চিঙ্গাবা
রি'নাজক নকফিল না

প্রত্যেককে এক এক করে দাও
ও সাংমা
তোমার ছোট বোনেরা
অনুযোগ করবে
চুয়ের রস পাইনি
বলবে,
বিন্নি ভাত
মুখে তুলে দাও
তুলে দাও
খেতে পাইনি বলবে!
বুদারাচ্চা
ভুল কি বলছি?

সাংমারাচ্চা ট্রা'র পক্ষে
হাড়সর্বস্ব মানুষের দিকে তাকাও-
দেখো, দেখো তোমার কাছে
মামা মাচ্ছুরু
এসেছে।
সত্যি তারা পৌঁছেছে।
পৌঁছলো...
আমাদেরই কাছে
তারা এসেছে!
হোক বিকেলে
আদর আপ্যায়ন করতে
ভুলো না
যারা রান্না করবে করো
কে গুণবে এখানে গুণ
একজনকেও বাদ রেখো না
কাউকেও ভুলো না
চু কি প্রস্তুত?
ভাতের কি অবস্থা...
আমি তো
কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি না!
কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না!
মামা মাচ্ছুরু।

এখন আমরাও
ঘরের দিকে যাত্রা শুরু করি

www.pathagar.com

হা'নথাঙ্গানি বিল্সিচা	নিজেদের সময়ে
সকনাজক	পৌঁছি।
সা-রা নামজাওবা	খারাপ হলেও
নকরা থাংচা জক্নাজক ইন্নেঙা বিসংদে	নিজেদের বাড়িতে যাই
ও-দিগ্নি্য নাঙ্গি জজংখো আগানবো	দিগ্নি্য তোমার ছোট ভাইকে বলো
বানবানিবা থবানবা	বানবানি থবান
থরিকিবা নমিলবা	যুবতী থ'রিক
আগানবো আগানবো	তোমরাও বলো
নাঙ্গি জজংরাংখো	তোমাদের ছোট ভাইকে
ব'লিমুং দন্নাংবো	বলে
দন্নাংবো ইনো	যাও।
অ- মামা মাচ্ছুরু	ও- মামা মাচ্ছুরু
রি'নাজক নকচানা	বাড়ির দিকে যাই।
দাউদে... সকজক-	গেলাম...
দাউবা চা'জক	খেলাম
রিংজাউবা রিংজক-	পান করলাম
হা'নচিঙ্গাদে দাঅদে	এখন আর
দঙ্গানিদে হংজা	সময় ব্যয় করলে চলবে না।
নকথাংচা	বাড়ির দিকে
রি'না ইন্নিংজক	যাই বলছে,
জা'মফারিংচা রি'না ইন্নিংজক	আপন ঘরের দিকে
দাঅবা মামা মাচ্ছুরুদে ইন্নিঙ্গা	মামা মাচ্ছুরু এখনো বলছে
চাওবা নিখুনা	দেখি-
চাজাঅবা ইন্নিঙ্গা	না খেলেও থাকি,
আহাই গগ্নাসক আঙ্গাদে নাম্মিন আঙ্গাদে	আমি ভালো করে
ইনদাকে গল্প খা'খুগেন	গল্প করে নিই!
আইয়ু নাম্মি খাওদে নাম্মা	ঠিকমতো করলে তো ভালো
হানথাংনি জংখো	নিজের ছোট ভাইকে
দপফুইমিং দন্নোদে নাম্মা	বুঝিয়ে রাখলে ভালো
ইন্নেঙ্গা... মাচ্ছুরু	বলছে মাচ্ছুরু।
অ... দাই... সক্কামা সক্জা	পৌঁছুতে পারবো কি-না
বিল্সি খারি সক্কামা সক্জা	সহসা বৃষ্টি আসে কি-না!
দিগ্নি্যদে আগান্না	দিগ্নি্য,
খা'সি রকরক বল্লা	সুন্দর করে বলছে-
ও সঙ্গানিকনিক	গ্রামবাসীদের সাথে
নাম্মিসা দংবো	মিলেমিশে থাকো,

www.pathagar.com

নাম্মিসা চা'বো
চিঙ্গা নাংখো দন্নাংজক
মা'নি বা'নি নাংখো
অ... দন্নাংজক... বান্দি
চিন্নাননি আদা দিগ্নি্য

ভালোমতো থাকো।
আমরা তোমাকে রেখে যাচ্ছি...
ভাই তোমাকে
রেখে যাচ্ছি
ভাই দিগ্গ্যি!

বলিমুং দন্নাংজক নাংখো
আগানিমুং দন্নাংজক
হা'নথাঙ্গি মামারাংখো জিলবো
আনচিঙ্গি আনুরাংখো থম্‌বো
ইন্নিংজক বিয়াদে বিয়াদে
চাগিব্বা গুয়ালনাবা দঙ্গা
নাঙ্গি দিগ্না রাংনা
নাঙ্গি দিয়ারাংনি
খবল বাত্তি রওবা
নাঙ্গি মসারাংচা, আগানবো
নাঙ্গি বনিংরাংচা আগানবো
নাঙ্গি মামারাংচা আগানবো

তোমাকে বলে যাচ্ছি
স্মরণ করিয়ে যাচ্ছি
মামাকে প্রতিপালন করো
বউকে দেখে রাখো
বলছে
সুখে থাকলে ভুলে যেতে পারো!
আত্মীয়-স্বজনদের
আত্মীয়েরা
খবর দিলে
বাড়িতে বলো
সমন্ধি- শ্যালকদের কাছে বলো
মামার কাছে বলো।

নাঙ্গি বিসারাংচা
খাত্তারাংখো আগানবো ইনো
দাআসালদে মো
আঙ্গা নাংচা হা'ইখো
খু'ফাখো আগানাংনা
মিস্‌কনা ইন্নোবা না
আগানাংবো হা'নথাম্মো
চিঙ্গা রি'চাখাত্তি
নিনাজক, ইনেঙ্গা
মামাগিব্বানাবা
মামা গিব্বারাংবা
যেই হিবা গিব্বারাং
হুরাঙ্গারাংবা
আনু নামচিকরাংবা
বিসং রিয়াংনা হাম্মেঙ্গা খ ইখো
দা খিন্নাবো

ছেলেমেয়েদের কাছে
এইসব বলো-
আজকে
তোমার কাছে এসব
বলে যাচ্ছি
জানিয়ে যাচ্ছি
বিকেলে,
আমরা এবার
উঠবো-
রড় ভাইয়েরা,
মামারা,
উপস্থিত
সকলে,
ছোট বোন- পুত্রবধূরা,
যেতে চাই-
আর নয়...

হা'নথাংনি জামাথাংচা রি'না
হা'নথাংনি নকখ্রাথাংচা
চিগা সংস্নিননিয়

নিজেদের ঘরের দিকে
নিজেদের উঠোনের দিকে
ঐ দেখো

www.pathagar.com

সাল্লারামনি গিচ্চাকচা নিয়েত	সূর্যের দিকে তাকাও-
সাল্লারামনি আংদিসা ইসংদে	সূর্যের পুত্র তারা...
সাল্লারামনি আংদিসা ইসংদে	সূর্যের পুত্র তারা!
সালকেতন্নো রি'বা	এসো শেষ করি
ইন্নেঙ্গা ইসংদে	সু'রিদের গ্রামের পর্ব

অনুবাদ : পরাগ রিছিল

তথ্যনির্দেশ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১২৫

২. ছালমা খাতুন, স্বামী : মোখছেদ আলী, বয়স : ৫৬ বৎসর, পেশা : গৃহিনী, শিক্ষা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, গ্রাম : সাতশা (খালপাড়), উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০৮.২০১১, সময় : রাত ১০টা

৩. অনিল সরকার, পিতা : উপেন্দ্র সরকার, বর্তমান বয়স : ৭০, পেশা : কবিয়াল, গ্রাম : শাকুয়াই বন্দের পাড়া, উপজেলা : হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

৪. আশিক আজিজ রতন, পিতা : আজিজুর রহমান (মৃত), মাতা : খোদেজা খাতুন (মৃত), পেশা : চাকুরি, গ্রাম : কাকনহাটি, ডাকঘর ও উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.১১.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

৫. মো. আনোয়ার হোসেন, পিতা : আফাজ উদ্দিন মাতুব্বর, বর্তমান বয়স : ৫২ বৎসর, আকুয়া হাজী বাড়ি রোড, উপজেলা সদর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

৬. ছফির উদ্দিন, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : চরনিলক্ষিয়া, উপজেলা সদর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৮.২০১১, সময় : সকাল ৮টা

৭. বনেচন্দ্র দাস, বয়স : ৬০ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৩.০২.২০১২, সময় : রাত ৮টা

৮. মনোয়ারা বেগম, বয়স : ৬৫ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০২.২০১২, সময় : সকাল ১০টা।

৯. মিলন, বয়স : ৩২ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৮.০২.২০১২, সময় : বিকাল ৫.১৫ মিনিট

১০. সালেহা খাতুন, বয়স : ৭০ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : মল্লিকবাড়ি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০১.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

১১. নূর মোহাম্মদ আকন্দ, বয়স : ৭০ বৎসর, শিক্ষা : এম.এ., গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০২.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

১২. হনুফা বেগম, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৪.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

১৩. রাবেয়া, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৫.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৩টা

www.pathagar.com

১৪. আমেনা বেগম, বয়স : ৫৫ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

১৫. ছালেহা খাতুন, বয়স: ৭০ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম: আকুয়া, সদর উপজেলা, জেলা: ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.১১.২০১১, সকাল ১০টা

১৬. জয়গুন নেছা, বয়স : ৮০ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : আকুয়া, সদর উপজেলা, জেলা: ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.১১-২০১১, সময় : দুপুর ১২টা

১৭. নূরজাহান, বয়স : ৪৮ বৎসর, পেশা : ধাত্রী, গ্রাম : পাল্টিপাড়া, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : সকাল ১১ টা

১৮. নূরমহরল, বয়স : ৫২ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : পাল্টিপাড়া, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

১৯. নিপা জাহান, পিতা : মকবুল হোসেন, মাতা : অজুফা খাতুন, জন্ম : ২ জানুয়ারি ১৯৮৯, গ্রাম : মাইজবাড়ি, ইউনিয়ন : লংগাইর, গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা

২০. মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন, স্বামী : মোঃ ফজলুল হক, মাতা : মোছাঃ জহুরা খাতুন, জন্ম : ১৯৭০ সাল, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : রৌহা নামা পাড়া, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.৩.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

২১. ফেরদৌসি সুলতানা, পিতা : মৃত আবদুল মজিদ, মাতা : ছয়মন নেছা, জন্ম : ১৯৭৫ সাল, গ্রাম : রৌহা নামা পাড়া, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৪.৪.২০১২,
সময় : রাত ৮টা

২২. অনিল সরকার, পিতা : উপেন্দ্র সরকার, বর্তমান বয়স : ৭০, পেশা : কবিয়াল, গ্রাম : শাকুয়াই বন্দের পাড়া, উপজেলা : হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১০.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা

২৩. ক্ষিতীশ মৌলিক, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৭ খণ্ড, পৃ. ৬

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব
২. ঈদ উৎসব
৩. শারদীয় দুর্গোৎসব
৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা
৫. রথযাত্রা ও রথমেলা
৬. ওরস ও মেলা
৭. আশুরা
৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা
৯. ওয়ানগালা
১০. হাজংদের বাস্তুপূজা
১১. থুবা পূজা
১২. হালুয়াঘাটের মান্দিদের বিয়ে
১৩. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা
১৪. অন্নপ্রাশন
১৫. খৎনা বা মুসলমানি
১৬. সাধভক্ষণ
১৭. সিমন্তোন্নয়ন
১৮. ষষ্ঠী
১৯. আকিকা
২০. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি
২১. শিশুকে খির খাওয়ানো
২২. মানসিক (মানত)
২৩. গরুন্নাতের শিরনি
২৪. চডি (ষটি)
২৫. গায়েহলুদ
২৬. সদরভাতা
২৭. মঙ্গলাচরণ
২৮. বউবরণ
২৯. ভাত-কাপড়
৩০. বৌভাত
৩১. রাখাল বন্ধুদের উৎসব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
লোকউৎসব

উৎসব জাতির প্রাণ, জাতির সৃষ্টির চৈতন্য, যে জাতির উৎসব নেই, সেই জাতির প্রাণও নেই, চলার শক্তি নেই। মানুষের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দিন থেকে সমষ্টি জীবনের উত্তরণের পথেই উৎসবের সৃষ্টি হয়। একের সঙ্গে এক, বহুর সঙ্গে বহুর মিলনে গড়ে ওঠে উৎসব, মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান ও আচার পালন করে, এই অনুষ্ঠান ও আচারের বৃহত্তর, সামগ্রিক ও সমষ্টিগত রূপ হলো উৎসব। সমাজের ক্রম বিবর্তনে ও অগ্রসরণে উৎসব ব্যাপক, সর্বাত্মক ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে। উৎসবকে অনুসরণ করে আসে মেলা।

মানুষের ভক্তি, ভয়, বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করেই আনন্দোৎসবের সৃষ্টি।

"লোক উৎসব হলো লোককেন্দ্রিক জীবনধারার বা লোকজীবনের অনুগত সমবেত উল্লাসমুখরিত অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। সাধারণভাবে লোকউৎসব বলতে বোঝায় গ্রামীণ জনগণের উৎসব।"[১] তবে সাধারণ লোকউৎসবগুলি দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয় যাতে সমাজের সর্বস্তরের ও সব বয়সের লোকজন অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারাকে সার্থক ও সম্ভাবনাময় করে তোলার জন্যই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। পার্বণ হলো উৎসবের আদিরূপ। সারা বছর ধরেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা হলো জাতীয় জীবনের দর্পণ। লোকসংস্কৃতি কথা লোকজীবনের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হলো মেলা।

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব

নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব। সর্বজনীন উৎসব। পহেলা বৈশাখ শহরাঞ্চলসহ গ্রামবাংলায় সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ বাঙালির প্রধান উৎসব হিসেবে পালন করে। বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা বৈশাখী উৎসব।

বাংলা নববর্ষকে বাঙালির সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে সূচনা করেছিলেন। আর সে উৎসবে পুরাতনকে বর্জনের ডাক ও নতুন জীবনকে আহ্বান ছিল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের বাণী উল্লেখযোগ্য :

এসো, এসো এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রু বাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শূচি হোক ধরা।...

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জে নববর্ষ পালন উপলক্ষে প্রভাতী সাংস্কৃতিক সংসদের র‍্যালি

ঈশ্বরগঞ্জে নববর্ষের র‍্যালি শেষে শিশু কিশোরদের মাঝে মুক্তিযোদ্ধা হাসেম উদ্দিন আহমেদ

www.pathagar.com

নববর্ষের র‍্যালিতে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী সাজে অংশগ্রহণ

নববর্ষের র‍্যালিতে কৃষকের সাজে অংশগ্রহণ

নববর্ষের র‍্যালিতে বিভিন্ন সাজে শিশুকিশোর

নববর্ষের আয়োজনে পাথর আলীর কিচ্ছা পরিবেশন

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জের প্রভাতী সাংস্কৃতিক সংসদের আয়োজনে লোকজ বাদ্যযন্ত্রীসহ নববর্ষের র‍্যালি

লোকজ উপাদানের শাড়ি পরে গ্রামীণ বৈশাখী উৎসবে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের এ উৎসবকে অধিকতর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছিলেন বলেই বাঙালি জীবনে আনন্দ ও মিলন চেতনার নতুন ঐতিহ্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বৈশাখী উৎসবের বড় একটা গুণ এই যে, সকল পেশার সকল বয়সের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এক করে একটি মিলনমেলায় জড়ো করে। ঢাকার রমনার বটমূলকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকের প্রান্ত সিঁড়িতে শুরুটা করে দিয়েছিল 'ছায়ানট'। তার চর্চা আজও অব্যাহত আছে এবং আমরা তার সুফল লাভ করছি।

ময়মনসিংহের সদর থেকে শুরু করে উপজেলা সদরসহ গ্রামাঞ্চলেও নববর্ষ ও বৈশাখী উৎসব খুব জাকজমকের সাথে পালিত হয়। লাল পাড়ের সাদা শাড়ি বা সাদা জমিনে লোকজ মটিফ ও ডিজাইনের শাড়ি পড়ে গ্রামাঞ্চলেও মেয়েরা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। সাদা পাঞ্জাবি ও পাজামা হয়ে দাঁড়ায় এ দিন পুরুষের পোশাক। শুধু তাই নয়, নানান ডিজাইনের পাঞ্জাবি ও টি শার্টও নববর্ষের পোশাক হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে।

নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। মেলায় পাওয়া যায় কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী, শিশু-কিশোরদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, খেলনা, রঙবেরঙের বেলুন, মেয়েদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকখাদ্য যেমন—খই, বাতাসা, ময়রার বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি প্রভৃতি। মেলায় শিশুদের আনন্দ দানের জন্য থাকে নাগরদোলা। নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসবের যে সংস্কৃতি, তার রূপান্তর ঘটেছে। যে পুণ্যাহ দিয়ে নববর্ষের সূচনা বা তারও কিছুকাল পর শুরু হয়ে সাম্প্রতিককালেও ক্ষীণ ধারার মতো প্রবাহিত 'হালখাতা'-র কথা আমরা জানি। আর নববর্ষকে কেন্দ্র করে যে-সব মেলার আয়োজন করা হতো তা ছিল গ্রামীণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ করলে দেখতে পারব, শুধু গ্রামেই বা গঞ্জেই নয়, শহরের বুকেও বিস্তৃত হয়েছে সে মেলা বা উৎসব।

২. ঈদ উৎসব

ঈদ উৎসবের মধ্যে ব্রত পালনও সম্পৃক্ত হয়ে আছে এক মাস কঠোর উপবাস ব্রত যাপনের পর ঈদুল ফিতর এবং হজ্বব্রত পালনের পর ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত হয়। তবে বর্তমানে "আমরা যে ঈদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করি বা যে ঈদকে দেখি আমাদের একটি বড় উৎসব হিসেবে, তা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য মাত্র।"[২] শহরের উচ্চবিত্ত ও গ্রামের সাধারণ মানুষের যে ঈদ তা উদ্‌যাপনের সময় অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। বর্তমানে তেমনটি আর নেই। শামসুজামান খান যথার্থই বলেছেন, "ঈদ এখন বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও ধীরে ধীরে এ উৎসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ ঈদোৎসবের চারিত্র্যে এনেছে নানা পারিবর্তন। ...শুধু ধার্মিক মুসলমান নয়—কোটি কোটি মানুষের রুটি রুজি, সংগঠন, সংযোগ তৎপরতা, আনন্দ, পেশা, বহু কিছুর সঙ্গে এখন জড়িয়ে গেছে ঈদ।"[৩]

www.pathagar.com

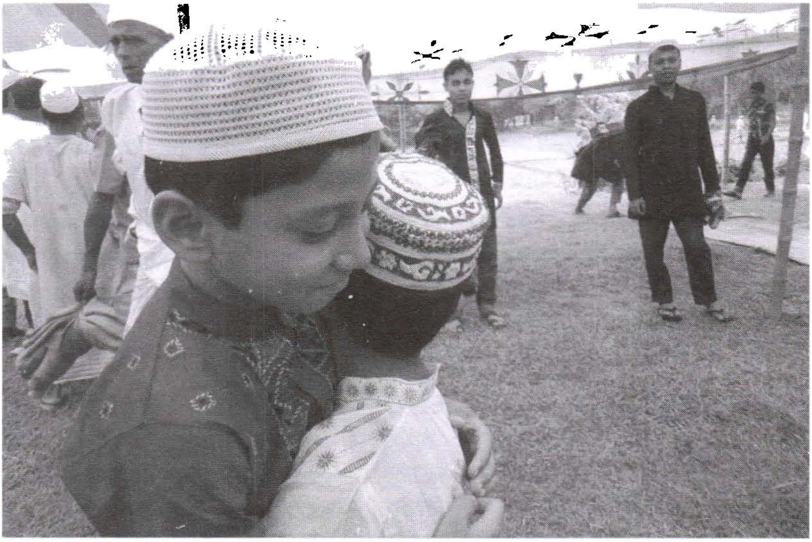

ঈদের নামাজ আদায় শেষে দুই শিশুর সৌহার্দ্যপূর্ণ কোলাকুলি

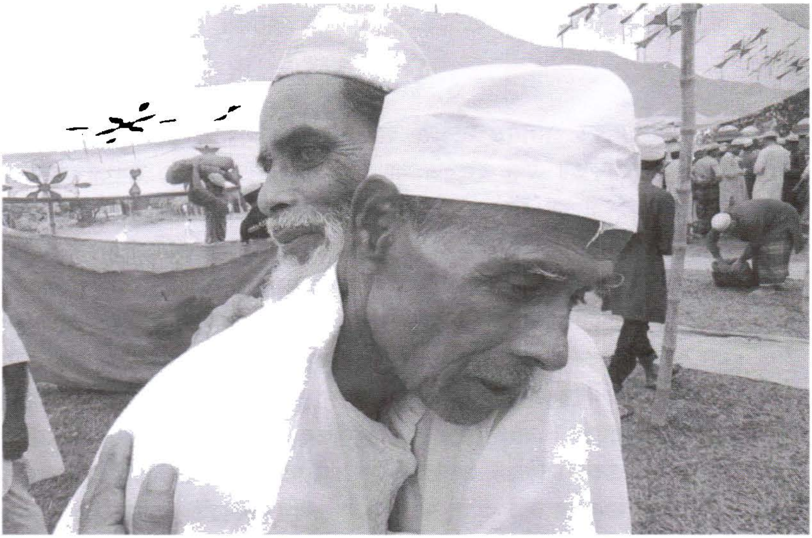

ঈদের নামাজ আদায় শেষে দুই বৃদ্ধের সৌহার্দ্যপূর্ণ কোলাকুলি

www.pathagar.com

ঈদ উৎসবে চালের গুঁড়ির রুটি তৈরি

ঈদ উৎসবে চালের গুঁড়ির সেমাই তৈরি

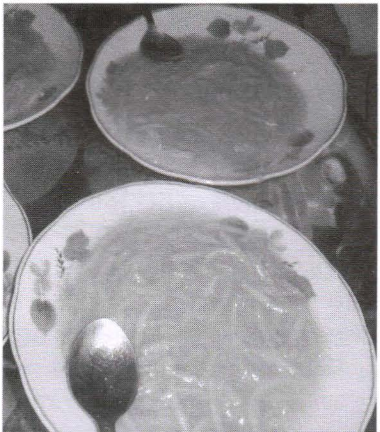

চালের গুঁড়ির সেমাই

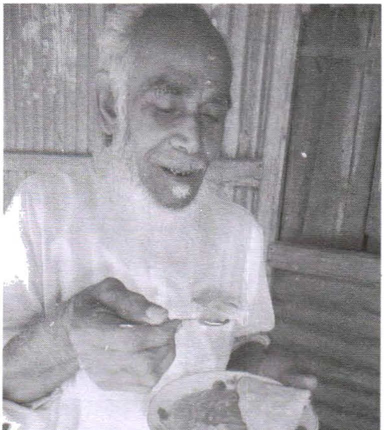

ঈদগাহে যাবার আগে রুটি ও সেমাইয়ের নাস্তা

www.pathagar.com

ঈদের দিনে নতুন জামা-কাপড় ও টুপি মাথায় সকল বয়সের মানুষ নামাজ আদায়ের জন্যে ঈদের মাঠে একত্রিত হয়। নামাজ শেষে কোলাকুলির মধ্যদিয়ে পারস্পরিক হৃদ্যতার প্রকাশ ঘটায়। কারও সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য থাকলেও এদিনে ভুলে যাবার চেষ্টা করে। একজন আরেকজনকে বুকে নিয়ে শুধু হৃদ্যতা নয়, আনন্দেরও প্রকাশ ঘটায়। ঈদের আগে থেকে ময়মনসিংহের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে চাউলের গুঁড়ির রুটি সেমাই তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে গৃহিণীরা।

গোসল সেরে সেমাই রুটি দিয়েই চলে সকালের আনুষ্ঠানিকতা। সাথে থাকে পিঠাপুলিও। নামাজ পড়া শেষে পোলাও ও রুটি গোশত দিয়ে খাওয়ার মধ্যে উৎসবের আমেজ সম্পৃক্ত। মাঠ শেষে বাড়ি ফিরে মুরুব্বিদের কদমবুসি সামাজিক আচারের পরিণত হয়েছে। কদমবুসির পর চালু হয়েছে সেলামি। এতে শিশু কিশোররা খুব আনন্দ পায়। ঈদের দিনে বা পরের দিনে পাশের বাসায় বা বাড়িতে এবং আত্মীয় বাড়িতে সেজেগুজে বেড়ানো ঈদের আনন্দ ও খুশিকে বাড়িয়ে তোলে।

৩. শারদীয় দুর্গোৎসব

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ নেই। কিন্তু কৃত্তিবাস ওঝার বাংলায় অনুবাদ করা রামায়ণে দুর্গাপূজার কথা জানা যায়। দেবী দুর্গার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য রাম দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। শরৎকালে রামচন্দ্র অকালবোধন করে দুর্গার কৃপা লাভ করেছিলেন বলেই শরতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এ পূজা। বলা যায়, দেড় হাজার বছর আগে থেকে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় দুর্গাপূজাকে গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। কিন্তু যা ছিল অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কালক্রমে তা শারদীয় দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে। বাঙালির সর্বজনীন উৎসব হিসেবে তা জায়গা করে নিয়েছে।

লোকসমাজ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভোলেনি। তারা মাতৃতান্ত্রিক মায়ের গৌরবকে রূপ দিয়েছেন দেবী শক্তিতে। সেই সাথে মায়ের স্নেহ, মমতার বাঁধনকেও ভোলেননি। দেবীর আবির্ভাব তাই সমাজে মাতৃপ্রতিমায়, মঙ্গল ও শান্তির বাণী নিয়ে। এই পূজার যে-লোকাচার তা সাধারণ মানুষের লোকজ ভাবনার ও সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। বাঙালিরর বিশেষ করে পূর্ব বাংলার শারদীয় দুর্গোৎসব যে সম্প্রীতির বন্ধন বিস্তৃত করে আনন্দকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে প্রকাশমান হয় তার বর্ণনা প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পত্রে পাওয়া যায়। পত্রটি তিনি শিলাইদহ থেকে ১৯০০ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন। পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করছি, "আজ এই মধ্যাহ্নে শারদরৌদ্রে এবং নিস্তব্ধ শান্তিতে আমার মাঠ ও পল্লী প্লাবিত হয়ে গেছে—আমাকে নেশায় ধরেছে—মাথার মধ্যে রৌদ্রের আমেজ মদের মত প্রবেশ করেছে—চোখ অর্ধ নিমীলিত করে সমস্ত পৃথিবীটাকে সোনার স্বপ্নের মত দেখ্‌চি—শস্যক্ষেতের সুকোমল সবুজ রংটি আমার মোহাবিষ্ট নয়নপল্লব চুম্বন করচে। আকাশে আজ বিশ্বব্যাপী শারদীয় পূজার উদ্বোধন দেখ্‌চি—আগমনীর করুণামিশ্রিত রাগিণীতে অনন্ত শূন্য বাষ্পবিজড়িত হয়ে রয়েছে—তোমাদের সহরে এমন নিঃশব্দ নিস্তব্ধ

www.pathagar.com

এমন অপরূপ সমারোহের পূজার আয়োজন কোথাও নেই। আমার মনে হচ্চে যেন, আমি বিদেশী সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে আজ বাড়িতে ফিরে এসেছি—তাই এমন আকাশপূর্ণ প্রসন্নতা, এমন জগদ্ব্যাপী স্মিতহাস্য।"

দুর্গা দেবী হলেও বাঙালির লোকায়ত জীবনে দুর্গাকে গৃহস্থ ঘরের কন্যারূপেই বরণ করা হয়। দুর্গা যেন বাঙালির সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। বিয়ের পর বাঙালি মেয়েরা যেমন বাবার বাড়ি বেড়াতে আসে তেমনি দুর্গাও যেন স্বামীর বাড়ি কৈলাস থেকে মর্ত্যের পিতৃগৃহে চার সন্তানসহ বেড়াতে আসেন। কন্যার আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয় সেদিকে খেয়ালের কমতি নেই।

পূজার যে-সব আচার রয়েছে তা লোকজ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। পূজার উপকরণ মণ্ডপে বা বাড়িতে আনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দধ্বনি ও পূজার রীতি হিসেবে মেয়েরা একসঙ্গে জোকার দেয়। সাধারণত নতুন বছরেই দোকানীরা তাঁদের দোকানপাটকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন কিন্তু দুর্গা পূজাতেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলেন। একই সঙ্গে নারী-পুরুষ দেবীর সামনে যে অঞ্জলি দেন, প্রণাম দেন তাতে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ক্ষণিকের জন্যে হলেও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ থাকে না। প্রসাদ বিতরণে থাকে না কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে ফুলের ব্যবসা, ফুল বিক্রি চলে পূজা মণ্ডপের আশেপাশে। দর্শনের বা দেখার সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে এই পূজাকে কেন্দ্র করে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষেই পূজা দেখতে আসেন। শিল্প বিচারের দিক থেকে বর্তমানে পুরস্কারেরও আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপূজায় কারুকার্যময় পোশাক তৈরি

www.pathagar.com

শারদীয় দুর্গোৎসবের মেলা

শারদীয় দুর্গোৎসবের মেলা

www.pathagar.com

শারদীয় দুর্গোৎসবের পূজামণ্ডপ

৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার রাজিবপুর ইউনিয়নের লাটিয়ামারী (লাইট্যামারী আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত) বাজার সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্রের বুকে চৈত্রমাসের চন্দ্রে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী স্নান হিন্দু-সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য আচার-অনুষ্ঠান ।[৫]

লাটিয়ামারীর অষ্টমী স্নান অনুষ্ঠান বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হলো ।

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর লোকের সমাগম হয় স্নান-উৎসবে । কেউ আসেন পুণ্য লাভের আশায়, কেউ-বা নানান প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মানত করতে এবং কেউবা প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় মানত পালন করতে । তবে সবার লক্ষ্য ব্রহ্মপুত্রের বুকে স্নান করা ।

নদীর পাড়ে কিছুটা ফাঁক ফাঁক রেখে কয়েকজন পুরোহিত ঠাকুর দাঁড়িয়ে থাকেন স্নানে আসা আচার পালনকারীদের মন্ত্রপাঠ করিয়ে স্নান উৎসবকে পূর্ণতা দান করার জন্য । স্নান উৎসবের রয়েছে কয়েকটি পর্ব । প্রত্যেক পুণ্যার্থীই বাসা বা বাড়ি থেকে ব্রহ্মপুত্রের স্নানঘাটে এসে পরনের কাপড় পরিয়ে ব্যাগ থেকে ধুতি বা লুঙ্গি নিয়ে স্নানের উদ্দেশ্যে পরে নেন ।

www.pathagar.com

পুণ্যার্থীরা ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসে প্রস্তুতি নিচ্ছেন অষ্টমী স্নানের জন্য

পুরোহিতের সামনে পুণ্যার্থীদের মন্ত্র পাঠ ও আচারাদি পালন

www.pathagar.com

পুরোহিতের সামনে মন্ত্র পাঠের একটি পর্বে পুণ্যার্থীগণ

সন্তান কামনায় পুরোহিতের কাছে স্নান পাঠের এক পর্যায়ে স্বামী ও স্ত্রী

www.pathagar.com

অষ্টমী মেলায় খেলনা কিনছে দুই শিশু

অষ্টমী মেলায় বসেই কাগজের ফুল তৈরি করে বিক্রি করা হয়

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র নদীতে ডুব দিয়ে প্রত্যেকই চলে আসেন নদীর দাঁড়ানো পুরোহিত ঠাকুরের কাছে। পুরোহিত ঠাকুর হয় টোল পাস পণ্ডিত, নয় তো পৈতৃকসূত্রে পণ্ডিত। পুরোহিত ঠাকুর সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষা ব্যবহার করে মন্ত্রপাঠ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। মন্ত্রগুলো সংস্কৃতেই পাঠ করেন আর মন্ত্রপাঠের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ নেওয়ার জন্যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। পুরোহিত ঠাকুর কয়েকটি পর্বে স্নানে আসা পুণ্যার্থীদের মন্ত্র পাঠ করে আচারে অংশগ্রহণ করান।

আচারে রয়েছে কয়েকটি পর্ব। যেমন—১. আচমন, ২. জলশুদ্ধি ও স্বস্তি, ৩. সূর্যার্ঘ্য, ৪. গোবিন্দ প্রণাম, ৫. সূর্যপ্রণাম, ৬. সংকল্প, ৭. তিলক, ৮. প্রণাম, ৯. তর্পণ। গঙ্গাজলে ডুব দিয়ে পুরোহিত ঠাকুরের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসেন একসঙ্গে দশ থেকে বারো জন।

আচমন পর্ব

পুরোহিত ঠাকুর বর্ণনার ভঙ্গিতে বলেন, ডান হাতের তালুতে জল নেও। আর যার যার গোত্রের নাম নাও, সামনের সবাই জল নেন। ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করেন, তার সঙ্গে সবাই ঠাকুরের পাঠ করা মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

ঠাকুরের মুখের মন্ত্র :

ওম বিষ্ণু, ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম
ওঁ তদবিজ্ঞো : পরমং পদং পশ্চান্তি সুরয়:
দিবির চক্ষুরাততম্ ॥

জলশুদ্ধি ও স্বস্তি পর্ব

পুরোহিত ঠাকুর সবার উদ্দেশ্যে বলেন, তুলসী পাতা লও। আর জলে আঙুল ডুবিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে আঙুল ঘুরাবে। সবাই পুরোহিতের পায়ের কাছে রাখা তুলসী পাতা হাতে নেন। আর জলে আঙুল ডুবিয়ে ঘুরাতে থাকেন। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করেন। সবাই তার সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

ঠাকুরের মুখের মন্ত্র :

ওঁ (নমঃ) অপবিত্রঃ পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং ম বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

মন্ত্রপাঠ শেষ করে বলেন, তুলসি দিয়ে তিনবার শরীরে ছিটাও। সবাই তিনবার শরীরে তুলসিপাতা ছিটায়। (কেউ তুলসিপাতা জলেই ছেড়ে দেন, কেউ-বা ডান কানে গুঁজে রাখেন)।

সূর্যগ্রহণ পর্ব

ঠাকুর বলেন, আতপ চাউল ও দূর্বা লও। সবাই এগিয়ে এসে আতপ চাউল ও দূর্বা হাতে নেয়। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করেন। সবাই তা উচ্চারণ করেন।

www.pathagar.com

মন্ত্র :

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মি পন্নিধিং কুরু ॥
ওঁ কুরুক্ষেত্রেং গরা-গঙ্গা-প্রভাসপুষ্করাণি চ,
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ ॥
ওঁ নমো বিবস্ববে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজলে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদারিনে ॥
ইদমর্ঘ্য ওঁ শ্রীসূর্য্যর নমঃ

ঠাকুর বলেন, সূর্যের দিকে তাকাও, আতপ আর দূর্বা জলে ফেলে দাও। সবাই সূর্যের দিকে তাকায় ও হাতে নেয়া জিনিস ফেলে দেয়।

গোবিন্দ প্রণাম পর্ব

ঠাকুর সবার উদ্দেশ্যে বলেন, একটি ফুল ও তুলসিপাতা নেও। সবাই তা নেয়।

মন্ত্রপাঠ :

ওঁ নমঃ ব্রাহ্মণ্য দেবার গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় জগতপিতার
গোবিন্দার নমঃ নমং

পাঠ শেষ করে পরের পর্বের জন্যে প্রস্তুতি চলে।

সূর্যপ্রণাম পর্ব

ঠাকুর সবাইকে বলেন, ফুল ও আতপ চাউল নেও। সবাই যার যার হাতে এসব নেয়। ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করেন।

মন্ত্র :

ওম নমঃ বিবষ্যতে ব্রাহ্মণ্য ভাস্বতে বিষ্ণু তেজস্বী
জগৎ সাবিত্রী সুচয়ে কর্মধ্যানে ইদমর্গং শ্রী সূর্যায় নমঃ

পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলেন, হাত জোড় কর। সবাই হাত জোড় করেন। একই পর্বে আবার মন্ত্রপাঠ করেন ঠাকুর।

মন্ত্র :

ওঁ জবাকুসুমসত্কাশং কাশ্যপেরং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সব্বপাপস্নাং প্রণতোহস্মি দিবাকরং ॥

পাঠ শেষে ঠাকুর বলেন, সূর্যকে প্রণাম কর। সবাই সূর্যকে প্রণাম করেন।

সংকল্প পর্ব

ঠাকুর বলেন, তিল, তুলসিফুল হাতে নেও। সবাই তা হাতে নেন। ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করেন।

মন্ত্র :

বিষ্ণু বিষ্ণুরোস্ তৎসদদ্য চৈত্রমাসে শুক্লা পক্ষে মহাঅষ্টমী তির্থো ...

www.pathagar.com

মন্ত্রপাঠ শেষে ঠাকুর বলেন, যার যার গোত্রের নাম বল। পুরুষ হলে বলবে শিব গোত্র। আর মহিলা হলে বসবে শিব গোত্রায়।

ঠাকুর আবার বলেন, তিল তুলসিফুল ফেলে দিয়ে হাতে বালু নেও।

সবাই হাতে বালু নেন।

ঠাকুর বলেন, বালু সারা শরীরে মাখাও।

সবাই বালু সারা শরীরে মেখে নেয়। ঠাকুর আবার একটি মন্ত্র পাঠ করেন। সবাই মন্ত্র পাঠে অংশ নেন।

মন্ত্র :

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর সে পদ্ম, ফমরা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥

প্রণাম পর্ব

ঠাকুর সবাইকে বলেন, এবার জোড় হাত করে নেও। সবাই জোড় হাত করে বসেন। ঠাকুর প্রণাম মন্ত্রপাঠ করেন।

মন্ত্র :

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন,
অমোঘগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥

মন্ত্রপাঠ শেষ করেন ঠাকুর। সবার উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আবার স্নান করে আস। মন্ত্রপাঠ ও আচারের পর্বগুলো শেষ করে চলে যান স্নান করতে। স্নান শেষে সবাই আবার এসে যার যার জায়গায় বসে যান।

তর্পণ পর্ব

এই পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় মৃত মা-বাবার নামে। যাদের মা-বাবা বেঁচে আছেন, তাদেরকে এই পর্বটিতে অংশগ্রহণ করতে হয় না বলে জানান পুরোহিত ঠাকুর।

যাদের মা মারা গেছেন, তাদের জন্যে একবার মন্ত্রপাঠ করান ঠাকুর মহাশয়। আবার দ্বিতীয় বার মন্ত্রপাঠ করান যাদের বাবা মারা গেছেন তাদেরকে।

তর্পণের মধ্য ঠাকুরের সঙ্গে অষ্টমী স্নান শেষ হয়। স্নান শেষের আরও পর্ব রয়েছে।[৫]

খাবার পর্ব

স্নানের পাড় ঘেঁষেই বসেই কলা, চিড়া, মুড়ি, ফুল, বেল প্রভৃতির দোকান। অনেকেই সামান্য খাবার, খাবার নিতে মুড়ি, চিড়াই অন্যতম খাবারের উপাদান সঙ্গে নিয়ে আসেন। যারা নিয়ে আসেন না তারা স্নানঘাটের বসা সাময়িক হাট থেকে খাবার কিনে নেন। চিড়া, মুড়ির সঙ্গে থাকে গুড় ও সবরি কলা। স্নান শেষে সবাই যার যার মতো স্নানঘাটেই খাবার পর্ব শেষ করে নেন।[৬]

www.pathagar.com

দানপর্ব

স্নান শেষে সবাইকে কম-বেশি দান করতে হয়। নদীর চরে সাময়িকভাবে হেঁটে যাবার পথের দু'ধারে পাতানো থাকে শাড়ি কাপড়ের পাত্র। ভিক্ষুকরাই কাপড় পেতে রাখেন। পুণ্যার্থীরা স্নান শেষে চাউল, ডাউল, কখনো টাকা পয়সা দান করেন।

দানপর্ব শেষ করে অষ্টমী-স্নানকে কেন্দ্র করে বসা মেলায় ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বাড়ি বা বাসায় ফিরেন।[৭]

অষ্টমীর মেলা

লাটিয়ামারীর অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রের তীর সংলগ্ন বাজারেই বসে অষ্টমীর মেলা। এই মেলায় পালদের তৈরি মাটির ও কামারদের তৈরি লোহার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান বসে অনেকগুলো।

এই মেলায় সুন্দর সুন্দর মাটির কলস পাওয়া যায়। আগেকার দিনে নকশাযুক্ত কলস পাওয়া যেতো। অষ্টমীর মেলা সর্ব ধর্মের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়। খেলনার দোকানও বসে। মাটির তৈরি খেলনা ছাড়াও প্লাস্টিকের তৈরি খেলনাও পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের হাত পাখাও পাওয়া যায়।

কাঠের তৈরি জলচৌকি, পিঁড়ি, বেলাইন নিয়েও বসে যান ছুতাররা। মুড়ি, চিড়া, চিনির খেলনা, বাতাসার দোকান তো বসেই। তবে মেলায় নদীর ঘাটেই প্রচুর কলার দোকান বসে। এই মেলা অর্থনৈতিক আয়েরও উৎস বলা যায়।[৮]

৫. রথযাত্রা ও রথমেলা

রথযাত্রা

ময়মনসিংহ সদরে প্রায় শত বছর ধরে 'শ্রী শ্রী রঘুনাথ জিউর আখড়া'-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 'রথ উৎসব'। বাংলা ১৩২৪ সন ও ইংরেজি ১৯১৭ সালে প্রথম রথ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই থেকে ঐতিহ্যবাহী রথ উৎসব অব্যাহত আছে। এর আয়োজক মূলত ময়মনসিংহের গন্ধর্ব বণিক সম্প্রদায়। রঘুনাথ জিউর আখড়া বৈষ্ণবদের আখড়া হিসেবে সুপরিচিত। এর অবস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে ময়মনসিংহ সদরের জুবিলি ঘাট রোডে।[৯]

তিথি অনুসারে আষাঢ় মাসের যে-কোনো সপ্তাহে রথ উৎসব শুরু হয়ে নয় দিনব্যাপী স্থায়ী হয়। রথ উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে 'জগন্নাথ'। আর এ জন্যে এ উৎসবকে জগন্নাথের রথযাত্রা বলা হয়। রঘুনাথ জিউর আখড়া-র এক দাওয়াতপত্রে রথযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হলো। অনন্ত লীলাবারিধি পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ রূপে জগতে প্রকাশিত। পুরাণ শাস্ত্রানুসারে মহারাজ *ইন্দ্রদ্যুম্ন* স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনটি বৃক্ষকাণ্ড-দারুখণ্ডে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ শ্রী জগন্নাথ, শ্রী বলরাম ও সুভদ্রা দেবী'-র শ্রী মূর্তি প্রকট করেন। শ্রী জগন্নাথ, শ্রী বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর এই রূপ নিত্য ও শাশ্বত। শ্রী জগন্নাথ করুণাপরবশ হয়ে

www.pathagar.com

ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবকে তার দিব্য, সুন্দর ও সর্বোত্তম রূপ দর্শনের জন্য রথে উপবিষ্ট হয়ে মন্দির ছেড়ে রাজপথে বের হন। আর ভক্তগণ রথোপরি শ্রী জগন্নাথ দেব দর্শন ও রথের রশি টেনে ভগবানের সাথে প্রীতি বিনিময় করেন। ভগবান ও ভক্তদের এই মিলন মেলায় ধনী-দরিদ্র; উঁচু-নিচু, জাতি-ধর্ম ও বর্ণের কোনো ভেদাভেদ থাকে না। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে— "রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে।"[১০]

যে মন্দির বা আখড়ায় যার যার বিগ্রহ থাকে, তাদের বিগ্রহই রথাসনে স্থান পায়। রঘুনাথ জিউর আখড়ায় মূলত শ্রী জগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও সুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ রাখা আছে। আর এ কারণেই এই আখড়ার রথ উৎসবে তিনজনের বিগ্রহই স্থান পায়। আর আখড়ার রথ উৎসবের নামও তিনজনের নামেই হয়ে থাকে। যেমন— শ্রী জগন্নাথ, শ্রী বলরাম ও সুভদ্রা দেবী'র রথযাত্রা। কাঠের তৈরি রথটি সারা বছরই আখড়ায় থাকে। আখড়ায় যে পূজার ঘর রয়েছে সেখানে থাকে, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনটি মূর্তি।[১১]

রথ উৎসব শুরুর আগের দিন আখড়া থেকে রথটি ময়মনসিংহ সদরের বড় বাজারের রাস্তার উপর রেখে সাজানো হয়। রথ উৎসবের সূচনা করা হয় রথযাত্রার মধ্য দিয়ে। তাঁর আগে আখড়ার মন্দিরে রাখা তিনটি মূর্তির সামনে ভোগ-আরতি ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে নামকীর্তন করা হয়। এক পর্যায়ে তিনটি বিগ্রহ মন্দির থেকে উঠিয়ে এনে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নামকীর্তন করতে করতে রথের কাছে যান ভক্তবৃন্দ। মূর্তি তিনটি রথের সর্বোচ্চ স্থানে বসানো হয়। এসময় ভক্তবৃন্দ পূজার অর্ঘ্য হিসেবে চিনিকলা রথের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন। রথে চড়া পূজারি ও অন্যান্যরা চিনিকলা প্রসাদ হিসেবে ভক্তদের কাছে বিতরণ করেন। তারপর অসংখ্য ভক্ত রথটিকে রশির সাহায্যে টেনে টেনে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেন। বড় বাজারে জায়গা স্বল্পতার কারণে রথকে অল্প পরিমাণ রাস্তা টেনে নিয়ে যান।

শুরু হয়ে যায় নয় দিনব্যাপী রথ উৎসব। রথ রেখে যাবার পর বিকেল থেকে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয় খিচুরি। খিচুরি বিতরণ রাত আট-টা পর্যন্ত চলে। মন্দির লাগোয়া তৈরি নাটমন্দিরে বসে নামকীর্তন। বাদ্যযন্ত্র সহকারে নামকীর্তন করতে করতে রাত নয়টার দিকে ভক্তবৃন্দ আসেন রথের কাছে। রথ থেকে তিনটি বিগ্রহ নামিয়ে আবার নামকীর্তন করতে করতে আখড়ার মন্দিরের ভিতর আগের আসনে বসানো হয়।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল আটটা, দুপুর বারোটা থেকে একটা ও সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই তিন বেলায় পূজা-অর্চনা ও কীর্তনের আসর বসে। আসর শেষে বিতরণ করা হয় প্রসাদ। উল্টা রথযাত্রার মধ্য দিয়ে নবম দিনে সমাপ্ত হয় রথ উৎসব।[১২]

রথ উৎসবের নবম দিনে দুপুর বারোটার পর থেকেই ভক্তবৃন্দ জমায়েত হতে থাকেন আখড়ার মন্দিরে। খোল, করতাল, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহকারে নামকীর্তন করতে করতে ভক্তবৃন্দ মন্দির থেকে তিনটি বিগ্রহ আবার বের করেন। তিনজনের হাতে থাকে তিনটি মূর্তি। আর তাদের সামনে থালায় পূজার উপকরণ হাতে একজন পূজারি। পূজার অর্ঘ্য ও মূর্তির পেছনে অসংখ্য ভক্ত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নামকীর্তন করতে করতে উপস্থিত হন রথের কাছে। উদ্দেশ্য উল্টা রথযাত্রায় অংশ নেয়া।

www.pathagar.com

আখড়ায় রথ উৎসব উপলক্ষে নামকীর্তন করা হয়

আখড়ার মন্দির থেকে শ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি নিয়ে রথে বসনোর উদ্দেশ্যে নামকীর্তনসহ যাত্রা

www.pathagar.com

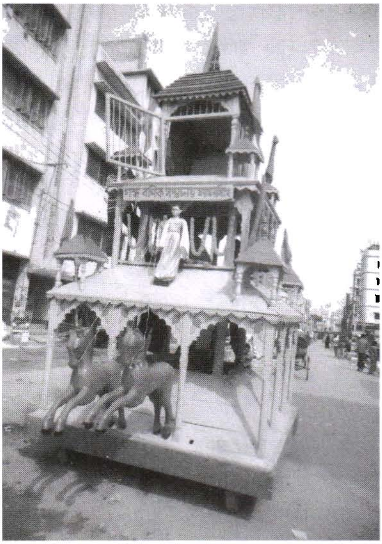

ময়মনসিংহের বড় বাজারে রাখা রথ

রথের চারপাশে সাতবার ঘুরছেন পুণ্যার্থীরা

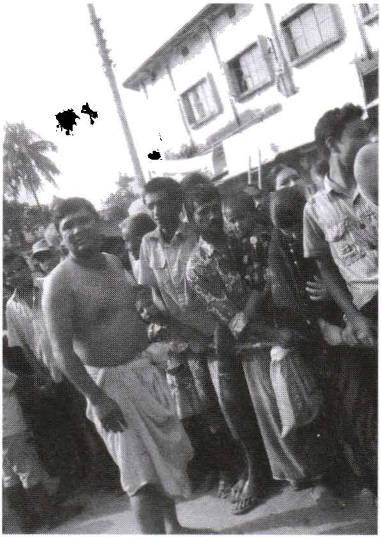

রথ টানার জন্য দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পুণ্যার্থী

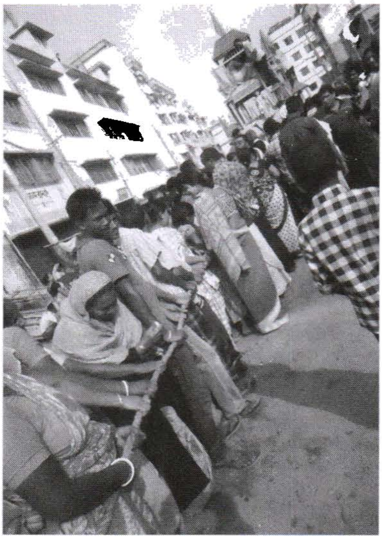

রথ টানছেন পুণ্যার্থীরা

www.pathagar.com

রথটিকে ঘিরে সাতবার প্রদক্ষিণ শেষে ভক্তবৃন্দ রথযাত্রা শুরুর দিনের মতোই চিনিকলা রথে ছুঁড়ে ছুড়ে দেন। আর কয়েকজন মূর্তি তিনটি রথের নির্ধারিত স্থানে রেখে দেন। এসময় প্রসাদ হিসেবে আবার বিতরণ করা হয় চিনিকলা। এসময় অনেক ভক্ত কলা গ্রহণের ক্ষেত্রে কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হয়ে যান। এমনটি হয় অবশ্য ভক্তদের মাঝে কলা ছিটিয়ে দেওয়ার কারণে। উল্টা রথযাত্রায় আবারও অসংখ্য ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। রথকে রশির সাহায্যে টেনে আগের স্থানে রাখা হয়।

ভক্তবৃন্দ মূর্তি তিনটি আবার রথকে নামিয়ে এনে নামকীর্তন করতে করতে আখড়ায় যান এবং মূর্তি তিনটি মন্দিরের ভেতর নির্দিষ্ট আসনে রেখে দেন। উল্টো রথযাত্রার শেষ মুহূর্তটিতে অর্থাৎ রাত নয়টা পর্যন্ত আবার ভক্তদের মাঝে প্রসাদরূপে খিচুরি বিতরণ চলে। এভাবেই সম্পন্ন হয় রথ উৎসব।[১৩]

রথমেলা

রথ উৎসব উপলক্ষ্যে রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা এই দিন চলে লোকমেলা, যাকে বলা হয় রথমেলা। রথমেলায় অনেক কলার দোকান বসে। প্রবাদে এজন্যে হয়তো বলাও হয়েছে রথ দেখা ও কলা বেচা। কলার দোকান ছাড়াও রথমেলায় কুমাররা মাটির তৈরি খেলনা পুতুল নিয়ে বসেন বিক্রির জন্যে। মেলায় বিক্রি করা হয় বাঁশের বিভিন্ন ধরনের বাঁশি। তবে আগের দিনের মতো মাটির তৈরি খেলনা বা পুতুল তেমন বিক্রি হয় না। মাটির তৈরি ব্যাংক বিক্রি হয় তুলনামূলকভাবে বেশি। ক্রেতার দিক থেকে শিশু-কিশোররাই সংখ্যায় বেশি।

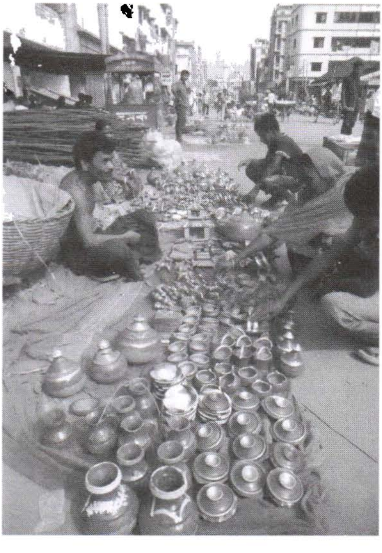

রথমেলায় বিক্রি হয় বিভিন্ন ধরনের খেলনা

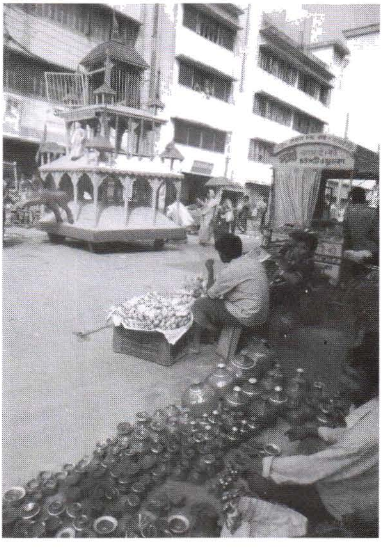

মেলায় কলার দোকানসহ মাটির খেলনার দোকান

www.pathagar.com

৬. ওরস ও মেলা

মূলত মধ্যযুগ থেকে এদেশে ইসলামের সুফী মতবাদ ও মারফতি তত্ত্ব সাধনার প্রভাবে আবির্ভুক্ত হন অনেক পীর-আওলিয়া, দরবেশ-ফকির এবং প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের উদ্যোগে বা তাদের স্মরণে অসংখ্য মাজার। ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় অনেক মাজার বিদ্যমান। যেমন— (১) ময়মনসিংহ শহরের কাচারিঘাটের পূর্বদিকে রয়েছে "কালুশাহ্-এর মাজার"। এখানে প্রতিবছর আরবি রজব মাসের ৪, ৫, ৬ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরস অনুষ্ঠিত হয়। তখন এখানে লোকমেলা ও মারফতি গানের আসর বসে। (২) ময়মনসিংহ শহরের থানাঘাটের পশ্চিমে বিপিন পার্কের নিকটে অবস্থিত শাহ সৈয়দ বুরহান উদ্দিন ওরফে "বুরা পীরের মাজার"। এখানে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের ৯, ১০, ১১ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরস অনুষ্ঠিত হয়। তখন এখানে লোকমেলা এবং বাউল গানের আসর বসে। (৩) ময়মনসিংহ শহরের কাঁচিঝুলি স্টেডিয়ামের উত্তর-পশ্চিম পাশে অবস্থিত "চুপ শাহ্ এর মাজার"। ত্রৈমাসিক ভাবে ৩ দিন ব্যাপী ওরস অনুষ্ঠিত হয়। লোকমেলা বসে এবং ভক্তি সংগীতের আয়োজন করা হয়। (৪) ময়মনসিংহ শহরের উত্তরপার্শ্বে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর পাড়ে শম্ভুগঞ্জে অবস্থিত "হযরত শাহ্ সুফী এনায়েতপুরী-এর মাজার"। এই শাহ্ এনায়েতপুরী ছিলেন পাবনার এনায়েতপুরের আদি পীরের বংশধর। তিনি ছিলেন একজন উচ্চপর্যায়ের আধ্যাত্মিক সাধক। তার লেখা অনেক মরমী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের ২১, ২২, ২৩ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরস, লোকমেলা, ভক্তিগীতির আয়োজন করা হয়।

ফুলবাড়িয়ার ওরস ও মেলা

ইসলামের সুফী মতবাদ অথবা মারেফত তত্ত্বের অনুসারীরাই মধ্যযুগে এদেশে শুরু করেন পীরভক্তি ও মাজার ব্যবস্থা। তারই ধারাবাহিকতায় সারাদেশের বহুস্থানে বিভিন্ন সময় আবির্ভূত হয়েছেন বহু পীর-ফকির-দরবেশ-আওলিয়া এবং তাদের চেষ্টায় অথবা তাদের নামে অথবা তাদের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু মাজার। এমনি বেশ কয়েকটি মাজার রয়েছে ফুলবাড়িয়া উপজেলার কয়েকটি স্থানে। যথা— (১) ফুলবাড়িয়া উপজেলা শহরেই রয়েছে শাহ সুফি আবদুর রহিম-এর বা "শাহ সাহেবের মাজার"। এখানে নিয়মিত ধর্মচর্চা হয় এবং প্রতিবছর ফাগুন মাসের ৮, ৯, ১০ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তখন এখানে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয় মেলা বসে এবং ভক্তি সংগীতের আসরে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মরমী শিল্পীগণ সংগীত পরিবেশন করে। (২) আছিম বাজারে রয়েছে "হযরত পীরপাল মিসকিন শাহ-এর মাজার"। এখানে প্রতিবছর পৌষ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরস, লোকমেলা এবং মরমীগানের আসর বসে। (৩) ফুলবাড়িয়ার লাঙ্গলশিমুল গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত "সুফি দয়াল বাবার মাজার"। এখানে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের ১৫, ১৬, ১৭ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরস, লোকজমেলা ও ভক্তিগীতির আসর বসে। (৪) বাক্তা ইউনিয়নে শ্রীপুর গ্রামে আছে "সুফি ওসমান শাহ এর মাজার"। তিন

www.pathagar.com

একরের অধিক খাস জমিতে এই প্রাচীন মাজারটি অবস্থিত। এখানে ওরস হয় মাঘ মাসের পূর্ণিমার দিনে ও এর আগের এবং পরেরদিন ৩ দিন ব্যাপী। এসময় ভক্তি সংগীতের আসর বসে এবং লোকমেলার আয়োজন করা হয়। (৫) আছিম ইউনিয়নের ঘুগুরাচালা গ্রামে রয়েছে "ছাবেদ ফকিরের মাজার"। এখানে প্রতিবছর মাঘ মাসের ৭, ৮, ৯ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ওরস। তখন সেখানে মারফতি, মুর্শিদি গানের আসর বসে এবং লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গফরগাঁওয়ের মুখীর ওরস ও মেলা

গফরগাঁও অঞ্চলের মশাখালী ইউনিয়নের মুখী গ্রামে রয়েছে হযরত শাহ্ মিসকিন শাহ্ অলি আউলিয়া জয়নাল আবেদীন (রা.)-এর পবিত্র মাজার শরীফ। বর্তমানে গদিসীন পীর শাহ্ দিলদার ফকির। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শেষ বুধবারে আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে ৩ দিনব্যাপী ওরস শেষ হয়। প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ লোকের সমাগম হয় এই মাজারের ওরসে। ৩ দিনব্যাপী চলে জিকির আজগার। অনেকগুলো আস্তানা বসে। প্রতি আস্তানায় মাজারের গান পরিবেশন করেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বাউলগণ। সারা দিন, সারা রাত চলে বাউল গান।[১৪]

মাজারে অনেকে আসেন মানত প্রদান করতে। নানান সমস্যা ও রোগবালাই থেকে রেহাই পাবার জন্যে, মুক্তি পাবার জন্যে মানত করা হয়। মাজারে মানত প্রদানকারী জানান, তারা যে কারণে মানত করেছিলেন, তা সফল হয়েছে। ফল লাভের সন্তুষ্টির জন্যে মানত দিতে এসেছেন। অনেকে ছাগল, খাসি, মোরগ, মোম, আগরবাতি, গোস্ত-পোলাও প্রভৃতিসহ নগদ টাকা মানত করে থাকেন।

আরেকজন মানতকারী জানান, তার বাবার আরোগ্য লাভের জন্য মানত করা হয়েছিল। তার বাবা ভাল হওয়ায় মাজারে ওরস উপলক্ষে এসেছেন মানত আদায় করতে। মানত প্রদানকারীরা একটি ছাগল নিয়ে আসেন। এটি জবাই করে কিছু অংশ মাজারে তবারক হিসাবে দান করবেন এবং বাকি অংশ রান্না করে নিজেরাই খাবেন। অনেকে মোরগ, মুরগি মানত করে থাকেন।[১৫]

মুখীর মেলা

মুখীর মেলায় খাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। আর এ কারণে মেলায় দ্রব্যসামগ্রী কেনার জন্যে বছরের প্রস্তুতি থাকে গফর গাঁও অঞ্চলের মানুষের। মেলার প্রধান আকর্ষণ সার্কাস। সার্কাসের প্রচলন বর্তমানে কমে এলেও, মুখীর মেলায় সার্কাসের আয়োজন থাকে। থাকে পুতুল নাচ, নাগরদোলা প্রভৃতি।

মাটির, লোহার ও বাঁশ বেতের সামগ্রী, খেলনা, হাত পাখা, কাগজের তৈরি মালা সব কিছুই পাওয়া যায়। মুখরোচক খাবারেরও আয়োজন থাকে। প্রচুর টাকার কেনা-বেচা চলে এই মেলায়।[১৬]

www.pathagar.com

হযরত শাহ্ মিসকিন শাহ্-র পবিত্র মাজার

ওরসে আসা মানুষ মাজার শরিফ জিয়ারত করছেন

www.pathagar.com

ওরস উপলক্ষে মাজারের শৃঙ্খলা রক্ষায় দুই তরুণ খাদেম

ওরস উপলক্ষে মোমবাতি জ্বালিয়ে ধ্যানমগ্নরত ভক্তবৃন্দ

www.pathagar.com

মুখীর ওরসে মোরগ হাতে জনৈক মানতকারী

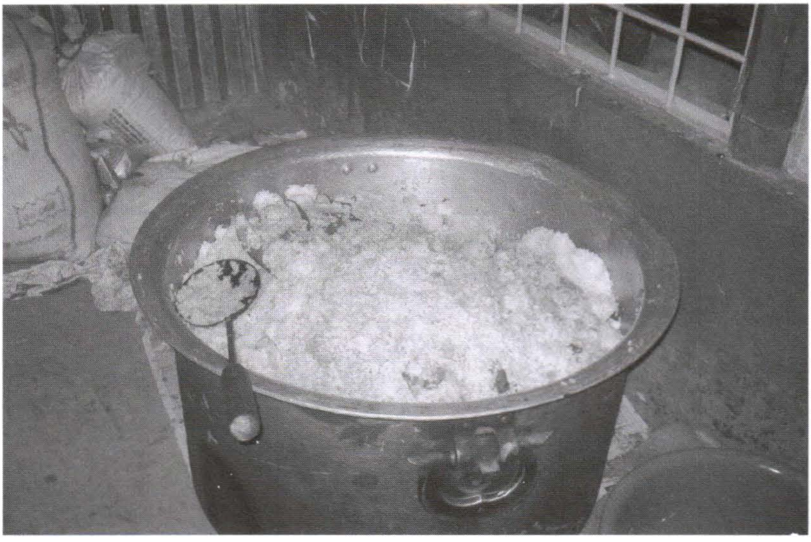

মোরগ পোলাও পাকিয়ে মানতের অংশ মাজারে প্রদান

www.pathagar.com

আস্তানায় বসে আছেন ভক্তবৃন্দ, আস্তানায় চলছে জিকির

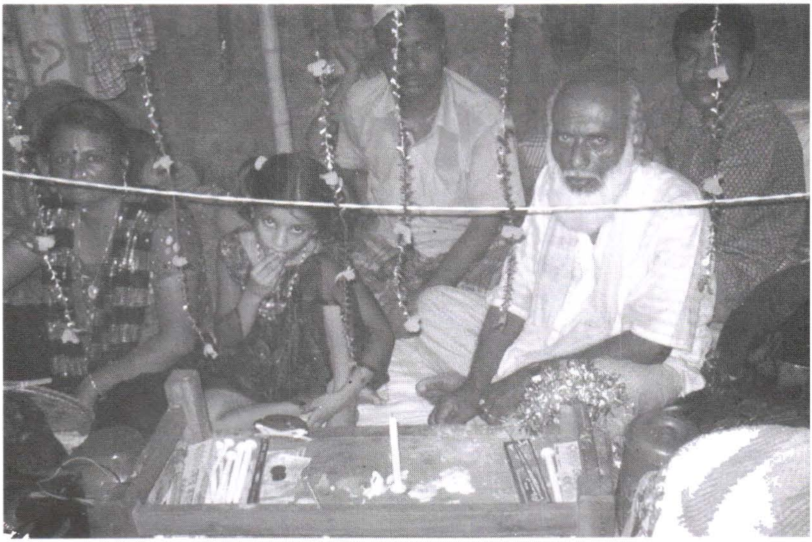

আস্তানায় বাউল গানের আসরের অপেক্ষায় ভক্তবৃন্দ

www.pathagar.com

মুখীর ওরস উপলক্ষে মাজারে গান গাইছেন জনৈক বাউল

জনৈক বাউল ভক্তবৃন্দের সামনে একটি আস্তানায় বাউল গান পরিবেশন করছেন

www.pathagar.com

পীর পাল বোরহান উদ্দিন (রহঃ) বুড়া পীরের মাজারের ওরস

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক বংশানুক্রমে আওলিয়াগণ পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তাঁরা এদেশের বিভিন্ন স্থানে কেউ কেউ আত্মগোপন করে থাকেন। আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তন্মধ্যে কোন একসময় পীর পাল বোরহান উদ্দিন (রহ.) বুড়া পীর ময়মনসিংহের গফরগাঁও অঞ্চলের বারবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকাটী গ্রামে আগমন করেন। তিনি পাকাটী, চারিপাড়া, মাইজহাটী, রৌহা প্রভৃতি গ্রামে ইসলাম প্রচারের জন্য লোকালয়ে প্রবেশ করেন। পাকাটীর হিন্দু চাকলাদার তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত থাকায় হিন্দু জমিদাররা রাগান্বিত হয়ে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করে ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হয়। আদালতে বিচারকার্য চলাকালে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁকে ভয়ভীতি দেখানো হয়। কিন্তু তিনি ভয়ভীতির উর্ধে থেকে ইসলাম প্রচারের কথাই ব্যক্ত করতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁর কোনো কিছু বলার বা খাওয়ার আছে কিনা। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হুকুম দেয়ার সাথে সাথে ঝড়-তুফান শুরু হয়ে গেল। তার সাথে মুহূর্তের মধ্যে চারিপাড়ার মনা ও মাইজহাটীর ধলি বিল থেকে অসংখ্য কই মাছ ও হেলেঞ্চা শাকে ময়মনসিংহ শহর ভরে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আদালতসহ সমস্ত জমিদারগণ তাঁর হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন এবং ছেড়ে দিলেন। পীর পাল বোরহান উদ্দিন শর্ত দিলেন যে, তাঁর সাথে জেলখানার সমস্ত কয়েদিদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। অবশেষে তাই হল। মুক্তি পেয়ে তিনি পাকাটী গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন। মুক্তাগাছার জমিদার, গাংগাটিয়ার জমিদার, আঠারবাড়ির জমিদার, ভাওয়ালের রাজা প্রমুখ মিলে তাঁকে পাকাটী মৌজায় তিন একর জমি দান করে দিলেন। কোন এক রাতে তাঁর আশ্রিত স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বিরাট পুকুর আপনাআপানি খনন হয়ে গেল। ঐ পুকুরের মাটি কোথায় গেল কেউ বলতে পারল না। তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আশ-পাশের লোকজন ভক্ত হতে শুরু করল। তিনি ওফাত গ্রহণের পর পাকাটী মৌজায় মাজার গড়ে উঠল। কথিত আছে যে, একসময় ঐ পুকুরে সিন্দুক ভেসে উঠত। কারো বাড়িতে কোনো চল্লিশার মেজবানির আয়োজন করা হলে ঐ পুকুরের পাড়ে এসে ডেক-ডেকচি বা প্রয়োজনীয় থালা-বাসনের জন্য প্রার্থনা করলে তা অলৌকিকভাবেই পাওয়া যেত। কাজ শেষে পুকুর পাড়ে রেখে আসলে তা আবার যথাস্থানে চলে যেত। মাজারের পাশে ঐ পুকুর বর্তমান দৃশ্যত রয়েছে কিন্তু কোনো একসময় নিয়ম ভঙ্গ করে ঐ আসবাবপত্র থেকে একটি বাটি রেখে দেয়ায়। তারপর থেকে অলৌকিকভাবে আর কোনো কিছু পাওয়া যায় না। নিজাম উদ্দিন ফকিরসহ স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টা ও আর্থিক সহায়তায় মাজারটি নির্মানাধীন রয়েছে। ঐ মাজারে মানতসহ বাৎসরিক ওরস হয়। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম ঘটে। জিকির-আসগারসহ মোনাজাত হয়। মাজারের পশ্চিম পাশে রাস্তার ধারে একটা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাজারের চার পাশে উন্নত রাস্তার অভাবে মাজারটির তেমন কোনো উন্নতি হচ্ছে না। পূর্বে দীর্ঘদিন খাদেমের দায়িত্বে ছিলেন নিজাম উদ্দিন

www.pathagar.com

ফকিরের চাচা জামু ফকির। বর্তমান খাদেম হলেন বীর বখুরার শাহ আফতর আলী ফকির (রহঃ) এর পুত্র রফিজ উদ্দিন ফকির। খাদেমের বর্তমান বয়স ৬৮ বৎসর। পেশা- ব্যবসা।[১৭]

৭. আশুরা

ইসলামের ইতিহাসের মহাবীর দৌহিত্র ইমাম হোসেন শাহাদত বরণ এবং কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় কাহিনির স্মরণেই পালিত হয় আশুরা। আরবি মহরম মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত কয়েকদিন ব্যাপী প্রধানত শিয়াগণ এবং কারবালার আর্দশ ও চেতনায় বিশ্ববাসী মুসলমানগণ কর্তৃক আয়োজিত হয় মহরমের আনুষ্ঠানিকতা। ঢাকার মতো ময়মনসিংহ শহরে একসময় বাস করতেন হাজার হাজার শিয়া অধিবাসী। পাকিস্তান আমলে শহরের সানকিপাড়ার বিহারি কলোনি এবং পাটগুদাম এলাকায় জেল রোড বোম্বাইয়া কলোনিতে শত শত রেলওয়ের কর্মচারী ও শ্রমিক ছিলেন বিহারি এবং ধর্মীয়ভাবে শিয়া। যাদের শত শত বংশধর এখন পাট গুদাম এলাকায় বাস করছেন। শহরের রামকৃষ্ণ-মিশন রোড এলাকায় কয়েকটি কলোনিতে বাস করেন শত শত শিয়াপন্থীগণ। তারা নতুন বাজার, মেছো বাজার বিভিন্ন পেশায় জড়িত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বাস করে।

প্রতিবছর মহরমের আশুরা উপলক্ষ্যে অনেক নরনারী রোজা পালন করেন এবং নিজ নিজ মহল্লার আয়োজন করেন ডাইল, সবজি বা মাংস মিশ্রিত খিচুরি দ্বারা কাঙালিভোজ, মহরমের জারিগান, লাঠিখেলা, তাজিয়া মিছিল ও কারবালার পুঁথিপাঠ। সম্প্রদায়গতভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় আবেগ এবং ভাবগাম্ভীর্য সহকারে ময়মনসিংহ শহরে পালিত হয় মহরমের আশুরা। আশুরা উপলক্ষে জারিগান পরিবেশন করেন আমীন উদ্দিন বয়াতি ও তারদল এবং পুঁথিপাঠ করেন আবদুল ওয়াদুদ। শহরের বিভিন্ন সড়কে তাজিয়া মিছিল ঘুরে আসারপর দুপুরে রামকৃষ্ণমিশন রোডের একটি উন্মুক্তস্থানে কাঙালিভোজের আয়োজন করা হয়। শত শত নরনারী এতে অংশ নেন।

৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও অঞ্চলভিত্তিক চড়কপূজা হতো ফুলবাড়িয়ার নাওগাঁও, কেশরগঞ্জ, রাঙ্গামাটিয়া, শিবগঞ্জ, ঠাকুরপাড়া, ঋষিপাড়া ইত্যাদি হিন্দুপ্রধান এলাকায়। চড়কপূজা মূলত গাছের পূজা। ৩০/৪০ ফুট লম্বা শাল বা গজারি গাছ সংগ্রহ করে ডাল-পাতা ছেঁটে মাটিতে না পুঁতে সোজা দাঁড় করানো হতো। কিংবদন্তি রয়েছে যে, মাটিতে না পুঁতা সত্ত্বেও দৈবশক্তি বলে গাছটি সোজা দাঁড়িয়ে থাকতো। গাছের গোড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নানা প্রকার ফুল-ফল, দুধ-দই, আতপ চাউল, কবুতর ইত্যাদি নিবেদন করে ভক্তিভরে পূজা দিত। কোথাও কোথাও পাঁঠা বলি দেওয়া হতো।

গাছটির আগায় শক্ত করে লম্বা বাঁশ বাঁধা হতো এবং বাঁশের দুই প্রান্তে দুইটি দড়ি মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থায় ঝুলানো হতো। দড়ির দুই প্রান্তে দুইজন খুব সাহসী

www.pathagar.com

লোকের পিঠে মেরুদণ্ডের হাড়ের সাথে বড়শি বিঁধানো হতো এবং দড়ি দিয়ে শক্ত করে কোমরে ও বুকে প্যাঁচ দিয়ে বাঁধা হতো। এরপর বাঁশের আগায় বাঁধা আলাদা দড়ির সাহায্যে দুইপাশে বাঁধা দুই ব্যক্তি দড়ির ব্যাসার্ধ পরিমাণ ঘুরতে থাকতো। ঘূর্ণায়মান দুই ব্যক্তি শারীরিক কসরত করত এবং জীবন্ত কবুতরের মাথা ছিঁড়ে রক্তপান করতো। ফুলবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত "ফুলখড়ি" নামক স্মরণিকার জগমোহন বর্মণ চড়কপূজা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"প্রাচীন লোকদের মুখে শোনা যায়, কখনো কখনো কোনো ভক্তের জিহ্বার ভিতরে লোহার চিকন শিক ঢুকিয়ে অনেক সময় গাছের দড়ির সাথে বেঁধে ঘুরানো হতো।"

এই অদ্ভুত দৃশ্যটি শত শত দর্শক উপভোগ করতেন তাজ্জব হয়ে। চড়কপূজার স্থানে বসতো বিভিন্ন লোকজ সামগ্রীর সমাহারে মেলা। কোনো কোনো বছর এখনো ফুলবাড়িয়ার দুয়েক স্থানে আয়োজিত হয় চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা।

৯. ওয়ানগালা

ওয়ানগালা গারোদের প্রধান সামাজিক উৎসব। গারোরা শস্য দেবতা মিসি সালজং-এর কৃতার্থে ওয়ানগালা উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের ধান, কুমড়ো, আদা, মরিচ, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি নানা রকম ফসল ঘরে তোলার পর দেবতা মিসি সালজংয়ের উদ্দেশ্যে এসব ফসল উৎসর্গ করা হয়। পূর্বে ওয়ানগালা অনুষ্ঠানের আগে গারোরা এসব উৎপাদিত ফসল খেত না। দেবতার ওপর সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আগামী বছরও যাতে ভালো ফসল হয় সেই প্রার্থনা জানানো হয় ওয়ানগালা উৎসবে। তিনদিন ধরে ওয়ানগালা উৎসব হতো। উৎসবের প্রথম দিন হতো 'রুগালা'র অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিন সা'সাত স'আ এবং তৃতীয় দিন জলওয়াত্তা অনুষ্ঠান। প্রথমদিন শক্তি দেবতা রাক্কাসী আমুয়া বা রাক্কাসী'র পূজা হতো্ বিকেলে হতো রুগালা। এই পর্বে সকল অশুচি ও অশুভকে বিসর্জন দেওয়া হতো। সা'সাত স'আর অর্থ হচ্ছে ধূপারতি প্রদান। এদিন চালের গুঁড়ো ও পানির তৈরি ওয়ানচি দিয়ে সবার কপালে ওয়ানচি থক্কা বা কপালে এক ধরনের সাদা দাগ লাগিয়ে দেওয়া হতো। গ্রামের সবাই মিলে গ্রামপ্রধানের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করত। তৃতীয় দিন হতো জলওয়াত্তা। জলওয়াত্তা মানে বিদায় জানানো। এই দিন নক্‌মা বা গ্রাম প্রধানের ঘরে ঢোল পুনরায় তুলে রাখা হাতো এবং তিনদিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে যেসব কাঠি দিয়ে ঢোল বাজানো হতো সেসব কাঠি ফেলে দেওয়া হতো।

বর্তমানে বেশির ভাগ স্থানেই কেবল একদিন ব্যাপী ওয়ানগালা উৎসব পালন করতে দেখা যায়। গারোয়া খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের পর খ্রিস্টান ক্যাথলিক ধর্মালম্বীর খ্রিস্ট রাজার পর্বে এই উৎসব পালন করে থাকে।

১০. হাজংদের বাস্তুপূজা

হাজংদের বিশ্বাস, এই পৃথিবীর যেমন একজন সৃষ্টিকারী ও রক্ষাকারী রয়েছেন ঠিক তেমনি প্রত্যেক বাড়ি ও ভিটারও রয়েছেন একজন রক্ষক আর তিনিই হলেন বাস্তু

www.pathagar.com

দেবতা। বাস্তু দেবতার দয়ায়ই সবাই গৃহে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। প্রত্যেক হাজং বাড়িতে বাস্তু দেবতাকে পূজার ছোট পবিত্র স্থান থাকে। যা হাজংরা সবসময় লেপন দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে। বাস্তুপূজা পালন করা হয় শীতকালে ফসল কাটার পর। পূর্বে বাস্তুপূজার আগে গ্রামের কেউ জমি চাষ করতে পারত না। কেউ ভুলে জমিতে হাল নামালে তার জন্য জরিমানা গুনতে হতো।

১১. থুবা পূজা

থুবা এর অর্থ দাঁড়ায় কুড়ানো বা সংগ্রহ করা। থুবা সাধারণত শুরু হয় সূর্য ডোবার পর। আট-দশ জনের একটি দল বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে থুবার উদ্দেশ্যে বের হয়। এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে লাঠি। লাঠির অগ্রভাগ থাকে সরু। কোনো বাড়ির পৌঁছানোর পর উঠোনে সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে সবাই লাঠির সরু দিকটি মাটিতে পুঁতে বলে থুবা থুবা। তারপর ডান দিক থেকে বাঁয়ে ঘুরে আর নানা ছড়া কাটতে থাকে। প্রথম একজন বলে তার উচ্চারণ করার পরপর সবাই একসাথে ছড়াটির পুনরাবৃত্তি করে। একট ছড়া শেষ হলে সবাই আবার থুবা থুবা বলে ও নতুন ছড়া শুরু করে। যেমন—

থুবা থুবা
অরনে বরণে
মায় লক্ষ্মী চরণে
মায় এসে দিলে কড়ি
তক করো লরি-হরি
লরি-হরি শ্যামরে
সোনার বন্ধু পাংরে
থুবা থুবা।

তাঁদের এই সুরেলা পরিবেশনে মুগ্ধ হয়ে গৃহস্থরা চাল, টাকা-পয়সা, খাবার ইত্যাদি দিত। লাঠির সরু দিকটি মাটিতে পুঁতার ফলে উঠোনে যে দাগের সৃষ্টি হতো, আশীর্বাদ মনে করে, যতদিন থাকে ততদিন সবাই তা সযত্নে রেখে দিন। বর্তমানে আর এসব দলের দেখা মেলে না।

১২. হালুয়াঘাটের মান্দিদের বিয়ে

গারো সমাজ ব্যবস্থায় মাতৃসূত্রীয়। সম্পত্তির মালিকানা সাধারণত মেয়েদের নামে লিখিত থাকে। তাই বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এককভাবে মেয়েদের হাতে থাকে না স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বিয়ের সময় গারোদের সমাজ ব্যবস্থায় ভাগ্নে সম্পর্কীয়রা সর্বাগ্রে অধিকার পায়। না হলেও একই গোত্রের ভাগ্নেরা থাকে দ্বিতীয় পছন্দের তালিকায়। একই গোত্রের যেমন রিছিল রিছিলে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দুর্ঘটনাবশত কখনও এরূপ বিয়ে হলে তা সামাজিক অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। গারো ছেলেরা সাধারণত বিয়ের পর বউয়ের বাড়িতে চলে যায় ও সেখানেই বসবাস করতে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়ির ছেলের অভাব পূরণ করে বোনের জামাই হয়ে সেই বাড়িতে আসা বোন জামাইয়েরা।

www.pathagar.com

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পর গারোরা গির্জায় পাদ্রির কাছে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এরূপ বিয়ে সচরাচর খ্রিস্টিয় রীতির মতোই। এর বাইরে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। তবে বাড়িতে বিয়ে হয়ে অথবা গির্জা থেকে ফেরার পর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীকে আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকলে নব বর-বধূকে আশীর্বাদ করে।

১৩. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা

ফুলবাড়িয়া উপজেলার ঘোয়াইদপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গুপ্তবৃন্দাবন একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী তীর্থকেন্দ্র। এটি এখন হিন্দুদের একটি আঞ্চলিক তীর্থস্থান। এখানে শত শত বছরের প্রাচীন একটি তমাল গাছ আজও বিদ্যমান। গাছটির তিনটি প্রধান শাখা দেখতে ছিল ত্রিশূলের মতো। এখানে এখনও প্রাচীন স্থাপনার ভগ্নাবশেষ আছে। এটি আছিম থেকে সাগর দিঘির পাকা সড়কের পাশে অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তির দিন এবং ১, ২, ৩ বৈশাখ ৩ দিন ব্যাপী নিয়মিত পূজা হয় এবং মেলা বসে। লোকমুখে শোনা যায়—রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহের লীলাক্ষেত্র ছিল এখানেও। রাধা ও কৃষ্ণ নাকি যমুনার-গঙ্গার তীরে ধরে বাংলায় এসেছিলেন এবং টাঙ্গাইল হয়ে এখানে এসে মধুপুর ও ভাওয়ালের জঙ্গলের মধ্যবর্তী এই তমাল বনে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ঘটনাটি গোপন ছিল বলেই এই তমাল বনের নাম ছিল গুপ্তবৃন্দাবন। ভারতের বৃন্দাবন তীর্থকেন্দ্র থেকে একজন সাধক ৫০ বছর আগে এখানে পূজায় পৌরহিত্য করতে ব্রতে এই তথ্য নাকি জানিয়ে গেছেন।

তবে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ৫/৯/১৯৮৭ তারিখ প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের পুরাকীর্তি ও পুরাকাহিনি' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে গোলাম নবী লিখেছেন—"এখানে প্রাচীনকালের যেসব ধংসাবশেষ দেখা যায় তা থেকে কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, এখানে প্রাচীনকালে একটি বৌদ্ধ ধর্ম কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে পঞ্চাদশ শতাব্দীতে এটা হিন্দুদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।"

'ময়মনসিংহের ইতিহাস' গ্রন্থে কেদারনাথ মজুমদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এই স্থানটি বৈষ্ণবদের একটি তীর্থস্থান। শোনা যায়, মাধব নামক এক বৈষ্ণব গোস্বামী এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। কেউ কেউ এই মাধবকে কামরূপ এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক—শংকর দেবের শিষ্য বলে মনে করেন। শংকর দেবের পুত্র রামানন্দ এতদঞ্চলে অবস্থান করতেন।"

গুপ্ত বৃন্দাবনের "নিত্যফলা" ধানের বিষয়ে কিংবদন্তি হলো এই যে—এই ধান ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বপন থেকে শুরু করে ফলন এবং পেকে খাদ্যোপযোগী হয়ে যেতো।"

১৪. অন্নপ্রাশন

হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুর মুখে প্রথম অন্ন দেয়ার অনুষ্ঠান। শিশুর ৫-৭ মাস বয়সে পায়েস বা আতপ চাল, চিনি ও কলা মিশিয়ে ব্রাহ্মণের মাধ্যমে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে প্রসাদ নিয়ে শিশুর মুখে প্রথম ব্রাহ্মণে দিবেন। তারপর দাদা/নানা

www.pathagar.com

এরকম কেউ দেন। ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে দেবতার প্রসাদ মন্দির থেকে এনে দাদা/নানা দিলেও চলে। এদিন শিশুকে সুন্দর করে সাজানো হয়। উলুধ্বনি হয়, শঙ্খ বাজানো হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ধান-দূর্বা দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করেন, অনেকে শিশুকে উপহার প্রদান করেন। কাঁসার থালায় কলম, এক টুকরা কাগজ, একটি মুদ্রা, এক টুকরা মাটি, এক টুকরা দড়ি, ধান রেখে শিশুর সামনে উপস্থাপন করা হয়। শিশু কোনটি ধরে তার ওপর ভিত্তি করে তার ভবিষ্যতে প্রবণতা অনুমান করা হয়। যেমন—কলম বা কাগজ ধরলে বড় বিদ্যান হবে, মুদ্রা ধরলে খুব টাকা-পয়সা অর্জন করবে ইত্যাদি। অন্নপ্রাশনের আগে শিশুর পিতা বা পিতৃস্থানীয় কেউ ব্রাহ্মণের মাধ্যমে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে আভ্যুদয়িক কার্য সম্পাদন করার রেওয়াজ আছে।[১৮]

১৫. খৎনা বা মুসলমানি

ইসলামি বিধান বা রীতি অনুসারে সাধারণত ৫/১০ বছর বয়সী ছেলে বা কিশোরের লিঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখা অংশকে কেটে ফেলে দেয়ার আনুষ্ঠানিকতাকে খৎনা বা সুন্নত কাজ বা মুসলমানি বলা হয়। ময়মনসিংহের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে খৎনার কাজটি করেন সাধারণত টাঙ্গাইলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত এ বিষয়ে পেশাজীবী পারদর্শী 'গুণী' নামক এক শ্রেণির লোক। অবশ্য ইদানীং ময়মনসিংহের কোনো কোনো এলাকায় 'গুণী' নামক লোকদের বাসস্থান আছে। সনাতন পদ্ধতিতেই তারা খৎনার কাজটি করেন। সাম্প্রতিক সময়ে শহরে-বন্দরে খৎনার কাজ করেন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে বা চেম্বারে ডাক্তারগণ। খৎনা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীগণকে গরু-খাসি জবাই করে নিমন্ত্রণ করার রীতি ছিল এবং আছে বিত্তবান ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে। ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টারে অধ্যাপক মজিবর রহমান তার বাসভবনের আঙিনায় বেশ কয়েক বছর আগে তার একমাত্র পুত্র ফুয়াদের খৎনা উপলক্ষে এক বিরাট নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছিলেন। এ উপলক্ষে একটি বিশাল আকৃতির গরু ও কয়েকটি খাসি জবাই করা হয়েছিল। এই খৎনার নিমন্ত্রণে আমন্ত্রিত ছিলেন তিনশত নর-নারী।[১৯]

১৬. সাধভক্ষণ

মূলত হিন্দুসমাজের আচার এটি। এর প্রচলন আছে সুদীর্ঘকাল থেকে। সিমন্তন্য অনুষ্ঠান শেষ হলে সাধারণত গর্ভবতী থাকা অবস্থায় ৯ মাস পূর্ণ হলে সন্তান সম্ভবা নারীকে তার পছন্দ বা রুচি মাফিক খাবার দেওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজন তাকে উপহার দেয়। মূলত প্রসবকালীন অস্বাভাবিক মৃত্যুর আশংকা থেকেই অভিভাবক কর্তৃক প্রসূতির মনোবসনা পূর্ণ করার ইচ্ছা থেকেই এ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়। মুসলমান পরিবারেও এ আয়োজনটি করা হয় গর্ভধারণ অবস্থায় ৭ মাস পূর্ণ হওয়ার পর।[২০]

১৭. সিমন্তোন্নয়ন

হিন্দু সম্প্রদায়ে কোনো বধূ প্রথমবার গর্ভবতী হলে আয়োজিত হয় যে আনুষ্ঠানিকতা তার নাম সিমন্তন্য। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি লোকজ অনুষ্ঠান। এই আনুষ্ঠানিকতায়

www.pathagar.com

গর্ভবতী মেয়েটিকে নতুন শাড়ি পরিয়ে নারায়ণ বা বিষ্ণুর পূজা করানোর পর তার আঁচলে সুপারি, হরীতকী, ডালিম ইত্যাদি ফলগুলো বেঁধে দেয় তার স্বামী। আঁচলে ফলগুলো বাঁধা অবস্থায় রাত্রে মেয়েটি ঘুমায়। সকালে দীঘি বা নদীতে স্নান করার সময় ফলগুলো ফেলে দেয় জলে। জলে ভাসতে থাকে যে-ফুলগুলো বধূটি আঁচলে বেঁধে নিয়ে এসে ঘরের শস্য রক্ষিত পাত্রে কিংবা দেবতার মূর্তির পাশে রাখে। তারা বিশ্বাস করে যে, জলে ছিল যতটি ফল—এই বধূটি ততটা সন্তান পেতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় নাকি কিছুটা ভিন্নরূপে মুসলমান সম্প্রদায়েও এই রীতি প্রচলিত আছে।

১৮. ষষ্ঠী

কোনো পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করার ৬ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রসূতির কাপড় চোপড় ধৌত করা, বিছানা ও ঘর পরিষ্কার করা, বাচ্চার মাথার চুল মুণ্ডন করা, প্রসূতিকে স্নান করানো ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানের রীতিকে বলা হয় ষষ্ঠী। শিশুর জন্ম হয় যে ঘরে, সেই ঘরের সাময়িক এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্থানীয় নাম 'ছডিঘর'। ৭ দিন পর্যন্ত ছডিঘরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ২/৩ জন মহিলা ছাড়া অন্যলোকের প্রবেশ থাকে নিষিদ্ধ। ধূপ-পোড়ানো ধোঁয়া সৃষ্টি করে বা অন্য কোনো প্রকার ধোঁয়ার সাহায্যে ছডিঘরকে জীবাণুমুক্ত রাখার নিয়ম প্রচলিত আছে ময়মনসিংহের গ্রামের সকল পরিবারে। শিশু জন্মের ৭ দিনে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী শিশুকে দেখতে আসে এবং তাদের মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করার রীতি আছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই। ময়মনসিংহের কোনো কোনো গ্রামে এই উপলক্ষে হাইট্টার বা সাইট্টারা বা হাডিরা গীত নামক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো এবং এখনো কোনো কোনো এলাকায় আয়োজিত হয়।[২১]

১৯. আকিকা

ইসলাম ধর্মের বিধান মতে সন্তানের নাম নির্ধারণ এবং পশু জবাই করে আত্মীয়-স্বজনকে-দরিদ্রকে বিতরণের আনুষ্ঠানিকতাকে আকিকা বলা হয়। কোনো কোনো পরিবারে আকিকা উৎসবে পর্যবসিত হতেও দেখা যায়। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তবানদের কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করেন। আমন্ত্রিতরা সাধ্যমতো উপহার দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করেন।

২০. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি

পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো শিশুর জন্মগ্রহণ। শিশু জন্মগ্রহণ করা মাত্রই আজান দেওয়ার নিয়ম রয়েছে মুসলমান পরিবারে। কারণ শিশু জন্মলাভ করেই যাতে আল্লাহ্ রাসুলের নাম ও নামাজের ডাক শুনতে পায়। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হলেও ঐ সময় আজান দেওয়ার নিয়ম চালু আছে মুসলমান পরিবারে। শুধুমাত্র ছেলেশিশুর জন্য আজানের নিয়ম থাকলেও মেয়েশিশুর জন্মের কারণে আজানের প্রচলন নেই। এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ প্রাধান্যের ফল মনে হয়। শহরবন্দরে বেশিরভাগ শিশুই আজকাল জন্ম নিচ্ছে ক্লিনিকে এবং হাসপাতালে। উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করা হয় হিন্দু পরিবারে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর। শিশু জন্মের পর সাধ্য অনুযায়ী পাড়া-প্রতিবেশীকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টি বিতরণের নিয়ম এখনও চালু আছে।

www.pathagar.com

২১. শিশুকে খির খাওয়ানো

মেয়েশিশুদের ৭ মাস এবং ছেলেশিশুদের ৯ মাস বয়সের সময় শিশুর মুখে খির দেয়া হয়। এর পূর্বে শিশুকে সাধারণত ভাত-মাছ খেতে দেয়া হয় না। খির খাওয়ার পর থেকে শিশুকে ভাত-মাছ খেতে দেয়া হয়। মুসলমানদের মধ্যে এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আত্মীয়, প্রতিবেশীদের এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণিই দাওয়াত পান। শিশুকে অনেক উপহার প্রদান করেন আগতরা। ধনী লোকেরা বিশেষ ভোজের আয়োজন করেন। দরিদ্র লোকেরা চাল-চিনি দিয়ে শুধু খির রান্না করে শিশুর মুখে দেন।[২২]

২২. মানসিক (মানত)

গাছে প্রথম ফল হলে বা বিশেষ কোনো মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার আশায় মুসলমানগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজারে এবং হিন্দুগণ মন্দিরে টাকা-পয়সা, গাছের ফল, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি দিয়ে থাকেন।[২৩]

২৩. গরুন্নাতের শিরনি

ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থদের মাঝে এই ধরনের শিরনি-শোলাক মানতের প্রচলন আছে। এই শিরনি তারা মূলত খোয়াজ খিজির নামক একজন পীরের নামে করে থাকেন। গ্রামের কোনো কোনো গৃহস্থ গোহালের গাভী থেকে বাছুর লাভের পর প্রথম ধোহানো দুধ নদীর জলে ভাসিয়ে দেন এবং দ্বিতীয় ধোহানো দুধের সাথে কলা, চিড়া ও মুড়ি মিশিয়ে পীর খোয়াজ খিজিরের পরিবারের নামে এক প্রকার শিরনি প্রস্তুত করে পাড়ার ছেলে বুড়ো সবার মাঝে বিতরণ করেন। তারপর নিজেরা উক্ত গাভীর দুধ খাওয়া শুরু করে।[২৪] শিরনি তৈরির নিয়ম হলো, যে গাভীটি রাখা হয় সেই গোহালের সামনে ছোট্ট একটি গর্ত করে তাতে কিঞ্চিত দুধের সাথে পাঁচটি পান এবং পাঁচটি আস্ত সুপারি রেখে উক্ত গর্তটির পাশেই একটা আফলা কলাগাছ পুতা হয়। তারপর বাংলা বারো মাসের নামের সাথে মিলিয়ে কোন মাসে কী ধরনের ফল বা খাদ্য উপযোগী তা গৃহস্থ বলে যাবেন। এবং কিছু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে গর্ত ও কলাগাছ ঘিরে ঘুরে ঘুরে গৃহস্থের সাথে মিলিয়ে কোন মাসে কী ধরনের ফল বা খাদ্য উপাযোগী তা সমস্বরে গেয়ে শোনাবে। যেমন—গৃহস্থ বলবেন, দোহাই গরুন্নাত, দোহাই গরুন্নাত, দোহাই গরুন্নাত (এভাবে তিনবার) তারপর—

চৈতে-চালিতা, বৈশাখে-নালিতা, জ্যৈষ্ঠে-খৈ, আষাঢ়ে-দই
শাওনে-বগ্নি, ভাদ্রে-তালের পিঠা, আশ্বিনে-শসা মিঠা, কার্তিকে-কৈ এর ঝুল
আঘুনে-ওল, পৌষা-কাঞ্জি, মাঘা-তেল, ফাল্গুনে-গুড় আদা বেল।
(হেচ্ছইল... হেচ্ছইল... হেচ্ছইল...)[২৫]

২৪. চডি (ষটি)

আঁতুরঘর থেকে মা ও শিশুকে বের করা হয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাই এ অঞ্চলে চডি নামে পরিচিত। সন্তান প্রসবের ছয়দিন পর অর্থাৎ সপ্তম দিনে এ অনুষ্ঠান করা হয়। ঐ

www.pathagar.com

দিন শিশুর মাথা মুণ্ডন করা হয়। মায়ের ও উপস্থিত সকলের মাথায় তৈল দেয়া হয়। ঘরের চালে বাতাসা ঢেলে দেয় উপস্থিত সকলে তা হৈ-হুল্লোড় করে ধরে খায়। কাঁচা আতপ চাল গুড় দিয়ে মেখে উপস্থিত সবার হাতে দেয়া হয়, সকলে তা খায়। শিশুকে কোলে নিয়ে মা ছাতার নিচে করে উঠানে হাঁটে ও প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে যান। শিশুর অমঙ্গল থেকে মুক্ত থাকার জন্য মা হাতে রাখেন দিয়াশলাই বা ম্যাচ (অর্থাৎ আগুন), লোহার কাঁচি, গাছের পাতা ইত্যাদি। ঐ দিন মাকে প্রথম উত্তম ব্যঞ্জন অর্থাৎ মাছের মাথা, ৫/৭ জাতের বড়, মাসের ডাল ইত্যাদি দিয়ে খাওয়ানো হয়।[২৬]

২৫. গায়েহলুদ

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বর-কনে উভয়ের বাড়িতেই বিয়ের আগের দিন গায়েহলুদ অনুষ্ঠান হয়। গায়েহলুদের গোসল করানোর সময় বর/কনেকে উপস্থিত সকলেই হলুদ মেখে দেয়। এসময় উপস্থিত সকলের মধ্যে রং দেয়া ও একজন আরেকজনের শরীরে পানি ঢেলে দেয়া এ জাতীয় আনন্দ-উল্লাস হয়ে থাকে। গোসল শেষে বর/কনেকে কোনো একজন (সাধারণত বোনজামাই) কোলে করে নিয়ে বড়ঘরে (বাড়ির প্রধান বসতঘর) নতুন পাটিতে বসান।

২৬. সদরভাতা

বরকে গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানের পর বরের বাড়িতেই বড়ঘরে নতুন পাটিতে বসিয়ে মুসলমানদের মধ্যে এ অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি, বর বন্ধু-বান্ধব (হিন্দু-মুসলমান উভয়ই হতে পারে) উপস্থিত থাকেন। একটি বড় থালায় পোলাও, সাত জাতের বড়া, কবুতর ভুনা, বিভিন্ন রকম পিঠা ইত্যাদি উপাদেয় খাবার বরকে দেয়া হয়। বর অন্যদের নিয়ে খেয়ে থাকেন।[২৭]

২৭. মঙ্গলাচরণ

হিন্দু সম্প্রদায়ে বিয়ে অনুষ্ঠানের পূর্ব মুহূর্তে বরকর্তার (সাধারণত বরের বড় বোনজামাই, দাদা, নানা, মামা, চাচা—এঁদের কোনো একজন বরকর্তা হন) মাধ্যমে মাছ (রুই, কাতল জাতীয় মাছ), মিষ্টি/চিনি-বাতাসা, পান-সুপারি ইত্যাদি কনেপক্ষের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মণ, মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে সিঁদুরফোঁটা দিয়ে মাঙ্গলিক কার্য সম্পাদন করেন। তারপর কন্যাপক্ষ এসব গ্রহণ করেন। মিষ্টি/চিনি-বাতাসা ও পান-সুপারি উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

২৮. বউবরণ

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে বর বিয়ে করে কনেকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসার পর বউ ঘরে উঠানোর আগে শাশুড়ি ও অন্যান্য মহিলারা কোলায় ধান-দূর্বা দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করেন। তারপর কোলে করে বউকে ঘরে উঠানো হয়।[২৮]

www.pathagar.com

২৯. ভাত-কাপড়

হিন্দু সম্প্রদায়ে বিয়ের এক/দুই দিন পর বউকে স্নানের পর নতুন পাটিতে বসানো হয়। তারপর তাকে নানান উপাদেয় খাবার ও মূল্যবান বস্ত্রাদি দেয়া হয়। বউয়ের সঙ্গে অন্যরাও খান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই স্বামীর বাড়ির পক্ষ থেকে বউকে ভাত-কাপড় দেয়ার সূচনা করা হয়।

৩০. বৌভাত

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের এক/দুই দিন পর বউ নিজে রান্না করে তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে পরিবেশন করে খাওয়ান। এ উপলক্ষে বিবাহ উত্তর বৌভাত নামে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোককেই নিমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতগণ উপহার প্রদান করেন। এটি মুসলমান সমাজেও প্রচলিত আছে।

৩১. রাখাল বন্ধুদের উৎসব

গরু প্রসব হওয়ার অন্তত ২১ দিন পর এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহের গৌরীপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস তাদের এই উৎসব পালন করলে গোয়ালে গরুগুলি সুস্থ থাকে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গরুর দুধ ২১ দিন পর সংগ্রহ করে সেই দুধ দৈ পেতে সঙ্গে চাট খৈ, গুড়, কলা ও আরো নানাবিধ ফল দিয়ে শুরু হয় উৎসব।

উৎসবের রাতে গ্রামের মানুষকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। উৎসব-বাড়ির একজন পরিষ্কার কাপড় পড়ে স্নান কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে প্রস্তুত থাকেন। উঠানে গ্রামবাসীর জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়। চতুর্দিকে ১ হাত একটি মাটির বেদি তৈরি করা হয়, যার উচ্চতা আধা হাত। ছন সংগ্রহ করে তার চারদিকে ছন পুতে দেয়া হয়। এর মধ্যে কলাপাতায় রাখা হয় প্রসাদ (দৈ, খৈ, কলা গুড় ইত্যাদি)।

তারপর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। একজন পাঁচালি পড়েন। সুর করা পয়ারের ফাঁকে ফাঁকে রাখালেরা হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল ধ্বনি দিয়ে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথের পাঁচালি

দিশা : গোরক্ষের লচ্চন শুন দিয়া মন

বন্দনা : প্রথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে ফসর
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস পর্বত
সেইখানে বসত করে ভোলা মহেশ্বর
পশ্চিমে বন্দনা করি ঠাকুর জগন্নাথ
সেইখানে জানাই প্রণাম হিন্দু মুসলমান

www.pathagar.com

দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদীর সাগর
সেইখানে বাইছিন ডিঙ্গা চাঁদ সদাগর
চারিকোণা পৃথিবী বান্দিয়া মন করিলাম স্থির
তার পরে সৃজন করিল চাঁন সরুজ কালী
চাঁন সরুজ সৃজন দিয়া আগুন পানি
আগুন পানি সৃজন দিয়া তারপরে
সৃজন করিল ধেনুগুলি।

পাঁচালি : চৈত মাসের গেরুয়া রৈদ
আষাঢ় মাসের ঢল
কেমনে রাখিবে রাখালে ধেনুগণ
হাতে লইল ফলা
মাথায় দিল পাতলা
রাখাল হইল শোভা।
তোমার রাখাল কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথে টুপ গাঙ্গের পাড়ে হারে ডুব।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : ডুব দিয়া তুলিল মাটি
সেই হইল গাছালুর আডি।
গাচালুরে ভাই আমার গুরুক্ষের
সুবারী জুগাইচ ভাই।
তোমার রাখাল কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথায় টুপ গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে ডুব।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : ডুব দিয়া তুলিল মাটি
সেইখানে বারুয়ার আডি
ভারুয়ারে ভাই আমার গুরুক্ষের
পান জুগাইছ ভাই।
তোমার রাখাল কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথায় টুপ গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে ডুব।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : ডুব দিয়া তুলিল মাটি
সেইখানে হইল কুচরীর আডি
কুচরী ভাই আমার গুরুক্ষের
চুন জুগাইচ ভাই।
তোমার রাখাল কেমনে চিনি
হাতে লড়ি মাথে টুপ গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে ডুব।

www.pathagar.com

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)
পাঁচালি : ডুব দিয়া তুলিল মাটি
সেইখানে হইল লেলিতের আড়ি লেইরে আমার
গুরুক্ষের তৈল জুগাইচ ভাই।
তোমার রাখাল কেমনে চিনি হাতে লড়ি মাথে টুপ
গাঙ্গের পাড়ে পাড়ে ডুব।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : ডুব দিয়া তুলিল মাটি সেই খানে হইল কুমারের আড়ি
কুমারের ভাই আমার গুরুক্ষের পাতিল জুগাইচ ভাই
গুরুক্ষের বাড়িত বাদ্য বাজে তারে দেখে হাঁসায় নাচে
হাঁসায় বলে ভক্ষ নিশা ভক্ষ নি নিশা মরণে।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : আমি যাব উত্তর মুখে উত্তর মুখ পাইট পাড়া
তিন ছয় আঠারয় গুড়া গুড়া গুড়ায় জুরণ দিছে
বারিয়া বলদ ছাড়িয়া দিছে
বারিয়া বলদ পিতলের কাটী
বিয়া করিয়া আনছে মাধবের বেটি।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

দিশা : মাধব না জয়দেব সোনার লাঙ্গল করিয়া দে।

পাঁচালি : সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল
(পৌর) শ্বশুর জামাইয়ে জুরছে আল
আল চৈনা কি ছয় বাড়িত আসিয়া
পাও হাত ধোঁও।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : ঘরের পাছে মাইল পাত। বারিয়া লও পানতা ভাত
পানতা ভাত চল পাতে গুরুক্ষ গেল কেল কেলাতে
খেল খেলাতে লাগল যুদ্ধ যুদ্ধ গেল বিক্রমপুর
বিক্রম পুড়িয়া কালাপানি
বাপ তুইয়া তার পুত
আনি পুত মইল তার
আলে জালে বাপ মইল
তার মরছে জালে।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : মাগি বলে মুনসিয়া মোর কথাশুন

www.pathagar.com

প্রথম বৈশাখ মাসে নালিতা বুন
নালিতা হইল ডাঙ্গল আগ কাটিল গুড়ি কাটিল
মইধ্য সাগরে ডুবাইল। অইল কুয়া লইল চাই
মাটি ধৈয়া দিল রৌদ্দ পাট হইল মন চৌদ্দ
পাটে বলে মৈ বড় বীর হাতি বান্দিলে হাতি স্থির
পাটে বলে মৈ বড় বীর।

রাখাল : হ্যাঁইচচোল-হ্যাঁইচচোল (হাততালিসহ ধ্বনি)

পাঁচালি : ঘোড়া বান্দিলে ঘোড়া স্থির
পাটে মৈ বড় বীর
সব জন্তু বান্দিলে স্থির।
গায়ের নাম টুপিনি বুড়ি দুধ দেয় আঠার পাইরি
বাজায় খায় প্রজায় খায় অর দুধে গড়াগড়ি বায়
পালে নদী পাতারে কোয়া
বছরে বছরে গুরুক্ষের সেবা। থুহ, থুহ, থুহ![২৯]

পাঁচালি পাঠ শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদ বিতরণ করার পর পাতিল ভেঙে ফেলা হয়। পান তামাক খেয়ে সবাই বিদায় নেন।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. দুলাল চৌধুরী, 'লোকউৎসব', বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৮৫

২. মুনতাসীর মামুন, 'ঈদ', ঈদ-উৎসব, (স) হাবীব-উল-আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪

৩. শামসুজ্জামান খান, 'ঈদোৎসব ও তার রূপান্তর', আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্তিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৪-৪৫

৪. রতন মোহন পণ্ডিত, (পুরোহিত ঠাকুর), পিতা : রমনী মোহন পণ্ডিত, মাতা : বিমলা সুন্দরী, জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, গ্রাম : ভট্টপুর, ইউনিয়ন : রাজিবপুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩০.০৩.২০১২, সময় : সকাল ৯.১৫ মিনিট

৫. নীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, পিতা : স্বর্গীয় যতীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, মাতা : স্বর্গীয় যজ্ঞবালা, জন্ম : ১০.৪.১৯৪৯, শিক্ষা : স্নাতক, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : ঈশ্বরগঞ্জ বাজার, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩০.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১১.১৫ মিনিট

৬. সিরাজুল ইসলাম গেন্দু মিয়া, পিতা : মৃত এলাহি বকস, মাতা : হাজেরা খাতুন, জন্ম : ৩০ জুন ১৯৪৭, কালিবাড়ি রোড, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩০.০৩.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৭টা

৭. নাজমুল হোসেন খান ডাবলু, পিতা : আবদুল সেলিম খান, মাতা : হাজেরা খাতুন, জন্ম : ৫ অক্টোবর ১৯৫০, কালিবাড়ি রোড, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩০.০৩.২০১২, সময় : ৭.৩০ মি.

www.pathagar.com

৮. মো. আবদুল জব্বার, পিতা : মৃত রহিমউদ্দিন, মাতা : সবজান বিবি, জন্ম : ২ নভেম্বর ১৯৪৯, গ্রাম : দত্তপাড়া, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩০.০৩.২০১২, সময় : রাত ৮টা

৯. গণেশ চন্দ্র সাহা, পিতা : স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র সাহা, মাতা : কাজল বালা সাহা, বর্তমান বয়স : ৫৬ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, ২৯/২৫, মদনপুর রোড, আঠার বাড়ি বিল্ডিং, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৯.০৬.২০১২, সময় : দুপুর ২টা

১০. কৃষ্ণ বণিক, দাওয়াতপত্র; রথযাত্রা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, শ্রী শ্রী রঘুনাথ জিউর আখড়া, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

১১. অরুণ কৃষ্ণ বণিক, দাওয়াতপত্র, শ্রী জগন্নাথ, শ্রী বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর রথযাত্রা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, ময়মনসিংহ

১২. অরুণ কৃষ্ণ বণিক, পিতা : রামকৃষ্ণ বণিক, মাতা : ইন্দ্রমতি বণিক, বর্তমান বয়স : ৬২ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, ৫১ নম্বর ছোটবাজার, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৯.০৬.২০১২, সময় : রাত ৮টা

১৩. উজ্জ্বল পাল, পিতা : মৃত জগৎবন্ধু পাল, মাতা : বিষ্ণুপ্রিয়া পাল, বর্তমান বয়স : ৩২ বৎসর, পেশা : পৈতৃক সূত্রে মৃৎশিল্পী, গ্রাম : রঘুনাথপুর পালপাড়া, ইউনিয়ন : বড়গ্রাম, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩০.০৬.২০১২, সময় : রাত ৯টা

১৪. জমির উদ্দিন, পিতা : আবদুল মজিদ, মাতা : নূরজাহান, বর্তমান বয়স : ৫৫ বৎসর, গ্রাম : প্রসাদপুর, উপজেলা : গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.৭.২০১২, সময় : রাত ১০.৩০ মি.

১৫. মোঃ মজিবুর রহমান, পিতা : শাহাবুদ্দিন, মাতা : আমেনা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৪০ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : আমারটেক, ইউনিয়ন : দত্তের বাজার, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.৭.২০১২, সময় : রাত ১১টা

১৬. শফিকুল কাদের, পিতা : আবদুল বারী, মাতা : হামিদা খাতুন, বয়স : ৪৪ বৎসর, গ্রাম : কুকসাইর, ইউনিয়ন : লংগাইর, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.৭.২০১২, সময় : রাত ১০টা

১৭. মো. সোহরাব উদ্দিন, পিতা : মৃত তহুর উদ্দিন, মাতা : মনলজান বেওয়া, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : উথুরী, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৫.০৫.২০১২, বিকাল ৫.১০ মিনিট

১৮. সৈকত ধারা, পিতা : এরশাদুল হক, মাতা : রাজিয়া সুলতানা, জন্ম : ০১.০৭.১৯৮৪, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : ধারাকান্দি, ইউনিয়ন : মাওহা, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৬.৪.২০১২, সময় : সকাল ১১.১৫ মি.

১৯. ইব্রাহিম খলিল, পিতা : মৃত ইয়াকুব আলী মণ্ডল, মাতা : জরিনা আক্তার খাতুন, জন্ম : ৩১.১২.১৯৫৬, পেশা : ব্যবসা, ২৫/৪, এস.এ সরকার রোড, সানকিপাড়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৪.০৫.২০১১, সময় : রাত ৯টা

২০. শামসুননাহার, স্বামী : আজহার সরকার, মাতা : ছাকেতুন নেছা, বর্তমান বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : গৃহিনী, ১৬৫/ডি/৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.৫.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

www.pathagar.com

২১. আমেনা খাতুন, স্বামী : ইব্রাহিম খলিল, মাতা : রাহেলা খানম (মৃত), বর্তমান বয়স : ৪২, পেশা : শিক্ষকতা, ২৫/৪, এস.এ সরকার রোড, সানকিপাড়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৪.৫.২০১১, সময় : সকাল : ১১টা

২২. ফরিদা ইয়াসমীন, স্বামী : মান্নান ফরিদী, মাতা : সৈয়দা রহিমা খাতুন (মৃত), বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : চাকরি, জি,২/৭, আবাসিক এলাকা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.৯.২০১২, সময় : রাত ৯টা

২৩. আনোয়ারা সুলতানা আনু, স্বামী : ফারুক আহমেদ খান, মাতা : রিজিয়া বেগম, জন্ম : ১ ডিসেম্বর ১৯৬৮, পেশা : শিক্ষকতা, ২১ দুর্গাবাড়ি রোড, ফ্রেন্ডস টাওয়ার, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২১.৫.২০১১, সময় : রাত ৯টা

২৪. ফারুক আহমেদ খান, পিতা : আমজাদ হোসেন খান (মরহুম), মাতা : রওশন আরা বেগম, জন্ম : ১৭ জানুয়ারি ১৯৬০, পেশা : ব্যবসা, ২১ দুর্গাবাড়িয়া রোড, ফ্রেণ্ডস টাওয়ার, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২২.৫.২০১১, সময় : সকাল ৮টা

২৫. বিমল পাল, পিতা : অরবিন্দ পাল (স্বর্গীয়), মাতা : সুভাষিণী পাল (স্বর্গীয়), বর্তমান বয়স : ৫৯ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, ১৯১, বলাশপুর আবাসন, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.১২.২০১১, সময় : সকাল : ১০টা

২৬. ২৩. মোস্তাফিজুর বাসার ভাষাণী, পিতা : এ এস এম খায়রুল বাসার, মাতা : ফজিলা বাসার, জন্ম : ৯.৮.১৯৭৭, পেশা : ব্যবসা, ৪৪/১, আলীয়া মাদ্রাসা রোড, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.৭.২০১১, সময় : বিকাল ৩টা

২৭. রামু সাহা, পিতা : মধুসূদন সাহা (স্বর্গীয়), মাতা : গিরিবালা সাহা (স্বর্গীয়), জন্ম : ১৯৫৯, পেশা : লেখালেখি, চর হোসেনপুর, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১০.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

২৮. বদর উদ্দিন আহমেদ, পিতা : জালাল উদ্দিন আহমেদ, মাতা : মাজেদা বেগম, জন্ম : ১৫.৮.১৯৬০, পেশা : আইনজীবী, নন্দীবাড়ি, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৯.৭.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

২৯. বিমল পাল, পিতা : অরবিন্দু পাল (মৃত), মাতা : সুভাষিণী পাল (মৃত), পেশা : ব্যবসা, বয়স : ৬০ বছর, বলাশপুর আবাসন, মুক্তিযোদ্ধা পল্লী, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ৫.১২.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য, লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

১. ঘাটুগান

২. গাজির গান

৩. বাইদ্যার গান

৪. পালাগান

৫. একদিল গান

৬. কবিগান

৭. জারিগান

৮. বিষহরির পাঁচালি

খ. লোকনৃত্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
লোকনাট্য, লোকনৃত্য

লোকনাট্য পরিবেশনায় থাকে গীত, নৃত্য ও অভিনয়। নিরক্ষর সাধারণ মানুষ লোক নাট্যের ভিতর থেকে নিজেদের নানাভাবে নতুন করে আবিষ্কার করে। পরিবেশনকালে একই সময়ে আনন্দ ও জীবনদর্শনকে খুঁজে পায়। "গ্রামীণ-বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত পুরাণ, বিশ্বাস, রূপকথা, উপকথা, ধর্মীয় চরিত্র বা সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রকে অবলম্বন করে যেসব নাটকীয় আখ্যান বাড়ির উঠানে, মন্দির প্রাঙ্গণে বা খোলা আকাশের নিচে দর্শকদের উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষেরাই অভিনয় আকারে উপস্থাপন করে থাকে নাট্যকলা ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞদের বিচারে সে সকল পরিবেশনাসমূহকে লোকনাটক বলা হয়।"[১]

লোকনাটক পরিবেশন হয়ে থাকে বিভিন্ন উৎসবে বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে দীর্ঘদিন কারো সন্তান না হওয়ায় একটি সন্তান লাভের আশায় মানত আদায় উপলক্ষে। উৎসবে যে কোনো পালাই পরিবেশিত হতে থাকে। আর মানত আদায় উপলক্ষে যে লোকনাটক পরিবেশিত হয় সে পালাগুলো হয়ে থাকে 'লৌকিক পীর ও দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশক বহুবিধ নাট্যাখ্যান বা গানের পালা।'

লোকনাটকের বয়াতি, দোহার বা শিল্পী এবং দর্শক নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। গুরু পরম্পরায় স্মৃতি নির্ভর পালাগুলো মুখে মুখেই প্রচার হয়ে আসছে।

১. ঘাটুগান

ঘেটু, গাড়ু বা ঘাটু লোকসংগীতের এমনই একটি উল্লেখযোগ্য ধারা যা ময়মনসিংহ জেলাকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচয়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শাশ্বত বাংলার লোকসংগীতের যে রূপ তার সবটাই জুড়ে ঘাটুগান বিদ্যমান। ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, জুরি সহযোগে যখন এই গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয় তখন এ গানের বিষয় ও প্রেক্ষাপটে তাই ফুটে উঠে। ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর, ফুলবাড়িয়া, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল উপজেলায় এই গানের প্রচলন বেশি। এখনও এই অঞ্চলে ঘাটু সমানভাবে জনপ্রিয়। ভালুকা উপজেলায় এই সংগীত ঘেটু নামে পরিচিত বেশি। ত্রিশাল, ঈশ্বরগঞ্জে গাড়ু গান আর ময়মনসিংহ সদরে ঘাটুগান হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে ঈশ্বরগঞ্জ, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়ায় ঘাটুগানের প্রচলন নেই। ঘাটু দলে একজন থাকেন মূল গায়ক, বাকিদের বলা হয় বাহার। মূল গান করেন বয়াতি, আর বাহাররা একত্রে ধুয়া গায়, শরীর দুলিয়ে সুরের সাথে হাততালি দেয়, মাথা নাড়ে আর একত্রে উচ্চধ্বনি করে উঠে। ঘাটুগানের দর্শকের মূল আকর্ষণ হচ্ছে ছুকরি। অল্পবয়সি ছেলেদের সাধারণত মেয়ে সাজিয়ে ছুকরি করা হয়। তবে

www.pathagar.com

কেউ কেউ এখন মেয়েদেরকেই ঘাটু মঞ্চে উপস্থাপন করে থাকেন। গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে ছুকরি। ঘাটুগানে ঢোলক, করতাল, খঞ্জরী, জুড়ি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাহারদের সাধারণ পোশাকই পরিধান করতে দেখা যায়, তবে বয়াতি আর ছুকরির পোশাক ভিন্ন থাকে। বয়াতি রঙিন পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গলায় গামছা পরিধান করেন আর ছুকরিকে শাড়ি, গয়না ইত্যাদি সাজসজ্জা করতে দেখা যায়। ঘাটুগানে বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। দেব-দেবী বন্দনার পর হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত সবাইকে সালাম জানায় এবং ওস্তাদের নাম স্মরণ করেন। মাঝে মাঝে ছম গান করেন, এর মাঝে আদিরসাত্মক কথাও স্থান পায়। ঘাটুগানগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, চার-ছয় চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই চরণগুলোই তারা ঘুরে ফিরে বারেবারে বলতে থাকেন। ঘাটুগানেও থাকে বন্দনা।

ফুলবাড়িয়ার ঘাটুগান

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে এখনও ঘাটুগানের প্রচলন রয়েছে। তবে আগের মতো নয়। ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে ঘাটুগান পরিবেশন করার রীতি অন্যান্য অঞ্চলের ঘাটুগানের রীতির মতোই।

ঘাটু

দুইজন ঘাটু দুই পক্ষ নিয়ে নাচ গান পরিবেশন করে। একপক্ষ রাই অন্যপক্ষ শ্যাম। রাই চরিত্রে ছেলে মেয়ের সাজ নেয়। আর শ্যাম চরিত্রে ছেলেই ভূমিকা রাখে। ঘাটুদ্বয় পায়ে নূপুর বেঁধে নাচ করে।

ঘাটুর ওস্তাদ ও পাইল

ঘাটুগান পরিবেশন করার ক্ষেত্রে একজন ওস্তাদ থাকেন, যিনি মূলত দলনেতা। আর তার সঙ্গে থাকে একাধিক দোহার বা পাইল। কয়েকজন দোহার কেবলমাত্র হাততালি দিয়ে ও অন্যান্য দোহারদের সাথে গানে অংশ নেয়। কয়েকজন দোহার একই সঙ্গে গান করেন ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন।

বাদ্যযন্ত্র

এ অঞ্চলের ঘাটুগানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়—হারমোনিয়াম, করতাল, চটি, ঢোল প্রভৃতি লোকবাদ্য।

বাহার

ঘাটুগানে বাহার খুবই আনন্দ দেয় দর্শকদের। বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে সাথে উচ্চস্বরে বাহার কিছুক্ষণের জন্য দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। বাহারে অংশ নেয় দোহার বা পাইলেরা। একটি বাহারের উদাহরণ : ওরে হে চাবুল বুল চাবুল/ হিয়ারে বেশ বশে॥[২]

পোশাক-পরিচ্ছদ

রাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় আভিজাত্যপূর্ণ কাতান বা বেনারসী শাড়ি। শাড়ির নকশাও খুবই রঙিন হয়ে থাকে। শ্যাম ঐতিহ্যবাহী রাজা-বাদশাদের মখমলের কাপড়ের উপর নকশা করা পোশাক ব্যবহার করে। দু'জনেই প্রয়োজনে মুকুট ব্যবহার করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল শ্যাম মুকুট ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

মঞ্চ

ঘাটুগানের জন্যে কোনো মঞ্চ তৈরির প্রয়োজন হয় না। খোলা মাঠের কোনো জায়গায় পাটি পেতে ঘাটুদল বসে গান পরিবেশনের জন্যে। দর্শকরা গোল হয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে ঘাটুগান উপভোগ করে।

পরিবেশন রীতি

রাই চরিত্রের ঘাটু আসরে এসে প্রথমে ওস্তাদের সাথে করমর্দন করার পর আসরের অন্যান্য দোহারদের সাথে করর্মদন শেষে বন্দনা গান পরিবেশন করে।

রাইয়ের বন্দনা

রাই : সেলাম জানাই সবার বিদ্‌মান
দোহার : সেলাম জানাইলাম গো সবার বিদ্‌মান
রাই : সবার বিদ্‌মানটি গেলাম আমার বিদ্‌মান।
দোহার : ওরে হে ওরে ভাল হে
রাই : মুসলমান ভাইরে সেলাম
হিন্দু ভাইরে প্রণাম
দোহার : ওরে চাবল চাবল, ভাল হে-ভালরে—

রাই বন্দনা শেষে নিজের পরিচয়জ্ঞাপন মূলক গান পরিবেশন করে।[৩]

পরিচয়মূলক গান

রাই : বাড়ি আমার রঘুনাথপুর গো
ওস্তাদ আমার আবদুল বারেক।
সবার বিদ্‌মান গো সবার বিদ্‌মান—

পরিচয়মূলক গান পরিবেশন শেষে শ্যামের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমূলক গান পরিবেশন করেন।

প্রশ্নমূলক গান

রাই : শ্যাম বলি যে তোরে
যেদিন মায়ের গর্ভে ছিলে
সেইদিন খাইছস কী।
দোহার : শ্যাম বলি যে তোরে
ওরে জানলে কথা
বইল-অ আমারে
একটি কথা প্রশ্ন করি তোরে ৷৷
রাই : শ্যাম বলি যে তোরে
কোন দিঘিতে বইস্যা আর
শুইয়া ছিলে
শিথান দিছস কী—

রাই গানে গানে গানে প্রশ্ন করে আসরে বসে যাবে। প্রবেশ করবে শ্যাম। শ্যামও প্রথমে বন্দনা ও পরে পরিচয়মূলক গান পরিবেশন করার পর রাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবে।

www.pathagar.com

শ্যামের বন্দনা

শ্যাম : এই আসরে আসিয়া গো আমি বন্দনা করি
দোহার : ওরে বন্দনা করি গো—

পরিচয়মূলক গান

শ্যাম : বাড়ি গো আমার পলাশতলী
ফুলপুর গো উপজেলা—
নামটি আমার হোসেন মিয়া
ওস্তাদ আমার আবদুল বারেক—,

পরিচয়মূলক গান শেষ করে রাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয় গানে গানে।[৪]

শ্যাম : রাই বলি তোরে
তর গানের প্রশ্ন রাইগো
বলছি আসরে...
দোহার : ওরে হে চাবুল চাবুল হিয়ারে
বেশ বেশ...
শ্যাম : যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম
মায়ের রক্ত আহার করলাম
নাভির কাছে শুইয়্যা গো ছিলাম।
দোহার : ওরে হে হে ওরে ভালো হে—
শ্যাম : বলছি আমার রাই গো—

শ্যাম রাইয়ের প্রশ্নের উত্তর গানের মাধ্যমে দিয়ে বসে যাবে। এই ভাবে গানের মধ্যদিয়ে প্রশ্ন উত্তর চলবে অনেকক্ষণ। মূলধারার ঘাটুগানের ফাঁকে ফাঁকে আসরে দর্শকদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পরিবেশন করে আনন্দমূলক গান। গানের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় খেমটা নামে।

আনন্দমূলক গান

১.

রাই : কে দিল পিরিতের বেড়া লিচুর-অ বাগানে।
ছোট ছোট লেচুগুলি
বন্ধু তোলে আমিও তুলিও
বন্ধু দেয় আমার মুখে
আমি দেই বন্ধুর মুখে ॥

২.

রাই : ভাইসাব রে তুই জলে ভাসা
সাবান কিইন্যা দিলি না ॥
সাবান কিইন্যা দিলি নারে ॥
যুদি কর আমার আশা
সাবান আইনো জলে ভাসা

www.pathagar.com

নইলে থাকবে মন ভাসা
আমার দেখা পাইবে না ॥

সবার শেষে অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণ সন্ন্যাস। এই অংশ পরিবেশনের পর আসরে আর ঘাটুগান পরিবেশন করা হয় না।

ঘাটুগানের পঙ্ক্তি সংখ্যা
ঘাটুগান সাধারণ চার পঙ্ক্তির হয়ে থাকে। চার পঙ্ক্তির মধ্যেই মূলভাব ও সারকথা প্রকাশ পায়।

ঘাটুগানের শিল্পীবৃন্দ
ঘাটুগানের শিল্পীরা সাধারণ খেটে যাওয়া মানুষ। নিত্য অভাব অনটনের মধ্যেও তারা ঘাটুগানে আনন্দ উপভোগ করে ও অন্যদেরও আনন্দ দান করে।

পরিবেশনকাল
এই অঞ্চলে ঘাটুগান সাধারণত কার্তিক মাস থেকে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৫]

দর্শকশ্রেণি
ঘাটুগানের দর্শক সাধারণ শ্রেণির মানুষ। খেটে খাওয়া মানুষ অবসর সময়টুকুতে আনন্দ উপভোগের জন্যেই ঘাটুগানের আসরে উপস্থিত হয়।[৬]

ঘাটুগানের শুরুতে রাই ওস্তাদকে সালাম দেন

রাইবেশে ঘাটুর নৃত্য ও গান পরিবে না

www.pathagar.com

আসরে শ্যাম ওস্তাদকে সালাম দেন

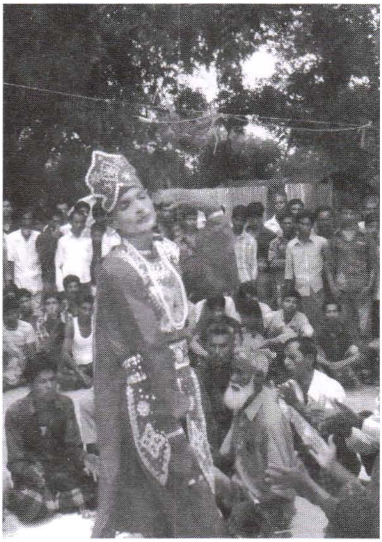

শ্যামবেশে ঘাটুর নৃত্য ও গান পরিবেশনা

রাই ও শ্যামের যৌথ পরিবেশনায় দুইজন ঘাটু, আসরে দোহারিগণ ও ওস্তাদ

www.pathagar.com

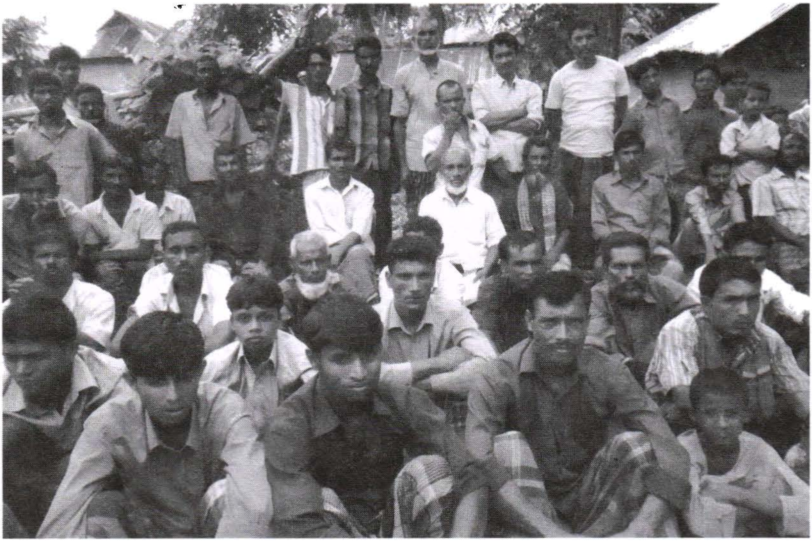

ঘাটুগানের দর্শক

মুক্তাগাছার সংগৃহীত ঘাটুগান

১.

বাঘদেবী সরস্বতী আয় আমার আসরে
আয় আমার আসরে গো আয় আমার আসরে
যদি যাও মা স্বর্গপুরে তোমার পূজা কেবা করে গো মায়
তেরাও তোমার রানিমা গো তেরাও আমার শিবেরে।

২.

সেলাম জানাইলাম আমি এই আসর বিদমান
সভার বিদমান গো আসর আসর বিদমান ।
মুসলমানরে আলেক সালাম হিন্দুরে ভাই পরণাম
বাংলা কিতাবের মধ্যে লেখা আল্লাহ রাসূলের নাম ।
আইজ আমার আইনা দেগো আসোমানের চান্দ
মেলকেরে ডাইনারে তালা বেলায় লাম্বা টান
সজ্ঞিলরে আগলাইল টোকা জুড়াইল পরাণ ।

৩.

বংশীরে তোর জৈনে (জন্য) গো আমারে, তৈলনচনা,
আগে যদি জানতামরে বংশী করবে সর্বনাশো
ওগারে বান্দিয়া রাখতাম সে ওজারো বাশগো ॥

৪.
ভারতবাসীরেগণ ঘাডুর দলরে না দিয়োগে মন
ঘাডুর দলের মনরে দিয়া হাল গিরস্তি সব ডুবাইলাম
টাকা পয়সা না করলে যতন।

৫.
চ্যাংরা বন্ধুরে এত তোর পুত যে জোড় গাড়ু নাছা
রাইত হইলে ঘাডুরে নাছে, দিন হইলে পইড়ারে ঘুমা
হালের বলদ গোয়ালেতে ব্যামায়

৬.
বিচ্ছাতে জ্বালায়ারে গেল নিঠুর বন্ধু আসলো না
জ্বালায় বিচ্ছাতে যে বাতি জইগা রইলাম সারা রাতি
তুই বন্ধুর আশায়।
ঘুমেতে বেরভুলা হইয়া বন্ধুর দেকা পাইলাম না।

৭.
ঘাটের মাঝিরে ভাই পার কইরা সে বন্ধুর বাড়িত যাই...
বেলা আছে দু-চারি পার কইরা দেও তাড়াতাড়ি
পার করিয়া পয়সা নিয়া যান।

৮.
আমার পিঞ্জরার পাখি আমার কোন...
কার বা পিঞ্জরার পাখি কোন বনে যায়রে
মাছের মইদ্যে ইলিশ মাছ, পক্ষীর মইদ্য বাজ্‌রে
ওরে মাইনষের মইদ্যে গাড়ু ছেড়া বড়ই দাগার দিয়া জা।

৯.
প্রেম কইরা ও কি জ্বালারে হইল ও ভোলা বন্ধুর সনে
রাস্তা দিয়া হাইটারে যাইতে থাপা দিয়ে ধরলোরে হাতে এই পিরিতের জইন্যে
ওরে পিরিত কিরে গাছের গোটা ছিইড়া দেবো তোর হাতে।

১০.
ছেরিরে তোর যৈবন দান চিকুন বাঞ্জের কোমর খান
মুখ দেহা যায় লালো লাল খাইছো বুঝি হাছো পান
পিছা কাপড়ে দাগ দেখা যায় হইছে বুঝি ঋতুর চান্দ।

www.pathagar.com

১১.
নিউরে ভিজিলোরে শাড়ি গামছা বোনে বিছানো
চাইরানার মাল গামছারে তোমার
লক্ষ টাকার জৈবনরে
আমার গামছা কোনে বিছাওনা
গামছাডা বিছায়া বন্ধু পোড়াও মনের বাসনা।

১২.
আল্লাদের স্বামী বাইছা বাইছা নাওরিতে যাইতে দেবেনি
আজকে যাবো কালকেরে আইবো
কয়াবয়া যাইতে পারলো গো স্বামী আরতো আইতমানা।

১৩.
নতুন একখান জাহাজ আইল নীল দরিয়ার মাঝখানে
জাহাজেরি আশে পাশে কত লোকজন খাড়া আছে
উরপের তলা চাবি দিলে নিচের তলাই কল চাপে।

১৪.
আমার বন্ধু হাল চাষ করে কংস নদী কিনারে
সকাল বেলা হালটি জুড়ে দশটার সময় হালটি ছাড়ে
হাল ছাড়িয়া মইজুরিলে বারবি উড়ে বাতাসে ।

১৫.
ডোবাইনে নাও যে বাইতে পারে সেই বড় নাইয়া
ওরে বড় নাইয়ারে মাঝি সেই বড় নাইয়া
তোরে বলি সুজনি নাইয়া নাও লইয়া যাও উজানতলী বাইয়া
ওরে বালুচরে নাও ঠেকোয়াইয়া মাঝি জায়গা পলাইয়া ॥

১৬.
সাধের ফুলবাগান, সৌরভেতে ফুটলো ফুলরে যাইরে কুলমান
যাইরে কুলমান রে আমার যায়রে কুলমান
আমার বন্ধু আইলরে গেলে, জ্বলগালহা ফালাইয়া গেল
গামছায় লেখি অভাগিনীর নাম।
আমি মানা করি ওহে রাধে লো
একা জলে গো যাইয়ো না ॥
একা জলে যাইয়ে না গো।

www.pathagar.com

১৭.
যদি যাও মা একারে জলে
তুরিতে ফালাইরো পাও ঘাটে রইয়োনা
মনচোরা লাগর পাইলে জাদু করবো তোমারে ।

১৮.
আহারে ঘুমাইয়া রইছিলাম তুলসি-গাছের তলাতে ॥
গাছে পাকা সবরিরে কলা গামছা বান্ধা দই
খায়বার বইয়া মনেরে হইল গিয়াসউদ্দিন রইল কই ।

১৯.
আমি বাড়ি যাইও রাই গো রাগ কইর না । (ছেলে)
রাগ কইর না রাই গো রাগ কইর না ।
বসতে দিব সোনার পিড়ি, খাইতে দিবে চিনের থালি
শুইতে দিবে মশার মুশুরি, রাই রগে শুইব না
রাগ কইর না রাই গো রাগ কইর না ।

২০.
রাজবাড়িতে থাকি আমি, নামটি আমার ময়রমি
নামটি আমার ময়রমি গো ॥
দোতালার উপরে থাকি আতর গোলাপ সঙ্গে রাখি
বুকের উপর পাতলা কাপড়, হাতে সোনার চিরুনি
নামটি আমার ময়রমি গো ॥

২১.
রাখালের ছবাবরে কানাই এখনো তোমারি গেল না
এখনো তুমার গেল না গো এখনো তোমার গেল না
মাঠে থাক ধ্যান রাখ পিরিতের মর্ম জান না ॥

২২.
চ্যাংড়া বন্ধু হাত বাড়ায়া জলফাই পাইড়া দে ॥
বন্ধু খাইরে জলফাইরে পাড়তে আমারে না নিলরে সাথে
মন আমার কান্দে ॥

২৩.
বন্ধুর বাড়ি ডালে মগা চুরে
পাইবের ডালে পাইকাছে

www.pathagar.com

বন্ধু যায়রে ডালিমরে পারতে
আমারে না নিল সাথে
মন আমার কান্দে ॥

২৫.
হে আমার সুন্দরো নাইয়া
এহনি রাস্তা যাইতে দেখছো
হাতে বাঁশি নবীন কানাইয়া ॥

২৪.
হাতের শুভা মোহনরে বাঁশি
দাতের শুভা কালোরে শশি
পাগল করলে তুই কালো শশি ॥

২৬.
হে আমার চ্যাংড়া বন্ধুরে এক পয়সা দিয়া নাকফুল কিইনা দে
ওরে এক পয়সা দিয়া নাকফুল কিইনা দে ॥

২৭.
নাকফুল দিলাম বাইন্যারে বাড়ি
নাকফুল আনো গো তাড়াতাড়ি
শুক্কুর বারে নাইরো তারিখ
ওরে শুক্কুরবারে... ॥

২৮.
হে আমার চ্যাংড়া বন্ধুরে
দিও দেখা মরণের কালে
ওরে দিও দেখা... ॥
আমি মরলে এই করিয়
না বান্ধিয়
বাইধে রাইখো ঐ তামল (তমাল) ডালে
ওরে বাইধে রাইখো... ॥

২৯.
এ আমার সুন্দর নারী
অহিসো নারী পিরীত করি
মনে লই যে অন্তরায় ভরি

www.pathagar.com

ওরে অন্তরায় ভরি গো...॥
নারীর যৈবন তামারে বাসা
সর্বলোকে করেরে আশা
আমার আশা কিছু রইল না।

৩০.
হে আমার চ্যাংড়া বন্ধুরে
গরমের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না
ঘর তুইলা দে ঐ নদীর কুলে
ওরে ঘর তুইলা... ॥
ঘর তুলিলাম সারি গো সারি
সেই ঘরেতে একা বাস করি
চৌতুর পাশেতে দিলাম দৌড়ড়ি (বেড়া)
সেই ঘরেতে একলা বাস করি ॥

৩১.
বলাই দাদা সনে গো আমি বড়শি বাওবার যাইতমানা যাইতাম না ॥
আমারে কয় বড়শিরে বাইতে দাদা থাকে টানের রইসে
ওরে সোলার বড়শি মাছে নিল
আমায় নিল কুমিরে ॥
বলাই দাদা সনেগে...

৩২.
নদীয়ার কিনারে বাঁশি বাজায়োনা কালাচান ॥
আবার বাঁশি বাজায়োনা কালাচান ২$\frac{১}{২}$
কালার বাঁশি লাম্বা টানা
বাইরুম বাইরুম করে এ প্রাণ আমার।
চা বুলো বুল চা বুলো বুল
কালার বাঁশি...ঐ
ওরে হাতের চুড়ি বন্ধক দিয়
শুনবো কালার বাঁশির টান গো ॥

৩৩.
ছিছি ধ্বনি কমলিনী
তোর কমলে নাই মধু
তোর কমলে নাই মধু গো ॥

www.pathagar.com

ঢাকাত্তে কোলকাত্তা যাবে
নানান ফুলের মধু খাবো
আমরা তো সেই ভ্রমর নইরে
পচা ফুলের খাই মধু ॥

৩৪.
হেই অতি যয়তনেরে পাখি নামে হীরামন
ও নামে হীরামনরে পাখি নামে ॥
যখন পাখি উইড়া যাবে
মন কেরি তার পায় লাগিবে।
পাইনা পাখির মন
তবে অঞ্চল ভরে দিবরে পাখি মনরে
অতি যতনেরে পাখি নামে হিরামন ॥

৩৫.
হে আমার নিদারুন ওরে শাম
তোমায় নিয়ে বনে আসিলাম ২$\frac{১}{২}$
তোমায় নিয়ে বনে আসিলাম গো
তোমায় নিয়ে জ্বলে আসিলাম
শনিবারে দোহইরারি কালে বাঁশিত মারল টান
কাঁখে কলসি বাসে থুইয়া হইলামরে অজ্ঞান ॥
হইলামরে অজ্ঞান গো আমি ॥
নিদারুণ ওরে শাল..............
তোমায় নিয়ে..........

৩৬.
আমি শাম বলি তোরে
চান সুরুজের জন্মের কথা বইলা দিওরে ॥
ওরে জন্মের কথা বইলা দিওরে
চান্দের জন্ম কবেরে কবে
সুরুজের জনম জানলে বইলেরো
ওরে সুরুজের জনম ॥
রাই বালি তোরে
চান সুরুজের জন্মের কথা রাই গো শুইলা সাইয়োরে॥

www.pathagar.com

চান্দের জনম মাসেরে মাসে
সুরুজের জনম দিনে দিনে
তারার জনম আকাশের নিচে
ওরে তারার জনম আকাশের নিচে ॥

৩৭.
শ্বাস বলি তোরে
পাইরি ফুলের গাছো আছে শাসগো কুনুই নগরে?
কুনুই নগরে শাসগো কুনুই শহরে ॥
পাইরি ফুলের গাছের গো মাঝে
নগরলক্ষ কলিরে আছে
চাইরো যুগে হইল কোওডি ॥

৩৮.
উত্তর রাই বলি তোরে
পাইরি ফুলের মাছ আছে রাই গো চটই (চট্টগ্রাম) নগরে ॥
চটই নগরে রাই গো চটই শহরে ॥
পাইরি ফুলের গাছের গো মাঝে
নবই লক্ষ কলি গো আছে
সেই ফুল তুলতে সন্ন্যাসের লাগে ॥

৩৯.
কি বাহারে হার গাইথাছি
এখানো কালা দেখে চায়া (৩) (২$\frac{১}{২}$)
আমি কাহারে
সন্যের একখান নাও গড়াব
আবের গো এককান বাদামেরে দিবে
রেসে সেই নাই ভিরাব সেই চান্দের ঘাটে ॥

৪০.
ডুবিল ডুবিল গো নৌকা রূপসাগরের তলাত ॥
রূপসাগরের তলাতে গো নৌকা
নায়ের আগা ডুবল পাছা ডুবল
ডুবল নায়ের ছইয়াল
শেষেতে ডুবিয়ারে গেল নায়েরে মাস্তুল ॥
নায়েরে মাস্তুল গো নায়েরে॥

www.pathagar.com

৪১.
ঐ দেখা যায়রে বন্ধুর গো বাগান
মালি বিনা আর কেহ নাই গো (২$\frac{১}{২}$)
যদি থাকতো প্রিয়েগো মালি
পার করিতো ভবরে নদী
দিত গলার হার
দিত গলার হার গো দিত....... ॥

৪২.
বাঁশিরে মোহনরে বাঁশি
বাঁশি ডাইক রাধা বইলে
অষ্ট আঙুল বাঁশের গো বাঁশি
কোন ছেদাই ডাকছে গো বাঁশি
রাধা ওরে রাধা॥

৪৩.
আমারে বাইযাইলারে বন্ধু
পরের অধিকারী
পরের অধিকবারি বন্ধু গো বন্ধু করা অধিকারী
করার অধিকারি গো বন্ধু পরের অধিকারী
যখন আমি শিশু গো ছিলাম
মায়ের তনে দুধ খাইছিলাম গো
বুঝবার কালে দুঃখ দিলা গো বু
বন্ধু গো বন্ধু পরের অধিকার ॥

৪৪.
দাদা মিছা পিরিত কইর না ॥
আইনা লাগাইন চুড়ি দিলা না
সখীরে হায়রে সখি হয়া ॥
চুড়ির মাঝে জুড়ি গো জুড়ো
হাইকোট কাফর দাসের শাড়ি
বানারসের তোমায় জুড়ে না (৩)
দাদা মিছা পিরিত কইর না... ॥

৪৫.
সাপ করবাইন গো মিয়া ভাই
বুইড়া গো বয়েসে কৃষন্ত লীলা গাই
সখিরে হায়রে সখি হায়

www.pathagar.com

দাঁত পইড়াছে চুল পাইকাছে
আমার কি গো আর সেদিন আছে ॥

৪৬.
তোরা কে কে যাবে জলেতে
গফুরো চান্দে নৌকা সাজাইছে
সখিরে হায়রে সখি হায়........
সন্যের একান নাও গরাইছে
সন্যের এককান বাদামও উড়াইছে ॥
সখিরে......... ॥
তোরা কে কে যাবে জালতে
গফুরো চান্দে .... (৩)

৪৭.
আমার বন্ধু নাই গো দেশেতে
ফুলের মালা দিবে কার গলে ॥
আমার বন্ধু .... ॥
সখিরে হায়রে সখি হায়.......
ফুল তুইলাছি মালা গাইথাছি
তুইলা থুছি কাণ্ডের উপরে
বন্ধু আইলে দিকে তার গলে ॥

৪৮.
দাদা লাঠি রাইখো সঙ্গেতে
পাগলা গো শিয়াল আইছে দেশেতে ॥
দাদা লাঠি ॥
সখি রে...
সাবধানে থাকিয়ো গো দাদা ॥
পাগলা গো শিয়াল
দাদা লাঠি রাইখো ॥

৪৯.
ইন্দার ছালা বিন্দার গর
কাটু গো ছারা বানছে টিনের ঘর ॥
সখিরে.............

www.pathagar.com

মাটি ছাড়া ঘর বইরাছে আল্লাহ ॥
সবিতে কিন্তু জানে না ॥

৫০.
সোনার ছাইরা গো নিমাই
সইন্নাস গেল গনিমায় ($২\frac{১}{২}$)
শনিবারে সইন্ধা গো কালে কুমন্ত্রণা
দিয়ারে গেলে
ওরে নিমাইর মায় শশিরাণি
বাইন্দাই মলো।[৭]

ত্রিশালের সংগৃহীত ঘাটুগান

১.
সেলাম জানাইলাম আমি সবার বিদু মায়া...
সেলাম জানাইলাম আমি সবার বিদু মায়ায় সেলাম জানাইলাম (২)
হে মুসলামানের আলেক... সেলাম...
সব হিন্দুদের ভাই পরনাম ....
ওরে বাংলা কিতাবে আছে গো, আছে গো আল্লাজীর নাম
সেলাম জানাইলাম আমি সবার বিদু মায়ায় সেলাম জানাইলাম।

২.
নদীয়ার বেফারি (বেপারি) গো হয়ে বেড়াই রাই তোর মন্দিরে (৩)
হায়রে বড় আশা কইরা গো মনে
আইলাম রাই তোর কুঞ্জের গো দ্বারে
হে পাইলাম না তোরে... (২জন)
বড় আশা কইরা গো মনে
আইলাম রাই তোর কুঞ্জের গো দ্বারে
ওরে অভাগিনীর ককাট (কপাট) বন্দ (বন্ধ) (২)
অসাদিতের পর্দা হায়ালাতে
হেই নদীয়ার বেফারি হয়ে বেড়াই রাই তোর মন্দিরে। (২)

৩.
আমার বাড়ি সইনদার পরে আইরে শ্যাম কানা আয় (৩)
আয়রে শ্যাম কানা আয় (৩)

www.pathagar.com

আমার বাড়ি সইনদার পরে আইরে শ্যাম কানা আয় (২জন)
হে তুমি আইবা সইনদার পরে
হে আমি থাকব রানদুন ঘরে গো শ্যাম
ওরে চুবে চুবে প্রেম করিব গো,
লোকে দেকবে না গো জানে (২)
আমার বাড়ি সইনদার পরে, আইরে শ্যাম কানা আয়।

৪.
হারে শিশি ধ্বনি কমলে নিতোর, কমলে নাই মদু (৩)
কমলে মদু নাই গো তোর কমলের নাই মদু (২)
হারে শিশি যদি কমলে নিতোর, কমলের নাই মদু (২)
ঢাকাতে কইলকাতা যাব হেনাম ফুলের মদু খাব (২)
ওলো আমরা তো সেই জ্ঞানের নাগর পঁচা ফুলের মদু গো খাই
হারে শিশি ধ্বনি কমলে নিতোর, কমলের নাই মদু (২জন)
আমি মানা করি বনদু গো ঢাকার শহরে যাইও না গো বনদু
উতালা আর হইও না। (৩) (২জন)

৫.
ঢাকা শহরে যাইবা গো তুমি,
গৃহের বাহির হইব গো আমি (২)

ওরে তুমি আমার আমি তোমার বনদু গো,
আমায় ছেড়ে যাইও না
আমি মানা করি বনদু গো ঢাকার শহরে যাইও না... (২)

৬.
হে আমার সুন্দর নারী আই গো নারী পিরিত গো করি
মনে লয় অন্তরায় বরি/ভরি (২)
নারীর যইবন/যৌবন ধানের গো গুড়ি, জোয়ারেরই জল
পুরুষ দেকলে নারী হয় পাগল (৩) (২জন)
হে আমার সুন্দর নারী আইসো নারী পিরিত গো করি যে।

৭.
পুরুষও বেইমানের জাত গো দিবার কইয়াই গো দিল না (৩)
হেই পুরুষও বেইমানের জাত গো.... (২জন)
হেই পুরুষও বেইমানের জাত গো (২জন)
হেই পয়সার কথা কইয়া গো মোরে...

www.pathagar.com

প্রেম কইরাছে কুলে গো বসা য়ে...
হে পয়সা দিলে রে না (২) (২জন)

ওরে পয়সার কথা মনে হইল গো... (২)
ও প্রাণে ধৈর্য না আনে

পুরুষও বেইমানের জাত গো দিবার কইয়াই গো দিল না
পুরুষে ভুলাইতে নারী আকাশে ফানদ পাইতাছে
আকাশে ফানদ পাইতাছ (২জন)
হেই পুরুষ...

হেই আগে করলে মনচুরি... এমনরে চুরি...
হে শেষে দিলে পা য়ে গো বেরি
বেইমানও নারী
ওরে তোর সনে প্রেম করিয়া গো...
অত গো কথা কই আশা করি।
হেই পুরুষও বেইমানের জাত গো... (৪) (২জন)

৮.
হেই ভাই শোকে কান্দিয়া গো বেড়াই, হায়রে নিঠুর কায় অনলে
ওরে হায়রে নিঠুর গানওয়ালা গো (২)
ওরে হায়রে নিঠুর কায় অনলে
ভাই শোকে কান্দিয়া গো বেড়াই, হায়রে নিঠুর...
দুই ভাই ছিলাম... আম কাডল যবনে
এই ভাই মরলো সত্যি গো সনে
ভাই বলবো কারে (২জন)

ওরে দেশে গেলে মায় জিগাইব... (২)
ও আমার রতন কই রইল।
হেই ভাই শোকে... (২জন)
কে গো তুমি কাডল বনে, হেই ভাই ভাই বইলা কানতাছ
ও ভাই ভাই বইলা কানতাছ গো, ভাই ভাই বইলা কানতাছ
কে গো তুমি কাডল বনে (২জন)
তুমি কান্দো ভাইয়ের শোকে...
আমি কান্দি প্রেমের বিযে গো শ্যাম (২)
ওরে আমার ঘরে আইসা শ্যাম গো ভুলো ভাইয়ের মরতবা (২)
কে গো তুমি কাডল বনে। (২)

www.pathagar.com

৯.
পালং সাজাও প্রাণ প্রিয়াসী
আসব রাই তোর গো মন্দিরে (২)

আসব রাই তোর মন্দিরে
পালং সাজাও প্রাণ প্রিয়াসী
আসব রাই তোর মন্দিরে (২জন)
হে গুয়া কাটো কুচি কুচি,
হিলান দিয়া বানাও গো খিলি
ওরে পান খাইয়া ঢালবো পিচকি
তোদের পাকারে বইবনে
পালং সাজাও প্রাণ প্রিয়াসী... (২জন)

১০.
রাস্তার ধারে বাড়ি তোমার, কেনচি কাডা গো দরজা (৩)
ওরে কেনচি কাডা দরজা গো, খোপার কাডা দরজা
রাস্তার ধারে বাড়ি আমার... (২জন)
নিত্তি নতুন বাজার করি, এই আগে কিনি পানসুপারি
হেই নতুন বাজার করি, এই আগে কিনি পানসুপারি
ওরে আমার হাতের পান খাইয়া যাও
ওরে নতুন দারোগা (২)
রাস্তার ধারে বাড়ি আমার। (২জন)

১১.
নারী হইয়া জলের ঘাটে করতাছ চাতুরি
হারে নারী হইয়া জলের ঘাটে করতাছ চাতুরি
নারী হইয়াা করিতাছ চাতুরি গো,
করিতাছ চাতুরি (২)
আমরা তো রাও কালোযতি...
মাডে মাডে ধেনু রাখি
ওরে ভাঙলো রে তোর হিরার কলসি
হাতে লইল বাদু রে...
নারী হইয়া জলের ঘাটে। (২জন)

১২.
উকিলাম উকিলাম শ্যাম গো রাখা লেরে/রাওখা লেরে
হেই উকিলাম উকিলাম শ্যাম গো রাখা লেরে/ প্রেম দিয়া (৩)

www.pathagar.com

ওরে রাও খালেরে প্রেম দিয়া গো (৩)
কীহেই উকিলাম রাওখালেরে প্রেম দিয়া
হায়রে একি তো রাওখালের গো জাতি,
হে বুঝে না গো প্রেমের গো রীতি
কি করি তি গতি (২)
ওরে জমিদারের মাটি না গো,
ও ছিড়া দিব তোর হাতে (২)
হেই উকিলাম .... (২জন)

১৩.
মোহন বাঁশি, বাঁশি ডাইকো রাধারে বনে
বাঁশি রে মোহন রে বাঁশি ডাইকো রাধারে বনে
বাঁশি রে মোহন রে বাঁশি ডাইকো রাধারে বনে (২)
ডাইকো রাধা বইলা বাঁশি গো
ডাইকো রাধা বইলারে বাঁশি
বাঁশি ডাইকো রাধারে বনে।
মোহন বাঁশি.... (২জন)
অষ্ট আঙুল বাঁশের গো বাঁশি
বিন্দে বিন্দে ছেদা
নাম ধরিয়া বাইজো বাঁশি গো...
কলঙ্কিনী রাধা রে বাঁশি/বাঁ...শি (২)
বাঁশি ডাইকো রাধা বলে।
বাঁশি এ মোহন বাঁশি... (২জন)
মোহন বাঁশি গো
শ্যামের হাতের মোহন বাঁশি গো রাধা বলে বেজো না
শ্যামের হাতের মোহন বাঁশি হেই রাধা বলে বেজো না (২)
শ্যামের হাতের মোহন বাঁশি হেই রাধা বলে বেজো না (২জন)
ওরে রাধা বইলে বেজো না গো
ওরে রাধা বইলে বেজো না গো
ওরে রাধা বলে (২জন)
আরে শ্যামের হাতের... (২জন)

১৪.
বন্ধুরও লাগিয়া গো আমার হে প্রাণে ধৈর্য মানে না (২)
প্রাণে ধৈর্য মানে না, ওরে প্রাণে ধৈর্য মানে না

www.pathagar.com

হেই বন্ধুরও লাগিয়া গো আমার প্রাণে ধৈর্য মানে না
বন্ধু যাইরে আমার সিজা/সোজা বায়ে
আমি ডাকি তারে গো বসে বন্ধু শুনে না
হাইরে বন্ধু আমি ডাকি তারে গো বসে বন্ধু শুনে না
বন্ধু যাই অষ্টমির স্নান গো (২)
ওরে বন্ধু যাই অষ্টমির স্নান গো
ও আমায় সঙ্গে মিলনা
হেই বন্ধুরও লাগিয়া... (২জন)
প্রাণে ধৈর্য মানে না (৩)

১৫.
বুড়াইল নাও যে বইতেরে জানে সে বড় নাইয়া (৩)
সে বড় নাইয়া গো, সে বড় নাইয়া
বুড়াইল নাও যে বাইতে,
হে তোরে বলি ওরে নাইয়া...
হাই উজান তরি যাওরে বাইয়া
ওরে ভানুর চরে নাও ঠেকাইয়া গো
পাখি গেল পলাইয়া
বুড়াইল নাও যে.... (২জন)

১৬.
হাই অভাগিনীর কমল জোড়া
শুকাই রইল ঐ ডালে (৩)
হেই অভাগিনীর... (২জন)
হেই অভাগিনীর কমল জোড়া...
কত কইরা গো মূইল্য চায়
দেখিলে মন মানে না (২জন)
ঐ দেখিলে মন মানে না (২জন)

১৭.
আরে আমি কি তোমার শ্যাম গো করি না যতন
হারে আমি কি তোমার শ্যাম গো করি না যতন
আরে আমি কি তোমা.....
করি না যতন শ্যাম গো (২জন)
যখন যইবন লাল রে হইল

www.pathagar.com

প্রাণবন্ধু বইদেশে রইল
না আইল দেশে (২) (২জন)
এমনও যইবনের কলি ডালে শুকাইল (২)
ও... ওনা শ্যাম গো করি না যতন (২)
ঐ ...... (২জন)

১৮.
সই ডুবিয়া রইলাম প্রেম তরঙ্গে নদীয়ার জলে
হারে আজকে গো সই ডুবিয়া রইলাম
প্রেম তরঙ্গ নদীয়ার জলে (২জন)
প্রেম তরঙ্গ নদীয়ার জলে প্রেম তরঙ্গ নদীয়ার জলে
হারে আজকে গো সই (২জন)
একডুব দিলাম, দুইডুব দিলাম, তিনডুবেসহ তল হইয়া রইলাম
মাঝি বেডা এতরে বেইমান,
হাতখান ধইরা তুলে না তার নায়
হারে আজকে গো সই .... (২)

১৯.
পূর্ণিমা লাগাইয়া গো রাধে পাগল করলি আমারে
হেই পূর্ণিমা লাগাইয়া গো রাধে পাগল করলি আমারে
ওরে পাগল করলি আমারে গো
হেই রায়ের গলায় মুতির মালা
রাই আমারে করলে গো দেওয়ানা
ভাবা বেগে মনে
ওরে যেই দিকে চাই সেই দিকে রাই
ও রাই বিনে তো কেহই নাই
হেই পূর্ণিমা লাগাইয়া গো রাধে... (২জন)

২০.
ও-ও প্রাণ সই মধুর সুরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই
হারে ও প্রাণ সই মধুর সুরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই
হারে ও-ও বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই। (২)
হারে ও-ও কালার লাগিয়া... (২)
আমি ঘর বাড়ি সব ছাইরা গো আইলাম।
ও কালার লাগিয়া.... আমি ঘর বাড়ি সব ছাইরা গো আইলাম

www.pathagar.com

ও দেশে দেশে কলঙ্কিনী হই... প্রাণ সই...
মধু সুরে এ বন্ধে বাঁশি বাজাইলা রে কই ।
হারে ও...
কালো রূপ দেখিলাম রে... হায়রে সখি যমুনার জলে
এই কালো রূপ দেখিলাম রে... হায়রে সখি যমুনার জলে
কালো রূপ দেখিলাম ।
এই রূপ দেখিয়া ভুইলে রইলাম কেউ সে জানবার নাই মনে
হাইরে সখি যমুনার জলে ।
কালো রূপ দেখিলাম রে হায়রে সখি যমুনার জলে
কালো রূপ দেখিলাম ।
যখন কালো অভিজালি খেলে এ...
ও রাধের মাথা অভিজলি খেলে কৃষ্ণের মাথায় মনচুর বনেতে মেলে ।
এ কদম জলে বয়সারে কৃষ্ণ বাঁশি বাজানি বলে (২)
হাইরে সখি যমুনার জলে ।
কালো রূপ দেখিলাম রে... ও সখি যমুনার জলে ।
কালো রূপ দেখিলাম ।

২১.
আরে আরে আমি কার কাছ কি বলবো কথা যায়রে জীবন (২)
আরে কার কাছে কি...
অচিরে আমার সুয়া পাখি-ই আমি গো তোর রসের কাদি (২)
তুই গো আমার সুয়া পাখি-ই আমি গো তোর রসের কাঁদি ।
মান যাহে রায় হে যাদু খাউরে মধু
হারে কার কাছে রায়রে যাদু খাউরে মধু ।
হারে কার কাছে কি বলবো কথা আমি যাইরে জীবন ।
হারে কার কাছে কি.... । (রাধে কইল)

২২.
ভালোবাসার কি যাতনা
আরে ভালোবাসার কি যাতনা সবে তো জানে না (২)
আরে ভালোবাসা...
সবে তো জানে না সামনে গো সবে তো জানে না
আরে ভালোবাসার কি যাতনা সবে তো জানে না
আরে ভালোবাসা...
ঐ অন্তরে রাখিয় কথা প্রাণে আমায় দেয় গো ব্যথা

www.pathagar.com

ঐ অন্তরায় রাখিয় কথা প্রাণে আমায় দেয় গো ব্যথা।
বেঁচে থাকলে হবে দেখা ঐ আমায় নৈরাশ কইর না
আরে ভালোবাসার কি যাতনা সবে তো জানে না
আরে ভালোবাসা .... ।

২৩.

ছুইও না ছুই না হারে, ছুইও না ছুইও না সাম
রূপ লাইগা রইল
ও ছুইও না ছুইও না সাম, রূপ লাইগা রইল
ও ছুইও না ও....
ওরে সাম রূপ লাইগা রইল ও সাম রূপ লাইগা।
ও ছুইও না ছুইও না সাম, রূপ লাইগা রইল
ও ছুইও না....
ও সব সখি নয়ন ভালো ও....
কালো রূপ আমার পরান গনিল
ও সব সখি নয়ন গো ভালো
কালো রূপে আমার পরান গনিল
ঐ অন্তরে সে নাইয়ানি চুমায় মানিক ল সাস
ছুইও না ছুইও না... হারে ছুইও না ছুইও না সাম
রূপ লাইগা রইল।
ও ছুইও না ছো... ।

২৪.

আরে পত্র লইয়া যাওরে বন্ধু ও আমার বন্ধের তালাশরে (২)
হাইরে... বন্ধু...য়া নাই দেশে
হাইরে... বন্ধু...য়া নাই দেশে নাকি হা... হইরে....
হাইরে... বন্ধু...য়া নাই দেশে।
হারে পত্র লইয়া যাওরে বন্ধু ও আমার বন্ধের তালাশরে
হাইরে... বন্ধু...য়া নাই দেশে
হারে পত্র লইয়া....
এ বন্ধে আমার ঢাকার গু শরে এ... (২)
না জানি কি হালে গো আছে
এ বিষয়ে অঙ্গ জড় জড় বিষয়ে কলি জইড়াছে... (২)
হাইরে... বন্ধু...য়া নাই দেশে
হাইরে পত্র লইয়া যাওরে বন্ধু ও আমার বন্ধের তালাশরে

www.pathagar.com

হাইরে... বন্ধু...য়া নাই দেশে
হারে পত্র লইয়া...

২৫.
হারে আমি বন্দনা করি মা তর চরণে
কি বা করি আমি অদমে
সেলাম জানাইলাম আমি সবার বেদমান (২)
সেলাম জানাইলাম....
সবার বেদমান... সেলাম সবার বেদমান (২)
সেলাম জানাইলাম আমি সবার বেদমান
সেলাম জানাইলাম...
মুসলমানের আলেক সালাম হিন্দু ভাই পরণাম (২)
কার লাগি দাঁতের মাঝে আছে গো আল্লাজির নাম (২)
সেলাম জানাইলাম আমি সবার বেদমান
সেলাম জানাইলাম..... ।

২৬.
ফিরিল পিরিতের বেড়া ঐ লেচুর বাগানে
হারে কে দিল পিরিতের বেড়া ঐ লেচুর বাগানে
হারে কে দিল পিরিতের ....
ঐ লেচুর বাগানে গো ঐ লেচুর বাগানে
হারে কে দিল পিরিতের বেড়া ঐ লেচুর বাগানে
হারে কে দিল পিরিতের ....
ছোট ছোট লেচুগুলি আমি তুলি বন্ধু তুলে
ছোট ছোট লেচুগুলি বন্ধু তুলে আমি তুলি
ওরে আমি দেই গো বন্ধুর মুখে বন্ধে দেই গো বন্ধুর মুখে
হারে বন্ধু দেই গো আমার মুখে আমি দেই বন্ধুর মুখে
হারে কে দিল পিরিতের বেড়া ঐ লেচুর বাগানে
হারে কে দিল পিরিতের ....

২৭.
জান দিলকো পিয়ার কই জানি ভুলিয়া রই
হারে হাই মেরেজান দিলকো পিয়ারা কইজানি ভুলিয়া
হারে হাই মেরেজান...
কই জানি ভুলিয়া রই গো, কই জানি ভুলিয়া রই
হারে হাই মেরেজান দিলকো পিয়ারা কই জানি ভুলিয়া রই

www.pathagar.com

হারে হাই মেরেজান....
নারীলোকে এমনি ধারা, একজন বেনে আরেকজন ধরা (২)
ও অবশেষে জানে মরা, সার হইল গলার মালা (২)
হাই মেরেজান দিলকো পিয়ারা কই জানি ভুলিয়া রই
হারে হাই মেরেজান ....

২৮.
হারে হারে ও প্রাণ সই মধুর সুরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই (২)
হারে ও প্রাণ সই মধুর সুরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই
হারে ও ওরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই...
প্রাণ সই... মধুর সুরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই।

হারে ও ও..
হারে ও তুই কালার লাগিয়া....
আমি ঘরবাড়ি সব ছাইরা গো আইলাম (২)
ও দেশে দেশে কলঙ্কিনী হই.. প্রাণ সই...
মধুর সুরে বন্ধে বাঁশি বাজাইল কই (২)
হারে ও ....

২৯.
হারে ভাই থইয়া পললরে
ভাই থইয়া পললরে
একুইশ দিল যে চাই-য়া
হারে ভাই থইয়া পললরে
হারে একুইশ দিন যে চাই...য়া
ও একুইশ দিন যে চাইয়া
একুইশ দিন যে চাইয়া
হারে ভাই থইয়া পললরে (২)
একুইশ দিন যে চাইয়া
হারে ভাই থইয়া ....
ভাই বলি তো...মারে
মেরো না আ...মারে... (২)
সুন্দর নারী ঘরে আইনে
ছাড়ল ভাই এ দয়া...রে।
আরে সুন্দর নারী ঘরে আইনে
ছাড়ল ভাই এ দয়া...রে।

www.pathagar.com

হারে ভাই থইয়া পললরে
একুশ দিন যে চাই...য়া
হারে ভাই থইয়া... ।

৩০.
হাইরে কুসুম বিছি
হাইরে কুসুম বিছি
ভুইলা দেখলাম দা...ইরে (২)
হাইরে কু.... ।
একি তো কুসুম বিছি
রইছে ঘরে ঝিকিমিকি (২)
হারে পুরুষ হইয়ে কালো জল গো
নারী লোকের পাই ডালে (২)
হাইরে কুসুম বিছি
হাইরে কুসুম বিছি
ভুইলে দেখলাম দা...ইরে
আরে হাইরে কু.... ।[৮]

৩১.
হাইরে নন্দেরি কালো
বাঁশরি বাজাইয়া নিল জলে
হারে হাইরে নন্দেরি কালো
বাঁশরি বাজাইয়া নিল জলে
হারে হাইরে ন.... ।
বাঁশরি বাজাইয়া নিল জলে
বাঁশরি বাজাইয়া নিল জলে ।
হারে হাইরে নন্দের কালো
হাইরে নন্দেরি কালো জলে
ও বাঁশরি বাজাইয়া নিল জলে ।
হারে হাইরে ন... ।
বাঁশিতে ভড়িয়া মধু বাহির করল ফুলমধু
বাঁশিতে ভড়িয়া মধু....বাহির করল ফুলমধু ।
হারে হাইরে নন্দেরি কালো
হাইরে নন্দেরি কালো
বাঁশরি বাজাইয়া নিল জলে
হারে হাইরে ন... ।

www.pathagar.com

৩২.

সাম তোমারে করি হে মানা
আইজ আমার গায় হাত দিও না
হে সাম তোমারে করি হে মানা
আইজ আমার গায় হাত দিও না
হে সাম তোমারে.... ।
শুক্র শনি রবি বারে
সেই তিন দিন আমার মাথা ধরে
এ সাম তোমারে করি হে মানা
সাম তোমারে করি হে মানা
আইজ আমার গায় হাত দিও না
সাম তোমারে....
হেই ওরে হেই ।

৩৩.

ছেড়ি অভূলা
হারে একলা পাইয়াছি তরে কদম তলা
ছেড়ি অভূলা (২)
ওরে এ....
ওরে কদমতলা রে ছেড়ি কদমতলা (২)
ছেড়ি অভূলা ।
হারে একলা পাইয়াছি তরে কদম তলা
ছেড়ি অভূলা ।
ও পিরিতেরি বাক্স তরা
কলের ছুরনী আমার ।
হে পিরিতেরি বাকসোরে তরা....
কলের ছুরানী আমার ।
ওরে কদমতলা নিয়ারে ছেড়ি খুলব সব তালা
আরে কদমতলা নিয়ারে ছেড়ি খুলব সব তালা
ছেড়ি অভূলা ।
আরে হারে এক পাইয়াছি হো তরে কদমতলা
ছেড়ি অভূলা ।

৩৪.

হারে হারে হারে
বিদেশিয়ার সনে

www.pathagar.com

বিদেশিয়ার সনে প্রেম গো (২)
কইরো না লো প্রাণ সজনী
সে তো হ আপন নয়।
আরে বিদেশিয়া....
দেশের কথা মনে হইলে বিদেশিনী যাবেরে চলে
হেই ওরে হেই
দেশের কথা মনে হইলে
বিদেশিনী যাবেরে চলে
এ রাস্তায় বসে কানতে হইলে (২)
লোকে বলে পাগলামি
সে তো আপন নয়।
আরে বিদেশিয়ার সনে প্রেম গো
কইরো না লো প্রাণ সজনী
সে তা আপন নয়।
আরে বিদেশিয়া...

৩৫.
জুড়ো ঝালো বিরহিনী (২)
ছইও না হামারে তুমি
ছইও না হামারে।
আরে বিদেশির সনে প্রেম গো...
জুড়ে ঝালো বিরহিনী
ছইও না হামারে তুমি
ছইও না হামারে।
আরে বিদেশির...।
দেশে দেশে পিরিত কর
জলের ওপর চায়া ধরা।
ধরতে গেলে দেয় না ধরা
অমনি লাজে মরি আমরা
পিরিতে কপালে ছায়।
আরে জুড়ে ঝালো বিরহিনী
ছুইও না হামারে তুমি
ছুইও না হামারে
আরে জুড়ে ঝালো...।

www.pathagar.com

৩৬.
আরে কমলিনী রায়
এত মান কে নিল তোর যৌইবনে
হারে কমলিনী রায়।
এত মান কে নিল তোর যৌইবনে
হারে কমলিনী... ।
হারে এত মান কে নিল তোর যৌইবনে (৩)
হারে কমলিনী রায়। (২)
এ মান ঝার ফুলের মধু নাই
তোর যৌইবনের গাছে বাহার নাই। (২)
মিছু রণধই গাছে কেবল শিমুলে
হারে মিছা রণধই গাছে কেবল শিমুলে
কমলিনী রায়।
এত মান কে নিল যৌইবনে
হারে কমলিনী... ।

৩৭.
হারে হারে হারে
রাইত মারি কমল পুরা
এই শুকাই রইল ঐ ডালে... (২)
রাইত মারি ।
ওই শুকাই রইল ঐ ডালে গো
শুকাই রইল ঐ ডালে ।
রাইত মারি কমল পুরা
হেই শুকাই রইল ডালে ।
রাইত মারি... ।
এ রাইত মারি কমলা চুরা....
আর কত কইরারে মূল্য চাও ।
ওরে নইল লোকাও লইল বিকরাও
দেখলে তো প্রাণ বাঁচে না। (২)
হেই শুকাই রইল ঐ ডালে এ
রাইত মারি... ।

৩৮.
আরে আজ রঙ্গ সাম তোমারে
নারী বেশে সাজাইবো
আজ রঙ্গোরে... ।

www.pathagar.com

কেউ দেখা মরোণের কালে ।
হারে চেংরা বন্ধুরে...
কেউ দেখা মরোণের কালে ।
ও হারে চেংরা বন্ধু... ।
ও কেউ দেখা মরোণের কালে...
কেউ দেখা মরোণের কালে
হারে চেংরা বন্ধু রে
এ কেউ দেখা মরোণের কালে
হারে চেংরা বন্ধু... ।
হে আমি মইলে এই করিও ও... (৩)
না পুরিও না ভাসাইও, ও বেঁধে রাইখো গো ঐ তমাল ডালে (২)
বেঁধে রাইখো ঐ তমাল ডালে
বেঁধে রাইখো ও ঐ তমাল ডালে
আরে চেংরা বন্ধুরে
কেউ দেখা মরোণের কালে ।
আরে চেংরা বন্ধুরে... ।

৩৯.
লিউরে এবি দিল গো শাড়ি
হেই গামছা কেনে বিছাও না । (২)
এ হারে লিরে এ...
ওরে গামছা কেনে বিছাও নারে ।
ওরে গামছা কেনে বিছাও না গো
ও গামছা কেনে বিছাও না ।

হেই লিউরে এবি দিল গো শাড়ি
গামছা কেনে বি...ছাও না ।
হেই লিউরে এ...
হে লাল বোরুন... ওন গামছা তোমার
নীলবরণ শরীল গো আমার কেনে বিছাও না । (২)
ওরে গামছা কি বিছাইয়া গো তোমার ও উড়াও মনের ভাসনা । (২)
হেই লিউরে এবি দিল গো শাড়ি
গামছা কেনে বিছাও না ।
হেই লিউরে এ... ।

www.pathagar.com

৪০.
হারে হারে হারে
প্রেম কইরা কি জ্বালারে হইল
অভুলা বন্ধের সনে গো
প্রেম কইরা...
এ অভুলা বন্ধের সনে গো
ও অভুলা বন্ধের সনে।
হেই প্রেম কইরো কি জ্বালারে হইল
অভুলা বন্ধের সনে।
হেই প্রেম কইরা...।
এ রাস্তা দিয়ে হাইটা গো যাইতে
চেংরা বন্ধু যৌবন গো চাইছে। (২)
এই কদম তলে।
হাইরে রাস্তা দিয়ে ও হাইটা গো যাইতে
চেংরা বন্ধু যৌবন গো চাইছে।
এ ঐ কদমতলে
এ যৌবন কি আর গাছের গুডা
ও চিইবা দিব তো হাতে।
এ যৌবন কি আর গাছের গুডা
ও চিইরা দিব গো তোর হাতে।
এ প্রেম কইরা কি জ্বালা গো হইল
এ অভুলা বন্ধের সনে।
এ প্রেম কইরে...।[১]

২. গাজির গান

শত শত বছর ধরে এই বাংলায় আগমন ঘটেছে পীর, ফকির, সন্ন্যাসী, সুফী সাধকদের। যারা এই সমাজে প্রভাব ফেলেছে বিপুলভাবে। যাদের নাম নেয়া হয় শ্রদ্ধার সাথে। তেমনি একজন পীর সাধক গাজি পীর। সাধারণ জনগণ থেকে উচ্চবিত্ত সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে রয়েছে গাজি পীরের অগনিত ভক্তকুল। গাজির গান, গাজির পালা আর গাজির পটের গায়েনের কণ্ঠে তাই গীত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ খুঁজে নিয়েছে তার মানসে কত শত আকাঙ্ক্ষা আর বিশ্বাস। বিভিন্ন আনুপূর্বিক ধাপে বর্ণিত হয়েছে গাজির আখ্যান। এই ধারাবাহিকতা এখনও ভালুকা, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ অঞ্চলে বহমান। এইসব অঞ্চলে গাজির গান এখনও বেশ জনপ্রিয়। কেননা তাদের

www.pathagar.com

বিশ্বাস গাজি সকল বিপদের ত্রাণকর্তা। তাই রোগ-শোকমুক্তি, নবজাতকের কল্যাণ, শস্যহানি, মড়ক উপলক্ষে গাজির গান মানত করা হয়। এই মানতকে কেন্দ্র করে পরিবেশন করেন পালা। কখনও দুই দিনের পালা, কখনও দেড় দিনের সর্বোচ্চ সাত দিনের পালা অনুষ্ঠিত হয়। যারা মানত করেন তারা এই পালার আয়োজন করেন। এ সময় তারা গায়েন দলকে রাত-দিন থাকা-খাওয়া ছাড়াও পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন।

ভালুকার গাজির গান

ভালুকা উপজেলার নিঝুরি গ্রামে চান মিয়া গাজির গান করে থাকেন। গাজির গান করার কারণে তাকে অনেকে গাজি বলেই ডেকে থাকেন। কেউ মানত করলে চান মিয়া সেখানে বায়নার ভিত্তিতে গান করেন। যারা বায়না করেন তারা আগে থেকেই ঠিক করে নেন কতদিনের পালা হবে। গান শুরুর আগে প্রথমে খোলা স্থানে গাজি পীরের আসন করেন। সেখানে চন্দ্রাকৃতি একটি লৌহদণ্ড পুত্রে রাখা হয়। লোহার দণ্ডটাকে 'আশা' বলে এর আগুটায় দর্পণ (আয়না) গামছা ঝুলানো থাকে। একটি ছোট টুলে কুলায় করে ধূপ, মলকা, তেল, চিনি, বাতাসা, পান-সুপারি এনে যিনি মানত করেছেন তার স্বামী বা পিতা এনে রাখেন। এই আসনকে একটি লাল কাপড় দিয়ে তিন দিকে ঘিরে দেয়া হয়। আসনকে এরপর প্রণাম জানানো হয়। পালার শেষের দিকে যদি সন্তানের রোগমুক্তির কামনায় মানত হয় তবে তাকে প্রথমে গোসলের জন্য ৫ কিংবা ৭ জন এয়োকে (সখি) কলসিতে করে ঘাট থেকে পানি আনতে হয়। কলসিতে বয়াতি চন্দনের ফোঁটা আর আমপাতা দিয়ে দেন। আয়োরা এক সারিতে পানি আনতে যায় পাশাপাশি বয়াতি গান গাইতে থাকেন। এরপর উঠানের এক পাশে একটা পাটা এনে রাখা হয়, সেই পাটায় কাঁচা হলুদ বাটা হয়। এই হলুদ রোগীর সারা গায়ে মাখানো হয়। আয়োরা যে কলসিতে করে পানি আনে তা টাকা না দিলে তারা তা নামায় না। তাই টাকা দিয়ে সেই পানি সংগ্রহ করে রোগীর গায়ে ঢালতে হয়। আয়োরা পানি আনার পূর্বে এবং পানি আনার পর আসনকে ঘিরে সাতবার ঘুরে। রোগীর গোসল হয়ে গেলে তাকে নতুন গামছা দিয়ে পানি মুছে ফেলতে হয়। এরপর আসনে রাখা একটা গ্লাসে দুধ খাওয়ানো হয়। এ সময় গাজি তার হাতের চামর দিয়ে রোগীকে ঝাড়ফুঁক দিতে থাকেন। শুধু রোগীকে নয় আশেপাশের যেসব দর্শক থাকে তাদের প্রত্যেককেই চামর দিয়ে ঝাড়ফুঁক দেন। এসময় সকলে তাদের সাধ্যমত টাকা বিংবা চাল দিয়ে থাকে। সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ হয়ে গেলে রোগী আসন থেকে কুলা মাথায় করে নিয়ে ঘরে নিয়ে যান। সেখানে রোগী এবং তার বাবা, মা বা স্ত্রী/স্বামী তার পাশে বসে থাকেন, সামনে থাকে কুলা এবং প্রদীপ। এ সময় ৫ জন মুরব্বী স্থানীয় মহিলা একে একে এসে প্রথমে প্রদীপের তাপ দুই হাতে নিয়ে রোগীর গালে স্পর্শ করতে হয়, এরপর কুলা থেকে ধান, দূর্বা গায়ে স্পর্শ করতে হয়, এরপর চিনি বা মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দিয়ে মিষ্টিমুখ করাতে হয়। এভাবেই শেষ হয় আচার। আচার পালন শেষ হলে চলে ভোজন পর্ব।

www.pathagar.com

ভালুকা অঞ্চলে গাজির গানের আসন

গাজির গানের আসর বন্দনা

www.pathagar.com

গাজির গানের দোহার ও যন্ত্রী

গাজির গানের আচাররীতির অংশবিশেষ

www.pathagar.com

আসরে রোগীর সেবা চলছে

আসর থেকে মানতকারী আসনের উপকরণ নিয়ে ঘরে ফিরছেন

www.pathagar.com

গাজির গানে গায়েন একা একাই সমগ্র পরিবেশনা করেন। এ অঞ্চলের গাজির গানে পুরুষকে ছুকরি সাজতে দেখা যায়, তিনিই ছুকরি সেজে নৃত্যগীত করে থাকেন, পাশাপাশি চলে গদ্য, সংলাপের আকারে বর্ণনা।

এসময় তার পেছনে বসা বাদ্যকাররা বাদ্যবাদন ও দোহারকি করতে দেখা যায়। অনেক সময় তারাও দুএকটি গান গেয়ে থাকেন। গায়েনদেন ঘাগরা আর উপরে রঙিন শার্ট পরেন। গলায় তসবির মালা, কপালে লাল কাপড়, হাতে গামছা, কোমরে গামছা, গলায় সাদা .., পায়ে ঘুঙুর, একহাতে চামর, আরেক হাতে থাকে পাখা, মুখে রঙিন সাজসজ্জা থাকে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকে। বাদ্যকারদের পোশাক সাধারণ থাকে। লুঙ্গি, গেঞ্জি বা শার্ট পরনে থাকে। এই গান করতে তারা ঢুলি, হারমোনিয়াম, জুড়ি/করতাল, চটা বাদ্য ব্যবহার করেন। ঢুলি বাজান মুজিবর, জুড়ি/করতাল-আলামিন, হারমোনিয়াম-সাইদুল, চটা-শহীদুল্লাহ বাজিয়ে থাকেন। আর বয়াতী-আব্দুল মান্নান ওরফে (চান মিয়া)।

হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই সমানভাবে শ্রদ্ধাভরে এই আচার পালন করা হয়। তাইতে গাজি পীর একজন বড় সাধক হয়ে আজও তিনি এই অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে হিন্দু-মুসিলম সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

লোকবিশ্বাস এই যে, গাজি একজন জিন্দাপীর। তাঁকে বাঘের দেবতা হিসেবেই সকলে বিশ্বাস করেন। সুন্দরবনের অধিপতি ও বাঘের দেবতা হিসেবে তাঁকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁকে অলৌকিক শক্তিবীর হিসেবেও গণ্য করা হয়। তাঁর আরও একট বিশেষত্ব এই যে, তিনি মানত পূরণকারী জিন্দাপীর হিসেবে খুব সমাদৃত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঘের দেবতা গাজি পীরের পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে ওই অঞ্চলের কাঠুরিয়া, জ্বালিয়া, মাওয়ালি ও বাওয়ালি সম্প্রদায়। আর বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মানত আদায় হিসেবে আয়োজন করা হয় গাজির গানের।[১০]

গৌরীপুরের গাজির গান

গৌরীপুর অঞ্চলে গাজির গান মানত হিসেবে আদায় অনুষ্ঠান-এর রীতি অন্যান্য অঞ্চল চাইতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। আর এ অঞ্চলে 'গাজির গান' পরিবেশন করে থাকেন শামীম বয়াতি ও তাঁর দল। শামীম বয়াতি মূলত কিস্‌সার গায়ক। কিস্‌সা ছাড়াও 'গাজির গান'-এর আসরে গেয়ে থাকেন। এখানকার গাজির গান পরিবেশনায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পর্ব।

প্রথম পর্ব

বয়াতি তার দোহারদের নিয়ে মঞ্চের মাঝখানে গাজির আশা বসিয়ে আসন পেতে বসেন। আশার সামনে থাকে ভাত খাওয়ার প্লেটে এক মুষ্টি চাউল। আশার পাশে থাকে দুটি জলচৌকি। একটিতে রাখা হবে কুলা, অন্যটিতে রাখা হবে পাঁচটা মোম, আগরবাতি। এক গ্লাস জল ও ছোট্ট পাত্রে সামান্য সরিষার তেল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

যে ব্যক্তি মানতকারী তিনি তার ঘরে বা ঘরের বারান্দায় বা আসনের কাছাকাছি বসবেন। পাঁচজন মহিলা মানতের কিছু উপকরণ একটি কুলার মধ্যে সাজাবেন। তার মধ্যে থাকবে—পাঁচটি কলা, পাঁচটি হাঁসের ডিম, দেড় গজ লাল সালু কাপড়, মোম, আগরবাতি, গোলাপজল, সিঁদুর, পাঁচপোয়া চাউল। কুলার এসব উপকরণ সাজানোর পর পাঁচজন মহিলা মানতকারীর মাথায় তুলে দেবেন।

তৃতীয় পর্ব

মানতকারী মঞ্চে আসবেন। বয়াতি মানতকারীর মাথা থেকে কুলা নামাবেন। এবং মঞ্চসহ মঞ্চের আশপাশ গোলাপজল ছিটাবেন।

চতুর্থ পর্ব

বয়াতি আসরে বসে বন্দনা গাইবেন। সঙ্গে সঙ্গত দেবেন দোহাররা। দোহাররাই যন্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন।

পঞ্চম পর্ব : লাচার

বন্দনা শেষ করে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াবেন বয়াতি। দাঁড়িয়ে দোহারদের সঙ্গে নিয়ে পরিবেশন করবেন লাচার।

ষষ্ঠ পর্ব : গাজির গান শুরুর ভণিতা

গাজির গান শুরুর আগে বয়াতি গাজির ভণিতাযুক্ত গান পরিবেশন করেন। গান শেষ করে বয়াতি বর্ণনার রীতি ব্যবহার করেন। ভাই সকল গাজি কালু জিন্দাপীর। তার নামে আজকের মানত। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনেন। তিরস্কার করবেন না।

সপ্তম পর্ব : মূল পালা শুরু

গাজি কালুর মূল পালা শুরু হয় গানের মধ্য দিয়ে। কখনও গান ও কখনও বর্ণনারীতিতে কাহিনি এগিয়ে চলে। কাহিনির বর্ণনার পাশাপাশি চলে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি। নাটকীয়ভাব, নৃত্য, কখনও সংশয়, কখনও-বা দিশা।

অষ্টম পর্ব : শিন্নি পর্ব

গাজি কালুর কাহিনি এমন এক পর্যায়ে আসে যখন গাজি কালু ভিক্ষাপাত্র হতে বেরিয়ে পড়েন মানুষের কাছে। এই পর্যায়ে শিন্নি পর্বটি শেষ হয়। গানে গানে শিন্নি পর্বটি চলে। একমুষ্টি চাউলসহ প্লেটটি হাতে নিয়ে শিন্নির জন্যে গানটি গাওয়া হয়। শিন্নি পর্বটি গানে গানে শেষ হয়। এই পর্বে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ টাকা দান করে শিন্নি পর্বে অংশ গ্রহণ করেন। শিন্নি পর্বের গান শেষ করে গাজি কালুর বাকি কাহিনিও গানে ও বর্ণনারীতিতে এগিয়ে চলে। কাহিনির শেষ পর্যায়ের আগে আরও একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

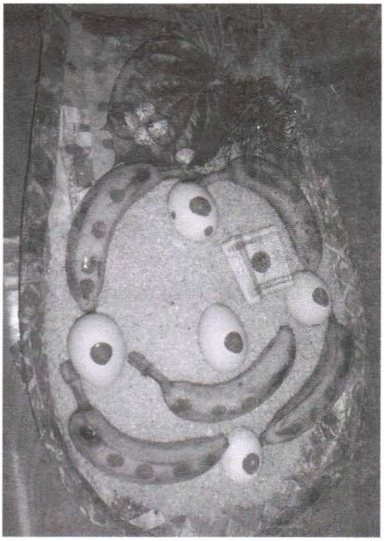

গৌরীপুর অঞ্চলের গাজির গানের আসনের উপকরণ

আসনের উপকরণ নিয়ে আসরে যাত্রা

গাজির আশা ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে আসন

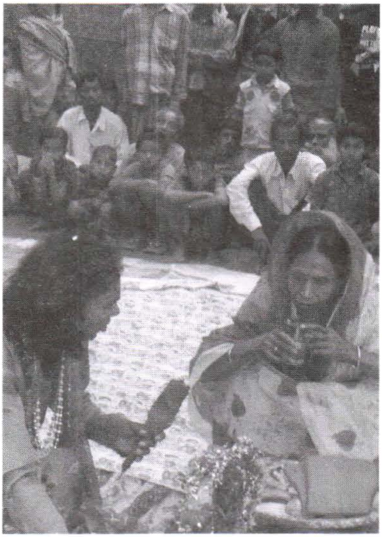

আসরে মানতকারীর আচাররীতির অংশবিশেষ

গাজির গান পরিবেশন করছে বয়াতি, সঙ্গে দোহার ও যন্ত্রী

গাজির গানের দর্শক

www.pathagar.com

নবম পর্ব

গাজি কালুর কাহিনি শেষ করার পূর্বে আসনের কাছে মানতকারীকে আনা হয়। বয়াতি আশা হাতে নিয়ে মানতকারীর গায়ে ছুঁয়াবে এবং ঝাড়ফুঁক দেবে। গ্লাসের পানিটা মূলত উদার পানি। পড়া পানি কিছুটা মানতকারীকে খাওয়াবে এবং কিছুটা দিয়ে দিনে গোসল করার সময় গায়ে ঢালার জন্যে। আর পাত্রের তেলটাও পড়া শেষে মানতকারীর হাতে তুলে দিবে—যা বাড়িতে গিয়ে গায়ে মাখাতে হবে। এই পর্যায়েই আবার নতুন মানতকারী আসবেন। নতুন মানতকারী এক-টুকরা সুতা হাতে নিয়ে আশার মধ্যে গিঁট দিয়ে তার বাসনার কথা ব্যক্ত করে চলে যাবেন। মানতকারীর মধ্যে বেশিরভাগই আসেন সন্তান কামনার জন্যে। গাজি পীরের উছিলায় আরও সমস্যা সমাধান হয়ে যায় সেজন্যও মানত করা হয়।

মানতকারীর বক্তব্য

আল্লাহ্ রাসুলের রহমতে গাজি কালু বাবার উছিলায় আমার যদি সন্তান হয় তাহলে গাজি কালু পালা গাওয়াইয়ান। মানতকারী আসরে সালাম দিয়ে চলে যাবে। এইভাবে আরও একটি পালা ভবিষ্যতে গাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

শেষ পর্ব

গাজি কালু ও চম্পাবতীর কিস্‌সা বা পালার সমাপ্তি অংশ গান ও বর্ণনারীতিতে শেষ করা হয়।

হালুয়াঘাটের গাজির গান

গাজি কালু, চম্পাবতীর কাহিনি। স্থানীয়ভাবে যা ‘গাজির গান’ নামে পরিচিত। গ্রামের অনেক বিশ্বাসী জনগণ গাজির নামে ‘মানত’ রাখে বা গাজির দলকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায় কোনো রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে। তাঁদের বিশ্বাস গাজির নাম স্মরণ করলে রোগমুক্তি মেলে। এ অঞ্চলের পরিবেশন রীতি গৌরীপুর অঞ্চলের গাজির গানের পরিবেশন রীতির মতোই।

গাজির গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনি

বাদশা সেকান্দারের প্রথম পুত্র সন্তান ছিল জুলহাস। সে হরিণ শিকার করতে যেয়ে পাতালে পড়ে যায়। সন্তান হারিয়ে গেলে দুখিনি মা অনবরত কাঁদে সন্তানের জন্য। প্রথম সন্তানকে আনল নদী থেকে। কালু নাম রাখল। আরেক সন্তান হলো গর্ভ থেকে। নাম রাখা হলো গাজি। পিতা বলে বাদশাহী করতে। ছেলেরা চায় ফকিরি করতে। ৫ম পরীক্ষায় পাশ করল গাজি। মাকে গভীর ঘুমে রেখে দুভাই চলে গেল জঙ্গলে। কিন্তু ফকিরি সাধন হয় না। জায়নামাজে উড়ে তারা অচেনা বেশে আসে। মা ভিক্ষা দেয়। গাজি মায়ের কাছে ভিক্ষা নিতে গেলে মা ছেলেকে চিনতে পারল। কালু ছোট ভাইকে বলছে, এখন চলরে। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে এসেছে, সালাম দিয়ে এসেছে। পরে হিন্দু রাজার মেয়েকে বিয়ে করে চলে গেল তারা শ্রীরাম রাজার বাড়ি। কেরামতি দিয়ে আগুন লাগাল। মুসলমান বানাল নয়শ জন। বনের মাঝখানে কাঠুরিয়ার বাড়ি।

www.pathagar.com

সাত মণ স্বর্ণ গঙ্গামাসির কাছ থেকে এনে দিয়ে গেল। এরপর চলে গেছে বিচিত্রা নগর। কালু বলছে, ছোট ভাই কেরামতি দেখাই? —দেখাও। নাম রাখল সোনাপুর মসজিদ। লোকজন সোনাপুর মসজিদে বারোমাস জিকির করে। পরীর দল আশ্চর্য হয়। গাজিকে নিয়ে গেল ব্রাহ্মণনগর মুকুট রাজার দেশে চাঁপার মন্দিরে। রাজার দেশে মুসলমান বানাল। গাজি বিয়ে করল মুকুট রাজার মেয়ে চম্পাকে। গাজিকে স্বপ্নে দেখাল চম্পার সাথে যাতে মিলিত না হয়, তাহলে পাতালে বন্দি ভাইকে উদ্ধার করা যাবে না। দু'ভাই রওনা হওয়ার পথে চম্পা সজাগ হয়ে যায়। প্রশ্ন করে, কোথায় যাও? তারা চলে গেল জামালিয়াগুদার দেশে। জামাল বাদশা, জামালিয়াগুদাকে ভালো করল। এরপর গেল যোগিনীর দেশে, গিয়ে দেখল তিনশ যোগিনী কাঁদছে। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কিসের জন্য বসা? কতদিন ধরে? গঙ্গামাসির দর্শনের জন্য, তিন মাস ধরে ডাকছি দর্শন পাচ্ছি না। তারপর দু'ভাই চম্পাকে নিয়ে ঢুকল পাতাল নগর। শেওড়া গাছ বানাল, তা না হলে পাতালে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। দু'ভাই ঢুকল পাতাল নগরে, পাতাল নগর থেকে ফিরে আসে সব ভাই, কিন্তু ফেরার রাস্তায় গাজির হদিশ আর পাওয়া যায় না।

পরিবেশন রীতি

গাজি গানে দলপ্রধান বা বয়াতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে শুরু করে সব চরিত্রেই অভিনয় করেন। ধাপে ধাপে এক চরিত্রের পর যে চরিত্র আসে নারী বা পুরুষ সব চরিত্রে সমান। নারী চরিত্র আসলে তিনি নারীর মতো অঙ্গ-ভঙ্গিমা, মুখভঙ্গি প্রদর্শন করেন। যেমন, জল তোলার দৃশ্যে কলসি কাঁখে নিয়ে ঠিক নারীর মতোই কোমর হেলিয়ে দুলিয়ে সামনে যাওয়া-আসা করবে এই গান গাইতে গাইতে—

'শ্যামের বাঁশরি বাজেরে
কমলা আমলা জলে যাই
জলের ঘাটে যাইবরে কমলা
জলের ঘাটে যায়।
কেহ পিনসে সাদারে বালা
কেহ পিনসে লাল
দাসী বান্দি লইয়ারে যাইব
জলেরো লাইগা।'

আবার পুরুষের চরিত্র আসলে তিনি হয়ে যান সবল পুরুষ। সাধারণত পুরুষ-নারী দুই চরিত্রেই অভিনয় করায় বয়াতির চুল থাকে কিছুটা লম্বা। মূল ভূমিকায় যিনি থাকেন তিনিই সংলাপের পাশাপাশি গান করেন আর সহযোগী যন্ত্রশিল্পীরা পাশাপাশি গানের সুর মেলান বলে তাকে 'বয়াতি' নামেই আখ্যায়িত করা হয়।

গাজি গানের আসরে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে হারমোনিয়াম, মন্দিরা, ঢোল, ঝুরি প্রভৃতি। বয়াতি যখন রসালো কথায় কৌতুকের ছলে মজার সংলাপ

www.pathagar.com

আওরান তখন দর্শক-শ্রোতারা হাসি ও হাততালি দিয়ে তাদের ভালোলাগার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। যেমন, উপস্থিত ছোট ছেলেমেয়েদের কয়েকজনকে বয়াতি জিজ্ঞেস করবে তোমাদের প্রিয় খাবার কী? উত্তরে স্বাভাবিকভাবে উত্তর আসবে আপেল, বরই, আঙুর, বেদানা ইত্যাদি। এর পরপরই তোমার প্রিয় খাবার কী প্রশ্নের উত্তরে দলের একজন হঠাৎ করে বলে উঠবে আমার প্রিয় খাবার লম্বা কচু, গুঁড়ো শামুক। কেন? হাঁসে খাইতে পারে আমরা খাইতে পারি না কেন? গাজি গানের মৌসুম সাধারণত ধান কাটার পর, সবার বাড়িতে যখন ধান চালের পাশাপাশি কারো মনের উদ্দেশ্য পূরণের মানত থাকে।

'এই যে দেখ লক্ষ্মী মা'রে
পুন্নিমায়ের চাঁন
পীরের নামে করলে দোয়া
করব যে সম্মান
রোগ বালাই থাকলে মওলা
নিবো সরাইয়া
আস্তানা বানাইয়া দিল
পীরের বাগান।'[১১]

পোশাক

পরনে খাটো পাঞ্জাবি বা ফতুয়া ও লুঙ্গি থাকে। শরীরে চাদরের মতো পেঁচানো থাকে ওড়না ধরনের একটি লাল কাপড়। চরিত্রের প্রয়োজন অনুসারে সে কাপড়টিকে বয়াতি কখনো শাড়ি বা নৌকা, যখন প্রয়োজন সেইরূপে ব্যবহার করেন। কোনো কোনো দৃশ্যে একটি কাপড় যথেষ্ট নয় বলে পাশে অনুরূপ আরেকটি কাপড় রাখা থাকে।

গৌরীপুরের সংগৃহীত গাজিগান

বন্দনা

আমি পাপী মুখে গাইব কি তবু তো তোমারে ডাকি
ডাকতে ডাকতে আল্লা আমার হয় যেন মরণ।

প্রথমে বন্দনা করি আল্লা নিরঞ্জন
দ্বিতীয় বন্দনা করি নবীজির চরণ
তারপরে বন্দনা করি মা ফাতেমার চরণে
যে মায়া পার করবে একদিন পুলসেরাতের পুল।

পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
যেখানে সাজাইলেন আল্লা মৌলামের পাথর।

www.pathagar.com

হাত উঠায়া মারে পাথর বুক পাতিয়া লয়
বুকেতে পড়িয়া পাথর খণ্ড চারি হয়।
পশ্চিমে বন্দনা করি, মক্কা পাকস্থান
যেখানে ছাপাইলেন আল্লা হাদিস আর কোরান।
আমি আর কাকে ডাকিব গো মা কালে বলে।
তার পশ্চিমে বন্দনা করি মদিনার শহর
নবীর বংশ হইল ধ্বংস এজিদের কারণ
দক্ষিণের বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর
যে দইর‍্যা বায়া যাইত চান্দ সদাগর।
সদাগরের স্ত্রীর নামটি চান্দু সোহাগিনী
একই ডুবে পাইত মায়া সাত দইরারও পানে
ছয়টি পুত্র মরল ডুবে মায়া গঙ্গার জলে
তবু নাহি দিল পূজা মনসা দেবীরে
লক্ষীন্দররে করল ধ্বংস লোহার বাসর ঘরে
মদনপুর বন্দনা করলাম শাহ্ সুলতান পীর
তোমারও দরবারে আমরা ভিক্ষার ফকির।
সিলেটে বন্দনা করি শাহজালাল পীর
সেই সাথে বন্দনা করি শাহ পরাণ পীর
বোকাইনগর বাইন্দ্যা লইলাম নিজাম উদ্দিন পীর
সুন্দরবন মোকামে বান্দলাম গাজি কালু পীর।
চাইর কোণা পৃথিবী বানলাম বসিয়া আমার
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা বান্দিলাম আসরে।
তার পরে বন্দনা করে মাতা পিতার চরণ
যাহার দ্বারা পয়দা হইলাম এ তিন ভুবন।
তার পরে বন্দনা করি ওস্তাদের চরণ
প্রথম ওস্তাদ আলাউদ্দিন সইস্যাহাটি গ্রামে
বাবা আমার বসত করত কুইন্যাহাটি গ্রামে
মরলো ওস্তাদ ঢাকারও শহরে।
স্বর্গে থাকিয়া মোরে দোয়াটুকু যাইও করে
কবুল হইব পাক আল্লার দরবারে।
দ্বিতীয় ওস্তাদ পাথর আলী দরিবিরি গ্রামে বাড়ি
বসত করতো ডাইল্যা বিলের পাড়ে।
তৃতীয় ওস্তাদ কদ্দুস বয়াতি কেন্দুয়া রাজিবপুরে
বসত করেন ঢাকারও শহরে।
দাদা ওস্তাদ শহর আলী, মেডুলা গেরামে বাড়ি
বসত করতেন ফুইর‍্যা নদীর পাড়ে।
আইসও আমার মা গো সুরের সাথি কণ্ঠে কর ভর

www.pathagar.com

তিলেক মাত্র বইও মা গো জিহ্বারও উপর।
আমি যদি পাই-মা লজ্জা, ভদ্র সভার মাঝে
তুমি গিয়ে পাইবে লজ্জা দেবগণের কাছে।
জালুয়ারা জাল বায় ছাইববা্য তুলে পানি
এইভাবে মিলায়া দাও হরফের কাহিনি।
সভা কইরা বসলেন যত হিন্দু মুসলমান,
সভারও চরণে আমার আদাব আর সালাম।
মা বইন আমার আছেন যারা পর্দারও আড়ালে
শামীম ভাইয়ের নিবেন সালাম প্রতি জনে জনে
বন্দনা গাইতে গেলে বন্দের সীমা নাই।
ডাক বন্দনা ছাইড়া আমরা গাজির পালায় যাইওতেছি ভাই।

লাচার

বয়াতি : আল্লাহ মমিন বল মমিন
দোহার : আর মানি ভাই
চাইর কর আল্লাহজির নামটি আসর দুইন্যাই
বয়াতি : নবী আতাব নবী মাতাব, নবী বেস্তের ফুল
দোহার : বে নবীর কলেমা পইড়্যা পার হইব পুল
বয়াতি : খালি আল্লাহ বল নারে, রসুল হয় বেজার
দোহার : আল্লা নবীর দুইটি নাম লইও সর্বদায়।

ভণিতা

ও গো আমার দয়াল পীর নত করিলাম শির
রাইখ বাবা তোমার চরণতলে।
তোমার ভক্তে আদর করে কি মানে কত নিয়ত করে
মানুসিক ভবে করতে পারে।
আমি অতি গুনাগারে ডাকি বাবা বারে বারে
এই মানতটা লইও কবুল করে।
ফকিরি কি মুখের কথা ফকিরি কি কঠিন কথা
কইলে কথা মুখে আগুন জ্বলে
হায়বাজারে গেলে পরে লম্বা চুলের কতই মিলে
এমন ফকির কয়জন অইতেই পারে
গাজি কালু বাদশাহি নয়, আল্লারও ফকির হয়
এমন ফকির কয়জন অইতে পারে
মোনার বাদশাহি থুইয়্যা বনজঙ্গলে ঘুরে

www.pathagar.com

ত্রিপদী এখানে হয় আছর রহিমে কয়
পয়ার এখন সামনেই যাইতো পারে।

শিন্নি পর্বের গান

গাজি যায় যায় রে ভিক্ষা ....
একটা দুইটা টাকার ভাই দু'তুচ্ছর সমান
গাজি কালুর নামে দিলে পর্বতের সমান
কত টাকা কত পইস্যা খরচ হইয়া যায়।
গাজি কালুর নামে দিলে আখেরাতে পায়
হিন্দুর দেবতা মুসলমানের পীর
দুই কুল জহির করলেন গাজি কালু পীর
দান করলে দিদার বাড়ে পূর্ণরাশি
দানের জন্য হরিচৎ চন্দ্র হয় জঙ্গলবাসী
মা-বোনেরা কর গো শিন্নি তোমারও দরবারে
মা ফাতেমা সাথি বানাইও তাহারে
মুছুম বাইদ্যা আদর করে শিন্নি দেয় তোমারে
কুরানের অলি আল্লাহ বানাইও তাহারে।
কেউ বা দিল গাজির শিন্নি কেউ বা তো দিল না
গাজির নামে শিন্নি দিলে কাঙ্গাল হইত না।
গাজি কালুর আসন ভাই গো যায় বাড়িতে যায়
কলেরা বসন্ত ভালা অইয়া যায়।
শনি দশা থাকলেও কাইট্যা লইয়া যায়।
গাজির নামে শিন্নি দিতে যে-বা করে হেলা
আগুনও লাগায় গাজি দুপুইর‍্যারও বেলা
জবান বন্দি করে গাজি মরণেরও বেলায়
যারা যারা দিল শিন্নি তোমারই দরবারে
রহমতের ছায়া ধইরো সকলের ওপরে।
সবাই দিল গাজির শিন্নি আমরা দিব কী?
দোয়া করি সুখে রাইখ মাবুদ আল্লাজি।[১২]

ভালুকার সংগৃহীত গাজির গান

বন্দনা

আলী বন্দন বন্দন ফতেমার চরণ
আলী বন্দন... ॥
আহা ঐ যে ঐ যে ভিতরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত-অ
সেই পর্বতে ছুইটা গেলে দুনিয়া হয় গারদ

www.pathagar.com

আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন... ॥
আহা ঐ যে পশ্চিমে বন্দনা করি মাইক্কা মদীনাস্থান
যেতই আছে হাজীগণ নামাযেতে থাকে
আলী বন্দন বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন... ॥
আহা ঐ যে দক্ষিণে বন্দনা করি কালিদাস সাগর
এ সেই সাগরে পড়ছে পানি চান্দ সওদাগর
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন... ॥
আহা ঐ যে ছয়পুত্র ধ্বংস হইছে কালিদাস সাগর
মধুগরের ডিঙা দেখো পাছে পাছে ঘুরে
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন... ॥
চারকোণা পৃথিবী বন্দন আসর করলাম স্থিরো
পীরের উপর বাইন্দা রাখছি আশি হাজার পীর
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন...
ঐ যে সভা কইরা বইসা দেখ
মনো দিয়া শুইনা যাবে অলির বিধান
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন...
ঐ যে সভা কইরা বইসা দেখো হিন্দু মুসলমান
এ মুসলমানের আলেক সালাম হিন্দুরে পরণাম
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দনা...
ঐ কালু গাজি জিন্দা অলি তুমারো কারণে
হিন্দু বলে দেবতা গো মুসলমানের পীর
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন...
ঐ যে বন্দনা গাইয়েলে বড়ো বন্দনার নাই সীমা
আইজকা অতি রাইখা গেলাম শিয়রের উপর
আলী বন্দন বন্দন ফাতেমার চরণ
আলী বন্দন... ।

www.pathagar.com

গাজির গান-১

কাঁচা কমল দানে সুধাইল
প্রাণ সইল....
কাঁচা কমল দানে সুধাইল
কাঁচা কমল পাকলে পরে রসে ভইরা যায়
হায় হায় রসে ভইরা যায়
গাছের মালি না আসিলে ফক বাদুরে খায়
প্রাণ সইল.....
কাঁচা কমল দানে সুধাইল
কথা না শুইনা জালাল বইসা ভাণ্ডারেতে
হায় হায় বইসা ভাণ্ডারেতে
নবীর কালেমা পড়ছে দেখো চাঁদের জ্যোৎস্না জ্বলে
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল ॥
কথা না শুইনা দেখো তুমারো চরণে
পান করিবো দেখে জালাল জারিয়ার জঙ্গলে
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
চাম্পার রূপে গাজি পাগল সোনার পালঙ্কেতে
গাজির রূপে চাম্পা পাগল মন্দির আর মাজার
প্রা সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
কোন-বা শহরে বাড়ি চুরার কোন-বা শহরে গর (ঘর)
কিবা নাম তোর মাতা পিতার
কিবা নাম তুমার
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ঐ যে সভা কইরা বইসা দেখো হিন্দু মুসলমান
মুসলমানরে আলেক সালাম হিন্দুরে পরণাম
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল ॥
ঐ যে কাঁচা কমল পাকলে পড়ে রসে ভাইরা যায়
গাছের মালি না আসিলে ফক বাদুরে খায়
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
শুনছ নাকি মনচোরা ফুলের ঘনো দিয়া
বৈরাট নগর বাড়ি চুরার বৈরাট নগর গর

www.pathagar.com

প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
কালু গাজি দুটি বাই গো সোনার মসজিদে থাকে
'কুকাফ' থেইকা ছয় পরী আসে গুরতে (ঘুরতে) সোনাপুর শহরে
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল.. ॥
কোন-বা শহরে বাড়ি চুরার কোন-বা শহরে গর
কিবা নাম তোর মাতা পিতার কিবা নাম তোমার
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল
ওরে চুরারে....
বৈরাট নগরে বাড়ি চুরার বৈরাট নগরে গর
পিতার নাম যে ছিল দেখ শাহা সেকান্দার
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ঐ যে স্বর্ণ রূপা দিয়ে দেখ গড়ে সোনাপুর শহর
নানার নাম গো ছিল দেখ বলিরাজ রাজা
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ঐ যে মাইয়ার (মা) নাম ছিল অজুপা সুন্দরি
অজুপার গরে ছেলে দেখ কালু গাজির নাম
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
কাঁচা কমল পাকলে পরে রসে ভইরা যায়
গাছের মালি না আসিতে ফক বাদুরে খায়
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ঐ যে নবীর কালেমা পড়ছে গাজি তোমার চরণে
এই কথা শুইনা চম্পা পাগল হইছে গরে
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ঐ যে সভা কইরা বইসা দেখ পরজা সাধারণ
মন দিয়া শুইনা যাবা গাজির কারণ
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুবা হলো

www.pathagar.com

ওরে কতো রূপ দিছে দেখ চম্পারও শরীরে
চাম্পার রূপে গাজি পাগল সোনার পালঙ্কেতে
গাজির রূপে চাম্পা পাগল মন্দির আর মাজার
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
মেঘবরণ শরীল কন্যার কালো মাথার চুল
কপালে তিলকের ফুটা গায়ে চম্পা ফুল
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
রাখ রাখ তোমার রাখ থুইয়া থুইয়া
এই না সময় কালু চুরা সালাম পাগন করে
প্রাণ সইলে...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ওরে কি কইব দুঃখের কথা আলির দুধের বাই
আলির কথা কইলে দেখ হৃদয় ফাইটা যায়
প্রাণ সইল....
কাঁচা কমল দানে সুধাইল... ॥
ঐ যে কাঁচা কমল পাকলে পরে রসে ভইরা যায়
গাছের মালি না আসিলে ফক বাদুরে খায়
প্রাণ সইল...
কাঁচা কমল দানে সুধাইল ॥

গাজির গান-২
কী বলিব সোনাচাঁদরে কী বলিবরে সাঁই
তুমি আমার মাথার বেনী
তুমি দয়াল গো মাথার বেনী
তুমি গলার মালারে
কী বলিবরে সাঁই
আমি কী বলিব সোনাচাঁদরে কী বলিবরে সাঁই
তুমি আমার মাথার বেনী দয়াল
তুমি গলার মালা
তিলেক দ্বন্দ্ব না দেখিলে হে... হে... ॥
সব তিলেক দ্বন্দ ছাড়োরে
কী বলিব সাঁই
কী বলিব সোনাচাঁদরে কী বলিবরে সাঁই-
তুমি আমার মাথার বেনী দয়াল
তুমি আমার গলার মালা ॥

www.pathagar.com

তিলেক দ্বন্দ্ব না দেখিলে হে... হে... ॥
সব তিলেক দ্বন্দ্ব ছাড়োরে
কী বলিব সাঁই
আমি কী বলিব দয়ালচানরে কী বলিবরে সাই
তুমি আমার মাথার বেনী দয়াল
তুমি আমার গলার মালা ॥
যে নৌকা হাবুরো ডুবোর
সে নৌকায় তুলরে
দয়াল কী বলিবরে
আমি কী বলিব সোনার চাঁদরে কী বলিব সাঁই ॥

গাজির গান-৩

আমার মধুর কথা কইয়া চিত্তে জায়গা দিল ॥
হায় গো সোনা বোনরে কি দুখে কান্দাইল ॥
আমার মনে ছিল আশা আমার প্রাণে ছিল আশা
আরে বন্ধু তোমায় নিয়া আমি বাধবো সুখের বাসা
আমার বাদশা বাইন্দা দিয়া করে গো
হায় গো সোনা বোনরে কি দুষে কান্দাইল ॥
আমি উপায় কি যে করি কেমনে থাকি
বন্ধুর লাইগ্যা ছটফট করে আমার পরাণ মাঝি
আমার পন্থে চাইয়া থাকি এ বুঝি আসিল
ঐ মধুর মধুর কতা কইয়া চিত্তে জায়গা দিল ॥
হায় গো সোনা বোনরে কি দুষে কান্দাইল ॥[১৩]

৩. বাইদ্যার গান

ময়মনসিংহের 'বাইদ্যানীর গান'-এর সঙ্গে 'বাইদ্যার গান'-এর তেমন কোনো পার্থক্য নেই। যতটুকু পার্থক্য রয়েছে, তা নামকরণের দিক থেকেই। বর্তমান ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, ত্রিশাল ও মুক্তাগাছায় এখনও বাইদ্যার গান পরিবেশিত হয়ে আসছে।[১৪] এটি মূলত গান প্রধান নাট্যপালা। একে লোকনাট্যও বলা যায়।

বাইদ্যার গান ও বাইদ্যার দলের নামকরণ

ময়মনসিংহ অঞ্চলে এক সময় দু'চার গ্রাম বাদেই দুই-তিনটি লোকনাট্যদলের অস্তিত্ব ছিল। যেমন : বাইদ্যার দল, রূপবানের দল, গুনাইবিবির দল প্রভৃতি। বর্তমানে এই ধরনের দল আর নেই বললেই চলে। তারপরও বছরে একবার সৌখিনভাবে বাইদ্যার গান, রূপবানের গান বা গুনাইবিবির গান বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে আসছে। যদিও

www.pathagar.com

এগুলো লোকনাট্যপালা তারপরও পালাগুলো গান প্রধান বলে বাইদ্যার গান হিসেবেই পরিচিত। নেত্রকোনার বিভিন্ন অঞ্চলে অবশ্য বাইদ্যানীর গান হিসেবে প্রচলিতা।

বাইদ্যার গানের চরিত্র লিপি

অধর্ম, ধর্ম, মন্ত্রী, রাজা, সেনাপতি, নজ্জুম, পাগল, উমরা বাইদ্যা, ভানুমতী, মোড়ল, নইদ্যার ঠাকুর, নইদ্যা ঠাকুরের মা, মাইট্যাল, গ্রামবাসী-১, নাছির বাইদ্যা, জনৈক বৃদ্ধ, লবজানী, কালী ঠাকুর, মাঝি-১, মাঝি-২, দস্যু, জংলি, দোহারগণ

বাইদ্যার গানের পরিবেশরীতি

গীত, নৃত্য ও সংলাপের মধ্যদিয়ে পরিবেশিত হয় ময়মনসিংহের বাইদ্যার গান। সহযোগিতা করেন একাধিক দোহার। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কণ্ঠের গান পুনরাবৃত্তি করে গেয়ে যান দোহাররা। পরিবেশন হয়ে থাকে বাড়ির আঙ্গিনায়, উঠানে। পাটি পেতেই আসরমঞ্চ তৈরি করা হয়।

বাইদ্যার গানের দর্শক ও অভিনয়শিল্পী

দর্শক অধিকাংশই গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। নাট্যপালা পরিবেশনের মুখ্য চালক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। নাট্যের পাত্রপাত্রী গ্রামের সাধারণ মানুষ। গানে, সংলাপে নাট্যপালা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

বাইদ্যার গানের রিহার্সাল ও মঞ্চায়ণ

সাধারণত অবসর সময়টুকুতেই বাইদ্যার গানের রিহার্সালের সময় নির্ধারণ করা হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাস উপযুক্ত সময়। রাত ৯ টার পর যে-কোনো বাড়ির আঙিনায় রিহার্সাল শুরু হয়ে চলে রাত ২টা-তিনটা পর্যন্ত। কমপক্ষে মাসখানেক রিহার্সাল দেওয়ার পর খোলামঞ্চে মঞ্চায়ন করা হয় বাইদ্যার গান।

বাইদ্যার গানের কাহিনি সংক্ষেপ

বৃহত্তর ময়মনসিংহে দুটি রীতিতে 'মহুয়া' পালাটির আসর গাওয়া হয়। এক. কিসসার রীতিতে। দুই. নাট্যপালা হিসেবে। বয়াতি বা গায়ক কিসসা পরিবেশনায় বর্ণনার, সুরের, নৃত্যের ও অভিনয়ের সাহায্য নেন। সহযোগিতা করেন একাধিক দোহার। দর্শক অধিকাংশই গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। পরিবেশন হয়ে থাকে বাড়ির আঙিনায়, উঠানে। পাটি পেতেই আসরমঞ্চ তৈরি করা হয়।

নাট্যপালা পরিবেশনের মুখ্য চালক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। অভিনেতা ও দর্শক উভয়েই গ্রামের সাধারণ মানুষ। দোহারেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে নাট্যপালায়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কণ্ঠের গান পুনরাবৃত্তি করে গেয়ে যান দোহাররা। গানে, সংলাপে নাট্যপালা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আসরমঞ্চে চৌকি ফেলা হয়। আসরের উপর চাদোয়াও টানানো হয় কখনও কখনও। প্রচলিত মহুয়ার যে-লোককাহিনি অর্থাৎ মৈমনসিংহ গীতিকায় যে-কাহিনি 'মহুয়া' হিসেবে সংকলিত, তা 'কিস্সা'-য় পরিবেশিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

কিস্‌সা ও নাট্যপালায় মহুয়ার দুটি পৃথক পাঠ পাওয়া যায়। কিস্‌সার পালায় মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া'র কাহিনির মিল রয়েছে। আর নাট্যপালায় সে মিল খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিস্‌সার কাহিনির মূল বক্তব্য এরকম, যা মহুয়া পালা হিসেবে খ্যাত—হুমরা বেদে ধনু নদী তীরস্থ কাঞ্চনপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ঘরে ছয় মাসের শিশু কন্যা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করে। বড় হয় কন্যা মহুয়া নামে। বেদের দলে সেও খেলা দেখায়। হুমরার মেয়ে হিসেবেই সে বেড়ে ওঠে। শান্তিপুর নইদ্যার ঠাকুরের বাড়িতে খেলা দেখাতে এসে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নদের চাঁদের সঙ্গে। মহুয়া ও নদের চাঁদ নদীর ঘাটে দেখা করতে গেলে ধরা পড়ে যায় হুমরা বেদের কাছে। প্রেমের সম্পর্ক জানাজানি হলে হুমরা বেদে দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু মহুয়ার প্রেমে পাগল হয়ে মহুয়ার সন্ধানে বেরিয়ে যায় নদের চাঁদ। খুঁজতে খুঁজতে একসময় পেয়েও যায় সে মহুয়াকে। নতুন অতিথি হয়ে মহুয়ার আশ্রয় পায়। হুমরা বেদে টের পেয়ে যায় নতুন অতিথি আর কেউ নয় নদের চাঁদ। হুমরা নদের চাঁদকে হত্যার জন্যে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয়। কিন্তু মহুয়া তার প্রেমিক পুরুষকে হত্যা না করে দুজন পালিয়ে যায়। পথে আসে বিপদ। সদাগরের কুনজরে পড়ে যায় নদী পার হবার সময়। সদাগরের হাত থেকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে আত্মরক্ষা করে মহুয়া নদীতে ভেসে যাওয়া নদের চাঁদকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। পেয়েও যায়। এক সময় হুমরা বেদেও তাদের খুঁজে পায়। আবার বিষলক্ষের ছুরি হাতে তুলে দেয় নদের চাঁদকে মারার জন্য। কিন্তু মহুয়া সে ছুরি নিজের বুকে আঘাত করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নদের চাঁদেরও প্রাণবধ করা হয়। হুমরার অনুতাপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাহিনি শেষ হয়।

বাইদ্যার গানের কাহিনির মূল বক্তব্য মহুয়া পালার সাথে খুব একটা মিল নেই। কাহিনি এরকম—অধর্ম ও ধর্মের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, ছোট ও বড় নিয়ে যুদ্ধে নামে তারা। কালিঙ্গ রাজার মন্ত্রী তাদের যুদ্ধ করতে বারণ করে। কালিঙ্গ রাজার কাছে সুবিচার পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস দিয়ে রাজার দরবারে হাজির করা হয় ধর্ম ও অধর্ম। রাজা ও রানি যে-বিচার করেন তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অধর্ম রানিকে অভিশাপ দেয় এই বলে যে, পুনর্জন্মে বেদে জাতের কাছে জাত যাবে তার।

তারপর বড় একটা উল্লম্ফন। আসরে আসে উমরা বেদে ও তার স্ত্রী ভানুমতী। তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে একটুকরো জমি খোঁজে। মোড়লের কাছে কাঙ্ক্ষিত জমি পেয়েও যায়। নদের চাঁদের বাড়িতে খেলা দেখাতে গেলে নদের চাঁদ ভানুমতীর প্রেমে পড়ে যায়। ভানুমতী নদের চাঁদের প্রেমে আটকা পড়ে যায়। ভানুমতী নতুন জমি, নতুন বাড়ি পেয়ে বোনকে নাইয়র আনতে পাঠায় উমরাকে। উমরা তার শ্যালিকা লবজানীকে নিয়ে আসার সময় প্রতাপসিংহ হরণ করতে চাইলে উদয়সিংহ রক্ষা করে।

নদের চাঁদ এক সময় ভানুমতীর প্রেমে পাগল হয়ে মোড়লের সহযোগিতায় ভানুমতীর বাড়িতে রাত কাটায়। শেষ রাতে তারা পালিয়ে যায়। উমরা বেদে তাদের খুঁজে বের করে দারোগার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। দারোগা ভানুমতীকে উমরার হাতে তুলে দিয়ে নদের চাঁদ ও মোড়লকে ছেড়ে দেয়। কাহিনি শেষ হয় হাকিমের বিচারের মধ্যদিয়ে।

www.pathagar.com

বাইদ্যার গানে ব্যবহৃত সংগৃহীত লোকগান

আসরে উমরা ও ভানুমতীর প্রবেশের সময় গান

উমরা : দেশে আইল আইল রসের বাইদ্যানী
ভানুমতী : বাইদ্যা বড় ভাগ্যবান
সোনা দিয়া বান্দাইছে দুটি কান
রূপা দিয়া বান্দাইছে দুটি আঁখিলো সজনী।

মড়লের সঙ্গে উমরা বাইদ্যার প্রথম সাক্ষাতের সময় গান

উমরা : আহা, উজান পাটে ছিলাম গো মড়ল
নাউয়ে নাউয়ে বাড়ি
ওরে লোকেরই না অত্যাচারে গো
সেও নাউও ছাড়ি ॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।
....
উমরা : আমার নামটি উমরা বাইদ্যা
নাইকা ঘরবাড়ি
সুন্দরী ভানুমতী লইয়া
দেশে দেশে ঘুরি ॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।

মোড়লের কাছ থেকে বাড়ি পাওয়ার পর গান

ভানুমতী : আগাইর‍্যা পাগাইর‍্যা মশা লম্বা লম্বা ঠুঁট
ওরে উড়িয়া উড়িয়া মারবো কামুর
জ্বইল্যা যাইব মোর বুকরে ॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।
...
তোমার চউখ ছিল না কপালে
কেন বাড়ি রাখলে তুমি গিয়া পাগারে।
উমরা : বাইদ্যানি তুই কি কইলে
১০ টাকা নজরে দিলাম পাগারে।

মোড়লের সঙ্গে ভানুমতির কথোপকথনের সময় গান

ভানুমতী : পাট্টা করবাম, কবুলত রে করবাম
করবাম রেজিস্টারি

www.pathagar.com

ও রে, আগুনের ছলে মরল
আইও আমার বাড়ি॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।

নইদ্যার ঠাকুরের বাড়িতে উমরা ও ভানুমতীর গান

উমরা : আইলরে শিকারী বাইদ্যা॥
তীরের কাড়ি লইয়া নারে
শরের কাড়ি লইয়ারে।

ভানুমতী : তামশা করিতে আইলাম
বাইদ্যার নারী,
রূপেতে উজ্জ্বলা লইতে
নইদ্যা ঠাকুরের বাড়ি॥

দোহার : বাইদ্যা নাচে বাইদ্যানি নাচে
আরো নাচে ঘোড়া
চন্দ্রাবতী নাচতে লাগলো
লইয়া ফুলের মালা রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে॥
....

ভানুমতী : মড়লের সাথে দেখা কইর‌্যা লইলাম জমিবাড়ি,
ওরে ঠাকুর বাড়ি গান করিয়া পাইলাম পাটের শাড়ি।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥
....

ন.ঠাকুর : শুন শুন গো বাইদ্যার নারী
শুন আমার কথা
এই বাজি কইর না কইন্যা
খাও যে আমার মাথারে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

ভানুমতী : হার দিলা শাড়ি গো দিলা দিলা কি পরানরে
মাঝে মইধ্যে যাইও তুমি যুদি মনে লয়রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে॥

ভানুমতী ও নইদ্যা ঠাকুরের নদীর ঘাটে সাক্ষাতের সময় গান

ন.ঠাকুর : শাক তুল সুন্দরী কন্যা
বলি যে তোমারে,
ওরে তোমার সনে করতে আলাপ
আছে আমার মনেরে॥
প্রাণ আমার যায়, যায়রে—

www.pathagar.com

ভানুমতী : রাস্তা দিয়া হাট রে নাগর
পান চিবিয়া খাও
ওরে সাপের মাথায় লাল দেখিয়া
হাত বাড়াইতে চাওরে ।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে॥
ন.ঠাকুর : সাপ মারব সাপনি মারব
মণি লইবাম হাতে
যমের ঘরে প্রাণটি দিয়ে
প্রেম করব তুমার সাথে রে ।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে॥
ভানুমতী : আমার বাড়িত যাইওরে বন্ধু বৈতে দিবাম পিড়া ।
আরে জলপান করতে দিবাম বিরুই ধানের চিড়া রে ।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ।
বিরুই ধানের চিড়া দিবাম আরো দিবাম কলা ।
বাথানের মইষের দই খাইবা তিনই বেলা ।
ন.ঠাকুর : তোমার বাড়ি যাইতে কইন্যা রাস্তা নাহি চিনি
কেমুন কইর‍্যা যাব আমি তোমার চন্দ্রার বাড়ি ।
ভানুমতী : আমার বাড়ি যাইতে নাগর এই বরাবর পথ ।
উচাভিটা কলার বাগান দক্ষিণ দুয়াইরা ঘর ।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ।
অতিথ হইয়া যাইও নাগর কিনাই মল্লের বাড়ি ।
কিনাই মল্লে লইয়া যাইব উমরা বাইদ্যার বাড়ি ।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ।

উমরা ও ভানুমতীর বাড়ি তৈরির সময় মাইট্যালের গান

মাইট্যাল : আইলরে রসিক চান মাইট্যাল,
রসিক চান মাইট্যাল নারে,
কোদাল উরা লইয়ারে ॥

নতুন বাড়ি তৈরির পর উমরা ও ভানুমতীর গান

ভানুমতী : নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইদ্যা বানল জুইতের ঘর ।
ওরে লেপিতে পুছিতে মোর গায়ে উঠল জ্বর ॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে...॥
আমি মরলাম মাথার বিষে
আরও মরলাম জ্বরে ।
ওরে অন্তরে হামাইয়া এক চোরা নারিকেল কুরা কুরে
প্রাণ আমার যায়, যায় রে...॥
উমরা : যার লাগি বানলাম বাড়ি তার উঠল জ্বর

www.pathagar.com

সে যদি নাহি বাঁচে কিসের বাড়ি ঘর রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

ভানুমতী : কাইন্দো না কাইন্দো না পতি বাঁচি না পরানে
ভালা একজন বৈদ্য আইন্যা দেখাও যে আমারে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

ভানুমতী : তিন দিন অইলো জ্বর উঠিল
মরলাম জ্বরের বিষে
এতদিনে আইলা মড়ল
আমারে দেখিতে গো।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

ডাক্তারের সঙ্গে ভানুমতীর গান

ভানুমতী : পান দিলাম সুপারি দিলাম,
চুন দেখিয়া খাইও।
মনে চাইলে ডাক্তর বাবু,
আমার বাড়ি আইও।

কৃষিক্ষেত্রে উমরা ও ভানুমতীর গান

উমরা : কাইল্ল্যা বলদে ধইল্ল্যা বলদে
জুইর‍্যা দিলাম হাল
একটা পড়ে একটা ওঠে
ঘটাইল জঞ্জাল রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

ভানুমতী : উমরা বাইদ্যা জুরছে হালগো
দুই বলদ দৌড়াইয়া
আরে চন্দ্রাবলী চাইয়্যা রইছে
পান তামুক লইয়ারে
প্রাণ আমার যায়, যায় রে॥

বোনকে নাইয়র আনার আহ্বানের সময় উমরা ও ভানুমতীর গান

উমরা : [পদের সুর]
আমি যাইতে পারব না॥ (২)
লবজানকে আনতে নাইয়র,
আমি যাইতে পারব না॥

ভানুমতী : তোমার ঘরে রব না। (২)
লবজানীরে না আনিলে,
তোমার ঘরে রব না॥

www.pathagar.com

উমরা : [পদের সুর]
আমি হেঁটে যেতে পারবো না। (২)
লবজানীকে আনতে নাইয়র,
হেঁটে যেতে পারবো না।

ভানুমতী : [পদের সুর]
তবে নৌকা ভাড়া করগো। (২)
লবজানকে আনতে তুমি
নৌকা ভাড়া করো গো।

উমরা : [পদের সুর]
নৌকা ভাড়া করতে আমি,
টাকা কোথায় পাব গো॥

ভানুমতি : [পদের সুর]
টাকা আমি দিব গো। (২)
নৌকা ভাড়া করতে তোমায়,
টাকা আমি দিব গো॥

উমরার ভায়রা নাছির বাইদ্যাকে খোঁজার সময় গান

উমরা : ছয় কুড়ার ঘরগো খানি
ফুইডের পাতার ছানি
কই বা থাকে নাছির বাইদ্যা
কই বা থাকে লবজানী রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।

নদীর ঘাটে নইদ্যা ঠাকুর ও ভানুমতীর গান

নইদ্যা : জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
ওরে হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥

ভানুমতী : তুমি হইলা ভিন্নরে পুরুষ আমি ভিন্ন নারী
ওরে তুমার সঙ্গে করতে আলাপ আমি লজ্জায় মরি।

নইদ্যা : ভিন্ন পুরুষ ভিন্নরে নারী একত্র হইয়া
দুইজনে করব আলাপ চক্ষে চক্ষে চাইয়া

ভানুমতী : কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া
এত বড় হইছ নাগর না করাইছে বিয়ারে।

নইদ্যা : ভালো আমার মাতাপিতা, ভালো আমার হিয়া।
তুমার মতো সুন্দরী পাইলে, আমি করব বিয়া॥

ভানুমতী : লাজ নাই নির্লজ্জ পুরুষ শরম নাইরে তর।
গলায় কলসি বাইন্দ্যা জলে ডুইবা মর॥

নইদ্যা : কোথায় পাব কলসিরে কইন্যা কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও প্রেম যমুনা আমি ডুইবা মরি॥

www.pathagar.com

নাছির বাইদ্যার বাড়িতে উমরার উপস্থিতিতে গান

নাছির : ভাইরা দিলু একখান জামা
মইধ্যে মইধ্যে ছিড়া
সেই জামা তৈয়ার করলো
রেশমি সুতা দিয়া॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ।
...
লবজানী : লং দিলাম, এলাচি দিলাম
হলুদ দিলাম, ফাঁকি
কি দিয়া রানবাম ছালুন
তেজপাতা রইছে বাকি ।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ।
...
লবজানী : থাক থাক আপন পতি, চিত্ত ক্ষমা দিয়া
বর্ষা আইলে আইনো নায়র, জল গুরা দৌড়াইয়া...
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ।

দেশান্তর হওয়ার সময় নইদ্যা ঠাকুর, কালী ঠাকুর ও মায়ের গান

নইদ্যা ঠা. : স্বপ্ন দেখিয়া, উঠিলাম জাগিয়া
স্বপ্নের কথা কহন না যায় ॥
আহা- উঠ উঠ মা জননী কত নিদ্রা যাও ।
ডাকিয়া নদের চান আঁখি মেলে চাও ॥
কী স্বপ্ন দেখলাম গো দাদা
রাত্র নিশা কালে,—
শূল বাইদ্যার হাতে জাতি গেল মোর ।
আমরা দুইটি ভাইও—
কালী থাক মায়ের কোলে
আমি কাশী যাই ॥
কালী ঠা. : জাগ কর, যজ্ঞ কর,
কর শিব পূজা ।—
কাশী যাওয়ার ফল পাইবে
করলে মায়ের সেবা ॥
মা : দশ নয়-পাঁচ নয়, তোমরা দুইটি ভাই
তুমি নদীয়া কাশী গেলে আর তো কেহ নাই ।
কালী ঠাকুর নদীয়া ঠাকুর
চুখের যে, মনি ।—
তিলেক মাত্র না দেখিলে,
বাঁচে না পরান ॥

www.pathagar.com

নইদ্যা ঠা. : ভাত যে রান্দীও, মাগো,
না ফেলিও ফেনা।
নইদ্যার চাঁদ কাশী যাইতে,
না করিও মানা।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।

উমরার বাড়িতে উমরা, ভানুমতী ও লবজানীর গান

লবজানী : নাছির বাইদ্যার ঘর করিয়া
শরীরে পড়ল ময়লা
আইনা দেয় না সাবান গামছা
কেমনি তুলি ময়লা।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥
ভানুমতী : নয়া বাড়ি লইয়্যারে বাইদ্যা
লাগায় স্বাদের সাজনা
উমরা : আরে, সেই সাজনা বেচিয়া দিব
মহারাজের খাজনা রে।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে— ॥
ভানুমতী : নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইদ্যা
লাগায় স্বাদের কলা।
আরে, সেই কলা, বাদুরে খাইল,
একি হইল জ্বালারে ॥ প্রাণ...
উমরা : আমরা তো বাদিয়া জাত-গো
বড়ই জানি সন্ধি।
ওরে তীরের আগায় বিষ ভরিয়া,
বাদুর করবো বন্দী ॥ প্রাণ ...
লবজানী : চন্দ্রাবতী বাইগন তুলতে,
হাতে ফুটল কাঁটা।
ওরে, সেই কাঁটা ফুটিয়া,
চন্দ্রায় জুড়িল কান্দন ॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।
উমরা : কাইন্দ না, কাইন্দ না চন্দ্রা,
না কান্দিও আর।
ওরে সেই বাইগন বেচিয়া,
আনব তোমার গলার হার ॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।
ভানুমতী : নয়া বাড়ি বাইন্‌দেয়া বাইদ্যা
লাগায় স্বাদের জাম।
ওরে জামের পাতায় লিখা আছে,

www.pathagar.com

আমার প্রাণবন্দুর নাম॥
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।

উমরা : প্রাণ চন্দ্রা যাইও না যমুনার জলে।
জলের ঘাটে আইছে কুম্ভীর
তোমায় ছাড়ব না।

ভানুমতী : ও খলিফা মানা করিও না
জলের ঘাটে মন চলেছে নিষেধ মানব না।
জলের ঘাটে আইছে কুম্ভীর আমায় খাবনা।

উমরা : প্রাণ চন্দ্রা যমুনার জলে যাইও না
যদি চন্দ্রা জলে যাও ত্বরিতে ফালাইও পাও
স্নান করিয়া ঘাটে বইও না ॥

ভানুমতীর বাড়িতে নইদ্যা ঠাকুরের রাত্রি যাপনকালে গান

ভানুমতী : চাউল দিলাম, ডাইল দিলাম
কষ্ট কইরা খাইও
ওরে জোড় মন্দির ঘর দিলাম
শুয়ে নিদ্রা যাইও।

ভানুমতী নইদ্যা ঠাকুরের সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর উমরার গান

উমরা : আমি ঘুমে ছিলাম ভুলা—
অতি সাধের বাইদ্যানীরে
কেবা লইয়া গেলা
অতি সাধের বাইদ্যানী আমার
খাইত বড় মুলা
এরে দেইখা পাগল হইলগো
আল্লা রতনা ঠাকুরের পোলা
প্রাণ আমার যায়, যায় রে।

ভানুমতিকে হারিয়ে মোড়লের কাছে বিচারপ্রার্থী উমরার গান

উমরা : কি কইব মড়ল সাইবগো
দুঃখের কাহিনি।
ওরে সিঁদ কাটিয়া লইয়া গেল
ভানুমতী সুন্দরীগো।
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥

মোড়ল ভানুমতীকে উমরার হাতে তুলে দেওয়ার পর ভানুমতীর গান

ভানুমতী : আর, কি করিয়া যাইগো আমি নইদ্যার ঠাকুর থইয়া
ঘর ছাড়ল বাড়ি ছাড়ল জাত দিল আমার লাইগ্যারে,
প্রাণ আমার যায়, যায় রে ॥[১৫]

www.pathagar.com

বাইদ্যার গানের মহড়ায় ধর্ম অধর্মের মধ্যে যুদ্ধের অংশ

সাজসজ্জা ঘরে মন্ত্রীর পোশাক পরাচ্ছেন জনৈক রূপসজ্জাকারী

www.pathagar.com

বাইদ্যার গানের আসর বন্দনা

বাইদ্যার গানের দর্শক শ্রোতা

www.pathagar.com

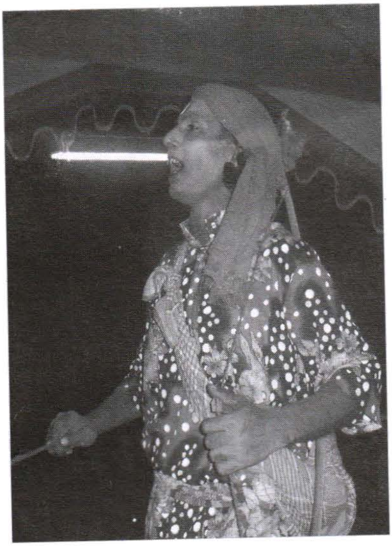

বাইদ্যার গানের উমরা বাইদ্যা

বাইদ্যার গানে নজ্জুম

বাইদ্যার গানের দোহার ও যন্ত্রী

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জে আজিজ স্মৃতি লোকনাট্য দলের পরিবেশনা বাইদ্যার গানে উমরা বাইদ্যা, ভানুমতী ও মোড়ল

বাইদ্যার গানের দর্শক শ্রোতা

www.pathagar.com

বাইদ্যার গানের উমরা বাইদ্যা

বাইদ্যার গানে নজ্জুম

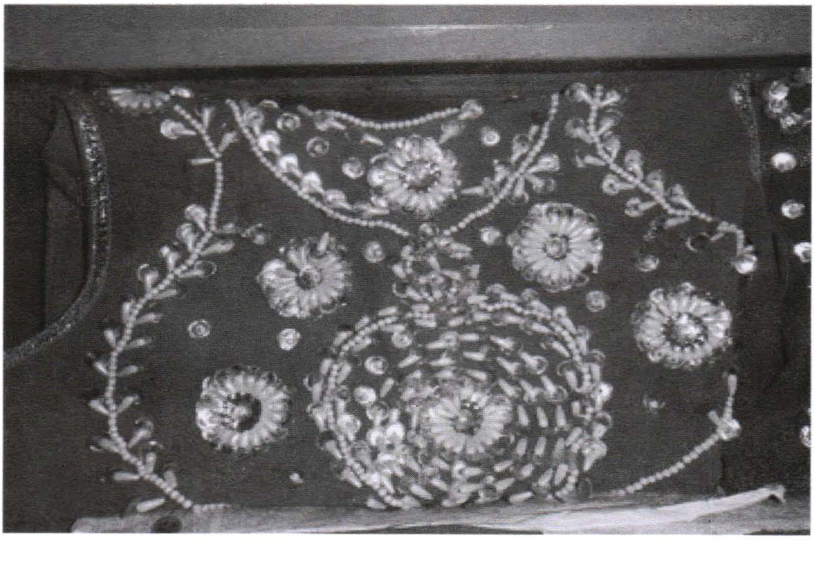

বাইদ্যার গানের দোহার ও সন্ত্রী

www.pathagar.com

বাইদ্যার গানের রাজা

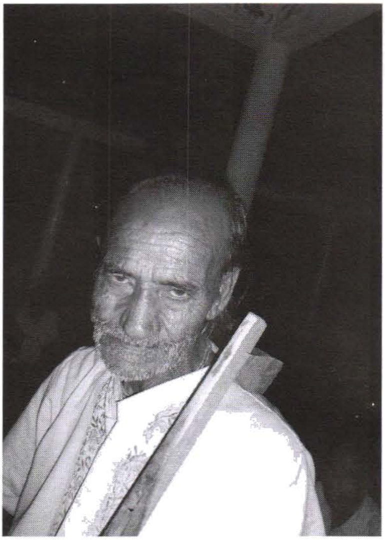

বাইদ্যার গানের কামলা

বাইদ্যার গানের দাসী

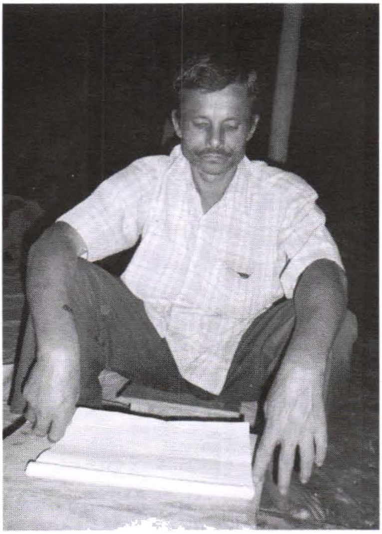

বাইদ্যার গানের প্রম্প্টার

www.pathagar.com

৪. পালাগান

ঈশ্বরগঞ্জের পালাগান

কিস্‌সার বন্দনা

বয়াতি : প্রথমে বন্দনা করলাম আল্লাজির চরণে
দ্বিতীয় বন্দনা রইলো গো নবীজির চরণে।

পাইল : আল্লার নাম লইলাম না দীলে গোসান করে
আল্লা বিনা নাই গো মাবুদ এসব সংসারে।

বয়াতি : পুবেতে বন্দনা করলাম পুবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয় গো বানু চৌদিকে পশর ॥
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত
যে জাগাত রইছে আলী মউলামের পাতর।
আত পাইৎয়া মারে পাতর বুক পাইৎয়া লয়
বুকেতে পাইর‍্যা পাথর খণ্ড খণ্ড হয় ॥

তার উত্তরে বন্দনা করলাম কৈলাসের পর্বত
যে জাগাত বাংকুইর‍্যা শিবে পাইত্যাছিল আসর।
ধরা বাংয়ের গুড়া না ধর শুইন্যাল কানে
দশ হাতে টলে বাং দুর্গা দেবী তবে।
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা পুরু স্থান
যে জাগায় ছাপাইছইন আল্লা কিতাব আর কোরান।
তারপরে বন্দনা করলাম আরাফাতের ময়দান।
নবীজীর বংশ হইল ধ্বংস কারবালার ময়দান
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষির নদীর সাগর
যে দইর‍্যায় বাণিজ্য করতো চান্দ সদাগর।
সদাগরের মায়ের নামটি চান্দু সোহাগেনী
একই ডুবে খাইতেন মাগো সাত দরিয়ার পানি।

সুন্দরবন মুকাম বানলাম গাজি জিন্দাপীর
শিবের উপর বাইন্দ্যা লইলাম আশি হাজার পীর।
সিলেট মোজাক বাইন্দ্যা লইলাম শাহজালাল পীর
এরপরে মদনপুর শহীদ বানলাম শাহ সুলতান পীর।
চাইর কানি পৃথিবী বানলাম মন করিলাম স্থির
বোবাইনগর বাইন্দ্যা লইলাম নিজাক আউলিয়ার পীর।

www.pathagar.com

সভা কইরায় আছেন যত মোমিন মুসলমান
সবারে চরণে আমার হাজারও সালাম ।
মুসলমান ভাইদের কাছে সালাম জানাই
অন্য অন্য জাতির কাছে ধন্যবাদ জানাই ।

লাচার

বেইমানীডা ছাড়ররে জিন্দা থাকিতে লও
আল্লা আর রসুলের নাম ।
জিলা আমার মৈয়মনিসংহ ঈশ্বরগঞ্জ থানা
বসতপুরে মক্তাপুরে জানাইলাম ঠিকানা ।
নামডা আমার পাগল হারুন জানে সর্ব জনে
নাম শুনিলে চলে মানুষ হাজারে বিজারে ।
ওস্তাদ আমার ফদির মিয়া পুলুঙ্গার চর বাড়ি
যে জনা শিখায় দিলেন কিস্‌সারও কাহিনি ।
আরও ওস্তাদ আবদুল কুদ্দুস বয়াতি সাগরা পাড়া বাড়ি
যে জনা শিখায় দিলেন কিসসার কাহিনি ।
দাদা ওস্তাদ পাথর আলী জানে সর্বজনে
বাড়ি উনার দরিবিরি ডাইল্যা বিলের পাড়ে ।

দিশা

সখী কে কয় পীরেত বালা
এর মত নাই জ্বালা ।
যাহারা করছে না পিরীত
আছে বড় ভালা ।
দিবা নিশি কামড়ায় দেযুম
ভেংরুল আর বলায় ।
এক পিরীতে করলে বাচা দুধেভাতে খায়
আরেক পীরিত করলে বাচা জেল খানায় ঘুরায় ।[১৬]

দর্শকদের উদ্দেশ্যে

আমি এই পর্যন্ত বারণ রেখে যাই এই সমস্ত থইয়্যা আমি
কিস্‌সার দেশ যাই
বন্দনা গাইলে বন্দের শেষ নাই
এই পর্যন্ত বলে আমি ইতি রেখে যাই ।

ধীরে ধীরে বইয়ের পাতা লওনারে উলডায়া [দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলে কিস্‌সা শুরু করে]

www.pathagar.com

কিস্‌সার শিরোনাম
সতী হরবোলা ও রূপ কুমার

কিস্‌সার কাহিনি সংক্ষেপ
বাদশা চেংগিদান-এর ছেলে রূপকুমার ॥ বাদশা ছিলেন আটকুঁড়ে। মানত-এর ফলে রূপকুমারের জন্ম হয়। রূপকুমার যৌবনপ্রাপ্ত হয়েই এক মালিনীর মেয়ের প্রেমে পড়ে। কিন্তু বাদশা চেংগিদান ও রানি কোনোভাবেই মালিনীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না স্থির করে। এই পরিস্থিতিতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজকুমারী হরবোলার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করা হয়। রূপকুমার মালিনীর মেয়ের সাহায্যপ্রার্থী হয়। মালিনীর মেয়ে রূপকুমারকে পরামর্শ দিলে বলে যে, "তুমি হরবোলাকে পাঁচটি প্রশ্ন করবে। আর এই প্রশ্নের উত্তর যদি হরবোলা দিতে না পারে তাহলে তুমি তাকে বিয়ে করবে না।"

রূপকুমারকে যে পাঁচটি প্রশ্ন করার জন্যে বলা হয়, তা নিম্নরূপ :

১. এক রতি তেল দিয়ে বারো বছর বাতি জ্বালাতে হবে। আর তেল শেষ হতে পারবে না, তেল ঠিকই থাকবে এবং তা ফিরিয়ে দিতে হবে।
২. এ কড়ায় শত কড়া বন্দি করতে হবে। অর্থাৎ একটি কড়ি দেওয়া হবে। কড়ি খরচ না করে আরও একশত কড়ি সংগ্রহ করতে হবে।
৩. যদি তার স্বামী কোনো বিপদে পড়ে তাহলে তাকে কীভাবে উদ্ধার করবে।
৪. সতীত্ব ঠিক রেখে পতির কোলে সন্তান দিতে হবে।
৫. হরবোলার সন্তান যে-দিন তার বাবা ও দাদাকে অর্থাৎ রূপকুমার ও রূপকমারের বাবার মিলন হবে। অর্থা রূপকুমার সতী হরবোলাকে সন্তানসহ গ্রহণ করবে।

সতী হরবোলা রূপকুমারের সবকটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে বলে শর্ত মেনে নেয়। রূপকুমারের সঙ্গে সতী হরবোলার বিয়েও হয়। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর রূপকুমার পেয়ে যায়। রূপকুমার সতী হরবোলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে সুখে শান্তিতে দিন কাটায়।

কিস্‌সায় ব্যবহৃত উপাদান
আগের দিনে কিস্‌সার গায়করা লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরেই কিস্‌সা পরিবেশন করতেন। কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিল না। পাইলরা যন্ত্র ছাড়াই গাথকের সাথে সুর ধরে কিস্‌সাকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন। গাথকের গায়ে কেবল একটি চাদর জড়ানো থাকতো। চাদরই তার প্রধান উপাদান ছিল। চাদরকেই নিয়ে কখনো শাড়ি, কখনো মাথার মুকুট প্রভৃতির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। এছাড়াও অন্যতম উপাদান ছিল বালিশ। বালিশকে কখনো ঘোড়া কখনো মাথার বোঝা, কখনো শিশু, কখনো লেখার খাতা প্রভৃতি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতেন। বর্তমানে পোশাকে এসেছে পরিবর্তন। কিস্‌সাকে আকর্ষণীয় করে তুলার প্রয়োজনে সময় উপযোগী উপাদান ব্যবহার করা হয়। যেমন : বিভিন্ন রঙের শাড়ি, মাথার ব্যাণ্ড, চশমা, চাবুক, পিস্তল, খেলনা পুতুল, মেয়েদের ভ্যানেটি ব্যাগ, চিরুণি, লাঠি প্রভৃতি।

www.pathagar.com

পালা বা কিস্‌সা গানের উপকরণ

পালাগান পরিবেশন করছেন হারুন বয়াতি সঙ্গে দোহার ও যন্ত্রী

www.pathagar.com

পালাগ্যানে পোশাক পাল্টিয়ে নারী চরিত্রের অভিনয়ের জন্য দ্রুত শাড়ি পরে নিচ্ছেন বয়াতি

পালাগানের দর্শক শ্রোতা

www.pathagar.com

৫. একদিল গান

পীর হজরত আহমদ উল্লাহ রাজী 'একদিল' খেতাবে ভূষিত হবার পর থেকে একদিল নামেই প্রতিষ্ঠিত। গবেষকগণ মনে করেন, সাহিব দিল শব্দটি অপভ্রংশে সাহ্-ইর দিল> সাহ- একদিল এবং তা থেকে সাহ- একদিল শব্দে রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের শব্দগত অর্থ এক বা অদ্বিতীয় হৃদয়। অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী। পরবর্তীতে সাহ্ শব্দটি হয়ত উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। একদিল শাহ্ ইসলাম প্রচারের জন্যে পীর হযরত গোরাচাঁদ রাজীর সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন বলে জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের অন্তর্গত কাজীপাড়ায় তাঁর মাজার রয়েছে। তবে তাঁর জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ নিয়ে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নি। মৃত্যুর সালও জানা যায় নি। পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে কথিত। তাঁকে নিয়ে কবি আশক মুহম্মদ কাব্য লিখেছেন। আশক মুহম্মদের লেখা একদিল শাহের জীবনী সম্বলিত পাঁচালি কাব্যখানি কয়েকটি পালায় বিভক্ত। যেমন- জন্ম পালা, শিক্ষা লাভ পালা, ডাকিনীর পালা, কাঞ্চন নগরের পালা, মুর্শিদের পালা, হরিণীর পালা, ছুটির পালা, বড়ুয়ার বিড়ম্বনার পালা প্রভৃতি।[১৭]

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, ভালুকা ও মুক্তাগাছা উপজেলার অনেক গ্রামে একদিল গান প্রচলিত রয়েছে। মূলত লোকবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত "মানত" প্রথা থেকেই এ গানের আয়োজন করা হয়। সাধারণত কারো রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, সন্তান-কামনা, মামলার বিজয়, আর্থিক বা বাণিজ্যিক উন্নতি অর্থাৎ মনোবাসনা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় ফরমায়েশিভাবে এ গানের অনুষ্ঠান করা হয়। আয়োজনকারীগণ গানের বয়াতি সহশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পীগণকে খাসি বা মোরগ জবাই করে ভোজন করান এবং টাকা বা উপহার প্রদান করেন। এর ফলে অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে বলে শোনা গেছে। বয়াতি গেঞ্জি, শার্ট বা পাঞ্জাবি বা চাদর গায়ে দিয়ে তার দেহের নিম্ন-অর্ধাংশে হাফ প্যান্টের উপরে সাদা শাড়ি বা ধুতিতে কুঁচি দিয়ে ঘাগরার মতো করে পরিধান করে যাতে তা সুরে সুরে নাচের সময় গোলাকৃতি হয়ে ফুলে ওঠে এবং বয়াতি পায়ে নূপুর বাঁধে নৃত্যের তালে তালে যা বাজে। সহশিল্পী, সাইর বা পাইলদের সাথে বয়াতির সংলাপ বিনিময়, কাহিনি বর্ণনা এবং নাচ ও গানের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় একদিল গান। বাদ্যযন্ত্রীগণ বিভিন্ন তালে ঢোল, খমক, বাঁশি, মন্দিরা বাজায়। হাসুল ফকির নামক এক সন্তানহীন ব্যক্তির কাহিনি এবং একদিল নামক একজন সাধক পীরের মহিমা বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এই সকল লোকনাট্যের নাম হয়ে গেছে একদিল গান। কাহিনি বর্ণনায় এবং সংগীতের কথায় প্রচুর হাস্যরস, করুণরস এবং কিছুটা শৃঙ্গার রসের প্রকাশ উপস্থিত শত শত দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

www.pathagar.com

একদিল গানের আসরের আসন

আশাসহ একদিল গানের আসন

www.pathagar.com

বয়াতির বন্দনা পরিবেশন

একদিল গানের আসরে বরাতোলা

www.pathagar.com

বরাতোলা শেষে বাড়ির ভিতরের আনুষ্ঠানিকতা

বয়াতি ও দোহারদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান সমন্বয়কারী

www.pathagar.com

একদিল গানের আসরের দর্শক

একদিল গানের আসরের দর্শক

www.pathagar.com

একদিল গানের বয়াতির সাক্ষাৎকার

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম কী?

বয়াতি : মো. আকরম আলী।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার মা বাবার নাম ও ঠিকানা বলুন।

বয়াতি : মার নাম গাদুলি, বাপের নাম দলিল উদ্দিন। গেরাম ও ইউনিয়ন পুঁটিজানা। উপজেলা ফুলবাইরা, জিলা মৈমনসিং।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার বর্তমান বয়স?

বয়াতি : ৪৫ বছরের মতো।

প্রধান সমন্বয়কারী : একদিল গানটা মূলত কী?

বয়াতি : এইডা একটা পিরালি গান। গাজি গানের মতই মান্নত আদায়কারী গান। গাজির মতই একদিন একজন পির। একদিল পিরের নামেই মান্নতটা আদায় করা হয়।

প্রধান সমন্বয়কারী : কিসের মানত?

বয়াতি : এই যেমন ধরুইন, কেউ বিপদে পড়ল, তা থেইক্যা উদ্ধার পাওনের লাইগ্যা একদিল গানের পালা মান্নত করে। কারো সন্তানাদি না অইলে, সন্তানের আশায় এই গান মান্নত করে। রোগ-বালাই থাইক্যা ভালা অওনের লাইগ্যা এই গান মান্নত করে। কেউ একপালা মান্নত করে, কেউ চাইর-পাঁচ পালা মান্নত করে। যার যেরহম সামর্থ্য আর কী।

প্রধান সমন্বয়কারী : মানত আদায় করার জন্যে পালা শুরুর আগে কোনো আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

বয়াতি : হ। পালা শুরুর আগে একটা আসন গারি। চাইর কোণায় চাইড্যা খুঁডি গাইরা লাল সালু দিয়া ঘিরা দেই। আসনের সামনে দুইডা আশা পুতি। আসন বসানোর পর মান্নতকারীরা আসনের উপকরণ নিয়া আসে। উপকরণের মইধ্যে থাহে একটা কুলা, কুলার মইধ্যে পাঁচ পোয়া চাউল, পাঁচটা সবরি কলা, একটা নতুন লুঙ্গি, মোমবাতি, আগরবাতি, একটা নারকেল। কুলার মইধ্যে রাহা উপকরণ আসনের ভিতর রাইখ্যা দেই। আসনের সামনে তেলে ভিজা সইলতা আর মোম জ্বালাইয়্যা মান্নতকারীরা পাশে যাইয়্যা বয়। তারপর আমি আসনের সামনে দাঁড়াইয়্যা মনে মনে কিছু কই।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি কি তখন কোনো মন্ত্র পাঠ করেন?

বয়াতি : এইডা কওন যাবো না।

প্রধান সমন্বয়কারী : তারপর কী করেন?

বয়াতি : বন্দনা দিয়া পালা শুরু করি। বন্দনার পর একদিল পিরের জন্ম বিত্যান্ত লইয়া গান করি। মূলপালার ফাঁকে ফাঁকে দর্শকরারে আনন্দ দেওনের লাইগ্যা ফাছুকি গান (আদি রসাত্মক গান) গাই।

প্রধান সমন্বয়কারী : পালা শেষ করেন কীভাবে?

বয়াতি : পালা শেষ করার আগে যার লাইগ্যা মান্নত করা অয়, তারে লইয়্যা আবার দুইড্যা কাম করি। একটা অইলো আসনের ভিতর থেইক্যা মান্নতের কুলাডা আইন্যা তার মাথার উপর রাহি। এইডারে আমরা বরাতোলা কই। বরাতোলা কইর্যা তারে আসনের চাইরদিকে ঘুরাই। আর তার মঙ্গল কামনা কইর্যা গান গাই। তারপর তারে

www.pathagar.com

লইয়্যা গান গাইতে গাইতে বাড়ির ভিত্‌রে যাই। তারে বাড়ির কর্তার কোলে বহাইয়্যা আবার তারে ঘিইর‍্যা মঙ্গল কামনা কইর‍্যা গান শেষ করি।

প্রধান সমন্বয়কারী : পালার এক পর্যায়ে আমরা দেখেছি গান পরিবেশনকালে দর্শকদের মধ্য থেকে অনেকেই টাকা দান করেছেন। এটা কেন হয়?

বয়াতি : পালাডাই তো মঙ্গল কামনা কইর‍্যা গাওয়া অয়। যার যার মঙ্গলের আশায় টেহা দান করে।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার সঙ্গে যারা সঙ্গত দেন তাদের কী বলা হয়?

বয়াতি : দোহার বা পাইল। পাইলরাই হারমোনিয়াম, ঢোল, কর্তাল বাজায়।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার ওস্তাদ কে?

বয়াতি : আমার বাবা।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার পরিবারে আর কেউ এই গানের সঙ্গে যুক্ত আছে কি?

বয়াতি : হ। আমার দুই পোলা আর বড় ভাই রজব আলী এই গানের লগে যুক্ত। আমার দাদাও এই গান করতো।

প্রধান সমন্বয়কারী : একদিল গান কি বিলুপ্তির পথে?

বয়াতি : না। আমরার এলাকাত এই গানডা অহনো চালু আছে।

প্রধান সমন্বয়কারী : একটি পালা পরিবেশন করে কত টাকা পেয়ে থাকেন?

বয়াতি : এহগ জাগাত এহক রহম। দুই হাজার টেহা থেইক্যা পাঁচ হাজার টেহা।[১৮]

একদিল গানের বয়াতির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুর রহমান সুলতান

www.pathagar.com

৬. কবিগান

ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় কবিগানের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, "ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিগানের সূচনা"[১৯] বর্তমানে কবিগান হয় না বললেই চলে। হালুয়াঘাট অঞ্চলে মাঝেমধ্যে কবিগানের আসর বসে। কবিগান প্রতিযোগিতামূলক এক ধরনের লোকসংগীত। কবির লড়াই দিয়ে এই গানের শুরু হয়। আর সমাপ্তি ঘটে কবির মিলন গানের মধ্যদিয়ে। কবিগান যাঁরা পরিবেশন করেন তাদের 'সরকার' বা কবিয়াল বলা হয়। কবিগানের আসরে দুইজন সরকার বা কবিয়াল একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ হয়ে আসর গেয়ে থাকেন। দুইজন সরকার বা কবিয়ালকে সহযোগিতা করেন একাধিক দোহার। দোহাররা যন্ত্রীর কাজটিও করে থাকেন। যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় হারমোনিয়াম, বেহালা, জুরি, ঢোল, খোল চটি প্রভৃতি। কবিগানের জন্যে খোলা মঞ্চ করা হয়। মঞ্চের চারপাশেই দর্শক বসে কবিগান উপভোগ করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষই কবিগানের সরকার বা কবিয়াল। স্বভাবকবির প্রতিভা তাদের তাৎক্ষণিক কোনো কিছু সৃষ্টিতে সহায়ক।

সাধারণত হালখাতারও কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে কবিগান পরিবেশন করা হতো। কবিয়ালরা সাধারণত পাজামা ও পাঞ্জাবি পরেই কবিগান গেয়ে থাকেন। তাদের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কিছু অঙ্গভঙ্গি করতে হয়। তবে শরীরের তালটা রাখতে হয় সারাক্ষণ। বর্তমানে হালুয়াঘাটে কবিগানের প্রচলন রয়েছে।

হালুয়াঘাটের কবিগান

কবিগান পরিবেশনা বিষয়ে কথোপকথন

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম তো অনিল সরকার আমরা জেনে গেছি। আপনার জন্মগ্রামের নাম কী?

অনিল সরকার : মৈমনসিং জিলার হালুয়াঘাটা থানার শাকুয়াইবন্দের পাড়া গ্রামে।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার পড়াশুনার বিষয়ে জানতে চাই?

অনিল সরকার : অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করছি।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার জন্মসালের কথা মনে আছে?

অনিল সরকার : হ্যাঁ। বাংলা ১৩৩৯ সনের ৪ঠা শ্রাবণ নিজের বাড়িতেই।

প্রধান সমন্বয়কারী: নিজের বাড়িতে মানে?

অনিল সরকার : আগের দিনে মামুর বাড়িত জন্ম হইত। কিন্তু আমার বেলায় ব্যতিক্রম।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার কয় ছেলেমেয়ে?

অনিল সরকার : চার ছেলে দুই মেয়ে।

প্রধান সমন্বয়কারী : কবিগান বলতে আপনি কী বুঝেন?

অনিল সরকার : গানে গানে কবির যে লড়াই।

www.pathagar.com

কবিয়াল অনিল সরকারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী ড. আমিনুর রহমান সুলতান

প্রধান সমন্বয়কারী : কীভাবে কবিগানের সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি?
অনিল সরকার : না।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি কীভাবে কবি গানের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

অনিল সরকার : কবিয়াল উপেন্দ্র সরকার এই অঞ্চলের নামকরা কবিয়াল ছিলেন। তিনি আমার বাবা। তিনি যেইহানে গান গাইতে যাইতেন আমি সঙ্গে যাইতাম। তার কাছ থাইকাই প্রেরণা পাইছি। আস্তে আস্তে এই গানের সঙ্গে যুক্ত হইছি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি কি আপনার সন্তানদের কবিগান গাওয়ার কাজে আনতে আগ্রহী?

অনিল সরকার : আসলে এইডা-ত কোনো বিত্তি (বৃত্তি)-মূলক পেশা না। মানে ধরুইন গ্যায়া নাইপত্যার পোলা নাইপত্যা অয়, এই কাজে আর বাপের বেশি ব্যাগ পাইতে অয় না। আপনা-আপনি অইয়্যা যায়। কবিগানের বেলায় তা না। আমার দেহা দেহি কেউ যদি এই গানে আইত তা অইলে-ত কেউ না কেউ কবিয়াল অইত। যেমুন আমার বাপেরে দেইকা এবং তার কাছ থাইক্যা শিইক্ক্যা কবিয়াল হইছি।

প্রধান সমন্বয়কারী : কবিগানের পরিবেশনা কীভাবে হয়? বিস্তারিত বলুন।

অনিল সরকার : কবিগানের আসরে প্রথম একজন কবিয়াল বা সরকার মঞ্চে উইঠ্যা বন্দনা পরিবেশন করেন। বন্দনা মূলত ছড়ার ছন্দে সামান্য সুর লাগায়া গাওয়া হয়।

বন্দনা শেষ কইর‍্যা দর্শক-শ্রোতারার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাইখা যে বিষয়ের ওপর ভিত্তি কইর‍্যা কবির লড়াই অইব, সেই বিষয়ের পক্ষে নিজেরে দাঁড় করাইতে

www.pathagar.com

অইব। অর্থাৎ প্রথম যে সরকার মঞ্চে উঠবো হেই সরকারই বিষয়ের পক্ষে অবস্থান নিবো। আর প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাইবো দ্বিতীয় সরকাররে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিপক্ষরে প্রশ্ন করবো সরকার এবং সঠিক উত্তর দেওয়ার আহ্বান জানাইয়া যে বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা অইবো সেই বিষয়কেন্দ্রিক একটি গান গাইবো। চতুর্থ পর্যায়ে দিশা দিবো সরকার। দোহাররাও তার লগে দিশায় অংশ নিবো। পঞ্চম পর্যায়ে 'পাঁচালি' গাওয়া অইবো। পাঁচালি তাৎক্ষণিক ভাবেই গাওয়া অয় না। উপস্থিত দর্শকরার মন কী চাইছে তা আসরে উইঠা সরকারের উপলব্ধি করতে অয়। দর্শক-শ্রোতারার মন, আসরের পরিবেশ, যেই অঞ্চলে আসর গাওয়া অয় সেই অঞ্চলের পরিবেশ এবং গইণ্যমাইন্য ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচালির বিষয় হইয়্যা ওঠে। ষষ্ঠ পর্যায়ে আবার মনে করাইয়া দেওয়া অয় যে প্রশ্নডা করা অইছে তার সঠিক উত্তর দেওয়ার লেইগ্যা।

প্রথমপক্ষ আসর গাইয়া বইসা যাওনের পর দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সরকার মঞ্চে উডেন এবং একই পর্যায়ে আসরে গান গাইয়া থাহেন। প্রতিপক্ষের সরকারের কোনো থাকলে প্রশ্ন কইর‍্যা বইসা যান। অবার মঞ্চে উডেন প্রথম পক্ষের সরকার। এইভাবে দীর্ঘক্ষণ চলে কবিগান।

একপর্যায়ে দুজনে মিলনগান বা মালজোড়া গায়্যা কবিগান শেষ করেন। মিলনগান গাওয়ার সময় দুই সরকারের কোলাকুলি অয় এবং আতে আত মিলায়। দর্শকরাও এইসময় খুব মজা পায়। তারা খুব জোরে আত তালি দেয়।[২০]

সংগৃহীত কবিগান

বন্দনা

নমস্ত সর্বাণী ঈশাণ ইন্দ্রানী
তুমি মা ভবতারা আমি অতি অভাজন
না জানি সাধন ভজন
পেতে তোমার শ্রীচরণ
ভাবি সারাৎ সারা
আমি এসেই ভবের হাটে
হাট করে বসেছি ঘাটে
পড়েছি ভীষণ সংকটে
কিসে বা তারেই এবং
ভার দিলাম তোর শ্রীচরণে
যা করিস মা নিজ গুণে
জীবন জ্বেলে ভব জীবনে
কলঙ্ক হবে তোমার।
এখন গুরুপদে দিয়ে ভক্তি
ক্ষান্ত দেই বন্দনার উক্তি

কাব্যউক্তি করতে জনে নাই ।
তখন পিতা গুরু উপেন্দ্র পদে
ভক্তি দিয়ে মনের সাধে
নির্বিবাদে বন্দনার ভাব
ক্ষান্ত দিয়ে যাই ।

ধুয়া দিশা

ভোলামন আমার প্রেমের পাগল কয়জন
আছে সংসারে ॥
সবাই কামে পাগল, বাজায় বগল
অনলে ঝাঁপ দিয়ে মরে
সবাই কাম দুলাতে দুলছে দোদুল
চিনে না ডালিম কি তেঁতুল
যামিনীতে কামিনী ফুল
নিতুই নিয়ে যাচ্ছে চোরে ॥
শুদ্ধ-ভক্তি লতামূলে
নয়নবারি যেজন ঢালে সেই প্রেমের ফুলটি তোলে
ঘ্রাণটিতে প্রাণ তৃপ্ত করে ॥
বৃথা কাম গায়ত্রী উপাসনা
না ঘুচিলে স্ব-বাসনা
উপেন্দ্র তুই রাঙ কি সোনা
চিনলে না বাসনায় পড়ে ॥

পাঁচালি

কালস্য কুটিলা গতি
এই কি কালের সূক্ষ্মগতি
কাল না বোঝে দুর্গতি
কুটিল অপার ॥
বিল্বপত্র তুলসীপত্র
এসবের মান নাইতে মাত্র
চা-পত্র হলো সর্বত্র
পবিত্র আহার ।
প্রাতে কিংবা বিকালে
গরম চা না চাতে মিলে
তামাক টানে আলবুলে
ঘর অন্ধকার ॥
ব্যঙ্গ করি গঙ্গা জলে
অঙ্গ জ্বলে আঙুল ছোঁয়ালে

www.pathagar.com

মঙ্গল হয় সাবান জলে
আতর দিল বাহার
রঙিন আলতা পায়ে লাগালে
কলতা হয় না কোনো কালে
তাই বুঝি রমণীকুলে
এ রঙের বাহার ॥
এখন ঘৃণ্য হলো চতুর্বেদ
গণ্য নাই ভেদাভেদ
ধন্য নীতি কৈ প্রভেদ
অভেদ গুণ প্রচার ॥
ব্রাহ্মণ কী হাড়ির পুত্র
রাখো না গোত্রাগুত্র
করে বেশ্যার বাড়ির পুরিক্ষেত্র
একত্র আহার ॥
চোখে দিলেন চশমা জোড়া
হলেন একটি বাবুর সেরা
একালের বিচার ॥
করি কিঞ্চিৎ মাত্র লিখনং
বিবাহের কারণং
শ্বশুর পদে স্মরণং
আর সবে অসার ॥
বুঝি না যে শ্বশুরবাড়ি
আদর থাকে দিন দুই চারি
খিলি পানের বাটা ভরি
জোগায় অনিবার ॥
এমনকি কয়দিন গত হলে
শ্বশুর অসুরে প্রায় জ্বলে
শালাশালি মিলে পড়ে
কান মলে বারবার ॥
এ হেন সুন্দর কাল
দেখবো আর কতকাল
হলো আগুসার ॥
হায়! কী কালের ললিত ছন্দ
তাই সবে করি পছন্দ
দেখে শুনে ঘোর নির্বন্ধ
দীন উপেন্দ্র এবার ॥

www.pathagar.com

পয়ার

এক পয়ারে ধীরে ধীরে বাজাও দেখি ভাই
কবির কথা অল্প করে ক্ষান্ত দিয়া যাই ।
আমার যাহা জিজ্ঞাসি আছে কবি মহাশয়
ভালো করি উত্তর দিবেন নিবেদন রয় ।
এই সভাতে কবিগাইতে আমার সাধ্য নাই
গুরু কৃপা বলে যদি কিছু গাই ।
তোমার যাহা জিজ্ঞাসা ছিল উত্তর দিলাম আমি
আমার যাহা জিজ্ঞাসা রইল উত্তর দিবা তুমি ।
উপস্থিত আছে হেথায় ভদ্র মহোদয়গণ
আমি অধম উপেন্দ্র করতেছি বর্ণন ।
সুন্দর করে উত্তর দিবা সভায় আমি চাই
অধিক কথা বলবার আর প্রয়োজন নাই ।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করি রাধাকান্তের শরীর
প্রেমানন্দে সবাই বল বল হরি হরি ॥[২১]

কবিয়াল ও পাইলের কথোপকথন

কবি : লঙ্কায় ছিল রাজা ভাগ ছয়আনা, দশআনা
পাইল : আমরা জানি কি?
কবি : আজকের ভাগ হইল সমানে সমান ।
পাইল : লঙ্কায় ছিল রাজা বীর হনুমান ।[২২]

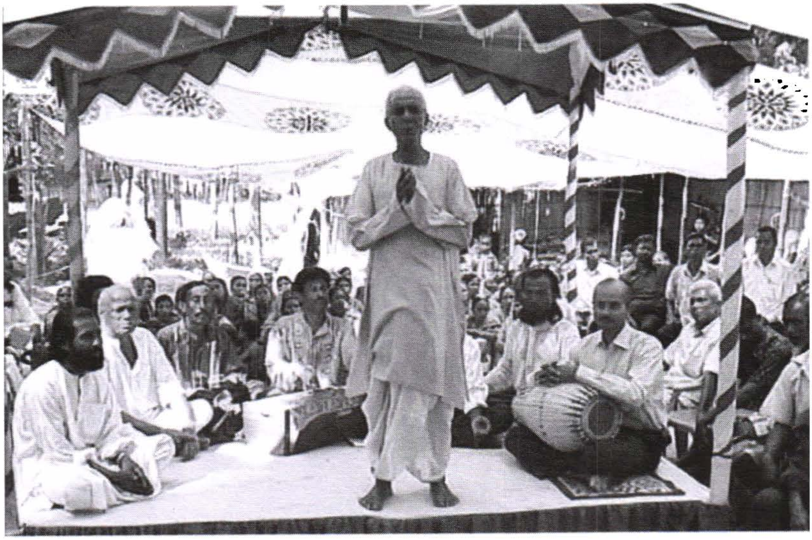

কবিগানের আসরে প্রথম পক্ষের বন্দনা ও কবিগান পরিবেশন করছেন কবিয়াল অনিল সরকার

www.pathagar.com

কবিগানের আসরে প্রতিপক্ষের বন্দনা ও কবিগান পরিবেশন করছেন কবিয়াল ইসমাইল সরকার

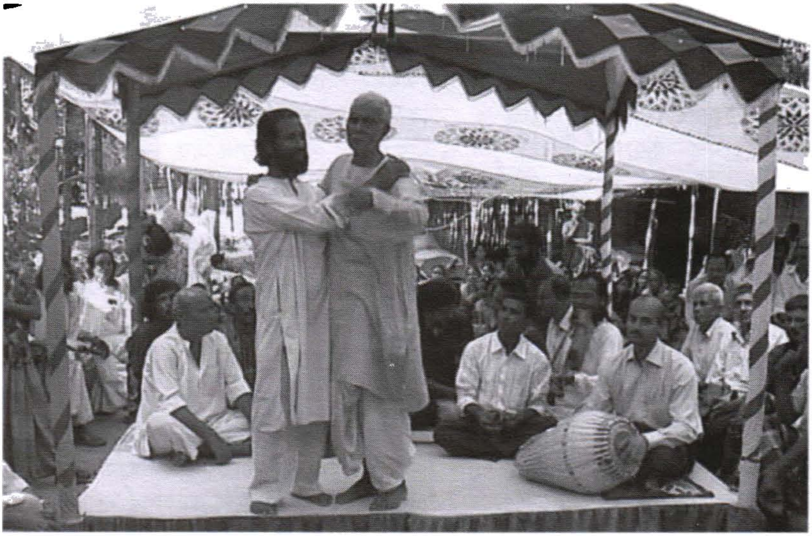

দুই কবিয়াল সমাপ্তি পর্যায়ে মালজোড়া পরিবেশন করছেন

www.pathagar.com

কবিগানের দর্শক

কবিগানের দর্শক

৭. জারিগান

ময়মনসিংহে জারিগান বাংলা লোকসংগীতের ধারায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। জারি ফার্সি শব্দ। জারি শব্দের অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ। নৃত্যসম্বলিত সংগীত জারিগান। জারিগানের মূল বিষয় কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদত বরণের ঘটনা। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জারিগান গাওয়া হতো এবং এখনও হচ্ছে তা 'কারবালার জারি' বলে অভিহিত। কারবালার জারি পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন পুঁথি ও মীর মশাররফ হোসেন-এর 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থ থেকে। পুঁথিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—'জঙ্গনামা' ও 'শহীদের কারবালা'। জারিগানের একজন বয়াতি থাকে বয়াতি জারিগানের বর্ণনা করেন। তাঁর সঙ্গে থাকে একজন ডায়না ও দশের অধিক দোহার।

জারিগানের জন্যে কোনো মঞ্চ করা হয় না। সাধারণত খোলা স্থানে বৃত্তাকারে দোহাররা বয়াতিকে ঘিরে বসে বা দাঁড়িয়ে জারি গাইতে দেখা যায়। অঞ্চলভেদে জারিগানের বয়াতি ও দোহারদের পোশাক-আশাকে কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও একরকম নয়।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এই জারিগানের বিচিত্রতা দেখা যায়। ধর্মীয় কাহিনির সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা, ব্যক্তি বিশেষের জীবন কথা, রঙ্গব্যঙ্গাত্মক কল্প-গল্প ইত্যাদি জারিগানের বিষয় হিসেবে দেখা যায়। অনেক সময় মূল কাহিনির মাঝে মাঝে ব্যঙ্গাত্মক কাহিনি বলে থাকে যাকে স্থানীয় ভাষায় ফাড়ি বা ফাজিল কথা বলে। এসব ফাড়ি উদাহরণ হিসেবেই ব্যবহার করে থাকেন তারা।

www.pathagar.com

জারিগান সাধারণত খোলা স্থানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে গাইতে দেখা যায়। সাধারণত বয়াতী দাঁড়িয়ে থাকে তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে গায়কদল বসে থাকে। সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারিত জারিগানের সঙ্গে জারিয়ালারা সুর মিলিয়ে গায়। মুখে মুখে রচিত হলেও জারিগানের এমন কিছু অংশ আছে যার মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ একটা হয় নি।

অন্যান্য লোকসংগীতের মতো জারিগানেও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মূল উপকরণ হচ্ছে নেপুর (নূপুর), এছাড়া ঢোল, হারমোনিয়াম, জুড়িও ব্যবহার করা হয়। জারি বয়াতি ধুতি পরিধান করেন, তবে বর্তমানে পাজামা-পাঞ্জাবি, লুঙ্গিও ব্যবহার হয়ে থাকে। উপরে গেঞ্জি বা শার্ট। তবে প্রত্যেকের হাতে একই রঙের রুমাল থাকে। সাধারণত লাল রঙের রুমাল থাকে।

'জারিগান' শুরু হবার সময় বয়াতী ব্যতীত সকলেই অর্ধবৃত্তাকারে উপবেশন করেন। আসরে বয়াতী সবাইকে চারদিক ঘুরে ঘুরে সালাম কিংবা করজোড় করে প্রণাম জানান। এরপর সৃষ্টিকর্তার বন্দনামূলক গান শুরু করেন। বয়াতি কখনো বৃত্তের বাইরে, কখনো ভিতর থেকে ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে। বয়তী যখন গাইতে থাকে তখন মাতাইমারা তাকে অনুসরণ করে হাতে তালি দিয়ে, হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য ও মাঝে মাঝে তাল মিলিয়ে সুর সংযোগে ছোট ছোট কথা যেমন—আহা ভাই, বেশ ভাই, ভালো ভাই ইত্যাদি বলতে থাকে। জারিয়াল দলের নৃত্য বিচিত্র এবং অত্যন্ত উপভোগ্য। দিশা যেমন খাড়া লম্বা, নাচেও তেমনি খাটো হতো। উপস্থিত থেকে যে তা প্রত্যক্ষ করেনি বর্ণনার দ্বারা সেই নৃত্যপূর্ণ গান বুঝানোর চেষ্টা অনেকটাই নিষ্ফল প্রয়োগ। কারণ বয়াতীর কলাকৌশলপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গি যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি চিত্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য জারিয়ালদের নৃত্য বৈচিত্র্য।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে জারি গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনো মহরম মাসে বিভিন্ন স্থানে জারিগানের আয়োজন করা হয়। বয়াতীই গানের বর্ণনাকারী। তার সংগীদল উঠানে বা ময়দানে বা মঞ্চে বৃত্তাকারে দাঁড়ান। মাঝখানে গামছা গলায় ও রুমাল হাতে দাঁড়ায় বয়াতী। সংগীদের গায়ে থাকে গেঞ্জি। পরনে লাল ডোরা কাটা সাদা হাফ প্যান্ট এবং হাতে কালো বা লাল রুমাল। কখনো বা তাদের পায়ে থাকে নূপুর। বয়াতীর কলাকৌশলপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গি খুবই চিত্তকর্ষক এবং উপভোগ্য, বয়াতী এবং সংগীতের নৃত্য বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মতো।

গফরগাঁওয়ের জারিগান

গফরগাঁও অঞ্চলে বর্তমানে জারিগান প্রায় বিলুপ্তির পথে। গফরগাঁও অঞ্চলের অনেক গ্রামেই জারিগানের প্রচলন ছিল। বর্তমানে পাঁচবাগ, হাটুরিয়া, শিলালী, বলদি, চরমসলন্দ ও বারবারিয়া অঞ্চলে জারির প্রচলন আছে। ইসলামি ভাবধারায় প্রভাব ছিল এ অঞ্চলটিতে। কারবালার জারি ছাড়াও ইসলামি ভাবধারায় অধ্যাত্ম কাহিনিনির্ভর জারিগান গাওয়া হতো। তাই লোকসংগীতের অন্যান্য শাখার চাইতে জারির প্রাধান্য ছিল। এ অঞ্চলের জারিগান পরিবেশনকালে বিশেষ পোশাক পরিধান করা হয়। বিশেষ করে পাইলরা পরেন হলুদ গেঞ্জি ও মাথায় বাঁধেন এক চিলতে লাল কাপড়। এ অঞ্চলে দোহারদের পাইল বলা হয়। পাইলরা চক্রাকারে একে অপরের কোমরে ধরে নেচে

www.pathagar.com

নেচে পাইল ধরেন আর বয়াতি কখনো বৃত্তের মাঝে বা কখনো বৃত্তের বাইরে থেকে সুর দেন। পায়ে নূপুর পরা।

গৌরীপুরের জারিগান

গৌরীপুরেও কারবালার নির্মম কাহিনিনির্ভর জারি পরিবেশিত হলেও এখানকার জারিগানে রয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা। জারির একটি পঙ্‌ক্তিতে সে চেতনার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়—

রাম-লক্ষণ গেছে রে বনে অযোধ্যা ছেড়ে।
ঐ রকম গেছে রে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে ॥

জারি পরিবেশনে পোশাক পরিচ্ছদেও রয়েছে অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে কিছুটা ভিন্নতা। দোহাররা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি বা ফতুয়া, লুঙ্গি, কোমর বন্ধনী ও মাথায় পটকা বাঁধেন। পায়ে থাকে নূপুর। বৃত্তাকারে নেচে নেচে সুর করে ঘুরতে ঘুরতে জারিগান পরিবেশন করেন।[২৩]

ঈশ্বরগঞ্জের জারিগান

'বিষাদ সিন্ধু'-এর কাহিনি ও 'শহীদে কারবালা' পুঁথির কাহিনি থেকে 'কারবালার জারি' পরিবেশন করা হতো ঈশ্বরগঞ্জ এলাকায়। জারি পরিবেশনকালে বয়াতি লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পড়তেন। দোহাররা লুঙ্গি ও হাফ হাতা কোরা গেঞ্জি পড়তেন। সবার হাতে থাকতো বিভিন্ন রঙের ও নকশার রুমাল। পায়ে নূপুর। বিভিন্ন ধরনের যতসব দেখাতেন দোহাররা। ডায়না কখনো কখনো সুর ধরে গাইতেন—'কই গেলে রে পুলাপান।' আর দোহাররা একসঙ্গে সুর করে গেয়ে উঠতেন—'বদনি লইয়া পানি আন।' ডায়না ও দোহারদের এই ধরনের ভূমিকা ছিল দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া এবং 'বয়াতি'কে কিছুটা সময়ের জন্যে দল নেওয়ার জন্যে।

জারি পরিবেশন করছে ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের জারির দল

www.pathagar.com

মুক্তাগাছার সংগৃহীত জারিগান

শহীদ কারবালা বন্দনা

আল্লার নামটি হয় না জেনো ভুল
ভুল হইলে মন পড়বি ফেরে হারাইবি দুই কূল
সদাই জপি নবীর নামগো নবী পারের মূল
দয়া কইরা উম্মত নবী কইরা নাও কবুল ॥
গুমান কইরা মকরোম শয়তান হারাইছে দুই কূল
নয়লাখ বছর মকরোম করে খুদার বাস
এক পলকে সময় মন্দে না করে আরাম
দেলেতে (মন) জইপাছে সদা আল্লাজির নাম
একটা কতা গুমান কইরা যাবে জাহান্নাম
গুমানো কইব না গুমানে পরে ছাই
গুমান কইরা মারা গেছে ঈমান দুনো ভাই
এক গুমান কইরা ছিল চান্দো সওদাগর
চইদ্দ ডিঙ্গা বাসে তার কালিধর সাগর
আইরা কুনাত মারল ডাক সাধু ডিঙ্গা নইল পাক
ঘুরে যেমন কুমারি আর চাক
আরেক গুমান ধইরা ছিললঙ্কারি বাবা
মেয়ের দামানদের হাতে তাহারি স্মরণ
আরেক গুমান কইরা ছিলহানিফ পালোয়ান
সন্দুক ভরিয়া তারে ভাসায় সোনাভান
দেলের গুমাণ ভাইসকল কেউতো কইল না
পাদুয়া যাবে মক্কা শরীফ শুনেন গটনা (ঘটনা)
ভাইর বিরাত কেউর কাছে বলে না কেউর দাবি ছাড়ায় না
টাকা পয়সা নিয়া সেও হইছে রুওনা
কতেক জুড়ে জাইয়া এক মালম দড়িয়া
আর কিছু গিয়া তারে দিল ছাড়িয়া
টাকা পয়সা নয় খুতি (দোলমান/ কোমর বেঁধে রাখে) বড়িয়া
টানে থুইয়া গুসল আমায় করিয়া
টানে উইঠ্যা দেহে কামড়া দিছে সারিষা
টাকা যখন হইয়া গেল চুরি পাছো বল এখন কি করি
হজে যাওয়া থাক দূরে কথা আইতোনি পারি
বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন যখন
কতায় বাতায় মিজাজ মিছিল আগেরি মতন
পাছুর ছিলসুন্দর এককান অব্যাস
মাত্যরি কতায় সেও খুব করতো বিশ্বাস

www.pathagar.com

আমারে ফলনা বেটায় মন্দ বইছে বইয়া যাইত বাশ
হেরুম সব ধান বিকায়না বিশ পাহাড়ি
আব্দুলাহ্ লগে বাইজ্জ বাজায় মাতারি
মায়েরে পাছে থুইয়া মিয়া খায় বাশের বাড়ি
আজকাতনে জানলাম কোন জাইত্যা (খারাপ) নারী
মেয়ের আছে হাবিকাশ মিরকি বাইত্যা কয়ছে বিনাশ
আল্লা তুমি কইরা দেও খালাশ
আল্লা নামটি নইতেরে ভাই কেউ কইর না ভুল
ভুল হইলে মন পরা ফেরে হারাইবা দুই কূল
তুমি আইছো ভবে যাইতে হবে কেউ কইরো না হেলা
পিছের দিকে চাইরে দেখ ডুইবা যায় বেলা
আইজ মরো আর কাইল মরো মরুণ একদিন আছে
জরমিলে সে দারুন জুমে ঘুরে পাছে পাছে।
মারিয়া সকল লুক
নবীর বংশ যাহা ছিলসকলি মারিয়া
হালখানা কড়ি ছিলতাও রাখছে গিরিয়া ॥
হায় হায় বলিয়া জয়নাল উঠিলে কন্দিয়া
হায় হায় বলিয়া জয়নাল পাছার খাইয়া পড়ে
কখন জানি বান্দির বাচ্চা কখন কিবা করে
হইছে ভয় মনে কয় উঠছে দইরার ঢেউ
হালখানাতে খবর নইতে আমার নাইকা কেউ
একদমে আল্লাজির নাম উঠিলো জপিয়া
অস্থির হইল আল্লাহ আরশে থাকিয়া
আল্লা বলে জিব্রাইল তুমি যাওতো মেলা দিয়ো
জিব্রিল আইসা দেখা দিল মুসল্লি সাজিয়া
জয়নাল বলে মিয়া বাই গো দেখছোনি নজরে
ঐ আশায় এজিদ্দার চুর (চর) দইরা নিতে মরে
নসরাম দুই ভাই গো আরালেতে থাকি
হাইট উজাইতে পারি না ভাইভাই দৌড় দিলে সে মরি
পরা মিছা পাবো দিশা রাহা (রাস্তা) পড়ব শিয়া
দৌড় দিল দুই ভাই জিব্রিলকে দেখিয়া
জিব্রিলকে দুটি ভাই উইঠ্যা দিল দৌড়
দুই হস্ত বাড়ায়া ডাকে জিব্রিল ও আজগর
জিব্রিলে বলে তোরা হুসেন আলীর বাচ্চা
মুহাম্মদ হানীফা নামে আছে এক চাচা
উত্তর পশ্চিমের কুনে আম্বাজ শহর
সেই শহরের বাদশা আলী দরশে মহাবর (শক্তিশালী)

www.pathagar.com

দুনিয়ার খবর যদি জয়নাল পাইয়া থাহ
মনের সাধ মিটাইতে খত (চিঠি) হানিফার আগে লেখ
এ বলিয়া চলিয়া গেল জিব্রিল গুণগান
মহলেতে ফিইরা আইল দুই ভাই জয়নাল
আসিয়া জিজ্ঞাসা করে বিবিগণের কাছে
মুহাম্মদ হানিফা নামে বংশের নি কেউ আছে
মহলের বিবিগুণা শুইনা তার নাম
আমরা তো জানি না গো হানিফা কার নাম
কোনোদিন না দেখছি তারে হাটে আর বাজারে
কোনোদিন না দেখছি তারে শহর মদিনাতে
দাইদুলালি (প্রাচীন বুড়ি) বুড়ি বলে আছে নাতে কি
আম্বাজ শহরে ছিলনামে বিবি হানি
হানুফা নামেতে ছিলআম্বাজ শহরে
শাহা আলী কইরা বিয়া আইনাছিলতারে
সাতবান হামিলা বিবি দুনিয়ার পিছে
তার পরে নবী সাহাব দিচ্ছিলো এক দুয়া
সেই দুয়াতো হইছে পয়দা মুহাম্মদ হানিফা
দুনিয়ার খবর জয়নাল যদি পাইয়া থাকো
মনের সাধ মিটাইতে খত হানিফার আগে লিখো
উত্তর পশ্চিমের কুনে আম্বাজ শহর
সেই শহরের বাদশা হানিফ দরছে মহাবর
এই কথা শুনিয়া জয়নাল বড় খুশি হইল
সরণের দোয়াত কলম হস্তে তুইলা নিল
প্রথমে লেখে জয়নাল মক্কা সমাচার
তেশরা বছরে নবী হইছা উপাত
নামাজ পড়তে গেছিল আলী কারুতুল্লাহ মসজিদে
সেইহানে দলিহাদ্দা গোলাম খুন কইরাছিন আরে
মুশেফ ছিল সেও মরিল পাইয়া বাইর সুখ
আরব শরীফ মারা গেছে মুসেক দুই বাল্লক
জাহান আলী নন্দ হুর মইরাছে দুইটি বাই
আক্কেল আলী মইরা গেছে বংশের কেউ নাই
জ্বালে যেছা কন্দী তেছা মরছি আরো নীল
তার তনে অধিক চেছা তুন হীল
লিখুনে লিখিয়া জয়নাল লিখুন রাখছে খালি
শিরনামাতে তুইল্যা দিছে শহর মদীনার গলি
লিখুনে লিখিয়া জয়নাল লিখুন করল খাম
শিরনামাতে তুইল্যা দিল হানিফ চাচার নাম

www.pathagar.com

লিখুনে লিখিয়া জয়নাল কিবা সে করে
নিমুক একতরি বইল্যা লাগছে ডাকিবারে
এই লেখা নইয়া জাও গো আম্বজ শহরে
পৌঁছায়া দিবা লেখা হানিফ চাচার আগে
কাসি বলে কতা ওগো মিয়াজি
আমি জামু তুমার কাছে আলোফা (বেতন) দিবা কি
জয়নাল বলেন তোরে দিব বরকত-মা
তোর সম স্বশরীরে বেহেস্তে নিমু হিসাব নিতাম না
বাসিদে বলে যদি এছাই হইবে
দেও লেখা আমি যাই আল্লাভাবে চলে
আল্লা আমিন বলেছে মুমিন কাজ হইছা ফতে
জয়নালের দুঃখের পরোনা তুইল্যা মারল মাতে
কপালের তিলকের ফুটা হস্তে গলে মালা
সর্ব অঙ্গে ভুসি মাখে কান্দে ফালাই ঝুলা
রাধা কৃষ্ণের নামটি জপে ভুজনে তুলসি
কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যামু গয়া কাশি
তুমরানি কেউ যাবা দেখিতে জগন্নাথ
ভিন্নভাবে সেই শহরে রাইন্দা বেছে ভাত
করি দিয়া কিইন্যা খামু মহা প্রসাদ বলে
ফাকি দিয়া দায় ঠেকাইয়া কাশিত গেছে চলে
চইল্যা ছে জয়নালের কাশি নিমু একতারি
বাইশ বামুনা ছাইরারে কাশিতে যায় ব্রাহ্মচারি
চইলাছে জয়নালের কাশিতে খুশি বর্ম হইয়া দেশে
উপস্থিত হইল যাইয়া ফারাজ দইরার কুলে
দেখিয়া দরিয়ার ঢেউ কাশিত কাইন্দা বলে
নাওভারা কিছু নাই আমি পার হব কেমুনে
কিমুতে কি হালে মরে আল্লায় করব পার
কেমুনে ফিরিয়া যাইয়া মদিনায় দেখা মোদিদার
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাশিত জাপ দিল সাগরে
ফারাজ্য দইরা দিল চর আল্লাহ হুকুমে
এক আল্লাহ যার শিরে খাণ্ডা দরে
হাজার সুধ্যই তারে কি করিতে পারে
জাপ দিয়া সাগরে পড়ল ধইরাই দিল চর
যার উপরে আছে আল্লাহ তার বা কিবা ভয়
আল্লাহ শুকর কাশিভাবে পার হইয়া সাগর
ছয় প্রহর হাইট্টা পাইল দিয়াবন জঙ্গল
কেছা জঙ্গলা পয়দা করছে আপন খোদাতালা
ছয়প্রহরের পন্থা নাগাইত (পর্যন্ত) আইগা মেঘের কালা

www.pathagar.com

কাশীতভাবে কিনা হবে না পাইয়া দিশা
দেখিতেছে খুদাতালা আরশেতে তাকিয়া
আল্লা বলছে জিব্রাইল গো যাও তো মেলা দিয়া
কানতাছে জয়নালের কাশিত পথ হারাইয়া
যাও পথ দেখাইয়া আইসো গিয়া তারে
ডাহিনে আম্বাজের শহর যেইখানে বইসাছে
এই কথা শুনিয়া কইরাছে গমন
দিয়া বনজঙ্গলে জাইয়া দিল দরিশন
বুজিতে কাশিদের মন বাঘরূপ ধরে
জঙ্গলা বরমন (ভ্রমণ) করিয়া মহা গর্জন ছারে
তুমি হইছো বাঘ করছো রাগ
সামনে আইছো খাড়া
খাইসনারে জঙ্গলের বাঘ সামনে একটু দাঁড়া
আমারে খাইবি বাঘ তার তো নাইকা দায়
জয়নালের মুখের পরানা এর কি হবে উপায়
নবীর নাতি-দুনিয়ার বাতি ইমাম আর হুসেন
ফাতেমার উদ্দরে পয়দা শাহ আলীর নন্দন
জঙ্গল বারিয়া দুই বাই মহলে সে মরে
তার পুরী আন্দাইর কইরাছে কমজাত কুফরে (কাফের)
এখন সময় জয়নালে মুরে বেইচ্যা দিছে
খাওরে জঙ্গলার বাত আদালত বুঝে
এই বলিয়া নাফ দিয়া ধরে বাঘের গলে
জঙ্গলের ফেরেশতাগণ আল্লাহ রসুল বলে
ধন্যরে জয়নালের কাশীত ধন্য তোমার হিয়া
আইস জাই আম্বাজের শহর দেইগা দেখাইয়া
এক আস্তন দুই আস্তন দিয়া বন জঙ্গল
আদবর (আধাবেল) বেলা থাকতে পাইল জমিন ও পাথর
দেখরে জয়নালের কাশীত দেখা যায় ঐ
তুমি জাও আম্বজের শহর আমি বিদায় অই
এই বলিয়া চইল্যা গেলে জিব্রিল গুণদান দান
আদবর বেলা থাকতে অইল নিমাশাম (রাত)
বেল গেল রাত্রি হইল পরকাশেতে করে
সেইদিনের খোয়াবে আল্লায় দেখায় হানিফারে
হানিফাতো নিদ্রাগত পালঙ্কে শুইয়া
থরে যাপ কাপিয়া উঠলো কু স্বপন দেখিয়া
বালামন্দ কয়না কিছু গম (দুশ্চিন্তা) হইয়া বসে
জাগিয়া পুশাইল রাত্রি নিদ্রা নাই আসে

www.pathagar.com

এই রাত্রি পুশাইয়া গেল হইল রঞ্জণী (রজনী)
গোলামে আনিয়া দিল ওজু করতে পানি
ওজু করে নামাজ পড়ে জপেনতো কালাম
মল্লিকের দরবারে জানায় হাজারো সেলাম
পাইক ফিরে বরকনতাজ ফিরে বন্দুক নইয়া হাতে
আওয়াজ করিয়া খালি বইল আদালতে
হানিফকে গেরিয়া লুকজন বসিল কাছারি
হানিফ বলে স্বপনের বাত কইব হুজুরি
এমন দুস্তরভাবে গেছিলাম বাণিজ্যে
বাইকাতিজা ইস্টিকুটুম সব দিছিলাম সাথে
আহা বিধি দইবো ফলে বাম হইল মরে
হীরামণ মালিকেরা ডুবিল সাগরে
কাইকাতিজা সব খাবিলো না পাইয়া জমি
একেলা যে বাসতে বাসতে কিনার পাইলাম আমি
আমার কপালে ছিল সোনালি ইয়ারপাব্য
সেই পাকেতে বান্দা ছিল সোনার চেরাগ
আজকার স্বপনে আমার আস্থির হইল বুক
সান্ত্বনা করিয়া দে ওরে লুকজুন
লোক বলে বাদশা মুড়া কত স্বপন দেখি
জাগিয়া পুষাইলে রাত্রি সব কেবল ফাকি
জাগিয়া পুষাইলে রাত্রি সব কেবল মিছা
বিছানায় মুইত্যা দিলে এডাই কেবল হাছা
চিন্তাযুক্ত হইয়া মিয়া বসিল পালঙ্গে
সেই সময় জয়নালের কাশি পৌঁছিল সেইখানে
দোরজাতে খারোইয়া দারোয়ানে কয়
মক্কার আকাশ আইছে শুলেন মহাশয়
এই কথা শুনিয়া মন্দ খুশি হইল
ভাণ্ডারি ভাণ্ডারি বলিয়া ডাকিতে লাগিলো (ধনাত্মর পাহারাদার)
বাই কাড়ি ভাণ্ডারে মোর ধন বহুতর
খয়রাত করিয়া আল্লাহ রাহার পথ
লক্ষ টাকার ভাণ্ডার হানিফ লুটইয়া দিল
দুইবাই ইমামের কথা জিজ্ঞাসা করিল

দিশা

কাশীতে কাইন্দা বলছেরে তোর ডাকের দোসর নাই
মিছাইরে তোর অর্জন গর্জন মিছা বাদোশাই
পরোণা খুলিয়া দেখ তোরেই বাদশাই

www.pathagar.com

পরোণা খুলিয়া দেখ মরছে মুগের বাই
কাশীদে কাইন্দা বলছেরে তোর ডাকের দোসর নাই
কাহো কাশীত বাই মক্কার শুমাচার
কি হলে আছে আমার দুই ভাই ইমাম
হানিফাকে দেখিয়া কাশিদ হইল মুছাগার
এমন মর্দ থাকতে বংশে এজিদ কইরাছে নিপাত
কাশিদকে ধরিতে হানিফ আগে যায় দৌড়
শির হইতে খুইলা দিল হুসেন আলীর খত
পরণা পড়িয়া মিয়া দেখে দুই নয়নে
দুই নয়নের পানি মিয়া অভরমে (অবিরত) পরে
আহারে হুসেনা বাই তুমি নিইদ্দা বামর
জিদ্দিগী থাকিতে মোরে না দিছে খবর
ফর বলিয়া যদি খবর দিতাম অরে
বাদশা কি বাইটা ভাসাইতাম সাগরে
মারিতাম এজিদ্দা পাপি ওর জান নিতাম কারি
তোমাগোরে দিতাম বাই রাইজ্জের অধিকার
সাজ সাজ বলিয়া মিয়া হুকুম করল জারি
এক ডাকে নব্বই হাজার ঘোড়া সাইজ্জা খাড়া অইল
নব্বই হাজার ঘোড়া সাজল আশি হাজার আত্তি
ডালে উড়ে পাইক পেয়াদা আরো তীনতাজি (তীরন্দাজ)
আত্তিগোন সাইজা আইল ও কতা ধইরা হয়
মাক্তওগুনা সাইজা আইল জেন ত্রিবপুরার স্মুর
ডুমডুগরা সাইজা আইল হাতে নইয়া দাও
বুনমানুষ সাইজ্জা অইল উল্টা যার পাও
সাইজ্জা আইল শুনরে মুমিন
বসিতে আসন লাগে তিনপুরা জমি
রাসূলের গুড়ে যাইয়া গুননা সে পায়
হানিফ বলে যাওরনের সময় বইয়া যায়

হানিফা
তেনা অইছি বাঘের বাচ্চা নবীর লহু খাই
বাইর বওরে থুইয়া যদি ফিইরা গরে যাই
আশি হাজার পাঠাই লুক দামেস্কো শহরে
তিরিশ হাজার পাড়ায় লুক কুফার শহরে
উম্মেমান সদ্দারে করে সামনে আইয়া খাড়া
কহিতে লাগিলো বাত দস্ত (হাত) রাইখা জোড়া
যে পরিমাণ লুক লইয়া চলছেন মদীনাতে

www.pathagar.com

জহর খাইয়া মরবো জয়নাল না চিইন্যা তুমারে
উম্মোন সদ্দারের কতা মনে পাইয়া ডর
আরো তিরিশ হাজার পাইয়া লুক কুফার শহর
আরো তিরিশ হাজার পাইয়া লুক দামস্কো শহর
এলকা হানিফ চইল্যা গেল মদীনা শহরে
হানিফ নড়ি (একা মানুষ) গুড় শুয়ারি যেমন ওরে পাঙ্খি
তিরিশি হাজারে জিদ্দার লুক হালখানাদেয় (বাড়ি) চকি (পাহাড়া)
তিল্যা শাড়ি পন্থ গিরি লস্কয় তিরিশ হাজার
সেইখানে দাঁড়াইল হানিফ আল্লার
হানিফাকে দেখিয়া লুকে করে কানাকানি
এই বেডারে দেহা যায় আলীর মুখের ছাউনি
একজনে বলে না কতা আরেকজনের টাই
এ বেডারে দেহা যায় ইমামগরের বাই
আরেকজনে কয় ইমামগরের বাইনারে আলীর গরের ছেড়া
খবর পাইয়া যুদ্ধে জানি সাইজ্জা আইল কেডা
একজনে না বলে বেডা এদ্দিন ছিলি কই
আছম্বিতি মাডি কাইজ্জা সামনে উদর অই
সেই দলের সদ্দার ছিলনালশাতেওয়ারি
আর মুডা আডারোগজ মদ্দ এছা ভারি/বারি
উবে সত্তর গজ লস্করের টঙ্কি লয়
তর্জমা করিয়া বাত হানিফার কাছে কয়
যেছা গোড়া তেছা মদ্দ তেছা পালোয়ান
সকলি দিয়াছে আল্লায় নাই তোর গুয়ান
হানিফ বলে সব দিছে মরতালে
কুন রাজার হামরাই তুমরা কেন কইশাছো পথে ॥
কার সাথে করবা যুদ্ধ বিবাদ কার সাথে
কার সাথে করবা যুদ্ধ কও আমার কাছে
হানিফা কয় নাইকা মাতা নাইকা পিতা নাইকা সুদ্দুর বাই
কুনো রাজা রাখেল চাকর আমি থাকতে চাই
নালশা বলেনতো চাকর আমি রাখতে পারি
তিরিশ হাজারে সর্দার হাবি ময়না পাবি বেশি
হানিফা কয় কার নগে যুদ্ধ করবা
নালশা কয় আমার বাদশারে যদি দেখতে চায় তোর মনে
যাইয়া দামেস্কো শহরে দেইখা আয়গা তারে
জলকের উপুর বাদশাহি করে এজিদ নামদার
এক আমিরের সাথে লুক দশ বিশ হাজার

www.pathagar.com

হানিফা কয় জজের ঘরে আইল চাকার শেওড়া (পরীক্ষা) কে তাড়িয়া
তোদের ঘরে হমু চাকর আয় বুজি নড়িয়া
এই কথা শুনিয়া নালশা হুকুল কইরা দিল
এক ডাকে তিরিশ হাজার লুক সাইজ্জা খাড়া আইল।
মদীনার সিপাই সাজে বান্দিয়া কোমর
ইহারে দেখিয়া হানিফ কাপে থরেথর
ডাল পরে তলোয়ার পড়ে ছিইড়া পরে তাজ
কবিতরের পালে যেন উইরা পরে বাজ
বাজবড়ি ছুটে যেন ধরিতে শিকার
এ মুহূর্তে চলে হানিফ খুইল্যা তলোয়ার
হানিফার তরোয়াল ছিলদুনো পাশে ধার
নাড়ইতে চড়াইতে খাটে দুই এক হাজার
মারিয়া সকল লুক নালশবাকি ছিল
থাবরা দিয়া মুহাম্মদ হানিফ গর্দানে ধরিল।
গর্দানে ধরিয়া তারে বড্ড আছাড় মারে
হাড়গুড় চূর্ণ হইয়া মস্তক পড়ল দূরে

এরপর দিশা

এই এইখানে রইল আমার এইসব বিবরণ
যেইখানে থুইয়াছি জারি সেইখানে স্মরণ

১.

হায় দৌবে নিলো কুপায়
এই দেশে জননী নাইকা কি হইবে উপায়
অন্তো হারায়া কান্দে যাইতে মদীনায় হায়
হায় দৈবা নিলো কুফায়

২.

হায় রণের সাজিল হারি কালি
যুদ্ধে সাজিল মন্দ সমার্থ জালি হায়
হায় রনে সাজিল হরি কালি।

৩.

নবী চল যাই, হায় গো রাসূল চলো যাই
দেইখ্যা আসি এ জেদ্দার পুরী
তিরিশ কুচি দেবতারে সাজিল সারি সারি
এজিদের আন্দরে হয় হানিফার কাছারি
বুইড়া বয়সে চিড়ি মরলে আরেক বিয়্যা করে
বরগা জমি চাষ করিয়া নাতি আনছে গরে

www.pathagar.com

বিয়া রাতে গোমটা মাতে দেখে আচ নয়নে চাইয়া
দস্তখান পড়িয়া গেছে মুখ গেছে শুকাইয়া
বুইড়ার পানে চাইয়া সেও বলে হায়রে হায়
বুইড়ার কাছে সইপ্যা দিছে আমার বাপ মায়
পাড়া পড়শি পিড়সি মাসি তারাই ছিলকানা
বুইড়ার কাছে সইপ্যা দিতে কেউ না করছে মানা
এতখনে বুইঝা নিলাম বুইড়া জামাইর গুণ
পাড়া পড়শি বুইল্যা গেছে বেশি পাইয়া পুন
পানের মুড়া খায়না বুড়া ছেইচা দিবার কয়
ঐ কতাডা ওগো দিদি মুর পানে কি সয়
কতায় বাতায়ে থাকুম রাগতো কইরো না
যার দুঃখু সেই জানে অন্যে জানে না।

ফাজিল দিশা
বিয়া কর পশ্চিম জায়গায়
পশ্চিম জায়গায় বিয়া করলে মটর দৌড়ান যায়
শ্বশুর বাড়িগিয়া বউ ফিইরা না চায়

১.
এই বাড়ি আর জারি গাইতাম না
ইহারা রাইত গাইলাম জারি তামুক দিল না
বাহে পুতে মুরগি জাতে জবো জানে না

২.
বুইড়ারে নাস্তা খাইয়া হাল লইয়া যায় ক্ষেতে
এমনি দরদি নাই তোর মাথলা নিব ক্ষেতে
চানমুখ লুকাইয়া গেছে দক্ষিণা বাতাস
বুইড়ারে নাস্তা খাইয়া-----------

৩.
জয়নাল বাছা গো ছাপ দিয়া সাগরে পাইর না
ছাপ দিয়া সাগরে পরলে গোছল হবে না
যে হইয়াছে মানুষ জনম আরতো হবে না
জয়নাল বাছা গো....................

৩.
জয়নালেরি গলে হিরা কানছে সরেবান
বান্দির বাচ্চা এজিদ্দা সে হইল বাশ
ঘটলোরে নয়নের জলে দুখের কপাল
জয়নালেরি গলে...[২৪]

www.pathagar.com

৮. বিষহরির পাঁচালি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের বাজার সংলগ্ন ধামদি গ্রামে বিশ্বকর্মা ও বর্মণদের পাশাপাশি বাস। প্রতিবছর এই গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাসব্যাপী মনসাপূজার মধ্যদিয়ে পাঠ হয় পদ্মপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালি।

দ্বিজবংশী দাসের লেখা পদ্মপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালিই মূলত পরিবেশিত হয়। পরিবশেনের জন্যে রয়েছে একজন মূল গায়েন এবং গায়েনকে সহযোগিতার জন্যে রয়েছেন একাধিক মহিলা ও পুরুষ পাইল। পাইলরাই যন্ত্রীর ভূমিকা পালন করেন।

গায়েনের সাক্ষাৎকার

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম কী?
গায়েন : নিশা রানী বিশ্বকর্মা।
প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার স্বামীর নাম?
গায়েন : মিহির চন্দ্র বিশ্বকর্মা।
প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার মায়ের নাম, বাবার নাম এবং বাবার বাড়ি?
গায়েন : মার নাম সুশীলা সুন্দরী বিশ্বকর্মা, বাপের নাম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বকর্মা। বাপের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জিলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চণ্ডিপাশা গাঁও।
প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার বর্তমান ঠিকানা?
গায়েন : গ্রাম : ধামদী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।
প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি বিষহরির পাঁচালি কবে থেকে পরিবেশন করে আসছেন?
গায়েন : প্রায় ত্রিশ বছর ধইর‍্যা।
প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি বিষহরির পাঁচালির পাঠ শিখেছেন কার কাছ থেকে?
গায়েন : আমার স্বামী এবং একজন কাকা শ্বশুরের কাছ থাইক্যা।
প্রধান সমন্বয়কারী : আপনারা তো দ্বিজবংশী দাসের বিষহরির পাঁচালিই পরিবেশন করেন? কারণ কী বলতে পারেন?
গায়েন : তার পুথিডাই আমার কাছে সংরক্ষণ করা আছে। তা ছাড়া অন্য কারও পুথি আমার কাছে নাই। শিখছিও দ্বিজবংশী দাসের পুথি থাইক্যাই। এই পুথিডা পাঠ করতেও ভালা লাগে।
প্রধান সমন্বয়কারী : এক মাস ব্যাপী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পূজা পার্বণ কী ভাবে সারেন?
গায়েন : পাঠ করার আগে মনসা দেবীর পূজার কিছু নিয়ম কানুন মাইন্যা পাঠ শুরু করি। আবার প্রত্যেকদিন নিয়ম মাইন্যা পাঠ শেষ করি। এই ভাবে এক মাস চলে।
প্রধান সমন্বয়কারী : মনসা পূজার শুরুতে কী কী নিয়ম পালন করেন?
গায়েন : যে জায়গায় বইয়্যা মনসা দেবীর পূজার আর পুথিডা সুর কইরা পড়ার আয়োজন করি, হেই জায়গার পাশেই একটা আলপনা দেই।
প্রধান সমন্বয়কারী : আলপনা কেন?
গায়েন : আমরার পূজা পার্বণে লাগে। আপলনা আমরার মঙ্গলের প্রতীক।
প্রধান সমন্বয়কারী : দেখতেও তো সুন্দর লাগে?
গায়েন : তা তো ঠিহেই। যে-কোনো শিল্পইত দেখতে ভালা লাগে। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা অইলো আলপনার মইধ্যে শুভাশুভের ব্যাপার আছে। এইডা আমরার মাঝে

www.pathagar.com

নারীরাই কইর‍্যা থাহে। নারীরা যে করে হেইডাই একটা ঐতিহ্য। এইডা পুরুষের কাম না। দ্বিজবংশী দাসের পুথিডার মইধ্যে আলপনার কথা আছ। সনকা ত মনসারে পূজা দিতো। তাঁর পূজা দেওনের সময় দ্বিজবংশী দাস তার বইয়ে লিখছে,

ছায়া মণ্ডপ করি পাতে ঘটাসন।
পঞ্জবন গুঁড়ি দিয়া বিচিত্র আলপনা ॥

প্রধান সমন্বয়কারী : মনসা আর চণ্ডীপূজার আলপনা কী একই ধরনের হয়ে থাকে?

গায়েন : না। মনসার পূজার আলপনায় পদ্মফুল, পদ্মপাতা, এই সবই ব্যবহার অয় বেশি। তবে রেখা টাইন্যা গোল করন লাগে।

প্রধান সমন্বয়কারী : আলপনা দেওয়ার পর কী করেন?

গায়েন : মনসা দেবীর পূজা দেই। মনসার প্রতিমা সামনে রাহি। আত-অ চামর থাহে। পাশেই রাহি তুলসিগাছ, বাতাসা, মাঙ্গলিক উপকরণের পান-সুপারি, মঙ্গলবাতি, আমপল্লবের জলঘট এইসব। পূজার পর পরই শুরু করি আসর বন্দনা।

প্রধান সমন্বয়কারী : আসর বন্দনায় পুবেতে বন্দনা করি, এই ধরনের বন্দনা তো!

গায়েন : হে, তবে দিশা হিসেবে আমরা স্বরসতী মায়েরে আসরে আহ্বান করি।

মাগো সরসতীর চরণ শিরে করি ধারণ
কৃপা করে আসো মাগো এই আসরে ॥
পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
এক দিগে উদয় গো ভানু, চৌদিগে পসর ॥

এইভাবে চারদিকের বন্দনা কইর‍্যা বন্দনা শেষ করি।

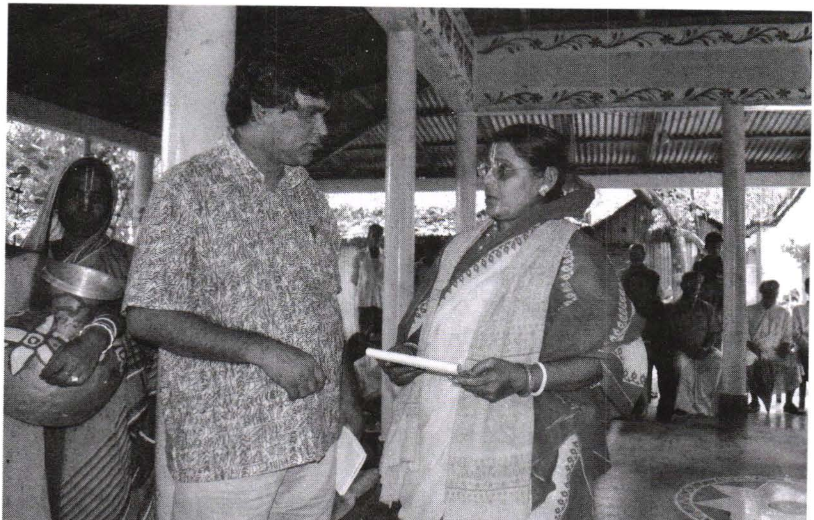

গায়েন নিশারানি বিশ্বশর্মার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী ড. আমিনুর রহমান সুলতান

www.pathagar.com

বিষহরির পাঁচালির গায়েন নিশা রানি বিশ্বশর্মার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন সংগ্রাহক মান্নান ফরিদী

বিষহরির পাঁচালি পরিবেশন করছেন গায়েন নিশা রানি বিশ্বশর্মা ও সঙ্গে পাইল, লোকজ বাদ্যযন্ত্রী

www.pathagar.com

বিষহরির পাঁচালির পাইল বা দোহার

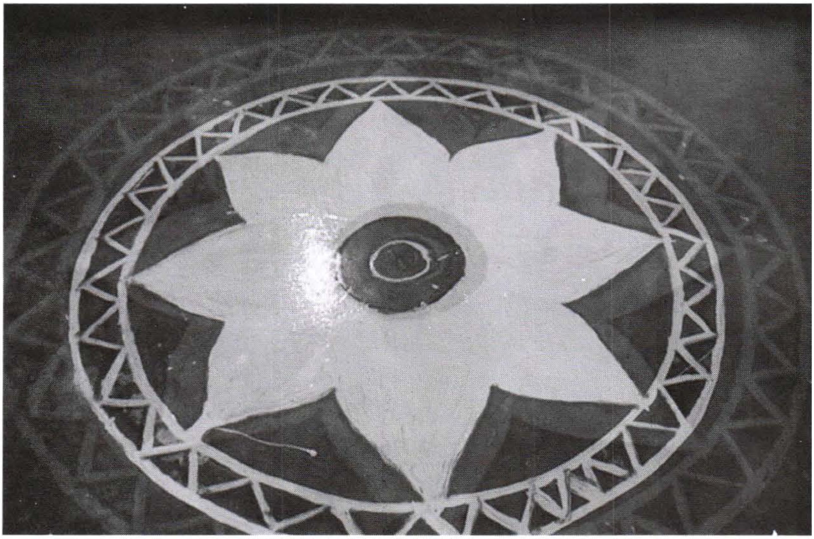

বিষহরির পাঁচালি পরিবেশনের আগে মনসাপূজা ও আলপনা দেওয়া হয়

www.pathagar.com

বিষহরির পাঁচালি পরিবেশন কালে লখিন্দরকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর আগে জল ভরণের আচার

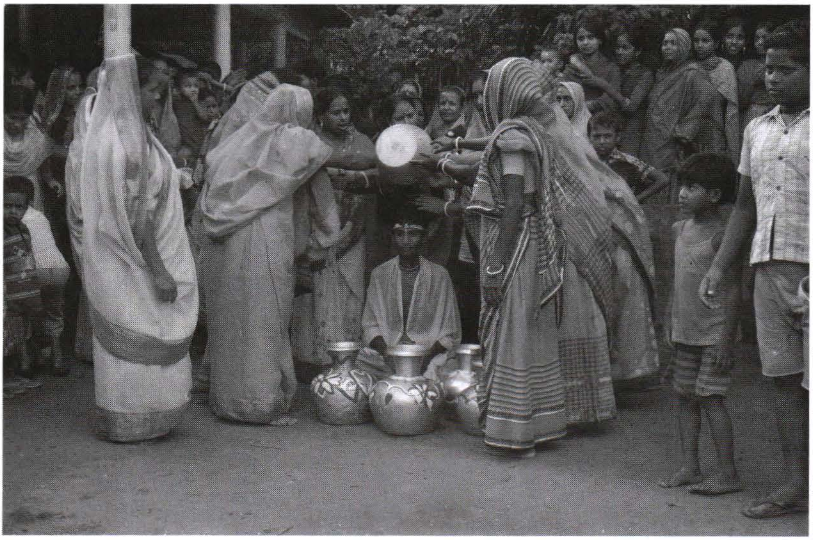

বিষহরির পাঁচালি পরিবেশন কালে লখিন্দরকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে আচার-অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

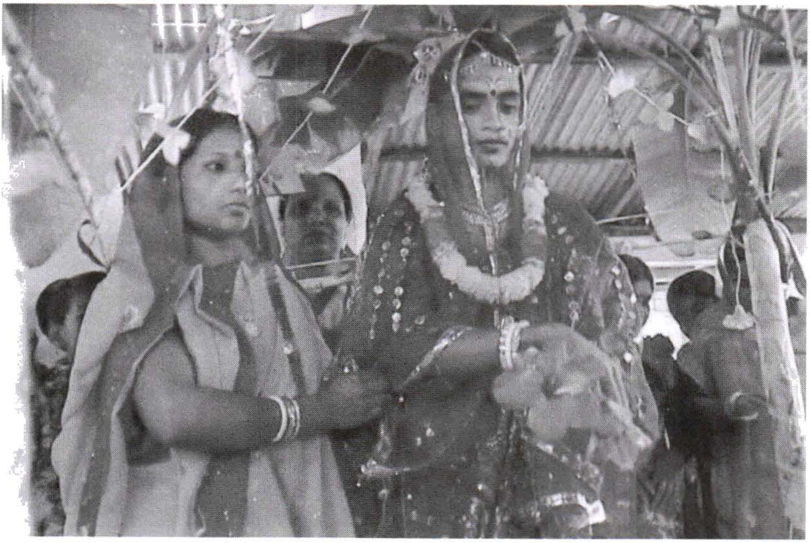

বিষহরির পাঁচালি পরিবেশন কালে বেহুলাকে কলাতলায় দাঁড় করিয়ে আচার-অনুষ্ঠান

প্রধান সমন্বয়কারী : বন্দনার পর?

গায়েন : বন্দনার পরে দ্বিজবংশী দাসের পুথিডার বাউয়ে বাউয়ে সুর কইর‍্যা গাওয়া যাই। মহামায়ার বন্দনা, মনসার বন্দনা, তারপরে পদ্মার জীবনবিত্তান্ত, লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার জন্মবিত্তান্ত, লক্ষ্মীন্দরের বিয়া, লক্ষ্মীন্দরের বিয়ার মইধ্যে স্ত্রীর আচার অনুষ্ঠান, লোহার বাসর ঘরে লক্ষ্মীন্দরে সাপের দংশন, লক্ষ্মিন্দরে বেহুলার ভেলার কইর‍্যা দেবপুরে গমন। পদ্মা যে তারে ভালা করে, শেষে চান্দু সদাগর যে মনসারে বাম আত দিয়া ফুলের সাহায্যে পূজা দেয়—এইসব কাহিনি এক মাস ধইর‍্যা সুর কইর‍্যা গায়া যাই। পাইলরা লগে সঙ্গত দেয়। পূজাও শেষ অয়, পাঁচালি গাওয়াও শেষ অয়।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি বলেছেন, দ্বিজবংশী দাসের বইয়ের ধারাবাহিকতায় বিষহরির পাঁচালি পরিবেশন করেন। কিন্তু পুথির দিশা তো আপনারা ব্যবহার করছেন না।

গায়েন : হে, ঠেহেই ধরছুইন। জাগাত জাগাত দিশা আমরা বানায় লই।

প্রধান সমন্বয়কারী : কয়েকটি দিশা বুলন আমি লিখে নিচ্ছি।

গায়েন : লেহেন আমি কইতাছি।

১. **মনসা পূজা শুরুর আগে দিশা**
মাগো মনসা পুরাও মনের আশা
বৈল্বপত্রে পূজিব চরণ

২. **মহামায়ার বন্দনা গাওয়ার আগের দিশা**
মাগো ভৈরবী ভবানী ভব দুঃখ বিনাশিনী
সিংহবাহী মহামায়া

www.pathagar.com

৩. **মবসার বন্দনা গাওয়ার আগের দিশা**
মাগো মনসার চরণ শিরে করি ধারণ
কৃপা করে এসো মাগো আসরে ॥

৪. **লখিন্দরকে দংশন পর্বে দিশা**
ও কালি বলে কালে ঘিরিল
দিন গেল বেলা অবসান

৫. **লখিন্দরকে ভেলায় ভাসিয়ে বেহুলার দেবপুরে গমনকালের দিশা**
ও সখি গো আমারই দুঃখের কপাল
যে বৃক্ষে ধরি ছায়া ভাইংগ্যা পড়ে ডাল॥

প্রধান সমন্বয়কারী : বিষহরির পাঁচালি তো শুধু পয়ারে লেখা না?

গায়েন : ঠিহেই ধরছুইন, ত্রিপদী আছে। লাচাড়ী আছে।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনে কোন ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

গয়েন : পাকিস্তান আমলে প্রাইমারি পাস করছি।

প্রধান সমন্বয়কারী : তো এত কিছুর তাল লয় কী ভাবে ঠিক রাখেন?

গায়েন : গুরুমুহি বিদ্যা এইডা। তা ছাড়া তিরিশ বছর ধইর‍্যা গাইতাছি। আসরে বইলে বাইদ্যযন্ত্র বাজলে এমনিতেই মনে অইয়্যা যায়।

লখিন্দরকে লোহার বাসরঘরে দংশনের পর লখিন্দরকে ভেলায় ভাসিয়ে বেহুলার দেবলোকে যাত্রা

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনাদের পরিবেশনায় বিষহরির পাঁচালি আমি দেখেছি ও শুনেছিও। একটা অংশে জারির আহাজারি আছে। ওই অংশটাকে জারির সুরেই করেন কেন?

গায়েন : শোকের মাতম জারির সুর ছাড়া জমে না। জারির সুরডা হিন্দুয়ানি না অইন্য কোনো ধর্মের হেইডা বড় কথা না। আমরা সাধারণ মানুষ, যে সুরডা দিয়া যেই ভাবডারে বান্ধন যায় হেইডারেই কামে লাগাই।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনাদের বিষহরির পাঁচালির দর্শক-শ্রোতা কারা?

গায়েন : আমাদের হিন্দু সমাজ ছাড়াও অইন্য ধর্মের মানুষও দর্শক-শ্রোতা। আমরার দলের মইধ্যে হিন্দু পাইল আছে, মুসলমান পাইলও আছে। ভালা লাগাডাও বড় কথা।[২৫]

খ. লোকনৃত্য

লোকনৃত্যের উদ্ভব জাদু বিদ্যাগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে ঘটেছে। লোকনৃত্যের শিল্পীরা গুরু পরম্পরায় দেখে দেখে নেচে নেচে শিখে নিয়ে পরিবেশন করে থাকে। এর জন্যে মুদ্রাগত তাল নয় ও ছন্দের প্রয়োজন হয় না। লোকনৃত্যে কৃত্রিম-ভূমিকার স্থান নেই। বরং দেহের অঙ্গভঙ্গি নিজস্ব খেয়ালমতো গতি সঞ্চার করে প্রকাশমান। অধিকাংশ লোকনৃত্য গান সহযোগে দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়। লোকনৃত্যের পরিবেশন সামাজিক মানুষের ঐক্য চেতনার প্রতীক। এই নাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষ। নিজেরা অংশগ্রহণ করে যেমন আনন্দ পায় তেমনি অন্য সাধারণ মানুষকেও আনন্দ দান করে। লোকনৃত্যের জন্যে আলাদা কোনো মঞ্চ তৈরি করতে হয় না। মাঠে, বাড়ির আঙিনায় খোলা জায়গায় নাটের আসর বসে।

ফুলবাড়িয়ার লোকনৃত্য

ফুলবাড়িয়ার রাঙ্গামাটিয়া, এনায়েতপুর, কালাদহ, গারোর বাজার ইত্যাদি এলাকায় সুদীর্ঘকাল যাবত বাস করত হাজার হাজার গারো পরিবার। এখনো লালমাটির পাহাড়ি এলাকায় বাস করে কয়েকশত গারো পরিবার। স্থানীয়ভাবে এদেরকে মান্দাই বলা হয়। সামাজিকভাবে এদের রয়েছে ভিন্নতর পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপন পদ্ধতি।

নাচ, গান, বাজনা এবং নাট্যাভিনয়ের বহুল প্রচলন রয়েছে এখানকার গারো সমাজেও। গারোদের সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই লোকজ। এরা প্রতি মাসেই লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকসংগীত অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন আকৃতির

www.pathagar.com

ও রঙের পোশাক পরে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। কখনও এককভাবে আবার অধিকাংশ সময়ই দলবদ্ধভাবে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। আদিকালের কৌম সমাজের রীতি অনুসারেই এরা নর-নারী সম্মিলিতভাবে নাচতে অধিক আগ্রহী। নবান্ন উৎসবের মতো গারোদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ওয়ানগালা উপলক্ষেও আয়োজিত হয় লোকনৃত্যের। ফুলবাড়িয়ার গারোদের প্রচলিত লোকনৃত্যগুলোর নাম হলো—মিরিয়া, মাংসিয়া, গিন্দেগালা, রুরুয়া ইত্যাদি। গারোদের নৃত্যের সাথে যে সকল লোকগীতি গাওয়া হয় সেগুলো হলো—গণ্ডামারী, আহোমা, সিরাজিৎ, গেল, খাবি ইত্যাদি। গারোদের নৃত্যের সাথে যেসকল বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় সেগুলো হলো—কাতাল, (বাঁশের বাঁশির মতো), গঙ্গেন্দা (এটি বাঁশের তৈরি সুতার ঘর্ষণে বাজে), দুমাচাং (এটি বেতের তৈরি), আদ্দুরু (এটি সিঙ্গার মতো), রাং (পিতল বা কাসার থালি), খ্রাম (ঢোল), দামা (মাদল) ইত্যাদি।

ইদানীং খ্রিস্টান মিশনারী ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ফুলবাড়িয়ার গারোদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। এসব নৃত্যানুষ্ঠানে সমকালীন বাদ্যযন্ত্রও বাজানো হয়।[২৬]

সদর উপজেলার লোকনৃত্য

লোকজ কোনো কাহিনি অথবা লোকজ কোনো ভাবানুভূতি নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করাকেই বলা হয় লোকনৃত্য। কিন্তু নৃত্যের সাথে অবশ্যই সংগীতের সুর ও তাল থাকা অপরিহার্য বলেই লোকনৃত্যকে লোকগীতিনৃত্য বলাই উত্তম। আবার নৃত্যনাট্যের সাথেও লোকনৃত্যের রয়েছে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। যে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মধ্যযুগে ও ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহ নৃত্যচর্চা ছিল মূলত স্থানীয় রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রধানত তাদের প্রয়োজনে এবং তাদের সভামঞ্চ বা তাদের আঙ্গিনায়। ময়মনসিংহে আনুষ্ঠানিকভাবে নৃত্যচর্চা শুরু হয় ১৯৫০ দশকে মূলত এবং প্রধানত নৃত্যশিক্ষক সমর ভট্টাচার্য ও জীবন সরকারের প্রচেষ্টায়। এরপর তাদের সাথে নৃত্যশিক্ষক যুক্ত হয়েছিল যোগেশ দাশ, পীযুষ কিরণ পাল ও ইউনুস আহমেদ বাবলু। এই পাঁচজনের প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহে বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষ নৃত্যশিল্পী তৈরি হয়েছিল এবং তাদের উত্তরসূরি নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা এখানে বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের সাথে লোকনৃত্যনাট্যও পরিবেশিত হয়েছে এবং হচ্ছে সফলভাবে যথেষ্ট পরিমাণে। এ শহরে গড়ে উঠেছে ইতোমধ্যে অনেক সাংস্কৃতিক নাট্য ও নৃত্য সংগঠন। যেমন—বহুরূপী নাট্য সংস্থা, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদ, লোককৃষ্টি সংস্থা, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সংস্থা, মুখোশ নাট্য সংস্থা, বিদ্রোহী নাট্যগোষ্ঠী, সেবানিকেতন, নৃত্যযর্তন সংস্থা, ঝিলিক নাট্য সংস্থা, জাগরণী নাট্যগোষ্ঠী, স্টার থিয়েটার, জাগ্রত নাট্যগোষ্ঠী, নজরুলসেনা, নজরুল একাডেমী, নৃত্যশিল্প সংস্থা,

www.pathagar.com

নটরাজ নৃত্যসংগীতবিদ্যালয়, নৃত্যধারা ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে এসব সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চে ও প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে এবং হচ্ছে লোকনৃত্য। যেমন—সীতাহরণ, আনারকলি, আলীবাবা, নকশি কাঁথার মাঠ, মহুয়া, জৈত্যাহিরালী, সুজন বাদিয়ার ঘাট, মধুবালা, বাইদ্যার পালা ইত্যাদি অর্ধশতাধিক লোকনাট্য।[২৭]

তথ্যনির্দেশ

১. ভূমিকা, লোকনাটক, বাংলা একাডেমী, ফোকলোর সংগ্রহমালা (সম্পাদক) শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা জুন ২০১০

২. মোঃ আবদুল হাই, পিতা : আজগর আলী ফকির, মাতা : আনোয়ারা বেগম, বর্তমান বয়স : ৩৫ বৎসর, পেশা : কৃষক, গ্রাম : রঘুনাথপুর, ইউনিয়ন : রাধা কানাই, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ০৫.০৩.২০১২, সময় : দুপুর ২.১৫ মিনিট

৩. হোসেন আলী, পিতা : শমসের আলী, মাতা : সোমা বানু, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : কৃষক, গ্রাম : পলাশতলী, ইউনিয়ন : রাধা কানাই, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৩.২০১২, সময় : দুপুর ২.৪৫ মিনিট

৪. আবদুল বারেক, পিতা : মনসুর আলী ফকির, মাতা : জানফর নেছা, বর্তমান বয়স : ৬০ বৎসর, পেশা : ঘাটুগানের ম্যানেজার, গ্রাম : রঘুনাথপুর, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৪.১৫ মিনিট

৫. মোঃ জবেদ আলী, পিতা : আবেদ আলী, মাতা : আমেনা, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : রঘুনাথপুর, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৪.১৫

৬. আবদুল বারেক সরকার, পিতা : মনসুর আলী সরকার, মাতা : সফুরা খাতুন, পেশা : কৃষক, গ্রাম : রঘুনাথপুর, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

৭. গিয়াস উদ্দিন আকন্দ, বয়স : ৬০ বৎসর, শিক্ষা : ১ম শ্রেণি, গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ৯টা

৮. জালাল উদ্দিন জালু, বয়স : ৬৫ বৎসর, গ্রাম : ধানখোলা, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ৫.১২.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

৯. ওয়াহেদ আলী মিয়া, বয়স : ৮০ বৎসর, গ্রাম : ধানীখোলা, শিমুলিয়া পাড়া, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ।

১০. আব্দুল মান্নান, বয়স : ৫৫ বৎসর, শিক্ষা : ১ম শ্রেণি, গ্রাম : নিঝুরি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : বিকাল ৪.৫০ মিনিট

www.pathagar.com

১১. শামীম বয়াতি, পিতা : মোঃ আবুল কাশেম, মাতা : মোছা. সোলেমা খাতুন, বয়স : ৩০ বৎসর, গ্রাম : গিধাউষা, ইউনিয়ন : সহনাটি, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : বিকাল ৫.১৫ মিনিট

১২. আব্দুল মান্নান, বয়স : ৫৫ বৎসর, শিক্ষা : ১ম শ্রেণি, গ্রাম : নিঝুরি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : রাত ৮.৫০ মিনিট

১৩. আলামিন, বয়স : ২২ বৎসর, শিক্ষা : ৫ শ্রেণি, গ্রাম : নিঝুরি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.২.২০১২, সময় : কিবাল ৫.১৫ মিনিট

১৪. মোঃ সোলায়মান, বর্তমান বয়স : ৫০ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : দত্তপাড়া, উপজেলা : ঈশরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.৭.২০১১, সময় : রাত ৯টা

১৫. আবদুল গফুর ভূঁইয়া (পুন্নু), পিতা : মিয়া হোসেন ভূঁইয়া, বর্তমান বয়স : ৬০ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : শর্শি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩.১২.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা।

১৬. মোসলেম বয়াতি, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : জিন্নাটিপাড়া, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৩.১০.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

১৭. মো. আকরম আলী, পিতা : দলিল উদ্দিন, মাতা : গাদুলি, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : বয়াতি, গ্রাম ও ইউনিয়ন : পুঁটিজানা, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৪.০৯.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

১৮. মো. আকরম আলী, পিতা : দলিল উদ্দিন, মাতা : গাদুলি, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : বয়াতি, গ্রাম ও ইউনিয়ন : পুঁটিজানা, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৪.০৯.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

১৯. যতীন সরকার, বাংলাদেশের কবিয়াল, বাংলাদেশের লোকসাহিত্য, সম্পাদক, শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০৯

২০. অনিল সরকার, পিতা : উপেন্দ্র সরকার, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : শাকুরাই বন্দেরপাড়া, উপজেলা : হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ০৫.১১.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

২১. অনিল সরকার, পিতা : উপেন্দ্র সরকার, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : শাকুরাই বন্দেরপাড়া, উপজেলা : হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ০৫.১১.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

২২. লুৎফর রহমান, পিতা : (মৃত) আবদুল ওয়াহেদ, মাতা : (মৃত) আমেনা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : রসুলপুর, ইউনিয়ন : নান্দাইল, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ৫.১.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা

২৩. ছালমা খাতুন, স্বামী : মোখছেদ আলী, বয়স : ৫৬ বৎসর, পেশা : গৃহিনী, শিক্ষা : নেই, গ্রাম : সাতশা (খালপাড়), উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৮.২০১১, সময় : রাত ১০টা

www.pathagar.com

২৪. মোঃ জয়নাল, বয়স : ৭৫ বৎসর, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, গ্রাম : পোড়াবাড়ি, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২১.১২.২০১২, সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট

২৫. নিশা রানি বিশ্বকর্মা, স্বামী : মিহিরচন্দ্র বিশ্বকর্মা, মাতা : সুশীলা সুন্দরী বিশ্বকর্মা, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৪৫ বছর, গ্রাম : ধামদি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.১০.২০১২, সময় : বিকাল ৭টা

২৬ নূরুল ইসললাম, বর্তমান বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া, ইউনিয়ন : রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৭.১০.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

২৭. ইউনুস আহমদ বাবলু, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, পেশা : লোকনৃত্য শিক্ষক, কাঁছিঝুলি, সদর উপজেলা, জেলা : জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৭.৯.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া

১. বলাই
২. তই তই
৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা
৪. লাঠি খেলা
৫. হুমগুটি/গুটি খেলা
৬. হাডুডু খেলা
৭. মহিলা খেলা
৮. পলাগুঞ্জি খেলা
৯. নৌকাবাইচ
১০. ষাঁড়ের লড়াই
১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা
১২. গোল্লাছুট খেলা
১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

লোকক্রীড়া

অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শরীরচর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দ বিধানের জন্য বহু খেলাধুলা, ব্যায়াম ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়তো শুধু অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক - কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নিয়মকানুন অনুসরণ করে বহু খেলার উদ্ভাবন করা হয়েছে যা এখনো দেশে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এমন কী সুসভ্য সমাজের বহু কঠোর নিয়মতান্ত্রিক খেলাধুলাও এই সমস্ত লোক খেলাধুলা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছে। এই পর্যায়ের লোকক্রীড়ার-এর মধ্যে হাডুডু, নোন্তা, ছিবুড়ি, ডাংগুলি, কানামাছি, নৌকা বাইচ, ষাঁড়ের লড়াই এবং আরো বহু রকমের খেলাধুলার নাম করা চলে। দেশে বিদেশে যে-কত বিচিত্র রকমের লোকখেলা আছে তার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা দুরূহ। এই সমস্ত খেলাধুলায় অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ শুধু যে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে তা নয়—খেলাধুলার মাধ্যমে তারা বহু রকমের লোকসাহিত্যেরও সৃষ্টি করে চলেছে। লোকক্রীড়া প্রচারের প্রধান বাহন দর্শনেন্দ্রীয়। তবে অনেক সময় মুখে মুখে শুনেও খেলা শিখতে দেখা যায়। বংশ পরম্পরায় খেলাধুলাগুলো যেমন দেখে শেখে তেমনি শুনেও শেখে এবং এভাবেই প্রাচীনকাল থেকে লোকক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে।[১]

১. বলাই

একজন হাত গোল করে রাখে- তারপর সেই স্থানে সবাইকে টোকা দিতে হয়। যার টোকাতে শব্দ হবে সে ডুব দেয়। তাকে যে হাত বাঁধে তাকে ধরতে হয়। যে হাত বাঁধে তাকে চোর বলে। চোট্টা বলে সে ডুব দেয়। যাকে ধরে সে চোর হয়ে যায় তখন অন্য আরেকজন ধরতে থাকে।

২. তই তই

একটা পাতা পানিতে রেখে সবাই মিলে সেটা হাত দিয়ে থাবড়াতে থাকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাদের পাতা নিচে চলে গেলে সেটা ধরে যে ডুব দিয়ে উপরে উঠতে পারবে সে জিতে যাবে। যে ডুব দেয় তাকে ধরার চেষ্টা করে অন্যরা। ধরে ফেললে খেলা আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়।

৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা

কিস্ কিস্ কিসের পাতা—চোর ৭টা পাতা আনতে বলে। এক পা দিয়ে সেই পাতা সংগ্রহ করতে হয়। পা ফেলে দিলে কুতকুত বলে দম নিয়ে পাতা আনতে হয়। এরপর একটা গোল স্থানে তা লুকাতে হয়। চোরকে সাত দম দিয়ে পাতাগুলো খুঁজতে হয়।

www.pathagar.com

যদি ৭ টা পাতা খুঁজে পায় তবে তাকে চোর হতে হয়। অনেকজন একসাথে গোল হয়ে দাঁড়াবে, সবাই হাত ধরে মিমি বলতে হবে।

৪. লাঠি খেলা

মুক্তাগাছায় লাঠি খেলার বহুল প্রচলন রয়েছে। পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়ায় লাইড্ডা বাড়ি এ খেলা প্রদর্শন করে থাকে। পৌষ মাসের ২৫ তারিখ এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন তাদের 'খেড়ু' বলে ডাকা হয়। এইসব খেলোয়াড়রা বংশানুক্রমিকভাবে এই খেলার সাথে জড়িত। শাহ আলী, মুহম্মদ খালেক, হুসেন আলী, মো. গিয়াসউদ্দীন, মো. ভুট্টু মিয়া, দুলাল, আব্দুল মান্নান, আব্দুল কাদের, মান্নান, কালাম, সালাম, হারুন, লুৎফর, আয়নাল হক, নজরুল ইসলাম, আব্দুল কাদেরসহ ৫০ থেকে ৫৫ জন খেলোয়াড় এই লাঠি খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই খেলায় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।[২] ঢোল, কর্নেট বাঁশি, পাতা বাঁশি, হারমোনি (হারমোনিয়াম), কেছিউ বাঁশি এই খেলার প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র। এসব বাদ্যযন্ত্র ভাড়া করা বাদ্যকাররা অর্থাৎ ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে থাকেন। এটি মূলত শক্তি-সামর্থ্যের খেলা; দক্ষ খেলোয়াড়কে লাঠি ঘূর্ণনের নানা কৌশল আয়ত্ত করতে হয়।[৩] সাধারণত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কৃত্রিমভাবে এই খেলা প্রদর্শন করা হয়। খেলোয়াড় তার পেছনে, সামনে, পাশে আড়াআড়ি ভাবে, দুপায়ের ফাঁকে, মাথার উপর দিয়ে লাঠি দ্রুততার সাথে ঘুরিয়ে খেলা প্রদর্শন করেন। অনেকসময় একজন খেলোয়াড় আরেকজনকে আক্রমণ করে থাকে। এভাবেই খেলা চলতে থাকে। মাঝে মাঝে নৃত্যভঙ্গিমা করে থাকে। লাঠিখেলা প্রদর্শন ছাড়াও পাশাপাশি তারা অন্য খেলা দেখিয়ে থাকেন—ঢেঁকি খেলা, দাও খেলা, লাঙল খেলা, চোঙ, থালি, উক্কা (হুক্কা), বাওয়াই বাক, শিয়াল খেলা, গাড়ির চাকা, মাটির গর্তের মাথা ঢুকিয়ে কসরত প্রদর্শন, ম্যাজিক প্রদর্শন প্রভৃতি। এসব খেলা খুবই বিপদজনক।[৪] অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা এসব খেলা দেখিয়ে থাকেন। আবার বড় বাঁশ মুখে রেখে তার উপর মানুষ উঠে নানা কসরত দেখান। এর মধ্যে ঢেঁকি ও দাও খেলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতায় এসব খেলা প্রদর্শন করে থকে। এসব খেলা দেখানোর সময় তারা মন্ত্র বলে থাকে। এসব মন্ত্র শুধুমাত্র গুরু শিষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। খেড়ু ছাড়া এই মন্ত্র কেউ জানে না। তাদের বিশ্বাস এই মন্ত্র অন্য কাউকে বললে তার গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। আর খেলা প্রদর্শন করতে পারবে না।[৫] খেলোয়াড়রা খেলা প্রদর্শনের সময় প্রত্যেকে হাফপ্যান্ট, মোজা, স্যান্ডো গেঞ্জি, গামছা, রুমাল ও ঘুঙুর পরে থাকে। এসব খেলা প্রদর্শনে তারা সামান্যই অর্থ পেয়ে থাকেন। তাদের একটি সমিতি আছে যা ৮ থেকে ১০ বছর ধরে চলছে।[৬] এই খেলা প্রতিবছর ধান কাটার পর বাড়ি বাড়ি খেলা দেখিয়ে থাকেন। এসময় আশে পাশের দর্শকরা তাদের সাধ্য অনুযায়ী টাকা দিয়ে থাকেন। এভাবে প্রত্যেক পাড়ায় তারা খেলা দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। এছাড়া তারা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেও লাঠি খেলা দেখিয়ে থাকেন। এই গ্রামে লাঠিখেলা অনেক প্রাচীন। বংশানুক্রমিকভাবে এই খেলা প্রচলিত হয়ে আসছে। তাই লাইড্ডা বাড়ির এই খেড়ুরা লাঠিখেলা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর বিনিময়ে শুধু তাদের প্রাপ্তি বলতে আত্মতৃপ্তি।[৭] ফুলবাড়িয়া, ঈশ্বরগঞ্জ ও ত্রিশালেও লাডিখেলার প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের লাঠি খেলায় অংশ নেওয়া খেলোয়াড়গণ

৫. হুমগুটি/ গুটি খেলা

কখন কোন সময় থেকে হুমগুটি খেলার প্রচলন শুরু এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য কারো জানা নেই। লোকমুখে নানা ধরনের কথা শোনা যায়, বিভিন্ন গল্পেরও প্রচলন রয়েছে। এর মাঝে সত্যের স্পর্শ কতুটকু তা যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে প্রায় সকলের কাছে যে তথ্যটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে, জমিদার আমলে হুমগুটি খেলার প্রচলন হয়। শোনা যায় "জমিদারের একজন বিধবা মেয়ে ছিল। তার সময় কাটানো কষ্টকর হওয়ায়, মানুষের মাঝে হুমগুটি খেলার প্রচলন শুরু করেন। সময় কাটাতে তিনি এই খেলা দেখতেন।" কিন্তু এই গল্প নিয়ে অধিকাংশ মানুষের মনে সংশয় রয়েছে। অধিকাংশ মানুষ এই গল্প গ্রহণ করে নি।

আবার শোনা যায় "জমিদারদের কাছে কিছু লোক থাকত যারা ছিল শক্তিশালী। তাদের প্রধান কাজ ছিল শারীরিক কসরতের মাধ্যমে নিজ শক্তি প্রদর্শন করা। এদের 'মাল' নামে ডাকা হতো। জমিদাররা নিজ নিজ মালদের শক্তি পরীক্ষার জন্য এই খেলার প্রচলন করেন।" তবে এই ধারণা অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এই কথাও শোনা যায় যে, "জমিদাররা প্রজাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য হুমগুটি খেলার আয়োজন করতেন।" তবে সর্বসম্মতভাবে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটি হচ্ছে, "জমিদার আমলে তালুক-পরগণা নিয়ে জমিদারদের মাঝে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। তালুকের জমিদার যারা ছিলেন তারা ১০ শতাংশকে ১ কাঠা বলে দাবি করতেন এবং পরগণার জমিদার যারা ছিলেন তারা সাড়ে ৬ শতাংশকে ১ কাঠা বলে দাবি করতেন। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার

www.pathagar.com

জমিদাররা তালুকের জমিদার এবং ত্রিশালের জমিদাররা পরগণার জমিদার বলে দাবি করতেন। এই তালুক-পরগণার দ্বন্দ্ব যখন তীব্র হয়, তখন দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য দুই জমিদার ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার বড়ইহাটার তালুক পরগণার নতুন সড়কে এই খেলার আয়োজন করেন।" উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই খেলার প্রচলন শুরু হলেও সেই থেকে আজ পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে এই খেলাটি চলে আসছে এবং বিস্তার লাভ করেছে।

হুমগুটি খেলা প্রতিবছর পৌষ মাসের শেষদিন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মানুষের কথা অনুযায়ী প্রতিবছর পৌষ মাসের যায়দিন ফুলবাড়িয়া উপজেলার সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে লক্ষ্মীপুর গ্রামের বড়ইহাটা এলাকায় জমিদার শাসনামলে তালুক-পরগণার সীমানাকে জিরো পয়েন্ট ধরে বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে এই খেলা শুরু হয়। পারিবারিক সূত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইয়াকুব আলী মোড়ল নির্দিষ্ট স্থানে 'গুটি' এনে রাখামাত্র খেলা শুরু হয়। যে-কোনো উপায়ে বা কৌশলে ৩০ কেজি ওজনের গুটি লুকানোই হচ্ছে এই খেলার প্রধান আকর্ষণ। খেলোয়াড়রা গুটিটাকে নির্দিষ্ট মধ্যবর্তী স্থানে রেখে চারদিকে অবস্থান নেয়। যে যে অঞ্চল বা দিকের মানুষ তার বিপরীত দিকে অবস্থান নেয় এবং যার যার অঞ্চল বা দিকে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পূর্ব দিকের মানুষ পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকের মানুষ পূর্ব দিকে, উত্তর দিকের মানুষ দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণ দিকের মানুষ উত্তর দিকে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। খেলোয়াড়রা তখন সেদিকে যেতে থাকে এবং চেষ্টা করতে থাকে গুটিটা নিজস্ব এলাকায় লুকাতে। একবার কোনো অঞ্চল পার হয়ে গেলে সে স্থানে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রত্যেক অঞ্চলের খেলোয়াড়রা চায় গুটিটা তারাই লুকাবে। তাই দেখা যায়, গুটিটা যদি উত্তর দিকে চলে যায়, দক্ষিণ অঞ্চলের খেলোয়াড়রা আর খেলায় অংশগ্রহণ করছে না। চলতে চলতে হয়তো পূর্বদিকে খেলোয়াড়রা পৌঁছাতে সক্ষম হলো, তখন পশ্চিম অঞ্চলের খেলোয়াড়রা হাল ছেড়ে দেয়। এভাবেই চলতে চলতে মাঠ, ঘাট, ক্ষেত, পুকুর পার হয়ে শত শত মানুষ এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে যেতে, কৌশলে ছলনার আশ্রয় নিয়ে গুটিটা লুকাতে চেষ্টা করতে থাকে। গুটিটা থাকে মধ্যবর্তী স্থানে তাই পিছনে যারা থাকে তারা বুঝতে পারে না গুটিটা রয়েছে, কি নেই। যারা গুটি লুকাতে সক্ষম হয় অন্যদের ধোঁকা দেয়ার জন্য তারা ঠেলাঠেলি করতে থাকে, অন্যরা না বুঝে তাদের অঞ্চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এক সময় খেলা চলতে চলতে রাত হয়ে যায়।

আর এই রাতের বেলাই গুটি লুকানোর উপযুক্ত সময়। কেননা শত শত মানুষের মাঝে দিনের বেলা গুটি লুকানো অসম্ভব ব্যাপার। রাতের বেলা খেলোয়াড়রা কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝার সুবিধার জন্য প্রত্যেক অঞ্চলের কিছু লোক তাদের সীমানায় দাঁড়িয়ে আলো এবং প্রতীক হাতে নাড়তে থাকে, যাতে খেলোয়াড়রা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আর এর মাঝেই খেলোয়াড়রা গুটি লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। যে অঞ্চল গুটিটা লুকিয়ে ফেলে তাদের বিজয়ী বলে ধরা হয়। গুটিটা লুকানো হয়ে গেলে অন্যান্য অঞ্চলের খেলোয়াড়রা অনুমানের উপর ভিত্তি করে

www.pathagar.com

তা খুঁজতে থাকে আর এই গুটি খুঁজতে গিয়ে খেলোয়াড়রা অনেক সময় বাড়ি-ঘরও ভেঙে ফেলে। এক সময় তারা হাল ছেড়ে দেয় এবং যারা গুটি লুকিয়েছে তারা তখন ঘোষণা দেয় যে তাদের কাছেই রয়েছে সেই গুটি। পরবর্তী খেলা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিজয়ীদের অঞ্চলেই গুটিটা থাকে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের আনুমানিক ১০ মাইল জুড়ে অনুষ্ঠিত এই খেলায় বিজয়ীদের কোনো ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। খেলোয়াড়রা শুধুমাত্র নামের জন্য এই খেলা খেলে থাকে। গুটিটা লুকিয়ে নির্মল আনন্দ এবং জয় পাবার জন্যই মানুষ খেলে থাকে। শত শত মানুষের মাঝে ৩০ কেজি ওজনের গুটিটা লুকানো যে অসাধ্য সাধন; তাতেই খেলোয়াড়রা উৎফুল্ল থাকে। এই খেলা থেকে তাদের আর কোনো কিছু চাওয়া নেই। বিজয়ীরা পুরস্কারের জন্য কখনো কারও কাছে দাবি জানায় না আর দাবি জানাবেই বা কার কাছে।

হুমগুটি খেলার প্রধান আকর্ষণ গুটি। গুটিই হচ্ছে প্রধান উপকরণ। পিতল কলস দিয়ে বানানো হয় গুটিটা। কিন্তু পূর্বে এই গুটিটা পিতলের ছিল না, এটি ছিল কাঠের। জানা যায়, এরও পুর্বে জমিদাররা পিতলের কলসিতে চিনি বা বালু দিয়ে মুখ বন্ধ করে খেলতো। এর পরের সময় কাঠের টুকরো দিয়ে বল বানিয়ে তার উপর পাটের সুতলি দিয়ে পেঁচিয়ে বল বানানো হতো। কিন্তু এই কাঠের বল সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না, কেননা এটি ছিল ভঙ্গুর, সহজেই নষ্ট হয়ে যেত, ছিল ক্ষণস্থায়ী। চেয়ারম্যান আতাউর রহমান হাদী ৪ বছর আগে ঢাকার ধোলাইখাল থেকে পাথরের টুকরো দিয়ে পিতলের আবরণে ৩০ কেজি ওজনের এই গুটিটা তৈরি করেন। গুটিটা বিজয়ীদের অঞ্চলেই থাকে কিন্তু খেলার ৬-৭ দিন আগে লক্ষীপুর গ্রামের ইয়াকুব আলী মোড়লের কাছে গুটিটা নিয়ে আসা হয়। ইয়াকুব আলী মোড়ল পারিবারিক সূত্রে এই গুটিটার দায়িত্বে থাকেন। ৭০ বছর বয়স্ক ইয়াকুব আলী প্রতি বছর গুটি এনে রাখা মাত্র খেলা শুরু হয়। কিন্তু ২০০৭ সালে ইয়াকুব আলী অসুস্থ ছিলেন। তাই তার ছোট ভাই আবু সিদ্দিক (আবু) গুটিটা এনে রাখামাত্র খেলা শুরু হয়। খেলার দিন গুটিটাকে সাদা, সবুজ, লাল কাগজে সাজানো হয়।

এছাড়া সীমানা বা অঞ্চল দেখানোর জন্য যার যার অঞ্চলের লোকেরা টর্চ, চার্জার, হারিকেন এবং বাঁশের ভিতর খড় দিয়ে বেণি করে এক ধরনের মশাল তৈরি করে। প্রত্যেক অঞ্চলের লোকেরা যখন আলো নেড়ে পথ দেখায়, তখন খেলোয়াড়রা নিজ অঞ্চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। তাছাড়া তাদের হাতে কিছু প্রতীকও দেখা যায়, যেমন-হাতি, হরিণ, বিভিন্ন পশু-পাখির ছবি, বিভিন্ন ফুল বা গাছের ছবি ইত্যাদি।

এই সমস্ত প্রতীক বলে দেয় খেলোয়াড়রা কে কোন অঞ্চলের লোক। প্রতি বছর যে একই প্রতীক ব্যবহৃত হয় তা নয় বরং তা পরিবর্তন হয়। একজন বিজয়ী খেলোয়াড় আব্দুল কাদেরের কাছে জানা যায়, এবছর তারা তাদের অঞ্চলকে বুঝাতে চিলের পাখাকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ যখন আসতে থাকে তখন কারও কারও কাছে বাদ্যযন্ত্রও দেখা যায়।

www.pathagar.com

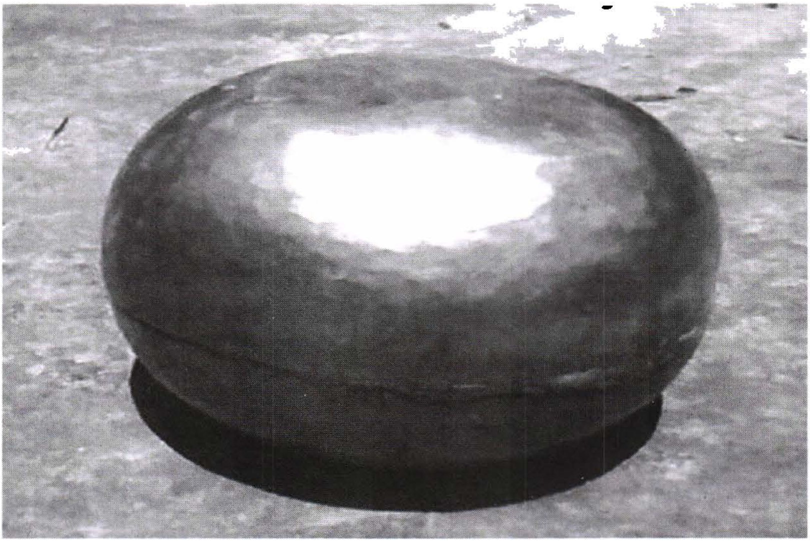

৩০ কেজি ওজনের হুমগুটি

বর্ণিল কাগজে সাজানো হুমগুটি

www.pathagar.com

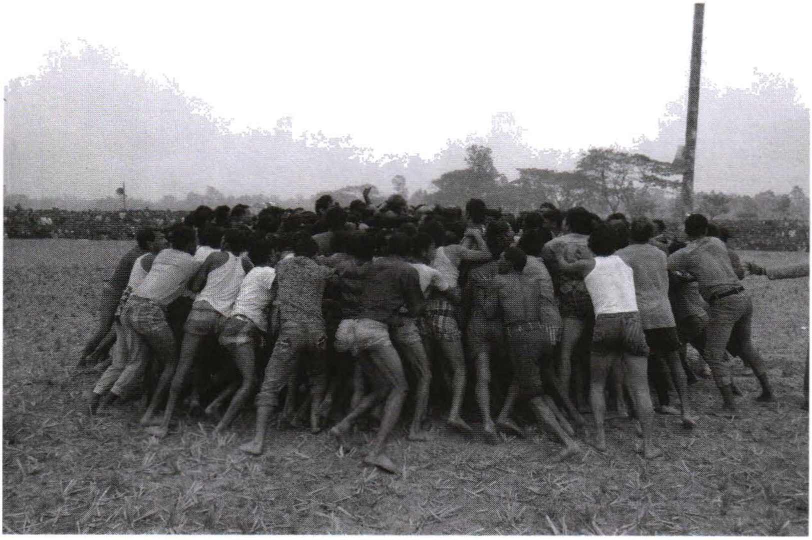

শত শত খেলোয়াড়ের মধ্যবর্তী স্থানে হুমগুটি

হুমগুটি নিয়ে ছুটছে খেলোয়াড়গণ

www.pathagar.com

হুমগুটি খেলার দর্শক

হুমগুটি খেলার সমাপ্তির পর দর্শকবৃন্দের বাড়ি ফেরা

www.pathagar.com

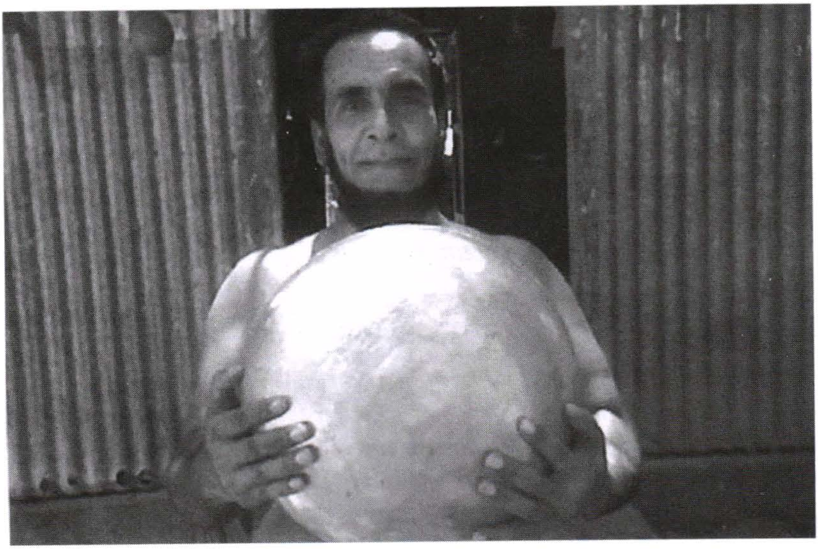

বিজয়ী কালী বাঙ্যাইল অঞ্চলের খেলোয়াড় আবদুল কাদের

গ্রামের সাধারণ মানুষরাই হুমগুটি খেলায় অংশগ্রহণ করে। কৃষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, কুমার, সব পেশার লোকই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। হুমগুটি ছেলেদের খেলা। সাধারণত ১৭ থেকে ৪৫/৫০ বছর বয়স্ক পুরুষরাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে, তবে ব্যতিক্রমও আছে। জানা যায়, প্রথম দিকে সকল বয়সী লোকেরা হুমগুটি খেলায় অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু অল্প বয়স্ক এবং অধিক বয়স্কদের জন্য এই খেলা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পরিণত বয়সের পুরুষরাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে।[৮]

হুমগুটি খেলায় পোশাকের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যার যা সুবিধা সে তাই পরে আসে। প্যান্ট, শার্ট কিংবা মালকোচা দিয়ে পরিধানকৃত লুঙ্গি হচ্ছে তাদের পোশাক। হুমগুটি খেলা সাধারণত ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া, ত্রিশাল এলাকাগুলোর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই।

হুমগুটি খেলায় কোনো নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক নেই। আপন নিয়মে এই খেলা চলতে থাকে। এই খেলায় নির্দিষ্ট কোনো দল নেই। তবে এক এক অঞ্চল বা গ্রামকে দল হিসেবে ধরা যেতে পারে। হুমগুটি খেলায় খেলোয়াড়দের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। শত শত বা হাজার হাজার মানুষ এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। এই খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না, খেলোয়াড়রা স্ব-ইচ্ছায় খেলায় অংশগ্রহণ করে। দেখা যায়, নির্ধারিত দিনে যার ইচ্ছে সে খেলা শুরুর স্থানে নিজ এলাকার অগ্রবর্তী লোকদের সাথে যোগ দিয়ে হুমগুটি খেলায় অংশগ্রহণ করছে। এই খেলায় কোনো আয়োজক নেই। বলা যায় স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় সম্মিলিতভাবে হুমগুটি অংশগ্রহণ করতো।

www.pathagar.com

গুটি খেলা মূলত ফুলবাড়িয়ার খেলা হলেও ত্রিশাল, মুক্তাগাছার কিছু অংশেও এ খেলার প্রচলন রয়েছে। এক সময় খেলাটি পৌষ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত চলত। বর্তমানে বোরো আবাদ বৃদ্ধি পাবার কারণে লক্ষ্মীপুরের খেলাটি পৌষ মাসের শেষ দিনে হলেও অন্যত্র খেলাটি বোরো কাটার পর আয়োজন করা হয়। উল্লেখিত এলাকায় অন্য দুটি উপকরণ নিয়েও খেলাটি হয়ে থাকে। একেবারে ছোটদের জন্য কলার মোতা (কলাগাছের মূল) এবং মাঝ বয়সী বা ছোট আকারে খেলার আয়োজনে নারিকেলের ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্মীপুরের খেলায় হুমগুটিটি বিজয়ী দলের ফেরৎ দেওয়ার রীতি থাকলেও লক্ষ্মীপুরসহ অন্যান্য অঞ্চলে এ খেলার ক্ষেত্রে বিজয়ী দল গুটি নিয়ে যায়।

৬. হাডুডু খেলা

বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকজক্রীড়ার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য হলো হাডুডু বা কাবাডি। ময়মনসিংহ জেলার প্রায় সকল গ্রামে এ খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল শত শত বছর ধরে। এখনও এর প্রচলন কম নয়। এ খেলার জন্য প্রয়োজন সাধারণত ৭ জন করে ২ দলে ১৪ জন কিশোর বা মধ্যবয়সী সবল ও শক্তিমান খেলোয়াড়। সাধারণত এ খেলা স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার মাঠ বা উন্মুক্ত প্রান্তর বা বাজারের উন্মুক্ত প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত একটি ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৫ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট ভূ-খণ্ডকে মাঝখানে রেখে কেটে সমান দুইভাগ করা হয়। দুই অংশের দুই প্রান্তে দুই দল দাঁড়ায়। এক পক্ষের এক খেলোয়াড় বুক ভরা দম নিয়ে বিপক্ষের অংশে হানা দিয়ে তাদের এক বা একাধিক খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে যদি দম থাকা অবস্থায় নিজ অংশে ফিরতে পারে তবে বিপক্ষীয় স্পর্শকৃত খেলোয়াড়রা মারা যায় বা খেলার অযোগ্য বিবেচিত হয়।

আবার হানাদার খেলোয়াড়কে যদি বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা তাদের অংশে ধরে আটকিয়ে রাখতে পারে এবং যদি তার দম ফুরিয়ে যায় তবে ঐ হানাদার খেলোয়াড় মারা যায় বা খেলার অযোগ্য বিবেচিত হয়। এভাবে একদলের সকল খেলোয়াড় মারা গেলে বা অযোগ্য বলে গণ্য হলে অন্যদল জয়ী হয় এবং পুরস্কার লাভ করে। একজন রেফারি বাঁশি বাজিয়ে খেলাটির বিচার কাজ করেন এবং মধ্যরেখার দুই মাথায় দুইজন পর্যবেক্ষক থাকেন।

এলাকার বহু লোক এ খেলা সাধারণত একঘণ্টা উপভোগ করেন। বিভিন্ন সংগঠন ও সমিতির ব্যবস্থাপনায় বা উদ্যোগে এ খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ খাসি, টেলিভিশন, শিল্ড ইত্যাদি দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলার দর্শক হিসেবে এলাকাবাসী শত শত লোক বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উপস্থিত হন। সাধারণত একঘণ্টা উপভোগ করেন।

ফুলবাড়িয়ার হাডুডু খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন—রাধাকানাই গ্রামের রুস্তম আলী, জঙ্গলবাড়ি গ্রামের আমজাদ হোসেন, পুটিজানা গ্রামের সিরাজ উদ্দীন, শিবগঞ্জ গ্রামের সুনীল সাহা, প্রমুখ। সদর উপজেলার হাডুডু খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন—বুররচর গ্রামের হাতেম আলী, পরানগঞ্জ গ্রামের আজিজ উদ্দিন, চুরখাই গ্রামের আবদুর রহিম এবং চুকাইতলা গ্রামের ইমন আলী প্রমুখ। এদেরকে সম্মানী বা টাকার বিনিময়ে অন্য অঞ্চলেও আমন্ত্রিত খেলোয়াড় হিসেবে নেওয়া হয়। ময়মনসিংহ শহরের জেলা ক্রীড়াসংস্থা কর্তৃক মাঝে মাঝে হাডুডু প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

www.pathagar.com

৭. মহিলা খেলা

পুরুষ খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করলেও এর নাম মহিলা খেলা। এ খেলায় দুই দলে মোট ১৪ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। দুই পক্ষে দুইজন মহিলা নামধারী খেলোয়াড় থাকে। নির্ধারিত নিয়মে মহিলা খেলোয়াড় সামনে থেকে পিছনে যেতে পারলে সংশ্লিষ্ট দল এক পয়েন্ট পায়। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এক সময় ব্যাপকভাবে প্রচলন থাকলেও এখন খেলাটি মাঝে মধ্যে দেখা যায়।[৯]

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের মহিলা খেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বয়সের খেলোয়াড়

৮. পলাগুঞ্জি খেলা

নান্দাইলসহ ময়মনসিংহের প্রতিটি উপজেলাতে এখনও পলাগুঞ্জি খেলার প্রলচন রয়েছে। এটি সাধারণত শিশু-কিশোরদের খেলা। কয়েকজন শিশু একসাথে হলে ওদের মধ্যে লুকোচুরি করার ভাব থেকেই এ খেলাটি হয়ে থাকে। দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষের একজন লুকাবে। লুকানোর সময় 'ঠুক' বলে আওয়াজ করবে। 'ঠুক' আওয়াজের পর প্রতিপক্ষ তাকে খুঁজতে বেরোবে।'ঠুক' শব্দটি মূলত প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্তের জন্যে করা হয়। কেননা দেখা যায়, যেখানে 'ঠুক' আওয়াজ করা হয় সেখানে আর লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়টি নেই। লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়টিকে প্রতিপক্ষ খুঁজে পেয়ে গেলে নতুন করে প্রতিপক্ষ দলের কাউকে লুকিয়ে রেখে আবার 'ঠুক' আওয়াজ করা হবে। তখন লুকিয়ে থাকা দলটির প্রতিপক্ষ হয়ে যায় প্রথম লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়ের দল। এভাবে খোঁজাখুঁজিও পেয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে খেলা শেষ হয়।[১০]

www.pathagar.com

৯. নৌকাবাইচ

ময়মনসিংহ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদীতে এখনও প্রতিবছর আয়োজন করা হয় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসে ভরা বর্ষার মওসুমে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হলুদ, লাল, সবুজ কাপড়ে নৌকার গলুই সাজিয়ে নৌকার সামনে পিছনে পতাকা স্থাপন করে এবং ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিপুল উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। ২০১১ সালের শ্রাবণ মাসের ২৭ তারিখে ময়মনসিংহ শহরের পাশে ব্রহ্মপুত্র নদীতে থানাঘাট থেকে জেলখানাঘাট পর্যন্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হয় নৌকাবাইচ। এতে অংশগ্রহণ করে ১০টি দৌড়ের নৌকা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করে বুররচর গ্রাম থেকে আগত ইদ্রিস আলীর নৌকা ও তার দল। প্রথম স্থান পুরস্কার টেলিভিশন, দ্বিতীয় পুরস্কার সাইকেল, তৃতীয় পুরস্কার ভি.সি.ডি. দেওয়া হয়। দৌড়ের নৌকা ৪০/৫০ ফুট লম্বা এবং অপেক্ষাকৃত সরু ও পাতলা আকৃতির হয়। প্রতিযোগিতার সময় নৌকার ডান-বাম উভয় সারিতে ২৫/৩০ জন হাতবৈঠা চালায় এবং পেছনে হালধারী বা কাণ্ডারি থাকে একজন। বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রী থাকে কয়েকজন নৌকার চালকদের শরীরে তাল সৃষ্টি বা উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য।[১১]

১০. ষাঁড়ের লড়াই

সাধারণত নববর্ষের অনুষ্ঠান ও নবান্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হয় ষাঁড়ের লড়াই বা নাড়াই। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলসহ সদর উপজেলার চুরখাই বাজার স্কুল মাঠে, শহরের সার্কিট হাউজ ময়দানে, অম্বিকাগঞ্জ বাজারের নিকট উন্মুক্ত মাঠে আজো নিয়মিত আয়োজিত হয় ষাঁড়ের লড়াই। লড়াইয়ের স্থান ও তারিখ মাইকে ঘোষণা করা হয় বা বাজারে ঢোল বাজিয়ে প্রচার করা হয়। ঢোল, বাঁশি, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চারদিক থেকে শত শত লোক সমবেত হয়। চা, পান, বিস্কুট, বাদাম, জিলাপি, রসগজা, বাতাসা ইত্যাদি সাজিয়ে বসে মেলা। নানা রকমে হলুদ-লাল কাপড়ে সাজিয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক ষাঁড় নিয়ে আসেন মালিকরা। ইদানীং বিজয়ী ষাঁড়ের মালিকদেরকে টেলিভিশন, সাইকেল, ভি.সি.আর. ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয়। যে ষাঁড় মারাত্মক জখম বা আহত হয় তার ভাগ্য খারাপ। তাকে জবাই করে মাংস বিক্রি বা বণ্টন করা হয় যার দ্বারা দূরাগত অতিথি মেহমানকে করানো হয় ভোজন। এ বছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে চুরখাই গ্রামে উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশাল আয়োজনে ষাঁড়ের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে ইউনার পাড় গ্রাম নিবাসী ষাঁড়ের মালিক শামছুদ্দিন, দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন মালিক চুরখাই গ্রামের নিবাসী জহুর উদ্দিন এবং তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন শিকারি কান্দা গ্রামের নিবাসী মালিক কাশেম আলী। এ লড়াই প্রতিযোগিতায় ৩০টি ষাঁড় অংশগ্রহণ করেছিল।

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জের সিন্দুক খালের পাড়ে কাঁকনহাটির মান্নান ও জয়পুরের দুলালের ষাঁড়ের লড়াই

১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় লোকক্রীড়ার মধ্যে দাড়িয়াবান্ধা প্রধানত কিশোরদের মধ্যেই অধিক জনপ্রিয়। মাঠের শক্ত মাটিতে কোট বা মাটিতে দাগ কেটে রেখাবিশিষ্ট ঘর তৈরি করে এ খেলা খেলতে হয়। কোটগুলির সংখ্যার অনুপাতে থাকে খেলোয়াড়ের সংখ্যা। খেলোয়াড় সমান সংখ্যক থাকতে হয় উভয় দলেই। প্রত্যেক দলে চার বা পাঁচজন খেলোয়াড় থাকে। খেলার নিয়ম হলো—একটি দল কোটগুলি পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আর অন্য দলটি বাধা দেবে। দলের কোনো একটি খেলোয়াড় কোটগুলো অতিক্রম করে পুনরায় ফিরতে আসতে সক্ষম হলেই তার দল জয়ী হবে।

১২. গোল্লাছুট খেলা

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রচলিত আরো একটি জনপ্রিয় লোকক্রীড়া হলো গোল্লাছুট। এটি মাঠের শক্ত মাটিতে ঘর বা লাইন কেটে খেলতে হয়। এ খেলাতে ২টি পক্ষ থাকে। উভয় দলে বহুসংখ্যক খেলোয়াড় থাকতে পারে। এ খেলায় একজন প্রধান খেলোয়াড় থাকে বা তার নাম গোল্লা রাখা হয়। গোল্লার দায়িত্ব হলো একটি নির্দিষ্ট সীমানাপাড় হয়ে যাওয়া। একদলের গোল্লা ব্যতীত সকলেই দৌড়ে যায়। অন্যদলের সবাই প্রতিপক্ষকে আটকায়। যেসব খেলোয়াড় মারা যায় না তারা গোল্লাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। গোল্লা সীমানা পার হতে পারলে সে বা তার দল জয়ী হয়। বিরোধীদল গোল্লাকে স্পর্শ করতে পারলে নিজেদের গোল্লাকে সীমা রেখা পার করার উপায় খুঁজে পায়। যদি গোল্লা প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বা সুকৌশলে সীমানা অতিক্রম করে তাহলেও তার ও তার দলের বিজয় হয়। গোল্লছুট খেলার সাথে বৌচি খেলার সাদৃশ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামে এখনও লোকক্রীড়ার কমবেশি প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদের জন্যে খেলাগুলো হচ্ছে—কানামাছি, বউচোর, বরফপানি, চোর পুলিশ, হেড-টেল (হেল-টেল), পুতুল খেলা, এক্কা-দুক্কা, মিমি, বউচি, কানামাছি, ডাকবন্দি, কাচ্ছি, ফুলুডন, একেরেতু দুয়েটা কান্টু, দড়িলাফ, মোরগযুদ্ধ, ঘুড়ি উড়ানো, মার্বেল খেলা, প্রভৃতি খেলা প্রচলিত রয়েছে। বড়দের খেলার মধ্যে রয়েছে—হা-ডু-ডু, লাঠিখেলা, ঘোড়া দৌড়া, মইদৌড়, বাঘবন্দি, ষোলগুটির খেলা ইত্যাদি। অবশ্য সব বয়সের মানুষই যেসব খেলা খেলে থাকে তা হলো—কুস্তি, বাঘবন্দি, লুডু ষোলগুটি খেলা ইত্যাদি।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোরঃ পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২১-২২

২. শাহ্ আলী, বয়স : ৩৫ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়া, উপজেলা : মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১১.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

৩. দুলাল, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণি, গ্রাম : পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়া, উপজেলা: মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১.২০১১ সময় : ১০.১০ মি.

৪. মুহম্মদ খালেক, বয়স : ৩৭ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়া, উপজেলা : মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১.২০১১ সময় : ১০.৩০ মি.

৫. আব্দুল মান্নান, বয়স : ৩২ বৎসর, শিক্ষা : এস.এস.সি, গ্রামঃ পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়া, উপজেলা : মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১.২০১১ সময় : ১১টা

৬. হুসেন আলী, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণি, গ্রামঃ পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়া, উপজেলা : মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

৭. আব্দুল কাদের, বয়স : ২৭ বৎসর, শিক্ষা : ১০ম শ্রেণি, গ্রামঃ পোড়াবাড়ি, নাওয়াপাড়া, উপজেলা : মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.১.২০১১ সময় : বিকাল ৫টা

৮. লুবনা ইয়াসমিন, লোকক্রীড়ার মিলনতীর্থ ও সামাজিক উপযোগিতা : ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী *হুমগুটি*, ব্রাত্য ডিসেম্বর ২০১০, লোকক্রীড়া সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫

৯. মোত্তালিব দরবারী, পিতা : ইউসুফ আলী মণ্ডল, মাতা : মালেকা খাতুন, জন্ম : ৫.১১.১৯৭৫, পেশা : চাকরি ও সাংবাদিকতা, গ্রাম : কুশমাইল (টেকিপাড়া), ইউনিয়ন : কুশমাইল, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.৩.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

১০. খায়রুল আলম, পিতা : লুৎফর রহমান, মাতা : রাহেমা রহমান, জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৮০, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : রসুলপুর, ইউনিয়ন : নান্দাইল, উপজেলা : নান্দাইল, ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০১.২০১২, সময় : সকাল ১০.১৫ মিনিট

১১. মীর গোলাম মোস্তফা, পিতা : হালিম উদ্দিন আহমেদ (মরহুম) মাতা : রিজিয়া খাতুন, জন্ম : ৫.০১.১৯৬৬, পেশা : সাংবাদিকতা, ১৭/এ বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিংহ, তারিখ : ৩.৪.২০১২, সময় : রাত ৯টা

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ

১. মিস্ত্রি/ছুতার

২. কলু

৩. তাঁতি

৪. জেলে

৫. কামার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
লোক পেশাজীবী গ্রুপ

ব্রহ্মপুত্রের কারণে ময়মনসিংহের জনজীবন দুই ধারায় ভাগ হওয়ার ফলে পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলেছে যথেষ্ট। শুধু ব্রহ্মপুত্র নয়, আরও অসংখ্য নদী ও বন-বনাঞ্চল, পাহাড়ি উঁচুভূমি দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে এ অঞ্চলের মানুষ। দীর্ঘদিন পরিবেশগত কারণেই এ অঞ্চলের মানুষ শিকার-জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। পরিবেশ অনুযায়ী কেউ বেছে নিয়েছে পশু-পাখি শিকার, কেউবা বেছে নিয়েছে মৎস্যশিকার। কারণ তখনও এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিজীবী হওয়ার জন্যে অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায় নি। বিশাল এলাকা জুড়ে বন ও জল থাকায় প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের অনেকেই যাযাবর জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কৃষিকাজে কিছুটা পিছিয়েই ছিল এ অঞ্চলের মানুষ। শিকারজীবীর পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের পেশা নির্ধারিত হয় অন্যান্য অঞ্চলের মতো বৃত্তিকে কেন্দ্র করে। ফলে কামার, কুমার, ঋষি, চামার, ছুতার, তন্তবায় প্রভৃতি কারিগর শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। রথের মেলা, অষ্টমী মেলাসহ বৈশাখী মেলায় ঐতিহ্যবাহী পেশার মানুষের তৈরি জিনিসপত্র সুলভে পাওয়ার সুযোগ ঘটে।

কৃষির প্রতি আগ্রহী হতে এ অঞ্চলের মানুষের সময় লেগেছিল যথেষ্ট। নদী যেমন এ অঞ্চলের মানুষকে মৎস্যজীবী করার অনুকূল পরিবেশ যুগিয়েছে, তেমনি নদীই এ অঞ্চলের জনসমাজকে কৃষির প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। নূরুল আনোয়ার যথার্থই বলেছেন যে, "নদী বহুল পলিমাটির বাংলাদেশে যে কৃষির প্রাধান্য ছিলো, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রাচীন বাংলার যৌথ সমাজে পশুপাখীর শিকার দ্বারাই খাদ্য আহরণ করা হতো। এ দেশের মানুষ কৃষি নির্ভর হয়েছিল নবপলীর যুগে। ...বাংলাদেশের সকল জাতির লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত ছিলো। ...প্রাক দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকরাই বাংলার প্রকৃত আদিবাসী। ওদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক। এই অষ্ট্রিক ভাষার মানুষই কৃষির জন্ম দিয়েছে। ...নদী বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলকে করেছে শস্য-শ্যামলা। একদিকে নদী যেমন ঐশ্বর্যশালী করেছে। অপরদিকে দীনহীনও করেছে। এই উত্থান পতনের মধ্যে বয়ে চলেছে বাঙলার অনন্তকালের জীবন আর কৃষিকাজ"।[১]

কৃষি ক্রমে নিজের প্রয়োজন ছাড়িয়ে অর্থনীতিতে ভূমিকা পালন করে। কৃষি থেকে উৎপন্ন কাঁচামাল হিসেবে পাট তন্তবায় বা তাঁতশিল্পীদের অর্থনৈতিক আয়ের অন্যতম উপায় হয়ে ওঠে। পেশাগত জীবনে তন্তবায়দের বিকাশ সাধিত হয়। শেখ আবদুল জলিল যথার্থই বলেছেন, "পূর্ব ময়মনসিংহে পাটবস্ত্র বা পাটের শাড়ী তৈরি হতো। ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পদ্মপুরাণে উল্লেখিত পাটের শাড়ী ছিল অত্যন্ত সৌখিন ও মূল্যবান। পল্লীসমাজে মেয়েদের বিয়ের শাড়ী বলতে বোঝাতো এই শাড়ী। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল) ময়মনসিংহের সর্বত্র এর প্রচলন ছিল। সে পাটের শাড়ি মসলিম বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পাট সূতোয় তৈরি হতো এবং তৈরি করতো অত্যন্ত দক্ষ তাঁত শিল্পীরাই"।[২]

www.pathagar.com

কৃষির উদ্ভবের ফলে ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী কামার বা কর্মকার শ্রেণির লৌহ নির্মিত জিনিসপত্রের চাহিদা বেড়ে যায়। লাঙলের ফাল তৈরির পাশাপাশি দা, কাস্তে, কোদাল, ছেনি বা নিড়ানি প্রভৃতি তৈরি হতে থাকে। পাশাপাশি তৈরি হয় লৌহনির্মাণের সরঞ্জাম, গাড়ির চাকার বেড়, গৃহস্থবাড়ি বা ঘরবাড়িতে ব্যবহৃত খুন্তি, কুড়াল, গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম। শিকারের হাতিয়ার তো ছিলই। ফলে কৃষকরা অর্থনীতিতে অগ্রসর ভূমিকা পালন করে।

কুমার বা পাল ময়মনসিংহের পেশাজীবীদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল, ঠুলি, হাঁড়ি, পাতিল, কলস, মালসা, সানকি, সরা, হুকার কালিকা প্রভৃতি তৈরি করে কুমাররা কেবল নিজেদের সংসারই চালাতেন না—অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। লোকজ সংস্কৃতিতে কুমারদের তৈরি জিনিসপত্র নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর এক্ষেত্রে কাঁচামাল হিসেবে মাটি অন্যতম সহায়ক।

ছুতার, ময়রা প্রভৃতি পেশাজীবীও পেশাগত পরিচয়কে নানান মাত্রায় বিকশিত করেছেন। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি পাওয়া যায়। বাঁশ-বেত দিয়ে ঘরবাড়ি জিনিসপত্র, কৃষি সরঞ্জাম ও কাপড় তৈরির চাকা বা চরকা, নানা উৎপাদন উপকরণ তৈরি থেকে একশ্রেণির পেশার সৃষ্টি হয়েছিল। যা আজও অব্যাহত আছে।

ডোম-চাঁড়াল এ ধরনের অন্তজ শ্রেণির মানুষ বাঁশ-বেত শিল্পের পেশার সাথে যুক্ত। গারো, হাজং, হদি প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরাও বাঁশ-বেতের শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। ধান উৎপাদনের সময় ডুলির খুবই প্রয়োজন। বাঁশের তৈরি ডুলি তাদের তৈরি। বেতের কুলা, ছোট বড় ঢাকি, ধামা, চাটাই, ধাড়ি, কাইত্যা, ঘরের বেড়া, ভেলকী, চালুন, পাখা প্রভৃতি এই পেশার মানুষেরা তৈরি করেন। ঘরে তৈরি করার জন্য একশ্রেণির পেশাজীবী এখনও রয়েছে যাদের ছাহরবন্দ বলা হয়। খুবই আকষর্ণীয় ও মজবুত করে ছাহরবন্দের কামলারা ঘর তৈরি করেন।

মিষ্টিজাত খাবার তৈরিকে কেন্দ্র করে প্রতিটি উপজেলাতেই ঘোষ সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। তারা বংশানুক্রমিক ভাবেই অন্যান্য পেশার মানুষের মতো ঐতিহ্যগত পেশাকে ধরে রেছেন। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ছাড়াও দুগ্ধজাত দই, ক্ষীর, ঘি, মাখন প্রভৃতি তৈরি করেন তারা। মুক্তাগাছার মণ্ডা তো এখনও পৃথিবীবিখ্যাত মিষ্টান্ন।

এছাড়াও ময়রা বা মোদক উপাধিধারীরাও মিষ্টান্নশিল্পের সাথে যুক্ত। তারাও গুড়, চিনি, ময়দা দিয়ে তৈরি করেন বাতাসা, খাজা, গজা, জিলাপি, খোরমা, ছবি, গুড়ের বা চিনির সাজ-যেমন হাতি, ঘোড়া, মন্দির, মিনার প্রভৃতি। ক্রমে এ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এ অঞ্চলের পেশাগত জীবনে পরিবর্তন লক্ষণীয়।

১. মিস্ত্রি/ছুতার

কাঠ ছেনে যাঁরা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করেন তাঁরাই ছুতার। ছুতারদের সূত্রধরও বলা হয়। এই পেশায় আগের মতো লোক তেমন পাওয়া যায় না। আবার অনেকে যাঁরা আছেন তাঁরাও অধিকাংশ আধুনিক কারুকাজময় আসবাবপত্র তৈরি করছেন। কৃষকদের হালচাষের প্রধান যন্ত্র লাঙল ছুতাররাই কাঠ দিয়ে তৈরি করতেন। এছাড়া মই, জোয়াল প্রভৃতিও তৈরি করতেন।

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জের ধামদীর মিস্ত্রীপাড়ায় কাঠের কাজে রত দুইজন বিশ্বশর্মা

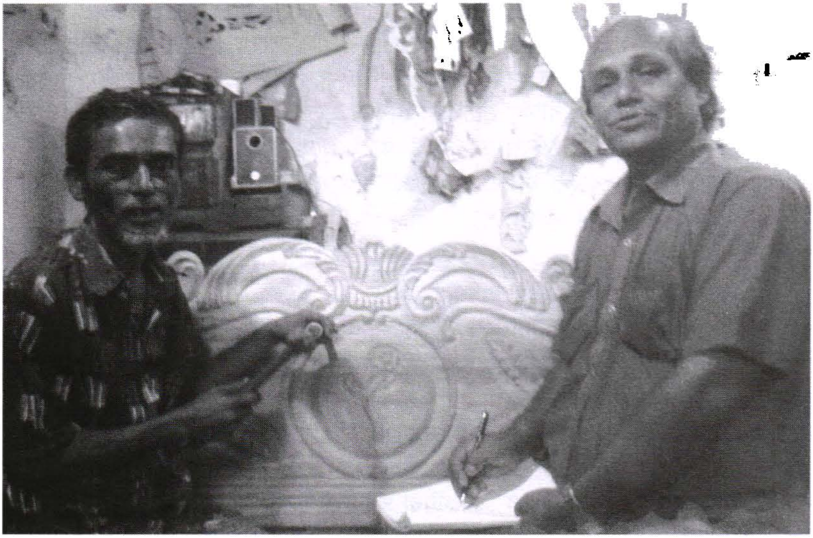

ময়মনসিংহ সদরে কাঠমিস্ত্রির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সংগ্রাহক আজহার সরকার

www.pathagar.com

এখন আধুনিক কলের লাঙল তৈরি হওয়ায় কাঠের লাঙলের চাহিদা কমে এসেছে। আগের দিনে প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে ছিল ঢেঁকিঘর। ধান ভানার জন্যে ঢেঁকিও ছুতার তৈরি করেন। ধান ভাঙার যন্ত্র এখন বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে যান এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা। ফলে ঢেঁকিরও প্রচলন কমে আসছে। আর এ কারণেই দেখা যায় ছুতার পেশার শিল্পী যাঁরা, তাঁদেরও অবলুপ্তি ঘটেছে অনেক এলাকায়। আগেকার দিনে প্রায় গ্রামেই একটি ছুতার বাড়ি পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর প্রায় গ্রামেই তাঁদের বসতি নেই।

ছুতাররা নৌকাও তৈরি করে থাকেন। আগের দিনে বাহন ছিল নৌকা আর পালকি। তবে নৌকাই ছিল প্রধান বাহন। এর কারণও ছিল। আগের দিনে প্রচুর নদী ছিল, যা এখন শুকিয়ে গেছে। প্রায় সারা বছরই নদীতে পানি থাকতো। নদীপথেই যাতায়াত হতো। ফলে বাহন হিসেবে নৌকার কদর ছিল। ছুতাররাই নৌকা তৈরি করতেন। তবে এখনও কোনো কোনো এলাকায় নৌকা তৈরি করছেন ছুতাররা। কিন্তু প্রায় গ্রামেই বা প্রায় প্রতিটি ছুতার বাড়িতেই যে নৌকা তৈরি হচ্ছে এমন নয়। নদীপথের সাথে সরাসরি যে ছুতার বাড়ির যোগাযোগ রয়েছে সে বাড়িতেই কেবল নৌকা বানানো সম্ভব। কেননা নৌকা তৈরি হয়ে গেলে পানিপথেই তা বিক্রির জন্যে বাজারে নিতে হয়। বা পাইকারিভাবে লোকেরা কিনে নিয়ে যায়। নৌকা তৈরির পেশা আবহমান বাংলায় ঐতিহ্যবাহী পেশা। এখনও নদীপ্রধান এলাকায় নদীর পাড় ঘেঁষে নৌকাকারদের রয়েছে বসবাস। নৌকা তৈরির পর নদীপথেই বিভিন্ন স্থানে নৌকার চাহিদা মিটিয়ে থাকেন তাঁরা। বাংলাদেশে বিভিন্ন আকৃতি ও নকশার নৌকার ব্যবহার ছিল। এখনও আছে। তবে নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে বাহন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের নৌকার ব্যবহার কমে আসছে বলা যায়। এখনও বেদের বহরের জন্যে, কিংবা পারাপারের জন্যে, পাট বহনের জন্যে, মাছ ধরার জন্যে, বাইচ খেলার জন্যে বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশে।

ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও ছুতারদের বাস রয়েছে। কলের লাঙলের প্রচলন হওয়ায় কাঠের লাঙল-জোয়াল তেমন আর তৈরি করেন না ছুতাররা। প্লাস্টিকের বসার চেয়ার, টেবিল, টুল, পিঁড়ি, র‍্যাক, ওয়ারড্রব, দরজা প্রভৃতি তৈরি হওয়ার ফলে ছুতারদের কর্মময় জীবনে এসেছে বিবর্তন। তারপরও কাঠ থেকে তৈরি করছেন বিভিন্ন ব্যবহার উপযোগী জিনিসপত্র। খড়ের ঘরের প্রচলন কমে আসায় বাড়ছে টিনের ঘরের ব্যবহার। টিনের ঘর তৈরিতে ছুতাররা আগে থেকেই পারদর্শী।

২. কলু

কলু বা তৈলকারের হাতে ঘানিগাছে তৈরি সরিষার তেল কুটির শিল্পের সম্ভাবনাময় শিল্প। ঘানিগাছ নিজেরা বা গরুর চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে সরষে, তিল প্রভৃতি পিষে যাঁরা তেল বের করেন তাঁদেরকেই বলা হয় কলু বা তেলি বা তৈলকার। এ কাজের জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দুইজন মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে গরুর বদলে মানুষ ঘানি টানে। টাকার অভাবে গরু কিনতে না পারলেই কেবল মানুষ ঘানি টানে। চোখ বাঁধা অবস্থায় গরু দীর্ঘসময় ঘানি টানতে পারে। একটানা খাটুনির ফলেই ঘানি টানার গরুকে কলুর বলদ বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

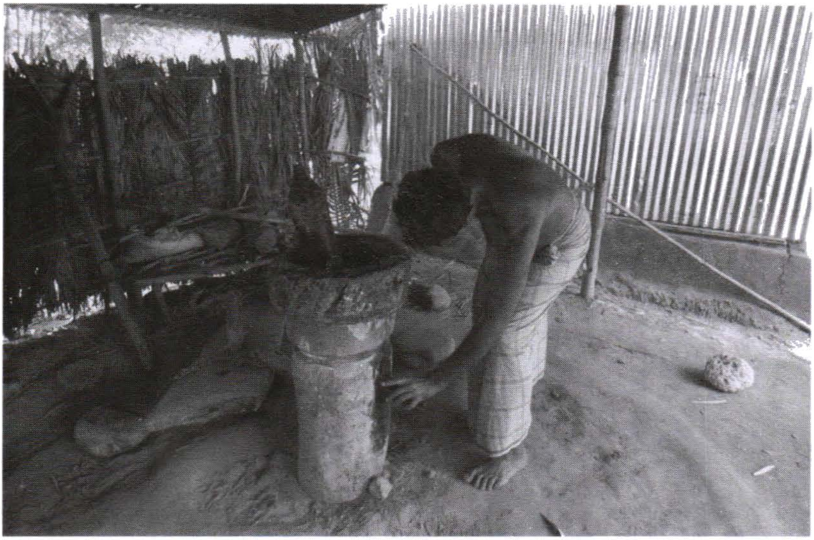

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে সরিষা ভাঙানোর জন্য ঘানি প্রস্তুত করছেন একজন কলু

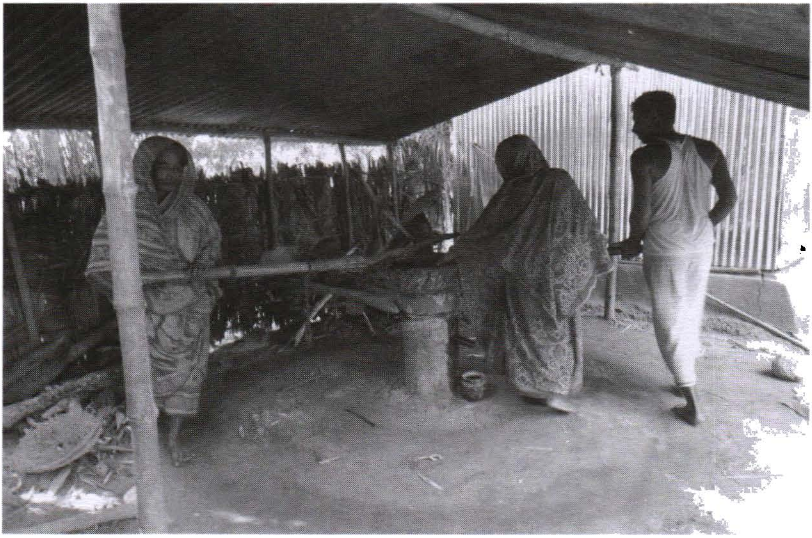

ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে যাঁদের গরু কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁরা নিজেরাই ঘানি টানছেন

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জ অঞ্চলে গরুর চোখ বাঁধা অবস্থায় ঘানি টানার পাশে প্রধান সমন্বয়কারী ড. আমিনুর রহমান সুলতান

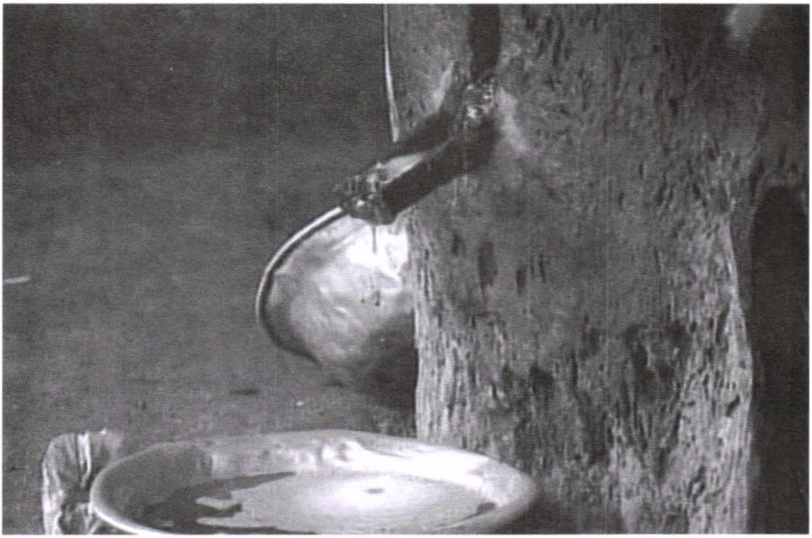

ঘানি থেকে সরিষা তেল তৈরি হয়ে পাত্রে জমা হয়

www.pathagar.com

বর্তমানে ঘানিতে তেল বের করার অন্যতম উপাদান হচ্ছে সরিষা। সরিষা ভেঙে ভেঙে পিষে পিষে তা থেকে যে তেল বের হয় তার পরিমাণ খুবই কম। তেল বের করার পর তেলি বা কলুরা হাট বাজারে বা বড় মহাজনদের দোকানে তেল বিক্রি করেন। আগের দিনে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে তেল বিক্রি করতে যেতেন কলুরা। এখন আর তেমন তেলিকে পাওয়া যায় না যাঁরা বাড়ি বাড়ি তেল ফেরি করে বেড়ান। পাওয়া গেলেও সংখ্যায় খুব কম।

ঐতিহ্য-নির্ভর এই পেশাজীবী মানুষ শুরু থেকেই সামাজিক বৈষম্যে বেড়ে উঠেছে। ফলে সামাজিকভাবে মর্যাদা তাদের আগে থেকেই ছিল না পেশাগত কারণে, আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল না ছোট-খাটো শিল্পের আওতায় শ্রম দেয়ার ফলে। এই পেশার মানুষেরা শুধু সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে পশ্চাৎপদ নন, এখনও পশ্চাৎপদ রয়েছেন তাঁদের পেশার ক্ষেত্রে। অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী তাঁদের। ফলে গরুর বদলে নিজেরাই ঘানি টানেন, কখনো নিজেদের স্ত্রীদের দিয়ে কখনো বা সন্তানদের দিয়ে ঘানি টানান।

কলুদের তেল তৈরির জন্যে মূল উপাদান যে সরিষা ও তিল তাও চাষের জন্যে নেই প্রয়োজনমতো চাষযোগ্য জমি। সরিষাও তাদের কিনে নিতে হয় অনেক সময় চড়া মূল্যে। যৎসামান্য সরিষা তাঁরা ভাগে পান—যখন গৃহস্থঘরে সরিষা ভাঙিয়ে তেল করে নেন তখন। কলুরা খাঁটি সরিষার তেল তৈরি ছাড়াও তাঁদের ঘানিতে তৈরি করেন খৈল। খৈল আমাদের ফসলি জমির উৎকৃষ্ট সার। একসময় ছিল চাষিরা গোবর, ছাই-এসবের পাশাপাশি কেবল খৈল ব্যবহার করতো সার হিসেবে। খৈল গরু, মহিষ এবং মাছের খাবার হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য। কৃত্রিম যে সার মিল কারখানায় তৈরি হচ্ছে তার চাইতে নাকি অনেক গুণে গুণান্বিত হচ্ছে খৈল সার। কৃত্রিম উপায়ে যে সার তৈরি হচ্ছে তার রয়েছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খৈল সারের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কৃত্রিম উপায়ে তেল তৈরিতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় কিন্তু ঘানির খাঁটি সরিষার তেলে নেই কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই শিল্পে এখনো যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের ফলে তৈলজীবীরা অধিকাংশ স্থানে অবলুপ্তির পথে। তবে এখনো ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে কলু বা তেলিদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

৩. তাঁতি

যাঁরা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, তবন মশারি প্রভৃতি হাতে চালিত যন্ত্রে তৈরি করেন তাঁদেরকে তাঁতি বলা হয়। আদিম যুগের মানুষেরা বনে জঙ্গলে বাস করতো। গাছ-গাছালির লতা-পাতা, পশুর চামড়া, পাখির পালক দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করতো। কালক্রমে কৃষিযুগের সূচনা হয়। আর এ সময় থেকেই মানুষ কাপড় পরতে শেখে। পোশাক মানুষকে সভ্য করে তোলে। পোশাকের এই সভ্যতা সৃষ্টিতে তাঁতিদের ভূমিকা অনন্য। খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই বঙ্গদেশে বয়নশিল্পের সমৃদ্ধি ছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের তাঁত রয়েছে। যেমন—জামদানি তাঁত, রেশমি তাঁত, মণিপুরী তাঁত, রেশম তাঁত প্রভৃতি। তাঁতের রকমফেরের কারণে তাঁতীদের কাজের মধ্যেও রয়েছে রকমফের।

www.pathagar.com

মুক্তাগাছা অঞ্চলে চরকায় সুতা কাটছেন একজন তাঁতি

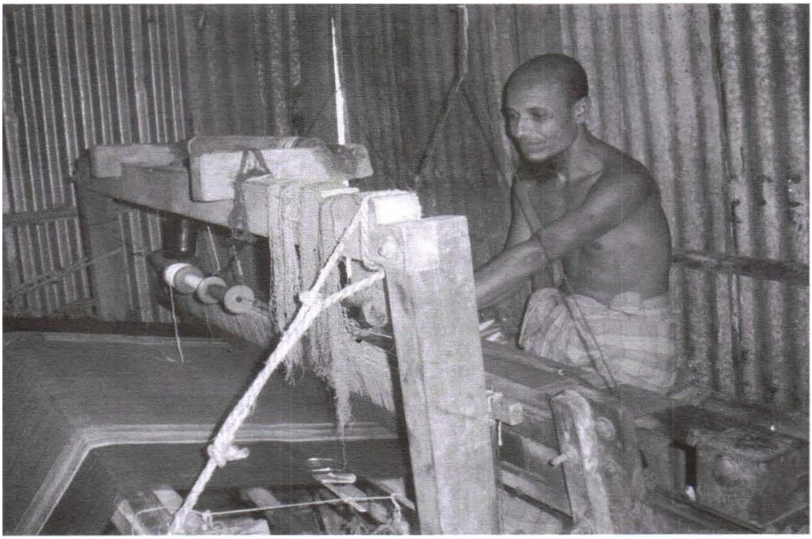

মুক্তাগাছা অঞ্চলে তাঁতে কাপড় বুনছেন একজন তাঁতি

www.pathagar.com

বাংলার মসলিন একদা সারা বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছিল। প্রাচীন বাংলার ঘরে ঘরে চরকার সাহায্যে সুতা কাটা হতো। কাজটি ছিল প্রধানত মেয়েদের। তাঁত চালাতো পুরুষেরা। এখনও এই ধারাই চলে আসছে।

বাংলাদেশের মসলিন সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিল বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন পর্যটক এবং ঐতিহাসিক মসলিন উৎপাদনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। কারণ মসলিন এতই সূক্ষ্ম ও নান্দনিক ছিল যে শতাধিক গজ কাপড় জড়ালেও ঢাকা পড়তো না মাথার চুল, কিংবা সুদীর্ঘ একটি মসলিন কাপড়কে খুব সহজেই মুঠোর মধ্যে রাখা যেতো। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা এদেশের মসলিন তৈরির কারিগরদের ওপর নির্যাতন চালায়—যাতে মসলিন তৈরি না হয়। এই কাজটি করেছিল তাঁরা—তাঁদের দেশীয় পণ্য এদেশে বিক্রির লোভে। কিন্তু মসলিনের বিকল্প হিসেবে জামদানি উৎপাদনে এগিয়ে আসেন এ দেশের তাঁত শিল্পীরা।

বাংলাদেশের তাঁতিদের তৈরি জামদানি এখন সবার কাছে সমাদৃত। একটি ঘরে এক বা একাধিক তাঁত স্থাপন করে কয়েকটি বাঁশ বা কাঠের খণ্ড দিয়ে তৈরি সাধারণ তাঁতে জামদানি তৈরি হয়। জামদানি তৈরিতেই চরকার সাহায্যে প্রথমে সুতা কাটতে হয়। চরকার সাহায্যে সুতা কাটার পর্যায় পর্যন্ত কাজটি মূলত করে কোমল হাতের নারীরা। নারী পুরুষের মমতা মাখানো হাতের পরিশ্রমে সৃষ্টি হয় জামদানি।

তবুও আমাদের ঐতিহ্যবাহী পেশার শিল্পীদের মধ্যে তাঁতিরাও বিলুপ্তির পথে। অনেক জায়গায় আর চরকা কাটার দৃশ্য চোখে পড়ে না। তাঁতের আতাঁত, সাতাঁত এই ধরনের শব্দের ছন্দধ্বনি আর শোনা যায় না। আধুনিক বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রে তৈরি হচ্ছে অধিকাংশ ব্যবহারযোগ্য কাপড়-চোপড়।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও ফুলবাড়িয়ায় তবুও তাঁতিরা এখনও টিকে আছেন।

৪. জেলে

শুরু থেকেই সামাজিক বৈষম্যে বেড়ে ওঠা এই জেলে বা কৈবর্ত বা নিকারি সমাজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জীবন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বেড়ে উঠছে। তাদেরও ঘটছে জীবন পদ্ধতির পালাবদল এই জেলে সমাজের কেউ কেউ মাছ ধরে সমুদ্রবক্ষে, কেউ-বা বড় বড় নদীতে কেউ-বা শাখা নদীতে, খাল-বিল হাওরগুলোতে।

শাখা নদীগুলোতে এখনও কোনো কোনো এলাকার বা অধিকাংশ এলাকায় জেলেরা তাঁদের পাড়া থেকে সারিবদ্ধভাবে মাছ ধরতে যান, কাঁধে থাকে ভার, আর সে ভারে থাকে ছোট্ট বাঁশের টুপরি, আর মাছ ধরার জন্যে জাল। কারো কারো কাঁধে থাকে শুধুই জাল আর খলুই। কেউ কেউ বা ঘর থেকেই জাল খলুই কাঁধে নিয়ে ছুটেন নদীর বুকে। আর অনেকেই বড় বড় জাল, যাকে টানা জাল বলে অভিহিত করা হয়, সেই সব টানা জাল গুছিয়ে নিয়ে একসাথে তিন চারজন মিলিত ভাবে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েন নদীর বুকে কিংবা কোনো গৃহস্থবাড়ির বা মৎস্যচাষির কোনো পুকুরে।

www.pathagar.com

জেলেরা একসাথে যেমন বেরিয়ে আসেন মাছ ধরার লক্ষ্যে, তেমনি কখনও কখনও জেলেরা মিলিত ভাবেই একই সঙ্গে জাল ফেলেন। একই সঙ্গে জাল ফেলার দৃশ্য কেবল সৌন্দর্যই সৃষ্টি করে না, জেলেদের মাছধরার ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মাছ কোথায়? একসময়ের মাছে ভাতে বাঙালি এই প্রবাদটি যেনো উঠেই যাচ্ছে। সাথে সাথে অধিকাংশ এলাকায় হারিয়ে যাচ্ছে জেলে সমাজের ঐতিহ্য।

আগেকার দিনে শাখা নদীগুলোতেও জেলেরা নৌকায় চড়ে মাছ ধরতো। বর্তমানে নদীর নাব্যতার কারণে, জেলেদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাবের কারণে জেলেদের নৌকা ব্যবহার প্রায় কমেই আসছে বলা যায়। যেখানে শাখা-নদীগুলোতে প্রচুর নৌকার সাহায্যে একসময় জেলেরা মহানন্দে মাছ ধরতো নদীর বুকে, সেখানে নৌকার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কলাগাছের ভেলা। নৌকার পরিবর্তে ভেলাই প্রাধান্য পাচ্ছে জেলেদের মাছ ধরার উপকরণ হিসেবে।

শাখা নদীতে মাছ ধরে যে সব জেলেরা জীবন ও সংসার পরিচালনা করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মাছ ধরার পাশাপাশি মাছকে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি মাছে রূপান্তর করে জীবন নির্বাহ করছেন। রোদে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করা ছাড়াও আরেকটি প্রক্রিয়া রয়েছে শুঁটকি তৈরিতে। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয়ে থাকে চেপা-শুঁটকি। চেপা-শুঁটকি তৈরিতে প্রথমে মাটির তৈরি বড় বড় মটকা পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া হয় এবং ধোয়ার পর রোদে শুকিয়ে মাছের তেল দিয়ে মটকার ভিতরে ঢালা হয়। পরিশেষে মটকাগুলোতে শুঁটকি রেখে মটকাটিকে মাটির গর্তে কয়েক মাস রেখে দেয়া হয়।

মাছ ধরার জাল বুননের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে অনেকের। কিন্তু অধিকাংশ জেলে পরিবারের নিজস্ব পুঁজি নেই বলে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা সংগ্রহ করে জাল বুনতে হয়। ফলে জাল তৈরি করে বিক্রির পর যে টাকা ঘরে আসে তা পরিশ্রমের তুলনায় খুবই নগন্য বলা যায়। তাই জেলেদের গৃহিণীরা যাতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে মাছ ধরার জাল তৈরির মধ্যদিয়ে তাঁদের প্রকৃত বা ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্ত হয়ে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পারেন, এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন।

শাখা নদীগুলোতে মাছ ধরার উপায় হিসেবে যাঁরা বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন বর্তমানে তাঁরা অধিকাংশ এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাঁদের মাঝে অর্থনৈতিক অভাব যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পরিবেশ সচেতনার অভাব। জেলেদের বাড়িঘরগুলোর প্রতি তাকালে তাঁদের পরিবেশ যে আধুনিক জীবনযাপনের পক্ষে ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার যথেষ্ট অন্তরায় তা সহজেই ধরা পড়ে। জেলেদের পরিবেশ সচেতন করে গড়ে তোলার জন্যে আমাদের সামাজিক ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসার দায় রয়েছে যথেষ্ট। পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি রয়েছে তাদের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত রূপে গড়ে তোলারও দায়।

বাংলাদেশের নদীগুলোর দিকে তাকালেই জেলেদের জীবন ও জীবিকার চিত্রও আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেমন করে কাটছে তাঁদের দিন,

www.pathagar.com

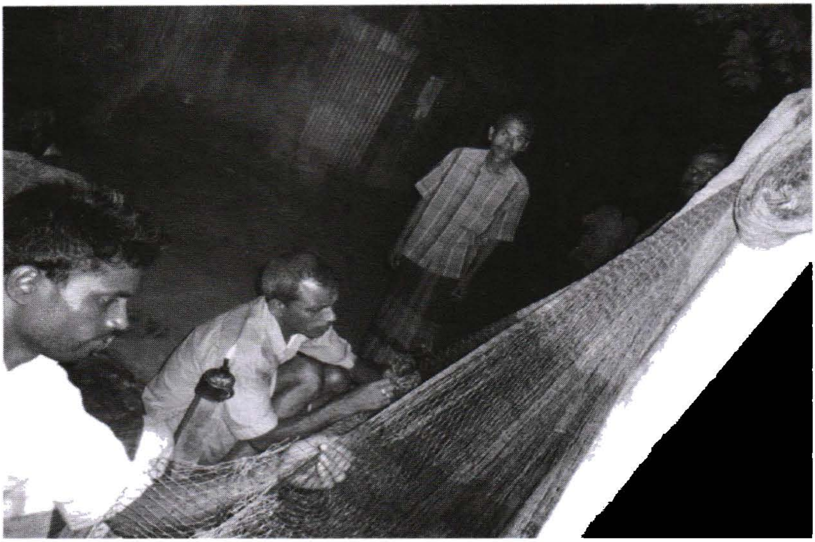

ঈশ্বরগঞ্জের জেলেপাড়ায় কুপি জ্বালিয়ে ঝাঁপি জাল তৈরি করছেন দুইজন জেলে

জেলেদের নিজেদের তৈরি চেঁপা নিজেরাই ঈশ্বরগঞ্জ বাজারে বিক্রি করছেন

www.pathagar.com

মুহূর্তগুলো। আগের দিনে নদীগুলো বর্ষা মৌসুম ছাড়াও ভরাট থাকতো দীর্ঘদিন—কিন্তু বর্তমানে শাখা নদীগুলো নাব্যতা হারিয়ে ফেলায় নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে বর্ষার মৌসুমে শেষ হতে না হতেই। ফলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে জেলেদের জীবন কাটছে সংকটের মধ্যদিয়ে। শিক্ষা ও পরিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই জেলেরা পিছিয়ে রয়েছে।

আজকাল বাংলায় আর অথৈ পানি হয় না। প্রচুর মাছও পাওয়া যায় না। মাছে-ভাতে বাঙালি এ প্রবাদ মানুষ ভুলতে বসেছে। তাই জেলেদের পেশাও হারিয়ে যেতে বসেছে। অবশ্য বর্তমানে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চলছে মৎস্য চাষ। এই মৎস্য চাষে এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ। ফলে বর্তমানে মৎস্য চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে—মাছও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে এগিয়ে আসার মতো অনুকূল পরিবেশ নেই জেলেদের।

জেলেদের যদি মৎস্য চাষ উপযোগী জায়গা প্রদান করে বিভিন্ন পর্যায়ে সহজ শর্তে যে সব ঋণ রয়েছে সে ঋণ প্রদানের অংশী করা যায় তাহালে এই ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবীদের টিকিয়ে রাখা সম্ভব। সম্ভব তাঁদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৫. কামার

ময়মনসিংহের অধিকাংশ গ্রামে কামার পাড়া পাওয়া যেতো। বর্তমানে কামার পাড়া কমে আসছে বলা যায়। আগের মতো কামার বাড়ির টুংটাং আর হাতুড়ি পেটার শব্দ কানে আসে না। অথচ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে হাঁটলে আগে কামার পাড়ার টুংটাং শব্দ আমাদের কানে বাজতো ছন্দময় গতিতে।

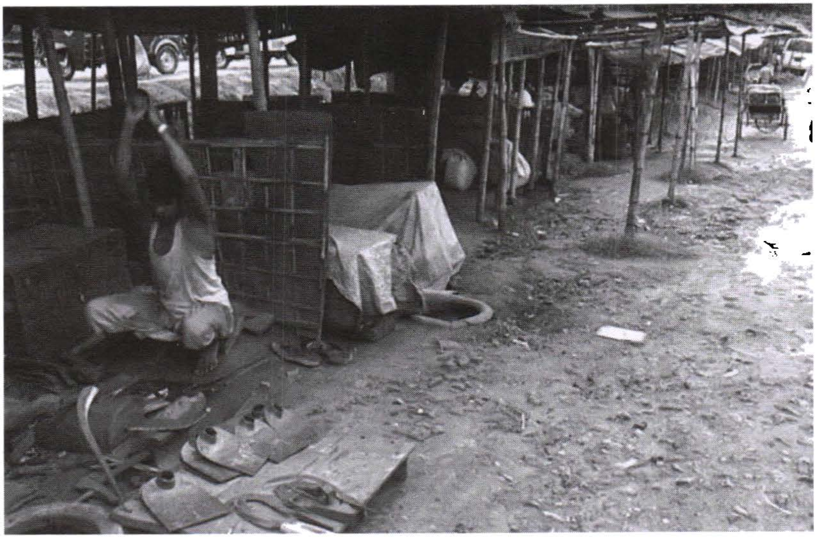

ঈশ্বরগঞ্জের কামারপাড়া

www.pathagar.com

তাই বলা যায় দু'এক গ্রাম বাদেই কামারদের বসবাস ছিল। কামাররা এখনও আগের মতোই একই পাড়ায় সংঘবদ্ধভাবে বাস করেন। কাজ করেন তারা এখনও সারিবদ্ধভাবে। কামাররা লোহাকে প্রথমে আগুনে তাতান। তারপর তাতানো লোহাকে পিটিয়ে নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করেন। লোহা প্রচণ্ড গরম হলে তারপর লোহাকে পানিতে ভিজিয়ে আগুনে পুড়িয়ে লাল করা হয়।

লোহাকে পোড়ানোর জন্যে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কাঠ কয়লা।

গৃহস্থ বাড়ি ঘুরে ঘুরে কামাররা কাঠ কয়লা সংগ্রহ করেন। গৃহস্থ বাড়ির ঝি-বউরা কাঠ কয়লা সংগ্রহ করে রাখেন চুলা থেকে। কেরোসিন কিংবা সরিষা তেল বিক্রির জন্যে আগে টিনের পাত্র পাওয়া যেতো। এখনকার মতো কনটেইনার ছিল না। প্রতি টিন কয়লা এখনো দশ/বার টাকা দরে কিনে থাকেন তারা।

ফুলবাড়িয়ার কামারপাড়ায় কর্মরত কামারদ্বয়

কয়লা এবং লোহার পাশাপাশি কামারদের প্রয়োজন হয় চুলা। চুলাতে বাতাস পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রয়োজন মাটির তৈরি চোঙ। চোঙের ভেতর দিয়ে বাতাস পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন চামড়ার তৈরি হাপর, হাপরে বাতাস সৃষ্টির জন্যে পায়ের সাথে সংযুক্ত দড়ি-সংলগ্ন একটি বাঁশের কাঠি। হাপর টানা দেখার সময় খুব মজা পাওয়া যায়। কামারশালায় কয়েকজন কর্মকারের প্রয়োজন হয়। রান্না ঘরে তরিতরকারি, মাছ, মাংস প্রভৃতি কাটার জন্যে প্রয়োজন দা, চাষীদের ধানকাটার জন্যে প্রয়োজন কাস্তে, নিড়ানির

www.pathagar.com

জন্যে প্রয়োজন ছেনা, চাষের জন্যে লাঙ্গলের ফাল, কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার প্রয়োজন কুড়াল—এসব কামাররাই তৈরি করে থাকেন।

এছাড়াও বৃক্ষরোপণ করার জন্যে খুন্তি, শাবল, মাটি কাটার জন্যে কোদাল, বর্ষার মৌসুমে মাছ ধরার জন্যে কোঁচ, জুইতা প্রভৃতিও কামাররা তৈরি করেন।

গাড়িয়াল ভাইয়ের গরুর গাড়ির চাকার উপরে চাকার বডিও কামাররা তৈরি করেন।

নিত্য নতুন জিনিসপত্র তৈরিতে কামাররা পিছিয়ে নেই। এখনো কামার বাড়িতে বা কামার পাড়ায় লোহা পেটানোর শব্দ আমাদের কানে আসে।

তথ্যনির্দেশ

১. নূরুল আনোয়ার, ময়মনসিংহের কৃষি ব্যবস্থা, 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা প্রশাসন, ময়ময়নসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ৩

২. শেখ আবদুল জলিল, ময়মনসিংহের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা', জেলা প্রশাসন, ময়ময়নসিংহ, ১৯৮৭, পৃ. ১৬

www.pathagar.com

নবম অধ্যায় : লোক চিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

১. ঈশ্বরগঞ্জের কলতার ঝাড়া

২. মুক্তাগাছার সাপে কাটার ঝাড়া

৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা

খ. তন্ত্রমন্ত্র

১. ওঝার ঝাড়ার তন্ত্রমন্ত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়
লোক চিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা যখন হয় নি, তখনও গ্রামে সাধারণ নিরক্ষর মানুষ বিভিন্ন রোগ, জ্বরা, ব্যাধি থেকে সুস্থভাবে বাঁচার জন্যে নানা প্রকার গাছ-গাছালির রস, শিকড় প্রভৃতিসহ ঝাড়ফুঁক, তুকতাক তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, তাকে আমরা লোকচিকিৎসা হিসেবে অভিহিত করতে পারি। গাছ-গাছড়া ও তুকতাক ছাড়াও নানা রকম 'জাদু ঔষধের ব্যবহার' ও রোগীকে ঘিরে নাচ, গানের ব্যবস্থা লোকচিকিৎসার অন্যতম উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। এ চিকিৎসা লোকপরম্পরায় ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো পরিলক্ষিত।

১. ঈশ্বরগঞ্জের কলতার ঝাড়া

কলতার বাতাস ও কলতার ঝাড়া

গ্রামাঞ্চলে কারো হাত, মুখ, পা প্রভৃতি কোনো রোগের কারণে অবশ বা বেঁকে গেলে সাধারণ মানুষের ধারণা খারাপ বাতাস লাগার কারণে এ রকম হয়েছে। লোকবিশ্বাস এই খারাপ বাতাস হচ্ছে কলতার বাতাস। ময়মনসিংহের গফরগাঁও এবং আরও দু'এক জায়গায় কলতাকে বলা হয় অর্ধঙ্গা। তাই এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে কলতার ঝাড়া দেওয়া হলে রোগী ভালো হয়ে যায়—এই ধরনের বিশ্বাসও বহুদিনের। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে কলতার ঝাড়াকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির পেশাজীবী গড়ে উঠেছে। গান-বাজনার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে কলতার বাতাসলাগা রোগীদের কবিরাজি চিকিৎসা দেওয়া হয়।[১]

লোকচিকিৎসক দল পরিচিতি

এই দলে একজন থাকেন দলনেতা। যাকে পালাকার বা বয়াতি বা মূল কবিরাজ বা ওস্তাদ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া দলে থাকে একাধিক দোহার বা পাইল। দোহারদের হাতে থাকে হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল, করতাল, চটি প্রভৃতি লোকবাদ্য।

রোগী সুস্থ হবে কিনা প্রাথমিক পরীক্ষা

কোথাও কোথাও রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা এ ব্যাপারে কবিরাজ বা ওস্তাদ একটি প্রাথমিক পরীক্ষা করে নেন। পানিভর্তি গ্লাস ডান হাতে নিয়ে একটি কৌণিক অবস্থানে রেখে ঢিল দেওয়া হয়, গ্লাসটি যদি মাটিতে পড়ে ভেঙে যায় তাহলে ধরে নেয়া হয়

www.pathagar.com

রোগী আর সুস্থ হয়ে উঠবে না। আর গ্লাসের তলা যদি মাটি স্পর্শ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ধরে নেয়া হয় রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়।

রোগীর আসন

বাড়ির উঠোনে বা আঙিনায় একটি চেয়ারে বা জলচকিতে রোগীকে বসানো হয়।

আসনের উপকরণ

রোগীর সামনে থাকে কুলা। কুলার মধ্যে রাখা হয় পাঁচটি ডিম, পাঁচটি সবরি কলা, পাঁচ ছটাক চিনি, পাঁচটি পান, পাঁচ পোয়া চাউল, পাঁচ গজ সালু কাপড়, পাঁচটি মোম, আগরবাতি, গোলাপজল, আতর, কামসিন্দুর, এক সের কাঁচা দুধ, পাঁচ জাতের পঁচিশটি রক্তজবা ফুল, সাতটি কাচের গ্লাস ও ঝাড়ু (হাছুন)। এক্ষেত্রে একটি উপকরণ না থাকলে চলবে না। তা হচ্ছে হাছুন বা ঝাড়ু। কেননা মাঝে মধ্যে এই হাছুনের মাধ্যমে রোগীর শরীরে আঘাত করে করে ঝাড়া হয়।

চিকিৎসার উপকরণ

চিকিৎসার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপ :

খাঁটি সরিষার তেল, সাণ্ডার তেল, সাপের তেল, শিশুর তেল, বেজির তেল, বাঘের তেল, তেল জাতীয় বাত রাক্ষুসী, মোহামাজ নামের এক ধরনের ঔষধ, রসুন, তারপিন, নিশাতল প্রভৃতিসহ বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছড়ার শিকড়, পাতা ও ছালের রস।

বয়াতি ও পাইলদের অবস্থান

রোগীর সামনে আসনের উপকরণের কিছুটা দূরে দাঁড়ানো থাকে বয়াতি। বয়াতির পেছনে থাকে বাদ্যযন্ত্রসহ কয়েকজন পাইল বা দোহার।

চিকিৎসায় ব্যবহৃত পালা

কলতার ঝাড়ায় মূলত পদ্মপুরাণের পালা পরিবেশন হয়ে থাকে। পালা শুরুর আগেই আগরবাতি ও মোম জ্বালানো হয়। আর ছিটানো হয় গোলাপ জল। পালার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে বন্দনা গাওয়া হয়। বন্দনাটি ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিস্‌সা পালাগুলিতেও ব্যবহৃত হয়। বন্দনাটি নিম্নরূপ :

বন্দনা গান

আগরবাতি মোমবাতি গোলাপ জল ছিটাইয়া
কেল্লা বাবার পাক রওজাতে দিলাম বাতি ধরায়া
ওস্তাদ আমার ল্যাংটা গারো সুসম দুর্গাপুর বাড়ি
তাহারও চরণে আমার হাজার সালাম জানাই।

www.pathagar.com

নবি আতাব নবি মাতাব নবি বেহেস্‌তের ফুল
বেহেস্‌তের দরজায় লেখা আছে মোহাম্মদ রসুল

পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর ।
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত
যে জায়গায় সাজাইছে মালেক মৌলামের পাথর ।
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা পুরস্থান
যে জায়গায় সাজাইছে মালেক কিতাব আর কুরআন
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীর নদী সাগর
যে সাগরে বাইত ডিঙ্গা চাঁন্দু সদাগর ।
চারকোণা পৃথিবী বাইন্দা মন করলাম থির
তীরর আগায় তুইলা লইলাম আশি হাজার পির ।

বন্দনা শেষ করে পদ্মপুরাণের জন্ম-বৃত্তান্ত কথা ও গানের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয় । পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপুরাণের কাহিনিও সমাপ্ত হয় ।

রোগীর গায়ে মালিশ ও ছেঁকা

রোগীকে চিকিৎসার উপকরণ দিয়ে মালিশ করার জন্য দুইজন লোক রাখা হয় । আর ওস্তাদ মাঝে মধ্যে ছেঁকা দেন । ছেঁকা দেওয়ারও রয়েছে অভিনব পদ্ধতি । হাপরের সাহায্যে তৈরি কয়লার আগুনে একটি কোদাল লাল টকটকে অবস্থায় গরম করে তেল মাখা হাতের অথবা পায়ের তালু কোদালে রেখে সেই গরম হওয়া হাত বা পায়ের তালুর তাপ রোগীর অবশ অংশে ছেঁকা দেওয়া হয় । এ কাজটি দক্ষতার সাথে মূলত বয়াতি বা কবিরাজ বা ওস্তাদ করে থাকেন । লাল টকটকে উত্তপ্ত কোদালে হাত বা পায়ের তালু রাখার সময় মুহূর্তের জন্যে কোদল ও তালুর মাঝখানে আগুন তৈরি হয়ে যায় । এটা একটা জাদুকরী বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । এসময় উপস্থিত সকলে খুবই আনন্দ উপভোগ করে ।

রোগী ঝাড়ার গান

মালিশ ও পালার মাঝে মাঝেই কলতার বিষ রোগীর শরীর থেকে সরানোর জন্যে গান গাওয়া হয় । কয়েকটি গান নিম্নরূপ :

১.
আমি তরে ঝাড়ি না রে
পদ্মায় তরে ঝাড়ে
পদ্মায় তরে ঝাড়ে না রে
তার মার লাঙ্গে ঝাড়ে ।

www.pathagar.com

২.
লড়ে লক্ষ লড়ে কিন্তু
মার মার মার কিন্তু
চিপা মাইরা ধরে
হাংকির মইধ্যে থুইয়্যা পানি
দইয়্যা দইয়্যা চুদে ।

৩.
হারামজাদি চুতমারানি
কি বা কাম করে
হারামজাদি চুতমারানি
দুয়ার পাতারে ফুতে
কৃষ্ণ বেডা বাইরে থাইক্যা
লিঙ্গ দিয়া চুদে ।
চুদার ঠেলায় মাগি এইদিন
ঠেং তুইলা দিয়া হাডে
হারামজাদি মারমারানি
কত জাদু জানে
কলাগরে লাং থইয়া
ডাউগ্গয়া ধইরা টানে ।
বিন্না চুরার তলে দেখ
কিবা কাম করে
পাইতলার মাঝে থুইয়া পানি
দইয়্যা দইয়্যা চুদে ।

৪.
গাঙ্গের পানি আউলারে
বিলের পানি কালা
পইদ্যা বেডির সাউয়্যার মাঝে
হিংগে মারছে গালা ।

৫.
আকাশেতে ওড়ে কইতর
পাখা লড়বড় করে
পইদ্যার মাংগ জাতা মারলে
তুলার মত লাগে ।

www.pathagar.com

৬.
পইদ্যা বেডি বইয়্যা রইছে
বুড়-অ ক্ষেতের আইলে
কারহা বেটা চিপা মরছে
পইদ্যা বেডির মাঙ্গে।

৭.
উলু বনের মাঝে বেডি
কুলকুল করে
চুদার ঠেলায় পইদ্যা মাগি
ঠেং তুলা দেয়া আডে।

৮.
পইদ্যার মত নাইরে নডি
বিশ্ব এই মণ্ডলে
হাছুন দেয়া মারবো বাড়ি
তার বংশের কপালে।

চিকিৎসার ব্যাপ্তিকাল

তিন থেকে একুশ দিন পর্যন্ত এ ধরনের চিকিৎসা চলে থাকে।

রোগী সুস্থ হবে কিনা চূড়ান্ত পরীক্ষা

রোগীকে দীর্ঘদিন কলতার ঝাড়া দেওয়ার পরও রোগী সুস্থ না হয়ে উঠলে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা করে নেয় কবিরাজ বা ওস্তাদ। একটি ছোট্ট কলাগাছের টুকরা মাটিতে পুঁতে রেখে তার উপর একটি ডিম রাখা হয়। তারপর একটি দা দিয়ে ওস্তাদ ডিমের মাঝখানে কোপ দেন। ডিমটি যদি সমান চুকলায় কেটে ভাগ হয়ে যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় রোগী বাঁচবে। আর যদি সমান ভাগ না হয়ে চুকলা ভেঙে যায় তাহলে রোগী বাঁচবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। রোগীর চিকিৎসাও বন্ধ রাখা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিক্রিয়া

হঠাৎ মুখ বাঁকা হয়ে যাওয়া, পা অবশ হয়ে যাওয়া রোগী কলতার ঝাড়ায় ভালো হয়েছে আবার ভালো হয় নি এরকম অভিমত অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর। তবে সবারই এক কথা, ঝাড়ার মাহাত্ম্যে না মালিশ করার মাহাত্ম্যে রোগী ভালো হয় তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কেউ পৌঁছতে পারে নি।[২]

www.pathagar.com

আসরের বিভিন্ন উপকরণ

চারকোণায় চারটি কলাগাছ এবং উপরে সালুতে ঘেরা আসর

www.pathagar.com

আসর শুরুর আগে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে নেন বয়াতি

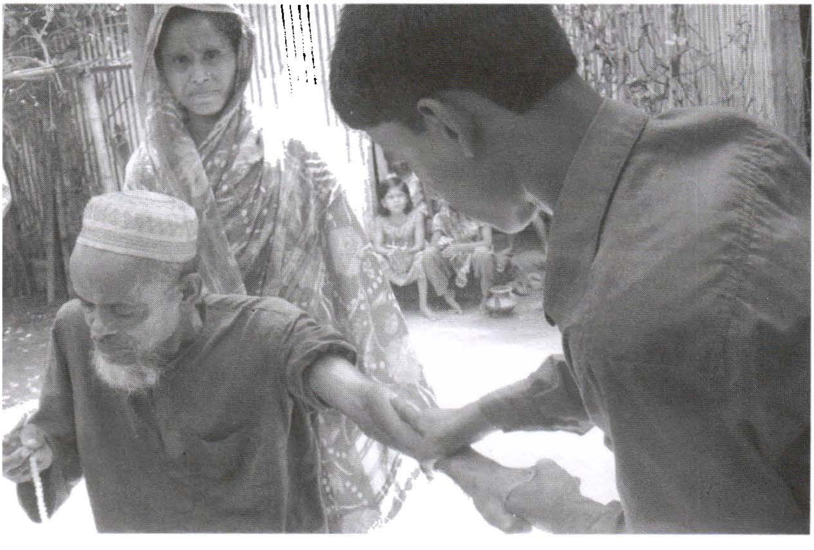

রোগীর পাশে দুইজন সেবাদানকারী

www.pathagar.com

পদ্মপুরাণের পালা পরিবেশন করছেন বয়াতি

পালা পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ছেন বয়াতি

www.pathagar.com

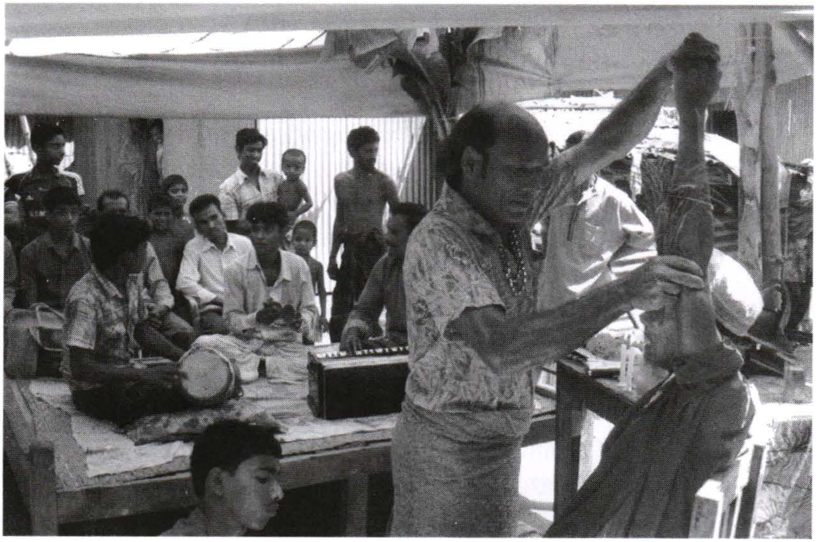

পালার ফাঁকে ফাঁকে বয়াতির চিকিৎসা

কলতার ঝাড়ার আসরে দর্শক-শ্রোতা

www.pathagar.com

২. মুক্তাগাছার সাপে কাটার ঝাড়া

চিকিৎসা পদ্ধতি

কাউকে সাপে কামড়ালে বা সাপে কাটলে প্রথমেই ক্ষতস্থানের একটু উজানে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। সেই সাথে বাঁধের স্থানে থু থু বা মুখের লালা দিয়ে একটা প্রলেপ দেয়া হয় যাকে ঘির দেয়া বলে। পরে যত সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে একজন ওঝাকে ডেকে আনা হয়। এদিকে গ্রামের লোকজনের ভেতর এমন একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস, যে কাউকে সাপে কাটলে সাপের নাম নেয়া যাবে না। বলতে হবে পোকায় ছুঁয়েছে। সাপে কামড়িয়েছে বা সাপে কেটেছে বললে নাকি রোগীর ক্ষতি হয়। তাই তারা ওঝাকে গিয়ে বলবে দ্রুত চলেন আমাদের ভাই/বাবাকে পোকায় ছুঁইছে। তখন ওঝা এসে রোগীকে দেখবে। ক্ষতস্থান দেখে ওঝা অনুমান করবে কোন ধরনের সাপে তাকে কেটেছে।

সে প্রথমেই এক বদনা বা এক লুটা পানি হাতে নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিবে। অর্থাৎ পানিটা পড়ে নিবে। পানি পড়া শেষ হলে রোগীকে একটি জায়গায় দাঁড় করিয়ে (প্রয়োজনে দুই পাশে দুই জনে ধরে রোগীকে দাঁড়া করিয়ে রাখবে।) বিষ রোগীর গায়ের কোন জায়গায় আছে তা জানতে হাত চালনা দিবে। হাত চালনার পদ্ধতিটা হচ্ছে দাঁড় করানো রোগীর সোজা সামনে একটু দূরে মাটিতে ডান হাত রেখে বাম হাত দিয়ে উপর থেকে পড়া পানি ঢালবে এবং মুখে মন্ত্র পড়তে থাকবে। এক পর্যায়ে হাত মাটির উপর ঘুরতে থাকবে। ক্রমেই ঘূর্ণন বেগ বাড়তে থাকবে এবং এক পর্যায়ে হাত শূন্যে উঠে প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে ওঝাকে নিয়ে হাত রোগীর উপর গিয়ে আস্তে করে চর দিয়ে স্থির হবে থেমে যাবে। রোগীর দেহের যে স্থানে হাত গিয়ে পড়বে নিশ্চিত করে ধরে নেয়া হবে সে স্থান পর্যন্ত বিষ উঠে গেছে বা অবস্থান করছে। এর পর কচুপাতা বা ওঝার সাথে থাক কাঠি নিয়ে মন্ত্র পড়ে রোগীকে ঝাড়ার কাজ শুরু হবে। কতক্ষণ ঝাড়ার পড় আবারও হাত চালনা দিয়ে রোগী দেহে বিষের অবস্থান দেখা হবে। বিষ যদি নিচের দিকে নেমে আসে তাহলে ওঝা খুশিতে আবার ঝাড়তে শুরু করবে। আর যদি তা না হয় তবে ওঝা অন্য মন্ত্র পড়ে ঝাড়তে থাকবে। এভাবে একাধিক বার হাত চালান দিবে এবং রোগীকে ঝাড়বে। উল্লেখ্য যে সাপে কাটা রোগীকে তার বাবা মা ছুঁতে বা স্পর্শ করতে পারবে না। তাতে নাকি বিষ উপরের দিকে উঠে যায় এবং রোগীর ক্ষতি হয়। ঝাড়া শেষে রোগীর পা বা হাত যে স্থানে সাপে কামড় দিয়েছে সেখানে বিষ নেমে এসেছে বুঝতে পারলে ওঝা তখন বড় আকারের কাইকা মাছের শুকনো মাথার সুচালো দাত যাকে স্থানীয় ভাবে কাইকার ধার বলা হয় তা দিয়ে অথবা কাটা যুক্ত মাদার গাছের ডাল দিয়ে থেতলে (ইদানিং কালে এসব পাওয়া না গেলে ব্লেডও ব্যবহার করা হয়) রোগীর চামড়া ফোটা করে রক্তের সাথে মিশে যাওয়া বিষ বের করে দেবে। সে বিষ বা রক্ত পূর্বে থেকে সংগৃহীত কচুপাতা দিয়ে মুছে খাল বা পুকুরের পানিতে বা বাড়ি থেকে দূরে কোথাও জংলায় ফেলে দেয়া হবে। রোগীর গা থেকে বের হওয়া রক্তের রং যত কালো হবে ধরে নেয়া হবে সাপটি ছিল তত বেশি বিষাক্ত এবং রোগীর গায়েও তত বেশি বিষ ঢুকে ছিল।

www.pathagar.com

এভাবে বিষ বের করে আবারও একবার হাত চালান দেয়া হবে। তখন যদি জানা যায় যে রোগীর দেহে আর বিষ নেই তখন। চিকিৎসা প্রক্রিয়া শেষ করে রোগীকে বেশ কিছু নিয়ম কানুন বাতলে বিশ্রামে পাঠানো হবে।

৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা

কলেরার কবিরাজি চিকিৎসা

স্থানীয় কবিরাজ বা লোকচিকিৎসক কলেরার রোগীকে কাঁচা লাউ খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়। আর কলেরা রোগীর বাড়িতে শিঙ্গার মতো ফুঁকতে ফুঁকতে মন্ত্র আওড়ায়।

আলির হাতে জল ফুকায়
মাইয়ার হাতে তীর
যেদিকেতে আইছো বালা
সেই দিকেতে ফির।

এই লোকচিকিৎসাটি মূলত নান্দাইল অঞ্চলে হয়ে থাকে।[৩]

মাথা ধরার কবিরাজি চিকিৎসা

অনেক সময় মাথা ধরে থাকে। এই ধরাকে আঞ্চলিক পর্যায়ে মাথার বিষ বলা হয়। মাথার বিষ নামানোর জন্যে মন্ত্রপাঠ ও হাতের আঙুলের মাধ্যমে নাকের দুই পাশের ভুরুর কোণায় আস্তে আস্তে টেপা হয়। মিনিট দুয়েক টেপা ও মন্ত্র পাঠে মাথা ধরা ভালো হয়ে যায়। এই ধরনের চিকিৎসা করে থাকেন নান্দাইল অঞ্চলের দত্তপাড়া গ্রামে।

আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে টেপার সময় লোকচিকিৎসক কেবল বিড় বিড় করে মন্ত্রপাঠের অভিনয় করে যান। কোনো মন্ত্রই পাঠ করেন না। কেবল মন্ত্র পড়ার ভঙিমায় ঠোঁট নাড়েন।[৪]

খ. তন্ত্রমন্ত্র

অলৌকিক অপ্রাকৃত বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার অথবা বশীভূত করার কৌশলকে মন্ত্র বলে। মন্ত্রের মধ্যে যে জাদুশক্তির প্রকাশ ঘটে এটি প্রাচীন ধারণা হলেও বর্তমানেও লোকবিশ্বাস রয়েছে এ ধারণার প্রতি। তন্ত্রমন্ত্র সাধনার বিষয়। আর আচার পালনের ভিতর দিয়ে সে শক্তির প্রকাশ ঘটাতে হয়। এখনও এই মন্ত্রের দ্বারা সাপে কাটা, রোগশোক মুক্তি, জ্বীন-পরী, ধন-সম্পদপ্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভালুকায় সাপে কাটলে মন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা করতে দেখা যায়। কবিরাজ মন্ত্র উচ্চারণ করে লোকচিকিৎসা করেন। তিনি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মন্ত্র শিখেছেন। ক্ষুদ্র গুপ্তবিদ্যা; তাই এর সবকিছুতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। মন্ত্রের প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ নির্ভুলভাবে করতে হয়। এক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। মন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে এসব বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এগুলো উন্মুক্ত

www.pathagar.com

নয়। মূলত এগুলো ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রিত কতগুলো শব্দ সমষ্টি। তবে ছন্দোবদ্ধ ছাড়াও কাব্যিক দ্যোতনায় গদ্যকারেও মন্ত্র রয়েছে।

মুক্তাগাছার ওঝার ঝাড়ার তন্ত্রমন্ত্র

সাপের ঝাড়া বা ওঝার ঝাড়া প্রচীন কাল থেকেই গ্রাম বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। গ্রাম বাংলায় উন্নত বা আধুনিক চিকিৎসা পাওয়াটা ছিল দুঃসাধ্য। তখন গ্রামের কাউকে সাপে কাটলে বা সাপে কামড় দিলে ওঝা, বৈদ্যই ছিল চিকিৎসার একমাত্র উপায়। মুক্তাগাছার বিভিন্ন গ্রামে অনেক লোক এ সাপের ঝাড়া শিখে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। যারা এ সাপের ঝাড়া জানে এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করে স্থানীয়ভাবে তাদেরকে ওঝা বলা হয়।

ওঝার ঝাড়ার মন্ত্র

১ম ধাপ পানি পড়ার মন্ত্র

সমরে কালি শিপয়া সমস্ত কালি বিষয়া স্ত্রীবেদ জামিনী বর্ম কুমারিনী আয় কালী প্রেম সূতে সত ধারা অসতধারা ল-ল শব্দে রাধার বৈরবে আমবৈস্যার দিবসে বেতালে গুরুর মন্ত্রে সমরে কালহারী মানহারী হরিপা কল্লা গোখড়া নামে ইন্না-ইন্নি সিদ্ধা-সিদ্ধি করিবেন নাচ চণ্ডিকার মণ্ড বহে ধারা বিষ-বিষান্তি বুদ-বুদান্তি গন্দ্রব্য নামে তাড়িনী। (কোনো দাড়ি কমা নয় এক দমে পড়ে পানিতে ফুঁ দিতে হবে।)

২য় ধাপ, হাত চালান

আইস গুরুর পাও ধরম চালম পরম চালম, তেবাশাঁর মাথা চালম চার চতুর বুম নাক চালম পাচ এ ভাই পাণ্ডব চালম ছয় এ ষাটি চালম সাত এ সাতালি পর্বত চালম,আষ্টে গিরি নাক চালম,নয় এ দুর্গা চণ্ডী চালম, দশ এ দশগিরি রাবন চালম, এগার এ গুণ্ডি চালম, বার এ কালিকা চালম, তের এ সমুদ্র চালম, দৈদ্দ দৈদ্দ কোটি নাক চালম, পোনর এ পতিমা চালম, ষোল এ মোর হস্ত চালম, চল মোর হস্ত চল যেখানে আছে সাপ সাপিনীর বিষ সেখানে যাইয়া পড়িস হাত না থাকিলে সাপ সাপিনীর বিষ ডাইনে বামে যাইয়া পড়িস।

১.

ঝাড়ার মন্ত্র (স্থানীয় ভাবে সিদ্ধি নামে অভিহিত)

এক এতে কার্তিক মাসের লামের লতি পাতি কাঙ্কের কলসি লইয়া চলছেন পদ্মাপতি। এ পাড় নদী সে পাড় নদী মধ্যে পদ্মার ঘর। তার মধ্যে ঝাপাইয়া খেলে পদ্মা সুন্দর। শিব শংকর দিল পানি আয়রে বিষ টাইন্যা আনি। শিব শংকর দিল ভর আয়রে বিষ

www.pathagar.com

ক্ষয় কর। রামের আজ্ঞা গুরুর পাও সিদ্ধি করে কর্মের উপরে কামোক্ষার মাথা খাও। যথায় মাইড়া ছিলাম বান কাইট্যা করলাম খান খান। এক গাছে চৌডাল তাতে হলো বিষ কাল। কত কালা কত ধলা লৌহতে দেবীর ঘরে ছাওয়াল হল জয় ঝুকার পাড়ে। ঝুকার পাড়িয়া বিষ ছায়লার মুখে বুনি ঝারে। আয় বিষ লল কল রহিতে না পাড় বিষ মা পদ্মার তল।

২.
মন্ত্র বা সিদ্ধি

পৈদ্মা কানি হারাম জাদি তাও তো আমি জানি,বাম চোখে পড়ে তার কানা চোখের পানি। কানা চোখের পানি পড়িয়া কাল রাতে ডৌকা ডৌকা যায়ত চলিয়া সামনে পাইয়া চণ্ডি দিল জল পড়া, আশি হাজার মনিমুক্তা ওয়খানে তনে চণ্ডি করিল গমন শিবের সাক্ষাতে যাইয়া দিল দরশন। শিবে বলে হ্যা গো মা কি বলিব আমি, গৌড়ে ছিলাম তোমার ঘরে বিষের আধিপতি। ডাকিয়া লও তুমি ওঝা ধরন তরি। পঞ্চ তুলা বিষ দিলাম দুনিয়ার মাঝারে। পূজা মাইগা খাইও তুমি প্রতি ঘরে ঘরে। নাম্ বিষ নাম্ ভাটির দিকে নাম্। ভাটি ছাড়িয়া বিষ যদি ওজান যাস, দোহাই লাগে পদ্মা সুন্দরীর মস্তক ধইরা খাস।

৩.
মন্ত্র বা সিদ্ধি

কাইলা রে কাইলা কই যাস চইলা তর বিষ মারুম আমি চালুন দিয়া চাইলা। রাজা আছে ফলিং বনে রানি রইছে শুইয়া। সাত দিনের মরা রানি পইচা অইছে রোজ পড়ে ফুটি পানি। আয় বিষ মন কলব রহিতে না পার বিষ পদ্মারই তল। ভাটি ছাড়িয়া বিষ যদি ওজান যাস দোহাই লাগে পদ্মা সুন্দরীর মস্তক ধইরা খাস।

৪.
মন্ত্র বা সিদ্ধি

চেল্লা বেল্লা কুহুর কাটা সিংহের শব্দের পাও জড়িত করিয়া ঝাড়িলাম বিষ আমি ধরম তলির পাও। ধরম তলি কয় কথা বিষে করে হেড মাথা। নিলা কমলা কমলা,তারা বলে হরি হরি। ধরম তলি ঝাড়ে বিষ বিষ নামে থর থর । হেন গুল তরপা মহাদেবের শির ধরিলাম চিপাইয়া। রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তল। ভাটি ছাড়িয়া বিষ যদি ওজান যাস দোহাই লাগে পদ্মা সুন্দীর মস্তক ধইরা খাস।

৫.
মন্ত্র বা সিদ্ধি

পূর্বের কাণ্ডারি পশ্চিমে যায় সর্প হইয়া কণ্ডলায়। গলার বিষ তলায় যায়, তাতে গৌরী ঝাপ খেলায়। আসিলেন গৌরী করিলেন জয়। রামে বলে লক্ষণ ভাই ডুবদিয়া চল গৃহে যাই, ফলনার (ফলনার জায়গায় রোগীর নাম হবে।) বিষ ব্যদ্না বাম হস্তে মারিয়া

www.pathagar.com

যাই। আয় বিষ মন তল রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তল। ভাটি ছাড়িয়া বিষ যদি ওজান যাস তেত্রিশ কোটি ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাস।

৬.

মন্ত্র বা সিল্কি

ধর্ম ধর্ম দোহাই লাগে ধর্মের মাত্রা মাত্রিক জনক ধরে যাত্রী। পাণ্ডব পুত পাইল রাজা বিবিষন। ঝরকে ঝেনাকা সেনাকা চৌষট্টি মাত্রা ছিল মহাদেবের ঘরে। ছাড় মাত্রা ছাড়, নব লক্ষের ভরে ছাড়, বৌদ্ধ নামের ভরে ছাড়,মালিকের ভরে ছাড় ধর্ম ঈশ্বর মহাদেবের ভরে ছাড়। হেস্ট ছাড়িয়া বিষ যদি ওজানে যাস দোহাই লাগে মা পৈদ্মা সুন্দরীর মস্তক ধইরা খাস। তেত্রিশ কোটি ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাস।

৭.

মন্ত্র বা সিল্কি

পৈদ্মা কানি গোবর ফালায় ওড়ি (বাঁশের তৈরি গৃহস্থালী আসবাব স্থানীয়ভাবে ওরি বা ওছা বলা হয়) হাতে লইয়া, বাপে ঝিয়ে সং বাজাইছে নাইল্যা ক্ষেত যাইয়া। পৈদ্মার পাতা ল্যাডা ল্যাডা বাপে মারে ঝিয়ের সেডা। আয় বিষ মনতলব রহিতে না পার বিষ মা পৈদ্মার তল। ভাটি ছাড়িয়া বিষ যদি ওজান যাস দোহাই লাগে পৈদ্মা সুন্দরীর মস্তক ধইরা খাস।

অদ্ভুত নিয়ম

সাপে কাটা রোগীকে ঝাড়ার সময় আশে পাশে কোনো কালো রঙের ছাগল থাকতে পারবে না। কালো রঙের ছাগল মন্ত্র শুনলে নাকি তার সত্য থাকে না। ওঝাদের ক্ষতি করার জন্য তাদের পেছনে সব সময় বদ জিনের লেগে থাকে সুযোগ পেলেই না কি তারা ওঝাদের ক্ষতি করে ফেলে। ক্ষতির মধ্যে হচ্ছে তার কোনো অঙ্গহানী করা বা তাকে মেরে ফেলা হতে পারে। তবে বিশেষ নিয়মের মধ্যে থাকলে জিনেরা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সে জন্য তাদেরকে সব সময়ই সাবধানে থাকতে হয়। কোনো ওঝা যদি তার পেশা থেকে সরে যেতে চায় অর্থাৎ এ পথ পরিত্যাগ করতে চায় তখন সে কোনো কালো ছাগল ধরে সেটার কানে কানে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে বাড়ি ফিরে যায়। এর পর থেকে নাকি ঐ ওঝার মন্ত্রে আর কোনো কাজ হয় না। তখন সে এ থেকে মুক্তি পায়।

মুক্তাগাছার সংগৃহীত তন্ত্রমন্ত্র

১.

হাত চালনা মন্ত্র

প্রথম ধরল চালুম দুইতিনে পৃথিবী চালুম
চাইরে চপর নারায়ণ চালুম
পাচেতে পঞ্চম চালুম

ছয়েতে সোহাগ চালুম সাতে পর্বত চালুম
আষ্টে নাগিনী চালুম নয়ে দূর্গা চালুম
দশে রাবণ চালুম
চল্ চল্ হাত চল
যেথায় বিশ আছে
যথায় নাগ নাগিণীর ব্যথা আছে
তথায় চল ....॥

২.
ফালা মন্ত্র
লীলা কোমলার বিষ যাইরে হরি হরি
ধন্বন্তরি যায়রে বিষ ফাকে ধমরি থরি
তরে বিষ শর্মা গাও
আমি দেখো যাইরে বিষ পুরা মন্ত্র দিয়া।

৩.
সাপে কাটার মন্ত্রঃ
আও লাগছে বাও লাগছে
কট কইট্টার বাতাস লাগছে
উত্তর বন্দ জাইস না
আওলা চিরা খাইস না
ফইট্টায় পাদ মারবো
বাইত আইয়া কইস না
হেওড়ার লাঙল কুটুলার ঈশ
এই ঝারা বালা না অস
কাঁচা কলা মারগোরে দিস

দক্ষিণ তো আইল মণি
এলা খায় চেলা খায়
হাতে দাও কান্দে কোরাল
কোথায় থোনে কোথায় যাও
হাইঙ্গার চোরার বাড়ি হন্দোয় চোরা
ঘরে ঘরে মারে ফুচকি
কেউ দেয় ঠায় কো
কেউ দেয় ঝাড়া হাছনের বাড়ি
সাইড়ে পরগা সাত সমুন্দুরের বিষ

www.pathagar.com

বিষ থাকিতে পইদ্ম পূজা গরুর মুখের পানি ।
এক কইত থাব্বরে বিষ করবো পানি
তোর জ্বর আমরা পুষ্কুনির মাঝে
বাইরদিকে মায়ে পুতে ঝামাইল করে
তাই দেইখ্যা বচন খইয়া পড়ে
হারে মারবো হারে বিষ
নারে খারবো নারে বিষ
ঢেঁকিতে কুটিব বিষ
সুলেমানের বট ছাড়রে
পাইতা মার বট ছাড়বে
১৩৩৯ কোটি বট ছাড়রে ।

৪.

ডুর বান্ধা মন্ত্র

ডুরপুর পাড়ের (পাট) ডুর
সিন্দের মুখে ধরলাম চুর
থাক্ বিষ ডুরেতে পরিয়া
আমি থাকি পইদ্মে শিবের হইয়া ।

ডুর বানলাম এর
ডুর কবালাম পইদ্মা লেরে
থাক বিষ ডুরেতে পরিয়া
আমি থাকি পদ্মা শিবের হইয়া ।[৫]

ত্রিশালের তন্ত্রমন্ত্র

১.

অরডংগা বা বাতাস লাগার

পিঙ্গল পিঙ্গল জটা
পিঙ্গল বরণ দেহ
পিঙ্গল মেঘের পরে
সোয়ার হইল সেহ
পিঙ্গল চরণ কেশে
গরজে নাগিনী
পিঙ্গল মুণ্ডের মালা

www.pathagar.com

গলায় দোলাইয়া
পিঙ্গল বরণা দেবী
হাসে আট্টা হইয়া।

২.

কুরহি কানার ঝাড়-ফুকের মন্ত্র

কানার ভাই আনা
কোন গেরামে তোর থানা
যে গেরামে জার-জঙ্গল
সে গেরামে তিন কুমার
দুই কুমার নেংটা নুংটা
এক কুমারে তলি নাই
যে কুমারে তলি নাই
সেই কুমার গেল দক্ষিণে
দক্ষিণেতে আনলো
পাঁচ টেহার তামা-কাশা
এক টেহার মুরি নাই
যে টেহার মুরি নাই
সেই টেহা দিয়ে আনলো
তিন কোদাল
দুই কোদাল ফাটা-ফুটা
এক কোদালের গারা নাই
যে কোদালের গারা নাই
সেই কোদাল দিয়া খুদলো
তিন পুশকুনি
দুই পুশকুনি চেগা বেগা
এক পুশকুনিতে পানি নাই
যে পুশকুনিতে পানি নাই
সেই পুশকুনির নাম তিন জাল
দুই জাল ছিরা-বিরা
এক জালের পাওয়া নাই
যে জালের পাওয়া নাই
হেই জাল দিয়া তুললো তিন রত্ত
দুই রত্ত গেল আরে গারে

www.pathagar.com

এক রত্ত বাজালো মাজির জালে
যে রত্ত বাজলো মাজির জালে
মাজি নিল গেরামের আডো
মাজি কয়লো ছাও হান
গিরস্তে কয় নাও হান
বার আত বলদে
তের আত সিংগা ।[৬]

সদর উপজেলার তন্ত্রমন্ত্র

১.

দাঁতে পোকা ফেলার মন্ত্র

অন্তর রসা দন্ত রসা,
নাভী রসা ভাই
কেউরে থইয়া কেউ যাবি না,
আল্লাহর দিলাম দোহাই ।

[বেদেনীরা দন্ত রোগীর মুখে তুলা গুঁজে দিয়ে মুখের কাছে একটি শিকড় নাড়িয়ে এ মন্ত্র পাঠ করে ।]

২.

সাপের মন্ত্র

পদ্মাকানী, চুতমারানী, কান্দি জারে জারে
কোন্ কোন্ নাগীনির বিষ, যায় ধীরে ধীরে রে ।

অথবা,

ছুহরি ডাঙ্গা ছুরি পদ্মার তলবী
ঈশ্বর মাহাদেবের মাথা খাইবি
আল্লাহ-ভগবানের দিলাম দোহাই
সর্প বিষের দর্প শেষ করিয়া দাও সাঁই ।

[সাপে কাটা রোগীর ক্ষেত্রে এ মন্ত্র পাঠ করা হয় ।][৭]

ফুলবাড়িয়ার তন্ত্রমন্ত্র

১.

সাপের মন্ত্র

মনসাদেবী আমার মা
সর্বসর্পবিষ শীঘ্র সইরা যা

www.pathagar.com

গোখরারে তুই বাহন মনসার
বিষ নিয়া বাঁচাইয়া দে রোগীরে আমার ।

এবং

গোখরো, দাঁড়াইস দুধরাজ মনিরাজ
বিষহরীর আজ্ঞা, শোন তবে আজ
মনসা মার আমি ভক্ত
বিষহীন কর, এই রোগীর রক্ত ।
[সাপে কাটা রোগীর ক্ষেত্রে এ মন্ত্র পাঠ করা হয় ।][৮]

ফুলপুরের তন্ত্রমন্ত্র

কসকা ঝাড়া মসকা ঝাড়া
বিলাই হাগে ছড়া ছড়া
কুত্তায় হাগে দই
হাড়ের যত বিষ
পদ্মার মাঙ্গে থই ।[৯]
[হাড় ভাঙা ব্যথার তন্ত্রমন্ত্র]

গফরগাঁওয়ের তন্ত্রমন্ত্র

হাত-পায়ের কোনো অংশ কচকে গেলে ঐ অংশে তেল মালিশ করতে করতে এই তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা হয় ।

কছকা কছকিল
ভরমা ডামছিল
এক পয়সার তেল
কছকা আমার আত বাইয্যা গেল ।[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ আবদুল হাই, পিতা : আবদুল মান্নান, মাতা : তারার মা, বর্তমান বয়স : ৫০ বৎসর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি পাস, পেশা : কৃষিকাজ ও কবিরাজি, গ্রাম : মাছিমপুর, ইউনিয়ন : সরিষা, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট

২. মোঃ আবদুস সুলতান, পিতা : ইউনুছ আলী (মৃত), মাতা : নায়েবুবুর নেছা, জন্ম : ০১.০১.১৯৬৫, শিক্ষা : স্নাতক পাস, পেশা : চাকরি, গ্রাম : এনায়েত নগর, ইউনিয়ন : সরিষা, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৫.৩০ মিনিট

www.pathagar.com

৩. মওলানা আবদুল করিম, পিতা : আখতার হোসেন, মাতা : জাইফলেন্নেছা, গ্রাম : হাটশিয়া, ডকঘর : খারুয়া, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ১৩.০৪.২০১১, সময় : সকাল ১১.৩৫ মিনিট

৪. মোঃ মিজান, পিতা : জালাল উদ্দীন, মাতা : জাহানারা বেগম, বয়স : ২৫ বৎসর, শিক্ষা : এসএসসি, পেশা : চাকরি, গ্রাম : দত্তগ্রাম, ইউনিয়ন : নান্দাইল, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৪.০৭.২০১১, সময় : সকাল ১০.১৫ মিনিট

৫. কেজো জয়নাল, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৫.১১.২০১১, সময় : দুপুর ১২টা

৬. মতিউর রহমান (মতি চাচা), র্বতমান বয়স : ৭০ বৎসর, পেশা : লোকশিল্পী, ত্রিশাল নামাপাড়া, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ১৫.০৪.২০১১, সময় : সকাল ১০.০৫ মিনিট

৭. হায়দর আলী ওঝা, পিতা : নসি কবিরাজ, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, সুতিয়াখালী, সদর উপজেলা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০২.১২.২০১১, সময় : বিকাল ৪.০৫ মিনিট,

৮. রজব আলী ওঝা, পিতা : হাতেম আলী, বর্তমান বয়স : ৬০ বৎসর, ভবানীপুর, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, তারিখ ০৫.০৬.২০১১, সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট,

৯. নূর আহম্মদ, পিতা : নূরু ইসলাম, গ্রাম : কৃষ্টপুর, উপজেলা : ফুলপুর, ময়মনসিংহ, তারিখ ০৭.০৮.২০১১, সময় : সকাল ১১.৩০ মিনিট

১০. মো. নজরুল ইসলাম, , পিতা : মৃত সরাফত আলী, মাতা : ভেলার মা, জন্ম : ১৯৬৪ সাল, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : রৌহা, পো. ও ইউনিয়ন : গফরগাঁও, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০৫.০৬.২০১১, সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট

www.pathagar.com

দশম অধ্যায় : ধাঁধা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ধাঁধা

ধাঁধা লোকজসংস্কৃতির এমন একটি ধারা সেখানে সূক্ষ্ম জ্ঞান, বুদ্ধি এবং চিন্তার অনুশীলন হয়ে থাকে। যার বিষয়াদিতে হাস্যরসবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ধাঁধার ভাষা রহস্যাবৃত ও প্রশ্নবোধক। 'হেঁয়ালি' ধাঁধার সমার্থক শব্দ। একটি বিষয় বা বস্তুকে আড়াল করার জন্য এই হেঁয়ালির অবতারণা করা হয়। সাধারণত উপমা, রূপক, প্রতীকের ভাষায় এ রহস্যজাল নির্মিত হয়। ধাঁধা মূলত প্রশ্ন-উত্তরমূলক উপস্থাপনরীতি। ধাঁধা উপস্থাপন করা মানেই কারো কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করা। ধাঁধার আবেদন বিশ্বজনীন, তাইতো আজও সমাজের সর্বস্তরে ধাঁধার অনুশীলন হয়ে থাকে। ময়মনসিংহ জেলাতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এখনও মানুষ ধাঁধার অনুশীলন করে থাকে।

মুক্তাগাছার ধাঁধা

১. বেড়ির কোনো বুনি নাই
বেড়ির পুলাফানের সীমা নাই। উত্তর : মুরগি ও মুরগির বাচ্চা।

২. থালি তিন টেহা
বাড়ি চার আনা
লোডা টেহা টেহা
বিশ জিনিস মিলাইয়া দেও
আছে বিশ টেহা।

উত্তর :

বাড়ি	৮টা	=	২/-
লোডা	৯ টা	=	৯/-
থালি	৩টা	=	৯/-
	২০টা		২০/-

৩. খায় না লয় না
বুঝা ছাড়া যায় না। উত্তর : জুতা।

৪. আল্লাহর কি কাম
এক ঘরে এক খাম। উত্তর : ছাতি।

৫. এক ছাগলের তিন মাথা
ছাগলে খায় লতা পাতা। উত্তর : টিরি/চুলা।

৬. আমার একটা কাডের গাই
রাইতে পানাই, দিনে খাই। উত্তর : খেজুর গাছ এবং খেজুর গাছের রস।

www.pathagar.com

৭. তুমি থাক খালে বিলে
আমি থাকি ডালে — উত্তর : মাছ ও মরিচ।
তোমার আমার দেখা হবে
মরণেরও কালে।

৮. যাইতাছে রেলগাড়ি
ছুইয়া দিলে অইয়া যায় বড়ি। — উত্তর : ক্যারা।

৯. মেইল্ল্যা মারলে ভাঙ্গে না
চিপি দিলে গইল্লা যায়। — উত্তর : ভাত।

১০. ভিতরের ছুলায় — উত্তর : হাঁস মুরগির গিলা এবং
উপরে খায়। — গরু ছাগলের ভুরি।

১১. শহর থেইক্কা আইল বাবু
পেন্ট শার্ট পরে
পেন্ট শার্ট খুলতে গেলে — উত্তর : পিঁয়াজ।
চোখের পানি ঝরে।[১]

১২. আড্ডু হুমান পানির মধ্যে
কইয়ে ভুর ভুর করে — উত্তর : উক্কা/হুক্কা।
রাজা আছে প্রজা আছে
সবাই মেলাম করে।

১৩. ঘরের পিছে মরিচ গাছ
ঝুহি দিলে সর্বনাশ — উত্তর : মৌমাছির চাক

১৪. আল্লার কি কুদরত
লাডি ভরা শরবত। — উত্তর : কুসাইর/আখ।

১৫. নানিগর বাড়ি গেছিলাম
পিড়ার তল দিয়া আইছলাম। — উত্তর : পিঁপড়া।

১৬. নানিগর বাড়ি গেছিলাম
বেড়ার আগো দিয়াইছিলাম। — উত্তর : নাহের পেডা (সর্দি)।

১৭. নানিগর বাড়ি গেছিলাম,
নানি একটা কাফর দিল
পিন্দা শেষ অয় না। — উত্তর : রাস্তা।

১৮. নানিগর বাড়ি গেছিলাম
এতো ডাহাডাহি করলাম,
নানি দরজা খুলল না। — উত্তর : শামুক।

www.pathagar.com

১৯. যতই টানি ততই ছোড্ডু অয়। উত্তর : বিড়ি।

২০. আছিলাম পাত্তালে
তুলছে খাইচ্চরে
ছুইয়্যো না আমারে
নিবগা তোমারে উত্তর : চেরা+মানুষ+মাছ।

২১. এক ডাহি সুবারি
গুইন্না দিব কোন্ বেহারী উত্তর : আসমানের তারা।

২২. যার দরকার হে দেহে না
যার দরকার নাই হে দেহে। উত্তর : কাফনের কাপড়।

২৩. আইন্দার ঘরে বান্দর লড়ে
না না করলে আরো নড়ে। উত্তর : জিহ্বা

২৪. দুই অক্ষরের নাম যার
কিবা নামদারি
নিচেতে পুরুষ
উপরেতে নারী উত্তর : যাঁতা।
যদি হয় ভণ্ড
দশ টেহা দিমু দণ্ড।

২৫. ইত্তুনি একটা ছেড়ি
লাত্তি দিয়া গাড়ি। উত্তর : খুট।

২৬. ইত্তুনি একটা ছেড়া
দুধে ভাতে খায়
বড় বড় গাছের সাতে
যুদ্ধ করবার যায়।[২] উত্তর : কুড়াল/কুঠার।

২৭. দুই পাশে বাল
মধ্যেখানে খাল
তার মধ্যে লাল। উত্তর : সিঁথিতে সিঁদুর।

২৮. কাঁচা কচু ভাসে
হাড় নাই তার মাংস আছে। উত্তর : জোঁক।

২৯. রামের বাসেতে নই আমি সীতা
অযোধ্যার পাশে আছে মোর এক মিতা। উত্তর : 'র'।

৩০. হাতাইলাম খাড়া করলাম
ছেপা দিলাম ঠেলে দিলাম উত্তর : সুঁই-সুতা।
কাম করলাম খুঁলে রাখলাম।[৩]

www.pathagar.com

৩১. দুই ঠ্যাংক ফাঁক কইর‍্যা
মইধ্যে দিলাম ঢুকায়া। উত্তর : ছরতা/যাতা।

৩২. হাইট্যা যাইতে কসমচ
খাড়ুই থাকলে চুপ
বইয়্যা থাকলে আক-কইর‍্যা থাহে উত্তর : যোনিপথ।
কোন দেবতার মুখ?[৪]

৩৩. আছে ফল গাছে নাই
কোন ফলের খোসা নাই? উত্তর : লবণ।

৩৪. কান্দার উপর কান্দা
এই শিলুক যদি না ভাঙ্গাবার পাস তাইলে
তোর বাপ মোচার বাড়ির বান্দা। উত্তর : কলার ছড়ি।

৩৫. এহুর গুঁজা তুলে মাটি উত্তর : জমি চাষের সময় চাষী,
দশ ঠ্যাং তার তিন পুটকি? গরু, লাঙল।

৩৬. আসমান থেকে পড়লো বুড়ি
তেনা তোনা লইয়া
সেই বুড়ি নামাজ পড়ে উত্তর : কোরআন শরীফ।
জুম্মা ঘরে বইয়া?

৩৭. সুইথাল মাটি গাছটা গুটা ধরে
পাঁচটা গুটা যখন লাল হয়
হাজার টাকা দাম হয়। উত্তর : কমলা।

৩৮. উপরে ঠন ঠন ভিতরে প্যাক
বুদ্ধি থাকলে খুইন্দা দেখ? উত্তর : বেল।

৩৯. উঠান ঠন ঠন বৈঠক মাটি
মা গর্ভবতী পুতে ধরে ছাতি? উত্তর : সুপারি গাছ।

৪০. হাত নাই পা নাই বইয়া গাতা করে? উত্তর : খন্তা।

৪১. এক গ্লাসে দুই রকমের পানি
এই শিলুক যে না ভাঙাবার পারে
সে বড় বোকাই জানি? উত্তর : ডিম।

৪২. সাগর দরিয়ার পাশে
তিত ফড়িংয়ের বাসা
শিস্য বলে গরুর কাছে
পাকলে কোন ফল কাঁচা? উত্তর : মানুষের নাভি।

www.pathagar.com

৪৩. কালিদাস বড়াল কয়
শিশু কালের কথা
এক লক্ষ তেঁতুল গাছের
কয় লক্ষ পাতা?
উত্তর : দুই লক্ষ (বীজ থেকে চারা গজানোর সময় দুটি করে পাতা থাকে ।)

৪৪. উট ঘোড়ার পিঠ টান
কোন ঘোড়ার চার কান?
উত্তর : টিনের ঘর ।

৪৫. দুই ঠ্যাং ফেটকাইয়া মধ্যে দিলাম
ঢুকাইয়া জাঁতা দিলে কাজ হয়
যা ভাবছ তা নয় ।
উত্তর : সরতা (সুপারি কাঁটার যাঁতি) ।

৪৬. তিন অক্ষরের নাম তার ক্লান্তি করে দূর
প্রথম অক্ষর ছাইড়া দিলে খাইতে সুমধুর
শেষের অক্ষর ছাইড়া দিলে জ্বালা ভয়ংকর
মধ্যের অক্ষর ছাইড়া দিলে শুনতে সুমধুর ।
উত্তর : বিছানা ।

৪৭. এক গ্লাস দুই রকম পানি
যে ভাঙ্গাইতে না পারবে
তার মাওয়ইয়ের জামাই আমি
যদি হয় ভণ্ড সরকারিতে দিব দণ্ড ।
উত্তর : ডিম ।

৪৮. আমি কি জানি তুমি
তোমার লাইগা পহরপাড়ি
তিন দিন আমি ।
উত্তর : সাপের ছোলম, গর্ত ও ইঁদুর । (ইঁদুরের গর্তের মুখে সাপ ছোলম ছেড়েছে । গর্তের ভেতরে থেকে ইঁদুর সেটাকে সাপ ভেবে ভয়ে তিন দিন তিন রাত্রি বাইরে বের হয় না । শেষে ক্ষুধার্ত ইঁদুর জীবনের মায়া ত্যাগ করে দৌড়ে বের হয়ে দেখে সেটা সাপ নয় সাপের ছোলম । তখন ইঁদুর এই ছড়া কাটে ।)

৪৯. ছয় জোয়ানের আঠার পাও
জোড়ায় জোড়ায় করে রাও
কেহর আণ্ডা কেহর ছাও ।
উত্তর : হাতির ৪ পা,সারসের ২, ঘোড়ার ৪ পা, চিলের ২ পা , বিড়াল ৪ পা ও ময়ূরের ২ পা ।
[ব্যাখ্যা : হাতি ও সারসের ডাক এক রকম, চিল ও ঘোড়ার ডাক একই রকম, বিড়াল ও ময়ূরের ডাক একই রকম ।]

www.pathagar.com

ভালুকার ধাঁধা

১. কালো পাহাড়ে কালো ভ্রমর থাকে
দশ বেডা দইরা আনে দুই বেডা মারে। উত্তর : উকুন

২. উক্কুর গুজা কুড়ে মাডি।
ছয় চোখ তার তিন পাছা। উত্তর : লাঙল।

৩. দুই গরুর চাইর চোখ উত্তর : দুই গরুর দুই পাছা আর
আর যে চালায় তার দুই চোখ। পরিচালকের এক পাছা।

৪. ফুল ফুলান্তি অল্প বয়সে দুলান্তি।
পাকলে শরবত খায় লেংটা হইয়া হাটে যায় উত্তর : তেঁতুল।

৫. এক জায়গার পাশাপাশি চারটা বাড়ি,
তার পাশে একটা লেবু বাগান।
একটা চোর লেবু বাগান থেইক্যা লেবু চুরি করে
আনার সময় প্রথম বাড়িতে ধরা পড়লো।
তারপর সে ঐ বাড়িতে অর্ধেক লেবু এবং তার একটা বেশি দিল।
এইভাবে সে দ্বিতীয় বাড়িতে ধরা পড়ে অর্ধেক এবং তার একটা বেশি
এবং তৃতীয় বাড়িতেও একিভাবে ধরা পরে লেবু দিল।
তারপর তার কাছে একটা লেবু রইল। উত্তর : ২২টি।
সে কয়টা লেবু চুরি করছিল।

৬. দুই ঠেং ফেকায়া দিল ধাক্কায়া উত্তর : ছড়তা (শরতা)
আস্তে করে কেচা দিয়াই কাম শেষ। এবং সুপারি।

৭. খারাইলে কেচাকেচি, হুতলে (শুইলে) ঘসাঘসি
কালের শেষে পুছপুছি। উত্তর : হিল ও পাডা এবং মরিচ।

৮. মনে করেন একটা আম গাছের নিচে একটা আম পড়ছে।
এই আমটা যে দেখছে সে গেছে না,
যে গেছে হে পাইছে না, উত্তর : চোখ দেখছে, পায়ে গেছে,
যে পাইছে হে খাইছে না, হাতে পায়ছে, মুখে খাইছে,
যে খাইছে তার কোনো উপকার হইছে না। পেটের উপকার হইছে।

৯. মনে করেন একটি বাগানে কয়েকটি ফুল ফুটছে।
যদি ভ্রমরা আইসা জোড়া জোড়া বসে
তবে একটা ফুল বাকি থাকে আর যদি একটা করে বসে
তাইলে কয়টা ভ্রমরা খালি থাকে। উত্তর : ৩টা ফুল ও ৪টা ভ্রমর।

১০. একটা টিনের চালে একটা কইতর বইয়া রইছে।
ঐ চালের উপর দিয়া এক ঝাক কইতর যাইতাছে।

www.pathagar.com

তহন চালে বসা কইতরটা এক ঝাক কইতরকে জিগাইল
যে, তোরা কয় ভাই? তার পরে হেরা উত্তর দিল
যে আইছি যত পিছে তত তার পিছে অর্ধেক
তার পিছে পাই তোরে লইয়া একশ ভাই। উত্তর : ৩৬টি।

১১. সুর দিয়া করি কাজ
নইত হাতি পরের উপকার করি উত্তর : ঢেকি।
তবু খাই লাথি।

১২. মাথায় মুকুড গুলগাল
পেটের ভিতর হাত-পা
চলে কিন্তু নড়ে না উত্তর : শামুক।
এটা কি তা বলো না।

১৩. জন্মে সাদা কর্মে কারা
মাতাত লেঙ্গুর (লজ) পাছাত মালা। উত্তর : তৌরা জাল।

১৪. কোন পাখির ডানা আছে
কিন্তু উড়তে পারে না। উত্তর : মরা পাখির।

১৫. তিন অক্ষরে নাম তার গাছে বাস করে।
প্রথম অক্ষর ছাইড়া দিলে মাথার মধ্যে চড়ে।
মধ্যের অক্ষর ছাইড়া দিলে সর্বলোকে খায়।
শেষের অক্ষর ছাইড়া দিলে সোহাগে জড়ায়। উত্তর : শালিক।

১৬. কখন ৬০ থেকে ৬০ বিয়োগ করলে
৫৯ হয়? উত্তর : ৬০ মিনিট থেকে ৬০ সেকেণ্ড।

১৭. তিন অক্ষরে নাম তার সবার ঘরে থাকে
প্রথম অক্ষর ছাইড়া দিলে সর্বলোকে খায়,
মাঝের অক্ষর ছাইড়া দিলে টুরটাং শোনায়,
শেষের অক্ষর ছাইড়া দিলে ভয় পায়। উত্তর : বিছানা।

১৮. তিন বেডা হুতয় (শুয়ায়)
এক বেডা পরিচালনা করে উত্তর : চুলা ও ভাতের ফ্যান
ফেন চুইল্লা ছাড়ে ও যে ভাত রান্না করে।

১৯. আল্লাহর কি কুদরত
লাডির বিত্যে (ভিতরে) সরবত। উত্তর : ইক্ষু।

২০. দাদা বড় কারিগর,
বান্দা ছাড়া বানাইছে ঘর। উত্তর : কবর।

২১. খাল বিল ফাইড্যা চৌচির
গাছের উপরে পানি। উত্তর : ডাব।

www.pathagar.com

২২. দুই জন শ্রমিককে ১০০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে,
যেন একজন ১ টাকা বেশি পায়। উত্তর : ৫৯$\frac{১}{২}$ ও ৫০$\frac{১}{২}$ ।

২৩. ছিটিছিটি পাতাটি মোটা মোটা
ডাল বিজটি পাকা ফলটি লাল। উত্তর : তেঁতুল।

২৪. উপরের দিকে তহর মহর
নিচের দিকে দেয়ান
এই শোলকটা যে ভাঙ্গায় পারব
তার বাপ বড় শেয়ান। উত্তর : কলার থোড়।

২৫. উপরে টনটন বিত্তে পেক
বুদ্ধি থাকলে খুলে দেক। উত্তর : বেল।

২৬. এক বেডা মাওলানা
মুরগির ভয়ে ঘরতে বারনা। উত্তর : তেলাপোকা।

২৭. নানিদের বাড়িতে গিয়া দেখি
দুইমার পেটে এক বাচ্চা। উত্তর : দরজার খিল।

২৮. ওজার বিডা বুলবুলি নাছে
কারা ছিদ্র হাজার আছে উত্তর : চালুন।

৩০. একখাদা সুপারি
গুনতে পারে না বেপারি। উত্তর : আকাশের তারা।

৩১. পাশাপাশি দুই ভাই
কারো সাথে কারো দেখা নাই। উত্তর : চোখ।

৩২. আগলা ঘর পাগলা নাচে
যতই কই অতই নাচে। উত্তর : জিহ্বা।

৩৩. ৮০ টাকার খাশি ৯০ টাকার বই
একপাশ দেকা যায়
আর এক পাশ কই। উত্তর : আকাশ।

৩৪. বুঝে না মুঝে না
বুঝা ছাড়াও চলে না। উত্তর : জুতা।

৩৫. উদির তলে মরা গায়
বারে বারে দেখবার যায়। উত্তর : মাছ ধরার বাইর।

৩৬. উপরেও গাছ নিচেও গাছ
মধ্যে ফল। উত্তর : আনারস।

www.pathagar.com

৩৭. চারিদিকে বেতের কাড়া
মধ্যে একটা লাল বেড়া। উত্তর : আনারস

৩৮. চাচলে মোটা হয় কাটলে লম্বা হয়।[৫] উত্তর : কুয়া।

নান্দাইলের ধাঁধা

১. জন্মে সাদা, কর্মে কালো
গলায় লোহার হাড়
লম্ফ দিয়া আহার করে
এমন লেঙ্গুর তার উত্তর : ঝাঁকি জাল।

২. গেছলাম আনতাম বেড়ায় দ্যায় আমি আনতে পারি না।
উত্তর : মই।

৩. যার লাইগ্যা অত, তারে পাইলাম কত,
ছাইড়্যা দেও আমারে, আনি গিয়া তোমারে উত্তর : বৃষ্টি।

৪. টিপের ভর লয়না, তেন হাইলে ভাঙ্গে না।[৬] উত্তর : ভাত।

৫. ছোড সময় কাপড় পিন্দে
বড় হইলে ল্যাংডা থাকে উত্তর : বাঁশ।

৬. টানে কিশে মজা
উত্তর : এখানে বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রতিটি জেলার নামের অদ্যাক্ষর রয়েছে।

৭. এইডা কি টাণ্ডা (ঠাণ্ডা) এর চেয়ে আরেকটা বড় টাণ্ডা আছে, হেইডা কোন ডা?
উত্তর : শীতকাল।

৮. কানার ভিতর কানা লাগাইয়া করে লানাঝানা।
উত্তর : কানের ভিতর নাকফুল।

৯. বারো ঠ্যাং একটা শিং
জলে থাকে গাছের আগায় ডিম পাড়ে।[৭] উত্তর : ইছা মাছ।

১০. মাইজখানে কালো, ভিতরে লাল
স্বামী আছে যতদিন দিতে হবে ততদিন। উত্তর : সিঁদুর।

১১. একজন আসে লাই নিতে
নাপিত আসে মাথার চুল কার্টতে
বউ স্বামীকে ভাত দিতে চাই। উত্তর : গৃহস্থ বলে, বাড়ুক।

১২. আছলাম পাতালে, তুলছি উপরে
ছুঁইয়ো না আমারে, মারিয়া আলবো তোমারে উত্তর : বড়শির কেঁচো।

www.pathagar.com

১৩. পাপিষ্ঠ মাতাটা (মাথাটা)
দুই হাত কুড়ি আঙ্গুল নাকটা
চক্ষুকর্ণ নাই (নাভী)
এমন জিনিস দেখছোনি ভাই ।[৮] উত্তর : মানুষ ।

সদর উপজেলার ধাঁধা

১. তিন অক্ষরের নাম তার বাংলাদেশে নাই
মধ্যের অক্ষর ছাইড়া দিলে,
আমরা তারে খাই । উত্তর : ভারত ও ভাত ।

২. আসমান হইতে পড়লো বুড়ি
তেনাতুনা নইয়া
যেই বুড়ি সভা করে
রান্না ঘরে বইয়া । উত্তর : তাল ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : তেনা-ন্যাকড়া, নইয়া-নিয়ে ।

৩. জঙ্গল থাইক্যা বাইর অইল ভুইত্যা
ধরলাম জাইত্যা, দিল মুইত্যা ।[৯] উত্তর : লেবু/আনারস ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : থাইক্যা- থেকে, বাইর অইল-বের হলো, ভুইত্যা-মোটা তাজা/ বিশাল আকৃতির, জাইত্যা-জড়িয়ে ধরা/চেপে ধরা, মুইত্যা-প্রশ্রাব করা ।

ফুলবাড়িয়ার ধাঁধা

১. লাল মিয়া আডো যায়
চাপায় চোপায় চড় খায় । উত্তর : হাঁড়ি-কলস ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : আডো-হাটে বা বাজারে, চাপায়-গালে

২. আমি থাকি ডালে, তুমি থাকো খালে
তোমার আমার দেখা হবে, মরণের কালে । উত্তর : মাছ ও সবজি ।

৩. কেউ কি পারো দিতে সমাধান?
দুই মার পেটে এক সন্তান । উত্তর : দরজার খিল ।

৪. মুখে দিলে খায় না
না দিলে খায় । উত্তর : গরুর মুখের ঠোয়া বা ঠনা ।

৫. শুর দিয়া কাজ করি, তবু নই হাতি
পরের উপকার করি, তবু খাই লাথি ।[১০] উত্তর : ঢেঁকি ।

www.pathagar.com

হালুয়াঘাটের ধাঁধা

১. বলখস হংখাত্তা
গিংচা হেঙি নাংদাতা। উত্তর : পাদ।

২. সকালবেলা জন্ম আমার
বিকালবেলায় মরে যাই। উত্তর : সূর্য।

৩. তুড়ি বুড়ি তুড়ি বুড়ি
তুড়তুড়াইয়া যায়
হাড় নাই মাংস নাই
সর্বলোকে খায়। উত্তর : পানি।

৪. পাঁচশ টাকার খাসি
জলে ডুবে মরল
একশ একটা শকুনের জন্য
কয়টা করে পড়ল। উত্তর : একটিও না।

৫. হাত্তির দাঁত কলমের পাত
এই সিম্মসা ভাঙতে না পারলে
তুই গাধার জাত। উত্তর : মূলা।

৬. কালো পাহাড় কালো হরিণ
দশজনে ধরে দুইজনে মারে। উত্তর : উকুন।

৭. আকাশে আইসে কইতর
তুমি নিও না আমারে
ছুঁইও না আমারে
এসে নিব তোমারে। উত্তর : বড়শি।

৮. আকাশেতে ঘর
পাতালে দুয়ার
মধ্যেখানে বইয়া রইসে
হরিনন্দ কুমার। উত্তর : বাবুই পাখি।

৯. ঝিলিমিলি পাতা
মোটা মোটা ডাল
ফলটি বেকা
বিচিটি লাল। উত্তর : তেঁতুল।

১০ কালিদাস মহাপণ্ডিত বইলা গেছে
শিশুকালের কথা, নয় হাজার তেঁতুলগাছে
কয় হাজার পাতা। উত্তর : আঠারো হাজার।

www.pathagar.com

১১. ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে রাও নাই। উত্তর : কবর।

১২. নিচ দিয়া ঘরঘর করে
উপর দিয়া ধোঁয়া উড়ে। উত্তর : রেলগাড়ি।

১৩. তিন অক্ষরের নাম তার
আকাশেতে উড়ে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
মস্তকে বাস করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে
হাসি তামশা করে। উত্তর : শালিক।

১৪. থাল থাল বরিশাল
থাল নিল চোরে
বৃন্দাবনে আগুন লাগল
কে নিভাইতে পারে। উত্তর : সূর্য।

১৫. উড়ে যায় ফকফকালি
জোরে দিল ঢিল
সোনার কটরা
রুপার কিল। উত্তর : জাল।

১৬. পাহাড়েতে আইসে বুড়ি
চোখ তার আঠারো কুড়ি। উত্তর : আনারস।

১৭. ছোটবেলা কাপড় পরে
বড় হইলে লেংটা থাকে। উত্তর : বাঁশ।

১৮. এক পাইলা সুপারি
শুনতে গুনতে ব্যাপারি। উত্তর : তারা।

১৯. লম্বায় ধরে লম্বারে
লম্বায় ধরে বেকারে
বেকায় ধরে মরারে
মরায় ধরে জেতারে। উত্তর : বড়শির ছিপ ও মাছ।

২০. আমার জাংলা কেন ভাঙলা
চিম্‌টি দিলাম কেন কানলা। উত্তর : ভিমরুলের চাক।

২১. আলাম পাতালে তুইলা আনলে কৈতরে
ছুঁইয়ো না ছুঁইয়ো না
তোমরা আমারে।[৯] উত্তর : বড়শির কেঁচো।

www.pathagar.com

ত্রিশালের ধাঁধা

১. বেশ বেটা চমৎকার
পুটকি তুরি ছাড়ুনির হার। উত্তর : টিনের ঘর।

২. এক বেড়ির বুনি নাই
পোলাপানের সিমা নাই। উত্তর : মুরগি।

৩. লাল কাজল কাজলের ফুটা
এই শুলুক ভাঙ্গাইব কেডা
ইলাশ খাঁর বেটা, ইলাশ খাঁর বেটা নারে
কুতুব খাঁর নাতি
এই শুলুক ভাঙ্গাইতে লাগবো উত্তর : কাইজুগুটা
আশ্বিন আর কাতি। (এক ধরনের ওষধি ফল)।

৪. উপরে কালা ভিতরে লাল
ঘষলে বাইর অয় সাদা বাল। উত্তর : তাল।

৫. উপরে ঠন ঠন ভিতরে পেক
বুদ্ধি থাকলে খুইদ্দা দেক। উত্তর : বেল।

৬. জংলাতে বাইর অইল বুইত্তা
ধরলাম জাইত্তা দিল মুইত্তা।[১২] উত্তর : বেল।

৭. মামা গো বাড়ি গেছলাম
পিড়ির তলা দিয়ে আইসলাম। উত্তর : পিঁপড়া।

৮. জঙ্গলতে আইল একটা পাড়া
পাড়ার শইললো একশ একটা কাড়া। উত্তর : কাঁঠাল।

৯. জঙ্গলতে বারইল বুইত্তা
পাতে দিল মুইত্তা। উত্তর : লেবু।

১০. ধইরা তারে বলিদান করে
কুটি কুটি গঙ্গা তার উদরে পড়ে। উত্তর : লেবু।

১১. আগলা ঘরে পাগলা নাচে
যতই কওন যায় ততই নাচে। উত্তর : জিহ্বা।

১২. এক বেড়ির বুনি নাই
আবুদুবে সীমা নাই। উত্তর : মুরগি।

১৩. একটুখানি পুচ্ছুনিহান, কইয়ে বুরবুর করে
এমন বেজার শুক্তি নাই
নাইম্মা কই ধরে। উত্তর : ভাতের পাতিল।

www.pathagar.com

১৪. ছুইতালো গাছাখান গোড়া ধরে পাঁচ খান
সেই গোড়া লাল ও হাজার টেহার মাল। উত্তর : কমলা।

১৫. ওততানি ছেড়াহান দুধভাত খা
নাভির মধ্যে টিপ মারলে অনেক দূর যা। উত্তর : টর্চলাইট।

১৬. আইছে পাখি ঝন ঝনাইয়া
বইছে পাখি পাখ মেলাইয়া। উত্তর : জাল।

১৭. আকাশ থাইক্কা পড়ল বুড়ি
তেনা তুনা লইয়া
সেই বুড়ি নামাজ পড়ে
সবার মধ্যে বইয়া। উত্তর : তাল।

১৮. কালা ছাগলের গলাত দড়ি
রাইত অইলে তালাস করি। উত্তর : কেরোসিনের বোতল।

১৯. কোন কারী নামাজ পড়ে না? উত্তর : টিফিনকারী।

২০. এই দেখলাম এই নাই
বেদ ঘরে গাই নাই। উত্তর : বিদ্যুৎ চমকানো।

২১. ঝিলিক ঠাডা ঠাডা
ধান বুনলাম আঠার কাডা
পাহে ধান গলে না
রাইত অইলে থাহে না।[১৩] উত্তর : বাজার/হাট।

২২. কাটলে একটা
না কাটলে দুইটা। উত্তর : জমির বাতর/আইল।

২৩. শুইলে দিতে হয়
না দিলে ক্ষতি হয়। উত্তর : দরজা।

২৪. ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে রাও নাই। উত্তর : কবর।

২৫. লড় বর লড় বর
ছেপ দা খাড়া কর। উত্তর : সুতা।

২৬. বেডাইনে খাড়া করে
বেডডাইনে আতা। উত্তর : মাটির দেয়াল।

২৭. এত বড় উডানডা হুরুইয়া নাই উত্তর : আকাশ ও তারা
শত ফুল ফুইটা রইছে তুলুইয়া নাই। বা তারা ভরা আকাশ।

www.pathagar.com

২৮. সাগরে থাকে মাছ না
নারীর সাথে থাকে পুরুষ না
করাত দিয়ে কাটে গাছ না। উত্তর : শঙ্খ।

২৯. ইতল গাঙের চিতল মাছ
পদ্ম গাঙের লতা
কোন পুরষে দেখছ তোমরা
ফলের আগায় পাতা। উত্তর : আনারস।

৩০. তিন অক্ষরের নাম তার সর্ব ঘরে রয়
প্রথম অক্ষর ছাইরা দিলে খাদ্যবস্তু হয়
মধ্যের অক্ষর ছাইরা দিলে বাদ্যযন্ত্র হয়
শেষের অক্ষর ছাইরা দিলে দেখলে ভয় হয়। উত্তর : বিছানা।

৩১. মকরেতে জন্ম কুম্ভে আসিলে পায়
মিন আসিলে পরে কিছু কিছু খায়
অধিক খায় মেষে আর বৃষে
মুর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতে পায় না দিশে। উত্তর : আম।

৩২. পাতা আছে গাছ নাই
কথা আছে মুখ নাই। উত্তর : বই।

৩৩. বাতর দা হাইট্টা যা
লেঙ্গুর দা পানি খা।[14] উত্তর : বাতি/কুপির শলতা

৩৪. খাইলে ফোডা
না খাইলে মোডা। উত্তর : বিড়ি/সিগারেট।

৩৫. মিল্লা মারলে ভাঙ্গে না
টিপ মারলে ভাইঙ্গা যা। উত্তর : ভাত।

৩৬. এক গেলাসে দুই জাত পানি
তারে আমি উস্তাদ মানি। উত্তর : ডিম।

৩৭. তিন জনে ধরে একজনে ঠেলে
ফেনডা তুইল্যা ছাড়ে। উত্তর : ভাত।

৩৮. বাঁশি বাজায় কৃষ্ণ না
ঘরে থাকে চুর না
মানুষ খায়, হরিণ খায়
মহিষ খায়, বাঘ না। উত্তর : মশা।

৩৯. লোহার কাঠি কাচের ঘর
তার মধ্যে আলোর ভর। উত্তর : হারিকেন।

www.pathagar.com

৪০. পুলের তলে মরা গাই
বারে বারে দেখবার যাই । উত্তর : বাইড় ।

৪১. একটি গাছে তিনটি তরকারি
সারা বছর দরকারি । উত্তর : কচুগাছ ।

৪২. নানা নানি খই বাজে
আমারে দেখলে কপাট মারে । উত্তর : শামুক ।

৪৩. ওতোঙ্গা গোজা তুলে মাডি
তিন মাতা তার এক পুটকি । উত্তর : চুলা ।

৪৪. কান্দার উপর কান্দা
লাল কাপড় দিয়া বান্দা । উত্তর : কলার থোড় ।

৪৫. কাডের একটা গাই
যতই পানা ততই ওনা । উত্তর : খেজুরগাছ ।

৪৬. চাইর কলসি পানি ভরা
ডাকনা ছাড়া ওপোত করা । উত্তর : গাভির বান ।

৪৭. চাইর কোনাত চাইরডা খোডা
মইধ্যে একটা বিডা । উত্তর : গাভির বান ।

৪৮. সবুজ ঘোড়া
এক বেয়াইনে বুড়া । উত্তর : কলাগাছ ।

৪৯. ঘরের মধ্যে ঘর
খোদায় রক্ষা কর । উত্তর : মশারি ।

৫০. একটা খেড়ে
সারা দুনিয়া জ্বলে । উত্তর : সূর্য/রোদ ।

৫১. দুই ভাই কাজ করে এক ঘরে
দেখা হয় না কারো লগে । উত্তর : চোখ ।

৫২. এক ডালা সুপারি
গুনতে পারে কোন বেপারি । উত্তর : আকাশের তারা ।

৫৩. উক্কুর গোজা, খুদে মাটি
ছয় চোখ তার, তিন পুটকি । উত্তর : লাঙল ও জোয়াল ।

www.pathagar.com

৫৪. শুঁড় দিয়া করি কাম, নই আমি হাতি
পরের উপকার করি, তবু খাই লাত্তি। উত্তর : ঢেঁকি।

৫৫. মাথা খায়, হাড় পুড়ে
চামড়া নিয়া বাজারে বেঁচে। উত্তর : পাট।

৫৬. মামুর একটা মের মেরাইন না গাই
মেরমেরাইয়া যা, হাজার টেহার
মইচ খাইছে, আরো খাইবার চায়। উত্তর : শিল-পাটা।

৫৭. ঠেইল্যা দিয়া হুইত্যা রইলাম
সহালে উইঠ্যা খুল্লাম। উত্তর : কপাট/দরজার খিল।

৫৮. দুই ঠ্যাং ফাটকাইয়া
দিলাম ধাক্কাইয়া। উত্তর : সরতা।

৫৯. এটটু হানি ছেড়া হান
দুধ ভাত খা
বড় বড় গাছের লগে
যুদ্ধ করবার যা। উত্তর : কুড়াল।

৬০. এক বেডার তিন ঠ্যাং।[১৫] উত্তর : চুলা।

ফুলপুরের ধাঁধা

১. আল্লার কি কাম
এক ঘরে একটা খাম। উত্তর : ছাতা।

২. চলিতে চলিতে চলিবে না আর
মাথা কাটিলে চলিবে আবার। উত্তর : কাঠ পেন্সিল।

৩. লাল মিয়া হাটে যায়
দুই গালে দুই থাপ্পড় খায়। উত্তর : পাতিল।

৪. আল্লাহর কি কুদ্‌রত
লাঠির ভিতরে শরবত। উত্তর : আখ।

৫. খেহান দিলে ভাঙে না
টিপ দিলে ভাঙে। উত্তর : ভাত।

৬. চিলি চিলি পাতা
মোটা মোটা ডাল
ফলটি পাকলে
বিচিটি লাল। উত্তর : তেঁতুল।

৭. মামার বাড়ি গেছিলাম
রক্ত দিয়া ভাত খাইছিলাম। উত্তর : লাল শাক।

৮. ভরিতে কষাকষি
ভইরা দিলে মন খুশি। উত্তর : চুড়ি।

৯. চান্দি ছিলা নারী
দেউরি ছাড়া বাড়ি
আছাইরা ছাড়া দাও
মাতবর ছাড়া গাঁও। উত্তর : নেতৃত্বহীন।

১০. বাইদের মরা
রইদ্দের খড়া।[১৬] উত্তর : অভাব।

১১. তুমি থাক খালে-বিলে
আমি থাকি ডালে-ডালে
তোমার-আমার দেখা হবে
মরণের কালে। উত্তর : মরিচ ও মাছ।

১২. ঘরের উপরে ঘর
ঘরের ভিতরে
শুইয়া পর। উত্তর : মশারি।

১৩. একটুখানি মিতা
ঘর ভরে চিতা। উত্তর : হারিকেন।

১৪. রাস্তা আছে গাড়ি নাই
নদী আছে পানি নাই। উত্তর : ম্যাপ।

১৫. এক ছাগলের তিন মাথা
খায় শুধু লতাপাতা। উত্তর : মাটির চুলা।

১৬. লতা না পাতা না
লতে লতে যায়
সারা অঙ্গ থাকতে উহা
চক্ষু দুটি খায়। উত্তর : ধোঁয়া।

১৭. উঠান ঠনঠন
পিড়ায় বাড়ি
কোন দেবতার
জিহ্বায় দাড়ি।[১৭] উত্তর : শামুক।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. হাবিবুর রহমান (মানিক তালুকদার), পিতা : আবদুল মান্নান তালুকদার (মরহুম), মাতা : হাফিজা খাতুন, জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৬৫, পেশা : শিল্পী ও সাংবাদিক, গ্রাম : কাশিমপুর, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৪.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

২. নাসিমা খাতুন, স্বামী : হাবিবুর রহমান (মানিক তালুকদার), বর্তমান বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম : কাশিমপুর, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৪.০৩.২০১২, সময় : সকাল ৮টা

৩. মাহবুবুর রহমান দিদার, পিতা : ডাঃ সরাফ উদ্দিন আহমদ, মাতা : সুফিয়া খাতুন, জন্ম : ১ ডিসেম্বর, ১৯৭০, গ্রাম : পাহাড় পাবইজান, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১০.৩০ মি.

৪. এম ইদ্রিছ আলী, পিতা : আবদুর রাজ্জাক, মাতা : জুলেখা খাতুন, জন্ম : ০১.০১.১৯৮২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : মণ্ডলসেন, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ৫.০৬.২০১১, সময় : বিকাল ৫.১০ মিনিট

৫. মৌসুমী, বয়স : ১৬ বৎসর, শিক্ষা : এস.এস.সি., গ্রাম : বোহলি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৪.৮.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

৬. মনিরুজ্জামান, পিতা : শাহদাত আলী ভূঁইয়া, মাতা : হামিদা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫০ বৎসর, পেশা : ডাক্তার, গ্রাম : পালাহার, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০১.০৪.২০১২, সময় : দুপুর ১২.৩০ মি.

৭. মোঃ জহুরুল ইসলাম (খাইরুল), প্রধান শিক্ষক, বাহাদুর নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.১.২০১২, সময় : সকাল ৯টা

৮. বেলায়েত হোসেন, পেশা : শিক্ষকতা, কানারামপুর, ডাকঘর : কামালপুর, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মননসিংহ, তারিখ : ৩.১.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

৯ শামসুন নাহার, পিতা : মোহাম্মদ আলী সরকার, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, ১৩, গুলকিবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ সদর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৪.৯.২০১১, সময় : সকাল ১০.০৫ মি.

১০. সেলিনা খাতুন, স্বামী : রুস্তম আলী, বয়স : ৬০ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : আছিম, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৫.৮.২০১১, সময় : সকাল ৯.৩৫মি.

১১. জয়ন্তী রিছিল, স্বামী : কার্নেশ চিসিম, মাতা : মানদা রিছিল, বর্তমান বয়স : ৫২ বৎসর, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : জয়রামপুরা, ইউনিয়ন : জুগলী, উপজেলা : হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.১১.২০১১, সময় : রাত ৯টা

১২. আবদুল মতিন, বর্তমান বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : ত্রিশাল নামাপাড়া, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.৯.২০১১, সময় : সকাল ৯.৩৫মি.

www.pathagar.com

১৩. শ্রী তপন কুমার পাল, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : রায়ের গ্রাম, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৮.৯.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

১৪. অঞ্জলি রাণী দেবী, বয়স : ৫৫ বৎসর; গ্রাম : রায়ের গ্রাম, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১০.১০.২০১০, সময় : বিকাল ৫টা

১৫. অমল কৃষ্ণশীল শর্মা, বয়স : ২১ বৎসর, গ্রাম : রায়ের গ্রাম, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, শিক্ষা : বি.এ. (অনার্স), ২য় বর্ষ, নাট্যকলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১১.১১.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

১৬. দিলনূর তাহসিনা কাদের (জুয়েল), স্বামী : এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, মাতা : আছিয়া কাদের, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম : বাগুন্দা, ইউনিয়ন : কাকনি, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৬.৫.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা

১৭. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, পিতা : আলহাজ্ব মাওলানা এ কে এম ইমামুদ্দিন (মরহুম), মাতা : (মরহুম) ফিরোজা বেগম, জন্ম : ৩১.৩.১৯৬৫, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : বাগুন্দা, কাকনি, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৬.৬.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
প্রবাদ-প্রবচন

মানুষের পরিবেশ ও জীবন পর্যবেক্ষণের এবং প্রকাশের এক সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছে প্রবাদ। প্রবাদের প্রচলন সুপ্রাচীনকাল থেকেই। মানুষের জীবন অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিক দর্শন প্রতিফলিত হয়ে আসছে প্রবাদ-প্রবচনে। কৃষি থেকে শুরু করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এর ব্যবহার এখনও রয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রবাদগুলোর মধ্যে জীবনঘনিষ্ঠ সত্য যেমন প্রকাশিত তেমনি রসবোধ ও কৌতুকও প্রকাশিত। ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

মুক্তাগাছার প্রবাদ-প্রবচন

১.
থাকলে কুন্দা
আরাইলে নাও।
ব্যাখ্যা : কোনো কিছু হারানো গেলে মানুষ তা বড় করে বলে।

২.
যেই দেশের যেই বাও
বাও বুইঝ্‌ঝা নাও বাও।
ব্যাখ্যা : অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩.
চিড়া কও মুড়ি কও, ভাতের হুমান না।
চাচী কও জেডি কও, মায়ের হুমান না।
ব্যাখ্যা : মায়ের মতো দরদী আর কেউ নেই।

৪.
আমি কান্দি মায়ের লাইগ্যা
মায়ে কান্দে হায়ের লেইগ্যা
ব্যাখ্যা : যার যেদিক টান সেদিকেই দরদ দেখায়।

৫.
না কামা ঢেহির বাদ্যের সীমা নাই।
ব্যাখ্যা : অকেজো ঢেঁকির নানারকম শব্দ হয়।

www.pathagar.com

৬.
থাহি মুল্যের বাড়ি
মারছে মূল্যের মা
সাথ সাথে না কানলে
খেদাই দিত না !
ব্যাখ্যা : শক্তিশালীর বিপক্ষে যেতে নেই ।

৭.
নদী পার হওয়ার আগে
মাঝি দুলাভাই ।
পার অইয়্যা গেলে হালা ।
ব্যাখ্যা : কার্য সিদ্ধির পর অসমাদর ।

৮.
কতা কয় রাশে রাশে
পরে খালি ছুলকা ভাসে ।
ব্যাখ্যা : অতি কথন অপাংক্তেয় ।

৯.
তুই দোষী না
আমার কপাল দোষী
তুই আম খা
আমি বড়া চোষী ।
ব্যাখ্যা : দুই বন্ধুর স্বার্থের গরমিলে মনের কষ্ট ।

১০.
ঘেগিরে নেয় না
ঘোগি পালংক ছাড়া যায় না ।
ব্যাখ্যা : ভালোর যেখানে মূল্য নেই, সেখানে খারাপ আরও বেশি সমাদর দাবি করে ।

১১.
যারে টাইন্যা আনি পাড়িত
হে যায় খালি মাড়িত ।
ব্যাখ্যা : যে নিজের সম্মান নিজে বুঝে না ।

১২.
চিনলে জরী
না চিনলে খড়ি ।
ব্যাখ্যা : যার চেনার শক্তি নেই তার কাছে অমূল্য সম্পদও মূল্যহীন ।

www.pathagar.com

১৩.
বাপ মরছে শীতে
পুলার নাম জাম্পার।
ব্যাখ্যা : অতীত ভুলে পথ চলা।

১৪.
বাপ মরছে আইন্দার রাতে
পুলার নাম বিদ্যুৎ।
ব্যাখ্যা : বিপরীতধর্মী কাজ কারবার।

১৫.
এক মুখ স্বর্ণ দিয়ে ভরা যায়
দশ মুখ ছাই দিয়াও ভরা যায় না।
ব্যাখ্যা : বেশি মানুষের সংসারের অভাব মিটানো দায়, ছোট সংসারে তা খুবই সহজ।

১৬.
বিল নষ্ট করে পানায়,
গাও নষ্ট করে কানায়।

১৭.
বাত পায়না চা খায়
রিশকা দিয়া আগ্‌বার যায়।
ব্যাখ্যা : যা নয় তার চেয়ে বেশি ফুটানি করে চলা।

১৮.
নাইল্লো খেতে বিয়াইছে গাই
হে সম্পর্কে মামাতো ভাই।
ব্যাখ্যা : যে কোনো ছলছুতায় প্রভাবশালী কারও সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক খোঁজা।

১৯.
এক চক্কে লবণ বেচা, এক চক্কে তেল বেচা।
ব্যাখ্যা : অবিচার করা।

২০. খাড়া মাইনষের নাড়া বুদ্ধি
ব্যাখ্যা : খাটো মানুষের বুদ্ধি খারাপ বুদ্ধি।

২১.
ডাইল দিয়া ভাত খামু সোজা রাস্তায় আইট্যা যামু।
ব্যাখ্যা : সহজ সরল জীবনযাপন।

২২.
আগের আইল যেই মিহি পিছের আইল হেই মিহি।
ব্যাখ্যা : গুরু ভালো হলে শিষ্য ভালো হয়। গুরু খারাপ হলে শিষ্যও খারাপ হয়।

www.pathagar.com

২৩.
বুদ্ধি গুনে কামাই, কপাল গুনে জামাই ।
ব্যাখ্যা : সব কিছু ভাগ্যগুণে হয় না, বুদ্ধিও লাগে ।

২৪.
টিপে মইষ মারা ।
ব্যাখ্যা : অসম্ভব বিষয় ।

২৫.
কেরুলে বাঁশ ঠেলে ।
ব্যাখ্যা : নিজ উৎসের বিরুদ্ধাচরণ করা ।

২৬.
গাইতে গাইতে গায়েন,বাজাইতে বাজাইতে বায়েন ।
ব্যাখ্যা : অনুশীলনের মাধ্যমেই পরিপক্ক হয় ।

২৭.
ছোড় মরিচের ঝাল বেশি ।
ব্যাখ্যা : ভিতরে গুণ থাকলে, আকারে কিছু যায় আসে না ।

২৮.
কান খাডা মানইষের আডারো চুঙ্গা বুদ্ধি ।
ব্যাখ্যা : কানে যারা কম শোনে, তাদের বুদ্ধি বেশি হয় ।

২৯.
নিজের পিডা ইডা ইডা
পরের পিডা গালো মিডা
ব্যাখ্যা : নিজের চেয়ে পরের জিনিস বেশি উপাদেয় ।

৩০.
সারা ঘর লেইপ্পা দোয়রো কালি ।
ব্যাখ্যা : সব কাজ ভালো মতো করে শেষেরটা খারাপ করা ।

৩১. যার যতো বড়ো মাথা তার তাতো বড়ো ব্যথা ।
ব্যাখ্যা : বড়র দুঃখটাও বড় ।

৩২.
ডরায়লেই ডরে পায়, ধইরা বইলে কিছুই না ।
ব্যাখ্যা : ভয় পাইলেই ভয় বাড়ে, সাহস করে আগাইলে তেমন কিছু না ।

৩৩.
চোরে চোরে আলি, এক চোরে বিয়ে করে আরেক চোরের হালি ।
ব্যাখ্যা : সমপর্যায়ের মধ্যেই সাধারণত আত্মীয়তা হয় ।

www.pathagar.com

৩৪.
যার মরুন যেনো, নাও ভাড়া দিয়া যায় হেনু ।
ব্যাখ্যা : নিয়তি অলংঘনীয় ।

৩৫.
ভাত না কাঁকর
কিলায় কিলায় ডফর ।
ব্যাখ্যা : অপদার্থ স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে পারে না । কিন্তু মারধর করে ।

৩৬.
নিসুরাইদার গোস্পত সার ।
ব্যাখ্যা : অকর্মণ্য ব্যক্তির চুপ করে বসে থাকা ।

৩৭.
বারো হাত বাঙ্গি তোরো আত (হাত) বীচি ।
ব্যাখ্যা : ক্ষমতা কম ফুটানি বেশি, বাঁশের থিকা কঞ্চি বড় ।

৩৮.
খেম নাই কুত্তায় খেড় ভইরা আগে ।
ব্যাখ্যা : ক্ষমতাহীনরা অঘটন ঘটায় ।[১]

ফুলবাড়িয়ার প্রবাদ-প্রবচন

১.
দাতার গাছে ডালিম ধরে
কৃপণের ঝাড়ে বাঁশ ।
অলক্ষী কইতর পালে
গিদরে পালে আস ।

২.
কথায় কথা বাড়ে
মন্থনে বাড়ে ঘি
বাপে পুত বানায়
মায়ে বানায় ঝি ।

৩.
রাজপথ নাহি যথা, তটিনী বিহীন
ব্যবসা-বাণিজ্য নাই, না আছে প্রবীণ ।
নাহি ধনী, নাহি রাজা, নাহি মহাজন
এমন কুস্থানে বাস করো না কখন ।

www.pathagar.com

৪.
আহম্মক নম্বর পাঁচ
সীমার মধ্যে যে লাগায় গাছ
আহম্মক নম্বর ছয়
শ্বশুরবাড়িতে যে ঘরজামাই রয়।

৫.
ইস্টির মধ্যে মামারা
যদি থাকে নানি
ধানের মধ্যে চামেরা
যদি থাকে পানি।

৬.
ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন
যদিও পৃথক হয়, নারীর কারণ।

৭.
রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
প্রজায় কষ্ট পায়
নারীর দোষে সংসার নষ্ট
শান্তি চলে যায়।

৮.
মা কথাটি অতি ছোট
কিন্তু জহিনো বাই
মায়ের মতো আপন যে আয়
তিন ভুবনে নাই।

৯.
উঁচু কপাল চিরল দাঁতি
পিংলা মাথায় কেশ।
সেইসব নারীর স্বামী নাকি
ঘুরে নানান দেশ।

১০
ভুলে ভুলে ভুবন ভরা
ভুলে মানব জীবন গড়া
একটুখানি ভুলের তরে
কান্দে মানব জীবন ভরে।[২]

www.pathagar.com

ফুলপুরের প্রবাদ-প্রবচন

১.
তবলা ছাড়া গান
জর্দা ছাড়া পান।

২.
শৈল্ল অইছে কেরোসিনের গন্ধ
নাম রাখছে তার আতর আলী।

৩.
কিপটার পয়সা ধনীর ধন
শেষ হইতে কতক্ষণ।

৪.
ডালিম পাকিলে পরে
ফল ফেটে যায়
ছোট লোক বড় হলে
বন্ধুকে কাঁদায়।

৫.
যদি থাকে নসিবে,
আপনা-আপনি আসিবে।

৬.
যদি থাকে বন্ধুর মন,
গাঙ পাড়াইতে কতক্ষণ।

৭.
মাসি হোক পিসি হোক,
মার সমান না
দই হোক চিড়া হোক
ভাতের সমান না।

৮.
ভাগ্যের লেখা, না যায় দেখা।

৯.
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
না পাইলে কি জোরের কাম।

www.pathagar.com

১০.
রাস্তায় পাইছি কামার
দাও ধারাইয়া দে আমার ।[৩]

হালুয়াঘাটের প্রবাদ-প্রবচন

১.
চিয়ো নাথক দঙোসা
চিবা জাসেঙা
সঙো মেস্ত্রা দাঙোস
সঙবা হানসেঙা—[৪]
ব্যাখ্যা :
জলে মাছ থাকলে
জল পরিষ্কার থাকে
গ্রামে যুবতি থাকলে
গ্রাম জেগে থাকে ।

ত্রিশালের প্রবাদ-প্রবচন

১.
আড়ে খায় না লাউ
বিয়াইনেরে গিয়া বিলাও ।[৫]
ব্যাখ্যা : লাউয়ের প্রচুর ফলন হওয়ায়, দাম একদম কম বিধায়, বাজারে বিক্রিও করা যায় না । তখন লাউ উৎপানকারী একলোক ঠাট্টাচ্ছলে তার স্ত্রীকে বলে বিয়াইনের বাড়িতে যেন লাউ পাঠিয়ে দেয় ।

ঈশ্বরগঞ্জের প্রবাদ-প্রবচন

১.
জালা পাড-অ ধান অয় না । [জ্বালাপাড — ধানের বীজতলা]
ব্যাখ্যা : চাষযোগ্য জমিতেই ফসল হয়, অন্য কোথায় নয় ।

২.
মামলা করলে কামলা খাড়ে ।
ব্যাখ্যা : মামলাবাজদের পরিণতি ভালো হয় না ।

৩.
দুধ দেওয়া গাইয়ের লাত্থিও বালা ।
ব্যাখ্যা : উপকারীর কাছ থেকে কষ্ট পাওয়াও তেমন দুঃখের না ।

www.pathagar.com

৪.
যার দেয়া চউখ মুখ
তারেই অপমান।[৬]
ব্যাখ্যা : যার কল্যাণে পথ চেনা তাকেই অপমান।

৫.
গাঙ পার অইলেই বুরায় লাত্থি [বুরা — ভেলা]
ব্যাখ্যা : স্বার্থসিদ্ধির পর উপকারীকে অস্বীকার করা।

৬.
অমনিতেই যায় না তাও হিরবার তেনা পেচায় [তেনা — পুরনো কাপড়ের টুকরা]
ব্যাখ্যা : অস্বাভাবিক উপায়ে কাজ করার অপচেষ্টা।

৭.
আগায় না রাস্তাও ছাড়ে না। [আগে না — হাগে না]
ব্যাখ্যা : নিজেও করে না, অন্যের কাজ বাধাগ্রস্ত করে এমন হীন ব্যক্তি।

৮.
পুকটি মারলে এক ছটাক গুও বাইর অয় না। [পুকটি মারা — সমকামী অর্থে]
ব্যাখ্যা : প্রকট দৈন্য কিন্তু অতি মাতবরি।

৯.
কার পুঙ্কটি কে মারে ধুলায় অন্ধকার। [পুকটি — সমকামী অর্থে]
ব্যাখ্যা : বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নিয়ম নীতি উপেক্ষিত।

১০.
বইয়্যা খাইলে রাজার ভাণ্ডারও পুরায়া যায়।
ব্যাখ্যা : অকর্মণ্য ব্যক্তির ধন ভাণ্ডারও এক সময় শেষ হয়ে যায়।

১১.
চাহর বন্দের ঘরের টুই উদাম। [চাহর বন্দ — ঘর তৈরির কামলা]
ব্যাখ্যা : বাতির নিচে অন্ধকার।

১২.
আগের আল যেইভাবে যায়
পিছের আল হেইভাবে যায়। [আল — হাল]
ব্যাখ্যা : যিনি আগে চলেন তার চলার উপর নির্ভর করে পরের জনের ভালো মন্দ।

১৩.
হাইদ্যা গেয়া গুয়ামারা দেওয়া। [হাইদ্যা গেয়া — এগিয়ে গিয়ে]
ব্যাখ্যা : কোনো কাজে যেচে গিয়ে নিজের ক্ষতি করা।[৭]

www.pathagar.com

নান্দাইলের প্রবাদ-প্রবচন

১.
বাজারে চাক্কা মারে আভাইগ্যার কপালে পড়ে।
ব্যাখ্যা : জনাকীর্ণ স্থানে কোনো অঘটন ঘটলে দেখা যায় তা কপালপোড়া লোকের উপর দিয়েই গেছে।

২.
বাড়িওয়ালার বাড়ি নাই
বাওয়াইল্যার মুখে চাপ দাড়ি।
ব্যাখ্যা : আশ্রিত ব্যক্তির দাপটে বাড়িওয়ালা অসহায় হয়ে পড়ে।

৩.
ঘটি ভরে না গঙ্গাসাগর
ব্যাখ্যা : নামে বড় কাজে ছোট।

৪.
ছাল কুত্তার বাঘাই নাম
লক্ষ্মীর কেনে পুটকি উদাম।
ব্যাখ্যা : বাস্তবের সাথে সঙ্গতিহীন অবস্থা।

৫.
ছাগল পালে পাগলে

৬.
গুইয়ের পুটকিও কুড়াল কুছানি।
ব্যাখ্যা : অসম্ভব কাজকে যারা সম্ভব করতে চায়।

৭.
কুত্তার লেঙ্গুর ঘিয়েও সোজা হয় না।
ব্যাখ্যা : বক্র স্বভাব সাধারণত বদলায় না।

৮.
নাপিতের আসি
ধোপার বাসি
হুতাতের কাইল
তিন শালায় এক চাইল।
ব্যাখ্যা : পেশাজীবীদের অজুহাত।

৯.
এমন জায়গায় যাইয়োনা লোকে উঠ্
এমন কথা কইয়োনা লোকে বলে জুট।
ব্যাখ্যা : অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোথাও যাওয়া এবং কথা বলা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

১০.
শুয়রের দাঁত গজায়—
বাপের পাছায় কামড়ায়।[৮]
ব্যাখ্যা : দুর্জন স্বজনের ক্ষতি করে।

গফরগাঁওয়ের প্রবাদ-প্রবচন

১.
ওপর তালা, নিচের তালা
মাইধ্যে একটা কুলুম মারা।
ব্যাখ্যা : অগণিত সংখ্যা বুঝাতে।

২.
মাঙ্গ আই নাই, ওরাত ভরা বালে।
ব্যাখ্যা : অসামর্থ্য অর্থে।

৩.
জুরাইছে জামালদি
উড়াইছে কামালদি।
ব্যাখ্যা : অপচয় অর্থে।

৪.
বাপ দাদার দাঁড়ি নাই
চান্দ মল্লের (মড়লের) বেওয়াই।
ব্যাথা : আত্ম অহংকারী

৫.
আইগ্যা হছে না, পাদ মাইরা গলা পানিত।
ব্যাখ্যা : অপরিষ্কার অর্থে।

৬.
চুদে না মাঙ্গ
হুইত্যা হাতায়
ব্যাখ্যা : অক্ষমতা অর্থে।

৭.
পুলা হইলে
ভালে আটকায় না।
ব্যাখ্যা : প্রচলিত কাজের ক্ষেত্রে বাধা কোনো বিষয় নয়।[৯]

তথ্যনির্দেশ

১. হাবিবুর রহমান (মানিক তালুকদার), পিতা : আবদুল মান্নান তালুকদার (মরহুম), মাতা : হাফিজা খাতুন, জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৬৫, পেশা : শিল্পী ও সাংবাদিক, গ্রাম : কাশিমপুর, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৪ মার্চ, ২০১২, সময় : সকাল ১০টা

২. হেলেনা বেগম, পিতা : রজব আলী, বয়স ২০ বৎসর, গ্রাম : রামনগর, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১২.৯.২০১১, সময় : রাত ৯টা

৩. আসিরুন্নেসা রুমা, স্বামী : এবিএম হাবিবুল্লাহ, মাতা : মাজেদা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৩৫ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : বাগুন্দা, কাকনি, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.৮.২০১১, সময় : সকাল ১১টা

৪. জয়ন্তী রিছিল, স্বামী : কার্নেশ চিসিম, মাতা : মানদা রিছিল, বর্তমান বয়স : ৫২ বৎসর, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : জয়রামপুরা, ইউনিয়ন : জুগলী, উপজেলা : হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.১১.২০১১, সময় : রাত ৯টা

৫. অঞ্জলি রাণী দেবী, বয়স : ৫৫ বৎসর, গ্রাম : রায়ের গ্রাম, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৭.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

৬. মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা : আব্দুল হেকিম মাস্টার, বর্তমান বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : চাকরি, গ্রাম : কাকনহাটী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.০৯.২০১১, সময় : সকাল ১০টা

৭. আনিস আজিজ বাবুল, পিতা : আজিজুর রহমান, মাতা : খোদেজা খাতুন, জন্মতারিখ : ১৪.১২.১৯৭০, পেশা : শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা, গ্রাম : কাকনহাটী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৯.২০১১, সময় : সকাল ১০-৪৫ মি.

৮. জালাল উদ্দিন মাস্টার, পিতা : মিয়াদ হোসেন, বর্তমান বয়স : ৬০ বৎসর, পেশা : চাকরি (অবসরপ্রাপ্ত), গ্রাম : দত্ত গ্রাম, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.৪.২০১২, সময় : সকাল ১১.৩০ মি.

৯. মোঃ নজরুল ইসলাম, জন্ম : ১৯৬৪ সাল, পিতা : মৃত সরাফত আলী, মাতা : ভেলার মা, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : রৌহা, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৮.০৪.২০১২, সময় : বিকাল ৩টা

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়
লোকছড়া ও ভাটকবিতা

লোকছড়া

লৌকিক জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকছড়া ও লোককবিতা লোকসংস্কৃতির এক অনন্য সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকেই এই ছড়া বহমান। ছড়া লোককবির অনায়াস সৃষ্টি। এর মধ্যে বৈদগ্ধ্য অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত রসধারা, মস্তিস্ক অপেক্ষা হৃদয়ের স্থান অনেক বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুর, তাল, ছন্দ ইত্যাদি।[১] ছড়ার সাথে নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরীর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বলা যায় এরাই হচ্ছে ছড়ার সৃষ্টিকারক, বিকাশ, ধারক-বাহক। অধিকাংশ ছড়ায় এক ধরনের ছন্দ রয়েছে। জীবনের নানা বিষয় নিয়ে এসব ছড়া গঠিত হয়ে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। বেশিরভাগ ছড়া রচিত হয়েছে শিশুর মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে এবং খেলাকে কেন্দ্র করে। এছাড়া পারিপার্শ্বিক নানা বিষয়, নিয়েও ছড়াগুলো রচিত হয়ে থাকে।

মুক্তাগাছার লোকছড়া

১.
ইস্টি খেশী
ভাত খায় বেশি
আগে কম কম
পাদে ভম ভম।

২.
ছাইড়া দেন গো দাড়োগা বাবু
জেলের বড়ো অয় জ্বালা
উকিল মোক্তার মামা শ্বশুর
হাকিম আমার অয় মালা
ছোটা ছোটা ভাত গো দিলাইন
কোড়াল কাডা তরকারি
পাইল ছাইড়া বে পাইলে গেলে
মারে ডাণ্ডার বাড়ি।

৩.
শালি-দুলা ভাইয়ের কথোপকথন

www.pathagar.com

শালি: আইজকা কুটন কাটন
কাইলকা ঘোটন ঘাটন
পরদিন খাওন দাওন
দুলাভাই : আইজকা থাকমু হুইয়া
কাইলকা থাকমু বইয়া
পরশুদিন যামু খাইয়া লইয়া।

৪.
নাইড়া মাতা পিয়াড়ী
আণ্ডা পড়ে বরবরি
একটা আণ্ডা নষ্ট
পিয়াড়ীর মার কষ্ট।

৫.
চুল ওয়ালা, বুলবুলা
নাইড়া মাতার গু ফালা।

৬.
তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই
মামা দিল দুধ কলা
দুয়ারো বইয়্যা খাই।
মামী দিল খাইট্তার বাড়ি
পলাই পলাই।

৭.
নাইড়া মাতা, হিয়ালের গাত্তা
ছত্তি তুলাইলে পেতা পেতা।

৮.
হাইস্কুলো গেছিলাম,
বেতের বাড়ি খাইছলাম
বেত গেল ভাইঙ্গা
মাস্টর দিল কাইন্দা
হাইস্কুলো যাইতাম না
বেতের বাড়ি খাইতাম না।

৯.
পায়রা ডাকে বাকবাকুম
সোনার চোখে আসেনা ঘুম

www.pathagar.com

ও পায়রা তুই ডাকিসনা
মনার ঘুম ভাঙিসনা (ঘুম পাড়ানি ছড়া)
ঘুম থেকে জেগে সোনা
খাবার এনে দেবে মামা ।

১০.
বদলে গেল গোলাপফুল নিভে গেলে বাতি
প্রজাপতি ধরতে গিয়ে হারিয়েছে সাথি ।

১১.
ওয়ান টু থিরি
পাইলাম একটা বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
পাইলাম একটা বাগুন
বাগুনো নাই বিচি
পাইলাম একটা কাঁচি
কাঁচিত নাই ধার
পাইলাম একটা হার
হারের নাই লকেট
পাইলাম একটা পকেট
পকেটে নাই টাকা
কেমনে যামু ঢাকা?
ঢাকাত নাই গাড়ি
কেমনে আমু বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত
মারলাম একটা পাদ
পাদের নাই গন্ধ
হাইস্কুল বন্ধ ।

১২.
স্বরুয়ু স্বরায়া
মাস্টার গেছে আরায়া
এ বি সি
মাস্টার পাইছি ।

১৩.
লেবুর রস চিনির দানা
আমার খাতা ধরতে মানা

www.pathagar.com

যদি বল খাতা কার
নিচে দেখ নাম তার ।[২]

সদর উপজেলার লোকছাড়া

১.
ভাইসব ভাইসব এগারো
জাইত্যা ধরলাম পাগারো ।
পাগারের পানি কালা
ভাইসাব আমার হালা ।[৩]

২.
অরম বিবি খড়ম পাও
লাল বিবির জুতা পাও
আইও বিবি ঢাকা যাই
ঢাকা গিয়া টাকা পাই ।[৪]

৩.
বুতুম পাখি, বুতুম পাখি
আমার বাড়ি যাইও
আইচ্চা ভইরা খুদ দিমু
নাইচ্চা নাইচ্চা খাইও ।

৪.
এনা যায়, বেনা যায়, বাওয়া যাওনা কে?
ছিখার উপর পান্তাভাত, পাইরা খাওনা কে?
তুমি নাম্বা, আমি খাড়া, নাগইল পাই না
পিডার উপর পিড়া থুইয়া, খারইবার চাই না ।[৫]

ফুলবাড়িয়ার লোকছড়া

১.
আউলা জাউলা পাকিস্তান
ঘরে আছে ইরি ধান
ইরি ধানের গন্ধে
নতুন ভাবী কান্দে ।
কি গো ভাবী কান্দুই ক্যান
আইন্যের বাইয়ে মারছে ক্যান?
মাইরা টাইরা জিজ্ঞাস করে

www.pathagar.com

ডাক্তার আইন্যা পরীক্ষা করে
কোন কোন জায়গায় বেদনা করে
মলম দিয়া মালিশ করে ।[৬]

২.
সই গো সই
দুঃখের কথা কই
আড়িত নাই চাইল
দুঃখের আহে গাইল
সইয়ের মার হাঙ্গা
কাঁঠাল পাতা রাঙা ।

৩.
হোসেন মড়লের চাড়িনাডি
বসুন মড়লের দাড়ি
কালের গাহান শুনতে যাও
লেকত হাজীর বাড়ি ।[৭]

হালুয়াঘাটের মান্দিদের লোকছড়া

১.
কুই ননো কুই
কাংখি মি সঙেঙা
শিরু চি খয়েঙা
কুই ননো কুই ॥

মাম বক্কা চানান্দে
দ-চি বক্কা চানান্দে
কুই ননো কুই ॥

জাওয়া বা-এ খাতনোয়া
মাংখাওয়ি চিক্নোয়া
কুই ননো কুই ॥

আইয়াও আ সেল সক্বাং'আ
গংসিল-আ'সিল মবাং'আ
কুই ননো কুই ॥ (ঘুম পাড়ানি ছড়া)

অনুবাদ
ঘুমাও বোন ঘুমাও
কাঁকড়া ভাত বসিয়েছে

www.pathagar.com

পাখি পানি তুলছে
ঘুমাও বোন ঘুমাও।
সাদা ভাত খাবে
সাদা ডিমের সাথে
ঘুমাও বোন ঘুমাও।

২.
আপ্‌ফা বাথ্‌চি রেএঙ্গা
বল দেন্না রেএঙ্গা
মাই বলখো দেনবাজক
বলং আগাচি
উখো বাইতা ফালবাজক
থাংকা খলাচ্চি
উচি মাইখো রা'বাজক
নাখাম খারিচি
উখো সাওয়া চা'সোজক
নাখাম খারিচি
উখো সাওয়া চা'সোজক
জজং অকথংসি।

অনুবাদ
বাবা কোথায় গিয়েছে
গাছ কাটতে গিয়েছে
কি গাছ কেটেছে
আগাচি গাছ কেটেছে
কত টাকায় বিক্রি করেছে
ত্রিশ টাকায় বিক্রি করেছে
তা দিয়ে কি এনেছে
শুটকি মাছ এসেছে
কে তা খেয়ে ফেলেছে।
পেটকা ভাই খেয়ে ফেলেছে।

৩.
জজং ম'না গ্রাপা
সামচি বিবাল মুকনাপা।

অনুবাদ
ভাই কেন কাঁদছে
চোখের ভেতর ঘাসফুল ঢুকেছে।

www.pathagar.com

৪.
হাই জজং জামাজং
নক্কো নাপ্পি দং
চাচ্চি হি'বাজক্কনো
দ'রাসত্তি হন।

অনুবাদ
আদরের ছোট ভাইটি ঘরের ভেতর থেকো
মেহমান ঘরে এলে মুরগি কেটে দিও।

ত্রিশালের লোকছড়া

১.
গাং পাড় বেন্যাগাছ, বেন্নর বেন্নর করে
হুত্যা গাংয়ের তিউত্যা মাছ, ফারজানা বানু রান্দে,
হাইয়ের পাত দিয়ে মাছ, নথের লাইগ্যা কান্দে।

২.
দেখুইনছা গো বাইন্যা ভাই কিদুন দুঃখ লাগে,
কুদাল বেইচ্যা নথ বানাইয়া দিলাম নথর নথর করে।
শব্দার্থ : বাইন্যা = স্বর্ণকার।

৩.
ঘুম রে ঘুম
    নাছিমার ঘুম,
বাজারের পুঁটিমাছ
    গাছের বাগুন,
তাই খাইয়া
    পড়ে এলো,
নাছিমার ঘুম।

ত্রিশাল এলাকার মায়েরা সন্তানদের ছড়া আবৃত্তি করে ঘুম পাড়ান।

৪.
এক কলমের আহা জোহা
দুই কলমের কালি,
আনু তুমি রাজি আছ,
মঞ্চে তোমার স্বামী।

ত্রিশাল অঞ্চলের শিশুরা ছাতুলী খেলা খেলে থাকে। এ খেলা পুতুলের বিয়ে বিয়ে খেলা। পুতুল কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের বর-কনে সাজিয়ে এ খেলা খেলা হয়। এ খেলায় বিয়ে পড়ানোর সময় ছড়া কাটে এই বলে।

www.pathagar.com

৫.
ই পাগারের পানি
হে পাগারের পানি
ফাউড্যা দিয়া টাইন্যা আনি
হাইলহের কেচকেচানি,
দইয়লের রাত্তি
অ ছেরী তুই, এই ছেড়ার লগে যাও।

৬.
মেঘিরে মেঘ দে ঢালাইয়া
আলের পাজুন চাল থইয়া,
মেঘি কান্দে হুলা লইয়া
উত্তর পাড়ার মেঘা রে,
কিদুন সাজা সাজে রে
ও ব্যাঙ ব্যাঙ রে,
মেঘ দেছনা কের লাইগ্যা রে।

মেঘের গীত। অনাবৃষ্টিতে ত্রিশাল অঞ্চলে বৃষ্টি নামাতে মেঘের গীত গেয়ে শিশু-কিশোররা কুলা সাজিয়ে তাতে ব্যাঙ রেখে দল বেঁধে এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে ছড়াটি গেয়ে মাগন তুলত।

৭.
বেক মেঘ ঢাইল্যা দিলাম
বুরো জমি দিয়া,
আম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
তেত্তত পড়ে মেঘের পানি,
জ্যাম পাতা দিয়ে দিলাম ছানি
তেত্তত পড়ে মেঘের পানি।

৮.
বুলবুলিরে কালা
একজন জাম হালা
ছোডা থইয়া মা মরছে
আমার বড় জ্বালা।

শিশুরা জাম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বুলবুলি পাখিকে লক্ষ করে ছড়া বলে।

৯.
একট বেকট তেকট মালা
দারুম দুরুম বাঁশের ফালা
সাম সুম কড়ইয়ের ডুম,

www.pathagar.com

ফেটকা লাঙ্গল মইষের শিং
তারি তুরি উনিশ কুড়ি ।

শিশুরা একটি ছড়া বলে খেলা করে । এ ছড়ায় বিশটি শব্দ রয়েছে । এবং ছড়ার শেষ শব্দটিও 'কুড়ি' ।

১০.
আইলামরে ভাই উইরা
আত্তির কান্দ চইরা,
আত্তির কান লড় বর করে
লাফ দেয় লাফ দেয়া বরই পাড়ে,
এককান বরই পাইলাম রে
বাইন্যা বাড়ি গেলাম রে,
বাইন্যা ঘর উঁচা টুই
ধান দেও কুলা দুই,
কুলাত থইয়া ডালাত আন
হেইল্যা বুড়িতে ঘর আন,
এক বাঘের নাম কাবারি
লাফ দেয় পারে সুপারি,
এক বাঘ বরই গাছ
মুইত্যা দিলে ভাজা মাছ ।

১১.
আয়রে ভাই উইরা
আত্তির কান্দ চইরা,
আত্তির কান দুল দুল করে
গাছ উইড্যা গুয়া পাড়ে,
এককান গুয়া পাইলাম রে
বাইন্যার ঘর উঁচা টুই,
ধান দেও কুলা দুই
ধান না কড়ি,
লরি লরি শ্যাম গো
স্বর্ণের খাম বান গো ।

মেঘের গীত ছাড়াও প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে এ অঞ্চলের শিশুরা গীত গেয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুড়ে মাগন তুলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতো । দশ ও এগারো গীতের মাধ্যমে বুঝা যায় ।[৮]

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জের লোকছড়া

১.
মায়া গো মায়া
দুইল্যা চাউল ভাইজ্যা দেও
চাউল ভাজা খাইতাম না
কলসি আইন্যা দেও
কলসির ভিতরে হাফটা
ফালায়া দেও ।

২.
মায়া গো মায়া কাইন্দো না
শামের গলা ভাইং গো না ।

৩.
দাদা গো দাদা
খাদা আইন্যা দেও
খাদার ভিত্রে কুনিব্যাঙ
ফালায়া দেও
একলা ঘর-অ থাকতাম না
বউ আইন্যা দেও ।

৪.
উনিশ গুড়া ঝনঝন
জামাই আইছে তিনজন
নাস্তা দিলে খায় না
বিদায় দিলে যায় না ।[৯]

নান্দাইলের লোকছড়া

১.
খায়রা বাড়ির পদ্মার মা
খেতা খইচ্ছা জীবন যায়
নিলুর মা কাইন্দেয়া কয়
কান্দিস নারে পদ্মার মা
মাইর‍্যা ফেলবো সুরুজ খাঁ ।

২.
হালিউড়া গেরাম ভাইরে
দেখিতে সুন্দর

www.pathagar.com

বাগিচায় বাইড়া উঠছে
সুন্দর সুন্দর ঘর ।

৩.
বাইল্যা পাড়ার কাইল্যা ছেড়ি
রানতে জানে না
ডাইলে উঠছে বগর বগর
নুনও দিছে না ।

৪.
জাইল্যা কই নারে
কাউয়া ডাংগোর কই
রঙ্গে রঙ্গে হাঙ্গা বইলে
এহন যাবে কই ।

৫.
কাইল্যার মার ধইল্যা ছেরি
বিয়া অয়না
মোল্লের আমেনারে দেইক্যা জামাই
বাড়ি ছাড়ে না ।[১০]

ভাট কবিতা

স্বল্প শিক্ষিত এক শ্রেণির কবি কোনো বিশেষ ঘটনা বা কাহিনিকে উপজীব্য করে তার কল্পনার জগৎ প্রসারের মধ্যদিয়ে অনেকটা গীতি কবিতার আদলে ও পয়ার ছন্দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। পরে বিশেষ ভাঁজে একটি কাগজে ছাপিয়ে তা বিভিন্ন হাট-বাজার, লঞ্চ-স্টিমার, ট্রেন, বাস বা কোনো জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে অনেকটা পুথি পড়ার মতো করে সুর করে পড়েন। এভাবে ঘুরে ঘুরে আসর জমিয়ে ভাট বা হাটুরে কবিতা বিক্রি করেন কবি এবং বিক্রেতারা। ভাট কবিতার প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই লক্ষ করা যায়। লোকসংস্কৃতির বিলুপ্তপ্রায় এ ভাট কবিতা এখনও অনেকেই ধরে রেখেছেন।

মুক্তাগাছার ভাট কবি ও কবিতা বিক্রেতা

মো. আব্দুল হাই ফকিরের জন্ম ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা উপজেলার জয়দা পোস্ট অফিসের রামপুর গ্রামে। ছোটবেলা থেকে দুরন্ত আব্দুল হাই ফকির শৈশবে স্কুলে পড়ার সময় বাবার সঙ্গে হাটে বাজারে গেলে দেখতেন কোনো একজন লোক দাঁড়িয়ে সুর করে কবিতা পড়ছেন আর তার চারদিকে অনেক

www.pathagar.com

মুক্তাগাছার হাটে নিজের লেখা ভাট কবিতা বিক্রি করছেন ভাট কবি মো. আবদুল হাই ফকির

লোকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। সে কবিতা পড়া শুনতে তার খুব ভালো লাগতো। তিনি কবিতা শোনার নেশায় প্রায়ই বিভিন্ন বাজারে যেতেন। কবিতা পড়া শুনতেন এবং তা কিনে নিয়ে বড়ি ফিরতেন। বাড়ি ফিরে ভাবতে থাকেন এমন কবিতা লেখা যায় কিনা। ভাবনা থেকেই একদিন 'রেনুবালার দুঃখের তরী' নামে একটি কবিতা লিখে তা অনেককেই পড়ে শুনালেন। শুনে সবাই তার কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এরপর কবিতাটি তিনি ছাপাখানায় গিয়ে ছাপিয়ে হাটে নিয়ে এক আসরে পড়লেন এবং প্রতি কপি এক আনা দরে বিক্রি করে কিছু পয়সা উপার্জন করলেন। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবা মারা গেলে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর একদিন পুলিশের চাকরির উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর যান। চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়ে এলাকার এক লোকের মাধ্যমে সেখানকার একটি রুটির কারখানায় কর্মচারীর কাজ নিয়ে সেখানে থেকে যান। ছয় মাস পর চাকরি ছেড়ে তিনি এলাকায় ফিরে এসে নিজেই ছোট আকারে রুটির ফ্যাক্টরি দিয়ে ব্যবসা করতে থাকেন। এখানেও ব্যর্থ হয়ে তিনি নিয়মিত ভাট কবিতা লেখা এবং তা জনবহুল স্থানে গিয়ে সুর করে পড়া ও বিক্রি শুরু করলেন। বেশ আয় রোজগার হতে থাকে যা দিয়ে কোনোমতে সংসার চলে যায়। এভাবে সেই ১৯৬৫ সাল থেকে তার ভাট কবিতা লেখা এবং তা সুর করে পড়ে পড়ে বিক্রি শুরু হয় যা আজও চলমান। কবিতা পড়া এবং বিক্রির ধারাবাহিকতায় দেশের প্রত্যেকটি জেলায় তার ঘোরা শেষ। এক সময় তিনি কাঁধে কবিতার ঝুলি নিয়ে ময়মনসিংহ থেকে রেলে উঠতেন। কবিতায় সুর তুলতে তুলতে সেখান থেকে তিনি বাহাদুরাবাদ হয়ে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ঘুরতেন। সিলেট, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর বা

www.pathagar.com

দূরে কোথাও গেলে সপ্তাহ কেটে যেতো কবিতা নিয়েই। আজ অবধি কবিতা বিক্রি করেই তার সংসার চলে। কবিতার জন্য সারা দেশে তার অসংখ্য ভক্ত সৃষ্টি হয়েছে যারা কখনও তাকে দেখলেই বুকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। এখন তিনি আগের মতো আর বেশি দূরের হাটে বাজারে যেতে পারেন না। তার কবিতা দ্বারা মানুষ একটু হলেও আনন্দ উপভোগ করে এতেই তিনি নিজেকে সার্থক মনে করেন।

হাটুরে কবির সাক্ষাৎকার

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার মা ও বাবার নামসহ গ্রাম, উপজেলা ও জেলার নাম বলুন।

হাটুরে কবি : আমার মায়ের নাম রাইতন নেছা, বাবার নাম মো. আসাদুল্লাহ ফকির, গ্রাম : পয়ের কান্দি, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জিলা : ময়মনসিংহ।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার বাবাও কি আপনার মতো কবি ছিলেন?

হাটুরে কবি : না, বাবা গ্রাম্য কবিরাজি করতো।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার কোনো ছেলেমেয়ে কি আপনার মতো কবি হয়েছে?

হাটুরে কবি : না। আমার দুই ছেলে আর তিন মেয়ে। একজন রেডিওর মেকানিক্স, আরেকজন রাজ মেস্তরির কাম করে। মেয়ে তিনডার বিয়া দিয়া দিছি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনি তো কবিতা সুর করে গান গাইতে গাইতে বাজারে কবিতার পুস্তিকা বিক্রি করছেন। কার লেখা কবিতা আপনি হাট-বাজারে বিক্রি করেন?

হাটুরে কবি : আমার লেখা কবিতাই আমি গান গাইয়া বেইচ্যা বেড়াই।

প্রধান সমন্বয়কারী : কবে থেকে?

হাটুরে কবি : পাকিস্তান আমল থাইক্যা।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার ওস্তাদ কে?

হাটুরে কবি : আমার কোনো ওস্তাদ নাই। বাজারে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া কবিতা হুনতাম। হেই থাইক্যা শিইখ্যা লইছি। আমি নিজেই কবিতা লেখি আর নিজেই বাজারে ঘুরে ঘুরে মানুষ জড়ো কইর‍্যা বেচি।

প্রধান সমন্বয়কারী : পাকিস্তান আমলে কত পয়সা থেকে বিক্রি শুরু করেছিলেন?

হাটুরে কবি : প্রথম কবিতার বই ছাপায়া এক আনায় অর্থাৎ ছয় পইস্যায় বেচতাম। তারপর বেচছি দশ পইস্যায়, এমনি কইর‍্যা চাইর আনা, আট আনা, এক টেকা, দুই টেকা কইর‍্যা বেচছি। বর্তমানে তিন টেকা থাইক্যা পাঁচ টেকা পর্যন্ত বেচি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আগের মতো কি কবিতা বিক্রি হয়?

হাটুরে কবি : না। তাছাড়া বয়সের লাইগ্যা আমি মুক্তাগাছার হাড ছাড়া অন্য কোনোহানে যাইতে পারি না। তারপরও প্রতি হাডে আমি ৭০ থাইক্যা ১০০ টাহা পর্যন্ত বই বেচতাম পারি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার লেখা ও প্রকাশিত কবিতার বই চটি পুস্তিকার উপরে রেজি: ৩২ লেখা। এটি কেন?

www.pathagar.com

হাটুরে কবি : পাকিস্তান আমলে আমি এইসব যখন গানের সুরে সুরে মানুষ জড়ো কইর‍্যা বেচতাম, তখন পাকিস্তানি পুলিশ আইস্যা খুব বিরক্ত করতো। আর লাইসেন্স চাইতো। তাই আমি পাকিস্তান আমলেই লাইসেন্স করছিলাম। হেই লাইসেন্সের নম্বরডাই অহনও চালাইতাচি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার লেখা কবিতা কতগুলো আছে?

হাটুরে কবি : ২৫০-এর মতো।

প্রধান সমন্বয়কারী : সবগুলো কি আপনার সংগ্রহে আছে?

হাটুরে কবি : না। ৩০ থাইক্যা ৩২টার মতো আচে।

প্রধান সমন্বয়কারী : এখনও প্রকাশ করতে পারেন নি, এমন কবিতা লেখা আছে কি?

হাটুরে কবি : হ্যাঁ। তিন জাতের তিনডা আচে। টেকা পইস্যার অভাবে অহন আর ছাপাইতে পারি না। পুরানাগুলিই অর্থাৎ যে-গুলি ছাপা আছে হেইগুলি বিক্রি করতাচি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার আগে মুক্তাগাছা অঞ্চলে কারা কারা হাটুরে কবি ছিলেন?

হাটুরে কবি : রিয়াজ উদ্দিন ও আহর আলী। তারা বর্তমানে বাইচ্যা নাই।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার এলাকার বাস্তব কাহিনি নিয়ে কি কোনো কবিতা আছে?

হাটুরে কবি : আছে। তবে দুই তিনডা। আর বাকিগুলো কাল্পনিক।

প্রধান সমন্বয়কারী : কবিতা ছাড়া আর কী করেন?

হাটুরে কবি : কবিরাজি ওষুধ বিক্রি করি।[১১]

ঈশ্বরগঞ্জের হাটে ভাট কবিতা সুর করে গেয়ে গেয়ে বিক্রি করছেন আবদুর রশীদ

www.pathagar.com

ঈশ্বরগঞ্জের ভাট কবিতা বিক্রেতার সাক্ষাৎকার

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম কী?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : আবদুর রশীদ ।

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনার মা ও বাবার নাম কী?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : মার নাম আলেকজান আর বাবার নাম আকবর আলী ।

ঈশ্বরগঞ্জের ভাট কবিতা বিক্রেতা আবদুর রশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুর রহমান সুলতান

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনার বর্তমান বয়স?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : ৩৮ অইবো ।

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনার গ্রামসহ ঠিকানা বলুন?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : গ্রামের নাম দরুন বড়বাগ, ইউনিয়ন সোহাগী, উপজেলা ঈশ্বরগঞ্জ, জিলা ময়মনসিংহ ।

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনি কবিতা পড়ার প্রেরণা কীভাবে পেয়েছিলেন?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় সোহাগী বাজারে গিয়া দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া কবিতা হুনতাম । কেন্দুয়ার রোয়াইল বাড়ির নূরুল ইসলাম কবি । তিনি নিজেও কবিতা লেখতেন । কবিতা বাজারে বাজারে ঘুইর‍্যা সুর কইর‍্যা পইড়্যা পইড়্যা বেচতাইন । তার সুর হুইন্যা আমি মুখস্ত করতাম ।

www.pathagar.com

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনার ওস্তাদ কে?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : ঐ নূরুল ইসলামই আমার ওস্তাদ। তিনি আমারে মাঝে মইধ্যে বাজারে বাজারে নিয়া যাইতেন। আসলে পুটলা বাওয়ার লাইগ্যা। তারপরেও আমি হুইন্যা হুইন্যা মুখস্ত করতাম।

প্রাধান সমন্বয়কারী : আপনি কখন থেকে কবিতা বিক্রি করে রোজগারে নামেন?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : ১৪-১৫ বছর আগে থাইক্যা।

প্রাধান সমন্বয়কারী : কার কার কবিতা বিক্রি করেছেন বা এখনো করছেন?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : নূরুল ইসলামের, আবদুল করিম খানের, কেন্দুয়ার পলাশ আটির ফজলু মিয়ার।

প্রাধান সমন্বয়কারী : কোন কোন হাটে বিক্রি করেছেন?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : বাংলাদেশের বিভিন্ন আটে।

প্রাধান সমন্বয়কারী : আগের মতো কি বিক্রি হয়?

ভাট কবিতা বিক্রেতা : আগের মতন বিক্রি অয় না। কিন্তু বেশি বিক্রি না অইলেও আমার বিক্রির লাইগ্যা বাজারে বাজারে ঘুরতে অয়। যারার অইন্য কিছু করার পথ আছে তারা কবিতা বিক্রি ছাইড়্যা দিছে। আমার অইন্য কোনো পথ নাই। তাই ছাড়তেও পারতাছি না। তবে কবিতা বিক্রি করার পাশাপাশি মাজারি গান গাই। মাজারের ওরস অইলে আমি বিচারগান গাই, বাউলগান গাই।[১২]

www.pathagar.com

সংগৃহীত ভাট কবিতা-১

আল্লাহু আকবার বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

শুনেন সবে জগৎবাসী
স্বামী স্ত্রীর গলে ফাঁসির
-: কবিতা :-

এক সের চাউলের কারণ তিনজনের হইল মরণ

লেখক : কবি মোঃ আব্দুল হাই ফকির
সাং- পয়ারকান্দি, পো. ও থানা : মুক্তাগাছা
জেলা : ময়মনসিংহ। লা. নং : ১২, মূল্য : ৩.০০ টাকা

www.pathagar.com

ওহে সৃষ্টি কর্তা ২ মূল দেবতা বিপদের কাণ্ডার
কে পারে বুঝিতে আল্লা মহিমা তোমার।
তুমি কাউরে হাসাও ২ কাউরে কাঁদাও নিঃসন্তানি করে
কাউরে তুমি সন্তান দিয়া কাঁদাও অনাদরে।
সন্তান বেশি হইলে ২ ভাই সকলে সংসার হয় অভাব
সেই অভাবে ছেলে মেয়ের হারায় ভাই স্বভাব।
আবার এই অভাবে ২ কেহ মরে আত্মহত্যা করে
গত আষাঢ় মাসের ২ তারিখে দেখিলাম খবরে।
জিলা রংপুরে ২ বসত করে পাহাড়তলী গ্রাম
হাশেম আলী কাশেম আলী দুইটি ভাইয়ের নাম।
মা বাপ ছোট থুইয়া ২ যায় মরিয়া কাশেমেরে ভাই
বড় ভাই হাশেম তারে পালন করে ভাই।
কাসেম ১ বৎসরে ২ হইলে পরে হাশেম করে বিয়া
স্ত্রী লইয়া করে সংসার কাশেমেরে লইয়া।
ভাবী আদর করে ২ কাশেমেরে ছেলেরি মতন
স্কুলে পাঠাইত তারে করিয়া যতন।
কত কষ্ট করে ২ কাশেমেরে স্কুলে পড়ায়
অবশেষে কাশেমেরে আই. এ. পাশ করায়।
তারপর চাকরি পায় ২ শুনেন সবায় গ্রামেরি স্কুলে
মাস্টারি করতাছে কাশেম শুনেন ভাই সকলে।
প্রথম বেতন পাইয়া ২ কিনে গিয়া ভাবীর সখের শাড়ি
বড় ভাইয়ের পাঞ্জাবি লুঙ্গি কিনে তাড়াতাড়ি।
সংসার চলছে সুখে ২ কোনো দুঃখ এখন আর নাই
হাশেমের স্ত্রীর কথা কিছু লিখিয়া জানাই।
দেখেন হাশেমের স্ত্রী ২ প্রকাশ করি হইল গর্ভবতী
এক সঙ্গে দুইটি সন্তান প্রসব করে সতী।
এমনি বছর পরে ২ বৎসর ঘোরে শুনেন বন্ধুগণ
ছয় সাতজন ছেলে মেয়ে হাশেমের এখন।
কিন্তু কাশেম আলী ২ শুনেন বলি হইয়াছে দেওয়ানা
বিয়ে করবে মেয়ে দেখছে শুনেন তার ঠিকানা।
গ্রাম অলিপুরে ২ হাশেমেরে সঙ্গেতে লইয়া
কাশেম আলী সেই মেয়েকে করল পরে বিয়া।
বউ আনলো ঘরে ২ কয়দিন পরে কাশেম আলী বৌয়ে
কাম কাজ করে না ভাইগো থাকে শুধু শুয়ে।
আবার ঝগড়া করে ২ সদায় ভাইরে হাশেমের বৌয়েরে
নানান প্রকার আইতে যাইতে গালি গালাজ পারে।
হাশেম তাই শুনিয়া ২ বুঝাইয়া কাশেমরে তাই

www.pathagar.com

পৃথক করে দিল তারে লিখিয়া জানাই।
কাশেম পৃথক হইয়া ২ বৌকে লইয়া সুখে দিন কাটায়,
হাশেম আলী কি দুরগতি শুনেন সবায়।
ছিল জমা জমি ২ বলছি আমি বিক্রি করছে তাই
বহু টাকা হইছে ঋণ লিখিয়া জানাই।
আসল আষাঢ় মাস ২ হায় হুতাস ঘরে নাই খানা
টাকা কর্জের জন্য গ্রামের করছে আনা গুনা।
তিনদিন গত হইল ২ না পাইল টাকা হাশেম মিয়া
ছেলে মেয়ে কেন্দে বলে মায়ের কাছে গিয়া।
ওগো মা জননী ২ দেওগো পানি খিদায় জীবন যায়
ভাত চাহিয়া ছেলে মেয়ে ভূমিতে লুটায়।
মায়ে বলে বানি ২ খালি পানি কেমনে খাবা ধন
ছেলে মেয়ে কোলে লইয়া জুড়িল কান্দন।
খোদা কি করিলা ২ তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে
এক মুষ্ঠ ভাতের জন্য যাব কার দ্বারে।
গিয়া জালের কাছে ২ বলিতেছে শুন প্রাণের বোন
ছেলে মেয়ে কাঁদছে বোনগো ভাতের কারণ।
তুমি দয়া করে ২ দেওগো মোরে আধা সের চাউল
জালে বলে মরুক তর ছেলে আমি কেন দিব চাউল।
কইল কত কথা ২ পাইয়া ব্যথা গেল আপন ঘরে
ছেলে মেয়ে লইয়া কোলে কান্দে জারে জারে।
তখন কাশেম মিয়া ২ বাড়িতে গিয়া করে জিজ্ঞাসন
ছেলে মেয়ে কান্দে ভাবী কিসেরি কারণ।
শুনে ছেলের মায় ২ বলে হায় শুন ছোট জন
তিনদিন হইল খায় না ভাত যাইতেছে জীবন।
ভাবীর কথা শুনি ২ দুঃখ মনে বলে কাশেম তাই
উপবাসের কথা আমায় কেন বল নাই।
মিয়া ঘরে গেল ২ চাউল আনিল এক সের মাপিয়া
তাড়াতাড়ি ভাত ভাবী দেন এখন রাঁধিয়া।
ছিল পৃথক বাড়ি ২ প্রকাশ করি শুনেন সবায়
চাউল দিয়া কাশেম আলী স্কুলে চলে যায়।
এদিকে ছেলের মায় ২ ভাত চড়ায় পাকের ঘরে গিয়া
জলদি করে আগুন দিল ভাত গেল হইয়া।
তখন ছেলে মেয়ে ২ খুশি হয়ে বসে পিড়ি লইয়া
পেট ভরিয়া খাবো মাগো ভাত দিবেন বাড়িয়া।
এদিকে হাশেম মিয়া ২ যায় চলিয়া অন্য এক পাড়ায়
কাশেম আলীর স্ত্রী এসে কি জঞ্জাল ঘটায়।

www.pathagar.com

অতি রাগের ভরে ২ পাকের ঘরে পৌঁছিল যাইয়া
গালাগালি করে বিবি মুখ টানা দিয়া।
আমার চাউল দিয়া ২ ভাত রাঁধিয়া কোন সাহসে খাও
দুষ্ট জালের কথায় সতি না করিল রাও।
পরে দুষ্ট নারী ২ তাড়াতাড়ি কোমর কাছা দিয়া
ভাতের ডেকচি লইয়া গেল মুখে গালি দিয়া।
দেখে ছেলে মেয়ে ২ হায়-রে-হায় কান্দিয়া উঠিল
এমন সময় হাশেম আলী বাড়িতে আসিল।
তাদের কান্না দেখে ২ বলে ডেকে হাশেম আলী মিয়া
কিসের জন্য কান্দ বাবা বল প্রকাশিয়া।
পিতার কথা শুনে ২ কয় তখন কান্দিয়া কান্দিয়া
আমার চাচা এক সের চাউল দিছিল মাপিয়া।
আম্মা ভাত রাঁধিল ২ কি করিল শুনেন আব্বাজান
চাচী এসে নিয়া গেল ভাতের ডেকচি খান।
এখন কি খাইব ২ কোথায় যাব না বাঁচে জীবন
আমাদের কপালে বুঝি এই ছিল লিখন।
তখন হাশেম আলী ২ শুনেন বলি কান্দে হায়-রে-হায়
চোখে পানি ছেড়ে দিয়া বাহির বাড়িতে যায়।
গেল গোয়াল ঘরে ২ কান্দন করে হাশেম আলী মিয়া
ছেলে মেয়ের দুঃখে আমি মরব ফাঁসি দিয়া।
হাশেম এই বলিয়া ২ লয় তুলিয়া মোটা একখান রশি
ধন্নাতে ফাঁসি ঝুরিল বান্দিয়া খুব কশি।
জীবন চলে গেল ২ লটকা ছিল শুনো দেহখানি
সাবধানে রাখিবেন ভাইগো যার যার পকেটখানি।
এদিকে ছেলের মায় ২ হায়রে হায় উঠিল কান্দিয়া
স্বামী আমার কোথায় গেল না আসল ফিরিয়া।
বেলা দুপুর হইল ২ না আসিল অভাগিনীর পতি
না জানি স্বামী ধনের কিবা হইল গতি।
বিবি তাড়াতাড়ি ২ বাহির বাড়ি গোয়াল ঘরে যায়
স্বামী তাহার মরে রইছে ফাঁসি দিবা গলায়।
দেখে স্বামীর লাশ ২ সর্বনাশ উঠিল কান্দিয়া
ছেলে মেয়ে কান্দিতেছে ভাতের লাগিয়া।
ওগো প্রাণের স্বামী ২ গেলা তুমি আমাকে ছাড়িয়া
আমিও মরিব স্বামী গলে ফাঁস দিয়া।
খোদা তোমার লীলা ২ তোমার খেলা বুঝা বড় দায়
অবুঝ সন্তান রেখে গেলাম তোমার হিল্লায়।
কবি আবদুল হাই ২ লেখে ভাই দুঃখের বিবরণ

www.pathagar.com

স্বামীর ফাঁসির অর্ধেক রশি আছিল তখন।
গলায় দিয়া রশি ২বান্দে রশি মজবুতে তখন
এক ধন্নাতে স্বামী স্ত্রী হইল মরণ।
তারা গেল মারা ২ সন্তানেরা থালি হাতে লইয়া
ভাত দাও মা বলে তারা কানছে ঘরে বইয়া।
ভাত দিবে কারা ২ আর কি তারা আছে দুনিয়াতে
ভাতের জন্য দুটি প্রাণ গেল বিফলেতে।
কাশেম স্কুল হইতে ২ যায় বাড়িতে যখন বন্ধুগণ
ছেলে মেয়ে চাচাকে দেখে জুড়িল কান্দন।
ওগো চাচা মিয়া ২ চাউল দিয়া স্কুলে চলে যান
দুষ্ট চাচী কেড়ে নিল ভাতের ডেকচিখান।
এখন কি খাইব ২ কোথায় যাব না বাঁচে জীবন
আমাদের কপালে চাচা এই ছিল লিখন।
কাশেম ইহা শুনে ২ সেইখানে কান্দে হায়রে হায়
ভাতিজাদের দুঃখে বুঝি জীবন আমার যায়।
তাদের কথা শুনি ২ কয় তখনি কাশেম আলী মিয়া
তোমাদের পিতা মাতা কই গেছে চলিয়া।
তখন তারা বলে ২ পিতা চলে গেছে বাহির বাড়ি
তাহার পরে গেল আম্মা না আসিল ফিরি।
বাচ্চাদের কথা শুনি ২ চোখের পানি মুছিয়া চাচায়
ভাই ভাবীর তালাশে কাশেম বাহির বাড়ি যায়।
কত তালাশ করে ২ ঘুরে ঘুরে খুঁজে নাহি পায়
অবশেষে গোয়াল ঘরে মাথা তুলে চায়।
দেখে দুইটি লাশ ২ ভাইয়ের ফাঁস ধন্নার মাঝার
মনে মনে কান্দে কাশেম না করে প্রচার।
গেল আপন বাড়ি ২ তাড়াতাড়ি বিবির কাছে কয়
সত্য কথা বল তুমি না করিও ভয়।
তুমি ভাতের ডেকচি ২ আনছ না কি বল প্রকাশিয়া
ভাতিজারা কান্দিতেছে কিসের লাগিয়া।
তখন দুষ্ট নারী ২ হাত নাড়ি স্বামীকে বুঝায়
আমার চাউলের ভাত কোন লাজেতে খায়।
মরুক তাদের ছেলে ২ তাই বলে মোদের ক্ষতি নাই
বেলা এখন পাঁচটা বাজে চল ভাত খাই।
আরও কত কথা ২ ভদ্র শ্রোতা স্বামীর কাছে কয়
দুষ্ট নারীর কথায় কাশেম ভীষণ গোস্যা হয়।
মিয়া এই শুনিয়া ২ দাও দিয়া মারে একটা কুপ
কুপ খাইয়া দুষ্ট নারী হইল একদম চুপ।

www.pathagar.com

দেখেন হিংসার মজা ২ কেমন সাজা দুনিয়াতে পায়
পাড়া পড়শি খবর শুনে ঘটনাতে যায়।
তিনটি লাশ দেখিয়া ২ থানায় গিয়া দিল ইজাহার
এক বাড়িতে তিনটি খুন আশ্চর্য ব্যাপার।
ওসি শুনে যখন ২ লইল তখন খুনের ইজাহার
তাড়াতাড়ি সাইকেল ছারে যায় লাশ দেখবার।
গেল ঘটনাতে ২ দেখল তাতে ফাঁসের দুইটি লাশ
কাশেমকে ডাকিয়া ওসি করিলেন জিজ্ঞাস।
শুন কাশেম আলী ২ ভয় নাই বলি কহ বিবরণ
রিপোর্ট দিয়া বাঁচাইব তোমার জীবন।
শুনেন শ্রোতাগণ ২ কাশেম তখন ভয় নাহি পাইয়াছে
বুক ফুলাইয়া কথা বলছে ওসি সাবের কাছে।
খুনের আদি অন্ত ২ সব বৃত্তান্ত বলে প্রকাশিয়া
স্ত্রীকে মারিলাম আমি মনে গোস্যা হইয়া।
দেখেন স্ত্রীর দোষে ২ মরে শেষে ভাই ভাবী দুইজন
এতিম বাচ্চা ছয় সাতজন কে করবে পালন।
ডাকে মা মা বলে ২ বাবা বলে মরা লাশ ধরিয়া
ওসি সাহেব দেখে কান্দে চেয়ারে বসিয়া।
হায়-রে পাপ আত্মা ২ প্রাণে ব্যথা কিছু না লাগিল
ভাতের ডেকচি কেড়ে নিয়া কি দশা ঘটাইল।
ওসি রিপোর্ট লেখে মনের রাগে কি করি এখন
কাশেম আলী না বাঁচিলে বাচ্চাদের মরণ।
পরে তিনটি লাশ ২ করি প্রকাশ চালান দিয়া দিল
তারিখ মতো কাশেম আলী কোর্টে হাজির হইল।
দিল জবানবন্দি ২ কোনো ফন্দি করতে না পারিল
ওসি সাহেবের চার্জসিট মতে মামলায় খালাস পাইল।
এতিম ছেলে মেয়ে ২ লইয়া কোলে কান্দে কাশেম তাই
এই নাবালক বাচ্চাদেরকে রক্ষা কর সাঁই।
কবির এই মিনতি ২ নারীর প্রতি করি নিবেদন
জালে জালে মিলে মিশে থাকবেন ভগ্নিগণ।
দেখেন চিন্তা করে ২ এই সংসারে আপন কেহ নয়
ঝগড়া কাইজা মারামারি নারীর জন্য হয়।
পরে কাশেম আলী ২ শুনেন বলি বাচ্চাদের লইয়া
সুখ শান্তিতে বসত এখন করছে ঘরে বইয়া।

ইতি-আমিন বল।

www.pathagar.com

সংগৃহীত ভাট কবিতা-২

আল্লাহু আকবার

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

আয়না বানুর প্রেমের হাসি

পুত্র খুনে পিতার ফাঁসির

-: কবিতা :-

দশজন ডাকাত ঘরে করে বন্দি নারী লোকের ফন্দি

প্রণেতা : কবি মোঃ আব্দুল হাই ফকির

গ্রাম : পয়ার কান্দি, পো. ও থানা : মুক্তাগাছা

জেলা : ময়মনসিংহ, লা. নং : ১২

মূল্য : ২/- (দুই) টাকা।

www.pathagar.com

প্রথমে আল্লা নবী (২) মনে ভাবি লিখি যে কবিতা,
আয়না বানুর প্রেমের হাসি শুনেন ভদ্র শ্রোতা ।
ভাই বোনের হাতে (২) মরল তাতে পিতার হাতে ছেলে,
নারীর হাতে ডাকাত বন্দি, শোনেন ভাই সকলে ।
জিলা ফরিদপুরে (২) বসত করে হোনাপুর গ্রাম,
সেই গ্রামে বসত করে হাতেম সরদার নাম ।
তাহার একটি মেয়ে (২) যাই লিখিয়ে দুইটি ছেলে ভাই,
আয়না বানু মেয়ের নামটি খবরেতে পাই ।
বয়স ষোল বৎসর (২) শুনেন খবর আমি যাই লিখিয়া,
প্রাইমারি পাশ করছে আয়না প্রমোশন পাইয়া ।
এখন পূর্ণ যৌবন (২) সতীর মন শুধু ঢেউ খেলায়,
জানি না এই পরশমনি কোন রসিকে পায় ।
ছিল উত্তর পাড়া (২) মা বাপ হারা নামটি কালাম মিয়া,
হাতেম আলীর কাছে একদিন বলে তখন গিয়া ।
বলে চাচাজান (২) বাঁচান প্রাণ আমি এখন মরি,
পিতা মাতা চাচা আমার গেছে জগৎ ছাড়ি ।
সরদার এই শুনিয়া (২) খুশি হইয়া বলে তাড়াতাড়ি,
তুমি বাবা এতিম মানুষ থাক আমার বাড়ি ।
মাসে তিনশ টাকা (২) কথা পাকা বেতন দিব ধরি,
কাপড়ের দোকানে আমার করিবে সরকারি ।
এসব ছাড়ান দিয়া (২) যাই লিখিয়া শুনেন ভদ্র শ্রোতা,
মন দিয়া শোনেন সবে আয়না বানুর কথা ।
আয়না বলে আল্লা (২) মুই অবলা কি করি এখন,
দেহেতে আসিল যৌবন যাবে অকারণ ।
আয়না ভাবে মনে (২) জেনে শুনে কালাম ভালো ছেলে,
আমার যৌবন ফুলের মালা দিব তাহার গলে ।
একদিন রাত্রিকালে (২) গেল চলে কালাম মিয়ার ঘরে,
তোমার বাবায় জানতে পারলে আমায় ফেলবে মেরে ।
তখন বলে আয়না (২) প্রাণে সয় না তোমায় না দেখিলে,
বিয়া বসব তোমার কাছে বলছি নিশিকালে ।
আমি হইলাম তোমার (২) তুমি আমার আকাশের চান,
নতুন ফুলের মধু আজি কর তুমি পান ।
আয়না আর বলে (২) তাহলে জেনে রাখ তুমি,
জোর করিয়া আনছ আমায় চিৎকার দিব আমি ।
আমায় বিয়া না করলে (২) কালাম বলে অন্তরে ভয় পাইয়া,

www.pathagar.com

তোমায় বিয়া করব আমি কই শপথ করিয়া।
হইল ভালোবাসা (২) মনের আশা নিবারণ করিতে,
কালামের সাথে কাচারি ঘরে থাকে প্রতি রাতে।
আয়নার বড় ভাই (২) পেপারে পাই নাম হইল জবান,
ডাকাতি করতে সবাই মিলে চর অঞ্চলে যান।
ছিল বিয়া বাড়ি (২) হুড়াহুড়ি মানুষ শতে শতে,
তাই দেখিয়া ডাকাতগণে ফিরে যান বাড়িতে।
জবান বাড়িতে গিয়া (২) দেখে চাইয়া কাচারি ঘরেতে,
আয়না বানু বইয়া রইছে কালামের কোলেতে।
জবান তাই দেখিয়া (২) বলে গিয়া পিতাজির নিকটে,
কালাম কপালে ভাই গো অঘটনা ঘটে।
সরদার তাই দেখিয়া (২) চুল ধরিয়া আয়নারে নেয় ঘরে,
মাইরের চুটে কালাম মিয়া বেহুঁশ হইয়া পরে।
তারপর অন্ধকারে (২) কালামেরে নদীতে ফেলায়,
ডাক্তার জলিল সকালবেলায় ফরিদপুরে যায়।
বসত হোনাপুরে (২) চাকরি করে হাসপাতালে ভাই,
ডাক্তার সাহেব লক্ষ করে নদীর চরে তাই।
কালাম রইছে পরে (২) চিনতে পারে হাসপাতালে নিয়া,
অনেক চেষ্টার পরে কালাম ভালো গেল হইয়া।
কালাম ভালো হইয়া (২) কয় কান্দিয়া ডাক্তার সাহেবের তরে,
থাকবার একটু জায়গা চাচা দিবেন দয়া করে।
ডাক্তার রাজি হইল (২) কালাম গেল জলিল মিয়ার ঘরে,
গরু ছাগল রাখে কালাম পদ্মা নদীর চরে।
কালাম গরু লইয়া (২) যায় চলিয়া পদ্মা নদীর চরে,
কালামকে দেখিয়া আয়না চোখের পানি ছাড়ে।
একদিন দুপুরেতে (২) সুযোগ মতে গুণের আয়না সতী,
পদ্মা নদীর চরে গেল সেথায় তাহার পতি।
বলে কালাম মিয়া (২) যাও চলিয়া ঘরে এখন তুমি,
প্রেম করিছি তোমার সাথে না ভুলেছি আমি।
কবি আব্দুল হাই (২) লিখি তাই শুনেন পাঠকগণ,
আয়না বানুর বিয়ার ঘটক আসিল একজন।
বিয়ার তারিখ হইল (২) দাওয়াত দিল আটাইশে ফাল্গুন,
বিয়ার কথা শুনে আয়নার জ্বলিল আগুন।
আয়না চিন্তা করে (২) চিঠি দেয়রে কালাম মিয়ার তরে,
চিঠি নিয়া যায় ভিখারি পদ্মা নদীর চরে।

www.pathagar.com

কালাম চিঠি পাইয়া (২) রইল বইয়া আয়নাদের বাগানে,
রাত তখন বারটা বাজে আয়না ভাবে মনে।
দেখেন হাতেম সরদার (২) তাহার কারবার বন্ধকি সোনার,
স্বামী স্ত্রী দুইজন মিলে গোমাইল এই বার।
আয়না তাই দেখিয়া (২) চাবি নিয়া মায়ের আঁচল হইতে,
টাকা পয়সা সোনা রূপা লইল নিশি রাতে।
তারপর পত্র লেখে (২) মনের সুখে মা জননীর কাছে,
চিঠিখান রেখে গেল বালিশের নিচে।
গেল ফল বাগানে (২) দুইজনে যাবে ফরিদপুরে,
সকালবেলা হাতেম সরদার পত্রখানা পড়ে।
সরদার চিঠি পড়ে (২) ফরিদপুরে এজাহার করিল,
কালামকে ধরিতে পুলিশ খুঁজিতে লাগিল।
পরে পড়ল ধরা (২) আসবে তারা ঢাকার শহরে,
চালান দিয়া হাতেমকে জজে সমন জারি করে।
তারিখ সোমবারে (২) দশটার পরে জজে কয় আয়নারে,
কালাম তোমায় কেমন করে আনলো ফরিদপুরে।
বল সত্য করে (২) আয়না পরে কয়ে জজের কাছেতে,
নিজের ইচ্ছায় বাইর হইয়াছি কালাম মিয়ার সাথে।
কালাম নয়ত দুষি (২) সত্য বলছি শুনেন মহোদয়,
কালাম আমার প্রাণের স্বামী জানিবেন নিরচয়।
যদি জোর করে (২) দিবেন মোরে পিতার হাতে তুলে,
আত্মহত্যা করবো আমি ফাঁসি দিয়া গলে।
জজে সব শুনিল (২) রায় লেখিল খালাস কালাম মিয়া,
জজ কোর্টে কালামের সাথে পড়ায় আয়নার বিয়া।
পরে কালাম মিয়া (২) আয়নারে লইয়া ঘর দিল দোতলা,
হাছনা নামে রাখে দাসী বন্দুক এক দোনালা।
আবার টাউনেতে (২) দোকান দেয় তাতে তাই দেখে সরদারে,
কালামেরে খুন কর বাবা বলে জবানেরে।
জবান বলে পরে (২) পিতাজিরে কালামকে মারিতে,
চর হইতে আসিবে ডাকাত আজকে বিকালেতে।
এমন সময় কালে (২) ডাকাত দলে আসিয়া পৌঁছিল,
জবান সিকদার তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গেল।
বলে হাতেম সরদার (২) তোমরা এই বার যাও কালামের বাড়ি,
মেহমান সাজগা গিয়া অতি তাড়াতাড়ি।
দেখেন কালাম গিয়া (২) টাউনে গিয়া করছে দোকানদারি,

www.pathagar.com

বিকালবেলায় আইসা ডাকাত দাঁড়াইল বাইর বাড়ি ।
ডাকে কালাম মিয়া (২) কালাম গিয়া বাড়িতে আছ ভাই,
হাছনা বলে কাকি আম্মা বাহির বাড়িতে যাই ।
দেখি কে এসেছে (২) গিয়া দেখেছে মানুষ দশজন,
হাছনা বলে আপনারা কে কই যাবেন এখন ।
বাড়ি হৌদ্দার চরে (২) মামলা করে আইছি ফরিদপুরে,
কালাম মোদের খালাত ভাই শুনেন দয়া করে ।
তাই তো সন্ধ্যার পরে (২) হৌদ্দার চরে যাব কেমন করে,
থাকবার একটু জায়গা মোদের দিবেন দয়া করে ।
আয়না দেউরির কাছে (২) দাঁড়াইয়া ভাবছে হয় যদি মেহমান,
থাকবার নাহি দিলে স্বামী হবে অপমান ।
হাছনা বিছানা করে (২) পুবের ঘরে বসতে তাদের দিয়া,
ডেকচি পাতিল মাজন করে ঘরের পাছে বইয়া ।
ডাকাত ঘরে গিয়া (২) শুইয়া বইয়া যুক্তি করছে ভারি,
মজা করে খালি বাড়ি খাওয়া দাওয়া করি ।
কালাম সন্ধ্যার পরে (২) আসবে ফিরে বাড়িতে যখন,
উঠানে ফালাইয়া তারে করিব নিধন ।
রাত্রি দশটার পরে (২) ঘোড়ায় চরে আসবে চল্লিশজন,
জবান সিকদার সঙ্গে আসবে শোন বন্ধুগণ ।
তারপর মালমাত্তা (২) ভরিয়া বস্তা ঘোড়াতে করিয়া,
আমাদের বাড়িতে সবি দিবে পৌঁছাইয়া ।
হাছনা ঘরের পাছে (২) দাঁড়াইয়া শুনছে তাদের যুক্তি যত,
আয়না বানুর কাছে গিয়া বলিল সবিতা ।
আয়না ইহা শুনে (২) সেই খনে বুদ্ধি নাহি পায়,
চুলার উপর কড়াই দিয়া শুধু ছলছলায় ।
তাতে তেল ঢালে (২) রসুন ফেলে পিয়াজ তেজপাতা,
লং এলাচি জায়ফল ফেলে গন্ধে ভরে শ্রোতা ।
আয়না বুদ্ধি করে (২) হাত ভরে পানি সে লইয়া,
তেলের মধ্যে পানির ছিটা দেয় তখন বসিয়া ।
তেলে পানি পরে (২) ডাক মারে ছেরত করিয়া,
তাই শুনিয়া হাসে ডাকাত পুবের ঘরে বইয়া ।
সাধের কি তরকারি (২) গেরান ভারি কয় তখন ডাকিয়া,
তাড়াতাড়ি খাবার আন খিদায় যাই মরিয়া ।
আয়না এই শুনিয়া (২) চুপ করিয়া বলে হাছনারে,
ডাকাতের সঙ্গে গল্প কর গিয়া পুবের ঘরে ।

www.pathagar.com

হাছনা তাই শুনিয়া (২) খুশি হইয়া গেলে পুবের ঘরে,
ডাকাত বলে তাড়াতাড়ি খাবার দেও আংগরে।
হাছনা কয় তখনে (২) শান্ত মনে বসেন ধৈর্য ধরে,
কাকী আম্মা তাড়াতাড়ি রানছে পাকের ঘরে।
এদিকে পাকঘর হইতে (২) ডাক দেয় তাতে হায়রে সতি আয়না,
পুবের ঘরের দরজাটা বন্ধ কর হাছিনা।
যাব উত্তর ঘরে (২) পাকের ঘরে থালা বাসন নাই,
ডাকাত বলে এখন মোরা খিদায় মরে যাই।
আবার উত্তর ঘরে (২) যাবে কেরে রাত্রি অনেক হয়,
লজ্জাবতী কাকী আমার হাছনা বানু কয়।
তাই তো লজ্জা করে (২) দেখবেন তারে যাইতে উত্তর ঘরে,
ডাকাত বলে কর বন্ধ মধ্যের শিকল ধরে।
হাছনা তাই শুনিয়া (২) ধরে গিয়া দরজার দুই পাল্লাতে,
আংটায় ধরে লাগাইল চৌকাঠের সাথে।
আয়না তালা নিয়া (২) দাঁড়ায় গিয়া দরজার সামনে,
দরজার ফাঁকে ফুচকি দিলে বলে ডাকাতগণে।
শুনেন ওগো ভাবী (২) রূপের ছবি দেখতে সুন্দর ভারি,
আমরা আজকে না আসিলে কেমনে থাকতেন বাড়ি।
আয়না কয় তখনে (২) সেই খনে আপনা কি পর,
মাঝে মাঝে একাই থাকি যদিও আসে ঝর।
আয়না প্রেম রসে (২) গল্পের শেষে দরজায় দাঁড়াইয়া,
আঁচলে ঢাকিয়া তালা চাবি দেয় মারিয়া।
ডাকাত বন্দি হইল (২) ঘরে রইল বলছে হাছিনায়,
শুইয়া শুইয়া আরাম করেন আসব ভোরবেলায়।
পরে আয়না বানু (২) হাছনা বানু দোতলায় উঠিল,
রাত বারোটার পরে ডাকাত আরেক দল আসিল।
আসে ঘোড়ায় চড়ে (২) আয়না পরে নজরে দেখিল,
তাতাতাড়ি বন্দুকেতে টুডা ভরে নিল।
ডাকাত ভাবে মনে (২) এখন উঠব দোতলায়,
এই ভাবিয়া ডাকাতগণে সিঁড়ির কাছে যায়।
আয়না গুলি ছাড়ে (২) শব্দ করে গুরুম গুরুম,
হাছনা বানু লাইট জ্বালাইয়া দেখাইল মালুম।
ডাকাত দশে বিশে (২) মরে শেষে তাতে লেখা নাই,
সবার আগে মারা গেল আয়না বানুর ভাই।
থানায় খবর গেল (২) ওসি এলো এলো এস পি সাব,

www.pathagar.com

কালাম মিয়া আসে পরে সঙ্গে ডিসি সাব ।
আয়না গুলি ছাড়ে (২) নিষেধ করে ডিসি সাবে পরে,
লাশসহ ডাকাত দশজন নিল ফরিদপুরে ।
মামলার তারিখ মতে (২) জজ কোর্টেতে আয়না বানু কয়,
ডাকাতগণের দশ বৎসরের কারাদণ্ড হয় ।
আয়না তারপরে (২) কালামের ঘরে কাটায় সুখে দিন,
হাতেম সরদার বুদ্ধি করে আনিল কুদিন ।
সরদার এই ভাবিয়া (২) যায় চলিয়া কালাম মিয়ার বাড়ি,
আয়না কালাম বাপকে দেখে খুশি হইল ভারি ।
আয়না পাকের ঘরে (২) রান্না করে বাপেরি কারণ,
হাতেম সরদার কালামেরে বলতাছে তখন ।
বাবা দয়া করে (২) মা আয়নারে সঙ্গে দিবা মোর,
কালামেরে ডাক দেয় আয়না আস পাকের ঘর ।
কালাম পাকের ঘরে (২) গেলে পরে বলে আয়না তাই,
আমাকে নিয়া তোমাকে বাবা করিবে জবাই ।
তখন কালাম বলে (২) কোনো কালে আমার শ্বশুরে,
তোমায় নায়র নিয়া বাবা খুন করবে না মোরে ।
আয়না নায়র গেল (২) কালামকে কইল যাইয় না শ্বশুরবাড়ি,
আমি খবর দিলে পরে যাইয় শ্বশুরবাড়ি ।
আয়না নায়র গেল (২) খবর দিল কালাম যায় শ্বশুরবাড়ি,
সরদার বলে বাবা তুমি আইছ আমার বাড়ি ।
থাকবা আজকে রাতে (২) পাকঘরেতে রান্না আয়না করে,
বাপের সাথে খাবার আয়না দিল কালামেরে ।
বাপে হুকুম করে (২) কাচারি ঘরে থাকবার দেয় স্বামীরে,
আয়না বানু শুইয়া গুমায় গিয়া গনির ঘরে ।
এদিকে আয়নার মায়ে (২) দেখে চেয়ে স্বামী তার বসিয়া,
ছুরি ধার করতাছে মারবে কালামকে ধরিয়া ।
সরদার আয়নার মায়রে (২) জিজ্ঞাসা করে কয় যাব বাহিরে,
সরদার বলে আয়নারে লইয়া যাও সঙ্গে করে ।
আয়না চেতন পাইয়া (২) মাকে লইয়া যায় প্রস্রাবখানায়,
স্বামীর কু-বুদ্ধির কথা আয়নারে জানায় ।
আয়না তার পরে (২) কালামেরে দিল ভাগাইয়া,
খেলার শেষে গনি মিয়া বাইর বাড়ি আসিয়া ।
দেখে নজর করে (২) কাচারি ধরে দরজা রইছে খোলা,
চকির উপর বিছানা করা দেখতে কত ভালা ।

www.pathagar.com

গনি ভাবে মনে (২) আমার বোনে দুলাভাইরে লইয়া,
আমার ঘরে তারা দুইজন রইছে বুঝি শুইয়া ।
গনি ইহা ভাবে (২) নিদ্রা যাবে যায় কাচারি ঘরে,
শুইয়া মাত্র কাল নিদ্রা দুই চোকেতে ঘিরে ।
গনি গুমাইল (২) চেতন পাইল হাতেম সরদার,
খুন করবে কালামকে যায় কাচারি ঘরে তার ।
দেখে লক্ষ করে (২) চকির উপরে কালাম রইছে শুইয়া,
ছেলে জব করে সরদার গুমাইল ঘরে গিয়া ।
আয়না চেতন পাইয়া (২) ভাবে বইয়া বলছিলাম বোকারে,
গেল কিনা রইছে শুইয়া যাই কাচারি ঘরে ।
আয়না দেখে পরে (২) কাচারি ঘরে গনির গলে ছুরি,
গনি গনি বলে আয়না করে আহাজারী ।
শুনে আয়নার মায় (২) চেতন পায় হাতেম সরদার,
কাচারি ঘরে দেখে মরছে আপন ছেলে তার ।
সরদার লোকজনেরে (২) বলে পরে কালাম মারে গনিরে,
এজাহার করলে পুলিশ গিয়া ধরে কালামেরে ।
তারপর চালান করে (২) কালামেরে কোর্টে হাজির করে,
সাক্ষী লইয়া জজসাহেবে ফাঁসির হুকুম করে ।
আয়না এই শুনিয়া (২) কোর্টে গিয়া কেইস আপিল করিল,
হাই কোর্টে মামলা ভাইগো আরম্ভ হইল ।
আয়না সাক্ষী দিল (২) জজেরে কইল কালাম দুষি নয়,
গনিরে খুন করেছে বাবা আয়না বানু কয় ।
মারবে কালামেরে (২) আমি তারে দিছিলাম ভাগাইয়া,
ছোটভাই গনি ঘরে শুইছিল পরে গিয়া ।
বাবা হিংসা করে (২) কালামেরে যায় মারবার কারণ,
পিতা হইয়া মারে গো ছেলে দেখেন অকারণ ।
আয়না সাক্ষী দিল (২) রায় লিখিল কালাম হয় খালাস
হাতেম সরদারের দেখেন হইয়া গেল ফাঁস ।
আয়না হইল খুশি (২) আর বেশি মাকে সঙ্গে লইয়া,
হাসিতে হাসিতে তারা বাড়িতে যায় চলিয়া ।

(কবিতা ইতি হইল)

www.pathagar.com

সংগৃহীত ভাট কবিতা-৩

ডাকাতের মেয়ে জামেলা
ছবুর তালুকদারের গলে দেয় মালা

-: কবিতা :-

যদি কর বেহেস্তের আশা জোগাও স্বামীর ভালোবাসা
শোন ওগো নারীগণ দর সবে স্বামীর চরণ

লেখক : কবি মোঃ আবদুল হাই ফকির
সাং পয়ারকান্দি, পো. ও থানা : মুক্তাগাছা
জিলা : ময়মনসিংহ। লা. নং : ১২,
মূল্য : ২.০০ টাকা

www.pathagar.com

ওহে জগত পতি ২ এই মিনতি করি তব ঠাঁই
অকূলে দিয়াছি পাড়ি কূল কিনারা নাই।
একে ভাঙ্গা তরি ২ দিছি পাড়ি তব নাম স্মরিয়া
অকূলে ডুবি না যেন নিও পার করিয়া।
তরী ভাসতে ভাসতে ২ গেল তাতে পাবনার জিলাতে
ছোরাব তালুকদার নামে এক লোক থাকে সেইখানেতে।
সে যে বিরাট ধনী ২ অনুমানি কুটীর অধিকারী
বাড়িখান বানাইছে মিয়ার যেন ইন্দ্রপুরী।
বাড়ির পুবদিকেতে ২ আছে তাতে শানে বান্দার ঘাট
দক্ষিণ দিকে ফুলের বাগান তাতে কত ঠাঁট।
আবার উত্তর পাশে ২ বানায় তাতে তিনশ তাঁতের ঘর
সাড়ে তিনশ তাঁতি আছে শোনেন সে খবর।
তারা দিনে রাতে ২ কারখানাতে তাঁতের কাজ করে
ছোরাব তালুকদার মহা সুখে আছে তার সংসারে।
মাত্র একটি ছেলে ২ সেই বলে এম. এ. পাশ কইরাছে
ছবুর তালুকদার নামটি তাহার বাপ মায়ে রাইখাছে।
এম. এ. পাশ করিয়া ২ খান্ত দিয়া লেখাপড়া ভাই
তাঁতের ব্যবসা করছে ছবুর লিখিয়া জানাই।
এখন বয়স হইছে ২ সবাই বলছে ছোরাব তালুকদাররে
উপযুক্ত হইছে ছবুর বিয়া করান তারে।
তালুকদার শুনল যখন ২ ঘটককে কন দেখেন একটি মেয়ে
মেয়ে দেখে ফটো আনবে পছন্দ করিয়ে।
ঘটক এই শুনিয়া ২ কয় হাসিয়া অতি ধীরে ধীরে
ভালো মেয়ে পাওয়া যাবে গেলে যশোহরে।
তালুকদার এই শুনিয়া ২ উঠে গিয়া তিনতলার উপরে
এক হাজার টাকা আইনা দিল ঘটকেরে।
যাবা কালকে ভোরে ২ যশোহরে মেয়ে দেখিবারে
পরের দিন সকালে ঘটক গেল যশোহরে।
মেয়ে এক এক করে ২ দেখে ঘোরে ফটো লয় তার হাতে
২৬ মেয়ের ফটো ঘটক লইয়া ভাবে হাতে।
যেটা হয় পছন্দ ২ ভালো মন্দ বলবে তালুকদারে
এমন সময় ঘটক সাহেব সামনে নজর করে।
দেখে ধনী বাড়ি ২ তাড়াতাড়ি গিয়া পানি চাই
এক গ্লাস পানি খাইয়া পরে আমি যাই।
ঘটক এই ভাবিয়া ২ বাহির বাড়ি গিয়া পানি চায় যখন

www.pathagar.com

পানি নিয়া বাড়িওয়ালা আসিল তখন।
ঘটক পানি খাইয়া ২ শান্ত হইয়া বসে চিয়ারেতে
বাড়িওয়ালা বলে ভাইজান বাড়ি কোন জাগাতে।
ঘটক বলে তখন ২ জেনে রাখেন আমি সরদার
পাবনায় থাকি আইছি ছবুরের মেয়ে দেখিবার।
এম. এ. পাশ করিয়া ২ ছবুর মিয়া বাড়িতে বসিয়া
তিনশত তাঁত চালাইছে কর্মচারী দিয়া।
দেশের সেরা ধনী ২ ভাই ভগনি ছবুরের আর কেউ নাই
২৬ খানা মেয়ের ফটো জোগাড় করছি ভাই।
তখন ইহা শুনে ২ কয় তখনে বাড়ির মালিকে
আমার একটি মেয়ে আছে যাইতেন যদি দেখে।
ঘটক দেইখা মেয়ে ২ খুশি হয়ে ৫০ টাকা দিয়া
পাবনায় গিয়া তালুকদারকে ফটো দিল নিয়া।
তালুকদার ফটো দেখে ২ কয় ঘটককে কাল যাও যশোহরে
শেষের ফটো পছন্দ হইছে বল মেয়ের বাবারে।
আসবে দেখতে ছেলে ২ ঘটক বলে গিয়া মেয়ের বাবারে
ছেলে দেখতে মেয়ের বাবা আসে রবিবারে।
ছেলে দেখার পরে ২ পছন্দ করে বাড়িঘর তাহার
শুক্রবার বিয়ার তারিখ দিল যে আবার।
এদিকে তালুকদারে ২ ছবুররে সাজগুজ করিয়া
মেয়ে দেখতে যশোহর গেল ৭৫ জন লইয়া।
গেল মেয়ের বাড়ি ২ বাহির বাড়ি বসে চিয়ারেতে
এদিকে কন্যাটি সাজায় ভিতর বাড়িতে।
হাতে সোনার চুড়ি ২ আহা মরি কানে সোনার দুল
মাথায় দিছে শিথিপাটী নাকেতে নাকফুল।
গলে পুষ্প মালা ২ দেখতে ভালা পায়েতে নূপুর
কোমরেতে বিছা হার দেখতে কি সুন্দর।
পায়ে আলতা দেওয়া ২ যায় না চাওয়া করছে আঁকাবাঁকা
কপালে কাজলের ফুটা যায়গো সুন্দর দেখা।
আবার পাওডার দিছে ২ গালে দিছে গালে গালপালিশ
দুই হাতে মেন্দি ঠুঁটে লাগায় ঠুঁট পালিশ।
চোখে আইউ বোরু ২ মাজা সরু লম্বা চুল মাথায়
কিলিপ দিয়া বানছে খোপা কত শোভা পায়।
ছায়া ছয় ছাটা ২ পিনছে একটা ব্লাউজ দিয়া গায়
কাতান শাড়ি পিনছে ছেরি কুচি দিয়া মাজায়।

www.pathagar.com

সাজন শেষ হইয়াছে ২ পায়ে দিছে জুতা ভাই বাটার
সবাই মিলে বাড়ির ভিতর যায় মেয়ে দেখবার ।
আসে উঠানেতে ২ মেয়ে দেখতে এদিকে কন্যায়
পানের বাটা লইয়া হাতে সালাম দিয়া খাড়ায় ।
প্রথম তালুকদারে ২ জিজ্ঞাস করে কি নাম মা তোমার
তোমার বাবার নামটি বল কি শিক্ষা তোমার ।
তখন কন্যা বলে ২ হাই স্কুলে মেট্রিক পাশ করিয়া
কোরান খতম দিছি আমি বাড়িতে বসিয়া ।
আমার পিতার নাম ২ জানাইলাম ইয়াকুব সরদার
খালেক মালেক ছোট দুই ভাই আছে যে আমার ।
বাবা আদর করে ২ ডাকে মোরে জামেলা খাতুন
তালুকদার বলে বিয়াই কাজিসাব ডাকুন ।
সরদার এই জানিয়া ২ খুশি হইয়া কাজি আনে বাড়ি
রাত দুইটার পরে বিয়া পড়ায় তাড়াতাড়ি ।
জামেলা খুশি হইল ২ স্বামী পাইল এম. এ. পাশ করা
ভোর ছয়টায় গাড়ি চরে পাবনায় আসে তারা ।
বড় ফুর্তি করি ২ তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিল
শাশুড়ি আসিয়া প্রথম পুতের বউ দরিল ।
তারপর ধীরে ধীরে ২ নেয় ভিতরে বাসর ঘরেতে
স্বামী স্ত্রী খুশি দুইজন রয় আনন্দেতে ।
সেদিন ছবুর তালুকদার ২ কাপড় বেচবার গেছে সোহাগপুরে
ইয়াকুব সরদার মেয়ে দেখতে গেল পাঁচদিন পরে ।
জামেলা বাপকে দেখে ২ বলে ডেকে ওগো আব্বাজান
ভিতর বাড়ি আসেন বাবা বাহির বাড়ি কেন ।
এখন শোনেন সবে ২ লেখি তবে মেয়ের বাপের কথা
যশোহরের সেরা ডাকাত শোনলে লাগে ব্যথা ।
বইছে তিন তালায় ২ জামেলায় বাপকে খাবার দিয়া
বাবার সামনে দাঁড়াইয়া রইছে সিন্দুক হেলান দিয়া ।
তখন কয় সরদারে ২ জামেলারে বল মা গো তুমি
কেমন সুখে আছ মা গো বল শুনি আমি ।
টাকা কেমন কামায় ২ বলে জামেলায় আজকে বাজার হইতে
দুই লাখ টাকা থুইয়া স্বামী গেছে রং কিনিতে ।
তখন কয় সরদারে ২ জামেলারে বিশ্বাস নাহি হয়
সিন্দুক খুলে দেখাও মাগো জামেলারে কয় ।
জামেলা এই শুনিয়া ২ চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া

www.pathagar.com

বাবাকে দেখাইয়া টাকা তালা দেয় মারিয়া।
সরদার সিন্দুকের টাকা ২ দেইখা একটা মুচকি হাসি দিয়া
নিচ তালায় নামিয়া আসে ভাবিয়া।
টাকা নিব কেমনে ২ কয় তখনে ছোরাব তালুকদারে
মেয়েটারে আজি বিয়াই নিয়া যাই সংগে করে।
তালুকদার জামেলারে ২ যশোহরে যাইতে হুকুম করে
শ্বশুরের হুকুম পাইয়া জামেলা গেল বাপের ঘরে।
ইয়াকুব আইয়া বাড়ি ২ তাড়াতাড়ি ডাকাতগণকে লইয়া
পাবনাতে গেল তারা ট্রেনেতে চড়িয়া।
রাত্রি একটার পরে ২ হানা দেয়রে তালুকদারের বাড়ি
গেটমেনের হাতমুখ বান্দে গিয়া তাড়াতাড়ি।
তারপর ভিতরে গিয়া ২ লাথি দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া
ছবুরের বাপেরে বান্দে দুতালাতে গিয়া।
সরদার তিনতালায় ২ গিয়া হায় দেখে ভাইগো চাহিয়া
খাটের উপর ছবুর তালুকদার রইছে ভাইগো শুইয়া।
সরদার তাই দেখিয়া ২ লাফ দিয়া চড়ে ছবুরের বুকে
মুখখান ঢাকা কাল কাপড়ে চিনে নাই শ্বশুরকে।
বুকে ধইরা ডেগার ২ বলে এবার দে সিন্দুকের চাবি
চাবি না দিলে শালা এখন ডেগারের পাড় খাবি।
ছবুর ভয় পাইয়া ২ কয় কান্দিয়া চাবি বালিশের তলে
ইয়াকুব সরদার চাবি নিয়া সিন্দুক তখন খুলে।
লইয়া টাকা কুরি ২ তাড়াতাড়ি নামে নিচ তালায়
আসার কালে ছবুরের হাতের আংটি আনে একজনায়।
ডাকাত নিচ তালাতে ২ টেবিলেতে দেখে কয়খান শাড়ি
তাও নিয়া যশোহর তারা গেল তাড়াতাড়ি।
ছবুর পরদিন ভোরে ২ ইজাহির করে থানাতে তখন
জামেলারে চিঠি দিয়া জানাইলেন যখন।
জামেলা চিঠি পাইয়া ২ কয় কান্দিয়া বাপের কাছেতে
তুমি থাকতে আমার স্বামীর সব নিল ডাকাইতে।
সরদার তাই শুনিয়া ২ রাগ দেখাইয়া বলে জামেলারে
আমি এর একশন নিব আসবার কও জামাইরে।
জামেলা চিঠি দিল ২ ছবুরে পাইল বলে গিয়া বাপেরে
শ্বশুরবাড়ি গেল ছবুর পরদিন শনিবারে।
ছবুর কাচারি ঘরে ২ বইসা পরে ডাক দেয় জামেলারে
স্বামীর নিকট যায় জামেলা নতুন শাড়ি পরে।

www.pathagar.com

স্বামীর কাছে গেলে ২ ছবুর বলে তোমার পরনের শাড়ি
আমার তাঁতে করছি তৈয়ার বাজারে নাহি ছাড়ি।
তুমি দেখ চাইয়া ২ সিল দিয়া আমার ফটো লাগাইছে
আসার কালে কি আনছ শাড়ি বল আমার কাছে।
জামেলা এই শুনিয়া ২ কয় কান্দিয়া কাপড় বাবা দিছে
পাকের ঘরে গিয়া কেন্দে বলে মায়ের কাছে।
মাগো বাবা মোরে ২ সুখের ঘরে আগুন দিয়াছে
পাবনায় বাবা ডাকাতি করে এই শাড়ি আইনাছে।
জামেলা কয় কান্দিয়ে ২ শুইনা মায়ে বলে ডাকাইতেরে
শেষ মুহূর্তে ডাকাতি করলে মেয়ের জামাইর ঘরে।
জামাই টের পাইয়াছে ২ ডাকাত বলছে রাও করিস না মাগি
ছবুরকে মারব আজকে না যায় যেন ভাগি।
বলে খালেক মালেক ২ পাহারায় থাক কইয়া দুই ছেলেরে
গুণ্ডাগণকে বলে দিয়ে মারবো ছবুরেরে।
কবি আবদুল হাই ২ লিখে তাই শুন ভাই ভগিনী
বেহেস্তের আশা করলে ধর স্বামীর চরণখানি।
জামেলা স্বামীর কারণ ২ উদাসী মন কয় কেন্দে মায়েরে
পয়ার ছন্দ ছেড়ে দিয়া লিখে দোয়ার সুরে। (মরি হায়রে হায়)

শোনেন যত ভাই সকলে জামেলা মনের দুঃখ কারে বলে
স্বামীর মরণ রাত্রি বারোটায় মায়ের কাছে কয় কান্দিয়া
শোন মাগো কই তোমায় স্বামী বসা কাচারি ঘরে
ও তারে মাগো ভাত দেওনা খাইবার।
মায়ে বলে ও জামেলা আমার বাড়া বানা আর হইল না
জামাই মোরে আরতো মা ডাকবে না পুবের ঘরে ময়দা আছে
বানা রুটি ছয়খানা রুটি খাইয়া জামাই বাবা
ও বাবা আমার পাবে যে সান্ত্বনা।
জামেলা খাতুন এই শুনিয়া পাকের ঘরে ময়দা নিয়া
রুটি বানাইয়া চিন্তা করে হায় প্রাণপতিরে কেমন করে
দিব আমি বাগাইয়া কয়লা দিয়া একরুটিতে
ও জামেলা সব লিখে জানায়।
লেখা রুটি মধ্যে থুইয়া মালেকরে কয় ডাক দিয়া
তর ভাই সাবেরে খাবার নিয়া দে রুটির থালি নিয়া মালেক
দুলাভাইয়ের সামনে দেয় রুটির থালি সামনে লইয়া
ও ছবুর চিন্তা করে হায়।
মালেক বলে ও দুলাভাই আমরা সবাই এই রুটি খাই
গরিব বলে হেলা করতেছেন এই কথা শুনিয়া ছবুর উপরের রুটি হাতে লয়।
মধ্যের রুটি লেখা দেইখা ও ছবুর অবাক হইয়া যায়।

www.pathagar.com

রুটির মধ্যে আছে লেখা তোমার সাথে স্বামী আর হইল না দেখা
বাবা আমার ডাকাতের সরদার রুটির মধ্যে লেখা দেখে
ভেগে যাবা হায়-রে-হায় তা'না হইলে বাবা আমার
ও স্বামী খুন করবে তোমায়।
ভাবে তখন ছবুর মিয়া পায়খানার ছল করিয়া
ঘটি নিয়া বাড়ির পিছে যায় খালেক মালেক দুইভাই তারা
রইল ভাইগো পাহারায় ঝোপের মধ্যে ঘটি থুইয়া
ও ছবুর পূর্ব দিকে দৌড়ায়।
সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ভেগে যায় ছবুর কোন দিগেতে
অন্ধকারে দিশা নাহি পায় পূর্বদিকে যায় দৌড়াইয়া
উঠে গিয়া এক বাসায় বাড়িওয়ালা ডাক শুনিয়া
ও ছবুরের নিকটেতে যায়।
বাড়িওয়ালার মূল হিস্টরি চাকরি করতেন দারোগাগিরি
পেনসিল পাইয়া হইয়াছে ডাকাত ছবুরেরে চিনতে পাইরা
ডাক দিয়া তারে ঘরে নেয় ছবুর দেখে তাহার আংটি
ও বাড়িওয়ালার হাতে দেখা যায়।
তাইতো ছবুর চিন্তা করে সুতার জাল আইলাম ছিড়ে
লৌহার জালে আটকিলাম আবার বাড়িওয়ালারে ডাইকা বলে
এখন আমি যাই বাসায় বাড়ির মালিক যাইতে দেয় না
ও ছবুরকে ঘরেতে আটকায়।
ছবুরেরে ঘরে থুইয়া বাইর শিকলে তালা দিয়া
কামলার হাতে চিঠি একটি দেয় ইয়াকুব সরদারের বাড়ি
চিঠি খানা নিয়া যা চিঠি নিয়া কামলা বেটা
ও ভাইরে সরদার বাড়ি যায়।
এদিকে সরদার শুনতে পারে ভেগে গেছে তালুকদারে
দুই ছেলেরে মারতে তখন চায় জামেলা বলে ওরা মরুক
স্বামী আমার বেঁচে থাক বাইর বাড়িতে গিয়া দেখে
ও দারোগার কামলা দেখা যায়।
জামেলারে দেখতে পাইয়া চিঠি দেয় তার হাতে নিয়া
পরে কমলা বিদায় হইয়া যায় পাশের বাড়ি পইড়া চিঠি
সব ঘটনা জানতে পায়, জন চারি লোক সঙ্গে লইয়া
ও জামেলা যায় তখন থানায়।
চিঠি দিল ওসির হাতে ছবুরকে বানছে ছলিম ডাকাইতে
পরে ওসি এসপিকে জানায়।
এদিকেতে কামলার কাছে যখন ছলিম শুনতে পায়, আবার একটি পত্র দিয়া,
ও ভাইরে কামলারে পাঠায়।
ইয়াকুব সরদার চিঠি পড়ে খুশি হয় ভাই তার অন্তরে

www.pathagar.com

ছলিম গুণ্ডার বাড়িতে সে যায়, খবর শুনে ২৬ জনে
পৌছিল যাইয়া সেথায় ছবুরকে বান্দে ধন্নার সাথে
ও ভাইরে রশি দিয়া গলায়।
দুই হাত বান্দে খামের সাতে মারবে তারে শেষ রাতে
জামেলা কান্দে বসিয়া থানায় বাঁচাও আল্লা মোর স্বামীরে
করি দোয়া তর দরগায় ছবুরকে মারিবে কালু
ও রইছে হুকুমের আশায়।
পুলিশের গাড়িতে চরে স্বামীর খোঁজে জামেলা ঘোরে
শেষ রাতে ছলিমের বাড়িত যায় ছবুরকে মারিতে সরদার
হুকুম দিবে এইবার কালু গুণ্ডা ডেগার লইয়া
ও ছবুরের নিকটে দাঁড়ায়।
তারপর পুলিশ ঘেরাও করে ফাস ফায়ার করে জোরে
গুরুম গুরুম শব্দ করে হায় শব্দ শুনে কালু গুণ্ডার
হাতের ঢেগার পরে যায় পুলিশ তখন দরজা ভেঙ্গে
ও ভাইরে ঘরের ভিতর যায়।
জামেলা তখন ঘরে গিয়া প্রাণপতিরে দেখে চাইয়া
হাতের বাঁধন সব খুলিয়া দেয় পুলিশগণে বান্দে ডাকাত
ডলিশন করে তখন আসামি সব চালান দিয়া
ও ভাইরে যশোহর পাঠায়।
জামেলারে ছবুর বলে তুমি মোর জীবন বাঁচাইলে
নইলে ডেগার মারিত মাথায় আমার গুণ গাইওনা স্বামী
বাঁচাইছে আল্লা তোমায় এই বলে জামেলা তখন
ও স্বামীর জড়াইয়া ধরে পায়।
জামেলারে ছবুর লইয়া পাবনার বাড়ি যায় চলিয়া
সব ঘটনা বাপ মায়রে জানায় এদিকে কেস জজ কোর্টে
শেষ তারিখ পড়িল ভাই জামেলা দেয় জবানবন্দি
ও ডাকাতগণ না পাইল খালাস।
ইয়াকুব আর ছলিমেরে জেলে থাকবে জীবন ভরে
২৪ জনের বিশ বৎসরের জেল খালেক মালেক দুই ভাইয়েরে
খালাস করে জামেলায় জামালেরে লইয়া ছবুর
ও ভাইরে আসল পাবনায়।
জামেলার দুঃখে পতি, এই পর্যন্ত করলাম ইতি–
দোয়া দিবেন বন্ধুরা আমার হাট বাজারে বিক্রি করি,
কিনতে পাবেন দুই টাকায়, পাইকারিতে সস্তা অতি
ও আসলে পাবেন কবির ঠিকানায়।

www.pathagar.com

মুক্তগাছার সংগৃহীত ভাট কবিতা-৪

এলাহি ভরসা

আল্লাহু আকবার

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

মনি মুক্তার অপূর্ব
প্রেমের কাহিনির
-ঃ কবিতা ঃ-

হিন্দুর মেয়ে হয় মুসলমান
শুনিয়া কোরআনের বাণী
পালন করে ইসলাম
আল্লার প্রেমে পাগল হইল মুক্তারানি

লেখক : কবি মো. আব্দুল হাই ফকির
সাং : পয়ারকান্দি, ডাকঘর ও থানা : মুক্তাগাছা
জেলা : ময়মনসিংহ। লাঃ নং ১২, মূল্য- ৫.০০

www.pathagar.com

ওহে পাক বারী (২) স্মরণ করি মোহাম্মদ রসুল ,
গোলিস্তানের ফেরদাউসের একটি ফুটা ফুল ॥
পরে লিখে যাই (২) শুনেন ভাই হিন্দু মুসলমান,
আশ্চর্য ঘটনা ঘটে রাজ্য হিন্দুস্থান ॥
জেলা বর্ধমানে (২) বর্তমানে মস্ত বড় ধনী,
নামটি তাহার রমেশ বাবু খবরেতে শুনি ॥
ছিল হাতি ঘোড়া (২) জোড়া জোড়া দালান সারি সারি,
বাড়ি করছিল বাবু যেন ইন্দ্রপুরী ॥
বাড়ির দক্ষিণেতে (২) আছে তাতে শানে বান্ধার ঘাট,
পূর্ব দিকে ফুলের বাগান দেখতে কত ঠাট ॥
কত বুলবুল পাখি (২) তোতা পাখি ডালেতে বেড়ায়,
মধুর সুরে গান করে মহিত সবায় ॥
বাবু মহাসুখে (২) সদায় থাকে সংসারে তাহার,
একটিমাত্র মেয়ে বাবুর দেখতে চমৎকার ॥
নাম তার মুক্তাবালা (২) মন উতালা মাথার চুলটি বাজ,
উত্তর পশ্চিম কোণে যেমন কালবৈশাখী সাজ ॥
পড়ে স্কুলেতে (২) রীতিমতে লেখাপড়ায় ভালো,
বাবু বলে আমার মেয়ে দেশ করিবে আলো ॥
একদিন সকালবেলায় (২) স্কুলে যায় পড়িতে যখন,
মাদ্রাসাতে পড়ছে কোরান মধুরি বচন ॥
সেই মাদ্রাসাতে (২) দাখেলেতে পড়ে মনি মিয়া,
মাদ্রাসার বর্ডিংয়ে মনি রাত্রে থাকতো শুইয়া ॥
ঐ দিন সকালেতে (২) ঘুম হইতে উঠিয়া মনির,
ঘরে বসে পড়ছে কোরান শুনেন ভাই মমিন ॥
মুক্তা কোরানের বাণী (২) শুনে যখনি ঘরে যায় তখন,
মনি মিয়া পড়ছে কোরান দেখিল তখন ॥
মুক্তা কোরান শুনে (২) ভাবে মনে কি করি এখন,
কোরান পড়া শিখতে পারলে সাফল্য জীবন ॥
বলে মনির কাছে (২) মনে আছে বাসনা আমার,
কালী ঘরের ভুত পূজা না করিবো আর ॥
আমি স্কুলে যাইতে (২) পাই শুনিতে আল কোরানের বাণী,
মনে মনে বাসনা করি শিখবো আল্লার বাণী॥
আমি মুসলিম হব (২) না মানিব হিন্দু ধর্ম আর,
ইসলাম ধর্ম শিক্ষা করতে বাসনা আমার ॥

www.pathagar.com

তুমি দয়া করে (২) দিবা মোরে নামাজ শিক্ষা বই,
ঘরে বসে শিখব আমি তোমার কাছে কই ॥
বলে মনি মিয়া (২) কয় হাসিয়া মুক্তাবালার কাছে,
তোমার বাবায় শুনলে পরে বিপদ হবে পিছে ॥
তোমরা হিন্দু জাতি (২) আমার প্রতি রাখিও স্মরণ,
তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইল রামায়ণ ॥
শুনলে তোমার পিতা (২) কাটবে মাথা আমি অভাগার,
সংখ্যালঘু মুসলমান হইলাম যে আবার ॥
মুক্তা হাতে ধরে (২) মনি মিয়ারে কয় তখন বুঝাইয়া,
আমার জীবন দিয়া তোমায় নিব বাঁচাইয়া ॥
আমার এই মিনতি (২) তোমার প্রতি বলি বিনয় করে,
দয়া করে কোরান পড়া শিখাইবা আমারে ॥
মুক্তা এই বলিয়া (২) বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে কয়,
মুসলমানের কোরানখানি পড়তে মনে লয়॥
মাগো আল্লার বাণী (২) কোরানখানি শুনতে লাগে ভাল,
মায়ে শুনে বলে এবার জাতি বুঝি গেল ॥
এলো রমেশ বাবু (২) সে তো কভু এ সব নাহি জানে,
বাড়িতে আসিলে রানি কথা দিল কানে ॥
বাবু এই শুনিয়া (২) রাগ করিয়া বলে রানির তরে,
মেয়েটাকে বিয়া দিব না রাখিব ঘরে ॥
পরে রমেশ বাবু (২) হইয়া কাবু ছেলে দেখতে গেল,
গোপনে থাকিয়া মুক্তা সকলি শুনিল ॥
মুক্তা চিন্তা করে (২) ভাবনা করে কি করি এখন,
ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি হইল যে তখন ॥
আসে রমেশ বাবু (২) হইয়া কাবু বাড়িতে তখন,
মুক্তার মাকে ডাক দিয়া বলে বিবরণ ॥
বলে বিয়া ঠিক হইয়াছে (২) তারিখ দিছে তেরোই রবিবার,
রাত পোহাইলে যাব আমি ঢোলি আনিবার ॥
তারা দুইজনে (২) এক মনে পরামর্শ করে,
বিয়ার গল্প করতে করতে ঘুমাইয়া পড়ে ॥
তখন মুক্তাবালা (২) মন উতালা মনির কাছে গেল,
দরজায় দাঁড়াইয়া মুক্তা ডাকিতে লাগিল ॥
বলে মুক্তাবালা (২) খোদাতালা বাঁচাও মোর জীবন,
মুসলমান হব বলে করেছিলাম পণ ॥

www.pathagar.com

মুক্তা বলে তখন (২) শুন এখন ওগো মনি মিয়া,
পিতা মাতায় ঠিক কইরাছে আমার হবে বিয়া ॥
তখন মনি বলে (২) বিয়া হলে আমি কি করিব,
মুক্তা বলে আমি কেমনে মুসলমান হইব ॥
মুক্তা বলে পরে (২) মনি মিয়ারে আমায চল নিয়া,
মুসলমান হব আমি বাংলাদেশে গিয়া ॥
মনি এই শুনিয়া (২) কয় হাসিয়া মুক্তা দেবীর কাছে,
মাদ্রাসার ছাত্র আমি তা কি খেয়াল আছে ॥
যদি তোমায় লইয়া (২) যাই ভাগিয়া বাংলাদেশে ভাই,
ইসলামের কলঙ্ক হবে তোমারে জানাই ॥
তুমি আল্লার বাণী (২) কোরানখানি নিজ ঘরেতে নিয়া,
একিন মনে মুখস্ত কর নীরবে বসিয়া ॥
মুক্তা ইয়া শুনে (২) সেই ক্ষণে চলে গেল ঘরে,
রাত্রিকালে না ঘুমাইয়া নামাজ শিক্ষা করে ॥
রাত্রি পোহাইল (২) ডাক দিল মুক্তা দেবীর মায়,
কত নিদ্রা যাও তুমি বেলা উঠে যায় ॥
মুক্তা ডাক শুনিয়া (২) ঘরে বইয়া ভাবে মনে মনে,
নাস্তা খাইয়া কোরান লইয়া বসে সে গোপনে ॥
মুক্তা কলেমা শিখে (২) আর শিখে নামাজের নিয়ত,
ছুরা মুনাজাত শিখে মুক্তা মাথা করে নত ॥
এরূপ গোপনেতে (২) নিজ ঘরেতে মুখস্থ করিয়া,
রাত্রিকালে মনির কাছে বলে তখন গিয়া ॥
মুক্তা বলে তখন (২) শুন এখন ওগো মনি মিয়া,
মুখস্থ কইরাছি কোরান আল্লার নামটি লইয়া ॥
তখন মনি বলে (২) যাও চলে মুক্তা তুমি ঘরে,
তোমার আশা করবে পূরণ আল্লা পরোয়ারে ॥
মুক্তা এই শুনিয়া (২) ঘরে গিয়া নীরবে বসিয়া,
নামাজ পড়ে মুনাজাত করে দুহাত তুলিয়া ॥
পড়ে ইসলামের বাণী (২) মুক্তারানি হিন্দুর মেয়ে হইয়া,
তেরোই রবিবার আসিল শোনেন মন দিয়া ॥
কবি আব্দুল হাই (২) বলে ভাই শোন রমেশ বাবু,
মেয়েটারে সাজন কর জামাই আসছে হইয়া কাবু ॥
আসে বেন্ড পার্টি (২) কথা খাঁটি বিয়ের বাজনা ধরে,
বিয়ে দেখতে যাবে মনি চলছে ধীরে ধীরে ॥
এদিকে মুক্তাবালা (২) মন কালা বিয়ের বাজনা শুনে,
ফাঁসি দিয়া মরবে মুক্তা ইসলামের কারণে ॥
মুক্তা বলে আল্লা (২) তোমার ভালা আমি কি বুঝতে পারি,

www.pathagar.com

তোমার নামটি লইয়া এখন গলায় দিব দড়ি ॥
রশি হাতে লইয়া (২) যায় চলিয়া বাড়ির পিছনে,
কদম গাছে উঠল মুক্তা ফাঁসির কারণে ॥
দেখে মনি মিয়া (২) সেই গাছে বইয়া ঢোলের বাজনা শুনে,
নিচের ডালে নিবে ফাঁসি মুক্তা ভাবে মনে ॥
মনি তাই দেখিয়া (২) কয় বুঝাইয়া শুন মুক্তারানি,
আত্মহত্যা মহাপাপ তা তুমি শুননি ॥
মনি বলে তখন (২) নামো এখন মরবে কি কারণে,
মনের দুঃখ শোনব এখন চল যাই বাগানে ॥
এদিকে শিলারানি (২) কয় তখনি শোন দাসীগণ,
তাড়াতাড়ি সাজাও কন্যা এসেছে ব্রাহ্মণ ॥
মুক্তার ঘরে গেল (২) নাহি পেল মুক্তারে খুঁজিয়া,
ফুলবাগানে দেখতে পেল রানি নিজে গিয়া ॥
বলে রাম রাম (২) কিবা কাম কর মুক্তা দেবী,
শেখ বেটার সঙ্গে বুঝি জাতি কুল দিবি ॥
মনি এই শুনিয়া (২) ভয় পাইয়া চলে গেল ঘরে,
মুক্তারে লইয়া গেল স্নান করাইবারে ॥
মুক্তা রাও করে না (২) কথা কয়না ভাবে মনে মনে,
আল্লার বাণী কোরানখানি পড়িব কেমনে ॥
মনে আর ভাবে (২) নামাজ পড়বে হবে মুসলমান,
বর যাত্রী আসিয়া তখন বাহির বাড়ি দাঁড়ান ॥
মুক্তার আহাজারি (২) শুনে বারী সাঁই নিরঞ্জন,
ইসলাম ধর্ম পালন করতে না পারলাম কখন ॥
তখন শিলারানি (২) কয় তখনি বাবুকে ডাকিয়া,
পুরোহিত আনিয়া বিয়া দেওনা পড়াইয়া ॥
পরে ঠাকুর আসে (২) বলে শেষে জামাই কনে আন,
বিবাহ আসরে দেখেন খাড়া দুইজন ॥
ঠাকুর আদেশ দিছে (২) ঘুরতে আছে দিবে সাত পাক,
ঝুলনার মধ্যে মন্ত্রের বই ঠাকুর দিছে হাত ॥
দেখেন আচম্বিতে (২) ঝুলনা হইতে বাহির হইল সাপ,
দংশন করিল মুক্তার পায়ে জামাই দিল লাফ ॥
বলে ঠাকুর মশায় (২) মহাশয় কি করি এখন,
বেহুঁশ হইয়াছে কন্যা না পায় চেতন ॥
ঠাকুর চলে গেল (২) ওঝা এলো এলো বৈদ্যগণ,
ডাক্তার আসিয়া কত করে ইনজেকশন ॥
ওঝা শতে শতে (২) আসে তাতে ঝাড়িতে লাগিল,
একে একে ছয় দিন গত হইয়া গেল ॥

www.pathagar.com

ভাল না ইহল (২) বাবু আইল বলে ওঝার কাছে,
মা মনি কি বল আমার ভাল কি হইয়াছে ॥
ওঝায় বলিতেছে (২) মইরা গেছে ভাল না হইবে,
শ্মশানেতে নিয়া এখন পুড়তে তারে হবে ॥
কান্দে মুক্তার মায় (২) হায়রে হায় কপালে হাত দিয়া
রমেশ বাবু কান্দিতেছে মুক্তারে ধরিয়া ॥
কান্দে প্রতিবেশী (২) সবাই আসি মুক্তাকে দেখিয়া,
নয়ন জলে বুক ভাসাইয়া যায় সবে চলিয়া ॥
মানুষ শতে শতে (২) আসে তাতে মুক্তারে দেখিতে,
চণ্ডিনাথ ওঝায় বলে যাই আমি বাড়িতে ॥
বলে গ্রামবাসী (২) সবাই আসি কয় রমেশ বাবুরে,
শ্মশানেতে পুড়তে এখন নিয়া যাই মুক্তারে ॥
বাবু আদেশ করে (২) তারপরে প্রতিবেশীগণ,
শ্মশানে মুক্তারে পুড়তে নিয়া যায় তখন ॥
এদিকে মনি মিয়া (২) ঘরে বইয়া কোরান পড়তে ছিল,
পড়িতে পড়িতে দেখেন নিশি রাত্রি হইল ॥
মনির ঘুমাইল (২) শুনতে পাইল খোয়াবে তখন,
একিন পড়ে ঝাড় গিয়া মুক্তারে এখন ॥
আছে শ্মশানেতে (২) যাও তাতে না করিও দেরি,
ঘুম হইতে উঠিয়া মনি হাঁটে তাড়াতাড়ি ॥
রাত্রি নিশিকালে (২) একিন দেলে শ্মশান দিকে যায়,
ডাইনে বামে ভুত পেরেত কত ভয় দেখায় ॥
দেখেন শ্মশানবাসী (২) হইয়া খুশি চিতা সাজাইল,
চন্দন কাঠের লাকড়ির উপর মুক্তারে শোয়াইল ॥
হায়-রে প্রভুর লীলা (২) বিধির খেলা কে বুঝিতে পারে,
তুমি যারে বাঁচাও মওলা তারে কে মারিতে পারে ॥
গায়ে তেল ঢালে (২) সবে বলে আগুন দেও এখন,
উত্তর পশ্চিম কোণে দেখেন তুফানের গর্জন ॥
আসে শিলা বৃষ্টি (২) নাই একটি চিতাখোলায় লোক,
একা শুইয়া আছে মুক্তা মলিন তাহার মুখ ॥
এদিকে মনি মিয়া (২) দেখে গিয়া শ্মশানঘাটেতে,
একটি লোক নাই শ্মশানে সব গেছে বাড়িতে ॥
একা মনি মিয়া (২) মরা নিয়া ঝাড়িতে লাগিল,
ইয়াছিন ছুরা পইড়া মনি পানির ছিটা দিল ॥
বিজলীর ঝিলিক মারে (২) ঠাটা পড়ে তুফান আসে জোরে,
ইয়াছিন ছুরা পইড়া মনি সাপে মরা ঝাড়ে ॥
খোদার আজব খেলা (২) তাহার লীলা বুঝা বড় দায়,

www.pathagar.com

ভাল হইয়া মুক্তা দেবী মনির দিকে চায় ॥
মুক্তা ভাল হইয়া (২) মনিরে লইয়া আপন বাড়ি যায়
মা বাবায় দেখে মুক্তারে অবাক হইয়া যায় ॥
পরে রোল পড়িল (২) দেখতে এল মরা মুক্তা দেবী,
শতে শতে লোক আসিয়া দেখে মুক্তার ছবি ॥
মনি বয় চেয়ারে (২) মুক্তা ভাইরে মাটিতে বসিয়া,
আল্লার কাছে প্রার্থনা করে দুই হাত তুলিয়া ॥
তখন মনি মিয়া (২) বলে গিয়া রমেশ বাবুর তরে,
মুক্তাকে ফিরিয়া পাইছেন আমি যাই ঘরে ॥
বলে রমেশ বাবু (২) হইয়া কাবু বলে তখন মনিরে,
মা মনি মুক্তারে ভালা করলা কি প্রকারে ॥
মনি বলে পরে (২) আমি তারে না কইরাছি ভালা,
ইয়াছিন ছুরার পানি পড়ায় ভালা করছে আল্লা ॥
শোনে শিলা রানি (২) কয় তখনি শুন বাবাধন,
লক্ষ টাকার চেক একটি নিয়া যাও এখন ॥
মনি এই শুনিয়া (২) কয় হাসিয়া টাকা নিব পরে,
হারানো ধন দিলে আমায় নিয়া যাব ঘরে ॥
মুক্তা মইরা গেছিল (২) শ্মশানে নিছিল পুইড়া করত ছাই,
আল্লার কোরানের মন্ত্রে জিন্দা হইল তাই ॥
শোনে মুক্তার মায় (২) বাবুরে কয় মুক্তার অভিলাষ,
মুসলিম হবার নিয়তে মুক্তা করতেছিল বাস ॥
সেই দিন স্কুল হইতে (২) এসে বাড়িতে মুক্তা আমায় কয়
মুসলমানের কোরান মাগো পড়তে মনে লয় ॥
মুক্তা আর কয় (২) কোরআন হয় শুধু আল্লার বাণী
আল্লায় যদি আমায় মাগো পড়তে দিত কোরানখানি ॥
বাবু এই শুনিয়া খুশি হইয়া বলে মুক্তার মা,
মুসলমান হব আমরা পড়িয়া কলেমা ॥
বলি হিন্দু ধর্ম (২) কোনো কর্ম না লাইগাছে কাজে,
ইসলাম ধর্ম বড় ধর্ম মুক্তারে বাঁচাইছে ॥
পরে আলেমগণ (২) আসে তখন কলেমা শিখায়,
মনির কাছে মুক্তা দেবীর বিবাহ পড়ায় ॥
মুক্তা হইল খুশি (২) আর বেশি বাপ মা মুসলমান,
কয়দিন পরে রমেশ বাবু হজ্জ্ব করিতে যান ॥
এখন এই পর্যন্ত (২) করি ক্ষ্যান্ত ইতি দিয়া যাই,
কবি আব্দুল হাইয়ের সালামখানি সবাইরে জানাই॥

(ইতি আমিন বল)

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. দেবাশীষ রায় চৌধুরী, বয়স : ৫৫ বৎসর, শিক্ষা : এম.এ., উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৭.৩.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

২. এম. ইদ্রিছ আলী, পিতা : আবদুর রাজ্জাক, মাতা : জুলেখা খাতুন, জন্ম : ০১.০১.১৯৮২, পেশাঃ সাংবাদিকতা, গ্রাম : মণ্ডল সেন, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ০১.০৩.২০১২, সকাল : ১১টা

৩. আজিজুল হক, পিতা : হাসান আলী সরকার, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : বয়ড়া, সদর উপজেলা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ১৫.৯.২০১১, সময় : দুপুর ১.১৫ মিনিট

৪. জরিনা খাতুন, স্বামী : আছর উদ্দিন, বয়স : ৫০ বৎসর, পেশা : গৃহিনী, গ্রাম : ভাবখালি, সদর উপজেলা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৩.০৮.২০১১, সময় : বকাল ৫.১০ মিনিট

৫. মালেকা বেগম, স্বামী : জসিম উদ্দিন, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : গৃহিনী, গ্রাম : দাপুনিয়া, সদর উপজেলা, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ৩০.০৯.২০১১, সময় : রাত ৮.১৫ মিনিট

৬. রোজিনা, পিতা : নূরুল্লাহ, বয়স : ২০ বৎসর, পেশা : ছাত্রী, গ্রাম : কালাদহ, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৬.৮.২০১১, সময় : সকাল ৮.১০ মিনিট

৭. উম্মে কুলসুম, স্বামী : রমজান আলী, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : গৃহিনী, গ্রাম : রামনগর, উপজেলা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৭.৮.২০১১, সময় : দুপুর ১.১৫ মিনিট

৮. এ. কে. এম. খায়রুল আনাম, পেশা : প্রাথমিক শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), বয়স : ৬৮ বৎসর, গ্রাম : পাঁচপাড়া, উপজেলা : ত্রিশাল, জেলা : ময়মনসিংহ। তথ্যসূত্র : মাসিক বাংলার মুখপাত্র, ২১ বর্ষ, ০৭ ও ০৮ সংখ্যা

৯. হাসিনা শিরিন, স্বামী : আশিক আজিজ রতন, জন্ম : ২৫.১২.১৯৮০, পেশা : খণ্ডকালীন শিক্ষক, গ্রাম : কাঁকনহাটি (দক্ষিণ), উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ৩.২.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা

১০. আবুবরক সিদ্দিক, পিতা : (মৃত) আবদুল ওয়াহেদ, মাতা (মৃত) আমেনা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : কৃষক, গ্রাম : রসুলপুর, ইউনিয়ন : নান্দাইল, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ। তারিখ : ৪.২.২০১২, সময় : দুপুর ১২টা

১১. মো. আবদুল হাই ফকির, পিতা : আসাদুল্লা ফকির, মাতা : রাইতন নেছা, বর্তমান বয়স : ৫৪ বৎসর, গ্রাম : পয়ার কান্দি, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ৩০.০৫.২০১২, সময় : সকাল ৯টা

১২. আবদুর রশীদ, পিতা : আকবর আলী, মাতা : আলেকজান, বর্তমান বয়স : ৩৮ বৎসর, গ্রাম : দরুন বড়বাগ, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ ৩০.০৫.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রত্যয়গত দিক থেকে একই ধরনের বিষয় বলে মনে হলেও ব্যবহারিক জীবনে কিছুটা পার্থক্য লক্ষণীয়। "সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার, আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত তাই হলো লোকবিশ্বাস।"[১] "আর লোক-সংস্কার হলো সেই সব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে।"[২] ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের সম্পর্ক খুব একটা নেই তবে লোকসংস্কার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত যা পুরুষানুক্রমে অনুসৃত। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী যথার্থ বলেছেন, "লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার উভয়েরই মূলে কাজ করে মূলত ঐহিক শুভাশুভবোধ। তবে লোকবিশ্বাস যেক্ষেত্রে একান্তভাবে একটা ধ্যান-ধারণা বা মানসিক ক্রিয়া মাত্র, সেক্ষেত্রে লোকসংস্কারের সঙ্গে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। লোকসংস্কারের উৎপত্তির মূলে ধর্মবোধ বা শাস্ত্রনির্দেশও কাজ করে।"[৩]

কানাওলা বা কানাওয়ালায় ধরা

গ্রাম দেশে এমন একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, রাতের বেলা বা ভর দুপুরবেলা কোনো মানুষকে একা পেলে (অনেক সময় গভীর রাতে একাধিক লোক হলেও) পথ চলার সময় এক ধরনের বদ জিন আছর করে মানুষকে কৌশলে পথ ভুলিয়ে দেয়। তার স্মৃতির বিভ্রাট ঘটিয়ে তাকে পথ ভুলা বানিয়ে দেয়। তখন ঐ লোক বা লোকরা অতি চেনা পথও আর চিনতে পারে না। তখন সে এলোপাথাড়ি পথ হাটতে থাকে। দুষ্ট জিনেরা ঐ পথিককে পথ হাঁটাতে হাঁটাতে ক্লান্ত করে ফেলে। বেশির ভাগ সময় ঐ লোকটাকে কোনো বিল, বড় পুকুর বা দিঘির পানিতে নামিয়ে মেরে ফেলে। ঐ লোকটি তখন কিছু বুঝতে না পেরে পানিতে নেমে যায়। তবে এভাবে পথ ভুলা হয়ে যাওয়ার এ প্রক্রিয়াকে কানাওয়ালায় ধরা বলা হয়। কানাওয়ালা হচ্ছে ঐ বদ জিন, শয়তান বা ভূত।

মুক্তাগাছা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে অসংখ্য লোক পাওয়া যাবে যাদেরকে জীবনে একবারের জন্য হলেও কানাওয়ালায় ধরেছে। প্রবীণ লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় বেশির ভাগ সময় রাতের বেলা হারিকেন, ভূইত্ত্যা/মুইট্টা (মুটিবদ্ধ পাট কাঠি একত্র করে বেঁধে আগুন ধরানোর মাধ্যমে বাতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।)

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে বিল বা খালে মাছ ধরতে গেলে এই কানাওয়ালায় ধরে থাকে। কারও কারও মতে কানাওয়ালা হচ্ছে মৎস শিকারি এক ধরনের বদজিন। একে মুক্তাগাছা এলাকায় মাইছ্যা শয়তান বা পিশাচ বা পিছাট বলা হয়। তবে দিক ভুলার প্রক্রিটাকেই মূলত কানাওয়ালায় ধরা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে কানাওয়ালায় ধরে কারও মৃত্যু হয়েছে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য কেউ কখনও দিতে পারে না।

রক্ষার উপায়

কাউকে কানাওয়ালায় ধরলে তা থেকে রক্ষা পেতে হলে পরনের লুঙ্গি বা অন্য কোন কাপড় পরা থাকলে তা খুলে উল্টা করে পরতে হবে, তবেই কানাওয়ালা ছেড়ে দেবে। কারও কারও মতে তিন রাস্তার মোড়ে গিয়ে স্থির হয়ে বসে পড়লে কানাওয়ালায় ছেড়ে দেয়। অনেকের মতে কালা (কালো রঙের) ছাগলের কলিজা দিয়ে প্রস্তুত করা এক প্রকার ঔষধ সেবন করলে তাকে জীবনে আর কখনও কানাওয়ালায় ধরবে না।[৪]

সংস্কারমানা পিঠা

গ্রামে এখনও বিভিন্ন রকমের পিঠা নিয়ে আত্মীয়বাড়িতে বেড়ানোর রেওয়াজ রয়েছে। লোকবিশ্বাস এই যে, বেড়ানোর সময় খারাপ বাতাস ও অনিষ্টকারী কোনো কিছু পিঠার সঙ্গে যেতে পারে; তাই পিঠার সঙ্গে যাতে খারাপ কিছু যেতে না পারে সেই জন্যে দেয়া হয় কয়লা, শুকনো পাটপাতা, কাঁচা হলুদ প্রভৃতি।[৫]

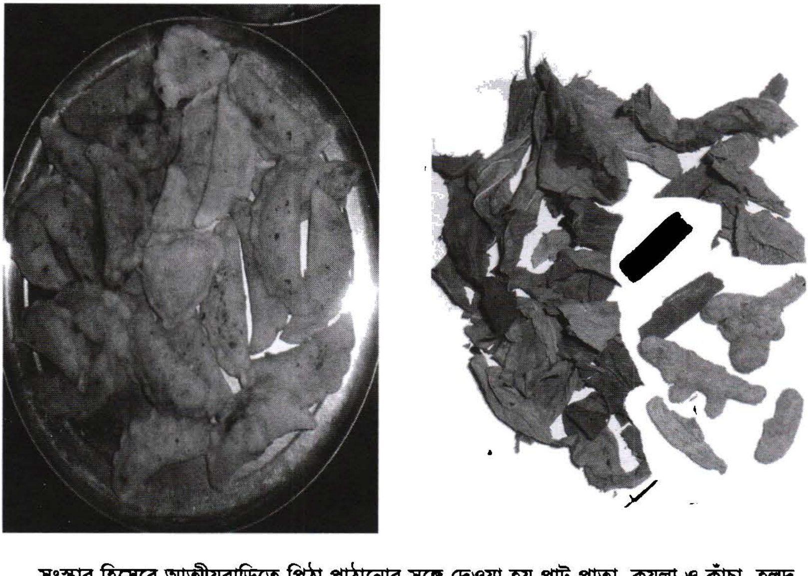

সংস্কার হিসেবে আত্মীয়বাড়িতে পিঠা পাঠানোর সঙ্গে দেওয়া হয় পাট পাতা, কয়লা ও কাঁচা হলুদ

www.pathagar.com

উতার

হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে এখনও গ্রামীণ সমাজে লোকবিশ্বাস এই যে, কারো নজর লাগার কারণে এরকম হয়। তখন নজর নষ্ট করার জন্যে উতার অর্থাৎ পানি পড়া রোগীকে খাইয়ে দেয়া হয় এবং কিছু পানি পড়া রেখে দেয়া হয় গোসলের পানির সঙ্গে মিশিয়ে গোসল করানোর জন্যে। শুধু তাই নয়, মাছ চাষের পুকুরে মাছের পোনার মড়ক ধরলে মানুষের নজরকে সামনে রেখে পুকুরে উতার বা পানি পড়া ছিটিয়ে দেয়া হয়। উতার যে কেউ দিতে পারে না। যিনি উতার প্রদান করেন তাঁর প্রতি সাধারণ লোকের থাকে অগাধ বিশ্বাস। ময়মনসিংহের বিভিন্ন গ্রামে এই ধরনের লোক এখনও রয়েছে।[৬]

শিশুর কপালে কালো টিপ দেওয়া

প্রত্যেকটি শিশুই পরিবারের খুব আদরণীয় হয়ে থাকে। শিশুর গায়ে যাতে কারো কুনজর না লাগে সেজন্যে শিশুর কপালে বাম বা ডান পাশের চুলের গোড়ার অংশে কালো টিপ পড়িয়ে দেয়া হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, শিশুর কপালে কালো টিপ থাকলে শিশুরা কুনজর থেকে রক্ষা পায়।[৭]

শিশুর প্রতি মা-বাবার নজর লাগা

প্রত্যেক মা ও বাবার কাছে তাদের সন্তান খুবই আদরের। সন্তানকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায়, পরিপাটি রাখা যায় এসব ব্যাপারে খুবই যত্নশীল হয়ে ওঠেন মা-বাবা। কিন্তু নিজের সন্তান যতই সুস্থ থাকুক না কেন, যতই সুন্দর হোক না কেন, কখনও নিজ থেকে বলা যাবে না যে, আমার সন্তান খুব সুন্দর বা খুব পরিপাটি। লোকবিশ্বাস এই যে, মা-বাবা সন্তানের প্রশংসা করলে সন্তানের প্রতি মা-বাবার নজর লাগে। এতে সন্তান দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর এই কারণে নিজের সন্তান যতই সুন্দর ও সুস্থ থাকুক না কেন কখনই বলা যাবে না যে, আমার সন্তান খুবই সুস্থ কিংবা খুবই সুন্দর।[৮]

শিশুর নাভিতে কলাপাতার ছাই ব্যবহার

শিশু পেটে ব্যথা অনুভব করলে সে তা ব্যক্ত করতে পারে না। পেট মুচড়িয়ে কান্নাকাটি করে। তখন ধরে নেয়া হয় যে, শিশুর প্রতি কারো কুনজর পড়েছে। তাই পেট ঝাড়ার ব্যবস্থা করা হয়। কলাগাছের আগপাতা কেটে এনে সরিষার তেল মেখে কলাপাতা দিয়ে পেট ঝেড়ে এক পর্যায়ে তেলে মাখানো কলাপাতাটি চুলার আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুড়ানোর সময় কলাপাতায় অনেকগুলো চোখের মতো হয়ে ফুটফুট করে ফুটতে থাকে। লোকবিশ্বাস এই যে, কলাপাতা ফুটফুট শব্দে পুড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুনজরও ফুটফুট শব্দে পুড়ে ছাই হয়। কলাপাতার ছাইয়ের কিছু অংশ হাতে নিয়ে পেট ব্যথা করা শিশুর নাভিতে ঘষলে পেট ব্যথা থাকে না।[৯]

www.pathagar.com

ঘরের চালের বুতায় বান

কারো বাড়িতে সন্তান হওয়ার সময় দাই ডাকা হলে বাড়িতে প্রবেশ করেই দাই আঁতুরঘরের চালের বুতায় একটি বাঁধ বা বান দেন। লোকবিশ্বাস এই যে, বান দেয়ার ফলে সন্তান প্রসবের পর ঘরে খারাপ জিন বা খারাপ বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। এ ছাড়াও বিয়ের ক্ষেত্রেও ঘরের চালে বুতায় বান দেয়ার প্রচলন রয়েছে। কনেসহ জামাই তাদের বাড়িতে প্রথম প্রবেশের সময় সঙ্গে আসা কনের ভাই বা আত্মীয় জামাইয়ের থাকার ঘরের চালের বুতায় বান দেন। লোকবিশ্বাস এই যে, এই বানের সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর বন্ধন অটুট থাকে।[১০]

বালিশের উপর বসতে নেই

লোকসংস্কার এই যে, বালিশের উপর বসতে নেই। কারণ যে বালিশে বসা হয় সেই বালিশে শুলে এক ধরনের ঘাড় ব্যথা হয়। ফলে ঘাড় এদিক সেদিন নড়ানো যায় না।[১১]

মেয়েদের চুল গুঁজে রাখতে হয়

মেয়েরা মাথার চুল আঁচড়ানোর সময় এদিক সেদিক পড়ে যায় বা চিরুণির সঙ্গে লেগে থাকে। মেয়েদের চুল এদিক সেদিক পড়ে থাকলে তাদের চুল নিয়ে জাদুটোনা করে যে কেউ অশুভ ঘটাতে পারে বলে লোকসংস্কার রয়েছে। তাই মেয়েদের চুল কোথাও গুঁজে রেখে ফেলে দিতে হয়।[১২]

এক সন্তানের মায়ের রাতে বাঁশির সুর শুনতে নেই

এক সন্তানের মা বিশেষ করে একটিমাত্র ছেলে যার, তিনি রাতে বাঁশির সুর শুনলে ছেলের অমঙ্গল হয় বলে লোকসংস্কার রয়েছে। তাই গ্রামীণ সমাজে এক সন্তানের মায়ের বাড়ির আশপাশে কেউ বাঁশি বাজাতে পারে না।[১৩]

শিশুদের মাথায় আঘাত করতে নেই

শিশু বলতে এক দেড় বছরের শিশু থেকে তিন সাড়ে তিন বছরের শিশুদের মাথায় আঘাত করতে সেই। লোকসংস্কার এই যে, আঘাত করলে শিশুরা বিছানায় প্রস্রাব করে। আর এ কারণে শিশুদের মাথায় সচেতনভাবে কেউ আঘাত করে না। আঘাত করলেও মাথায় একটা ফুঁ দিতে হয়। তাহলে শিশু বিছানায় আর প্রস্রাব করে না।[১৪]

হাত থেকে থালা বাসন পড়া

গ্রামের রান্না ঘরে হাঁড়িপাতিল নিয়ে কাজ করার সময় হাত থেকে অনেক সময় হাঁড়িপাতিল পড়ে যায়। কিন্তু লোকবিশ্বাস এই যে, হাত থেকে একটি হাঁড়িপাতিল পড়লে একজন মেহমান আর একাধিক পড়লে একাধিক মেহমান আসবে।[১৫]

www.pathagar.com

পেঁচার ডাক অশুভ

গ্রামের অনেক বাড়িতেই প্রচুর গাছ থাকে। রাতের বেলায় কোনো বাড়ির গাছে বসে গভীর রাতে পেঁচা ডাকলে অশুভ মনে করা হয়। আর এ কারণে ঢিল ছুঁড়ে পেঁচাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।[১৬]

হাত চুলকালে

ছেলেদের ডান হাত চুলকালে হাতে টাকা আসবে বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। আর বাম হাত চুলকালে অসুস্থ হওয়ার বা কোনো কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়।[১৭]

চোখে আঁচিল হলে

অনেক সময় অনেকের চোখের কোণায় বা চোখের পাপড়ির নিচে আঁচিল বা অঞ্জনি হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, ছোট শিশুর নুনুর ছোঁয়া লাগালে আঁচিল ভালো হয়ে যায়।[১৮]

তথ্যনির্দেশ

১. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৮

২. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪. এম. ইদ্রিছ আলী, পিতা : আবদুর রাজ্জাক, মাতা : জুলেখা খাতুন, জন্ম : ০১.০১.১৯৮২, পেশা : সাংবাদিকতা, গ্রাম : মণ্ডল সেন, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০১.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

৫. মোসাম্মাৎ রুমি, স্বামী : নূর মোহাম্মদ সরকার, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৩.০৪.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা

৬. দিলনূর তাহসিনা কাদের (জুয়েল), স্বামী : এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, মাতা : আছিয়া কাদের, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম : বাগুন্দা, ইউনিয়ন : কাকনি, উপজেলা : ফুলপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৬.৭.২০১১, সময় : বিকাল ৪টা

৭. মনিরুজ্জামান, পিতা : শাহদাত আলী ভূঁইয়া, মাতা : হামিদা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫০ বৎসর, পেশা : ডাক্তার, গ্রাম : পালাহার, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০১.০৬.২০১২, সময় : দুপুর ১টা

৮. মোঃ জহুরুল ইসলাম (খাইরুল), প্রধান শিক্ষক, বাহাদুর নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২.৩.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

৯. বেলায়েত হোসেন, পেশা : শিক্ষকতা, কানারাম পুর, ডাকঘর : কামালপুর, উপজেলা : নান্দাইল, জেলা : ময়মনননসিংহ, তারিখ : ৩.৪.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

www.pathagar.com

১০. আতাউর রহমান বাচ্চু, পিতা : আজিজুর রহমান, মাতা : খোদেজা খাতুন, পেশা : ব্যবসা, বর্তমান বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম কাকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৬.২০১১, সময় : রাত ৮টা

১১. শিলু রহমান, স্বামী : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, মাতা : আনোয়ারা খাতুন, জন্ম : ২২.৯.১৯৬৫, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : কাকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৬.০৩.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা

১২. স্বপন ধর, পিতা : শহীদ সন্তোষ ধর, মাতা : বাণী প্রভা ধর, জন্ম : ১৫.১.১৯৬৩, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ৫.৪.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

১৩. আয়েশা খাতুন, স্বামী : মো. বছির উদ্দিন, মাতা : জয়নবি বেগম, বয়স : ৬৫ বৎসর, গ্রাম : হরিনাতলা, ডাকঘর : গাবতলী, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৫.০৬.২০১২, সময় : বিকাল ৪.১০ মিনিট

১৪. সতীশচন্দ্র দে, বয়স : ৩২ বৎসর, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণি, গ্রাম : নিঝুরি, উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২৬.০৩.২০১২, সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট

১৫. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, জন্ম : ১৯৬৭ সাল, গ্রাম : বলদী, ডাকঘর ও ইউনিয়ন- মশাখালী, উপজেলা- গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ২০.০৬.২০১২, সময় : দুপুর ২টা

১৬. জোৎস্না খাতুন, স্বামীর নাম : মো. আবদুল মতিন, মাতার নাম : কল্পনা খাতুন, বর্তমান বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : রৌহা নামা পাড়া, ইউনিয়ন : সালটিয়া, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০১.০৪.২০১২, সময় : দুপুর ২.২০ মিটিন

১৭. এম. ইদ্রিছ আলী, পিতা : আব্দুর রাজ্জাক, মাতা : জুলেখা খাতুন, জন্ম : ০১.০১.১৯৮২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি (পাস), পেশাঃ সাংবাদিকতা, গ্রাম : মণ্ডলসেন, ডাকঘর : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৬.২০১২, সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট

১৮. আতিক আজিজ, পিতা : আজিজুর রহমান, মাতা : খোদেজা খাতুন, পেশা : সাংবাদিকতা, বর্তমান বয়স : ৩৪ বৎসর, গ্রাম : কাকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০৭.২০১১, সময় : রাত ৯টা

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি

১. মাছ ধরার উইন্যা
২. মাছ ধরার বাইর
৩. মাছ ধরার জাখা
৪. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ
৫. কাপড় বোনার তাঁত
৬. জাঁতি বা ছরতা
৭. হুঁকা
৮. ঢেঁকি
৯. লাঙল
১০. পানের বরজ
১১. ইঁদুর মারার কল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়
লোকপ্রযুক্তি

প্রযুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবহার। আমরা জানি, বিজ্ঞানের বিকাশ আধুনিক যুগে ঘটেছে। আর প্রযুক্তির ব্যবহার বিজ্ঞানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু কৃষি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই লোকপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তার জীবনযাপনকে সহজসাধ্য করার জন্যে, তাদের পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্যে নানা কৌশল প্রয়োগ করেছে যা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে বিবেচ্য। কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের ফাল, মই এবং মাছ ধরার বাঁশের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পাশাপাশি মৃৎশিল্প আবিষ্কারেও লোকপ্রযুক্তি ক্রিয়াশীল। ধান ভানার জন্য ঢেঁকি তৈরি ও স্থাপন প্রযুক্তিগত দক্ষতারই পরিচায়ক।

১. মাছ ধরার উইন্যা

গৌরীপুর উপজেলার রামগোপালপুর ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামের কয়েকটি পরিবার পৈতৃক পেশা হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে মাছ ধরার উইন্যা তৈরি করে আসছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত উইন্যা তৈরি করা হয়। এ অঞ্চলে যারা উইন্যা তৈরি করেন তাদেরকে 'বাইনকাডি' বলা হয়।

বাইনকাডির সাক্ষাৎকার

প্রধান সমন্বয়কারী : একটা উইন্যা তৈরি করতে কী কী লাগে?

বাইনকাডি : তালগাছের আঁশ, মরাল বাঁশ আর তার। তালের আঁশ দিয়া আমরা বাঁশের একটা ফলির লগে আরেকটা ফলি গাইট্টা সাডাই তৈয়ার করি।

প্রধান সমন্বয়কারী : শক্ত সুতা দিলে কেমন হয়?

বাইনকাডি : হুতা অনেক সময় পঁইচা যায়। তালের আঁশ পঁচে না। না পঁচারও কারণ আছে। আমরা তালের ডাউগ্গা কাইট্টা আইনা ডাউগ্গাডারে বেশ কিছুদিন পঁচাই। পঁচানি ডাউগ্গা থেইক্কা একটা একটা আঁশ কেছি তুলার বাঁশের ফালির মধ্যে ফালাইয়া তুইল্লা আনি। এইগুলি হুতার চাইতেও শক্ত। তা ছাড়া হুতার চাইতে পইসাও বাঁচে বেশি।

প্রধান সমন্বয়কারী : একটা উইন্যা কীভাবে তৈরি করেন?

বাইনকাডি : পথম বাঁশ থেইক্কা ফলি তৈরি করি। অনেকগুলি ফলি একটা মোডার মইদ্যে বাইন্দা ইডের উপরে, কোনক সময় খাডের তক্তার উপর ফালাইয়া ঘইষ্‌ষা লই।

প্রধান সমন্বয়কারী : ঘষার কারণ কী?

বাইনকাডি : এইডা বুঝলাইন্‌না! ফলিগুলির-ত ধার থাহে। ঘঁইষলে ধারটা থাহে না। ফলিগুলি গুল অইয়্যা যায়। বান্দনের সময় তালের আঁশগুলি ছিঁড়ে না। ফলিগুলি না ঘষলে বান্দনের সময় আঁশগুলি ছিঁড়া যাইত।

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী : ফলি দিয়ে তারপর কী করেন?

বাইনকাড়ি : তারফর ফলি মাড়িতে ফালাইয়া ছাডাই তৈরি করি। ছাডাই তৈরির সময় তালের আঁশ দিয়া গাতন লাগে। হেরফর ছাডাই দিয়া উইন্যার বের তৈরি করি। বেরের উফরে থাহে একটা ছাডাই আর নিচে থাহে আরেকটা ছাডাই।

প্রথম বাইনকাড়ি : ছাডাইয়ের লেইগ্যা বাঁশের কাড়ি দিয়া আমরা আগে একটা হাজ (সাজ) বানাইয়্যা লই। মাছ উইন্যার ভিতরে ঢুহনের লাইগ্যা একটা 'ফাড়া' বানানি লাগে। 'ফাড়া'ডা এমনভাবে বানাই যাতে মাছ একবার উইন্যার ভিতরে ঢুকলে হেই ফারা দিয়া আর না বাইর অইতে পারে। ফারাডা উইন্যার মইদ্যেই বরাবর নিচের ছাডাইয়ের লগে ঢুহাইয়া বান্দন লাগে। হেরফর মনে করবাইন একটা ঘরের লাহান আর কী। তার দিয়া, বাঁশের চডা দিয়া সুন্দর কইর‍্যা উইন্যার ছাইড মতো বান্দন লাগে।

প্রধান সমন্বয়কারী : উইন্যার ভিতর মাছ ঢুকলে বের করার কী ব্যবস্থা রাখেন?

বাইনকাড়ি : উইন্যার উফরের ছাডাইয়ের কোণা বরাবর একটু ফাঁক রাইখা দেই। মাছ ধরার লেইগা উইন্যা পাতার সময় উফরের খোলা মুখটা কিছু একটা দিয়া গুইনজা দেওন লাগে।

প্রধান সমন্বয়কারী : উইন্যাগুলো সাধারণত কখন বিক্রি হয়ে থাকে?

বাইনকাড়ি : বর্ষাকালেই এইডার একটা সিজন। বর্ষাকাল ছাড়া বাজারের উইন্যা ময়ালে উইন্যা পাইবাইন্‌না। বড় জোর ভাদ্র মাস লাগত পাওয়া যায়।

প্রধান সমন্বয়কারী : একটা উইন্যা কি একজনেই তৈরি করেন?

বাইনকাড়ি : না। কমপক্ষে তিন/চাইরজন মিললা কাজডা করি-ত, তাই কয়েকটা উইন্যা এক লগেই তৈরি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী : একটা উইন্যা তৈরিতে সাধারণত কত খরচ পড়ে?

বাইনকাড়ি : এইডা উইন্যার আকার আকৃতি বুইঝা। তবে, খেতের আইলে যেসব উইন্যা পাইত্যা মাছ ধরা অয় হেইগুলির খরচ সাধারণত ষাইট থাইক্যা সত্তুর টেহা খরচ পরে (পড়ে)।

প্রধান সমন্বয়কারী : বিক্রি করেন কত করে?

বাইনকাড়ি : একশ থেইক্যা একশ পঞ্চাশ টেহা পর্যনন্ত বেচি।

প্রধান সমন্বয়কারী : এই কাজ কি আপনারা পুরুষরাই করে থাকেন?

বাইনকাড়ি : না। ঘরের মাইয়া মানুষরাও করে। পোলাপানরাও করে।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনারা উইন্যা ছাড়া আর কী কী তৈরি করেন?

বাইনকাড়ি : উইন্যা ছাড়া বাইর আর জোকরাও তৈরি করি।

প্রধান সমন্বয়কারী : এইটা তো আপনাদের পৈতৃক পেশা?

বাইনকাড়ি : হেঁ। আমার বাপ-দাদারা, তার বাপ-দাদারা এই কামই করত। এই কামের লেইগা আগে থেইক্যা আমরারে মাইনষে বাইনকাড়ি বইলা ডাহে। এইডা আমরার পেশার নাম কইতে পারেন।[১]

www.pathagar.com

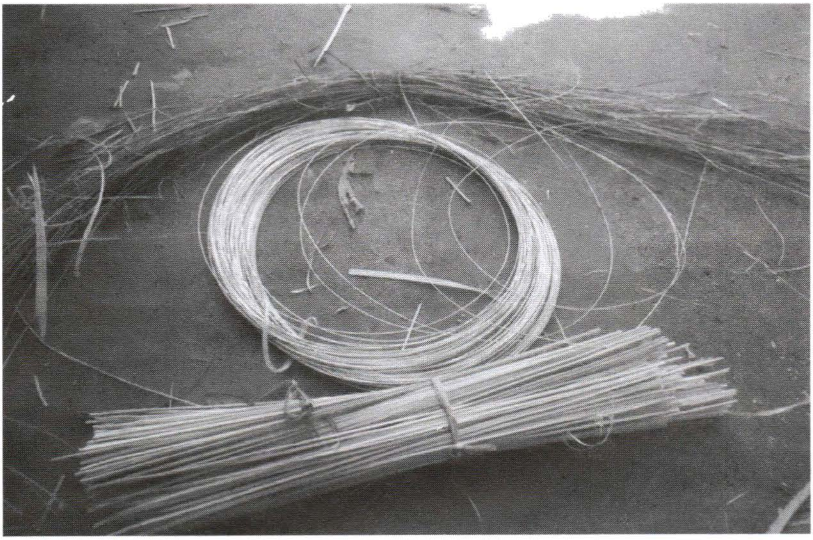

উইন্যা তৈরির উপকরণ–তার, তাল পাতার আঁশ, বাঁশের চিকন ফালি ও চিকন খাপ

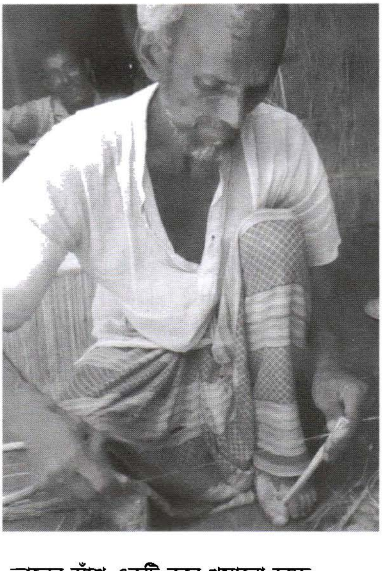

তালের আঁশ একটি করে খসানো হচ্ছে

বাঁশের ফালি ঘষে ঘষে গোলাকার করা হচ্ছে

www.pathagar.com

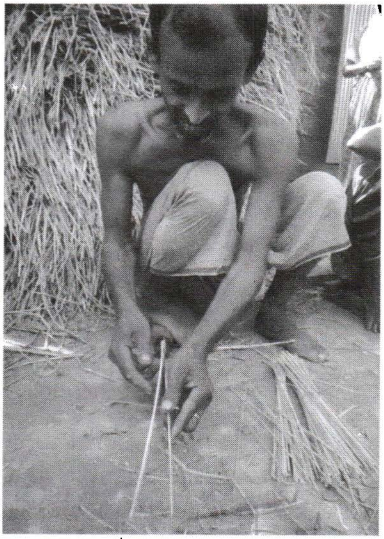

বাঁশ থেকে ফালি ও বেতি তোলা হচ্ছে

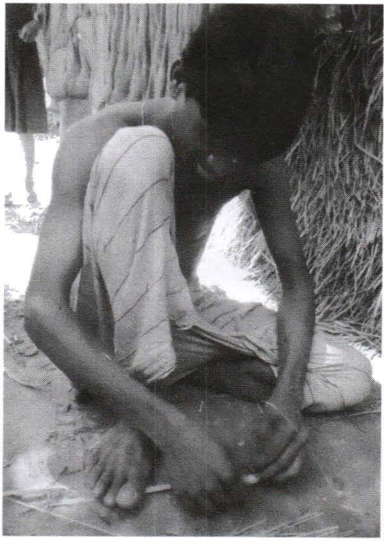

উইন্যার বাইন তোলা হচ্ছে

উইন্যার নিচের ও উপরের অংশ

www.pathagar.com

উইন্যার উপরের ও নিচের অংশ জোড়া লাগানো হচ্ছে

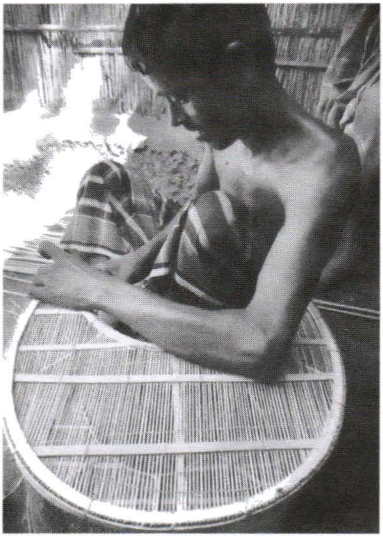

বাঁশের খাপ দিয়ে চারদিক বাঁধা হচ্ছে

সামনে নিচের অংশে ফাড়ার জন্য ফাঁকা জায়গা

www.pathagar.com

বাইনকাড়ির হাতে ফাড়া

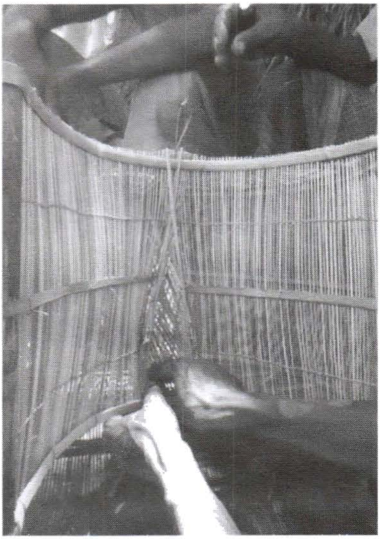

ফাড়া লাগানো হচ্ছে

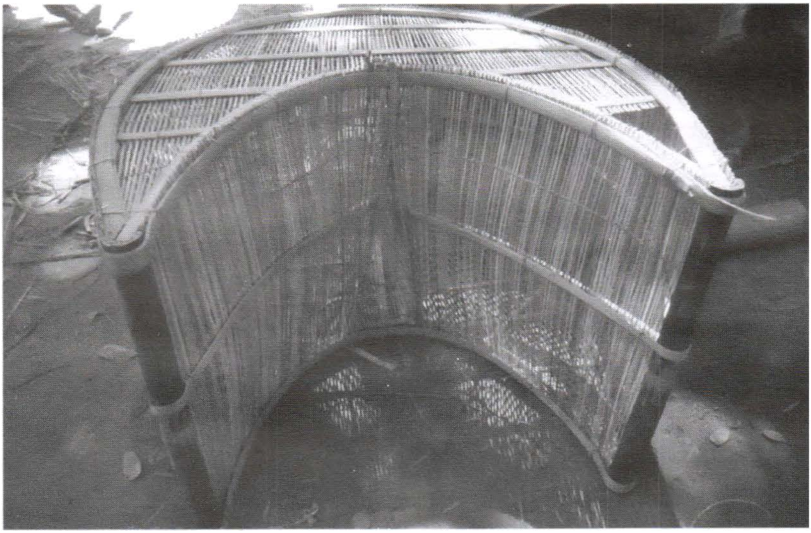

একটি সম্পূর্ণ উইন্যা

www.pathagar.com

গৌরীপুরের বাইনকাড়ির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী
আমিনুর রহমান সুলতান

ঈশ্বরগঞ্জের হাটবারে উইন্যা-বাইরের ক্রেতা ও বিক্রেতা

www.pathagar.com

২. মাছ ধরার বাইর

বাইর তৈরির সময় ও উপকরণ

মুক্তাগাছা উপজেলার মানকুন ইউনিয়ানের নিমুরিয়া গ্রামে মাছ ধরার বাইর তৈরি করা হয়ে থাকে। সাধারণত বর্ষার শুরুর কিছুদিন আগ থেকে পুরো ঋতুতেই বাইর তৈরির কাজ চলে। বাঁশ ও শক্ত সুতা বাইর তৈরির অন্যতম উপকরণ।

বাইর তৈরির বর্ণনা

মাপ মতো বাঁশ কেটে ফালি করা হচ্ছে প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে ফালি থেকে দা-এর সাহায্যে শলা প্রস্তুত করা। তৃতীয় ধাপে শলাকে ক্রমান্বয়ে শক্ত সুতা দিয়ে বেঁধে চালি গাঁথা হয়। চতুর্থ ধাপে চালি দিয়ে বাইর-এর কাঠামোগত রূপে আনা হয়। একটি বাইর সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজন একটি 'পারা' বা একমুখী দরজা তৈরি করা। একমুখী দরজাকে বাইর-এর মাঝখানে এমনভাবে ঢুকানো হয় যে, 'পারা'র মুখ দিয়ে মাছ বাইর-এর ভিতরে ঢুকলে আর বের হতে পারে না। বাইর তৈরিতে একটি পরিবারের শিশু, কিশোর, পুরুষ ও মহিলাসহ সবাই শ্রম দিয়ে থাকেন।

বাইর বিক্রির স্থান

স্থানীয় হাট-বাজারে এগুলো বিক্রি হয়ে থাকে। নিমুরিয়া গ্রামসহ মুক্তাগাছার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলো পরিবারের উপার্জনের উৎস বাইর। বাইর বিক্রি করেই অন্তত মাস চারেক সংসার নির্বাহ করা হয়।[২]

মুক্তাগাছা অঞ্চলে বাইর তৈরি

www.pathagar.com

৩. মাছ ধরার জাখা

জাখা দেখতে ত্রিভুজাকৃতির, এর এক কোণে সামান্য সরু করে বাঁকিয়ে হাত দিয়ে ধরার জন্য কিছু লম্বা অংশ রাখা হয়। জাখা তৈরি হয় বাঁশ দিয়ে। উপরের অংশ ফাঁকা। নিচের অংশ বেতি দিয়ে তৈরি করা হয় পাটি বোনার মতো করে তবে সুক্ষ্মভাবে সামান্য অংশ ফাঁক রাখা হয় যাতে উপরে তোলার পর পানি নিচে পড়ে যায় আবার ছোট মাছগুলো যাতে এতে আটকা থাকে। চারপাশে দু'ইঞ্চির মতো শক্ত কিনারা থাকে যাতে ভিতরে পড়া মাছ বাইরে বেরিয়ে না যায়। জাখা সাধারণত ৩ ফুট, ধরার অংশে ৫ ফুটের মতো লম্বা হয়।

জাখা মাছ ধরার একদমই ভিন্ন হাজংদের এক নিজস্ব কৌশল এইজন্যে যে, এতে মাছের আধার খুঁজে তৎক্ষণাৎ মাছ শিকার করা হয়। মাছ ধরার সময় যেখানে দাঁড়ানো হয় পায়ের পাতার ঠিক সামনে জাখাটি পানির নিচে মাটির অংশে রেখে দাঁড়ানো স্থানের আশপাশে পা দিয়ে কাদায় চাপাচাপি করা হয় এতে কাদার ভেতরে থাকা মাছগুলোও পালাতে গিয়ে জাখায় ধরা পড়ে। জাখায় মাছ শিকার করা হয় হাঁটু সমান বা তার নিচের পানিতে। সাধারণত ধান কাটার পর রৌদ্র উঠলে পতিত ধানী জমিতে জাখা দিয়ে মাছ শিকারের দৃশ্য বেশ চোখে পড়ে। হাতে ধরার নিচের অংশ জাখার কোণ শুরু সেখানে শক্ত একটি পাটের রশিও বাঁধা থাকে। যাতে মাছ ধরতে যাবার যাত্রার পথে জাখাটি কোমরে বেঁধে রাখা যায়।

মাছ ধারার জাখা

www.pathagar.com

মাছ ধরার সময় রশিটি বাড়িয়ে কমিয়ে কোমরেই বেঁধে রাখা যায় আবার ইচ্ছা হলে জাখাতেও পেচিয়ে রাখা যায়। কোমরে বেঁধে মাছ শিকারের সময় রশিটি ভারসাম্য বজায়েও সহায়তা করে। রশি বাঁধার উপরের অংশ হাত দিয়ে ধরা হয়। জাখা দিয়ে সাধারণত হাজং মেয়েদেরই মাছ ধরা, ছেলেদের নয়। মাছ ধরার সময় কোমরের উপরের অংশ সামনের নিচের দিকে ঝোকাতে হয় যাতে হাতে থাকা জাখাটি পানির নিচের অংশের মাটি ছুঁতে পারে। জাখা দিয়ে মাছ ধরা বর্তমান সময়ে কাদাচিৎ চোখে পড়লেও চার পাঁচজন থেকে শুরু করে দশ বারোজন দলবদ্ধভাবে মাছ ধরার কেবল সংসারে খাদ্য হিসেবে মাছের প্রয়োজন মেটানোই নয়, মাছ ধরতে যাওয়ার শুরু থেকে শেষ মুহূর্তগুলো হাজং নারীর গল্পের ঝাপি, একান্ত অনাবিল আনন্দের অংশও বটে।[৩]

৪. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ

সাধারণ মানুষের তৈরি দেশীয় বা লোকজ পদ্ধতিতে সরষে , তিল প্রভৃতি পিষে তেল বের করার জন্য গাছের যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ঘানি বা ঘানিগাছ বলা হয়।

এই যন্ত্রের নামই হচ্ছে ঘানি—যা কাঠের তৈরি। তেঁতুল, বকুল প্রভৃতি গাছের মূলসহ সাত হাত গুঁড়ি নিয়ে ঘানিগাছ। চার হাতের মতো থাকে এর বেড়। পাঁচ হাত পরিমাণ গাছ থাকে মাটির নিচে আর দুই হাত পরিমাণ থাকে মাটির উপরে। আর উপরের অংশে এক হাত ব্যাসের একটি বৃত্তাকার গর্ত থাকে যার গভীরতা দুই হাত।

একটি ঘানিগাছ

www.pathagar.com

ঘানির গাছের সাথে যুক্ত থাকে কাঠের জাইট, বাঁশের নাইলপাত। জাইটের মাথায় বসতে হয় মাকড়ি, মোতালোম, ওজনের ভারসাম্য রক্ষার কাতলি। সরিষা নাড়ানোর জন্য আড়ানি—একটি মাকড়ির সঙ্গে লাগানো থাকে। ঘানি থেকে সরিষা ভাঙানোর সময় ঘানির গর্তে সরিষা রাখতে হয়। তারপর সরিষা ভাঙিয়ে তেল তৈরির জন্যে প্রয়োজন কাঠের তক্তা এবং তক্তার উপর ভারি পাথর বা কাঠের টুকরা, ঘানি টানার জন্য চোখ বাঁধা অবস্থায় একটি গরু এবং এ কাজের জন্য দুজন কুলু। ঘানি থেকে তেল উৎপন্ন হয়ে নিচের দিকে গড়ায়। তেল রাখার জন্যে প্রয়োজন হয় যে কোনো-পাত্র।[৪]

৫. কাপড় বোনার তাঁত

সাধারণ মানুষেরই তৈরি তাঁত। কাপড় বোনার জন্যে একটি তাঁত তৈরিতে প্রয়োজন কাঠের বীম, বাঁশের মালশি, বাঁশের সূতি কাটনি, সানা বাঁশের চিরুনির মতো সলা, দক্তি, খিলি, ডাঙি, মাকু সামা, বোয়া প্রভৃতি।

তাঁতের নিচ থেকে হাঁটু সমান গর্ত থাকে। পায়ের চাপে সরু তল বা পাওয়ার (বাঁশের সরু নল দুই পায়ের নিচে দুটি থাকে, পায়ের চাপে নড়ে) ওঠা নামা করে। মাকুতে থাকে সুতা প্যাঁচানোর 'নলী'। হাতে মাকু চালিয়ে কাপড় বোনা হয়। তাঁতে কাপড় বুনার আগে আরও কয়েকটি ধাপে কাজ করতে হয়।

ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছায় এখনও লোকপ্রযুক্তির তাঁত রয়েছে। এখানকার তাঁতীরা তাঁত দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তবে তাঁত আগের তুলনায় কমে আসছে।

মুক্তাগাছা অঞ্চলের তাঁত

www.pathagar.com

৬. জাঁতি বা ছরতা

ছরতা এক ধরনের লোকপ্রযুক্তি। তবে এই লোকপ্রযুক্তি আবিষ্কার কখন কীভাবে হয়েছিল তার ঠিক তথ্য জানা যায় নি। সুপারি কাটার প্রয়োজনেই জাঁতি বা ছরতা নির্মিত হয়েছে। এই লোকপ্রযুক্তির উদ্ভাবক ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী কামার। এর নির্মাণ কৌশল খুবই সহজ এবং অল্প সময়েই তা তৈরি করা সম্ভব। এর উপকরণ লোহা ও লোহা পুড়ানোর জন্যে হাপরের তৈরি কয়লার আগুন এবং গরম লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে ছরতার আকৃতি দানের জন্যে প্রয়োজন হাতুড়ি, চিমটা প্রভৃতি।

ছরতা তৈরির জন্যে সামান্য পরিমাণ চিকন লোহা প্রথমে প্রয়োজন মতো তাপের আগুনে পুড়াতে হয়। তারপর পিটিয়ে পিটিয়ে লোহাকে কিছুটা চ্যাপটা করে দুটি শলাকা ও একটি পাত তৈরি করতে হয়। পাতটি পুড়িয়ে পিটিয়ে মাঝখানে বাঁকিয়ে এমনভাবে অর্ধবৃত্তাকার করা হয় যে, যাতে মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চ্যাপটানো ধারালো পাত প্রবেশ করানো যায়। এ অবস্থায় অর্ধবৃত্তাকার পাতটির নিচের দুটি পৃথক প্রান্ত একটি শলাকার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই শলাকাটি মূলত ধারালো পাতের নিচে থাকে। ধারালো ও চ্যাপটানো পাতটি অপর একটি শলাকার অগ্রভাগে যুক্ত করা হয়। ধারযুক্ত চ্যাপটানো পাত অর্ধবৃত্তকার দুটি পাতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিচের শলাকার অগ্রভাগের অংশের সঙ্গে পেরেকের সাহায্যে আটকালে ছরতার কাঠামো দাঁড়ায়। নিচের শলাকা ও উপরের ধারালো পাতের মাঝখানে সুপারি রেখে শলাকা দুটির পেছন ভাগে চাপ দিলে সুপারি কেটে টুকরো হয়।[৫]

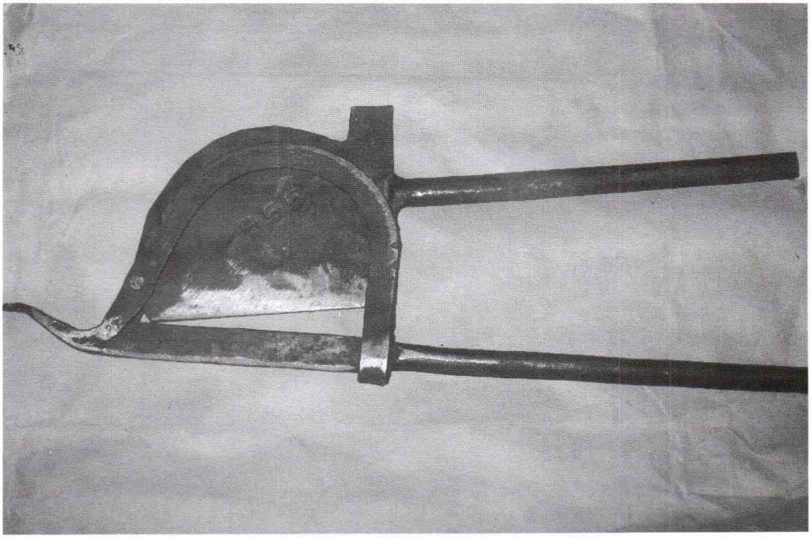

কামারের তৈরি জাঁতি বা ছরতা

www.pathagar.com

৭. হুঁকা

হুঁকা সাধারণত গ্রামীণ সমাজজীবনে ধূমপানের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কমে আসছে। ধূমপান ছাড়াও হুঁকার ব্যবহার রয়েছে লোকাচারে। হালুয়াঘাট অঞ্চলে দয়াল উৎসবে হুঁকার ব্যবহার লক্ষণীয়। গাতি গ্রামের গিয়াস উদ্দিন আহম্মদের বাড়িতে এবং বন্দের পাড়া গ্রামের কবিয়াল উপেন্দ্র সরকারের বাড়িতে বছরে এক বার 'দয়াল উৎসব' হয়ে থাকে। হুঁকা সাধারণত ছুতাররাই তৈরি করেন।

হুঁকা তৈরির উপকরণ

হুঁকা তৈরিতে প্রয়োজন কামারের তৈরি কলকে, নারকেল-খোল ও কাঠের নল।

হুঁকা তৈরির প্রক্রিয়া

প্রথমে একটি নারকেল থেকে ভিতরের পানি ও শাঁস বের করে নিয়ে নারকেল-খোলটিকে কয়েক দিন রোদে শুকাতে হয়। নারকেল-খোলে একটি ছিদ্র বা মুখ থাকে। সেটিকে গোলাকৃতি করে কাটতে হয়। উপরের ছিদ্র থেকে সামান্য নিচে আরও একটি গোলাকার ছিদ্র করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি সরু কাঠ পরিমাণ মতো কেটে নিয়ে ভেতরে গোলাকৃতি করে ফাঁকা করতে হয়। কাঠের নলটি নারকেল-খোলের মুখে বসিয়ে দিয়ে নলের উপরের অংশে কলকে বসাতে হয়। এভাবেই একটি হুঁকা তৈরি হয়ে থাকে। কাঠের নলটিকে সৌন্দর্যময় ও আকর্ষণীয় করার জন্যে নকশা কাটা হয়।[৬]

হুঁকা

www.pathagar.com

৮. ঢেঁকি

ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থবাড়িতে একটি করে ঢেঁকিঘর বা পাকঘরের এক পাশে থাকতো ঢেঁকি। ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা হতো। পিঠা তৈরির জন্যে করা হতো চালের গুঁড়ি। বর্তমানে বিদ্যুৎ চালিত ধান ভাঙার কল তৈরি হওয়ায় ঢেঁকির প্রচলন কমে আসছে। এই ঢেঁকি তৈরিতে প্রয়োগ হয়েছে লোকপ্রযুক্তি।

ঢেঁকি তৈরির উপকরণ

ঢেঁকি তৈরির প্রধান উপকরণ কাঠ, লোহার কালী।

তৈরির প্রক্রিয়া

পাঁচ হাত লম্বা বিশিষ্ট একটি কাঠ সুতা দিয়ে মেপে সমান চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে মাঝখানে দুই ভাগ এবং ঢেঁকির অগ্রভাগের দিকে ও পশ্চাৎ ভাগের দিকে এক ভাগ করে মাপ নেয়া হয়। যে-স্থানে পা রেখে ঢেঁকি পাড় দিতে হয় সে স্থানটির দিকে কাঠটির মধ্য দিয়ে ছিদ্র করে পারাকাঠি ঢোকানো হয়। পারাকাঠির অংশটি কিছুটা চেপ্টা রাখা হয় যার আকৃতি ৭x৭ ইঞ্চি পুরু হয়। পারাকাঠি দুই পাশের দুই খুঁটির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সামনের অংশের কাঠের উপর নিচ বরাবর গোলাকৃতির একটি ছিদ্র করা হয় যেখানে 'চুরুন' যুক্ত করা হয়। চুরুনও কাঠের তৈরি এবং এর অগ্রভাগে লোহার কালী লাগানো থাকে। কাঠের মাঝের দুই ভাগের যে অংশ সেটি ৬x৬ ইঞ্চি পরিমাণের পুরু হয়। চুরুন লাগানো অংশটি অপেক্ষাকৃত সরু হয়।[৭]

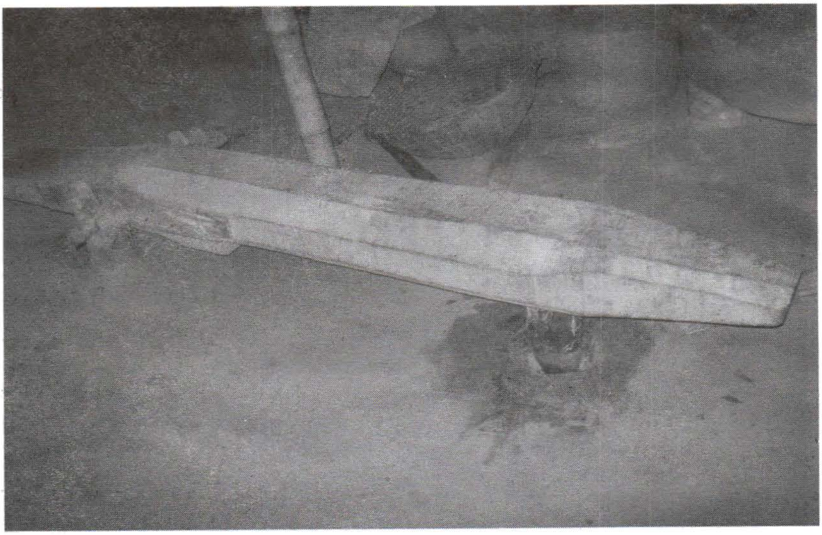

ঢেঁকি

www.pathagar.com

৯. লাঙল

কৃষিকাজে বিশেষ করে চাষাবাদের জন্যে অন্যতম মাধ্যম ছিল কাঠের লাঙল। বর্তমানে কাঠের লাঙলের উপযোগিতা কমে আসছে কলের লাঙল ব্যবহৃত হওয়ায়। লাঙল তৈরি হয়ে থাকে লোকপ্রযুক্তিতে।

তৈরির উপকরণ

প্রধান উপকরণ বাবলা গাছের কাঠ ও লোহা।

তৈরির প্রক্রিয়া

দুই ফুট পুরো বা বেড় বিশিষ্ট একটি কাঠকে লাঙলের বাঁকা অংশ থেকে সামনের দিকে দুই পারা (দুই পা) লম্বা এবং পিছনের দিকে বাঁকানো খুঁটি পর্যন্ত তিন পারা পরিমাণ কেটে ও চেঁছে চেঁছে লাঙল তৈরি করতে হয়। বাঁকানো অংশে ছিদ্র করে চার হাত লম্বা একটি ইশ যুক্ত করতে হয়। ইশ যুক্ত করার সময় পচি দিয়ে লাঙলের সঙ্গে শক্ত করে আটকাতে হয়। পচিকে বলা হয় ইস্তা। ইশের অগ্রভাগের কিছুটা নিচের অংশে থাকে খাঁজকাটা। খাঁজকাটা অংশেই জোয়ালের মাঝখানে বাঁধতে হয়। ইশের খাঁজকাটা অংশগুলো কেবল জোয়ালকে আটকে রাখার জন্যেই তৈরি হয় না, খাঁজের কোন দাগে জোয়াল বাঁধলে লাঙল কতটুকু খর হবে সেদিকটা গুরুত্ব পায় বেশি। আর জোয়ালের দুই পাশে দুইটি গরু বেঁধে দিতে হয়। বাঁকানো দুই পারা পরিমাণ অংশের সামনে কামারের তৈরি ফাল যুক্ত করতে হয়। ফালের অংশটা আকৃতিতে সুঁচালো থাকে।[৮]

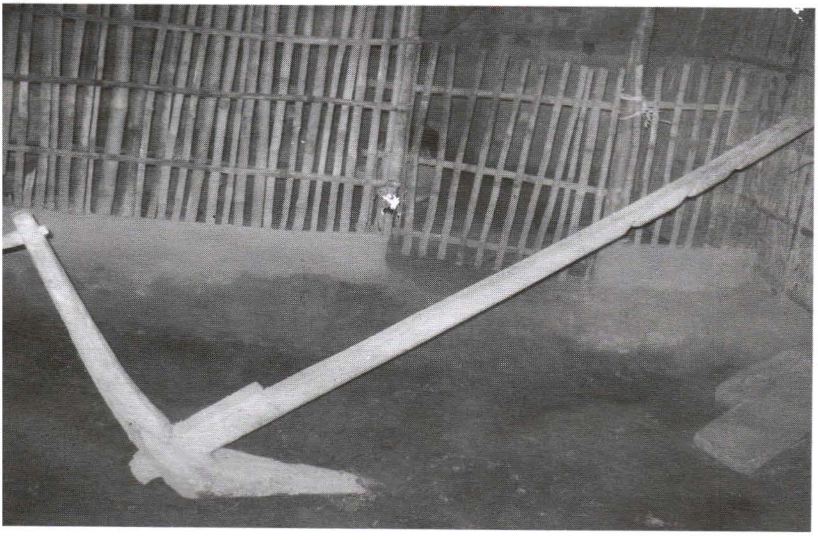

লাঙল

www.pathagar.com

১০. পানের বরজ

পান চাষের জন্যে পান চাষিদের তৈরি করে নিতে হয় পানের বরজ। আর এই বরজের অন্যতম অংশ হচ্ছে ছাউনি ও তার চারপাশ ঘেরা। পানের বরজে প্রয়োগ হয় লোকপ্রযুক্তি। অনেক ক্ষেত্রেই লোকপ্রযুক্তির পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধিত হলেও পানের বরজের ছাউনির ক্ষেত্রে কোনো রূপ পরিবর্তন আসে নি। ময়মনসিংহের বিভিন্ন গ্রামে পান চাষের ব্যাপ্তি ঘটছে। ফলে পানের বরজের উপযোগিতাও বাড়ছে।

বরজের ছাউনি তৈরির উপকরণ

বাঁশের সরু লম্বা কাঠি, বাঁশের চটা, খড় প্রভৃতি।

বরজ তৈরির প্রক্রিয়া

পান চাষের জমি নির্ধারণ করে নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাঁশের লম্বা কাঠির সাহায্যে মাচা তৈরি করা হয়। মাচার আকৃতি অনেকটা কুঁড়েঘরের মতো। কেননা বাঁশের চটার সাহায্যে 'আড়ুনি' দেওয়ার পর খড় বিছিয়ে দিলে বরজকে কুঁড়েঘরের মতো দেখায়। মাচার চার পাশও খড় দিয়ে ঘেরা হয়। খড় বিছানো ও ঘেরার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে করে রোদ সম্পূর্ণ ভাবে বরজের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ছাউনি দেওয়ার পর চালার নিচে পোঁতা হয় পানগাছ। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী তার 'লোক প্রযুক্তি' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "প্রতিটি পান গাছে একটি করে লম্বা পাট কাঠি পোঁতা থাকে। যার মাথা ঐ চালা পর্যন্ত দীর্ঘ কিংবা চালার হালকা ছাউনি ভেদ করে উপরে বেরিয়ে থাকে।"[৯]

পানের বরজ

www.pathagar.com

১১. ইঁদুর মারার কল

ইঁদুর মারার কলের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে প্রচলন ছিল। লোকপ্রযুক্তির ধারায় তা ঐতিহ্যবাহী। এই কল ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী মিস্ত্রিরাই তৈরি করে আসছেন। এই কল তৈরিতে উপাদান হিসেবে প্রয়োজন কাঠ, লোহার চিকন শিক, সুতা, আধা ইঞ্চি ও একপোয়া ইঞ্চি পরিমাণের কিছু লোহা, তারের জাল। কলটি তৈরি করতে দুইজন মিস্ত্রির ৩ ঘণ্টার মতো সময়ের প্রয়োজন হয়।[১০]

ইঁদুর মারার কল তৈরির মিস্ত্রির সাক্ষাৎকার

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম?

কল তৈরির মিস্ত্রি : মিহির চন্দ্র বিশ্বশর্মা।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার মাবাবার নামসহ ঠিকানা বলুন।

কল তৈরির মিস্ত্রি : বাবার নাম ভারত চন্দ্র বিশ্বশর্মা, মায়ের নাম সরলা দেবী। গ্রাম : ধামদী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।

প্রধান সমন্বয়কারী : ইঁদুর মারার কল কীভাবে তৈরি করেন?

কল তৈরির মিস্ত্রি : কলডা মূলত একটা ফাঁদঘর। এইডারে আমরা বক্স কইয়্যা থাহি। ফাঁদঘর তৈরির লাইগ্যা প্রথমে প্রয়োজন—ঘরডার মাপ মতো একটা পাডাতন বা ঘরের মেঝে আর চাইরড্যা দেওয়াল ও একটা ছাদ। এইগুলি মূলত কাডের তৈরি। তাই কাডগুলারে করাত দিয়া কাইট্যা লইয়া রামদা লাগাই। কাড সাইজ মতো পরিষ্কার করি। মেঝের কাডের দুই সাইডে কাডের দেওয়াল তুলি। লয়ার (লোহা) একটা শিক মাঝখানে এমনভাবে বাঁকাই যাতে আংটার মতো খাড়াইয়া থাহে। আংটার উপরের ও নিচের অংশ বড়শির মতো বাঁকাই। তারপর এই আংটা দুইডা শিকের মাঝখানে এমনভাবে জোড়া লাগাই যাতে আংটার উপরের অংশ ফাঁদঘরের উপরে এবং নিচের অংশ ফাঁদঘরের বিত্রে থাহে। ছাদের মাঝখানের ফাঁকে দুইডা লয়ার শিকসহ বসায়া দেই। তারপর ছাদের কাড (কাঠ) লাগাই। ফাঁদঘরের পিছনের অংশ তারের জাল দিয়া আটকাইয়া দেই আর সামনের অংশে কাডের দরজা লাগাই। দরজার উপরের অংশের মাঝখানে মোডা হুতা দিয়া বান্ধি। হুতাডারে কিছু বাড়তি রাহি। ফাঁদঘরের ছাদের সামনের অংশে কাডের খিলানের উপর ঢেঁকির আকৃতির একটা কাড ছোটো পেরেক দিয়া আটকাইয়া দেই। তার পরে দরজার হুতার লগে সামনের অংশ বাইন্ধ্যা দেই। পিছনের অংশ থাহে আংটা বরাবর। পিছনের অংশের আংটা জোরা লাগাইলে ঢেঁহির সামনের অংশ উপরে উইট্টা যায়। আর লগে লগে হুতায় পড়ে টান। টানের লগে দরজাও উপরের দিকে উইট্টা যায়। নিচ দিয়া অনেকটা জায়গা ফাঁকা অয়। ফাঁদঘরের বিতরে আংটার নিচের অংশে উন্দুরের লাইগ্যা খুব লোভনীয় খাদ্য রাহা অয়। উন্দুর খাওয়ার লোভে বিত্রে ঢুইক্যা যেই খাওয়ার মইধ্যে মুখ দেয় অমনি আংটা নইড়্যা যায়। সাথে সাথে সামনের দরজা নিচের দিকে পইড়্যা যায়। দরজা বন্ধ অয়। আর উন্দুর বাক্সর মইধ্যে বা ফাঁদঘরে আইটক্যা যায়।[১১]

www.pathagar.com

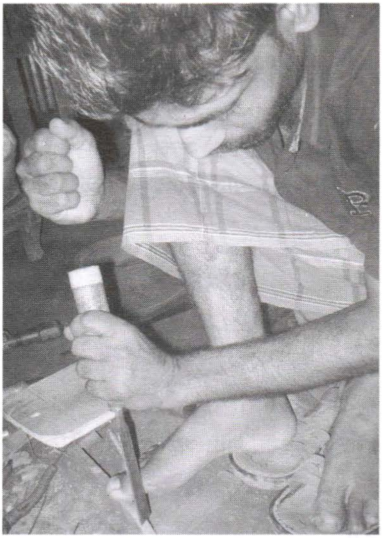

ইঁদুর মারার কল তৈরির প্রাথমিক পর্যায়

কাঠের বারান্দাসহ পাটাতন ও দুই দেয়াল

ছাদসহ কাঠের দরজা লাগানোর পর্যায়

কাঠের দরজার বিপরীতে তারের জাল যুক্ত করে
ইঁদুর মারার কল সম্পন্ন করার পর্যায়

www.pathagar.com

কাঠের তৈরি একটি ইঁদুর মারার কল

কাঠের তৈরি ইঁদুর মারার কল তৈরিকারীদ্বয়ের সঙ্গে প্রধান সমন্বয়কারী ড. আমিনুর রহমান সুলতান

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. শাহেদ আলী, বর্তমান বয়স : ৫২ বৎসর, গ্রাম : বিশ্বনাথপুর, ইউনিয়ন : রামগোপালপুর, উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০১.২০১২, সময় : রাত ৯টা

২. এম. ইদ্রিছ আলী, পিতা : আব্দুর রাজ্জাক, মাতা : জুলেখা খাতুন, জন্ম : ০১.০১.১৯৮২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি (পাস), পেশাঃ সাংবাদিকতা, গ্রাম : মণ্ডলসেন, ডাকঘর : বনবাংলা, উপজেলা : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৮.০৯.২০১২, সময় : রাত ৮.৩০ মিনিট

৩. অশ্বিনী রায়, গ্রাম : লাঙ্গলজোড়া, উপজেলা : ধোবাউড়া, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০৮.২০১২, সময় : বিকাল ৫টা

৪. আতাউর রহমান বাচ্চু, পিতা : আজিজুর রহমান, মাতা : খোদেজা খাতুন, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কাকনহাটি, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৯.০১.২০১২, সময় : রাত ৮টা

৫. সজল চন্দ্র কর্মকার, পিতা : সুশীল চন্দ্র কর্মকার, মাতা : সরলা রানী কর্মকার, বয়স : ২২ বৎসর, গ্রাম : হারুয়া, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৬.০১.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

৬. মিহির চন্দ্র বিশ্বশর্মা, পিতা : ভারত চন্দ্র বিশ্বশর্মা, মাতা : সরলা দেবী, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : ধামদী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৩.০২.২০১২, সময় : রাত ৭টা

৭. সজল চন্দ্র কর্মকার, পিতা : সুশীল চন্দ্র কর্মকার, মাতা : সরলা রানী কর্মকার, বয়স বৎসর, গ্রাম : হারুয়া, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, ত ০৪.০২.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

৮. মিহির চন্দ্র বিশ্বশর্মা, পিতা : ভারত চন্দ্র বিশ্বশর্মা, মাতা : সরলা দেবী, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : ধামদী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৮.০১.২০১২, সময় : রাত ৮টা

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোক প্রযুক্তি, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬১

১০. নিতু চন্দ্র বিশ্বশর্মা, পিতা : বীরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বশর্মা, মাতা : সরলা রানী বিশ্বশর্মা, বয়স : ২১ বৎসর, গ্রাম : ধামদী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০১.২০১২, সময় : রাত ৮টা

১১. মিহির চন্দ্র বিশ্বশর্মা, পিতা : ভারত চন্দ্র বিশ্বশর্মা, মাতা : সরলা দেবী, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : ধামদী, উপজেলা : ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ, তারিখ : ০৭.০১.২০১২, সময় : রাত ৯টা

www.pathagar.com